BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR

Tight Binding

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩১। | ১ম সংখ্যা

স্মৃতি

প্রাণ উচাটন,
ঘন বিকম্পন,
মরমে মরিছি দহিয়া ;
হায় বড় জ্বালা !
আগুনেরি ঝালা,
ও চারু-বদন স্মরিয়া।
বামনের চাঁদ—
ধরি বারে সাধ,
বিস্ময় লাগিনু ভাবিয়া,
তবু জাগে আশা,
ঘুমন্ত পিপাসা,
চরণে ফেলনা ঠেলিয়া।
ছি ছি, কুলবালা !
কেন কর ছলা ?
কেন যাও দূরে সরিয়া ?
বুঝি ভুলে যাও,
বুঝি কাড়ি'নাও,
স্মৃতি টুকু মোর ধরিয়া।

শ্রীপরিমলকুমারী দেবী

ভাগবতসার

"পুরাণ" এই নামটি স্মৃতিপথে উদ্রেক হইলেই বাঙ্গালীর সংস্কার বশতঃ প্রাচীন কথারই মনে হয়। বস্তুতঃ পুরাণ সকল চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিদান স্বরূপ প্রাচীন ইতিহাস। আর্য্যগণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় ইতিহাস লিখিতেন না; তাঁহাদের সকল কার্য্যই ধর্ম্ম সংযুক্ত। বেদের অধ্যাপন অধ্যয়ন তিরোহিত হইলে এবং মানবগণের পরমায়ু ও বুদ্ধি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে, পুরুষার্থ প্রাপ্তির সুগম পথ উদ্ভাবনার্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণ সকল সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণাত্মক।

মহাপুরাণ সংখ্যায় অষ্টাদশ, উপপুরাণ অসংখ্য। মহাপুরাণ সকলই ব্যাস-দেব বিরচিত এমন প্রকাশ, কিন্তু তাহাদের রচনা, বিষয়, মতদ্বৈধ—ও একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বর্ণনাদি দৃষ্টে বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ পুরাণসকল বিভিন্ন হাতের বলিয়া বহু প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

শ্রীমদ্ভাগত মহাপুরাণান্তর্গত, ইহা মহর্ষি বেদব্যাস রচিত এমন বর্ণিত আছে। পুরাণসকল মধ্যে ভগবদ্ভক্তির এরূপ উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুষ্ঠেয় ঈশ্বর আরাধনা স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কাম ধর্ম্ম নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ড সমন্বিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাগবত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মই অতি উপাদেয়; ইহাতে কোনরূপ ফল প্রাপ্তির বাসনা নাই, মোক্ষের কামনা নাই, কেবল ভগবৎ প্রীত্যর্থে আরাধনা মাত্র। কর্ম্মিগণ পুণ্য লাভার্থ যজ্ঞাদি উপলক্ষে পশুধ্বংসরূপ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া ভোগ ব্যতীত তৎ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত, সংসারসাগর হইতে কখনই উত্তীর্ণ হইতে পারেন না; কিন্তু নিষ্কামী ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সর্ব্বভূতের সুহৃদ ও উত্তমাধম ফলাকাঙ্খা বর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বানন্দপ্রদ ভগবৎ প্রেম রসে চিত্ত ডুবাইয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস মানবগণকে ক্ষীণায়ু, মন্দবুদ্ধি ও ক্রমশ হীনবীর্য্য পরিদর্শন করিয়া, সর্ব্বতত্ত্ববীজভূত বেদ চতুষ্টয় পাঠে অসমর্থ জ্ঞানে, পুরুষার্থ লাভের সুগম উপায় মানসে পঞ্চমবেদ মহাভারত রচনা করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ফলাদি লাভের পরমতত্ত্ব উপদেশ

দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজ হৃদয়ে শান্তি লাভে অসমর্থ হইয়া, সরস্বতী তটে নির্জ্জনে উপবেশন করত হৃদয়স্থ অপ্রসন্নতার হেতু চিন্তা করত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন. আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদ, অগ্নি ও গুরুজনের যথোচিত সৎকার করিয়াছি, ভারত রচনাচ্ছলে বেদান্ত উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্মাদি বর্ণন করিয়াছি। কি দুঃখের বিষয়! আমার দেহাভিমানী জীবাত্মা স্বয়ং পূর্ণ ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়াও অপূর্ণ ও হীনতেজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। স্বরূপ লাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইতেছি কেন? এমন সময় মহাযশস্বী নারদ ঋষি বীণাহস্তে তথায় আগমন করত, ব্যাসদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ পরাশর তনয় ব্যাস! আপনি এই সুবিস্তীর্ণ সর্ব্বধর্ম্মার্থ পরিপূর্ণ বৃহৎ ভারত সংহিতা প্রণয়ণ করিয়াছেন, হৃদ্পদ্মে সেই নিত্য বিভু সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন; তবে কেন নিজকে অকৃতার্থের ন্যায় জ্ঞান করত বৃথা শোক করিতেছেন? তদুত্তরে বেদব্যাস কলিলেন, হে দেবর্ষি! আপনি মহাজ্ঞানবান। আপনি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারী সর্ব্বকার্য্য নিয়ন্তা আদিদেব ভগবান বিষ্ণুর সদা উপাসনা করিতেছেন, কোন বিষয়েই আপনার অবিদিত নাই, আপনি দিবাকরের ন্যায় ত্রিভুবন পর্য্যটন করেন, যোগবলে প্রাণিগণের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব আমি কোন বিষয়ের অভাব নিবন্ধন এত অশান্তি বোধ করিতেছি, তাহা যোগবলে বিচার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

দেবর্ষি নারদ বলিলেন, হে তপোধন! আপনি মহাভারতে ধর্ম্মাদি শ্রেয়-সাধনাসমূহের যেরূপ বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভগবানের নির্ম্মল যশোরাশি সেরূপ কুত্রাপি বর্ণনা করেন নাই। যে গ্রন্থে জগত পবিত্রকারক বাসুদেবের মহিমা কীর্ত্তনের অভাব থাকে, বিষ্ণুপরায়ণ জ্ঞানি ভক্তগণ তাহাকে কামীগণের ক্রীড়া মন্দির জ্ঞানে হতাদর করিয়া থাকেন। অতএব হে মহা-ভাগ! আপনি যোগবলে সেই ভগবান অচ্যুতের স্মরণ পূর্ব্বক তল্লীলা কীর্ত্তন করুন। আপনার কোন উপদেশের প্রয়োজন নাই. সমাহিতচিত্তে তাঁহার শরণাগত হউন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান স্বয়ং স্বীয় লীলা মাধুরী প্রক-টনে আপনাকে কৃতার্থ করিবেন। এই বলিয়া দেবর্ষি বীণাযন্ত্রে স্বর সংযোগ ক্রমে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস নারদের উপদেশানুসারে সমাহিতচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায়

নিমগ্ন হইয়া, প্রথমতঃ পরিপূর্ণ পরমপুরুষ ও তদীয় বৈষ্ণবী মায়াকে স্বীয়
কন্দরে অবলোকন করিলেন; এবং অনভিজ্ঞ জনগণের যথার্থ কল্যাণের
নির্দ্দেশার্থ বিশেষভাবে যুগ ধর্ম্মাদি ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের সমন্বয়
প্রেমভক্তির আধার স্বরূপ ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করিয়া নিবৃত্তিমার্গাব
স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন।

কবি বলিতেছেন—কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানের ভাবই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্
মহাভিমানী ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনের ঐকান্তিক ইচ্ছায়, সমস্ত ভার
অমিত বলবিক্রমশালী রাজন্যবর্গ আপন আপন হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতি সম
সৈন্যাদি সমভিব্যহারে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে সমবেত হইয়া, অষ্টাদশ
ব্যাপী সমরে সকলেই সমরাঙ্গনে শায়িত। কুরুবীর আত্মাভিমানী দুর্য্যো
ভীমসেনের দারুণ গদাপ্রহারে উরুভগ্নে দ্বৈপায়ন হ্রদতটে মুমূর্ষু! যিনি
ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অহঙ্কারভরে বলিয়াছিলেন "বিনাযুদ্ধে সূ
পরিমিত ভূমিও শত্রুকে প্রদান করিব না" আজ তাঁহার ভীষ্ম, দ্রোণ,
প্রমুখ বীরসেনাপতিগণ কোথায়? কৌটিল্যের আধার ভারতের বলবীর্য্যস
বীরগণের ধ্বংসকারী কপট দুষ্ক্রিয়াশক্ত দুর্য্যোধনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ শকু
বা কোথায়? কলাবিদ্যা সুনিপুন সৌন্দর্য্যললামভূত সুন্দরীগণ পরিপূ
ইন্দ্রভবন সদৃশ সুমনোহর অভ্রভেদী স্বর্ণচূড় সমন্বিত রাজপুরীই বা কোথা
তুষারধবল নানা মহার্ঘ্যকারুকার্য্য খচিত আস্তরণ সমন্বিত খট্টাঙ্গে যাঁহাদের সু
হইত না, আজ রুধিরাক্ত কর্দ্দমময় সমরাঙ্গনে ছিন্ন পতাকা, ভগ্নরথ, স্তুপাক
মৃত হস্ত্যশ্বনররাশির মধ্যে অগণিত রাজন্যবর্গ চিরনিদ্রায় শায়িত থা
ঐশ্বর্য্যমদমত্ত বিলাসী মানবগণের চঞ্চলা লক্ষ্মীর পরিণতি প্রদর্শন করিতেছে
চতুর্দ্দিকে অসূর্য্যম্পশ্যা বিচিত্র বেশভূষা আলুলায়িতাকেশা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প
বিরহবিধুরা যুবতীগণের ভীষণ আর্ত্তনাদ, রক্তমাংস ভোজী বিকটদৃশ্য শ্বাপ
কুলের বিভৎসোৎপাদক চিৎকার ধ্বনি; হতরাজ্যোদ্ধারকারী বিজয়গৌ
বান্বিত অপরাজিত মহাবল পাণ্ডুপুত্রগণের পুত্র-ভ্রাতা-মাতুল-শ্বশুর-সম্বন্ধি প্রভৃ
সুহৃদ্গণের চতুর্দ্দিক বিক্ষিপ্ত মৃত দেহাদি দৃষ্টে দারুণ বিলাপ ইত্যাদি মা
জীবনের শেষ পরিণতি উপলব্ধি করাইবার জন্যই যেন শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভা

পাঠক! কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবে
সময়ে, নিবৃত্তমার্গাবলম্বী সদা পরমাত্মচিন্তারত উদাসীন শুকদেব কর্তৃক ভাগ
পাঠ হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মহাশ্মশানের চিত্রপট আপনাদের মনোম

একবার অঙ্কিত করিতে বলিতেছি। মানসনেত্র উন্মীলন করিয়া দেখুন—কত শত সহস্র রমণী পতিপুত্র হারাইয়া দারুণ শোকার্ণবে নিমজ্জিত; কত রাজার রাজ্য ধ্বংস বিধ্বংস; কত রাজপুত্র পথের ভীকারী, যে রাজ্যলোভের জন্য পাণ্ডবগণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শত্রু ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সুহৃদগণের বিনাশ দৃষ্টে জয়লাভে মৃয়মান। এবব পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের নশ্বরতা দৃষ্টে জীবিতের হৃদয়ে স্বতঃই মায়াময় সংসারের অনিত্যতায় বৈরাগ্যের ছায়া পতিত হয়, রাজ্য লিপ্সা উদ্ধত, বীরদর্পে দর্পিত, রাজন্যবর্গের অগুরুচন্দনচর্চ্চিত মহার্ঘ্য বসন ভূষণ শোভিত দেহগুলি শৃগাল কুকুর শুকুনি গৃধিনী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে, এই দৃশ্য সাংসারিকের মনে সংসারের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত করিবে; সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রতি বৈরাগ্য জন্মাইয়া নিত্য সুখ প্রাপ্তি হেতু অচ্যুতের সেবা জন্যই বেদব্যাস কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বেদের যাহা জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ আরণ্যক ও উপনিষদ, যাহার মধ্যে অধ্যাত্ম ধর্ম্মের যাবতীয় উচ্চতম অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই সমস্তকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর মীমাংসা অথবা বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং" ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন। উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সাধন তত্ত্ব সমুহের একত্রে সমাবেশ এই গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে "জন্মাদস্য যতঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে। এই শ্লোক দ্বারায় ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত দর্শনের) দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। শ্রুতি কথিত "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্মেতি।" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেরই আরাধনা করিতেছেন। যেহেতু শ্লোকের শেষ চরণে "সত্যং পরং ধীমহি" পদ প্রয়োগে সর্ব্বান্তর্যামী সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকেই তদ্গতচিত্তে ধ্যান করিতেছেন, এখানে কোন দেবতার নাম করেন নাই। "যাহা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা দ্বারা জন্ম প্রাপ্ত সমস্ত জীবিতাবস্থায় রক্ষিত বা প্রতিপালিত হইয়াছে, যাহাতে এতৎ সমস্তই অন্তে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে তুমি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" এই শ্রুতিমন্ত্রের ভাবার্থ সূত্র দ্বারায় ব্রহ্মেরেই অর্চ্চনা করিতেছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূক্তের যে বিস্তৃত ভাষ্য

লিখিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিত আমরা সুধীজন সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। তিনি বলেন—ব্রহ্মকে জগতকারণ বলিয়া প্রদর্শন করাতে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপক্ষিপ্ত ভাবতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কেহ এই বিচিত্র অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না। পরন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে ব্রহ্মকে জগতের কেবল স্রষ্টা বলিয়া উপদেশ করা হয় নাই। সূত্রোক্ত "জন্মাদি" শব্দে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিনই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের কেবল স্রষ্টা নহেন, তিনি ইহার পালনকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং বিনাশ কর্ত্তাও বটেন, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাও থাকা সূত্রে উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা, তিনি জগৎ হইতে অতীত আছেন। এতদ্বারা ব্রহ্মের জগদতীতত্বও বলা হইল।

ব্রহ্ম জগদতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ। সূত্রকার ব্রহ্মের লক্ষণে এরূপ নির্দ্দেশ করাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। ব্রহ্ম একদিকে সর্ব্বশক্তিমান সগুণ, অপর দিকে জগতাতীত নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মের উভয়রূপের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋষিগণ ভক্তিসহকারে জ্ঞাননেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক, যাঁহার অসংখ্য ও অপরিমেয় চরণ, হস্ত, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও উদিত সহস্র সূর্য্যের জ্যোতিতে অনুপম শোভাযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট আদি নারায়ণমূর্ত্তিই দর্শন করিয়া থাকেন, যে পরম পুরুষ অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও বিবিধ নাম ও বহুরূপে প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তা সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশ কালাদি হেতুক ক্রিয়াফলের আশ্রয়ীভূত, মনের দ্বারাও অচিন্ত্যরচনা বিশিষ্ট কার্য্যকারণরূপা গুণময়ী স্বকীয় বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই নির্গুণ বা নিরাকার ব্রহ্ম।

যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা সম্বোধনে আত্মসমর্পণ করেন, জ্ঞানিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, ভক্তগণ যাঁহার অনুপম লীলামাধুরী ও ঐশ্বর্য্য দর্শনে বাৎসল্যের আধার ভগবান নামরসে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর "একোঽহং বহুস্যাম" আমি এক, বহুরূপে প্রকাশিত হইব মনে করিয়া, বিশ্বসৃজনকারী ব্রহ্মা (স্বায়ম্ভু ব্রহ্মা) রূপে আবির্ভূত হইলেন। ইনিই সগুণ বা সাকার ব্রহ্ম। পুরাণে ইঁহাকেই "যোগনিদ্রাবলম্বনে কারণ-সলিলে শয়ান, সেই ভগবান বিষ্ণুর নাভিপর্ণ হইতে কমলযোনিব্রহ্মা জন্মগ্রহণ

করিলেন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া লীলা প্রদর্শনার্থে সমস্ত লোক প্রতিপালন করিতেছেন।

বৈষ্ণব চূড়ামণি পণ্ডিত বিশ্বনথ চক্রবর্ত্তী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে দেখাইয়াছেন যে, বেদান্তদর্শনের বহু সূত্রের তাৎপর্য্য ভাগবতে সুন্দররূপে নিহিত হইয়াছে। জীবগোস্বামীও বলিয়াছেন, ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অর্থ ব্রহ্মপ্রতিপাদক গায়ত্রীর অর্থ একই। স্বয়ং ভাগবত বলিতেছেন—"নিগম কল্প তরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুক্তং।" অর্থাৎ ইহা বেদস্বরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে।

বেদে যে ধর্ম্মবীজ নিহিত ছিল, সাধকের সাধনাবারি সিঞ্চনে, সেই বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বিকাশলাভ করিয়াছে। তাহার পূর্ণ বিকাশই এই ভাগবত গ্রন্থ। ইহা বৈদিকধর্ম্মের বিকাশাবস্থা। প্রাচীন মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্ম বিষয়ক এক মহান সমন্বয় গ্রন্থ। ইহাতে পূর্ব্ব প্রচারিত সমস্ত মতের সমন্বয় করা হইয়াছে, গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। ভাগবত কোন ধর্ম্মপথের নিন্দা করেন না, কোন মতের প্রতিবাদ করেন না, ইহা বিশুদ্ধ ভক্তির গ্রন্থ।

ভাগবত ধর্ম্মে সকল মতের ও সাধনার সকল পক্ষের, এক সুমহান সমন্বয় করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে তত্ত্বকথা সকল এমত অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে সকল প্রকারের অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিই ইহা হইতে আপন আপন আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিলাভ করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থের রহস্য অনন্ত। ভক্তির সহিত আলোচনা না করিলে ইহার প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করা দুরূহ। যাঁহার জীবন যতই উন্নত হইবে, হৃদয় যতই পবিত্র হইবে ও উদার হইবে, তিনিই এই নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গযোগ, শৈবমত, বৈষ্ণবমত, এই সমস্ত তত্ত্বের মূলই এক। মানবের রুচি ও অধিকার ভিন্ন বলিয়াই দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে একই উদ্দেশ্যে প্রয়োজ্য হইয়াছে।

ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অতীব উৎকৃষ্ট, ইহাতে কোন ফলপ্রাপ্তির কামনা নাই, এমন কি মোক্ষের কামনা পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ভগবৎ প্রীতির জন্য আরাধনা মাত্র। কর্ম্মীগণ ফলাধিক্য প্রাপ্তির কামনায় যজ্ঞাদি কার্য্যে পশুবধ দ্বারা পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সুতরাং ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার প্রবাহ হইতে কখনও উত্তীর্ণ হইতে

পারেন না; কিন্তু ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ্, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত বিধায় তিনি সর্ব্বানন্দপ্রদ ভগবৎপ্রেমসমুদ্রে চিত্ত বিসর্জ্জন দিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই সবিস্তাররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই কার্য্যকারণের মূল। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন একটী বৃক্ষপত্রও গলিত হইতে পারে না। বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়া সেই মহিয়সী ইচ্ছাশক্তির আত্ম প্রকাশ হইতেছে। সেই ইচ্ছার স্বরূপ মানবহৃদয়ে উপলব্ধি করার জন্যই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস এই ভক্তিরসালপুত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাগবতের শেষতত্ত্বই বৃন্দাবন লীলা। যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি নানা ভাবের উপাসনার বিষয়ীভূত, যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ দার্শনিকগণের মনীষা অক্ষম, সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই শ্রীবৃন্দাবনে গোপ বালকবেশে অবতীর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত। ইহার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। প্রথম স্কন্ধে ঊনবিংশতিটি অধ্যায় যথা—মঙ্গলাচরণ, ঋষিপ্রশ্ন, ভগবদ্ গুণ বর্ণন. অবতার কথন, নারদব্যাস সংবাদ, নারদের পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ, অশ্বত্থামার দণ্ড, কুন্তীস্তব, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, দ্বারকাপুরী প্রবেশ, পরীক্ষিতের জন্ম, ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ, অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরেরপ্রশ্ন, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপথন, পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ, ব্রহ্মশাপ, পরীক্ষিত সমীপে শুকদেবের আগমন।

ভাগবতে অন্যান্য পুরাণ ও মহাভারত কথিত বহুবিধ বিবরণ, উপন্যাস, গাথা, বংশচরিত্র, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বিবৃত আছে।আমরা ঐ সমুদায়ের আলোচনা না করিয়া প্রত্যেক স্কন্ধের বিষয়ানুসূচনাতে মাত্র উল্লেখ করিব এবং বেদ কথিত ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ ও ভগবানের লীলাসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকগণের সমীপে উপস্থাপিত করিব। প্রথমস্কন্ধের মঙ্গলাচরণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে এখন অবতার কথন ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করা হইবে।

ঈশ্বরাবতরণ লইয়াই আর্য্যধর্ম্মের ফলবান গ্রন্থ পুরাণের সৃষ্টি। পুরাণ সকল ভগবল্লীলাপূর্ণ গ্রন্থ। পুরাণ ও কাব্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ভগবানের দশাবতারের কথাই বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"অবতারহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধির্দ্বিজাঃ ইত্যাদি।" (১।৩।২৬) অর্থাৎ যেমন কোন অক্ষয় বৃহৎ জলাশয় হইতে সমস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহ নির্গত হইয়া নানা পথে ধাবিত হয়,

তদ্রূপ সত্ত্বনিধি একমাত্র হরি হইতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে পৃথিবীতে ধর্ম্মভাবের হ্রাস ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, লোক সকল দুষ্কৃতদিগের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নির্য্যাতিত হইলে, ভগবানের মর্ত্তলোকে প্রাদুর্ভাব হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। সেই আবশ্যকতা নিবন্ধনই দয়াময় হরি জগতের দুর্গতি অপনোদন মানসে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া উৎপথগামী মানবের শিক্ষা বিধান করিয়া তাহাদিগকে স্বভাবে পুনরায় সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই ভগবৎ প্রকাশ নানা সময়ে সংঘটিত হয়। কোথাও বা কোন অসাধারণ মানবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়; কোথাও বা বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ সংঘটন করিয়া, আপনার অভিপ্রায় প্রচারিত করত মানবদিগকে প্রকৃতস্থ করেন; কখনও বা স্বয়ং অংশ বা পূর্ণভাবে দেহধারী হইয়া আবির্ভূত হন, এবং সেই অবস্থায় যুগপরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়া থাকেন। ইহাই অবতাররূপে কথিত।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোনও বেশ ধারণ করিয়া লোক লোচনের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। আর্য্যদিগের এই বিশ্বাসই ভগবানকে সময়ে সময়ে মানবরূপে প্রকাশিত করিয়াছে। মানব অবতারই শ্রেষ্ঠ অবতার। সৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও উচ্চাধিকার প্রাপ্ত জীবই মানব। বস্তুতঃ মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকচরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ভগবানের অবতরণের সম সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা অবতাররূপী ভগবানের সঙ্গে পিতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু, সখা প্রভৃতি পার্থিব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াও তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন। তাঁহারাই হতভাগ্য যাঁহারা ভগবানকে হাতে পাইয়াও চিনিতে পারেন নাই। ভগবানের মানব অবতার মধ্যে দুইটি ভাবই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এক মানবীয় প্রকাশ্যভাব, দ্বিতীয় অপ্রকাশ্য ঐশ্বর্য্যভাব।

ভাগবতে ভগবানের অবতারাদি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠকগণের অবগতি জন্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"সেই আদি নারায়ণ মূর্ত্তিই সকল অবতারের আশ্রয় স্থান, এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে অক্ষয় বীজ। এইরূপের অংশ ও তদংশ দ্বারাই দেবতা, মনুষ্য তির্য্যগ্‌যোনি গত জীবনিচয় সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই দেবাদিদেব প্রথম অবতারে ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ধারণ করিয়া সনৎকুমার আদি কৌমার সৃষ্ট উপলক্ষ দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অবতারে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু রসাতলগত ধরণীর উদ্ধার মানসে বরাহ মূর্ত্তি

ধারণ করেন। তৃতীয় অবতারে নারদরূপে প্রকাশিত হইয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার ও উপদেশ দ্বারা কর্ম্মবন্ধন শিথিল করত মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করেন। চতুর্থ বারে ধর্ম্মের অংশে মূর্ত্তির (পত্নীর) গর্ভে নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েন। পঞ্চম অবতারে কপিল ঋষি নামে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অবতারে অত্রিপত্নী অনসূয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দত্তাত্রেয় নামে প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সপ্তম অবতারে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে অবতীর্ণ হইয়া সায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অষ্টমে মেরুদেবীর গর্ভে নাভির ঔরসে ঋষভ নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুমুক্ষুগণের আচরণীয় পরমহংস ধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরম মনোরম ও অতীব বাঞ্ছনীয় নবম অবতারে পৃথু নামক নরদেব দেহ গ্রহণে পৃথিবীস্থিত ওষধি সকল সৃজন করেন। দশমাবতারে মৎসরূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র প্লাবনের নৌকায় আরোহণ করাইয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। একাদশ অবতারে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র মন্থন সময় পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরি মূর্ত্তি আয়ুর্ব্বেদের প্রকাশক দ্বাদশ এবং দৈত্যদিগের মোহ উৎপাদনরূপ মায়াময় মোহিনীমূর্ত্তিই ত্রয়োদশাবতার। হিরণ্যকশিপু বধ জন্যই নরহরিরূপ চতুর্দ্দশ অবতার। বলিরাজকে দমনার্থে পঞ্চদশ অবতার বামন মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণদ্রোহী ক্ষত্রিয় ধ্বংসে পরশুরামরূপে ষোড়শ, এবং বেদ বিভাগকর্ত্তা পরাশর নন্দন ব্যাসরূপে সপ্তদশ অবতার। তারপর দেবগণের উপকারার্থে নরদেব রামরূপ ধারণক্রমে সেতুবন্ধনাদি বীর্য্যসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাই অষ্টাদশ অবতার। ঊনবিংশ ও বিংশতি অবতারে যদুবংশে রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়াছিলেন। কলিযুগে কীকট প্রদেশে বুদ্ধ নামে জন্মগ্রহণ করত দেবদ্বেষী অসুরগণের মোহ উৎপাদন করিবেন এবং কল্কি নাম গ্রহণ করিবেন। এইরূপে দ্বাবিংশতি অবতারের উল্লেখ করিয়া বৃহৎ জলাশয় হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র জল প্রবাহের উপমা দিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন স্বায়ম্ভুবাদি মুনিগণ, দেবতা সকল, মনুপুত্র, দক্ষাদি প্রজাপতি সকল, লোকপাল ও দিকপাল সকলেই হরির অংশ বলিয়া পরিগণিত।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ। এই শ্রুতি বাক্য অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ব্রহ্ম। পরমাত্মা চৈতন্যরূপে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব জগতের স্থাবর, জঙ্গম, উদ্ভিদ সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়া, ইহার পুষ্টিসাধন ও জীবন ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। এই

মহৎ ভাগবতে অবতার বর্ণনাধ্যায়ে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সেই পরমপুরুষ স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়া ভক্তহৃদয় বিনোদনকারী অনুপমরূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্যের বিস্তার করত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ভক্তিযোগে কেবল মনীষা বলে অবাঙ্মনস গোচর ভগবানের লীলা অনুভবে সমর্থ হয়েন।

মহর্ষি বেদব্যাসের প্রশ্নানুসারে দেবর্ষি নারদ স্বীয় পূর্ব্বজন্মবিবরণ বলিতেছেন—আমি পূর্ব্ব জন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। চাতুর্মাস্য উপলক্ষে জননী আমাকে শিশু কালেই বিপ্রগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাকে ক্রীড়ায় অনাশক্ত, মিতভাষী, চাপল্যবর্জ্জিত, আজ্ঞানুবর্ত্তী শুশ্রূষায় নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা সমধিক অনুগ্রহ করিতেন। আমি সর্ব্বদা হরিগুণ কথা শ্রবণ, সাধুগণের সেবা ও যোগিগণের আজ্ঞাপালন করাতে তাঁহাদের দয়ায় আমার মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছিল; এবং আমাকে দৃঢ়চিত দেখিয়া ঋষিগণ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের পরমগুহ্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান লাভে আমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বাসুদেবের মায়াকার্য্যবর্গ অবগত হইয়াছি। "হে ব্রাহ্মণ! সর্ব্বনিয়ন্তা অচ্যুত পরম ব্রহ্মে সমর্পিত যাবদীয় কর্ম্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নামক দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের মহৌষধ। যেমন রোগোৎপাদক কোন দ্রব্য বিজ্ঞানবলে দ্রব্যান্তর সংযুক্তে রাসায়নিক নিয়মে সেই রোগেরই উপশম করে, তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা ভোগের বৃদ্ধি হইয়া জীবের সংসার বন্ধন দৃঢ় হইলে, যদি সেই কর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হয়, তবে কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভক্তি মিশ্র জ্ঞানই মোক্ষসাধক এবং সেই জ্ঞান ভগবৎতুষ্টি জনক কার্য্যদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে।" যে ব্যক্তি প্রবণাদি মন্ত্রমূর্ত্তি দ্বারা নামরূপ বর্জ্জিত সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে সদা হৃদয়ে পূজা করেন, তিনিই জ্ঞানবান ও সম্যক্‌দর্শী। আমি ঋষির উপদেশানুসারে উল্লিখিত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ভগবান প্রসন্ন হইয়া, পরমাত্ম জ্ঞান প্রকাশ করিলেন। এতৎব্যতীত জীবের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল দেশান্তরে গমন করিলেন, আমি মাতার সহিত বাস করিতেছিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর মাত্র। মাতা আমাকে অশেষ স্নেহ করিতেন কিন্তু পরাধীনতা নিবন্ধন আমার মঙ্গল বিধানে ইচ্ছুক থাকিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। একদিন আমার মাতা নিশিথে গো দোহনার্থে গৃহ হইতে নির্গত হইলে সর্পাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। মাতৃ-বিয়োগকে আমি ভগবানের অনুগ্রহ জ্ঞান

করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তরাভিমুখে গমন করিলাম, এবং বহুজনপদ, গোষ্ঠ, গ্রাম, পুষ্পবাটিকা, উপবন, পর্ব্বতশ্রেণী, জলাশয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একটী হ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক জল পান করত শ্রান্তিদূর করিলাম। অবশেষে নির্জ্জনকানন মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করত উপদেষ্টার নিদেশানুসারে হৃদয়পদ্মে পরমাত্মাকে মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলাম। ভক্তি সহকারে তদ্‌গতচিত্তে ভগবানের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতে নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, নেত্রবারি দরবিগলিত ধারে বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতে লাগিল; সর্ব্বজীবের অন্তরাস্থ সর্ব্বময় হরি কৃপা করিয়া আমার হৃদপদ্মে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। ভগবানের পূর্ণাবয়ব দর্শন করিয়া আনন্দের মূর্চ্ছনায় বিবশ হইয়া আমার নিজের স্বরূপ ও পরমাত্মার রূপ বিস্মৃত হইয়া গেলাম; আমার ভাবনীয় ভগবান কোথায়, তাহার কিছুই স্মরণ রহিলনা। তৎপর মূর্চ্ছা ভঙ্গের ন্যায় ভগবৎস্বরূপ দর্শনাভাবে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, গাত্রোত্থান করত, সেই সুমধুর মোহন মূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে চিত্তসংযত করিয়া বারম্বার চেষ্টা করিলেও বিফলপ্রযত্ন হইয়া নির্জ্জন কাননে বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট হইলাম। এমত সময়ে শব্দাদির অগোচর ভগবান হরি মৃদু গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিলেন, "হে নারদ! আর শোক করিও না। তুমি এই জন্মে জগতীতলে আর আমার সন্দর্শন পাইবে না। সাধনা দ্বারা যাহাদের চিত্তমল বিধৌত হয় নাই, তাদৃশ যোগিগণ আমার দর্শন পায় না। হে অনাথ! তোমাকে যে একবার আমার স্বরূপ দেখাইলাম, সে কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধির জন্য, আমার প্রতি আসক্ত সাধুগণের বিষয় বাসনা ক্রমশঃ চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া থাকে। তোমার অল্পদিন সাধু সেবা করিয়াই আমার প্রতি অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে, অতএব তুমি এই তামসি মর্ত্ত্যধাম পরিহার পূর্ব্বক আমার দিব্যলোকে গমন করিবে। একবার আমার প্রতি মন নিবিষ্ট করিতে পারিলে, আর কখনও স্খলিত হয় না; আমার কৃপায় তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি কি সৃষ্টি কালে, কি প্রলয় কালে কখনই বিনষ্ট হয়না।" এই বলিয়া শব্দ শরীরী সর্ব্বশক্তিমান অত্যদ্ভুত ভগবান বিনিবৃত্ত হইলেন। আমি সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য ও সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পন করিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলে মৃত্যু উপস্থিত হইল। তৎকালে ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বময়ী মায়াতীত পার্ষদা তনু মৎসন্নিধানে আনয়ন করিলে, পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসানে আমি ভগবান বিষ্ণুর অন্তরে প্রবেশ করিলাম এং পুনঃ সৃষ্টিময় তৎপ্রেরিত হইয়া মরীচ্যাদি ঋষিগণ সহ জন্মগ্রহ করিয়া, দেবদত্ত বীণায় সর্ব্বত্র হরিগুণ গানে বেড়াতেছি, শ্রীহরি স্বীয়রূপে মমহৃদয় মন্দিরে বিরাজিত আছেন। অনবরত বিষয় বাসনা পরিহারে জীবগণের হরিগুণানুকীর্ত্তনই সংসার সমুদ্র উত্তরনের অপূর্ব্ব ভেলা। কামভোগাদি দ্বারা অভিভূত চিত্ত ভগবানের সেবায় নিরত হইবামাত্র যেরূপ আশু উদ্বেগশূন্য হয়, যম নিয়মাদি যোগমার্গ অবলম্বনেও তাদৃশ সাম্যভাব লাভ করে না।

প্রথম স্কন্ধে অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবিরে নিশিথে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রাদিভূত দ্রৌপদীর পঞ্চশিশুর বধ এবং তদ্‌জনিত মহাপাতকের দণ্ড স্বরূপ অশ্বত্থামার মস্তকমণি কেশের সহিত ছেদন, পরীক্ষিতের জন্ম বৃত্তান্ত, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ ও স্বর্গারোহণ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি মহাভারতীয় যে সকল বিবরণে ভগবানের নীতি কৌশল, জ্ঞান গরিমা ঐশ্বর্য্য বাৎসল্য প্রজারঞ্জন প্রভৃতি সংসৃষ্ট রহিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে কুন্তীস্তবে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ঈশ্বরাবতার তাহা অতি বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রূপকচ্ছলে পৃথিবী-ধর্ম্মের কথোপথনে দেখান হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ধর্ম্মের চারিপদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম প্রচলন ছিল; যেহেতুক শ্রীকৃষ্ণে সত্য, দয়া, শৌচ, দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপস্যা, তিতিক্ষা, আত্মজ্ঞান, শাস্ত্রচর্চ্চা, ধীরতা, বলবীর্য্য, কর্ম্মনৈপুণ্য, বৈরাগ্য, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম সকল একাধারে অবস্থিতি করিত। তাঁহার তিরোধান হওয়ামাত্রই অধর্ম্ম প্রবলবেগে আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা।

অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্তন্তং

(৪)

হোতি খো বাসেট্‌ঠ! সমযো যং কদাচি করহচি দীঘস্‌স অদ্ধুনো অচ্চযেন অযং লোকো বিবট্টতি। বিবট্টমানে লোকে যেভুয্যেন সত্তা আভস্‌সর-কাযাচবিত্বা ইত্থত্তং আগচ্ছন্তি। তে চ হোন্তি মনোমযা, পীতিভক্‌খা, সযং পভা, অন্তলিক্‌খচরা সুভট্‌ঠাযিনো চিরং দীঘমদ্ধানং তিট্‌ঠন্তি।

বঙ্গার্থ:—

হে বাসেষ্ঠ! কখন কখন দীর্ঘাধ্বন অত্যয়ের এমন সময় হয় যে এই লোক বিকর্ত্তন করে। লোক বিবর্ত্তমান হইলে অনেক পরিমাণে সত্ত্বগণ আভস্‌সরকায়

একোদকীভূতং খোপন বাসেট্ঠ ! তেন সমযেন হোতি, অন্ধকারো, অন্ধকার তিমিসা, ন চন্দিম-স্থরিযা পঞ্ঞাযন্তি, ন নক্খত্ত-তারকা রূপানি পঞ্ঞাযন্তি, ন রত্তিদিবা পঞ্ঞাযন্তি, ন মাস-ড্ঢমাসা পঞ্ঞাযন্তি, ন উতু-সংবচ্ছরা পঞ্ঞাযন্তি, ন ইত্থিপুমা পঞ্ঞাযন্তি, সত্তা সত্তাত্বেব সঙ্খ্যং গচ্ছন্তি। অথ খো তেসং বাসেট্ঠ ! সত্তান'কদাচি করহচি দীঘস্স অদ্ধুনো অচ্চযেন রস-পঠবী (১) উদকস্মিং সমতানি। সেয্যথাপি নাম পাযসো তত্তস্স † নিব্বাযমানস্স উপরিসন্তানকং হোতি, এবমেব খো পাতুরহোসি। সা অহোসি বণ্ণসম্পন্না, গন্ধ-সম্পন্না রস-সম্পন্না, সেয্যথাপি নাম সম্পন্নং বা সপ্পি, সম্পন্নং বা নবনীতং (২) ; এবং বণ্ণো অহোসি, সেয্যথাপি নাম খুদ্দমধুং অনেলকং, এবমাস্সাদা * অহোসি।

অথ খো বাসেট্ঠ ! অঞ্ঞতরো সত্তো লোল জাতিকো অস্তো ! কিমেবিদং ভবিস্সতীতি রস-পঠবিং অঙ্গুলিযা সাযি তস্স রসপঠবিং অঙ্গুলিযা তো আচ্ছাদেসি ; তণহা চস্স ওক্কমি। অঞ্ঞেপি খো বাসেট্ঠ ! সত্তা তস্স সত্তস্স দিট্ঠানুগতিং

হইতে চ্যুত হইয়া এই মনুষ্যত্বে আসে। তাহারা ও মনোময় † প্রীতিভক্ষ, স্বয়ম্প্রভ অন্তরীক্ষচর ও শুভস্থায়ী হইয়া অতি দীর্ঘকাল থাকে।

হে বাসেষ্ঠ ! সেই সময়ে একোদকীভুত (৩) ও মহান্ধকারে অন্ধকার হয়, এবং চন্দ্র সূর্য্য (৪) নক্ষত্রতারকারূপ, রাতি-দিবা, মাসা-র্দ্ধমাস, ঋতু-সংবৎসর এবং,স্ত্রী-পুমান প্রজ্ঞাপ্ত হয় না বা দেখা যায় না, সত্বগণ সত্ব সংখ্যাতেই যায় (৫)। অতঃপর, হে বাসেষ্ঠ ! সেই সত্বদিগের দীর্ঘাধ্বন অত্যয়ে রসপৃথিবী উদকে বিস্তৃত হয়। যেমন—পায়াস (৬) তপ্তনির্ব্বায়মনা হইলে উপরে ভাসিয়া থাকে, এইরূপেই তাহা প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা মধুর রস-সম্পন্ন সর্পিঃ বা নবনীতের ন্যায় বর্ণ সম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন হয়। এবং বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রামধু সদৃশ বর্ণ ও আস্বাদ হয়।

(১) রসপথবী বা (ব্রহ্মে)। ‡ কক্কস্স (কোন কোন ব্রহ্মগ্রন্থে)। নবনিতং (ব্রহ্মে)। * এবমাস্সাদা (ব্রহ্মে)। † মনুষ্য লোকে উৎপন্ন হইলেও উঁহারা গর্ভজ নহেন। উপপাতিক সত্বগণের ন্যায় মনের দ্বারাই উৎপন্ন হন। তদ্ধেতু উঁহারা মনোময়। (৩) সর্ব্বচক্রবাল জল ময় হয়। (৪) উঁহারা আত্মপ্রভায় বিচরণ করেন, অতএব চন্দ্রসূর্য্যের প্রয়োজনও নাই। (৫) প্রাণীগণের কেবল মাত্র 'সত্ত' বা প্রাণী আখ্যায় হয় (৬) পায়াস (কোন কোন ব্রহ্মগ্রন্থে)—ইহার অর্থ অন্ন দুগ্ধ। উষ্ণ দুগ্ধ শীতল হইলে যেই প্রকার উপরে দুগ্ধের ছানা ভাসিয়া থাকে সেইরূপ।

আপজ্জমানা রসপঠবিং অঙ্গুলিযা সাযিংসু। তেসং রসপঠবিং অঙ্গুলিযা সাযতং অচ্ছাদেসি। তণহা চ তেসং ওক্কমি। অথ খো তে বাসেট্ঠ ! সত্তা রসপঠবিং হত্থেহি আলুপ্পাকারকং উপক্কমিংসু পরিমুঞ্জতুং। যতো খো তে বাসেট্ঠ ! সত্তা রসপঠবিং হত্থেহি আলুপ্পকারকং উপক্কমিংসু পরিভুঞ্জতুং। অথখো তেসং বাসেট্ঠ। সত্তানং সযংপভা অন্তর ধাযি। সযংপভা অন্তরহিতায চন্দিম-স্থরিযা পাতুর হেসুং (১)।

অতঃপর হে বাসেষ্ঠ ! অন্যতর লোল জাতিক (লোভী) সত্ব ওহে ! ইহা কিরূপ হইবে ! (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) রসপৃথিবী অঙ্গুলিদ্বারা গ্রহণ করিয়া জিহ্বাগ্রে স্থাপন করিল। উহার রস পৃরিবী অঙ্গুলিদ্বারা স্বাদিত হইয়া আচ্ছাদন করা হয় এবং (তাহাতেও) তাহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। হে বাসেষ্ঠ ! অন্য সত্বগণও উহার দৃষ্টানুগতিপ্রাপ্ত হইয়া (দেখাদেখি অনুকরণ করিয়া) রস-পৃথিবী অঙ্গুলিদ্বারা স্বাদন করিল। উহাদের রস-পৃথিবী স্বাদিত হইয়া আচ্ছাদন করা হইল এবং (তাহাতে) উহাদের তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। অতঃপর হে বাসষ্ঠ !

(১) উঁহাদের আত্মপ্রভা লুক্কায়িত হইলে মহান্ধকারে ভীত ত্রাশিত হইয়া আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহা 'শূরভাব' (বীর্য্য, তেজ) উৎপন্ন করিয়া 'সূরিয় মণ্ডল' (সূর্য্য মণ্ডল উত্থিত হইল)। পুনঃ সূর্য্যাস্তগমে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হেতু পূর্ব্ববত অন্য আলোকের জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের ছন্দানুসারে চন্দ্রমণ্ডল উত্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চন্দ্র অন্তোমণি বিমান বাস করে। ইহার বাহিরের পরিক্ষেপ রজতস্কা উভয়েই শীতল। সূর্য্য অন্তকনকবিমানে বাস করে। ইহার বাহিরের পরিক্ষেপ স্ফটিক হয়। তদ্ধেতু উভয়ই উষ্ণ। চন্দ্র ঋকুভাবে ৪৯ যোজন ও পরিমণ্ডলে ১৪৭ যোজন। সূর্য্য সোজাসোজি ৫০ যোজন এবং পরিমণ্ডলে ১৫০ যোজন। চন্দ্র নীচে। সূর্য্য উর্দ্ধে। উভয়ের দূরত্ব একযোজন। চন্দ্রের নিম্নান্ত ও সূর্যের উর্দ্ধে শত যোজন। চন্দ্র সোজাসোজি আস্তে এবং প্রস্থে শীঘ্র যায়। উভয় পার্শ্বে নক্ষত্র তারকা যায়। চন্দ্র ধেনুর বাছরের নিকট গমনের ন্যায় নক্ষত্র তারকার নিকট গমন করে। নক্ষত্র তারকা আপন স্থান ত্যাগ করে না। সূর্য্যের সোজা গমন শীঘ্র এবং প্রস্থ গমন অতি মন্দ। সূর্য্য কৃষ্ণপক্ষের উৎপাসন দিবস হইতে প্রভিপদ দিবসে চন্দ্র মণ্ডল হইতে সত সহস্র (১০০০,০০০) যোজন দূরে যায়। তৎপর চন্দ্ররেখার ন্যায় দেখা যায়। এইরূপে ভবিষ্যৎ উৎপাসন দিবস পর্য্যন্ত ১০,০০০ যোজন প্রতিদিন চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে থাকে, তাহাতে চন্দ্র অনুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উপসদ দিবসে পরিপূর্ণ হয়। পুনঃ ১০০,০০০ যোজন করিয়া চন্দ্র অভিমুখে আসিলে দিনদিন চন্দ্র প্রভা হীন হয়। পুনঃ উপাসন দিবসে সূর্য্য চন্দ্রোপরি হইলে চন্দ্র দেখা যায় না। তাহাতে অমাবস্যা হয়। উপম—মধ্যাহ্নে গৃহচ্ছায়াবৎ। দিবসে কোন ছায়ার

চন্দিম-স্থরিযেস্থ পাতুভুতেস্থ, নকৃখত্তানি তারক-রূপানি পাতুরহেস্থং। নকৃথত্তেস্থ তারকরূপেস্থ পাতুভূতেস্থ রাত্তি-দিবা পঞ্‌ঞাযিংস্থ। রত্তিদিবেস্থ পঞ্ঞাযমানেস্থ মাস-ড্‌ঢমাস পঞ্‌ঞাযিংস্থ। মাস-ড্‌ঢমাসেস্থ পঞ্‌ঞাযমানেস্থ উতু-সংবচ্ছরা পঞ্ঞাযিংস্থ। এত্তবতা খো বাসেট্‌ঠ। অযং লোকোপুন বিবট্টো হোতি। অথ-খো তে বাসেট্‌ঠ! সত্তা রসপঠবিং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকৃথা।

তদাহারা চিরং দীঘমদ্ধানং অট্‌ঠংস্থ। যথা যথা খো তে বাসেট্‌ঠ! সত্তা রসপঠবিং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকৃথা, তদাহারা চিরংদীঘমদ্ধানং অট্‌ঠংস্থ। তথা তথা তেসং বাসেট্‌ঠ! সত্তানং রসপটবিং পরিভুঞ্জন্তানং খরত্তঞ্চেব কাযস্মিং ওক্কমি, বণ্ণবেবণ্ণতা (১) পঞ্‌ঞাযিত্থ। একিদং সত্তা বণ্ণবন্তো হোন্তি একিদং সত্তা দুব্বণ্ণা। তথ যে তে সত্তা বণ্ণবন্তো তে দুব্বণ্ণে সত্তে অতি-মঞ্‌ঞন্তি, 'মযমে তেহি বণ্ণবন্ততরা, অমেহ হেতে দুব্বণ্ণতরাতি। তেসং

সেই সত্ত্বগণ রসপৃথিবী হস্তদ্বারা (২) কবলাকারে পরিভোগ করিতে উপক্রম করিল। অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণের রসপৃথিবী অন্তর্দ্ধান হইল। হে বাসেষ্ঠ! যেই হইতে সেই সত্ত্বগণ হস্তদ্বারা রসপৃথিবী গ্রাসাকারে পরিভোগ করিতে আরম্ভ করিল (সেই হইতে) অতঃপর সেই সত্ত্বগণের স্বয়ম্প্রভা অন্তর্দ্ধান হইল। স্বয়ম্প্রভা অন্তর্হিত হইলে চন্দ্রস্র্য্য প্রাদুর্ভূত হইল। চন্দ্রস্র্য্য প্রাদুর্ভূত হইলে নক্ষত্র তারকারূপ সমূহ প্রাদুর্ভূত হইল। নক্ষত্র তারকারূপ সমূহ প্রাদু-র্ভূত হইলে রাত্রি-দিবা দেখা দিল। রাত্রি-দিবা দেখা গেলে মাসার্দ্ধমাস দেখা গেল। মাসার্দ্ধমাস দেখা গেলে ঋতু-সংবৎসর প্রজ্ঞাপ্ত হইল। হে বাসেষ্ঠ! এইরূপে এইলোক পুনঃ বিবর্ত্তিত হইল। অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণ রসপৃথিবী পরিভোগ করত তদ্ভক্ষ।

তদাহারী হইয়া অতি দীর্ঘাধ্বন ছিল। হে বাসেষ্ঠ! যেইরূপে সেই সত্ত্বগণ রস পৃথিবী পরিভোগ করিয়া তদ্ভক্ষ ও তদাহারী হইয়া অতি দীর্ঘকাল ছিল, সেই সেইরূপ হে বাসেষ্ঠ! সেই রস পৃথিবী পরিভোগকারী কারেখরত্ব ও

আলো জ্বালিলে যেমন দূর হইতে তাহা দেখা যায় না সেইরূপ চন্দ্রও দেখা যায় না ইত্যাদি বিথী আদি অতি বিস্তার ইতি।

স্থমঙ্গলবাসিনী।

[(১) 'বন্নবেবজ্জতা' ও (২) অনুস্মরন্তি (অনুকরণ করে) [÷বর্ণ বা রূপহে জাত অভিমান বশতঃ

(২) পালিতে 'হৃত্থেহি' (হস্তরমূহদ্বারা) বহুবচন।

বণ্ণা-তিমান-পচ্চযা * মানা-তিমান-জাতি-কানং রস-পঠবি অন্তরধাযি। রস-পঠবি যা অন্তরহিতায সন্নিপাতিংস্থ। সন্নিপাতিত্বা অনুথুনিংস্থ—অহো! রসং অহো! রসন্তি। তদেত্তহরিপি মনুস্সা কিঞ্চিদেব স্থরসং লভিত্বা এবমাহংস্থ,—অহো! রসং অহো! রসন্তি, তদেবপোরাণং অগ্‌গঞ্‌ঞং অকৃখরং অনুসরন্তি, (২) নত্বেবস্স অত্থং আজানন্তি। অথ খো তেসং বাসেট্‌ঠ! সত্তানং রস-পঠবিযা অন্তরহিতায ভূমিপপ্পটিকো পাতুরহোসি। সো অহোসি বণ্ণসম্পন্নো, রস সম্পন্নো, সেয্যথাপি নাম সম্পন্নংবা সপ্পি, সম্পন্নং বা নবনীতং। এবং বণ্ণো অহোসি সেয্যথাপি নাম খুদ্দমধুং অনেলকং, এবমাস্সাদো অহোসী অথ খোতে বাসেট্‌ঠ! সত্তা ভুমিপপ্‌পাটিকং উপক্কমিংস্থ পরেভুঞ্জিতুং। তেতং পরিভুঞ্জন্তা তন্তক্‌খা তদাহারা চিরংদীঘমদ্ধানং অট্‌ঠংস্থ। যথা যথা খো তে বাসেট্‌ঠ! সত্তা ভূমি পপ্‌ᵹটিকং পরিভুঞ্জন্তা তন্তক্‌খা তদাহারা চিরংদীঘমদ্ধানং অট্‌ঠংস্থ তথা তথা

উৎপন্ন হইল এবং বর্ণবিবর্ণতাও দেখাদিল। কোন কোন সত্ত্বর্ণবানও কোন কোন সত্ত্ব দুর্ব্বর্ণ হইল। তাহাতে যেই সত্ত্বগণ বর্ণবান, তাহারা দুর্ব্বর্ণ সত্ত্বগণকে 'আমরা ইহাদিগ হইতে বর্ণবানতর এইরূপ হইয়া আমাদিগ হইতে দুর্ব্বর্ণতর, বলিয়া অবমাননা বা অবজ্ঞা করিতে লাগিল। (৩) সেই মানাতিমানভীতিকদের বর্ণাতিমান প্রত্যয় হইতে (হেতু হইতে) রস পৃথিবী অন্তর্দ্ধান হইল। রস পৃথিবী অন্তর্হিত হেতু সন্নিপাতিত হইল। সন্নিপাতিত হইয়া অহো! রস, অহো! রস, বলিয়া খেদ করিতে লাগিল। তাহা এখনও মনুষ্যগণ কিছু স্থরস লাভ করিলেই এইরূপে 'অহো! রস, অহো! রস, বলিয়া বলে, সেই পুরাণ 'অগ্রজ্ঞ অক্ষরই অনুশরণ' (৪) করে, কিন্তু উহার অর্থ জানে না। অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণের রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইলে 'ভূমি পর্পটিক (৫) প্রদুর্ভূত হইল। তাহা মধুর রস সম্পন্ন সর্পি বা নবনীতের ন্যায় বর্ণ ও রস সম্পন্ন হইল। বিশুদ্ধ ক্ষুদ্র-মধুর ন্যায় বর্ণ

---

* বর্ণ বা রূপহেতু জাত অভিমান বশতঃ।

(৩) বর্ত্তমান যেমন শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গ ও পীতাঙ্গাদি জাতিকে এবং কৃষ্ণাঙ্গ পীতাঙ্গদের মধ্যেও পরস্পর বর্ণ লইয়া, নাক লইয়া ভ্রু এবং চক্ষু আদি লইয়া হিংসাহিংসী দেখা যায় সেইরূপ পূর্ব্বে বর্ণ বিবর্ণতা ঘটিলে তদ্ধেতু পরস্পর অবজ্ঞাবর্ত্তী চলিয়াছিল।

(৪) লোকোৎপত্তিবংশকথাই অনুকরণ করে। (৫) পৃথিবীমস্ত। পৃথিবীর উপরে ঘৃতের ন্যায় হইয়া থাকে।

তেসং সত্তানং ভিয্যোসোমত্তায খরত্তঞ্চেব কাযস্মিং ওক্কমি, বণ্ণ-বেবণ্ণতাচ পঞ্ঞাযিত্থ। একিদং সত্তা বণ্ণবন্তো হোন্তি একিদং দুব্বণ্ণা। তত্থ যেতে সত্তা বণ্ণবন্তো, তে দুব্বণ্ণে সত্তে অতিমঞ্ঞন্তি, 'মযং এতেহি বণ্ণবন্ততরা, অমেহহেতে দুব্বণ্ণতরা'তি। তেসং বণ্ণা-তিমান পচ্চযা মানাতিমানজাতিকানং ভূমি পপ্পটিকো অন্তরধাযি। ভূমিপপ্পটিকে অন্তরহিতে 'পদালতা' পাতুরহোসি। সা অহোসি বণ্ণসম্পন্না, গন্ধসম্পন্না, রস-সম্পন্না, সেয্যথাপি নাম সম্পন্নং বা সপ্পি, সম্পন্নং বা নবনীতং। এবং বণ্ণা অহোসি, সেয্যথাপি নাম খুদ্দমধুং অনেলকং, এবং আস্মাদা অহোসি। অথখো তে বাসেট্ঠ! সত্তা পদালতং উপক্কমিংসু পরিভুঞ্জিতুং। তেতং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকৃখা, তদাহারা, চিরংদীঘমদ্ধানং অট্ঠংসু। যথা যথা খোতে বাসেট্ঠ! সত্তা পদালতং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকৃখা, তদাহারা চীরংদীঘমদ্ধানং অট্ঠংসু, তথা তথা তেসং সত্তানং ভিয্যসোমত্তায় খরত্তঞ্চেব কাযস্মিং ওক্কমি, বণ্ণবেবণ্ণতাচ পঞ্ঞাযিত্থ। একিদং সত্তা বণ্ণবন্তো হোন্তি, একিদং সত্তা দুব্বণ্ণা। তত্থ যেতে সত্তা বণ্ণবন্তো, তে দুব্বণ্ণে সত্তে অতিমঞ্ঞন্তি, মযমেতেহি বণ্ণবত্ততরা, অমেহহেতে দুব্বণ্ণতরা'তি। তেসং বণ্ণতিমানপচ্চযা মানা-তিমান-জাতিকানং পদালতা অন্তরধাযি। পদালতায অন্তরহিতায সন্নিপতিংসু। সন্নিপতিত্বা অনুত্থুনিংসু—অহুবত নো!

ও আস্বাদ হইল। অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্বগণ ভূমিপর্পটিক পরিভোগ করিতে আরম্ভ করিল তাহারা তাহা পরিভোগ করিতে করিতে ভদ্রক্ষও তদাহারী হইয়া অতি দীর্ঘকাল ছিল। হে বাসেষ্ঠ! যেমন যেমন সেই সত্বগণ ভূমিপর্পটিক পরিভোগ করত তদ্রক্ষ তদাহারী হইয়া অতি দীর্ঘাধ্বন ছিল, তেমন তেমন সেই সত্বগণের অধিকভাবে কায়ে খরত্বও উৎপন্ন হইল এবং বর্ণবিবর্ণতাও দেখা দিল। কোন কোন সত্ব বর্ণবান এবং কোন কোন সত্ব দুর্ব্বর্ণ হইল। তাহাতে যে যে সত্ব বর্ণবান তাহারা দুর্ব্বর্ণ সত্বগণকে 'আমরা ইহাদিগ হইতে অধিক বর্ণবান এবং ইহারা আমাদিগ হইতে দুর্ব্বর্ণতর' বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিল। বর্ণাতিমান প্রত্যয়তঃ সেই মানাতিমান জাতিকদের ভূমিপর্পটিক অন্তর্দ্ধান হইল। ভূমি-পর্পটিক অন্তর্হিত হইলে 'পদালতা' (১) প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা রস সম্পন্ন সর্পি বা নবনীতের ন্যায় বর্ণ, গন্ধ ও রস-সম্পন্ন হইল। বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা মধুর ন্যায় বর্ণও আস্বাদ হইল। অতঃপর

(১) পদালতা একপ্রকার সুরসম্পন্ন ভদ্রলতা।

অহাযি বতনো পদালতা'তি। তদেতরহিপিমনুস্সা কেনচি দুক্খধম্মেন ফুট্ঠ এবমাহংসু অহু বতনো! অহাথিবতনো'তি। তদেব পোরাণং অগ্গঞ্ঞং অক্খরং অনুসরন্তি, নত্বেবস্স অথং আজানন্তি। অথখো তেসং বাসেট্ঠ! সত্তানং পদালতায অন্তরহিতায অকট্ঠপাকো সালি পাতুরহোসি, অকণো, অথুসো, সুদ্ধো, সুগন্ধো, তণ্ডুল ফলো। যং তং সাযং সাযমাসায আহরন্তি, পাতো তংহোতি পক্কং পর্পিবিরুলহং। যং তং পাতো পাতরাসায আহরন্তি, সাযং তংহোতি পক্কং পটিবিরুলহং। নাপদানাং পঞ্ঞাযতি। অথ খো বাসেট্ঠ! সত্তা অকট্ঠ পাকং সালিং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকৃখা, তদাহারা চিরংদীঘমদ্ধানং অট্ঠংসু। যথা যথা খো তে বাসেট্ঠ! সত্তা অকট্ঠ পাকং সালিং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকৃখা, তদাহারা চিরংদীঘমদ্ধানং অট্ঠংসু, তথা তথা তেসং সত্তানং ভিয্যো সোমত্তায খরতেঞ্চব কাযস্মিং ওক্কমি। বণ্ণ বেবণ্ণতায

হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্বগণ পদালতা পরিভোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা তাহার পরিভোগ করত তদ্রক্ষ ও তদাহারী হইয়া অতি দীর্ঘকাল থাকিল। হে বাসেষ্ঠ! যেমন যেমন সেই সত্বগণ পদালতা পরিভোগ করিয়া তদ্রক্ষ ও তদাহারী হইয়া অতি দীর্ঘকাল থাকিল, তেমন তেমন সেই সত্বগণের আরও অধিক খরত্বও উৎপন্ন হইল এবং বর্ণ বিবর্ণতাও দেখা দিল। কোন কোন সত্ব বর্ণবান এবং কোন কোন সত্ব দুর্ব্বর্ণ হইল। তাহাতে যাহারা বর্ণবান সত্ব হইল তাহারা দুর্ব্বর্ণসত্বগণকে 'আমরা ইহাদিগ হইতে বর্ণবানতর এবং ইহারা আমাদিগ হইতে দুর্ব্বর্ণতর' বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিল। সেই মানাতিকমান জাতিকদের বর্ণাতিমান হেতু পদালতা অন্তর্দ্ধান হইল। পদালতা অন্তর্হিত হইলে সন্নিপাতিত হইল। সন্নিপাতিত হইয়া খেদ করিতে লাগিল—আমাদের পদালতা সেই সময়ে মৈথুনধর্ম্ম প্রতি সেবন করিতে দেখিল 'হে বৃষালী (চণ্ডালি! নাশ হও! হে বৃষালী নাশ হও! এবং কেন সত্ব সত্বকে এইরূপ করিবে' বলিয়া' তাহারা কেহ কেহ পাংশু ক্ষেপন, কেহ কেহ ভস্ম ক্ষেপন, এবং কেহ কেহ গোময় ক্ষেপন করিতে লাগিল। তাহা এখনও কোন কোন জনপদে বধূ-নিগ্রহ করিলে মনুষ্যগণ কেহ কেহ পাংশু, কেহ কেহ ভস্ম ও কেহ কেহ গোময় ক্ষেপন করে। সেই পুরাণ অগ্রজ্ঞ অক্ষরই অনুশরণ করে কিন্তু উহার অর্থ জানেই না। হে বাসেষ্ঠ! তাহা সেই

পঞ্ঞায়িথ। ইত্থিযাচ ইত্থিলিঙ্গং পাতুর হোসি, পুরিসস্চ পুরিস-লিঙ্গং। ইত্থীচ পুরিসং অতিবেলং উপনিজ্ঝাযতি, পুরিসো চ ইত্থিং। তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞং অতি বেলং উপনিজ্ঝাযতং সারাগো উদপাদি। পরিলাহো কাযস্মিং ওক্কমি। তে পরিলাহ পচ্চযা মেথুনং ধম্মং পটিসেবিংসু। যে খো তে বাসেট্ঠ! তেন সমযেন সত্তা পস্সন্তি মেথুনং ধম্মং পটিসেবন্তে অঞ্ঞেঞ্ঞ পংসুং খীপন্তি। অঞ্ঞেঞ্ঞ সেটিঠং খীপন্তি, অঞ্ঞেঞ্ঞ সোমযং খীপন্তি 'নস্ম বসলী, নস্ম বসলী'তি। কথঞ্হিঞ্হি নাম সত্তো সত্তস্স এবরূপং করিস্মতী'তি? তদেতরহিপি মনুস্সা একচ্চেসু

সময়ে অধর্ম্মসম্মত কিন্তু ইদানীং ধর্ম্মসম্মত (১) [ইহা হইয়া পড়িয়াছে]। হে বাসেষ্ঠ! সেই সময়ে যেই সত্ত্বগণ মৈথুনধর্ম্ম প্রতিসেবন করিত, তাহারা মাসও দ্বিমাসও গ্রামে ৭ নিগকে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। হে বাসেষ্ঠ! সেই হইতে সত্ত্বগণ সেই অসদ্ধর্ম্মে অতিবেলা সেবিতব্যতা প্রাপ্ত হইল (বা যেই হইতে সত্ত্বগণ অনেক সময় কাম পরিভোগ করিতে লাগিল) অতঃপর [সেই হইতে] সেই অসদ্ধর্ম্মেরই প্রতিচ্ছাদনার্থে অগার (গৃহ) গুলি (নির্ম্মাণ) করিতে আরম্ভ করিল। তৎপর, হে বাসেষ্ঠ! অন্যতর অলস জাতিক সত্ত্বের [মনের ভাব] এইরূপ হইল—ওহে! কেনই আমি সায়মাশের জন্য সায়ং কালে এবং প্রাতরাশের জন্য প্রাতঃকালে শালি আহরণ করিয়া কষ্ট করিব! সায়ং প্রাতংরাশের জন্য আমি একবারই শালি আহরণ করিতে পারি না! অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্ব সায়ং প্রাতরাশের জন্য একবারেই শালি আনিল। হে বাসেষ্ঠ! তৎপর অন্যতর সত্ত্ব সেই সত্ত্বের নিকট আসিল। আসিয়া সেই সত্ত্বকে এইরূপ বলিল।—হে সত্ত্ব! আইস শালি আরোহণ করিতে যাই।

(১) যেমন অধুনা ভারতবাসিগণেরও অধিকন্তু বঙ্গবাসীগণের মৎস্যাদি প্রাণিহত্যা করিতে সামান্য মাত্রও দুঃখানুভব বা করুণা হয় না এবং নগরবাসীদের পরদার গমন ও সুরাদি পানে সামান্য মাত্রও লজ্জাভয় উৎপন্ন হয় না—অনেকের সেবন করিতে করিতে অভ্যাস বশে অধর্ম্ম সম্মত বলিয়া মনে না করিয়া প্রকৃতির গতির সঙ্গে মিলাইয়া ধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া মনে করে, ও কত মাথা খাটাইয়া প্রকৃতির গতির সঙ্গে কামাচারের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করে, তেমন পূর্ব্বে ছিল না। যাহা অধর্ম্ম অনার্য্যোচিত তাহা অধর্ম্মই বলিতেন।

জনপদেসু বধুযা নিগ্গযহমানায অঞ্ঞেঞ্ঞ পংসুং খীপন্তি অঞ্ঞেঞ্ঞং সেট্ঠং খীপন্তি, অঞ্ঞেঞ্ঞ সোমযং খীপন্তি। তদেব পোরাণং অগ্গঞ্ঞং অক্খরং অনুসরন্তি। নত্বেবস্সং অথং আজানন্তি। অধম্ম সম্মতং খোপন বাসেট্ঠ! তেন সমযেন হোতি, তদেতরহি ধম্মসম্মতং (,)। যে খো বাসেট্ঠ! তেন সমযেন সত্তা মেথুনং ধম্মং পটিসেবন্তি, তেমাসংপি দ্বেমাসম্পি ন লভতি গামং বা নিগমং বা পবিসিতুং। যতো খোপন বাসেট্ঠ! সত্তা তস্মিং অসদ্ধম্মে অতিবেলং পাতবতং আপজ্জিংসু, অথখো অগারানি উপক্কমিংসু কাতুং তস্মেব অসদ্ধম্মস্স পটিচ্ছাদনত্থং। অথখো বাসেট্ঠ! অঞ্ঞতরস্স সত্তস্স অলস জাতিকস্স এতদহোসি—অম্ভো! কিমেবাহং বিহঞ্ঞামি সালিং আহরন্তো সাযং সাযমাসায, পাতোপাতরাসায! যংনুনাহং সালিং আহরেয্যং সকিংদেবসায-পাতরা-সায'তি! অথখো সো বাসেট্ঠ! সত্তো সালিং আহাসি সকিংদেব সায-পাতরাসায। অথখো বাসেট্ঠ! অঞ্ঞতরো সত্তো যেন সো সত্তো তেনুপসংকমি। উপসংকমিত্বা তং সত্তং এতদবোচ—এহি ভো সত্ত! সালাহারং গমিস্সামা'তি।

সুস্বাদুছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তাহা এখনও মনুষ্যগণ দুঃখধর্ম্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এইরূপ বলে—আমাদের ছিল! আমাদের হারান হইয়াছে! সেই পৌরাণিক অগ্রণী অক্ষরই অনুশরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ জানেই না। অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণের পদালতা অন্তর্হিত হইলে অকাষ্টপাক (১) অক্ষণ, অতুস্, শুদ্ধ, সুগন্ধ তণ্ডুলকল শালি প্রাদুর্ভূত হইল। যাহা সায়ংকালে সায়মাশের জন্য আহরণ করে, প্রাতে তাহা পক্ক প্রতিবিজয় হয় এবং যাহা প্রাতে প্রাতরাশের জন্য আনে, তাহা সায়ংকালে পক্ক প্রতিবিজয় হয় (২)। অপদান (ছেদন করিয়া গ্রহণের চিহ্ন) দেখা যায় না অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সত্ত্বগণ অকাষ্টপাক শালি পরিভোগ করিতে করিতে তদ্ভক্ষ তদাহার হইয়া দীর্ঘকাল থাকিল। যেমন যেমন হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণ অকাষ্টপাক শালি পরিভোগ করিয়া সুদীর্ঘকাল থাকিল তেমন তেমন সেই সত্ত্বগণের অত্যধিক ভাবে কায়ে খরত্বও উৎপন্ন হইল, বর্ণ বিবর্ণতাও দেখা দিল। স্ত্রীর স্ত্রীলিঙ্গ পুরুষের পুরুষলিঙ্গ

(১) কাষ্টে বা ধান গাছে উৎপন্ন না হইয়া ভূমি ভাগেই উৎপন্ন। অকণ=কণহীন।

(২) যেই স্থান হইতে শালি লইয়া আসিতেন, সেইস্থানে পুনঃ উক্তকালে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। গ্রহণের কোন চিহ্নই থাকিত না।

অলং ভো সত্ত! আহতো মে সালি সাকিংদেব সায়-পাতরা-সাযা'তি। অথখো সো বাসেট্‌ঠ! সত্তো তস্‌স সত্তস্‌স দিট্‌ঠানুগতিং আপজ্জমানোসালিং আহাসি সাকিংদেব দ্বিহায, এবং কির ভো সাধু'তি। অথখো বাসেট্‌ঠ! অঞঞতরো সত্তো যেন সো সত্তো, তেনুপসংকমি। উপসঙ্কপিত্বা তং সত্তং এতদবোচ—এহি, ভো সত্ত! সালাহারং গমিস্‌সামা'তি। অলং ভো সত্ত! আহতো মে সালি সকিংদেব দ্বিহাযা'তি। অথখো সো বাসেট্‌ঠ! সত্তো তস্‌স সত্তস্‌স দিট্‌ঠানুগতিং আপজ্জমানো সালিং আহাসি সাকিংদেব চতুহায, এবং কিরভো সাধু'তি। অথখো বাসেট্‌ঠ! অঞঞতরো সত্তো যেন সোসতো তেনুপসাকামি, উপসঙ্কমিত্বা তং সত্তং এতদবোচ—এহি ভো সত্ত! সালাহারং গমিস্‌সামা'তি। অলং ভো সত্ত! আহতো মে সালি সকিংদেব চতুহাযা'তি। অথখো সো বাসেট্‌ঠ! সত্তো তস্‌স সত্তস্‌স দিট্‌ঠানুগতিং আপজ্জমানো সালিং আহাসি সকিংদেব অট্‌ঠহায,

প্রাদুর্ভূত হইল। স্ত্রী ও পুরুষকে, পুরুষও স্ত্রীকে অতিবেলা অবলোকন করিতে লাগিল। সেইরূপ পরস্পর অতিবেলা অবলোকনকারীদের কাম-রাগ উৎপন্ন হইল। কায়ে কাম পরিদাহ উৎপন্ন হইল। তাহারা পরিদাহ হেতু মৈথুনধর্ম্ম প্রতিসেবন করিল। হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণ সত্ত্বকে বলিল—হে সত্ত্ব! নিষ্প্রয়োজন, মৎকর্ত্তৃক শালি একবারেই সায়ং-প্রাতরাশের জন্য আহত হইয়াছে। তারপর, হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্ব [অপর] সত্ত্বের দৃষ্টানুগতি প্রাপ্ত হইয়া 'ওহে, এইরূপ সাধু' বলিয়া একবারেই দুইদিনের জন্য শালি আহরণ করিল। অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! অন্যতর সত্ত্ব সেই সত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সেই সত্ত্বকে এইরূপ বলিল—চল, হে সত্ত্ব! শালি আহরণে যাই। হে সত্ত্ব! নিষ্প্রয়োজন, মৎকর্ত্তৃক একবারেই দুইদিনের জন্য শালি আহত হইয়াছে। অতঃপর, হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্ব [অপর] সত্ত্বের দৃষ্টানুগতি প্রাপ্ত হইয়া ওহে! এইরূপ সাধু বলিয়া একবারেই চারিদিনের জন্য শালি আহরণ করিল। তারপর, হে বাসেষ্ঠ! অন্যতর সত্ত্ব সেই সত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত ইয়া বলিল—চল, ওহে সত্ত্ব! শালি আহরণে যাই। নিষ্প্রযোজন, হে সত্ত্ব! মৎকর্ত্তৃক শালি একবারেই চারিদিনের জন্য আনা হইয়াছে। অতঃপর, হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্ব [অপর] সত্ত্বের দৃষ্টানুগতি প্রাপ্ত হইয়া 'ওহে! এইরূপ সাধু' বলিয়া একবারেই অষ্টাহের জন্য শালি আহরণ করিল। সেই হইতে, হে বাসেষ্ঠ!

এবং কির ভো! সাধু'তি। যতো খো তে বাসেট্‌ঠ! সত্তা সন্নিধিকারকং সালিং উপক্কমিং সুপরিভুঞ্জিতুং, অথ কণোপি তণ্ডুলং পরিযোনদ্ধি, থুসোপি তণ্ডুলং পরিযোনদ্ধি, লুনম্পিন-প্পটিবিরুলহং। অপাদানং পঞঞাযিত্থ। সত্ত সত্তা সালি যো অট্‌ঠসু। অথখো তে বাসেট্‌ঠ। সত্তা সন্নিপতিং সুসত্তা সন্নিপতিত্বা অনুখুনিংসু। পাপকা বত ভো! ধম্মা সত্তেষু পাতুভূতা। মযম্পি পুব্বে মনোমযা অহমহ, পীতি ভক্খা, সযং পভা, অন্তলিক্খচরা, সুভট্‌ঠাযিনো চিরং দীঘমদ্ধানং অট্‌ঠমহ। তে মযং রসপঠবিং হত্থেহি আলুপ্পকারকং উপক্কমিমহ পরিভুঞ্জিতুং। তেসং নো রসপঠবিং হত্থেহি আলুপ্পকারকং উপক্কমতং পরিভুঞ্জিতুং সফ্‌পভা অন্তরধাযি। তায অন্তরহিতায চন্দিমসূরিযা পাতুর হেসুং চন্দিম-সূরিযেসু পাতুভূতেসু নক্খত্তানি তারকরূপানি পাতুরহেসুং। নক্খত্তেসু তারকরূপেসু পাতুভূতেসু রত্তি-দিবা পঞঞাযিংসু। রত্তিদিবেসু পঞঞাযমানেসু মাসনড্‌ঢমাসা পঞঞাযিংসু। মাস-ড্‌ঢমাসেসু পঞঞাযমানেসু উতু-সংবচ্ছরা পঞঞাযিংসু। তে মযং রসপঠবিং পরিভুঞ্জন্তা তন্তকখা, তদাহারা চিরং দীঘমদ্ধানং অট্‌ঠমহ। তেসং নো পাপকানং

সেই সত্ত্বগণ সন্নিধিকারক (জমা) শালি পরিভোগ করিতে লাগিল, সেই হইতে কণ তণ্ডুলও; তুসতণ্ডুলও পর্য্যাবনদ্ধ (পরিবেষ্টিত) হইল এবং লুন বা কর্ত্তিত [শালি] প্রতি বিরূঢ় হইল না (বা কর্ত্তিত শালি পুন উৎপন্ন হইল না। গ্রহণ চিহ্ন দেখা গেল। শালিসমূহ ষণ্ড ষণ্ড (কলাপে কলাপে বা রাশি রাশি) স্থিত হইল। অতঃপর, হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণ সন্নিপাতিত হইল। সন্নিপাতিত হইয়া খেদ করিতে লাগিল। হায়! সত্ত্বগণের পাপকর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে! আমারাও পূর্ব্বে মনোময়, প্রতিভক্ষ স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর ছিলাম এবং শুভস্থায়ী হইয়া অতি দীর্ঘকাল স্থিতি-হিলাম। সেই আমরা রসপৃথিবীকে হস্তদ্বারা গ্রাসবানাইয়া পরিভোগ করিতে উপক্রম করিয়া ছিলাম। সেই আমরা রসপৃথিবীকে হস্তদ্বারা গ্রাস করত পরিভোগ করিতে উপক্রমকারীদের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। তদন্ত-র্দ্ধানে চন্দ্র সূর্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। চন্দ্র সূর্য্য প্রাদুর্ভূতে নক্ষত্রগণও তারকারূপ সমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। নক্ষত্র-তারকারূপ সমূহেরপ্রাদুর্ভাবে রাত্রি দিবা দেখাগিয়াছিল। রাত্রিদিবা দেখাগেলে মাসা-র্দ্ধ-মাস প্রজ্ঞাপ্ত হইয়াছিল। মাসার্দ্ধ মাস প্রজ্ঞাপ্ত হইলে ঋতু-সংবৎসর প্রজ্ঞাপ্ত হইয়াছিল। সেই আমরা রসপৃথিবী পরিভোগ করিতে করিতে তদ্ভক্ষ, তদাহার হইয়া

যেব অকুসলানং ধম্মানং পাতুভাবায রস-পঠবী অন্তরধাযি। রস-পঠবিযা অন্তরহিতায ভূমিপপ্পটিকো পাতুরহোসি। সো অহোসি বণ্ণসম্পন্নো, সন্ধসম্পনো, রসসম্পন্নো। তে মযং ভূমিপপ্পটিক্ উপক্কসিমহ পরিভুঞ্জিতুং। তে মযং তং পরিভুঞ্জন্তা তন্তক্খা, তদাহারা চিরং দীঘমদ্ধানং অট্ঠমহ। তেসং নো পাপকানং যেব অকুসলানং ধম্মানং পাতুভাবায ভূমি-পপ্পটিকো অন্তরধাযি। ভূমি-পপ্পাটিকে অন্তরহিতে পদালতা পাভুরহোসি। সা অহোসি বণ্ণসম্পনা, গন্ধসম্পনা, রসসম্পনা। তে মযং পদালতং উপক্কমিমহ পরিভুঞ্জিতুং। তে মযং তং পরিভুঞ্জন্তা তন্তক্খা, তদাহারা চিরং দীঘমদ্ধানং অট্ঠমহ। তেসং নো পাপকানংযেব অকুসলানং ধম্মানং পাতুভাবায পদালতা অন্তরধাযি। পদালতা অন্তর হিতায, অকট্ঠ-পাকো সালি পাতুরহোসি, অকণো অথুসো, সুদ্ধো, সুগন্ধো, তণ্ডুলপ্ফলো! যং তং সাযং সাযমাসায আহরাম পাতো তং হোতি পক্কং বিরুলহং, যং তং পাতো পাতরাসায আহরাম, সাযং তং হোতি পক্কং পটিবিরুলহং, নাপদানং পঞ্ঞাযিত্থ! তেমযং অকট্ঠ-পাকং সালিং পরিভুঞ্জন্তা, তন্তক্খা, তদাহারা চিরং দীঘমদ্ধানং অট্ঠমহ। তেসং নো পাপকানং যেব অকুসলানং

সুদীর্ঘকাল স্থিত ছিলাম। সেই আমাদের পাপক অকুশল ধর্ম্মসমূহেরই প্রাদুর্ভাবে রসপৃথিবী অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। রসপৃথিবী অন্তর্হিত হইলে ভূমি পর্পটিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাহা বর্ণ গন্ধ রস সম্পন্ন ছিল। সেই আমরা ভূমি পর্পটীক পরিভোগ করিতে উপক্রম করিয়াছিলাম! তাহা আমরা পরি-ভোগ করিতে করিতে তদ্তক্ষ তদাহার হইয়া সুদীর্ঘকাল স্থিতছিলাম। সেই আমাদের পাপক অকুশলধর্ম্ম সমূহেরই প্রাদুর্ভাবে ভূমি পর্পটিক অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। ভূমি পর্পটীক অন্তর্হিত হইলে পদালতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাহা বর্ণ সম্পন্না, গন্ধ সম্পন্না ও রস সম্পন্না ছিল। সেই আমরা পরিভোগ করিতে করিতে তদ্তক্ষা তদাহার হইয়া সুদীর্ঘকাল স্থিতি ছিলাম। সেই আমাদের পাপক অকুশল ধর্ম্ম সমূহের প্রাদুর্ভাবে পদালতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। পদালতা অন্তর্হিত হইলে অকাষ্ঠপাক অকণ, অতুস শুদ্ধ ও সুগন্ধ তণ্ডুল ফল শালি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। যাহা সায়ংকালে সায়মাশের জন্য আহরণ করিতাম। প্রাতে পক্ক প্রতিবিরূঢ় হইত এবং যাহা প্রাতে প্রাতরাশের জন্য আহরণ করিতাম তাহা সায়ংকালে পক্ক প্রতিবিরূঢ় হইত এবং অপাদান দেখা যাইত না (১) সেই আমরা অকাষ্ঠপাক শালি পরিভোগ করিতে করিতে

(১) ছিন্নস্থানে উনতা (বা কম বলিয়া) দেখা গেল।

ধম্মানং পাতুভাবায কণোপি তণ্ডুলং পারিযোনন্ধি, থুসোপি তণ্ডুলং পরিযোনন্ধি, লুনম্পি ন পপ্পটিবিরুলহং অপাদানং পঞ্ঞাযিত্থ। সত্ত সত্তা সালি যো ঠিতা। যং নুন মযং সালিং বিভজেয্যাম, মরিযাদং ঠপেয্যা-মা'তি। অথ খো তে বাসেট্ঠ! সত্তা সালিং বিভজিংসু, মরিযাদং ঠপেসুং অথ খো বাসেট্ঠ! অঞ্ঞতরো সত্তো লোলজাতিকো সকং ভাগং পরি-রক্খন্তো অঞ্ঞতরং ভাগং অদিন্নং আদিযিত্বা পরিভুঞ্জি। তমেনং অগ্গ-হেসুং। গহেড়া এতদবোচুং পাপকং বতভো সত্ত! করোসি, যত্রহিনাম সকং ভাগং পরিরক্খন্তো অঞ্ঞতরং ভাগং অদিন্নং আদিযিত্বা পুরিভুঞ্জসি। মা সুভো সত্ত! পুনপি এবরূপং অকাসী'তি। এবং ভো'তি খো বাসেট্ঠ! সো সত্তো তেসং সত্তানং পাচ্চসেস্সাসি। দুতিযম্পি খো বাসেট্ঠ। সো সত্তো, ততি যম্পি খো বাসেট্ঠ! সো সত্তো সকং ভাগং পরিরক্খন্তো, অঞ্ঞতরং ভাগং অদিন্নং আদিযত্বা পরিভুঞ্জি। তমে নং অগ্গহেসুং।

তদ্তক্ষ ও তদাহার হইয়া সুদীর্ঘদিন থাকিয়াছিলাম। সেই আমাদের পাপক অকুশলধর্ম্মসমূহের প্রাদুর্ভাবে কণ তণ্ডুল ও তুস তণ্ডুল পরিবৃত হইল এবং লুনস্থানেও পুনঃ উঠিল না। অপাদান দেখা গেল (১) যণ্ড যণ্ড শালিরাশি স্থিত হইয়াছে। আমাদের শালি বিভাগ করা ও সীমাস্থাপন করা উচিত নহে কি? অতঃপর হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্বগণ শালিবিভাগ ও সীমাস্থাপন করিল। তারপর হে বাসেষ্ঠ! অন্যতর লোলজাতিক সত্ত্ব স্বকীয়ভাগ পরিরক্ষণ করত, অন্যতর ভাগ চুরি করিয়া গ্রহণ করিয়া পরিভোগ করিল। (সেই) তাহাকে গ্রহণ করিল (২) গ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিলেন:—ওহে সত্ত! তুই নিজভাগ রাখিয়া অন্যতর ভাগ চুরি করিয়া পরিভোগ করিয়াছিশ, তাহা একান্তই পাপ করিয়াছিশ্। ওহে সত্ত্ব! পুনঃ এইরূপ করিশ্ না, তাহা শুভ নহে। আচ্ছা তাহাই হইবে বলিয়া হে বাসেষ্ঠ! সেই সত্ত্ব তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিল। হে বাসেষ্ঠ! দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বারও সেই সত্ত্ব স্বকীয় ভাগ রাখিয়া অন্যতর ভাগ চুরি করিয়া গ্রহণ করত পরিভোগ করিল। তাহাকে গ্রহণ করিল। গ্রহণ করতঃ এইরূপ বলিল—হে সত্ত্ব! তুই যে স্বকীয় ভাগ রাখিয়া অন্যতর ভাগ চুরি করিয়া গ্রহণ

(১) ছিন্নস্থানে উনতা (বা কম বলিয়া) দেখা গেল। (২) চোরকে ধরিয়া ফেলিল।

গহেত্বা এতদবোচ্যুং ; পাপকং বত ভো সত্ত। করোসি, যত্রহিনাম সকং ভাগং পরিরক্খন্তো অঞ্ঞতরং ভাগং অদিন্নং আদিচিত্বা পরিভুঞ্জসি। মা সুভো সত্ত ! পুনপি এবরূপমকাসী'তি অঞ্ঞে ঞ পাণিনা পহরিংসু। অঞ্ঞে ঞ লেড্ডুনা পহরিংসু। অঞ্ঞে ঞ দণ্ডেন পহয়িংসু। যদগ্গে গ খো (১) বাসেট্ঠ অদিন্নাদানং পঞ্ ঞায়তি, গরহা পঞ্ ঞায়তি, মুসাবাদো পঞ্ ঞায়তি। দণ্ডাদানং পঞ্ ঞায়তি। অথ খো বাসেট্ঠ ! সত্তা সন্নিপতিংসু। সন্নিপতিত্বা অনুথুনিংসু—পাপকা বত ভো ! ধম্মা কত্তেসু পাতুভূতা, যত্রাহি নাম অদিন্নাদানং পঞ্ ঞাযিস্সতি, গরহা পঞ্ ঞাযিস্সতি, মুসাবাদা পঞ্ ঞাস্সতি দত্তাদানং পঞ্ ঞাস্সতি যংনুন যংনুন মযং একং সত্তং সম্মন্নেয্যাম, যো নো সম্মা খিযিতব্বং খিযেয্য, সম্ম গরহিতব্বং গরহেয্য, সম্মা পব্বজেপতব্বং পব্বাজেয্য। মযং পনস্স সালীনং ভাগং অনুপদস্সামা'তি।

অথ খো তে বাসেট্ঠ ! সত্তা যো নেসং সত্তো অভিরূপতরোচ, দস্সনীয়তরোচ, পাসাদিকতরোচ, মহে সক্খতরোচ, তং সত্তং উপসঙ্কমিত্বা এতদবোচুং—এ হি ভো সত্ত ! সম্মা খিযিতব্বং খিয, সম্মা সরহিতব্বং গরহ।

করত পরিভোগ করিলি, তাহা একান্তই পাপ করিয়াছিশ। হে সত্ত্ব! পুনঃ এইরূপ করিশ্ না, তাহা শুভ নহে বলিয়া কেহ কেহ পাণিদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, কেহ কেহ লোষ্ট্রের দ্বারা এবং কেহ কেহ দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। হে বাসেষ্ঠ ! অদত্তাদান (চুরি) যে দেখা যায়, নিন্দা যে দেখা যায়, মিথ্যাকথা যে দেখা যায় ও দণ্ডদান যে দেখা যায় ইহাই অগ্র বা প্রথম। অতঃপর, হে বাসেষ্ঠ ! সত্ত্বগণ সন্নিপাতিত হইল। সন্নিপাতিত হইয়া খেদ করিতে লাগিল—যেই সময়ে অদত্তাদান দেখা যায়, নিন্দা দেখা যায়, মিথ্যাকথা দেখা যায় ও দণ্ডদান দেখা যায়, সেই সময়ে একান্ত সত্ত্বগণে পাপকধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়। আমাদের এক সত্ত্বকে [শ্রেষ্ঠস্থানে] সম্মতিদান বা নির্ব্বাচন করা উচিত নহে কি ? যিনি আমাদিগকে সম্যক্ বকিবার সময় বকিবেন নিন্দা তিরস্কারের সময় নিন্দা তিরস্কার এবং সম্যক্ নির্ব্বাসনের সময় নির্ব্বাসিত করিবেন। আমরা উঁহাকে শালিরাশির ভাগ অনুপ্রদান করিব।

অতঃপর হে বাসেষ্ঠ ! সেই সত্ত্বগণ তাহাদের মধ্যে যেই সত্ত্ব অতিরূপতর, (১) দর্শনীয়তর, প্রাসদ্ধিকতর (২) ও মহা পারাবারী সেই সত্ত্বের

(১) সুন্দর তর (২) যাঁহাকে দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় অধিকতর লক্ষণ সম্পন্ন

নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূ বলিল—ভো সত্ত্ব ! আসুন, সম্যক্ বক্কিবার সময় বকুন, সম্যক্ নিন্দা তিরস্কারের সময় নিন্দা তিরস্কার করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআর্য্যবংশ ভিক্ষু।

কায়স্থ

কেবলে তোমারে শূদ্র,ক্ষুদ্র, অকিঞ্চণ ?
তুমি ক্ষত্র অমৃতের পুত্র, প্রপন্ন-শরণ ॥

বাহুতে তোমার অজেয় শক্তি
হৃদয়ে কেন নাহি সে ভক্তি
ভুক্তির অস্থির পথে
অতৃপ্ত বাসনা সাথে
কেন আজি সোজা সুজি চলেছ ছুটিয়া ?
সাধন মাহাত্ম্য, ওহে মহাসত্ব !
পার্থিব প্রভুত্বে তুমি রয়েছ ভুলিয়া ॥

যেই ব্রহ্মসূত্র ভাবিতে তনুত্র—জীবনস্বর্ব্বস্ব
এবে সে পবিত্র জ্ঞানে নিতি নিতি হই'ছ নিঃস্ব !

কোথা তব তন্ত্র—সংযম, স্বাতন্ত্র্য
ওগো ! কোথা তব মন্ত্র সরহস্য ?
ওগো ! কোথা তব সুকৃতি-প্রিয়তা
কোথা বা সে শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা
সুনীতি শুচিতা কোথা হয়েছে অদৃশ্য ?

(২)

জানি ওগো ! কার তরে
অবার্য্য আবেগ ভরে
ধর্ম্ম্য অধিকার তুমি দিয়াছ ছাড়িয়া।
জানি কাহার লাগিয়া
তুমি আপনা ভুলিয়া
সুরত্ব—মাহাত্ম্য ত্যজি শূরত্ব নিয়েছ বরিয়া ॥

জানি কার শৌর্য্য গুণে
ধ্যানা জ্ঞানী কত জনে
নিরাপদে বিভুপদে ল'ইত শরণ।
যক্ষ রক্ষ ঋক্ষ বলী—
কোথায় গিয়েছে চলি
বীতভয় শান্তিময় হ'য়েছে ভুবন ॥

জানি কার ভুজবলে
ছার প্রতিহিংসানলে
ক্ষত্র বংশ ধ্বংসপ্রিয় মাতৃ-হন্তা রাম।
পুরিয়া মরিল—কত যে মারিল
তবু না পুরিল কভু তার মনস্কাম ॥

জানি ওগো ! কার লাগি
হ'য়েছ অখ্যাতি ভাগী
আর্য্যের গৌরব সূত্র দিয়েছ হে ডালি।
জানি ওগো মহাসত্বশালি !
পরমার্থ স্বার্থ কেন করিয়াছ তুচ্ছ।
জানি ওগো ! মসীময় কেন আজি, তব যশ স্বচ্ছ ॥

কিন্তু হায় ! এবে সেই বিপ্র, বৈশ্য
নিরখি' তোমারে হাসে উপেক্ষার হাস্য
নিষ্ঠাভাবে শিষ্ট সবে ভাবে তোমা ম্লেচ্ছ।

তথাপি নয়নে তব নাহি অশ্রুকণা
কলঙ্ক মুছিতে চিতে নাহি উদ্দীপনা
জাগে না হৃদয়ে তব ধর্ম্মভাব উচ্চ ॥
জন্ম তব যেই মহাকুলে
মোহের ছলনে কেন রয়েছ তা ভুলে ?
নয়ন মেলিয়া দেখনা চাহিয়া
কত ক্ষুদ্র জাতি নমঃশূদ্র তাঁতি
জাতীয় পতাকামূলে আজি মিলিছে সকলে।
মসীশ মেধাবী হ'য়ে
তুমি কেন আছ শু'য়ে
প্রতিনিধি কেন তব ধর্ম্ম বিধি পালে ?

(৩)

যার নাইক জ্ঞান কাণ্ডাকাণ্ড
ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন পণ্ড—
কেনগো তুমি যজমান্ তার ?
শাস্ত্রে যার নাইক আস্থা
তিনিই নাকি দেন ব্যবস্থা
তিনিই তোমার কর্ণধার !
স্বর্গ হ'তে মহীয়সী
তাঁরে যিনি বলেন দাসী
তিনিই না তোমার পুরোহিত ?
দক্ষিণাটির মাত্রা হেরি
মন্ত্র যিনি যান পাশরি
তিনিই কি তোমার সাধেন হিত ?
যিনি রেল জাহাজে
খোস মেজাজে
শূল্যামিষের করেন শ্রাদ্ধ।
গেলে শিষ্য বাড়া
নিষ্ঠা ভারি
তিনিই না বটেন সর্ব্বারাধ্য ?

ওরে ! দেখরে খুলে শাস্ত্র-আঁখি
ওদের সকল মেকী সকল ফাঁকি
নাইক বাকী কোন কাজ।
ধরেছে তোর মসীবৃত্তি
স্বরত্তিতে উদর পূর্ত্তি
ভণ্ডামিতে স্ফূর্ত্তিবাজ।
ওদের ভণ্ডামিতে নাইক লাজ ॥

(৪)

অতএব শুদ্ধাচার হও সত্য সত্বগুণাধার
ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধ সব জ্ঞান ভক্তি বলে।
ছাড় পর মুখাপেক্ষা আপনি আপন প্রতীক্ষা
শ্রুতি স্মৃতির নীতি জেনে করহ সকলে ॥
নয়নে আসিবে দীপ্তি ঘুচে যাবে মোহ দৃপ্তি
তৃপ্তির মধুরালোকে হৃদি হবে পূর্ণ।
মানস তামস নাশি গুণ হীন গুণ রাশি
অনন্ত প্রেমের খনি তিনি বিশ্ব-কর্ণ ॥
ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু তিনি বিশ্ব নিঃস্ব বন্ধু
হেরি তব পুণ্যময় প্রীতিউপহার।
অবশ্য রহস্য জেনে আপনি নেবেন টেনে
যতনে দেবেন খুলে অমৃতের দ্বার ॥
জানি তিনি ভাবগ্রাহী ভাবেতে পালেন মহী
অনন্ত অনন্তা মাঝে আবরিয়ে আপনায়।
অন্তরীক্ষে ঋক্ষ শশী কাননে কুসুম রাশি
তাহাঁরি মহিমা, বসি, কে না বল গায় ?
প্রতিভূর করে কেবা ন্যস্ত করে বিভু-সেবা ?
মরমের অর্ঘ্য দানে কে যাঁচে সহায় ?
ভারতীর প্রিয় হ'য়ে তুমি কি রহিবে চেয়ে ?
শুধুই এড়িয়ে যাবে পরমার্থ-দায় ॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত বর্ম্মা

বাজুসমাজ

(বুতনী বৃত্তান্ত)

মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বুতনী একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। গোয়ালণ্ড ষ্টেসনের পূর্ব্বপারে আরিচা ষ্টেসন হইতে যে সুপ্রশস্ত ও সুন্দর রাস্তা মাণিকগঞ্জ অভিমুখে মহাদেবপুর গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ঐ মহাদেবপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে একটী পোষ্টাফিস আছে। সুপ্রসিদ্ধ রাজা গঙ্গাধরের বংশীয় গুহরায় জমিদারগণের বাসস্থান সিমুলিয়া গ্রাম, এই গ্রামের পশ্চিমাংশে ও পাশাপাশিভাবে অবস্থিত।

এই বংশীয় কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী পেন্‌সন প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন চৌধুরী মহাশয় ব্যতীত আর সকলেরই অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা হীন।

বুতনীগ্রাম পূর্ব্বে তিল্লির দত্তরায়গণের জমিদারী ভুক্ত ছিল, যে বংশীয় কেহ ১৫ গৌরীপ্রসাদ গুহচৌধুরীকে কন্যা দান করিয়া জামাতা ও তৎসহোদরদ্বয় লক্ষ্মীকান্ত ও ভবানীপ্রসাদকে এই গ্রামে স্থাপন করেন। বিবাহের যৌতুক স্বরূপে এই গ্রাম ও সরকৃদিনগর গ্রাম উক্ত দত্তরায় জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। যৌতুকের জমিদারীতে জামাতা তাহার কনিষ্ঠ দুইটী ভ্রাতাকেও তুল্যাংশ প্রদান করেন, উহাতে তিন ভ্রাতারই সমান সমান অংশ হয়। গুহ বংশের ২১ হইতে ২৪ পর্য্যায় পর্য্যন্ত বংশধরগণ এখন এই ধারায় জীবিত থাকা দেখা যায়। কুঞ্জবাবুর পর্য্যায় ২১, এবং শ্রীমান যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পুত্রের পর্য্যায় নং ২৪। গৌরীপ্রসাদ, লক্ষ্মীকান্ত ও ভবানীপ্রসাদ এই তিন ভ্রাতারই বংশ আছে, তাঁহারা যথাক্রমে বড়হিস্যা, মধ্যমহিস্যা ও ছোটহিস্যা নামে পরিচিত।

বুতনীগ্রাম অতি সুন্দর; উহা পীরাই ও কাণ্ডাবতী নামক ক্ষুদ্র দুইটী স্রোতস্বতীর সংযোগ স্থান তীরভূমিতে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে বারমাসই নদী দুইটীতে স্রোত থাকিত। নদীর তীরেই বন্দর, ও বাজার ছিল এবং গ্রামে কায়স্থ জমিদারগণের প্রয়োজনসাধক অনেক ব্রাহ্মণ ও তন্তুবায়, গোপ, নরসুন্দর প্রভৃতির বাসস্থান ছিল, এখন তাহার ক্ষীণরেখা মাত্র বিদ্যমান। নদী ভরট হইয়া মজিয়া গিয়া এখন গ্রামটীকে ম্যালেরিয়ার হস্তে অর্পণ করিয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়াছেন, বাজারটী তাহার ভগ্ন দেহ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আজও কোনওরূপ জীবিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীগণের একটী শাখা

এই গ্রামে উক্ত গুহচৌধুরী মহাশয়গণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রায় তিন পুরুষ কাল বসবাস করিয়া ভক্তিচর্চ্চায় গ্রামটীকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন অপ্রকট প্রায়। এই গ্রামের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় এখন নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতের জনৈক নেতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এই গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ তনয়। বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় উপাধি ধারী অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের বাড়ী ও পতিত ভিটার নিদর্শন এই গ্রামে পাওয়া যায়।

পাঠান রাজত্ব কালে এই গ্রাম দানেশ খাঁ নামক এক ব্যক্তির অধিকারে ছিল, তিনি ইহার নাম দানেস্তানগর রাখিয়াছিলেন। ইষ্টক স্তূপাকীর্ণ মসজিদ ভিটা, গাজীর পাট, গাজীর দরগা প্রভৃতি স্থান আজিও বারভুঞার আমলের গাজীর শাসন চিহ্ন ঘোষণা করিতেছে। সাহেবা জাদম্, বাগ বাড়ী, মিঠাপুকুর, প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আজিও মুসলমান শাসন স্মৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই। প্রাচীন বুতনীর বন্দরে দুগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী অতি সুলভে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। তখন কড়ির প্রচলন ছিল। ৫ গণ্ডা অর্থাৎ ২০টী কড়ি (কড়া বা কপর্দ্দক কার্ষাপণ)র মূল্য একটী তামার পয়সার সমান ছিল। সাধারণ গৃহস্থগণের দৈনিক খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ একটী তাম্র মুদ্রাও লাগিত না, উহার অর্দ্ধ বা অর্দ্ধার্দ্ধ ১০, ৫টী কড়ির বিনিময়েই মৎস্য, দুগ্ধ, তরকারী, চাউল, ডাইল সব সংগ্রহীত হইত। গ্রামের সকলেই ভোক্তা, বলিষ্ঠ, তীর গুলাল ও লাঠি পরিচালনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সকলেই স্বীয় উপাস্য দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রামায়ণ গান, গাজীর গীত, এই সমস্তই সাধারণের প্রধান শ্রেষ্ঠত্ব ও আলোচ্য বিষয় ছিল। দুঃখ দারিদ্র, ব্যাধি পীড়ার বড় খোঁজ ছিল না। এখন সে সব স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়।

দানেশ খাঁর অভাবে এই বুতনী গ্রাম তিল্লির দত্তরায়গণের অধিকার ভুক্ত হয়, তৎপর বিবাহসূত্রে ইহা গুহচৌধুরীগণের অধিকার গত হইলে তাঁহাদের চেষ্টায় ভৌমিক বিপ্লবে স্থান ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি বহু জাতিকে ইঁহারা স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানের অধ্যুসিত গ্রাম, বহু কব্বর আছে, এইসব দোষ দর্শাইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

এই গুহবংশের কামদেব চৌধুরী নামক একব্যক্তি সুবেদার সুজার অধীনে ঢাকা রাজস্ববিভাগে চাকরী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন ও নিজ গ্রামে

একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার পশ্চিমতীরে নিজ বশত বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। নিজ বশতের পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী (পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ তখনকার নিয়ম ছিল) যখন খনন করান, তখন কাহারও স্থানাভাব বা খাদ্যাভাব আদৌ ছিল না। বুতনীর চৌধুরীগণ বলেন –তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাশ ইদিলপুর ছিল। ঐস্থান হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিবাহসূত্রে বুতনী আগমন ও বাসস্থান গ্রহণ করেন। মহাত্মা গৌরীপ্রসাদের ভদ্রাসন তিল্লির দত্তরায় জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিবাহের পরবর্ত্তীকালেই গৌরীপ্রসাদ তাঁহার অন্য দুইটী জ্ঞাতি ভ্রাতাকে স্বস্থান হইতে বুতনী আনিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে "এটা মুসলমানের গ্রাম, বহু কব্বর আছে, আমরা কব্বরের উপর কখনও বাস করিব না।" এই বলিয়া তাঁহারা আসিয়াও পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বাঙ্গলা ১০৪০ সালে গুহচৌধুরী বংশের কুলদেবতা ৺গোবিন্দরায় বিগ্রহ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি) ও শ্রীনারায়ণ চক্র-শালগ্রামশীলা স্থাপিত হন।

এই বংশের (১৯) কালীশঙ্কর গুহচৌধুরী (মুন্সি) পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ও মুর্শিদাবাদের নবাব হুখাই উন্‌ঝার মুন্সি ছলেন। ইনি 'মুন্সি' উপাধিতে পরিচিত ও অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। ঢাকার নিকটবর্ত্তী বামনতিতা বা ব্রাহ্মণগাঁও মিত্রবংশে ইনি বিবাহ করেন কিন্তু কোনও সন্তান না জন্মায় স্ববংশেরই পুত্র ২০ পর্য্যায়ের উদয়চন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই উদয়চন্দ্র ত্রিপুরা জজ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং বাঙ্গলা ১২০৪ সালে নিজ গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান।

কালীশঙ্কর গুহচৌধুরী যখন নবাব হুখাই উন্‌ঝার মুন্সি সিমুলিয়ার রাজা গঙ্গাধর গুহরায় তখন উক্ত নবাবের দেওয়ান। নবাব তখন ভগ্নদন্ত বিষধরের ন্যায় নির্ব্বিষ ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রচুর পেন্‌সনভোগী হইলেও বুতনী ও সিমুলিয়ার এই দুই গুহ বংশধরের হস্তে বাঙ্গলার বিলাসী নবাবের ভাগ্য পরিচালন ও বঙ্গদেশের শাসন দণ্ড ভার অনেক পরিমাণে ন্যস্ত ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহবর্ম্মমজুমদার

বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী

বাঙ্গালাদেশ এবং তাহার সমাজ আজ মরিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের যমুনা ও সরস্বতী প্রভৃতি নদীগুলি আজকাল যেমন নির্ম্মল ও সুপেয় জলের পরিবর্ত্তে পূতিগন্ধময় ও পঙ্কিলবারি বহন করিতেছে এবং অধিকাংশ স্থলেই মরিয়া মজিয়া ম্যালেরিয়া-বাহী মশক-কুলের অজস্র সৃষ্টি করত 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' মাতৃভূমিকে মৃত্যু ভূমিতে পরিণত করিতেছে, তদ্রূপ সমাজ-ধর্ম্মের স্রোতঃও মন্দীভূত হইয়া নানাপ্রকার আবর্জ্জনার উৎপত্তি এবং অসুখের সৃষ্টি করিতেছে। আজ বাঙ্গালার 'ভদ্র' নামক জাতি সকল নিজ নিজ অহঙ্কারের মদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরার মত ভাবিতেছেন এবং তাঁহার নিজের জাতি আর সকল জাতির অপেক্ষা "কুলীন" বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন। বাঙ্গালার 'ছত্রিশ' জাতির সকলেই স্ব স্ব গৌরবে অন্ধ হইয়া সামাজিক-বন্ধন-চ্যুত এবং বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই 'ছত্রিশ' জাতির ভিতর আবার অবান্তর ভেদ এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে 'ছত্রিশ' জাতি প্রকৃত পক্ষে ছয়শত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ভেদ-বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ আমাদের হিন্দু-সমাজের ভিতরে একতা নাই; সমুদ্রতীরের বালুকারাশির মত হিন্দুজনগণ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। মুসলমান সমাজের একতার সহিত হিন্দুদিগের সামাজিক শিথিলতার তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের দুর্দ্দশা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই হেতু, বাঙ্গালার মুসলমানদিগের সামাজিক অস্তিত্ব আছে, সে হিসাবে হিন্দুদিগের সে অস্তিত্ব নাই।

"ছোট" জাতির লোকেরা "ভদ্র"-জাতির লোকেদের প্রতি আদৌ কোনরূপ আত্মীয়তা স্বীকার করে না। নমঃশূদ্র বুঝিয়াছে যে সেনামে হিন্দু হইলেও হিন্দুর সামাজিক সভায় তাহার আসন নাই; সেই জন্য নমঃশূদ্র বলিতেছে, "আমি হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি, আমি নমঃশূদ্র"। নমঃশূদ্রের কথাও যাহা অন্যান্য "ছোট" জাতির কথাও তাই। তাহাদের সহিত 'উচ্চ"-জাতির কোনও রূপ আত্মীয়তা অথবা মমতার বন্ধন নাই। তাহারা "উচ্চ"-জাতি হইতে পৃথক্ এক এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যেও প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে ভিন্ন,—কেহ কাহারও মুখ চাহে না,—সম্পদে বিপদে কাহারও তোয়াক্কা রাখে না।

জল আচরণীয় সমাজেও তাই। কর্ম্মকার, কুম্ভকার অথবা নাপিত, সকলেই স্ব-স্ব প্রধান,—কে কাহারও 'আপনার' নহে। কোন একজন মুসলমানের উপর কোনও এক জাতির হিন্দু একজন কোনও অত্যাচার করিলে, সেই আঘাতের বেদনায় সমগ্র মুসলমান সমাজ একটি জীবন্ত জীব-দেহের মত চঞ্চল হইয়া উঠে,—কিন্তু হিন্দু-সমাজে কোন এক জাতির এক ব্যক্তিকে আঘাত করিলে সমগ্র হিন্দু সমাজের দেহে সেরূপ কোন চেতনার উদ্ভব হয় না। তিলির মেয়ের উপর অত্যাচার হইলে মালীর কি? হিন্দুর সমাজ-শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীব-দেহের মত অসাড় হইয়া গিয়াছে।

"ভদ্র" বলিয়া যাঁহারা গৌরবে ফুলিয়া আছেন,—তাঁহাদের অবস্থাও অতিশয় আশঙ্কাজনক। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ জাতি রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক এই তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদের প্রত্যেকটি পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুইটি একই সমাজের পাঁচটি ভদ্রলোকের বংশধর বলিয়া মুখে স্বীকার করিলেও ভিতরে ভিতরে ভেদ-ভাবে জর্জ্জর হইয়া রহিয়াছেন। এই তিনটি ব্রাহ্মণ জাতিই আনুমাণিক হাজার বৎসর পূর্ব্বে কন্নৌজ হইতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেছেন বলেন। তিনটি জাতিই "আমি বড়, আমি বড়—অপরে ছোট, অপরে ছোট" এই বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন।

বাঙ্গার ব্রাহ্মণগণের মত কায়স্থ জাতিও উত্তররাঢ়ীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র এই চারি উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের অপেক্ষা উত্তম বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন বৈদ্যজাতিও সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত; কিন্তু পাছে কোন বৈদ্য-বন্ধু আমাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ বুঝিয়া মনে মনে কষ্ট পান, এইজন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবে বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহাশয়গণের সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব।

রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক (পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য উভয় শ্রেণীর) ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া ত দূরের কথা,—এক একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাক, পটি, মেল ইত্যাদি নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাচীর উঠিয়া উহাদিগকে অনেকগুলি পৃজাতিতে বিভক্ত করিয়াছে। শুনিতে পাই চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাঢ়ীয়শ্রেণীর সহিত বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত আছে; সত্য হইলে ইহা সুখের কথা, সন্দেহ নাই। 'আর্য-ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে যে কোনও ভদ্রশ্রেণীর (প্রকৃত) ব্রাহ্মণের সহিত অপর শ্রেণীর

বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে এবং হওয়াও উচিত। আজকা কায়স্থের সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহের কথাও যেরূপ অসম্ভব (১) রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের সহিত বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবাহের প্রস্তাবও সেইরূপ অসম্ভব। হিন্দু সমাজের যখন জীবন ছিল তখন পঞ্চনদদেশের ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত মিথি প্রদেশের ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ আদৌ অসামাজিক ছিল না। বাঙ্গালাদেশে দুর্ভাগ্য যে এখানকার ব্রাহ্মণদের সকলেই কণ্যৌজীয়া (দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা ওড়িয়া বলিয়া গর্ব করেন এবং মৌলিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জাতির একান্ত লোপের কল্পন করেন। বাঙ্গালার যে কোন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কখনও আপনাকে মৌলিক বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিবেন না! কেহই ভাবিয়া দেখেন না আসল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা কোথায় গেলেন! এমন কি একটা দৈ অথবা সামাজিক দুর্বিপাক হইয়াছিল যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকুলে 'বাতি দিবা জন্য' একটি প্রাণীও রহিল না! সমাজ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ অথচ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক কোন ব্রাহ্মণ এ সম্বন্ধে কি বলেন, জানিতে কৌতূহল হয়।

কায়স্থকুলেও ব্রাহ্মণদিগের আদর্শ কম উৎপাত করে নাই। সেই যে কোন এক রাজার যজ্ঞে পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত ভৃত্য অথবা রক্ষকভাবে (দুই প্রকার প্রবাদই আছে) পাঁচজন কায়স্থ কণ্যৌজ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হইতেই দক্ষিণরাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ কায়স্থের কুলগ্রন্থগুলি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এবং পুরুষোত্তমী দত্ত বংশের কায়স্থগণের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয়েরা এই প্রবাদ না মানিলেও "বঙ্গের বাহির হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন" এই ভাব বলিতে ছাড়েন না। বরেন্দ্র সমাজ রাঢ়ীয় এবং বঙ্গজ শ্রেণীর সমবায়ে উৎপন্ন বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বাঙ্গা লার ভদ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণমাত্রেই বিদেশাগত বলিয়া গর্ব করেন, কায়স্থ মহাশয়গণের মধ্যে অবশ্য সেরূপ নাই; তাঁহাদের মধ্যে কএকটি ঘর কণ্যৌজাদি বিদেশ হইতে আসার প্রবাদ রক্ষা করিলেও "মৌলিক" বাঙ্গালী কায়স্থের অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকার করেন না। বাঙ্গালার বর্তমান ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের অধিকাংশই যে বিদেশাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশধর, এই প্রবাদের মূলে ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া

(১) ডাক্তার শ্রীযুক্ত গৌড় সাহেবের আইনে "সিভিল-বিবাহের" যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের এই উক্তি প্রয়োজ্য নহে। খাঁটি হিন্দু-সামাজিক বিবাহের কথাই আমরা বলিতেছি

আমরা অবগত নহি। রীতিমত পোষক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে ঘটকদিগের লিখিত "শোলোক" বা গল্প যে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঙ্গালা দেশের বর্তমান ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের অধিকাংশ যে আসল এবং আদিম বাঙ্গালী ভদ্রলোদিগের বংশধর, সে সম্বন্ধে আমাদের আদৌ কোন সন্দেহ নাই। আজ কাল বাঙ্গালীর কুলীন ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ "কন্নৌজীয়া" বলিয়া পরিচয় দিলেও কন্নৌজের সহিত তাঁহাদের যে কোনও সংশ্রব নাই, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। কোন কুলগ্রন্থেই আমরা এইরূপ সংশ্রবের পরিচয় পাই নাই, যদি কোনও সামাজিক এরূপ কোন সম্বন্ধের পরিচয় দিতে পারেন, আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাহা গ্রহণ করিব। মুসলমান অভ্যুদয়ের সহিত হিন্দুর-সামাজিক জীবন-স্রোতঃ মন্দবেগ হইয়া পড়ার পর হইতেই সংকীর্ণতা আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। তাই, গত ছয় সাতশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থের সহিত কন্নৌজী সমাজের কোন বৈবাহিক সম্বন্ধের সংবাদ পাওয়া যায় না। এই পরাধীনতার যুগেই আত্মরক্ষা এবং সামাজিক বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই যে আমাদের যত কিছু কৌলীন্য পর্যায়, থাক, পটী, মেল প্রভৃতি প্রাচীর অথবা বেড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও একটু তলাইয়া বুঝাইয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। চব্বিশপরগণা জেলায় "আদিগঙ্গার" খাতে হিমালয়ের সলিলস্রোতঃ বদ্ধ হওয়ার পর যেমন তথায় ছোট ছোট পুকুর বাঁধিয়া "ঘোষেদের গঙ্গা" এবং "বোসেদের গঙ্গা" করা হইয়াছিল, আর্য-সমাজের পবিত্র স্রোতঃও তদ্রূপ মুসলমান প্রভাবে বদ্ধ হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায় নানারূপ কৃত্রিম কুল্যা খনন করিয়া কোনও গতিকে আপনাদের "জাতি বাঁচাইয়া" চলিয়াছিলেন। তবে সেই বদ্ধস্রোতঃ এবং সীমাবদ্ধ "ঘোষেদের গঙ্গা" এবং "বোসেদের গঙ্গা" নামধেয় পুকুরগুলিতে যেরূপ গঙ্গার স্বচ্ছজলের কোনই সম্পর্ক নাই, পরন্তু সেগুলি শৈবালদাম-সম্বদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়মাত্রে পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথের সহিত আদান প্রদানেন স্রোতঃ রুদ্ধ হওয়ায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজের ভিতর বিবিধ মালিন্য প্রবেশ করিয়াছে। দেবীবর ঘটক অথবা পুরন্দর খাঁর ত আর ভগীরথের মত তপস্যার বল ছিলনা যে তাঁহারা সেই বলের সহায়তায় হরশিরোবিহারিণী পতিতপাবনী সুরধুনীকে আনয়ন করিয়া বঙ্গীয়সমাজের ষষ্ঠিসহস্র সন্তানের পাপ ধৌত

করিয়া দেন। তাঁহাদের দ্বারা দুই একটা যোড়া তাড়া দেওয়া ভিন্ন, আর কিছুই ফল হয় নাই।

পরন্তু ইংরাজের সার্বভৌম রাজত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের দেশে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। ইংরাজের রেল, ষ্টীমার এবং টেলিগ্রাফের কল্যাণে এখন বাঙ্গালী কন্নৌজী, পাঞ্জাবী, মরাঠী এবং মান্দ্রাজীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এখন ভারতের অন্যত্র তাঁহাদের স্বজাতি এবং জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবদিগের দর্শন পাইয়াছেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পরস্পর কথোপকথনের বাধাও দূর হইয়াছে, ইংরাজী-শিক্ষার মাহাত্ম্যে মনের সঙ্কোচও অনেক কাটিয়াছে। এই অভিযুগের প্রবর্তনার ফলে আমরা আশা করিয়াছিলাম অচিরাৎ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ অধিকতর নিকট এবং নিবিড়ভাবে অন্যান্য প্রদেশের আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইবেন। হিন্দু সমাজের বহিঃস্থিত দুই চারিটি এইরূপ মিলন এপর্যন্ত হইলেও সমাজিক সম্মিলনের হিসাবে সেগুলি গণনার বিষয়ই নহে। এখনও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছি।

বঙ্গজশ্রেণীর কায়স্থের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয়শ্রেণীর কএকটি বিবাহ এপর্যন্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক মেলনের হিসাবে তাহা প্রচুর নহে। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে এরূপ আন্তর্গণিক বিবাহের দৃষ্টান্ত আরও বিরল। আমরা জানি বাঙ্গালাদেশের কায়স্থ-সমাজে এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা এইরূপ বিবাহ পছন্দ করেন না। আজ কাল "শিক্ষিত" বলিলে যাহাদিগকে বুঝায়, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক কুসংস্কার বর্জিত নহেন (২) আমাদের মনে হয়, যেরূপ অন্যত্র, এখানেও সেই কুসংস্কারের মূল অজ্ঞতা। "বাঙ্গালাদেশ" "বাঙ্গালীর সমাজ" এবং "সে কাল ও একাল" প্রভৃতির কথাগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকের নাই,—এবং যে ধারণা আছে, তাহাও অনেকস্থলে ভ্রমাত্মক। এখনও অনেকের ধারণা আছে যে বাঙ্গালাদেশ অনর্যাভূমি এবং সেই জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ, আপনাদিগের পূর্বপুরুষগণকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন এবং লজ্জা বোধ করেন। তাই

(২) "কায়স্থ-সমাজ" এবং "কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত বরকন্যার বিজ্ঞাপনে সুশিক্ষিত কায়স্থ মহাশয়গণের অনেকেই "স্বকীয় সমাজের ভিতর" নিজ নিজ পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ দিতে কিরূপ ব্যগ্র, তাহার উত্তম পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের অভিপ্রায় এই যে বাঙ্গালাদেশের জীবিত আর্য-সমাজের সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হই।

যাঁহারা রিজলীপ্রমুখ য়ূরোপীয় গুরুগণের শিক্ষানুসারে বাঙ্গালাকে অনার্যভূমি এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে অনার্যদুষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতের উপর আমাদের আদৌ কোন আস্থা নাই। কাল রঙ্ কোনও কালেই অনার্যত্বের চিহ্ন ছিল না। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের যে "বর্ণের" কথা শাস্ত্রে আছে, তাহা সাংখ্যদর্শনের সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের আলঙ্কারিক বর্ণ বা রঙ্ মানুষের চামড়ার রঙ নহে। আদর্শ আর্যবীর রাম ও কৃষ্ণ গৌর-বর্ণের ছিলেন না,—আদর্শসুন্দরী দ্রৌপদীও কৃষ্ণা ছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষির পৌত্র পরাশর ঋষির বংশে শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণেরও ঋষি অনেক জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ কালো বলিয়া লজ্জা করার কিছুই নাই। সাহেবেরা সাংখ্যোক্ত সত্ত্বগুণাদির আলঙ্কারিক বর্ণের কথা বুঝিতে ভুল করিয়া অনর্থ করিয়াছেন। যদি গায়ের চামড়ার রঙ্ প্রকৃত পক্ষে "বর্ণ বিনির্ণয়ের" অভ্রান্ত উপায় হইত, তাহা লইলে স্কাণ্ডেনেভিয়ার শাদা আদমীরাই আসল ব্রাহ্মণ, লোহিত আমেরিকগণই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং পীত চীনারাই প্রকৃত বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। আসল কথা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দেশভেদে এবং জলবায়ুর প্রভাব বশতঃ চিরকাল হইতে সকল প্রকার রঙ্গেরই হইতেন, এবং এখনও সেইরূপ রহিয়াছেন।

রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে জানা যায় যে ঋগ্‌বেদীয় প্রসিদ্ধ দীর্ঘতমা-গৌতম ঋষির সমসাময়িক (যযাতি পুত্র অনু-বংশীয়) বলিরাজা অঙ্গদেশে (ভাগলপুর অঞ্চলে) রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহারই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, এবং সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের নামে প্রাচ্য প্রদেশের পাঁচটি রাজ্যের নামা-করণ হইয়াছিল। অযোধ্যার দশরথ রাজার সময়ে তাঁহার বন্ধু "লোমপাদ-দশরথ" অঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা রামায়ণে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। মহাভারতের সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রসেন এবং সমুদ্রসেন নামে প্রবল পরাক্রান্ত রাজদ্বয় রাজ্য করিতেন; সেই সময় পুণ্ড্রদেশে (বরেন্দ্রভূমিতে) বাসুদেব, (৩) অঙ্গদেশে কর্ণ, এবং সুহ্মদেশ ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজা

(৩) এই পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব হরিবংশাদি প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয়।

রাজ্য করিতেন। সভাপর্বের ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই সকল রাজার নাম এবং বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গরাজ চন্দ্রসেন এবং সমুদ্রসেন বিবাহার্থী হইয়া পঞ্চাল রাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপনীত ছিলেন এবং পরে উভয়েই কুরুপক্ষে যোগদান করত মহাভারতের মহাযুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের সময়নির্দেশ-সম্বন্ধে য়ুরোপীয়গণের সহিত আমাদের যতই মতভেদ থাকুক না কেন, একথা স্থিরনিশ্চয় যে সে সময় সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে নির্দেশ করিতে হইবে। রামায়ণ এবং মহাভারতের সময় হইতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে যদি পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-রাজ্যসমূহ সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এদেশের সর্বত্র যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বসতি হইয়াছিল এবং তৎকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণের সহিত অঙ্গ বঙ্গ কালিঙ্গাদি দেশের (গৌড় মণ্ডলের) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণের সামাজিক সর্বপ্রকার শুভ মিলন যে সংগটিত হইত তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীন কালে আর্য-সভ্যতা বিস্তৃত না হইলে পাণিনিব্যাকরণে "প্রাচ্যগণের বিশিষ্ট রীতির" পুনঃ পুনঃ উল্লেখ এবং সংস্কৃতকাব্য সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ "গৌড়ীয় রীতির" অস্তিত্বের সম্ভাবনা ছিলনা। মহাভারতের মত অতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্মরাজ্যের উল্লেখ এই আর্যনিবাসের অতি উত্তম প্রমাণ। সুপ্রাচীন মৎস্যপুরাণের পীঠমালায় "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" নগর এবং তথাকার পীঠাধিষ্ঠাত্রী "পাটলা" দেবীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ঈর্ষ্যা এবং অভিমানের বসবর্তি হইয়া মহাসৈন্যবল লইয়া দ্বারকা অবরোধ করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠশতাব্দে জৈন এবং বৈদ্ধধর্মের উন্নতির সময়ে এদেশ যে আর্য-সভ্যতা এবং ধর্মের লীলাভূমি ছিল তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ এবং জৈন দার্শনিকবাদ বৈদিক দার্শনিকবাদের ভিত্তির উপরই স্থাপিত এবং উভয়-ধর্মের নেতা (শাক্যবুদ্ধ এবং জ্ঞানপুত্র মহাবীর) ক্ষত্রিয় রাজকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রবর্তিত ধর্ম লইয়া বিদেশী পণ্ডিতেরা অনেক গোলমাল বাধাইলেও আমাদের পক্ষে ভুল করিবার কারণ নাই। যে যে প্রদেশে আর্য সভ্যতা ও আর্যাচার প্রবর্তিত হয় নাই, সেই সকল স্থানে এরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার-সহ ধর্মমতের প্রসার হওয়াও

সম্ভবপর নহে। মহাবীর জিনের অন্যতর নাম "বর্ধমানস্বামী" হইতেই রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ "বর্ধমান" নগরের নামকরণ হইয়াছিল। যিনি যাহাই বলুন, আমরা বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মকে আর্য-প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া মনে করি।

মৌর্য-সাম্রাজ্য কালে এদেশে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইলেও আর্যাচার কোনওরূপে ব্যাহত হয় নাই। আজও গুজরাত এবং রাজপুতানার অনেকস্থানে জৈন-সম্প্রদায় সেকালের মতই প্রভূত প্রভাব সহকারে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা আর্যাচার হইতে ত বিশেষ স্খলিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া কে তাঁহাদিগকে আর্য ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারেন? বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণও ঠিক আর্য-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাস করিতেন। একালে শাক্ত এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের মধ্যে যত প্রভেদ, সেকালে বৈদিক এবং অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তত প্রভেদও ছিল কি না সন্দেহ।

মৌর্যদিগের পতনের পরে শুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র, এবং পরে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ের সহিত এদেশে আবার বৈদিক আচারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গুপ্ত-রাজগণের মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ মালবে, কেহবা মগধে এবং অন্যে অন্যত্র গিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কনরেন্দ্র গুপ্তদেব এবং ওড়িশা যাজপুরের কেশরী বংশ-স্থাপয়িতা যযাতিকেশরী (মহাশিব গুপ্তদেব) এই গুপ্তগণেরই বংশতন্তু রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারাই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পৌরাণিক ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরমণ্ডলের ব্রাহ্মণ্য ও রাজন্য (কায়স্থ) সমাজকে সজীব সচেতন রাখিয়াছিলেন।

অনেকদিনের পর পুণ্ড্র অথবা বরেন্দ্র প্রদেশে পালবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। প্রজাপুঞ্জের নির্বাচনানুসারে দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, রণ-কুশল বপ্যটের পুত্র গোপালদেব গৌড়মণ্ডলের রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। কোনো কোনো মতে ইঁহারা সূর্য অথবা মিহিরবংশ এবং কাহারও মতে ইঁহারা সমুদ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ধর্মে ইঁহারা মহাযান মতের বৌদ্ধ থাকিলেও আচারে পূরাপুরি আর্যই ছিলেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্ম-পালদেব স্বকীয় বিক্রমে সমগ্র আর্যাবর্তের অধীশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন এবং পূর্বে কামরূপ হইতে পশ্চিমে কাম্বোজদেশ পর্যন্ত সর্বত্র তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইত।

এই পালবংশ মহাযান মতের বৌদ্ধমার্গী হইলেও আর্যাচার উত্তমরূপে মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের শিলালিপি হইতে দেখা যয়ে যে হিন্দু দেব দেবী এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহারা অতিশয় ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং ব্রাহ্মণবংশীয় মন্ত্রিগণই মুখ্যতঃ ইঁহাদের রাজ্যতন্ত্রের কর্ণধার ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এবং রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণের কৃপায় পালবংশের ইতিহাস এখন অনেকেরই সুপরিচিত হইয়াছে। এই পাল বংশ বৌদ্ধমার্গী হইলেও ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়রাজগণ তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিতে কোন আপত্তি করেন নাই। নিম্নে পাল রাজগণের এইরূপ কয়েকটি বৈবাহিক-সম্বন্ধের বিষয় লিখিত হইল—

দ্বিতীয় রাজা সম্রাট ধর্মপাল+বন্নাদেবী রাষ্ট্রকূটরাজ পরবল দেবের কন্যা।

চতুর্থ রাজা প্রথম বিগ্রহ পাল+লজ্জাদেবী হৈহয় রাজকন্যা।

ষষ্ঠরাজা রাজ্যপাল+ভাগ্যদেবী রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্য.।

একাদশ রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল+মগধের রাষ্ট্রকূটরাজ মথনদেবের ভগিনী শঙ্কর দেবী।

+দাহলের চেদিরাজ কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী দেবী।

পালরাজগণের সমসাময়িক লিপি (এবং রামরচিত কাব্য) হইতে এই সংবাদ গুলি পাওয়া যায়। অন্যান্য রাজারও এইরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকিবারও খুব সম্ভাবনা ; হয়ত ক্রমে সে সকল বিষয়ও জানা যাইবে। এই পালবংশ পরে যে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল, তাহার প্রবাদ এখনও দেশের সর্বত্র বিদ্যমান্ আছে।

পালরাজগণের সময়েই দক্ষিণরাঢ়ে "শূরবংশ নামে আর এক রাজবংশের রাজত্ব করার সংবাদ পাপয়া যায়। কুলগ্রন্থের নায়ক আদিশূরের কথা এ দেশের লোকমুখে ও জন-প্রবাদ অতি প্রসিদ্ধ থাকিলেও এ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণে তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না ; কিন্তু রাজেন্দ্র চোড়ের তিরুমলয় গিরিলিপির প্রমাণে রণশূর (দক্ষিণরাঢ়ে) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যের টীকায় লক্ষ্মীশূরের (অপর মন্দার প্রদেশে, দক্ষিণরাঢ়ে) পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং সেনবংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা বিজয়সেন যে শূররাজকন্যা বিলাসদেবীকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহাও সেনগণের প্রদত্ত তাম্রশাসন-লিপির সাহায্যে সুপ্রমাণিত হইয়াছে। বল্লালসেন দেব যে চালুক্য-বংশীয়া রামদেবীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন,

তাহাও ঐতিহাসিকগণের সুবিদিত। পূর্ববঙ্গের অধিপতি বিখ্যাত শ্যালনবর্মার পিতা জাতবর্মাও দাহলের চেদিবংশীয় মহারাজ কর্ণের অন্যতরা কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের রাজগণের সহিত ভরতখণ্ডের অন্যান্য অংশের বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বর্ণের রাজকুলের বৈবাহিক সম্বন্ধ নিয়মিতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজগণ এবং রাজজ্ঞাতি অথবা আত্মীয়গণের ন্যায় তাঁহাদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে পরস্পর বৈবাহিক আদান প্রদান সুষ্ঠুরূপে চলিত, তাহা আমরা অক্লেশেই অনুমান করিতে পারি। দেশে যত-দিন হিন্দুরাজ্য অপ্রতিহত ভাবেপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন আমাদের সামাজিক স্বাস্থ্যও অব্যাহত ছিল। মুসলমান আক্রমণকারিগণ আসিয়া এদেশের সর্বত্র আধিপত্য স্থাপন করিবার পর প্রত্যেক প্রদেশেই অন্য প্রদেশগুলির সহিত বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক হইয়া গেল এবং পরাধীনতার প্রাচীর সমাজের চারিদিকে উঠিয়া তাহাদিগকে অষ্টবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল। ইহারই ফলে পঞ্চনদ অথবা মধ্যদেশের সহিত প্রাচ্য অথবা গৌড়দেশের আর কোন সামাজিক সম্বন্ধ রহিল না। পরাধীনতার পাপের ফলে গৌড়বঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ মহাভারতের সমাজে "একঘরে" অথবা অচল হইয়া যাওয়ার পর হইতে আর তাঁহাদের সেই পূর্বের স্বাধীন ও অবাধ সামাজিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে নাই। 'একঘরে' লোকেরা যেমন নিজেদের গত-গৌরব লইয়া বড়াই করে এবং কৌলীন্যের কথা লইয়াই কাল কাটায়। স্বাধীনতাহীন এবং ভারতের সহিত সামাজিক সম্পর্ক বর্জিত 'একঘরে' এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থসমাজও তদ্রূপ "কানোজীয়া"র বড়াই এবং কৌলীন্য কথা লইয়া বাহাদুরী করিতে লাগিলেন। আমাদের মতে এই যে, কৌলীন্য তথা কোনোজীয়ার কথা লইয়া গর্ব অথবা বাহাদুরী, এ একেবারে কৃত্রিম এবং অন্তঃসার শূন্য। বেদ, শাখা, চরণ অগ্নিহোত্র এবং আর্যাচার ভুলিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণশ্রেণী কুল, থাক, পটি এবং মেল ইত্যাদি মোহের আবর্তে ডুবিয়া গেলেন।

কন্নৌজদেশের ব্রাহ্মণদিগের সমাজের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্কবর্জিত হইয়াও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা যেরূপ কনৌজীয়ার দোহাই দিয়া নূতন এক কুল-রীতির সৃষ্টি করিলেন, কায়স্থগণকেও সঙ্গে সঙ্গে সেই কৌলীন্যের কূপোদকে ডুবাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। পূর্বে আর্য-সমাজে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে "শ্রোত্রিয়" (শ্রুতি অথবা বেদে পণ্ডিত) অপেক্ষা সম্মানের উপাধি আর দ্বিতীয়

ছিল না,—এক্ষণে এই কৃত্রিম-কনৌজী-সমাজে "শ্রোত্রিয়" আখ্যা নিকৃষ্টতর ব্রাহ্মণের প্রতিই প্রযুক্ত হইল এবং "কুলীন" নামে নূতন এক মর্যাদা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের শিরে শোভা পাইতে লাগিল। "কুলীনের" যে "নবধাকুলক্ষণ" নির্দিষ্ট হইল উহা প্রকৃতপক্ষে শ্রোত্রিয়ের প্রতিই প্রয়োজ্য এবং আর্যাচার ভূষিত বেদজ্ঞানোজ্জ্বল মহাশয় ভিন্ন আর কেহই ঐ "নবধাকুললক্ষণের" দাবী করিতে পারেন না;—তথাপি কার্যতঃ তান্ত্রিককেই ঐ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "কুল" শব্দের অর্থ "তন্ত্রশাস্ত্র" এবং "কুলীন" অর্থে "তান্ত্রিক"। কলিযুগে তন্ত্রের নিকট বেদ যেরূপ, তান্ত্রিক বা কুলীনের নিকট শ্রোত্রিয় অথবা বেদজ্ঞও তদ্রূপ নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। কিন্তু, এই তান্ত্রিকতার সহিত কান্যকুব্জের যে কি মধুর সম্বন্ধ তাহাত আমরা মোটেই বুঝিতে পারি নাই। "শূদ্র" নামে ভূষিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে * আবার এই নবনির্মিত কৌলীন্যের যে সহস্র শাখা সম্পন্ন মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল, উহার তুলনা সম্ভবতঃ অন্য কোন দেশ বা সমাজে আর নাই। এই কৌলীন্যের অংশ, বংশ ও ভাব প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে প্রকৃতই একজন চিত্রগুপ্ত অথবা ডাক্তার গণেশ প্রসাদের (যুক্ত প্রদেশের একজন গণিতজ্ঞ কায়স্থ মহাশয়) প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুখের বিষয়, ইংরাজের উদার শাসন ও শিক্ষানীতির সুফলে অনেকেই সেই "কুলের খবর" রাখার আবশ্যকতা বোধ করেন না। "শূদ্র" হইয়াও যে "নবধাকুললক্ষণে" মানুষ ভূষিত ও পূজিত হইতে পারে, তাহার এক এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই কায়স্থের কুলশাস্ত্র।

মুসলমান শাসন সুদৃঢ়ভাবে বাঙ্গলদেশের বুকের উপর চাপিয়া বসিবার পূর্বে (বল্লালসেন অথবা অন্য কোন রাজার দ্বারা) এ দেশে যে এই কনৌজীয় বা তান্ত্রিক কৌলীন্য আনীত হইয়াছিল অথবা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এপর্যন্ত উপলব্ধ হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। চন্দ্রদ্বীপ

* শ্রদ্ধেয় ভারতীভূষণ মহাশয় আমাদের এই পত্রিকার একজন উন্নতিকামী লেখক, এজন্য আমরা তাঁহার প্রবন্ধ আমাদের মত বা নীতির প্রতিকূল হইলেও নির্ব্বিচারে প্রকাশ করিয়া থাকি; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার চিন্তাধারা ও তিনি যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করেন, সে সকলের যৌক্তিকতা ও মীমাংসার সহিত অনেক সময় ঐক্যমত হইতে পারিনা। এস্থলেও তদ্রূপ প্রমাণহীন অযৌক্তিক প্রয়োগ বলিয়া মনে হইতেছে। প্রাচীন কালে কোন কায়স্থ আপনাকে 'শূদ্র' বলিতেন ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি।
কাঃ সঃ সং

যশোরাদি বঙ্গজ সমাজ অথবা আকনা-বালী-বাগাণ্ডা--মাইনগরাদি দক্ষিণরাঢ়ী-সমাজ মুসলমান-প্রভুতার মধ্যভাগেই সংস্থাপিত হইয়াছে। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের মেল, থাক, পটী ইত্যাদি ব্যবস্থাও মুসলমান-শাসনের যৌবন-কালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুরাজত্বের সময়ে এরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইবার কোন কারণও সেরূপ দেখা যায় না, তদ্রূপ উহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। সেনরাজগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে কিন্তু কোনও খানিতেই কৌলীন্য গন্ধযুক্ত কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমাদের মনে হয় যে শ্রীমদ্ রঘুনন্দনের "নবীন স্মৃতিশাস্ত্রের" মত এই "নবীন কুল-শাস্ত্রও" মুসলমান--সময়ে প্রলয় হইতে হিন্দু-সমাজের প্রাণরক্ষা করিবার উপায়-স্বরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উভয়ের দ্বারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালীর প্রাণরক্ষার পরিবর্তে কেবল "পিত্তরক্ষা" মাত্র হইয়াছে।

যাহা হউক বাঙ্গালী রাঢ়ীয় বারেন্দ্র এবং বৈদিকব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই যেমন আপনাকে আসল বা খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয়দিতে প্রস্তুত নহেন, সৌভাগ্যবশতঃ কায়স্থগণের ততদূর অধোগতি হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে অন্ততঃ আসল বাঙ্গালী তাহার ঐতিহ্য আজ পর্যন্তও চলিয়া আসিতেছে।

"দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ এই আটটী উপাধির চিরকীর্তিমান্ কায়স্থ মূল হইতে গৌড়মণ্ডলেই বসবাস করিতেছিলেন" বলিয়া ঘটকদিগের গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। বায়াত্তর ঘর সাধ্য মৌলিক-কায়স্থের সম্বন্ধেও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র সেই সংবাদই দিয়া থাকেন। ইহা হইতে বোধ হয়যে এই ৮০ আশী ঘর কায়স্থই বাঙ্গলার প্রাচীন অধিবাসী এবং ঘোষ, বসু, মিত্র, কাশ্যপ গুহ ও পুরষোত্তমী দত্ত এই পাঁচ ঘরই নূতন উপনিবেশী; অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে উপনিবেশী এই পাঁচ ঘরের বংশধরগণের দ্বারাই দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাগুক্ত অশীতি ঘরের বংশধরগণের অনেককেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সপ্তশতি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ইঁহারা একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও অনেকগুলি ঘর যে নামশেষ হইয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কায়স্থ-সমাজের রহস্যের সংবাদ যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিশেষ বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। সে সকল কথার আন্দোলন এবং আলোচনার এখন কোনও ফল না থাকায়, সে সম্বন্ধে আমরা নীরব রহিলাম।

ফলতঃ বাঙ্গলার ব্রাহ্মগণ প্রায় সমস্ত এবং কায়স্থগণেরও অনেকে যে সহস্র বর্ষপ্রায় পূর্বে আগত কয়েকজন কন্নৌজী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের বংশধর, তৎসম্বন্ধে সামাজিক সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণের কিরূপ অভিমত, তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আমরা সকলে খাঁটী গৌড়ীয় ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারি না। তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আজ আপাততঃ এইখানেই এই প্রস্তাব বন্ধ করিলাম।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

নববর্ষ

(১)

স্বাগত সুপ্রভাত হে নববর্ষ!
মঙ্গলারতি তব উঠুক বাজিয়া
শঙ্খ ঘণ্টানাদে গগন বিদারিয়া,
শ্রুতি-মন-প্রাণে উদ্দীপিয়া হর্ষ।

(২)

স্বাগত সুপ্রভাত হে নব বর্ষ!
দুখ-নিশা অবসান তব আগমনে,
চির-সুখ-শান্তি-রবি উদিছে গগনে,
শ্রুতি-মন-প্রানে উদ্দীপিয়া হর্ষ।

(৩)

স্বাগত সুপ্রভাত হে নব বর্ষ!
নিরাশহৃদয়ে নব আশা সঞ্চারিয়া,
ধ্বনিছে মঙ্গলগীতি আকাশ ভেদিয়া,
শ্রুতি-মন-প্রাণে উদ্দীপিয়া হর্ষ।

(৪)

স্বাগত সুপ্রভাত হে নব বর্ষ!
শোক-তাপ-দগ্ধ-হৃদি শান্তিপ্রলেপে,
শুষ্ককরিছে ক্ষত মধুর আলাপে,
শ্রুতি-মন-প্রাণে উদ্দীপিয়া হর্ষ।

(৫)

স্বাগত সুপ্রভাত হে নব বর্ষ!
কর্ম্মক্লিষ্ট প্রাণ নব উদ্যমে ভরিয়া,
বাজিছে মহিমাগান ভূতল প্লাবিয়া,
শ্রুতি-মন-প্রাণে উদ্দীপিয়া হর্ষ।

(৬)

স্বাগত সুপ্রভাত হে নব বর্ষ!
কায়স্থের মুখপত্র "কায়স্থ-সমাজ"
উঠুক্ ঠেলিয়া উচ্চে এই ভারত মাঝ,
শ্রুতি-মন-প্রাণে উদ্দীপিয়া হর্ষ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-এস্-সি

তীর্থ-প্রসঙ্গ

(২)

আমি প্রভাসখণ্ড, চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতে বৃন্দাবনের ও মথুরার বিবরণ পাঠ করিয়া হৃদয় আনন্দে, গরবে ও গৌরবে সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে কত কষ্ট সহ্য করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রথমে ভক্তপ্রবর লোকনাথ পরে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, তদীদ ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি যাইয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি জ্যোৎস্নায় যে তীর্থকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাঁহাদের দ্বারা লুপ্ত বৃন্দাবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তথায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের উপর

শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সেবাকার্য্য ন্যস্ত থাকায় তিনি যথানিয়মে চালাইতেছেন। গোপীনাথের সেবাও যথানিয়মে চলিতেছে।

বৃন্দাবনে যাঁহারা ভেকধারী, তাঁহারা মস্তোকাপরি শিক্ষা রক্ষা করিয়া মোটা যে কোন মালা গলায় দিয়া ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া অবাধে ঠাকুরভোগ মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু অন্য হিন্দু দূরের কথা, সাদাচারনিষ্ঠ ভক্ত ব্রাহ্মণেরও তথায় প্রবেশ নিষেধ।

আমি গত জন্মাষ্টমীর দিন বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলাম, এবং আশা করিয়া ছিলাম শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ ভোগ প্রসাদ লইব। কিন্তু মহান্তগণের ও পূজারিগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া পরক্ষণেই সে আশা দূরীভূত হইয়াছিল। তাহাদের চরিত্র যাহাই হউক না কেন, মালা তিলক ও বেশ ঠিক থাকিলে আর কে পায়। এইভাবে প্রত্যেক মন্দির গুলিতেই কদাচার হইয়া থাকে এবং ইহার উপর ভেটের অত্যাচার আছেই।

মন্দিরগুলির ঠাকুর সেবা, পর্য্যবেক্ষণ ও বন্দোবস্তের ভার যাঁহাদের উপর আছে, তাঁহাদের প্রায়ই এক একটী বৈষ্ণবী নাম ধারিণী রক্ষিতা আছে। বৃন্দাবনে এইরূপ অনেক বড় বড় বৈষ্ণব আছেন, যাঁহাদের মুখে মুখে ভাগবতের বুলি অনর্গল বলিয়া যাইতে কোনরূপ বাধিবে না কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অর্থের জন্য ইহারা না করিতে পারেন এমন কোন কাজ নাই। এই সকল বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী ত্রিসন্ধ্যা ত দূরের কথা দিনের মধ্যে ভুলিয়াও একবার রাধাকৃষ্ণের নাম সর্ব্বান্তঃকরণে করে কিনা সন্দেহ। তবে সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া উত্তম বশনে ভূষিতা হইয়া তাঁহারা মেম সাহেবদের মত মালার থলিয়া হস্তে লইয়া জয় রাধে জয় রাধে বলিতে বলিতে বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। সেই সময় মালা জপের ভাণ করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত নব যুবক বৃন্দাবনে যান তাহাদের উপর কটাক্ষ চলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অবাধে নানারূপ রসিকতা ও কথপোকথনও হইয়া থাকে।

আমি মাত্র দুই দিন বৃন্দাবনে ছিলাম, ইহার ভিতর চৌরাশিক্রোশ অতিক্রম করিয়া ১২ বন ও ২৪ উপবন দেখা অসম্ভব। যাহা হউক যে সমস্ত বন ও উপবন দেখিয়াছিলাম তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর পাণ্ডার (গোপীনাথের বাগ) ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি সকল স্থান দর্শন করাইবার জন্য একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ যে সমস্ত যাত্রী বৃন্দাবন দেখিবার জন্য যান, তাঁহাদের সাহায্য করিবার

জন্য এইরূপ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অভাব নাই। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমার সঙ্গে থাকায় ভালই হইয়াছিল—তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দিতে কথা বলিতে বেশ পটু ছিলেন।

আমি পূণ্যসলিলা যমুনানদীর কিশোরীকুণ্ডে স্নান করিয়া মথুরাজীকে দর্শনের পর বিশ্রামঘাটে কিছু সময় বিশ্রান্তে রাধাকুণ্ড ও মাধুরীকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া তালবন অতিক্রম, বহুলাবনে গোপালপুরীর গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। বৈকালবেলা কালিয়াদহ দেখিয়া সেই চীরঘাট—যেখানে গোলকবিহারী বংশীধারী হরি গোপীগণের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া দেখি, কতকগুলি ব্রজবালককে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া বর্ত্তমানে বৃন্দাবনে যে সব গোপীনী আছেন, তাঁহারা জন্মাষ্টমীর অমোদ প্রমোদ করিতেছেন। আজ বৃন্দাবনবাসীর ঘরে ঘরে হরিসংকীর্ত্তন হইতেছে, এবং যে সমস্ত লোক ঐ কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন তাহাদিগকেও নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। আমি যে জামা কাপড় লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তাহাও নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন।

পর দিন সকালেই চীরঘাটে স্নান করার পর রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া কুঞ্জবন তামালবন, নিধুবন ইত্যাদি দেখিয়া শেঠের বাড়ী যাইয়া স্বর্ণতাল বৃক্ষ ও স্বর্ণ মন্দিরাধি দেখিয়া যে কত আনন্দ অনুভব করিয়ছিলাম তাহা সামান্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত। এখানে সব দেব-দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি বিদ্যামান আছে। আজ শেঠের বাড়ী হইতে একটী হরি-সংকীর্ত্তনের দল বৃন্দাবন পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া ছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গে যে ঠাকুরমহাশয় ছিলেন, তিনি বাসায় যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বার বার আমাকে তাগিত করিতে ছিলেন। তখন আমার বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ঐ রাত্রে ১১॥ টার সময় রওনা হইয়া এলাহাবাদ আসিব বলিয়া আমার প্রদর্শক ঠাকুর মহাশয়কে বলিলাম, সন্ধ্যারতি দেখাইবার জন্য আমাকে রাধারমণ দেবের মন্দিরে লইয়া চলুন, তিনিও তদ্বাক্যানুসারে ৬টার সময়ই ঐ মন্দিরে লইয়া গিয়া ছিলেন। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ হইতেছে, কোনস্থানে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতেছে, এবং কোথাও বা হরি সংকীর্ত্তন হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া বেশ শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। পরে যখন শুনিতে পাইলাম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকারীদিগকে ভেট দিতে হইবে তখন ভাবিলাম আজ জন্মাষ্টমীর যোগ তাই মোহান্ত বাবাজীরা লাভের প্রত্যাশায় এই ভেটের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

আমি দেখিলাম অসংখ্য যাত্রী, তাই মন্দিরের ভিতর সকলের সঙ্কুলন হইবে না বলিয়াই বোধ হয় এই বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। তখন আমি পাঁচ আনার পয়সা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দিয়া শ্রীরাধারমণের দর্শনার্থে সম্মুখেই বসিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

আরতির পর চরণামৃত গ্রহণ করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম।

বাসায় আসিয়া পাণ্ডাঠাকুরকে দুইটি টাকা ও যে ঠাকুর আমায় দুই দিন দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখাইয়া বেড়াইয়াছিলেন তাঁহাকেও ২৲ টাকা দিয়া বিদায় হইলাম।

যে বৃন্দাবন দেখিবার জন্য কত দীন দুঃখী কত উৎসুক ও কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বৃন্দাবনে বুঝি সত্য সত্য সেই বাঁকাহরি বংশীধারী গোপীগণের প্রাণধন বর্ত্তমান আছেন মনে করে। কই কোথাও ত সে ভাব দৃষ্টি হইল না, দৃষ্টি হইল সুধু মোহান্ত ঠাকুর ও পাণ্ডা ঠাকুরদের পয়সা আদায় করিবার ফন্দী, আর বঙ্গদেশের শত শত নর নারী মিছা মিছি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ধর্ম্ম কলঙ্কিত করা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চন্দ বর্ম্মা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তপঞ্জিকা

এই পঞ্জিকায় সন্নিবিষ্ট বিষয়াবলীর সাধারণ পঞ্জিকার তৎ তৎ বিষয় হইতে অল্লাধিক বিভিন্ন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধপঞ্জিকা বলে যে, অপরাপর পঞ্জিকার জ্যোতিষিক প্রমাণসমূহের মূল কলুষিত এবং পঞ্জিকার অন্তর্ভূত গণনাও ভ্রান্ত। পঞ্জিকাগুলিতে সবিশেষ কোন কথাই দেখা যায় না, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে জ্যোতিষিক তথ্যের কোন আভাষ পাওয়া যায় না। ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে স্বনাম খ্যাত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত সভায় পঞ্জিকা সংস্কারার্থ সারণী গঠন জন্য কতিপয় পণ্ডিত নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভা "বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-

সভা" দ্বারা চালিত ও মহারাজ সার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, এস, আই মহাশয়ের অর্থে পুষ্ট। সুতরাং বলিতে হইবে যে 'ব্রাহ্মণ-সভা' পঞ্জিকার সংস্কার আবশ্যক মনে করিয়াছেন। তবে "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" নাবিক পঞ্জিকার ভিত্তিতে স্থাপিত বলিয়া 'ব্রাহ্মণ-সভা' তাহা লইতে অনিচ্ছুক। (বিশুদ্ধ-পঞ্জিকার ভূমিকার শেষ তিন ছত্র পাঠ করুন এবং ১৩৩০ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকার ৪৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ফুটনোট দেখুন।) ফলে কথাটা এই যে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র জ্যোতিষিক বিষয়গুলি মূল সত্যাশ্রিত; 'ব্রাহ্মণ-সভা' কেবল নাবিক পঞ্জিকার স্পর্শে ভীত হইতেছেন।

'ব্রাহ্মণ-সভা' যদি দয়া করিয়া অনুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন যে বাজারচলন প্রাপ্ত পঞ্জিকার গ্রহণ (সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ) নাবিক পঞ্জিকার ভিত্তিতে স্থাপিত। তাহা না করিলে পঞ্জিকার ভ্রম সাধারণের চক্ষে পড়িত ও পঞ্জিকা প্রচলনের অন্তরায় হইত। অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' সরল ভাবে নাবিকপঞ্জিকার আশ্রয় গ্রহণ করাতে অপরাধী হইয়াছে, আর অপরাপর পঞ্জিকা গোপনে সেই কার্য্য করিয়াও অপরিসীম ভ্রম প্রচারে সক্ষম হইতেছে। এক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ-সভার' অনুকরণ না করিয়া সাধারণ জনসমাজ যদি সত্যের আদর করেন তাহা হইলে দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

যে সকল ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায়ী মহাশয়েরা সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্বরে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার' সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। জানি না তাহাতেও সাধারণ সমাজ পঞ্জিকা সম্বন্ধে ঔদাস্য কেন পোষণ করেন!

আগামী ৮ই মে সূর্য্যবিম্বের উপর বুধগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুবৎ দেখা যাইবে। অবশ্য সামান্য যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হইবার কথা। কিন্তু উদয় কালে বুধ সূর্য্য-বিম্বে ন্যস্ত থাকিবে বলিয়া যদি আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন কোন কোন লোক যন্ত্রের বিনা সাহায্যেও দেখিতে পাইবেন। আর কেহ দেখিতে না পাইলেও মান-মন্দির প্রত্যক্ষিত বুধাদিত্য ভেদ যোগ নিশ্চয়ই সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু সেইদিন উদয়কালে বাজার চলন পঞ্জিকানুসারে রবি ও বুধের অন্তর পাঁচ অংশ অর্থাৎ সূর্য্যবিম্বের প্রায় দশগুণ। যে সময়ে বিম্বের উপর বুধ দেখা যাইতেছে ঠিক সেই সময় যে পঞ্জিকা বলিতেছে যে, 'বুধ ও রবি মধ্যে ব্যবধান সূর্য্যবিম্বের দশগুণ পরিমিত স্থান', সে পঞ্জীর সারবত্তা কত তাহা সাধারণে চিন্তা করিয়া দেখুন। 'ব্রাহ্মণ-সভা' এই বিকট মিথ্যা লইতে প্রস্তুত, এই জ্যোতিষিক অসত্য লইতে প্রস্তুত এবং গ্রহণ বিষয়ে

গোপনে নাবিক পঞ্জিকাশ্রয় অযথাও মনে করেন না কিন্তু জ্যোতিষিক সত্যাশ্রিত সত্যভাষী 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' তাঁহাদের অনুকম্পা পাইতে পারেনা, কেননা তাহা "নাবিক পঞ্জিকার-নকল"! এমনস্থলে সাধারণ ভদ্র-সমাজ বিষয়টি'তে মনোনিবেশ করিলে ভাল হয় নাকি?

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা

সমালোচনা।

শাস্ত্র-সমালোচনা ঃ—পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন শর্ম্মবিদ্যানিধি প্রণীত ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী, ৩ ফর্ম্মা। ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বাহাদুর, ১ নং জেইল রোড, ঢাকা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

পুস্তিকাখানি আমরা অন্তোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে গ্রন্থকার যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কায়স্থ দ্বেষিগণের কতিপয় ফুট-প্রশ্নের মীমাংসাও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণের উল্লেখও দৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহার প্রতিকূল প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হয় নাই; এতদ্ব্যতীত এই পুস্তকে আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় স্থান পাইয়াছে। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

গীতি-পঞ্চবিংশতি ঃ—শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র-ভক্তিতত্ত্ববিশারদ বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ম্যানেজার, "আনন্দ বাজার পত্রিকা" ৭১।১ মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাওয়া যায়।

এই পুস্তিকার লেখকের পাঁচটী গান ইহাতে আছে। তন্মধ্যে রামপ্রসাদী সুরের গানগুলি বেশ ভাল হইয়াছে। "কে বটে ঐ ন্যাঙ্গটা বেটা" গানটী আমাদের খুব ভাল লাগিল। আশা করি পুস্তক খানি সকলেরি আদরের হইবে।

পৌণ্ড-ক্ষত্রিয়-সমাচার ঃ—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি-এল ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। মেদিনীপুর, জন্‌কা হইতে প্রকাশিত। গত ফাল্গুন মাসে এই পত্রিকার প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপর আর পাওয়া যায় নাই। এই সংখ্যায় ৩টী পদ্য, প্রস্তবনা ও কয়েকটী প্রবন্ধ আছে, পত্রিকা খানি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে বেশ ভালই হইয়াছে।

"স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-গৃহ-পঞ্জিকা" ঃ—আমরা "স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ" হইতে প্রকাশিত "স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-গৃহ-পঞ্জিকা"র ১৩৩১ সনের একখানি উহার উপহার পাইয়া প্রাপ্তি-স্বীকার ও ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পঞ্জিকাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় খনার বচন প্রভৃতি সম্বলিত বহুবিধ তথ্যের সমাবেশ ও শারীরতত্ত্বের (Anatomy & Physiology) যথাসম্ভব বিবরণ, বিবাহ ও প্রজনন-বিজ্ঞান, মুষ্টিযোগ, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় অর্থাৎ গার্হস্থ্য দ্রব্যের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিবার সহজ প্রণালী, গো-চিকিৎসা এক কথায় নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আজকাল হিন্দুজাতির হ্রাসের যেরূপ বিবরণ সরকারী ইস্তাহার প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় ঠিক এইরূপ একখানি পঞ্জিকা, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আহার বিহারের নিয়মগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন সংযমের পথের সহায় হইতে পারে। সুতরাং আমরা বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহস্থকে এইরূপ পঞ্জিকা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

আশা করি এই পঞ্জিকার প্রকাশক মহাশয় অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ক্রমে সন্নিবেশ করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও কলেবরের পুষ্টি সাধন করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভাসমিতি ঃ—

কায়স্থ জাতির মধ্যে একতা স্থাপন ও তাহার উন্নতিসাধন কল্পে কি উপায় বা পন্থা করা কর্ত্তব্য তন্নির্দ্ধারণার্থ গত ১৩ চৈত্র খুলনার কায়স্থনেতৃবৃন্দ প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলিত হইয়া সকলে ঐকমত্যে স্থির করেন, আগামী ইষ্টারের বন্ধে ৫ই ও ৬ই বৈশাখ "সর্ব্ববঙ্গ-

কায়স্থ সম্মেলন" আহ্বান করিয়া 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ' প্রভৃতি কায়স্থ জাতির প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া প্রকৃষ্ট উপায় অবধারণ করা হউক। এই সুমহৎ বিষয়টীকে কার্য্যে পরিণত করার নিমিত্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা বসন্ত রায়ের বংশাবতংশ নুরনগরের রাজা যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে সভাপতিত্বে এবং সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা বি-এল, বগলাপ্রসন্ন রায় বি-এল, মুন্সেফ্, রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম-এ, বি-এল, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল, যতীন্দ্রনাথ বসু জমিদার, সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রতিকান্ত নাগ, জমিদার, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র দত্ত, উকিল; সভ্য—শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ, উকিল, কালীপদ মিত্র বি-এল, কুঞ্জলাল ঘোষ বি-এল, মৃণালভূষণ ঘোষ বি-এল, চারুচন্দ্র বিষ্ণু বি-এল প্রভৃতি মহোদয়গণকে লইয়া একটী কার্য্যকরি সমিতি গঠিত হয়। এবং ইহার সাফল্যের জন্য খুলনাবাসী প্রত্যেক কায়স্থের নিকট ৫৲ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

খুলনার কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দের এই সাধু উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা প্রদান করিতেছি।

গত ১৭ই চৈত্র **"কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডলের"** তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন ৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোডে শ্রীযুক্ত মহাদেব প্রসাদ শকসেনের সভাপতিত্বে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় যুক্তপ্রদেশ ও বেহারের বহু কায়স্থনেতা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কতিপয় গণ্যমান্য কায়স্থ সন্তানও উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের স্বাজাতিক সৌহৃদ্যে প্রীতিদান করিয়াছিলেন। সভারম্ভে ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের স্তব সম্পন্ন করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঘুনাথপ্রসাদ বর্ম্মা বি-এ, আলোচ্য বর্ষের কার্যবিবরণী, আয়-ব্যয়ের সাম্বৎসরিক হিসাব উপস্থিত করিলে উভয়ই পরিগৃহীত হইয়া তৎপর চতুর্থবর্ষের কর্ম্মচারী ও পরিচালনসমিতি গঠিত হয়। চতুর্থবর্ষের সভাপতি হইলেন:—শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন আখৌরী, সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ বর্ম্মা, গুরুপ্রসাদ বর্ম্মা; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দীনদয়াল শকসেন্, সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ও আউধবিহারী লাল শকসেন; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকালাল হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর সহায়; পরিচালন সমিতির সদস্য:—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বলদেবপ্রসাদ খারে, ডাঃ আনান্দপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, ঠাকুর রাজকিশোর সিংহপাণ্ডে; বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ, হিমকর দেব, উমাশঙ্কর

লাল বর্ম্মা, রামদেব প্রসাদ, সূর্য্যনারায়ণ সিংহ। সভান্তে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়-গণকে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্নের সহিত জলযোগ করান হয়। ইহার ব্যয় শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ বর্ম্মা বহন করেন ও শ্রীযুক্ত নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ ও শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ বর্ম্মার অভ্যর্থনায় সকলে প্রীতিলাভে ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ করেন।

উপনয়ন :—

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩০। কাওয়াকোলা পাবনা। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গজ, ইহার আচার্য্য হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৮ই চৈত্র, ১৩৩০। পাবনা-সিরাজগঞ্জ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ স্বনামখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অশিতিপরবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নীলাম্বর হুই। অখিলবন্ধু হুই, কৃষ্ণবন্ধু হুই, সুধীরবন্ধু হুই, রামচন্দ্র সরকার, মোক্তার, নীলমাধব সরকার বি-এল, প্রমথনাথ বিশ্বাস, মোক্তার, মন্মথনাথ বিশ্বাস, যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, উকিল, মনোমোহন গুহ, ক্ষীরোদমোহন গুহ, কেদারনাথ হোড়, মোক্তার, মাখনলাল দত্ত বি-এল, (সাং বেতিল) তারাপ্রসাদ বিষ্ণু (শিলদহ) ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় (বেতকা,) জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চন্দ, মোক্তার, দিগিন্দ্রনাথ চন্দ, মাখমলাল ঘোষ, (খল্‌তা) বেনীমাধব ভৌমিক, মোক্তার, অবিনাশ চন্দ্র গুহ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, অভয় চরণ রাহা, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, (কাওয়াকোলা) রাধারমণ দোঁ (কাওয়াকোলা) যতীশচন্দ্র ঘোষ, রতীশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ দেব (পোরজনা) জগদীশ চন্দ্র দেব (সাং ঐ) মুকুন্দলাল ভৌমিক, মোক্তার, নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক এই ৩৫ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন, কাওয়াকোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন শর্ম্মাতালুকদার এবং ইঁহার সহযোগীতা করিয়া-ছিলেন সদিয়া চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত শর্ম্মাতলাপাত্র ও জামতৈল নিবাসী নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী। প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও অর্থ সাহায্যে এই কেন্দ্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়, এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

১৭ই চৈত্র, ১৩৩০। সিরাজগঞ্জ-বেল্‌তা কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুহ (বালুরঘাট) নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ফলদহ) সুরেন্দ্রমোহন সেন ভবানীচরণ বক্‌সী, গোপীবল্লভ বক্‌সী, অশ্বিনীকুমার গুহ, হেমচন্দ্র ঘোষ, অম্বিকাচরণ চন্দ, যতীন্দ্রমোহন সেন, তারিণীকুমার দেব, বসন্তকুমার দেব, মাধবচন্দ্র বক্‌সী, ভবতারণ বক্‌সী, মুরারীমোহন বক্‌সী, অনাথবন্ধু বক্‌সী বি-এল্, মনীন্দ্রনাথ বক্‌সী, উপেন্দ্রনাথ বক্‌সী, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন দাস, হরিদাস গুহ, শ্যামাচরণ ধর, সতীশচন্দ্র ধর, নারায়ণচন্দ্র দেব, কুঞ্জবিহারী দেব, (হালদিয়া) প্রাণেশচন্দ্র দেব (সাং ঐ) যদুনাথ দেব, (সাং ঐ) ভবানী চরণ দেব (সাং ঐ) গুরুচরণ চাকী (সাং ঐ) হারাণচন্দ্র দত্ত (খলতা) অনাথবন্ধু গুহ (সাং ঐ) জিতেন্দ্রনাথ দত্ত (হাট বয়ড়া) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সাং ঐ) এই ৩২টী কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় এবং প্রায় ২৫০ শতটী ভদ্র সন্তানকে পরিতোষ সহকারে ভোজনের ব্যয় জনৈকা কায়স্থ বিধবা প্রদান করেন। স্বজাতির বৈদিক সংস্কারকল্পে এই মহনীয়া মহিলার সহানুভূতি ও উৎসাহ বাস্তবিকই আমাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। এই মাতৃকল্পাদেবীর ক্ষত্রিয়োচিত সন্তানবাৎসল্যে আমরা প্রত্যেক কায়স্থ মহিলাকে ইঁহার এই সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। এই কেন্দ্রের আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত রমণীমোহন তালুকদার মহাশয় হইয়াছিলেন।

২৭শে চৈত্র, ১৩৩০। পাবনা-কুশাহাটা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবিদ্যাবিনোদের চেষ্টায় বঙ্গজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, রমণীকান্ত দত্ত, সুরেশ চন্দ্র দত্ত, সুধীরচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত দত্ত, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, যোগেশচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র দাস, মোহিনীমোহন ভৌমিক, পরেশনাথ দেব, নরেন্দ্রনাথ চাকী, মধুসূদন অধিকারী, গিরিজাকান্ত দত্ত, কালীচরণ দত্ত এই ১৬ জন বঙ্গজকায়স্থ সন্তান যথারীতি প্রাত্যব্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, সহযোগী ছিলেন মোহিনীমোহন শর্ম্মরায়। ইঁহাদের সৎসাহসে আমরা প্রচারক, পুরোহিত ও কর্ম্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ :—

(নিম্ন লিখিত বিবাহে দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায় নাই)

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩০। নদীয়া টুঙ্গি নিবাসী ৺রাজকুমার দেববিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের সহিত মণিরামপুরের ৺সত্যহরি ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্নেহশীলা দেবীর শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। বিবাহটী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সুলেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণের ভাগিনেয়ী এবং তিনিই বিবাহের কর্ত্তা। বরকর্ত্তা এজন্য অখিলবাবুর নিকট কিছুমাত্র দাবীদাওয়া না করায় আমরা তাঁহার ঔদার্য্যে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩০। রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণের সহিত, নন্দন-বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শেফালিকার শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে হেম বাবু কিছুমাত্র দাবী দাওয়া করেন নাই।

২৯শে ফাল্গুন, ১২৩০। পাবনা-বারইভাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা বিপত্নিক হওয়ায় নিকটস্থ কাওয়াকোলা গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বীণাপানি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহটি সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে হইয়াছে পরন্তু কোন প্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

প্রেরিত পত্র :—

(১)

মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সানুনয় নিবেদন এই—মহাশয়! আপনার সুবিখ্যাত 'কায়স্থ-সমাজ' পত্রে আমার লিখিত 'বাজু-সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধের যে একটী প্রতিবাদ শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র গুহ মজুমদার গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার অথবা দেখা করিয়া তদীয় সংশয়িত বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিব। দুঃখের বিষয় আজ কয় মাস যাবৎ তাঁহাকে কোন স্থানেই সন্ধান পাইলাম না; এজন্য মনে হয় এই শিখণ্ডীস্বভাব লেখক বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের প্রেরণায় আত্ম-গোপন করিয়া যত বড় বড় কথা উত্থাপন করিয়া গুরু গম্ভীর ভাব প্রকাশ

১৭ই চৈত্র, ১৩৩০। সিরাজগঞ্জ-বেল্‌তা কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ (বালুরঘাট) নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ফলদহ) সুরেন্দ্রমোহন সেন ভবানীচরণ বক্সী, গোপীবল্লভ বক্সী, অশ্বিনীকুমার গুহ, হেমচন্দ্র ঘোষ, অম্বিকাচরণ চন্দ, যতীন্দ্রমোহন সেন, তারিণীকুমার দেব, বসন্তকুমার দেব, মাধবচন্দ্র বক্সী, ভবতারণ বক্সী, মুরারীমোহন বক্সী, অনাথবন্ধু বক্সী বি-এল্, মনীন্দ্রনাথ বক্সী, উপেন্দ্রনাথ বক্সী, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন দাস, হরিদাস গুহ, শ্যামাচরণ ধর, সতীশচন্দ্র ধর, নারায়ণচন্দ্র দেব, কুঞ্জবিহারী দেব, (হালদিয়া) প্রাণেশচন্দ্র দেব (সাং ঐ) যদুনাথ দেব, (সাং ঐ) ভবানী চরণ দেব (সাং ঐ) গুরুচরণ চাকী (সাং ঐ) হারাণচন্দ্র দত্ত (খলতা) অনাথবন্ধু গুহ (সাং ঐ) জিতেন্দ্রনাথ দত্ত (হাট বয়ড়া) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সাং ঐ) এই ৩২টী কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় এবং প্রায় ২৫০ শতটী ভদ্র সন্তানকে পরিতোষ সহকারে ভোজনের ব্যয় জনৈকা কায়স্থ বিধবা প্রদান করেন। স্বজাতির বৈদিক সংস্কারকল্পে এই মহনীয়া মহিলার সহানুভূতি ও উৎসাহ বাস্তবিকই আমাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। এই মাতৃকল্পাদেবীর ক্ষত্রিয়োচিত সন্তানবাৎসল্যে আমরা প্রত্যেক কায়স্থ মহিলাকে ইঁহার এই সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। এই কেন্দ্রের আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত রমণীমোহন তালুকদার মহাশয় হইয়াছিলেন।

২৭শে চৈত্র, ১৩৩০। পাঁবনা-কুশাহাটা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবিদ্যাবিনোদের চেষ্টায় বঙ্গজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, রমণীকান্ত দত্ত, সুরেশ চন্দ্র দত্ত, সুধীরচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত দত্ত, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, যোগেশচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র দাস, মোহিনীমোহন ভৌমিক, পরেশনাথ দেব, নরেন্দ্রনাথ চাকী, মধুসূদন অধিকারী, গিরিজাকান্ত দত্ত, কালীচরণ দত্ত এই ১৬ জন বঙ্গজকায়স্থ সন্তান যথারীতি প্রাত্যব্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, সহযোগী ছিলেন মোহিনীমোহন শর্ম্মরায়। ইঁহাদের সৎসাহসে আমরা প্রচারক, পুরোহিত ও কর্ম্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ :—

(নিম্ন লিখিত বিবাহে দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায় নাই)

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩০। নদীয়া টুঙ্গি নিবাসী ৺রাজকুমার দেববিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের সহিত মণিরামপুরের ৺সত্যহরি ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্নেহশীলা দেবীর শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। বিবাহটী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সুলেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণের ভাগিনেয়ী এবং তিনিই বিবাহের কর্ত্তা। বরকর্ত্তা এজন্য অখিলবাবুর নিকট কিছুমাত্র দাবীদাওয়া না করায় আমরা তাঁহার ঔদার্য্যে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩০। রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণের সহিত, নন্দন-বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শেফালিকার শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে হেম বাবু কিছুমাত্র দাবী দাওয়া করেন নাই।

২৯শে ফাল্গুন, ১২৩০। পাবনা-বারইভাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা বিপত্নিক হওয়ায়, নিকটস্থ কাওয়াকোলা গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রীণাপানি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহটি সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে হইয়াছে পরন্তু কোন প্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

প্রেরিত পত্র :—

(১)

মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সানুনয় নিবেদন এই—মহাশয়! আপনার সুবিখ্যাত 'কায়স্থ-সমাজ' পত্রে আমার লিখিত 'বাজু-সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধের যে একটী প্রতিবাদ শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র গুহ মজুমদার গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার অথবা দেখা করিয়া তদীয় সংশয়িত বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিব। দুঃখের বিষয় আজ কয় মাস যাবৎ তাঁহাকে কোন স্থানেই সন্ধান পাইলাম না; এজন্য মনে হয় এই শিখণ্ডীস্বভাব লেখক বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের প্রেরণায় আত্ম-গোপন করিয়া যত বড় বড় কথা উত্থাপন করিয়া গুরু গম্ভীর ভাব প্রকাশ

করিয়াছেন। এই ধারণার বশেই তাঁহার লিখিত ঐ অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের লিখিত প্রতিবাদ দিবার ইচ্ছা করি নাই। যদিও আমার কতিপয় সুহৃদ্ উহার একটী লিখিত প্রতিবাদ আপনার নিকট পাঠাইতে আমাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা উপেক্ষার সহিতই ফেলিয়া রাখিয়াছি। কেননা যাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে, প্রতিবাদকারীকে তাহার ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া যাহা সত্য, যাহা সাধু, যাহা নীতি ও যুক্তির অনুকূল তাহা সপ্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় সেদিক দিক্ দিয়া পাদক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লিখিত ঐ প্রতিবাদ কোন কুলজ্ঞ কি কোন সমাজতত্ত্ববিৎ অথবা কোন ঐতিহাসিক—কাহারই নিকট আদরণীয় হইতে পারেন না। যদি তাঁহার যোগ্যতা থাকে সপ্রমাণ প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়া আমার ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়াদিল আমি তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারিব। এবং তিনিও আমার নিকট ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারিবেন। অতঃপর কি তিনি সেরূপ করিতে অগ্রসর হইবেন? ইতি—

বশংবদ—
শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ মজুমদার
মোক্তার

পাবনা,
২১শে ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল।

---

(২)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় বিদ্বদ্বরেষু—

মহাশয়,

সিরাজগঞ্জের 'প্রতিনিধি' পত্রিকার গত ৪ঠা চৈত্রের সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিধর গুহনিয়োগী মহাশয় কায়স্থোপনয়নের বিরুদ্ধে একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন.। এতদঞ্চলে যাহাতে উপনয়নের বহুল প্রচার হয় তৎকল্পে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। উক্ত মন্তব্যটী আমাদের এই চেষ্টার অন্তরায় বটে। শশী বাবুর ন্যায় উচ্চশ্রেণীর কায়স্থকে বিরোধী দেখিয়া অনেকে ইতস্ততঃ করেন। বিশেষতঃ বিদ্বেষি ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা উৎসাহবর্দ্ধক। 'প্রতিনিধি' পত্রিকায়

প্রতিবাদ পাঠান হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। শুনিতে পাইলাম, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বাদ প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই 'সমাজ' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৩৩১, বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি তাং ২৩শে চৈত্র ১৩৩০ সাল।

বংশবদ
শ্রীকেদারনাথ দেববর্ম্মা মজুমদার
সম্পাদক, কাওয়াকোলা কায়স্থ-সমিতির

সিরাজগঞ্জে কায়স্থোপনয়ন

সিরাজগঞ্জ সহরের ও পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামসমূহের কায়স্থ-সন্তানগণ ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছেন। গত ৪ঠা মাঘ হইতেই এ যাবৎ ১৫৪ জন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। সত্বরেই আরও অনেকে উপবীতী হইবেন, আশা করা যায়।

সমাজের এবম্বিধ অবস্থায় 'প্রতিনিধি' পত্রিকার ৪ঠা চৈত্রের সংখ্যায় সিরাজগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিধর গুহনিয়োগী মহাশয় এ জাতির স্ববর্ণবিহিত উপনয়ন বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। তাঁহার নিজের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে আপত্তি বিবৃত করিয়াছেন তাহা অমূলক ও যুক্তিবিহীন। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জ সহরবাসী কায়স্থগণ মধ্যে কোন সমাজ নাই। এস্থলে 'সমাজ' শব্দে তিনি কি বুঝাইতে চাহেন? এখাকার কায়স্থদের সহিত তাঁহার নিজের এবং তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বের বিবাহাদি সামাজিক বন্ধন বিদ্যমান ও প্রচলিত নাই কি? তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদের মধ্যে কেহ উপবীত গ্রহণ করেন নাই কি? তাঁহাদের অনেকেই কি এ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান ও সম্মতি প্রকাশ করিতেছেন না? বিষয়োপলক্ষে বহুদূর দেশে বাস করিয়াও কায়স্থ-সন্তানগণ উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। সিরাজগঞ্জে বাস করিয়া উপবীত গ্রহণে নিয়োগী মহাশয়ের কি অসুবিধা হয় আমরা বুঝিতে পারি না।

নিয়োগী মহাশয় কায়স্থের উপবীত ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের আবশ্যকতা ও উপকারিতা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বঙ্গমাতার সুসন্তান বিরাট কায়স্থ জাতি আজ সাবিত্রীহীন হইয়া কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন তাহা কি তাঁহার উপলব্ধির বিষয় নহে? সে দিন যে দুইটী মোকদ্দমায় সাবিত্রীহীনতার জন্য কায়স্থের শূদ্রত্ব সিদ্ধান্ত হইল তাহা কি কায়স্থের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়? যে

কায়স্থ জাতি একদিন ব্রাহ্মণের জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ কিনা লোকগণনার হিসাবে কত নীচে পড়িয়া যাইতেছে ? সেও সুধু ঐ উপবীতের অভাবে। ধর্ম্মের দিক দিয়া যান, সমাজের দিক দিয়া যান, কি রাজ নীতির দিক দিয়া যান, কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। উপনয়ন দ্বারা কায়স্থ জাতি বড় হইতে চায় না, পতনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়।

ডাক্তার বাবু দুর্ব্বল, অস্পৃশ্য জাতিব্যূহের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি বৃহৎ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়া, কায়স্থ জাতির উপনয়ন সংস্কার ঐ কার্য্যের অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আজ কাল দুর্ব্বল ও নিদ্রিত জাতিগুলির যে চেতনা সঞ্চারের চিহ্ন বা উত্থানের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, কায়স্থের জাগরণ কি তাহার মূলীভূতকরণ নহে ? কায়স্থের উপনয়ন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের পরিপন্থী নহে, পরন্তু উহার প্রভূত সহায়তা করে, হিন্দু মহাসভাও তাহা স্বীকার করেন।

নিয়োগী মহাশয় ছোট হইয়া ছোটকে উঠাইতে চাহেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। ছোট ছোটর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ছোটকে ধরিয়া উটাইতে পারে না। অগ্রে নিজকে ক্ষত্রোচিত শক্তিসম্পন্ন করিয়া পরে দুর্ব্বলকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।

তারপর তিনি জাতিবিশেষের সহিত সংসর্ষের কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বলুন, সমাজ সম্বন্ধীয় বলুন, রাজনৈতিক বলুন, কোন প্রকার সংস্কার সাধন কল্পে কোনওকালে কোনও দেশের কোন ইতিহাসে সংঘর্ষ দেখা যায় নাই শুনা যায় নাই। এই সংঘর্ষের ভয়ে আত্মস্বত্ব ত্যাগ করিতে হইবে, নিজের দুঃখের ভার বাড়াইতে হইবে, এ উপদেশ বড়ই পরিতাপ জনক। "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখং॥" সর্ব্বজাতিকে আত্মবশ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা সংস্কারের আশা নাই, সুখের আশা নাই।

ভ্রমসংশোধন ঃ—

আমাদের পত্রিকার গত চৈত্র সংখ্যার ৬০৮ পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তিতে Great Britain শব্দের পর "Cambridge University হইতে" এবং ঐ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তিতে ভারতীয় শব্দস্থলে "একজন" শব্দ বসিবে।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

চতুর্থ বার্ষিক পরিচালন সমিতির নবমাধিবেশন

৩রা চৈত্র ১৩৩০, অপরাহ্ন ৬টা।

কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে।

উপস্থিত :—

(উ) মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)
(ব) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা।
(দ) „ মণীন্দ্রমোহন দেব বর্ম্মমজুমদার।
(দ) „ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
(ব) „ মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা।
(উ) „ অন্নদাপ্রসাদ মিত্র।
(দ) „ রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ চারুচন্দ্র দত্ত।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা (পত্রিকা-সম্পাদক)
(ব) „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি।
(ব) „ রমণীরঞ্জন গুহ রায়বর্ম্মা।
(দ) „ আশুতোশ ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

দক্ষিণ রাঢ়ীয় সহঃসভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, বঙ্গজ সহঃ সভাপতি রায় শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা বাহাদুর বারেন্দ্র সহঃসভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্মাচৌধুরী, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, সেওড়াফুলীর কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মা ঘোষচৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, ইঁহারা শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রাদি যাহা পাঠান সভায় তাহা জ্ঞাপন করা হয়।

সভারম্ভে **গত মাসের কার্য্যবিবরণী** ও **ফাল্গুন মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-দ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু, হাওড়া।
২-দ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, শান্তাহার।
৩-ব ,, গঙ্গাগোবিন্দ সেনবর্ম্মা, বেলতা।
৪-দ ডাঃ ফণীন্দ্রভূষণ ঘোষ, চাঁইবাসা।
৫-দ ,, শৌরীন্দ্রনাথ মিত্র, বারদুয়ারী।
৬-দ ,, নৃসিংহদাস বসু, কোন্নগর।
৭-বা ,, ললিতচন্দ্র দেববর্ম্মা, বওসাগাড়ী।
৮-ব ,, যোগেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী, আমরাজুরী।
৯-ব ,, প্রমথনাথ মিত্র, করিমগঞ্জ।
১০-দ ,, বি, কে, দত্ত, কাশীপুর।
১১-দ ,, এস-এন বসু, দীল্লি।
১২-ব ডাঃ উপেন্দ্রনাথ রায়, কুতুলপুর।
১৩-দ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বসিরহাট।
১৪-ব ,, নৃপেন্দ্রনাথ গুহ, খুলনা।
১৫-ব ,, আর, কে ঘোষ, হলদিবাড়ী।
১৬-দ ,, শরচ্চন্দ্র সিংহ, লালমণির হাট।

নিম্নোক্ত ষষ্ঠজন ১৩৩১ সালের জন্য সভ্য হইলেন।

১৭-দ শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাস, কাউনিয়া।
১৮-ব ,, হরিদাস বিশ্বাস, বালুবাড়ী।
১৯-ব ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ, বৈঠপুর।
২০-দ ,, শীতলচন্দ্র দত্ত, আলিপুর।
২১-দ ,, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, পাথুরিয়া ঘাটা।
২২-ব ,, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, পুর্ণিয়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ধরবর্ম্মা :—

২৩-ব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দেববর্ম্মা, নলডাঙ্গা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নীলরতন মিত্র :—

২৪-ব ডাঃ হেমেন্দ্র গুহ, লামডিং।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু :—

২৫-দ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জীলকুঠি।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের এ

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। { ২য় সংখ্যা

বিমলা

(গল্প)

বেলা দুই ঘটিকা। কীর্ত্তিবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায় পাশাখেলা চলিতেছে। কেহবা খেলিতেছে, কেহবা বসিয়া তামাসা দেখিতেছে। কীর্ত্তিবাবু কৃষ্ণনগরের জমিদার। তাঁহার পুরানাম কীর্ত্তিনারায়ণ বসু। তিনি বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ। কীর্ত্তিবাবুর প্রপিতামহ ৺রামগতি বাবু কৃষ্ণনগরের জমিদার কার্ত্তিকচন্দ্র পালের নায়েব ছিলেন। তিনি নায়েবী পদে থাকাবস্থায় পালপরিবারের কুল-লক্ষ্মী বসু পরিবারের প্রতি প্রসন্না হন। দেশে জনরব নায়েব ৺রামগতি বাবু মহালের সদর খাজানা দাখিল জন্য জিলাতে গিয়া সদর খজানা দাখিল না করিয়া কার্ত্তিক বাবুর জমিদারী নিজ স্ত্রীর নামে নীলাম ডাকিয়া আনেন। তদবধি পালবংশের পরিবর্ত্তে বসুবংশ কৃষ্ণনগরে জমিদার। তিনখণ্ড বাড়ী। তন্মধ্যে বাহিরের খণ্ডে প্রকাণ্ড এক দালানে বসুবাবুদের বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানাতেই একদল পাশা খেলিতেছে ও একদল বসিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতেছে এবং তাম্রকূট ধ্বংস করিতেছে।

এমন সময় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঐ গ্রামের একজন প্রধান পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। বয়সেও প্রাচীন। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে মান্য করে। জমিদার বাড়ীতেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান। তিনি জমিদার বাড়ীর পুরোহিত। তিনি এবং কীর্ত্তিবাবুই ঐ অঞ্চলের হিন্দু সমাজের নেতা।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নাম হয়ত পাঠক পাঠিকা জানিতে চাহিবেন ; কিন্তু সে সম্বন্ধে লেখক নিতান্ত অজ্ঞ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে ঐ অঞ্চলের সকলেই বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিয়াই জানিত। তাঁহার নাম ধরিয়া কাহাকেও ডাকিতে কেহ কখনও শুনে নাই। কাজেই তাহার নাম কি, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ। তিনি কোন্ টোলে পড়িয়া 'বিদ্যালঙ্কার' হইয়াছিলেন অনেক অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারা যায় নাই। গ্রামের কেহই সে খবর জানে না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ধার্ম্মিক লোক, কেননা সর্ব্বদাই তিনি গায়ে নামাবলী রাখেন, মস্তকে দীর্ঘ টিকি রাখিয়াছেন ; পুকুরে স্ত্রীলোকদের ঘাটের বিপরিত দিকের ঘাটে তিন বেলাই তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া সন্ধ্যা করেন। তিনি অতি জিতেন্দ্রিয় ; কেননা তিনি ৪র্থ পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর দারপরিগ্রহ করেন নাই ; তিন চারি জন বালবিধবা চাকরাণী রাখিয়াছেন, তাহাতেই সাংসারিক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধ। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, কেননা তিনি কথায় কথায় চাণক্যশ্লোক মুখস্থ বলিতে পারেন। গ্রামে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রপরিবারেরই তিনি পুরোহিত। কাজেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আগমনে পাশাখেলা বন্ধ হইল ; তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চেহারা দেখিয়াই বুঝা গেল তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। আসন পরিগ্রহ করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন ;—"কলিতে সব বিপরিত ! কলিতে সব বিপরিত ! কলিতে আপথে পথ হবে, আঘাটে ঘাট হবে ! অমানুষ মানুষ হবে, তা শাস্ত্রেরই বিধান। কীর্ত্তিবাবু শুনেছ কি ? —এম্, এ, পাশ করিয়াই ভোলানাথ রক্ষিতের পুত্রের মাথাটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। এবার সে পৈতাধারী হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। কলিতে সবই উল্টা. শূদ্রও দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণ হতে চল্‌ল। দেব ধর্ম্ম রসাতলে গেল ! রসাতলে গেল !! তুমি সমাজের নেতা, তুমি যদি ইহার প্রতিকারে উদ্যোগী না হও, অচিরে সমাজ উৎসন্ন যাবে।"

কীর্ত্তিবাবু—"কি বল্লেন ? ভোলানাথ রক্ষিতের পুত্র সত্যব্রত গলায় পৈতা দিয়াছে ? এ দেখ্‌ছি সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড !"

তর্কালঙ্কার—"আর শুনেছ, সে বলে, বাঙ্গালার যত কায়স্থ সব ক্ষত্রিয় ; তারা ব্রাহ্মণের দাস নয়। তাদের নাকি বেদে অধিকার রয়েছে। সে বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, গিয়া দেখি, ব্যাটা যেন এক ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, একগোছা সূতা গলায় ঝুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ওঁ' কার

যুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিতেছে। অমনি আমি বরাবর চলে এসেছি। হিন্দুসমাজ একেবারে উৎসন্ন যেতে বসেছে—হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লোপ পেতে বসেছে। শূদ্রের মুখে গায়ত্রী পাঠ ! কুকার্য্যের বীজ অঙ্কুরেই নষ্ট করা আবশ্যক। তুমি সমাজের নেতা, তুমি উঠিয়া পরিয়া না লাগিলে সমাজ টিকেনা। মানীর মান থাকে না। গ্রামে তুমি প্রধান কুলীন, সত্যব্রত ছোটলোকের সন্তান, ব্যাটা গলায় পৈতা দিয়ে মস্ত কুলীন সেজে এসেছেন। এ গ্রামে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও তোমাদের কুলীনের কুলীনত্ব লোপ পাওয়ার পথে চলিয়াছে।"

কীর্ত্তিবাবু—"কি, ব্যাটার এতদূর আস্পর্দ্ধা ! বাঙ্গালের ছেলে হয়ে কুলীনের অপমান. ব্রাহ্মণের অপমান করা। ব্যাটা আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই গলায় পৈতা দিয়েছে ! আজই তাকে এক ঘ'রে করা আবশ্যক। সামাজিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত করিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা কত !"

উপস্থিত প্রায় সকলেই কীর্ত্তিবাবুর কথায় সায় দিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা ! কুলীনের ও ব্রাহ্মণের অপমান !"

কীর্ত্তিবাবু—"ব্যাটাকে এখনই ডাকান হউক, ডাকাইয়া তাহাকে বলিয়া দেই যে সে হয় পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলুক, নতুবা অদ্য হইতেই সে একঘরে। তাহার সঙ্গে আমাদের গ্রামের কাহারও কোনও সংশ্রব থাকিবে না। অদ্য হইতেই সে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত।"

অমনিই একজন বরকন্দাজ সত্যব্রতের জন্য প্রেরিত হইল। বেলা তখন প্রায় ৪ ঘটিকা। সত্যব্রত বাবু মাত্র পূর্ব্বের দিন রাত্রিতে বাড়ী আসিয়াছেন। গ্রাম-বাসী আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি পাড়ায় বাহির হইবেন মনে করিয়া মাত্র বাড়ীর বাহির হইয়াছেন, এমন সময় কীর্ত্তিবাবুর প্রেরিত বরকন্দাজ রামা আসিয়া সত্যব্রত বাবুকে নমস্কার দিয়া দাড়াইল।

সত্যব্রত—"কি রামনাথ কেমন আছ ? ছেলে পেলে ভাল আছে'ত ? এদিকে কোথায় চল্‌ছ ?"

রামা—"আজ্ঞে, আপনারা যেরূপ আশীর্ব্বাদ করেছেন, সেরূপই আছি। ছেলে পেলে ভালই আছে। এদিকে আপনার নিকটেই আসিয়াছি। আমাদের কর্ত্তা আপনাকে ডাকাইয়াছেন।"

সত্যব্রত—"আমিও ঐ দিকেই চলেছি ; চল যাই তোমাদের কর্ত্তাবাবুর সঙ্গেই আগে দেখা করে আসি।"

অবিলম্বেই সত্যব্রতবাবু কীর্ত্তিবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় ও অন্যান্য উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে এবং কীর্ত্তিবাবু প্রভৃতি পূজনীয় স্বজাতীয়দিগকে প্রণাম করত কীর্ত্তিবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন. "রমানাথ বলিল—আপনি নাকি কি কাজে আমাকে ডাকাইয়াছেন। আমি আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিবার মানসে মাত্র বাড়ীর বাহির হইয়াছি এমন সময় রমানাথ গিয়া খবর দিল, তাই সর্ব্বাগ্রেই এখানে আসিয়াছি।"

কীর্ত্তিবাবু—"হাঁ, আমিই তোমাকে ডাকাইয়াছি। তোমাকে এখনও বসিতে বলি নাই; কোথায় বসিতে বলিব তাই ভাবিতেছি। তুমি নাকি গলায় পৈতা দিয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছ? কাজেই আমাদের সমান আসনে তোমাকে বসিতে বলিতে পারি না, অপর পক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তোমার সঙ্গে একাসনে বসিতে রাজী নন, এমতাবস্থায় তোমার উপযুক্ত আসনই খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা হউক, তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এম-এ পাশ করিয়া নাকি তোমার বেশ একটু অহঙ্কার হইয়াছে। তুনি নাকি গলায় পৈতা দিয়াছ, সত্য কি?"

সত্যব্রত—"হাঁ, আমি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছি।"

কীর্ত্তিবাবু—এখন জিজ্ঞাস্য, তুমি এখনই আমাদের সাম্‌নে গলা হইতে ঐ সূতাগুলি ছিঁড়ে ফেল্‌তে সম্মত কি না? তুমি কায়স্থের সন্তান হইয়া পৈতা গলায় দিয়াছ তাহাতে ব্রাহ্মণ ও কুলীনের অবমাননা করিয়াছ। হয় তুমি এখনই পৈতা ছিঁড়ে শূদ্রের ছেলে পুনঃ শূদ্র হও, নতুবা অদ্য হইতেই তুমি কৃষ্ণনগরের হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত। এই কৃষ্ণনগরের কোনও হিন্দু আর তোমার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখিবেননা, তুমিও কাহারও বাড়ীতে যাইতে পারিবেনা। এখন বল তুমি কি করিবে?

সত্যব্রত একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "আমি উপনয়ন ও আমাদের কায়স্থ-সমাজ সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে আলাপ করিব মনে করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার কথায় বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। আপনি আমার কথা না শুনিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, আমি নিতান্তই গর্হিত কাজ করিয়াছি; যাহা হউক, স্বজাতির কল্যাণ নিমিত্ত সবই সহ্য করিতে হইবে—কিছুতেই বিচলিত হইব না।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বোধ হয় আপনার সঙ্গে পূর্ব্বেই আমার বিষয় আলাপ করিয়াছেন; তা'তেই আপনি এরূপ ভ্রম ধরণা পোষণ করিয়াছেন। আমি

সত্যই উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছি। অসত্য পরিত্যাগে সত্যের আশ্রয় লইয়াছি। কতকগুলি নীচাশয়, সঙ্কীর্ণচেতা, স্বার্থপর লোকের বৃথা কৌশলজাল ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। গ্রামের ইতর ভদ্র, ছোট বড়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সমাজের সমস্ত ব্যক্তিকে আপনি সমবেত করুন, সকলের মধ্যে আমি পৈতা নেওয়ার কারণ বলিব, তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বলিয়া দিবেন তিনি যেন আমার যুক্তিগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে খণ্ডন করেন। খণ্ডন করিতে পারিলে সভামধ্যেই আমি পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিব আর যদি প্রমাণ প্রয়োগে আমার যুক্তিগুলি খণ্ডন করিতে না পারেন তখন আপনাদিগকে অনুরোধ করিব আপনারাও আমার ন্যায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হউন।"

তর্কালঙ্কার "কি ছোট মুখে বড় কথা। তর্কালঙ্কারের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করবেন তিনি! আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন! ব্যাটাকে কোনও মতেই আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, এখনই তাহাকে একঘরে করা কর্ত্তব্য। কীর্ত্তিবাবু, এই ব্যাটাকে, এখনই—এই বেল্লিক ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাহির করিয়া দিতে হুকুম কর। ব্যাটার পাপের সাজা হউক।"

কীর্ত্তিবাবু কি আদেশ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পুত্র কান্তিবাবু দাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "বাবা আপনি গ্রামের জমিদার। বিনা বিচারে কোনও কাজই করা সঙ্গত হইবে না। সত্যব্রত বাবু যখন বিচারে প্রস্তুত আছেন তখন বিনা বিচারে তাঁহাকে নির্য্যাতন করা কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না। তর্কালঙ্কার মহাশয় সুপণ্ডিত। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা নিশ্চইয় সাব্যস্ত করিতে পারিবেন যে আমরা ক্ষত্রিয় নই সুতরাং বিচারের পরই যাহা করিতে হয় করিতে পারিবেন। তখন সমাজের কেহই দোষারোপ করিতে পারিবে না।

উপস্থিত লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন "কান্তিবাবু ভাল কথা বলিয়াছেন। বিচার করাই সঙ্গত।" সুতরাং অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে পরদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় কীর্ত্তিবাবুর বাড়ীতেই এক সভা আহূত হইবে। ঐ সভায় তর্কালঙ্কার মহাশয় কিম্বা সভাস্থ যে কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

পরদিন যথাসময়ে সভার আয়োজন হইল। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই নিমন্ত্রিত হইল। স্ত্রীলোকদের শুনিবার জন্যও বন্দোবস্ত করা হইল। যথাসময়ে সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আজ সত্যব্রতের আনন্দের দিন। নবোৎসাহে বেদ, পুরাণ আদি বহুতর শাস্ত্র গ্রন্থসহ সভামণ্ডপে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। সত্যব্রত সভায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই কীর্ত্তিবাবু আদেশ করিলেন, "তুমি বক্তৃতা মঞ্চে যাইয়া তোমার বক্তব্য বলিতে পার। তর্কালঙ্কার মহাশয় উপস্থিত আছেন, তিনি তোমার কুতর্ক খণ্ডন করিবেন।"

সত্যব্রত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের নাম স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"অদ্যকার সভায় আমার পিতৃস্থানীয় বহু মাননীয় ব্যক্তি এবং পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত। আপনাদের কাছে আমি বালক মাত্র। আপনাদের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাম্‌নে শাস্ত্র ব্যাখ্যাকরা আমার মত লোকের ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আমি কোনও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি না। শুধু শাস্ত্রের বচনগুলি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব শাস্ত্রাদি আলোচনায় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি আমার মত আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিব। আশাকরি বালক বলিয়া অবহেলা না করিয়া মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলি সকলেই শ্রবণ করিবেন। এখানে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি এ সভায় যাহা বলিব নিজের মনগড়া মত কিছুই বলিব না। ব্রাহ্মণের লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উপস্থিত করিব। এ সভায় যে কোনও মহাশয় যদি আমার প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে পারেন, আমি অবনত মস্তকে তাঁহার মত গ্রহণ করিব, আর যদি তাহা না পারেন আপনাদিগকে আমার মতে আসিতে অনুরোধ করিব।

গতকল্য তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রতি কথায়ই আমাদিগকে 'শূদ্র' বলিয়াছেন এবং সভাস্থ অনেকেরই ধারণা আমরা কায়স্থগণ শূদ্র। কাজেই হিন্দু সমাজে শূদ্রের স্থান কোথায় ছিল তাহা আলোচনা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। হিন্দু-সমাজের শূদ্রের কি কি কর্ত্তব্য ছিল এবং ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ঐ বিষয় আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র কিনা। হিন্দ শাস্ত্রে হিন্দুদের যে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে, তাহা শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য। শূদ্রের কোনও সংস্কারই ছিল না। শূদ্রের কোনও প্রকার মন্ত্র পাঠে অধিকার ছিল না। প্রমাণ যথা—

"অতো ন শূদ্রস্য বৈদিক পৌরাণ মন্ত্রপাঠঃ"

(বিশ্বেশ্বর ধৃত শূদ্রধর্ম্ম নিরূপন)

"ন মন্ত্রেচাধিকারোঽস্তি শূদ্রানামিতি নিশ্চয়ঃ" ঐ

এই দুই প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে শূদ্রের কোনও প্রকার বৈদিক কিম্বা পৌরাণিক মন্ত্রে অধিকার নাই। তারপর দেখুন—ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের কোনও রূপ সম্পর্ক ছিল কিনা এবং শূদ্রের কোনও পুরোহিত থাকা সম্ভব কিনা।

"যোঽস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তম সহ তেনৈব মজ্জতি।"

(মনু)

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেন কিম্বা কোনও ব্রতের উপদেশ দেন তিনিও সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।

তারপর পরাশর সংহিতায় পাইবেন, শূদ্রকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের স্নান করিতে হয়, আর উচ্ছিষ্টের সহিত স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—

অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেন স্পর্শে স্নানং বিধিয়তে।
উচ্ছিষ্টেন সংপৃষ্ট বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥"

আরও দেখুন, না জানিয়াও যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছোঁয়া জল পান করেন তবে স্নান করিয়া দিবারাত্র উপবাস থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যথা—

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্র জাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।"

অত্রি-সংহিতা

এস্থলে যে কয়েকটী বচন উপস্থিত করা হইল তাহাতেই প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের পৌরোহিত্য করা একান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। যে শূদ্রের বৈদিক কিম্বা পৌরাণিক মন্ত্রে কোনও অধিকার ছিল না, যে শূদ্রের শাস্ত্রীয় কোনও সংস্কার ছিল না, যে শূদ্রের ছোঁয়া জল পান করিলে ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হইত। যে শূদ্রকে হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত বলিলেও বলা যাইতে পারিত, সেই শূদ্রের ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকা কিরূপে সম্ভবপর ছিল, তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে শূদ্রকে হিন্দুসমাজের বাহিরে বলিলেও বলা যায়, উচ্চবর্ণের সেবা ব্যতীত শূদ্রের কোনও প্রকার কার্য্যই ছিল না। এমতাবস্থায়, নিশ্চয় করিয়াই বলা যায় যে, কোনও ব্রাহ্মণই কোনও শূদ্রের পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে আমরা কি দেখিতে পাই? তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদের পৌরোহিত্য করিতেছেন, আমাদের দান গ্রহণ করিতেছেন, আমাদের ছোঁয়া জল পান করিতেছেন; তবে কি তর্কালঙ্কার মহাশয় এবং বঙ্গীয় সমস্ত ব্রাহ্মণজাতি জাতিভ্রষ্ট

হইয়াছেন? তাঁহারা কি ব্রাহ্মণকুল পরিত্যাগে শূদ্রের সংস্পর্শে জাতি দিয়া শূদ্র হইয়াছেন? তর্কালঙ্কার মহাশয় কি বলিবেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমার কথা এই যে—না, ব্রাহ্মণগণ জাতিভ্রষ্ট হন নাই। আমরা বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র নই, আমরা ক্ষত্রিয়, কাযেই আমাদের পৌরোহিত্য করিয়া জাতি যায় নাই। আরও দেখুন, ইতিপূর্ব্বে আমি যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতেই দেখা যায় যে শূদ্রদের কোনও সংস্কারই ছিল না। বৈদিক কিম্বা পৌরাণিক মন্ত্রে শূদ্রের কোনও অধিকার ছিল না। এমন কি শূদ্রকে কোনও ব্রতের উপদেশ দিলেও ব্রাহ্মণের অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হইতে হইত। এমতাবস্থায় কায়স্থ শূদ্র হইলে কায়স্থজাতির মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সংস্কার এবং ব্রতানুষ্ঠান প্রচলিত থাকিত না, ব্রাহ্মণও কায়স্থ যজমানের পৌরোহিত্য করিতেন না। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের মধ্যে শুধু পুরোহিত যজমান সম্পর্ক থাকা দ্বারাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র নহেন। সম্প্রতি আমি অন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। দেখি তর্কালঙ্কার মহাশয় কি উত্তর দেন। তাঁহার উত্তর পাইলে পর আমি আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা আমার মত আরও স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইব।"

সত্যব্রত বাবু আসন গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি পতিত হইল। কীর্ত্তিবাবুও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উত্তর শুনিতে চাহিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"হিন্দুশাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত, কাজেই তালাস করিলে হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর নানাপ্রকার বিরুদ্ধ বচন পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া সমাজে আমরা চক্ষের উপর যাহা দেখিতেছি, তাহার বিপরিতে কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ মানিব কেন? আমরা দেখিতেছি বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের আমল হইতে কায়স্থগন শূদ্রাচারী, কায়স্থগণ উপবীত বিহীন। এ সব চক্ষের উপর দেখিয়াও কি মানিতে হইবে যে কায়স্থগণ কোনও অতীত যুগে শূদ্র ছিল না? আমি বলিতে চাই, কায়স্থগণ চিরকালই শূদ্র ছিল; আমরা দয়া করিয়া কায়স্থগণের পৌরোহিত্য করিতেছি। তাহাতে আমাদের জাতি যায় নাই; তাই বলিয়া কায়স্থগণও শূদ্র ব্যতীত অন্য কোনও জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই। সত্যব্রত ছেলে মানুষ। সে দুই লাইন সংস্কৃত পড়িয়া মনে করিয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রে সে একজন বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়াছে। তার ঐ বিদ্যাবলেই সে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে যে সে ক্ষত্রিয়। নিশ্চয়ই তাহার

এ ভ্রম ধারণা। শূদ্রের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে নাই, নতুবা আমি এখনই দেখাইতে পারিতাম যে কায়স্থগণ শূদ্র। আমি শাস্ত্রালোচনায় জীবন কাটাইয়াছি, বর্ত্তমানে বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছি, শাস্ত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহাতে আশাকরি আপনারা সকলে আমার কথা বিশ্বাস করিবেন। ছেলে পেলের কথায় নষ্ট করিবেন না। শূদ্র হইয়া ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ করিলে আপনাদের নিশ্চই ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। নিজ বর্ণোচিত ক্রিয়া না করিলে নরকগামী হইতে হইবে। আপনাদের অনাচার দেখিলে আপনাদের পিতৃপুরুষগণ অসন্তুষ্ট হইবেন এবং অভিশাপ দিবেন। শাস্ত্রমতে ৩০ দিন অশৌচ পালন না করিয়া কায়স্থগণের অশৌচ দূর হইবে না। এ অবস্থায় পৈতা নিয়া ১২ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিলে কায়স্থগণকে নরকগামী হইতে হইবে। আমরা ব্রাহ্মণগণ যদি পৈতাধারী কায়স্থগণের সহিত সংশ্রব করি তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পতিত হইব, নরকগামী হইব। বিশেষতঃ কায়স্থ সমাজে পৈতা গ্রহণ করিলে কুলীন অকুলীনের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিবেনা। তাহাতে কুলমান উভয়ই নষ্ট হইবে। এমতাবস্থায় কীর্ত্তিবাবুর মত কুলীনের উক্ত পৈতা নেওয়ার কার্য্যে কোনও মতেই সায় দেওয়া সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ আমরা ব্রাহ্মণসমাজ কোনও মতেই অনাচারের প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি অধিক বকাবকি পছন্দ করি না। শাস্ত্র নিয়া তর্ক করাও সঙ্গত নহে। মোটের উপর কায়স্থের পৈতা নেওয়া নিতান্তই ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ হইবে। আমরা শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণ জাতি কোনও মতেই ঐরূপ অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারিব না। আমার মতে, হয় সত্যব্রত পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিবে, নতুবা আমাদের সমাজ তাহাকে ঘৃণিত, কদাচারী বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই আমার মত, এখন সভাস্থ সকলের যেরূপ মত হয় সে রূপই করুন।"

এই বলিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় কীর্ত্তিবাবুর পাশেই আসন গ্রহণ করিলেন। বসিয়াই কীর্ত্তিবাবুর কানে কানে বলিতে লাগিলেন, "মোটের উপর বুঝলেন কীর্ত্তিবাবু, বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ রহিয়াছে যাহাদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে কায়স্থগণ শূদ্র। তবে ছেলে মানুষের সঙ্গে আমি বাক্‌যুদ্ধ করিতে রাজি নহি। ঐ ব্যাটা পৈতা নিয়া বসিলে গ্রামের রামা শ্যামা সকলেই পৈতা নিবে। পুরোহিতের ব্যবসা নষ্ট করিলে অনাচারের সৃষ্টি হইবে। আপনাদের মত কুলীনের আর কৌলীন্য মর্য্যাদা থাকিবেনা। রামা, শ্যামা এবং আপনি

এক সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন হইবেন। পিতৃপিতামহের আমল হইতে যে কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এই ছেলের কথায় আপনি তাহা নষ্ট করিয়া রামা শ্যামার সমান পর্য্যায়ে কখনই দাঁড়াইতে পারেন না। আপনি একটু শক্ত হউন, না হইলে ব্রাহ্মণের এবং আপনার মত কুলীনের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় কীর্ত্তিবাবুর সঙ্গে এইরূপ গোপন কথায় ব্যস্ত। অপর দিকে সভাস্থ অন্যান্য সকলেও সত্যব্রত ও তর্কালঙ্কারের কথা নিয়া আলোচনা করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল—"সত্যব্রত যে সব যুক্তি দিয়াছে তাহা অখণ্ডনীয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় ত কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে পারিলেন না। আমরা নিশ্চই ক্ষত্রিয়। কিন্তু হইলে কি হইবে, কীর্ত্তিবাবুর মত না হইলে আমরা যে সত্যব্রত্যের মতে মত দিতে সাহস পাই না।" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—"আরে, তর্কালঙ্কার মহাশয় যখন বলিতেছেন যে সত্যব্রতের কথা সত্য নহে, তখন নিশ্চই তাহা সত্য নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয় ইচ্ছা করিলে অনেক সংস্কৃত বচনই বলিতে পারিতেন। তবে তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহা করেন নাই।"

অন্যত্র পর্দ্দার অন্তরালে মেয়েমহলেও উভয়ের বক্তৃতার সমালোচনা সমভাবেই চলিতেছিল। কীর্ত্তিবাবুর একমাত্র কন্যা বিমলা সত্যব্রতের বক্তৃতায় সাতিশয় মুগ্ধা হইয়াছিল। সত্যব্রতের বক্তৃতার যুক্তি তর্কগুলি তর্কালঙ্কার মহাশয় বিন্দুমাত্রও না খণ্ডাইয়া কতকগুলি বাজে কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করাতে বিমলা সঙ্গীগণের নিকট বলিতে লাগিল—"শুন্‌লেত, সত্যব্রতবাবুর একটী কথার উত্তরও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাই বলিয়া তিনি শুধু গায়ের জোরেই সব কথা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মনে হয় সত্যব্রত বাবু যাহা বলিয়াছেন সবই সত্য। আমরা নিশ্চই ক্ষত্রিয়।"

সভায় এইরূপ স্বাধীন আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় সত্যব্রত দাঁড়াইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, তখনই তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, অনাচারী, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আমি আর শাস্ত্রীয়ালোচনা করিতে চাই না। পৈতা ছিঁড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আইস শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়া দিব যে কায়স্থের উপনয়ন হইতে পারে না।

তখন কীর্ত্তিবাবু দাঁড়াইলেন, কীর্ত্তিবাবু উঠামাত্রই সভাস্থল নীরব হইল। কীর্ত্তিবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, তর্কালঙ্কার

মহাশয়ের কথাই ঠিক। কোনও পুরুষেই আমাদের পৈতা ছিল না, আমরা পৈতা গ্রহণ করিতে পারি না। সত্যব্রত শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখে যে সব বচন প্রদর্শন করিয়াছে সেগুলি কিছুই নহে। ঐ সব বচন হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নীচ জাতি সম্পর্কে খাটিতে পারে। আমরা সচ্ছূদ্র, আমাদের সম্পর্কে ঐ সব বচন খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ ঐসব বচন যে আসল শাস্ত্রে আছে তাহারই বা প্রমাণ কি? এমতাবস্থায় আর সময় নষ্টকরা আমার ইচ্ছা নয়। সত্যব্রতের আর কোনও কথাই আমি শুনিতে চাই না। আমার মতে সত্যব্রত এখনই পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলুক, নতুবা অদ্য হইতেই আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য হইতে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। আমি গ্রামের জমিদার থাকিতে সত্যব্রতের মত বাঙ্গালের ছেলে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। সত্যব্রত, এখন কি করিবে বলিতে পার!"

সত্যব্রত—"আপনারা যখন যুক্তিতর্ক শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুনিবেন না তখন আপনাদের নিকট বর্ত্তমানে বাক্যব্যয় করা অনর্থক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে কায়স্থের সঙ্গে শাস্ত্রালাপে ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত ব্রাহ্মণের অপমান হয় এইরূপ কায়স্থ বিদ্বেষ-বাক্য শুনিয়াও আপনারা কায়স্থমণ্ডলী চুপ করিয়া রহিলেন। এতগুলি অপমান সূচক বাক্য শুনিয়াও আপনাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে না। আমি যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি তাহার ত খণ্ডন হইলই না, পরন্তু কতকগুলি বাজে কথা দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় আপনাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথার উত্তর আমি দিতে প্রস্তুত কিন্তু আপনারা তাহা শুনিতে প্রস্তুত নন। এরূপ অবস্থায়, আমার আর কি উত্তর হইতে পারে? আমার উত্তর এই যে,—আমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়সন্তান সামাজিক পীড়নের ভয়ে কখনও ভীত হইবে না, প্রবলের অত্যাচারে সত্য ভুলিবে না। অদ্য যার যার স্বার্থবসে সত্যের অমর্য্যাদা করিতে পারেন কিন্তু সত্য কখনও মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া থাকিবেনা। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব নিশ্চই একদিন দেশের সুমতি দিবেন। একদিন নিশ্চই আপনারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন এবং স্বার্থপর শাস্ত্র বিদ্বেষীর কথায় ভুলিয়া শাস্ত্র মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন ও আমার ন্যায় সকলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে জাতীয় কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হইবেন। বর্ত্তমানে আর অধিক বলিয়া লাভ নাই। আমি যাহা সত্য বুঝিয়াছি আমার

প্রাণ গেলেও তাহা ত্যাগ করিব না। ছি ছি! বড়ই লজ্জার কথা, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে কায়স্থ জাতির প্রতি এতগুলি ঘৃণাসূচক বাক্য শুনিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না!"

সত্যব্রত বাবু বসিলেন। সভাস্থ সকলেই একে অন্যের দিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"শুন্‌লেন ত আপনারা ব্যাটার অহঙ্কারের কথা, সে যেন রাজার ছেলে রাজা। আমাদের এই কৃষ্ণনগর সমাজটাকে তুচ্ছ করিয়াই উড়াইয়া দিল। আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ও কৃষ্ণনগর সমাজের নেতা সমাজ হিতৈষী কীর্ত্তিবাবুর আদেশ ঘৃণাভরে অবহেলা করিতে সাহস পাইল। সে মনে করিয়াছে সমাজের ঘাড়ে পা দিয়া সমাজকে বশীভূত করিবে, সমাজে যথেচ্ছ মত চালাইবে কিন্তু কৃষ্ণনগর সমাজ এত দুর্ব্বল নহে। এখানে ম্লেচ্ছ মত ঢুকিতে পারিবেনা। আপনারা সকলেই একমত হউন, অদ্য হইতে সত্যব্রতের প্রতি সামাজিক শাসন আরম্ভ হউক। দেখা যাউক, তাহার শরীরে ক্ষত্রিয় তেজ কি পরিমাণ আছে।"

তখন কীর্ত্তিবাবু উঠিয়া আদেশ প্রচার করিলেন "সত্যব্রত, অদ্য হইতেই তুমি আমাদের সমাজ হইতে পরিত্যক্ত। অদ্য হইতে এই সমাজের ইতর ভদ্র, নাপিত ধোপা প্রভৃতি কাহারও সঙ্গে আর তোমার কোনও সংশ্রব রহিল না। তুমি কাহারও সাহায্য পাইবে না। যদি ভাল চাও, তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়া তুমি এ গ্রাম ছাড়িয়া যাও, নতুবা আমরা তোমাকে এ গ্রাম ছাড়াইব। যাও তুমি এখন এখান হইতে চলিয়া যাও।"

সত্যব্রত বাবু চলিয়া গেলেন। সভাস্থ লোকজনও সব চলিয়া যাইতে লাগিল, যাইতে যাইতে প্রায় সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল,—"অদ্যকার বিচারটা ঠিক হয় নাই। সত্যব্রত যে সব যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিল তাহার একটিও তর্কালঙ্কার মহাশয় কাটাইতে পারিলেন না, অথচ অবিচারে সত্যব্রতকে শাস্তি দেওয়া হইল। কীর্ত্তিবাবুর অভিপ্রায় কি বুঝিতে পারিলাম না। আমরা প্রকৃতই যদি ক্ষত্রিয় হই তবে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে বাধা কি? কিন্তু কি করিব কীর্ত্তিবাবু মতের বিরুদ্ধে ত আর দাঁড়াইতে পারিব না। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে নাপিত ধোপা, পুরোহিত বন্ধ হইবে, অবশেষে ভিটা হইতে পর্য্যন্ত উচ্ছন্ন হইয়া গ্রামান্তরে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কি করিব, সমস্ত অন্যায়ই সহ্য করিতে হইবে।"

অদ্যকার ঘটনায় বিমলার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। বিমলা যদিও চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, সে ইতোমধ্যে বেশ একটু লেখা পড়া শিখিয়াছে। তাহার

চেহারাটী যেমন কোমল ও সুন্দর তাহার মনটীও তদ্রূপ। সত্যব্রতের বক্তৃতা শুনিয়া বিমলার বুঝিতে বাকী ছিলনা যে সত্যব্রত যাহা বলিয়াছে সবই সত্য। সত্যব্রত বাবুর বক্তৃতার পর হইতেই বিমলার কেমন অন্তঃকরণে তাহার প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাহাতে আবার সত্যব্রতের প্রতি এইরূপ অবিচারে নির্য্যাতনের আদেশ শুনিয়া বিমলা একেবারেই তাহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভারতচন্দ্র সিংহ

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন।

খুল্‌না কায়স্থ-সম্মেলনের আহ্বানে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক মহাধিবেশন, গত ৬ই বৈশাখ, রবিবার, খুলনার 'করোনেশন হলে' সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পুষ্প-পত্র-পতাকায় সজ্জিত সভাগৃহে নানাদিগ্‌ দেশাগত কায়স্থবৃন্দে পরিপূরিত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কায়স্থ ভ্রাতৃগণের 'কায়স্থমিত্রমণ্ডল' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা হইতেও চারিজন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ সভাগৃহে সমাজের সভ্য, অভ্যর্থনা-সমিতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভদ্রমহোদয়গণ নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদের নাম এস্থলে প্রকাশ করা গেল না। কায়স্থ প্রতিনিধিগণেরও সেই ৫০০ শতাধিক নাম প্রকাশ করার স্থানাভাব, তবে আমরা যাঁহাদের চিনিতে পারিয়াছিলাম তাঁহাদের নাম এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

ব্রাহ্মণ :—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, কলিকাতা।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ, ,,
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ,,

কায়স্থ :—

(দ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস্, সি-আই-ই, কলিকাতা।
(বা) ,, মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মাচৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
(ব) রাজা যতীন্দ্রনাথ রায়, নুরনগর, খুলনা।
(দ) রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর, খুলনা।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, কলিকাতা।
(দ) অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, কলিকাতা।
(ব) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূপতি রায়চৌধুরী, কাব্যতীর্থ, শ্রীপুর, খুল্না।
(ব) ,, ,, গীষ্পতি রায়চৌধুরী, কাব্যতীর্থ ঐ
(দ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, জমিদার, নওপাড়া, খুলনা।
(দ) ,, উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, উকিল, খুল্না।
(ব) পণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র ; বিষ্ণুপুর, খুল্না।
(দ) ,, সতীশচন্দ্র সিংহ ; সেনহাটী, খুলনা।
(ব) ,, যোগেশচন্দ্র বসু ; বজ্রযোগিনী, ঢাকা।
(দ) ,, কুঞ্জবিহারী দেব ; চণ্ডীবরপুর, যশোহর।
(দ) ,, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ; বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
(দ) ,, সুশীলকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মা কোন্নগর।
(দ) ,, বিধুভূষণ ঘোষ, বাগুটীয়া।
(ব) অধ্যাপক জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, কুমিল্লা।
(দ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাগুটিয়া, খুলনা।
(দ) ,, ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ ঐ
(দ) ,, কালীপদ দেব, খুলনা।
(দ) ,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ খুলনা।
(দ) ,, ফণিভূষণ সিংহ বর্ম্মা, ঐ
(দ) ,, ইন্দুভূষণ বসু, চুয়াডাঙ্গা, যশোহর।
(ব) ,, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, আবদুলাবাদ, ফরিদপুর।
(দ) ,, নীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ঘাটসিয়া, যশোহর।
(ব) ,, সুরেন্দ্রনাথ দাস, খুলনা।

(দ) শ্রীযুক্ত রামলাল দে সরকার, টুটপাড়া, খুলনা।
(দ) ,, বিষ্ণুদাস কর, ঐ
(দ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মিত্র, খালিসপুর, খুলনা।
(দ) ,, ছত্রধর ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, হীরালাল বসু, খুলনা।
(দ) ,, বসন্তকুমার ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, আশুতোষ ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, ললিতমোহন বসু, খুলনা।
(দ) ,, যদুনাথ দে বিশ্বাস, খুলনা।
(দ) ,, কালাচাঁদ ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, প্রমোদরঞ্জন বসু, খুলনা।
(দ) ,, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, উকিল, যশোহর।
(দ) ,, শম্ভুলাল বসু, কলিকাতা।
(দ) ডাঃ বসন্তকুমার বর্ম্মাবিশ্বাস, মাসালিয়া, নদীয়া।
(দ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, খুলনা।
(দ) ,, ব্রজনাথ ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, বিজয়গোপাল মিত্র, খুলনা।
(দ) ,, বসন্তকুমার বসু, খুলনা।
(দ) ,, বেণীমাধব বসু, খুলনা।
(দ) ,, যদুনাথ রায়চৌধুরী, খুলনা।
(দ) ,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, অনুকূলচন্দ্র চৌধুরী, খুলনা।
(দ) ,, বিজয়চন্দ্র হালদার বর্ম্মা, খুলনা।
(দ) ,, রবীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, সালতাগোলগ্রাম, যশোহর।
(দ) ,, কানাইলাল ঘোষ, কাটীপাড়া।
(দ) ,, কেদারনাথ বসু, কাটীপাড়া।
(দ) ,, দুর্গাপদ বসু, সোদকণা।
(দ) ,, রামলাল বসু, সোদকণা।
(দ) ,, বসন্তকুমার ঘোষ, বাঘুটীয়া।

(দ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সিঙ্গাণ্ডলপুর।
(ব) ,, শশিকুমার বিশ্বাস, রামসিদ্ধি, বরিশাল।
(ব) ,, হরিশ্চন্দ্র দে, মাওয়া, ঢাকা।
(দ) ,, সুরেন্দ্রনাথ ভদ্র, খুলনা।
(ব) ,, শ্রীশচন্দ্র চন্দ্র, টেটপুর, খুলনা।
(দ) ,, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, টুটপাড়া, খুলনা।
(দ) ,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, খুলনা।
(দ) ,, চারুচন্দ্র নাগ, বাসাবাটী।
(দ) ,, খগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, খুলনা।
(দ) ,, সত্যশরণ ঘোষবর্ম্মা, রাখালগাছী, খুলনা।
(দ) ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ, যশোহর।
(দ) ডাঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ, খুলনা।
আখৌরী নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহবর্ম্মা, মজঃফরপুর।
(দ) শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর মণ্ডল, খুলনা।
(দ) ,, অমরেন্দ্রনাথ রায়, ইতনা, যশোহর।
(দ) ,, বিজয়কৃষ্ণ মিত্র, উকিল, যশোহর।
(ব) ,, গণেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, ভারইভাগ, পাবনা।
(দ) ,, সুরেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাবিনোদ, উকিল, খুলনা।
(দ) ,, সুরেন্দ্রনাথ সোমচৌধুরী, মোক্তার, খুলনা।
(বা) অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বগুড়া।
(দ) শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ; খুলনা।
(ক) মিঃ আর, বি মিত্র, বাগেরহাট।
(দ) শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বর্ম্মা, কাঁঠাল, খুলনা
(দ) ,, নেপালচন্দ্র রায়চৌধুরী, বাগেরহাট।
(দ) ,, হীরালাল মিত্র বর্ম্মা ঘটকবাচস্পতি ; শ্রীরাজকাঠা, যশোহর।
(শ) ,, অবোধবিহারী শকসেন, কলিকাতা।
(শ্রী) ,, সূর্য্যপ্রসাদ বর্ম্মা, আগ্রা।
(দ) অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, দৌলতপুর।
(দ) শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, উকিল, খুলনা।
(দ) ,, হীরালাল ঘোষ, উকিল, খুলনা।

(দ) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, পাঁজিয়া, যশোহর।
(ব) ,, দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা, তত্ত্বভূষণ, উলপুর, ফরিদপুর।
(দ) ,, যোগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা, রায়চৌধুরী, পাইকপারা, যশোহর।
(দ) ,, শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, মুলঘর, খুলনা।
(ব) ,, হরিশ্চন্দ্র দে, খুলনা।
(ব) ,, ললিতচন্দ্র দেববর্ম্মা, বওসাগাড়ী, পাবনা।
(দ) ,, শশিভূষণ বসু রায়চৌধুরী বর্ম্মা, বেলফুলিয়া, খুলনা।
(দ) ,, দীনবন্ধু সেনবর্ম্মা। খুলনা।
(দ) ,, কানাইলাল দেববর্ম্মা। ঐ
(দ) ,, নৃপেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী। ঐ
(দ) ,, সুধীরকুমার দেব। ঐ
(দ) ,, রামলাল মিত্র। ঐ
(দ) ,, বংশধর মিত্র। ঐ
(বা) ,, ভবাণীচরণ সরকার, বওসাগারী, পাবনা
(দ) ,, নিবারণচন্দ্র ভঞ্জ, তারাগুণিয়া, ২৪ পরগনা।
(দ) ,, ক্ষেত্রমোহন দত্তচৌধুরী, সাহস, খুলনা।
(দ) ,, কিরণচন্দ্র নাগবর্ম্মা, বাগেরহাট, খুলনা।
(দ) ,, গণেন্দ্রনাথ নাগবর্ম্মা, উকিল, বাগেরহাট, খুলনা।
(দ) ,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল, খুলনা।
(দ) ,, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, উকিল, বসিরহাট।
(দ) ,, জিতেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, উকিল, বসিরহাট।
(দ) ,, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা, রাজসাহী।
(দ) ,, বিধুভূষণঘোষ বর্ম্মা, উকিল, বাগেরহাট।
(দ) ,, রাজেন্দ্রকুমার নাগ, জমিদার ও অনারেরি মাজিষ্ট্রেট, বাগেরহাট
(দ) ,, অক্ষয়কুমার বসুরায়চৌধুরী, তালুকদার, বেলফুলিয়া, খুলনা।
(দ) ,, প্রমথভূষণ বসু, বেলফুলিয়া, খুলনা।
(দ) ,, যোগেশচন্দ্র বসু, কলিকাতা।
(দ) ,, ভূপেন্দ্রনাথ দেব, খুলনা।
(দ) ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বক্সী, খুলনা।
(ব) ,, নরেন্দ্রনাথ দত্তবর্ম্মা, সিরাজগঞ্জ।

(দ) শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ, বাগুটিয়া, যশোহর।
(দ) ,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাগুটিয়া, যশোহর।
(দ) ,, মন্মথনাথ ঘোষ, মৌভাগ, খুলনা।
(দ) ,, রামলাল ঘোষ ঐ ঐ
(ব) ,, নরেন্দ্রনাথ রায়, ইতিনা, যশোহর।
(দ) ,, হরিপদ ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, নয়াপাড়া।
(দ) ,, কালীন্দ্রনাথ বসু, খুলনা।
(দ) ,, ললিতমোহন ঘোষ, খুলিস্‌খালি, খুলনা।
(দ) ,, হরিপদ ভদ্র, উথলী, খুলনা।
(ব) ,, ধীরেন্দ্রকিশোর দত্ত, খুলনা।
(দ) ,, সুশীলকুমার ঘোষ, ষ্টিমার অফিস্‌, খুলনা।
(দ) ,, নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, খুলনা।
(দ) ,, রমেন্দ্রনাথ মিত্র, উজ্জ্বলপুর, যশোহর।
(দ) ,, হীরালাল দত্ত, বগুড়া, যশোহর।
(দ) ,, দীনবন্ধু চৌধুরী, উকিল, খুলনা।
(ব) ,, বিধুভূষণ রায়, খুলনা।
(দ) ,, বিধুভূষণ দত্ত, ফুলতলা মুক্তেশ্বরী, খুলনা।
(দ) ,, নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, খুলনা।
(দ) ,, অনাথবন্ধু বসু, বেলঘরিয়া, বসিরহাট।
(ব) ,, নলিনীকান্ত নাগ, বরিশাল।
(ব) ,, খগেন্দ্রনাথ দে, খালিয়া, ফরিদপুর।
(দ) ,, সুকুমার ঘোষ, খুলনা।
(দ) ,, কুমুদনাথ কর, মোক্তার, খুলনা।
(দ) ,, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়চৌধুরী, খুলনা।
(দ) ,, বীরেন্দ্রকুমার মিত্র, খুলনা।
(দ) ,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, খুলনা।

সকলে সমবেত হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বালকণ্ঠে তানলয় যোগে একটী আবাহনগীতি আলাপ হয়। সমাজের সভাপতি দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত হইতে

না পারায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সহঃসভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্‌, সি-আই-ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর আমাদের সমাজের চির শুভানুধ্যায়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতিচরণ তর্কতীর্থ কায়স্থ জাতির কল্যাণে নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন করেন।

শ্রীহরঃ শরণম্‌

ওঁ স্বস্তি বো লোকেভ্যঃ, স্বস্তি বিদধাতু পূষা। স্বস্তি রুদ্র স্তনোতু। স্বস্তি প্রজাপতিঃ করোতু, মরুদ্বিষ্ণু রন্তরীক্ষং স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

ওঁ পূর্ণমদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

১। মুক্তাকুন্দেন্দুগৌরামণিময়মুকুটারত্নহারাবিশালা,
অক্ষস্রক্‌-পুস্প-হস্তা স্বভয়বরকরাচন্দ্রচূড়াত্রিনেত্রা।
নানালঙ্কারযুক্তাসুরমুকুটমণিদ্যোতিতাস্বর্ণপীঠা,
সানন্দাসুপ্রসন্না ত্রিভুবনজননী পাতু বঃ সভ্যবর্গান্‌॥

২। রক্তোৎপলারক্তলতাপ্রভাভ্যাং, ধ্বজোর্দ্ধরেখাকুলিশাঙ্কিতাভ্যাং।
অশেষবৃন্দারকবন্দিতাভ্যাং নমোঽস্তুকালীপদপঙ্কজাভ্যাং॥

৩। বিপদ্‌ঘনধ্বান্তসহস্রভানবঃ, সমীহিতার্থাল্পিগত কামধেনবঃ।
অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ পুনন্তু বো ব্রাহ্মণপাদরেণবঃ॥

৪। কার্য্যত্বলিঙ্গৈরনুমানমেকং সত্যুক্তিতর্কাদিযুতং প্রমাণং।
যস্মিন্‌ পরে ব্রহ্মণিনাস্যমানং তৎসর্ব্ববীজায়নমোনমোস্তু॥

৫। বঙ্গীয়কায়স্থগণাশ্চিরায়, যদ্বংশসম্ভূততয়া প্রসিদ্ধাঃ।
স চিত্রগুপ্তো মনুজো নরো বা স্ববংশজেভ্যঃ সুমতিং দদাতু॥

অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যপূর্ব্বদিনেই শেষ হইয়াছিল সুতরাং স্বস্তিবাচন শেষ হইলে মহারাজ বাহাদুরের প্রেরিত অভিভাষণ মাননীয় দে মহোদয় কিঞ্চিৎ পড়িয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল মহাশয়কে পড়িতে দেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্ভাষণ আগামীবারে প্রকাশের অভিলাষ রহিল, এস্থলে অগ্রে সভাপতির অভিভাষণ দেওয়া গেল।

অভিভাষণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌॥

ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও উপস্থিত স্বজাতি মহোদয়গণকে নমস্কার করিতেছি।

সর্ব্বসদ্‌গুণালঙ্কৃত কৈসর-ই-হিন্দ্ পদকধারী রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, মহাশয় "বঙ্গীয়-কায়-সমাজের" চতুর্থবর্ষের সভাপতি পদেপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ষ মধ্যে তাঁহার লোকান্তর হওয়ায় উক্ত পদ শূন্য হয় এবং "সমাজের" নিয়ম অনুসারে কোন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সভাপতি হইবার পর্য্যায় বলিয়া, অনুরুদ্ধ হইয়া, বর্ষের অবশিষ্টাংশের জন্য সভাপতি হইতে স্বীকার পাইয়াছি। এ কার্য্য সম্পাদন জন্য যে জ্ঞানসম্পদ, ভূয়ো দর্শনাদির আবশ্যক তাহা আমার নাই, অথচ এ কার্য্য পরিচালনের জন্য সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বহু ব্যক্তি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে বিদ্যমান থাকিলেও আমার এ ধৃষ্টতা কেন? প্রথমতঃ আমি সভাপতি হইলে "বঙ্গদেশীয় কায়-সভা" ও "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের" ঈপ্সিত মিলন সম্ভব বলিয়া "সমাজের" নেতৃবৃন্দপ্রদত্ত আশা, দ্বিতীয়তঃ স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্কানুসরণের চেষ্টায় প্রাপ্ত আত্মপ্রসাদ এ কেনর উত্তর। পিতৃদেব স্বজাতির উন্নতি কল্পে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় সহকর্ম্মিগণ সহ একযোগে কাজ করিয়া অনেক বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং অনেক বিষয়ে আশার আলোক সুস্পষ্ট দেখিয়া গিয়াছেন। তবে কি এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র শক্তি লইয়া স্বজাতির হিতকর কোন চেষ্টায় সফলতার আশা কি আমি করিতে পারি? আপনাদের সমবেত মহতী শক্তির সহিত এ ক্ষুদ্র শক্তির যোগ সাধন করিতে পারিলে অসম্ভবও সম্ভব হইবে। যিনি দশের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন সেই অন্তর্য্যামীর কৃপায় আমাদের কেন্দ্রীভূত শক্তি সৎপথে পরিচালিত হইয়া অসাধ্য সাধন পূর্ব্বক সুফলই দান করিবে। এই আশা আছে বলিয়া "সমাজের" সভাপতি স্বরূপে স্বজাতি সেবার সুযোগটুকু সাগ্রহে শিরোভূষণ করিয়া লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। যাঁহারা এই সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কামনা করিতেছি যেন আমরা প্রত্যেকেই এইরূপ লোভে অনুপ্রাণিত হইয়া সোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

"তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ.....
.....যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।"

'হে কৃষ্ণ! যে পর্য্যন্ত জীবসকল ভবদীয় ভক্ত না হয়, অর্থাৎ যাহা কিছু করিতেছে তাহা আপনারই সেবার জন্য এরূপ জ্ঞানোদ্ভাসিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগের ক্রোধাদি ছয় রিপু বিবেকহারি তস্কর স্বরূপ হইয়া থাকে।'

ইহা স্বয়ং ব্রহ্মার উক্তি। ইহার উপর আর কথা কি? কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে বিবেকদৃষ্টিতে কিম্বা ভক্তচক্ষে দেখিলে স্বজাতি সেবা ভগবানেরই সেবা এবং তজ্জন্য যে 'লোভ' তাহা রিপু পর্য্যায় গত হইলেও রিপু নহে। এখানে রিপুর রিপুত্ব নাই।

বিগত ১৯০১ খৃঃ অব্দের আদম সুমারির স্যর হার্‌বার্ট্ রিজ্‌লি সাহেব যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান পান নাই বলিয়া ক্ষুণ্ণ হন। এই বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, জাতি হিসাবে তাঁহাদের উপর অবিচার করা হইয়াছে। তখন আবেদন নিবেদন দ্বারা উক্ত বিবরণী সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে সকলে একত্রিত হন। ফলে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে "বঙ্গ দেশীয়-কায়-সভা" জন্ম গ্রহণ করে। জাত্যাভিমানে আঘাত লাগায় একটা ঘুমন্ত জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

ইহা ক্ষণিক জাগরণেই পরিণত হইত। কিন্তু ঐ আভিজাত্যের দাবী প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সমর্থন করিতে গিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণের দৃষ্টি সুদূর অতীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাঁহাদের এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া যায় এবং পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও তদনুকূল মত প্রকাশ করেন। ইতঃপূর্ব্বেও এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। ১২৫১ বঙ্গাব্দে আন্দুলের ৺রাজনারায়ণ মিত্র কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক চারি খানি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন ও তাঁহার "কায়স্থ কৌস্তভ" গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত করিয়া দেন। ১৯৩০ সম্বতে কাশী প্রভৃতি নানাস্থানের পণ্ডিতগণও ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার "বাচস্পত্যাভিধান" নামক সংস্কৃত অভিধানে কায়স্থজাতির দ্বিজত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের অনুকূল শাস্ত্রীয় বচন সকল সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গাগাভট্ট তাঁহার "কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রদীপ" গ্রন্থে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। উল্লিখিত ব্যবস্থা-পত্রগুলি তৎকালীন কতিপয় কায়স্থ মহোদয়ের জিজ্ঞাসা-প্রসূত বলিয়া অনুমান হয় এবং বাচস্পতি

মহাশয় তাঁহার অভিধানে ও ভট্টজি তাঁহার পুস্তকে যে সকল বচন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সত্যানুসন্ধিৎসার ফল। এখন কিন্তু জাত্যভিমানে আঘাত লাগায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করায় বঙ্গীয় কায়স্থের সমবেত চেষ্টায় বহু ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়াছে এবং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দেহ করিবার আর অনুমাত্র অবকাশ নাই।

এই অতীতের আলোচনা বঙ্গীয় কায়স্থগণকে দেখাইয়া দিল যে বিদ্যা, বুদ্ধি কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহারা পূর্ব্বে কত মহান্ ছিলেন এবং বর্ত্তমানে কি ঘৃণ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সকলের, বিশেষতঃ তৎকালীন কায়স্থ নেতৃবৃন্দের, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ; এই অধঃপতিত জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন এবং প্রতিকূল কারণগুলির দমন ও অনুকূল বিষয়গুলির গ্রহণ ও অনুশীলন যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। তৎকালেই উপনয়ন, ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ, শিক্ষাবিস্তার, বিবাহাদিতে ব্যয়-সংক্ষেপ, প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব সভার প্রথম অধিবেশন হইতে এবং কয়েক বৎসর পর ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের একীকরণ গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং 'সমাজ' ও কার্য্যতঃ এই সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। আমার পূজ্যপাদ স্বর্গগত পিতৃদেব এবং মাননীয় ৺সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের একীকরণের জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন ; বর্ত্তমান আমাদের এই 'সমাজ'ও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রতিষ্ঠান "কায়স্থমিত্রমণ্ডলের" সহিত ঐকমত্যে কাজ করিতেছেন। যাহা হউক এখন আদমসুমারীর বিবরণীতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকারের জন্য আর আবেদন নিবেদন নাই এবং সে প্রবৃত্তি কাহারও নাই। এখন বঙ্গীয় কায়স্থগণের একমাত্র লক্ষ্য তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্রুবতারা ও একমাত্র সাধ্যবস্তু।

এই সাধ্যবস্তু পাইবার—সিদ্ধি লাভ করিবার প্রধান সাধন জ্ঞানার্জ্জন বা বিদ্যালাভ। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" সংজ্ঞালব্ধ যে বিদ্যা তাহা 'সাধন' নহে 'সাধ্য' মানুষ যদি স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে এই চরম ও পরম ফল-প্রাপ্তির আশা করিতে পারে। স্থানভ্রষ্ট ও ক্রমাবনতির দিকে ধাবিত জাতির ওদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অকাশ কোথায়? অগ্রে স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও, পরে অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করিবার সংকল্প করিও। আপাততঃ এই সংসার-সমরাঙ্গণে জয়ী হইবার নিমিত্ত বর্ত্তমান ব্যবহারিক জগতের সকল বিষয় আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা কায়স্থজাতির পৃথিবী

হইতে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা গুরুতর। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করিয়া স্বানুকূল করিতে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, খগোল, ভূগোল প্রভৃতির জ্ঞান, উচ্চ-সাহিত্য, গণিত ও পর্য্যবেক্ষণ সাহায্যে লাভ করিতে হইবে। তৎপর ঐ লব্ধ জ্ঞানকে উল্লিখিত তন্মতিলাভের অবিরোধে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারিলে অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।

যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা লাভ করিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। সেকালের মত গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ গুরু দক্ষিণা দিয়া গুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করিবার কাল এ নয়। সন্তানকে সুশিক্ষিত করিতে হইলে এখন রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতে হয়। যে সকল অভিভাবক সে ব্যয়ভার বহনে সমর্থ ও ব্যয় করেন তাঁহারা ধন্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই এ গুরুভার বহনে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অপারগ। অপার বাসনা, অদম্য উৎসাহ ও সুপরীক্ষিত যোগ্যতা লইয়া বহু কায়স্থ সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ" এই প্রবচনের সত্যতা সপ্রমাণপূর্ব্বক ভগ্নোদ্যম ভগ্নমনোরথ হইয়া উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন। যাহারা সুশিক্ষিত হইলে কত কাজ করিতে পারিত অর্থাভাবে তাহাদের এই অবস্থা। অতএব অনতিবিলম্বে সুপুষ্ট শিক্ষা ভাণ্ডারের অস্তিত্বে যত্নবান্ হওয়া কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়গণ "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" প্রতিষ্ঠার এক বৎসর মধ্যে "উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী" সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুঃস্থ বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কার্য্য পরিচালনের সৌকার্য্যার্থে ও অকারণ বিরোধ পরিহার নিমিত্ত আমাদের অপর তিনশ্রেণীমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ তিনটি 'হিতকরী-সভা' প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু কল্যাণ সাধিত হইবে আশা করি।

উপরে যে শিক্ষার কথা বলা হইল তাহা যাহাতে বালক-বালিকারা উভয়ে পায় ইহাই প্রার্থনীয়। তবে প্রকৃতিগত বৈষম্য ও সংসারে প্রবেশের পর কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগগত বৈশিষ্টের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বালক-বালিকার শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। সংযমই বল সঞ্চয়ের,—তথা সকল শিক্ষার, সহায়। কায়স্থ-সন্তানগণ যদ্দ্বারা সংযত হইতে শিক্ষা পান ও সংযমে অভ্যস্ত হইতে পারেন তাহা যে সর্ব্বোপরি ইহা বলাই বাহুল্য। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা সংযমের দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়। ইহা সৎসঙ্গের কার্য্য করে। অতএব তদ্বিষয়ে বালক-

বালিকাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বিস্তৃত ভাবে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয় বলিয়া কেবল মাত্র দিগ্‌দর্শন করা গেল।

পূর্ব্বকথিত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের পথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে হইলে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ স্বভাবজ গুণগুলি আমাদিগকে যে যে কর্ম্মের দিকে উন্মুখ করে সেই সেই কর্ম্ম করিয়া উন্নতি লাভের চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। অন্যের কর্ম্ম সহস্রমুখে প্রশংসিত হইলেও লোভাকৃষ্ট হইয়া অনধিকার চর্চ্চা করা উচিত নয়। গীতা বলিতেছেন :—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

অর্থাৎ, 'গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ, যদি বর্ণের সৃষ্টি তবে নিজ নিজ অনন্যসাধারণ গুণানুরূপ কর্ম্ম কায়-মন-বাক্যে সম্পাদন করিতে থাকিলে মনুষ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে।

সেই গুণগুলি কি—যাহার প্রেরণায় আমরা আমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত হই? উত্তরে গীতা গাহিতেছেন :—

শৌর্য্যং তেজোধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ১৮।৪৩

এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ গুণ। অর্থাৎ সঙ্গ, শিক্ষা কি অভ্যাস দ্বারা লব্ধ নহে? অতএব এইগুলিই আমাদের ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ, জলের শৈত্য, বায়ুর শোষণ, তেমনি উল্লিখিত গুণগুলি আমাদের ধর্ম্ম। নানা কারণে আমাদের এই সকল গুণে যে মরিচা ধরিয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে ইহারা যে আমাদের হৃদয় হইতে উন্মূলিত হয় নাই, উপযুক্ত অবসরে প্রকাশ পাইবে ও কার্য্যকরী হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উক্ত গুণগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া, যাহা করিতেছি ভগবানের কার্য্য করিতেছি, এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলে, স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকরিয়া নিজের ও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল বিধানে সক্ষম হইব।

স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া কিরূপে শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারি একটা গুণ অবলম্বনে কিঞ্চিৎ দেখা যাক্। 'দানম্' অর্থে ত্যাগ বা যাচকের প্রতি মুক্তহস্ততা। ক্ষত্রিয় অর্থ সঞ্চয় করিতে জানেনা। ক্ষত্রিয়রাজা প্রজার নিকট কর লইতেন প্রজার উপকারের নিমিত্ত। তাঁহাদের দানের মহিমা মহাকবি কালিদাস "সহস্রগুণমুৎসৃষ্টু মাদত্তে হি রসং রবিঃ" এই বাক্য দ্বারা অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়া

গিয়াছেন। বহু ক্ষত্রিয় রাজা দিগ্বিজয়াদি লব্ধ কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যজ্ঞাদি ছলে অথবা কল্পতরু হইয়া অকাতরে অর্থিদিগের প্রার্থনাপূরণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা দুঃখদারিদ্র্যের উপশম-ও সমাজের অন্যান্য হিতকর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। এই দান ক্ষাত্র ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহা কি আমাদের মধ্যে লোপ পাইয়াছে? না, লুপ্ত হয় নাই। আজ দুঃখ-দৈন্য-জর্জ্জরিত কায়স্থ-হৃদয়-মরুর ঊষর বালুকাময় ক্ষেত্রের অন্তস্তল দিয়া ইহার ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে উৎস ফুটিয়া উঠে। স্যর্ রাসবিহারী ঘোষ, স্যর্ তারকনাথ পালিত প্রভৃতি দানবীর-গণের দান ইহার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট সাক্ষী। ছোট বড় এমন বহুদানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভ্রাতৃবৃন্দ! গুণ ও কর্ম্ম পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যেমন গুণের শ্রীবৃদ্ধিতে কর্ম্ম শোভন হইতে শোভনতর হয়, তেমনি কায়স্থানুশীলন দ্বারা গুণও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আসুন, আমরা এই দান-ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা উল্লিখিত ক্ষীণ ধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া কায়স্থ-হৃদয়-মরুকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ক্ষেত্রে পরিণত করি। অসম্ভব মনে করিয়া ভীত হইবার কোন কারণ নাই। গত আদমসুমারির ফলে বুঝা যায় যে নিজ বঙ্গে কায়স্থ-সংখ্যা বার লক্ষ। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালি কায়স্থ অনেক আছেন। সে যাহা হউক গড়ে ৪ জনে এক পরিবার গঠিত ধরিয়া লইলে, তিন লক্ষ ঘর কায়স্থ বঙ্গে বাস করিতেছেন। আমরা প্রত্যেক পরিবারের নিকট সমাজের কল্যাণ-কামনায় এক কালীন ॥০ আনা ও বার্ষিক ৵০ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি না কি? অবশ্যই পাইবার আশা করি। সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে, এককালীন দুই লক্ষ ও বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কায়স্থোন্নতি-ভাণ্ডারে সংগৃহীত হইতে পারে। অধিকন্তু ব্যক্তি বিশেষের সহৃদয়তা ও মুক্ত হস্ততায় অনেক অর্থাগমের আশা করা যায়। কায়স্থ স্বভাবতঃ কাহারও নিকট 'দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইতে পরাঙ্মুখ। দান যাহার ধর্ম্ম ইহাত তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধই বটে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অর্থে পরিপুষ্ট ভাণ্ডার প্রত্যেকের নিজ সম্পত্তি। বিপন্ন হইলে সেখানে সাহায্য প্রার্থী হইতে কেহ লজ্জিত হইবেন না। অতি সংক্ষেপে মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, এখন ইহা আপনারা বিবেচনা করিবেন আশা করি।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক বহু ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র, স্বতন্ত্র জাতি অথবা সঙ্কর জাতি বলিতে সাহসী হন, তাঁহাদের সাহসের বাহাদুরী আছে।

ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে কায়স্থগণ যে পুনঃ উপনীত হইতে পারেন তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। এই প্রমাণগুলি সদ্ব্যাখ্যা সহ শুনাইয়া প্রচারক মহোদয়গণ উপনয়ন বিস্তার করিতেছেন ও ভবিষ্যতে যে করিতে পারিবেন, আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। দ্বিজত্বের চিহ্ন উপবীত ধারণ করিতে আমাদের আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। উপনীত অনুপনীত মধ্যে ভক্ষ্য ভোজ্য আদান প্রদান চলিলেও তাঁহাদের মধ্যে ঐ বিষয় লইয়া যে একটু পার্থক্য সে নিজ্‌কে জাহির করিতে ছাড়িতেছে না। এদিকে কায়স্থেতর জাতি মধ্যে কায়স্থ-উপনয়ন-বিরোধী অনেকেই উপনীত কায়স্থগণকে নানারূপে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন। সকলে যদি সত্বর উপনীত হন, এই গোলযোগ অচিরে মিটিয়া যায় ও যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা নিবৃত্তি পায়; সমাজ শান্তির ক্রোড়ে বিরাজিত হইয়া শতগুণ উৎসাহে ইষ্টমার্গে বিচরণ করিতে পারে। এ কার্য্য সত্বর সম্পাদন জন্য প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি-ও যে সকল প্রমাণ বলে আমরা দাঁড়াইয়াছি, পুস্তিকাকারে তাহার বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক। অর্থাগম সুগম করিতে পারিলে এ বিষয় সহজ সাধ্য হইবে।

কেবল উপনীত হইলে চলিবে না, সকলকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থগণ স্মরণাতীত কাল হইতে যে আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা ক্ষত্রিয়াচার। তবে বিরাট সমাজে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আচার সর্ব্বত্র একরূপ দেখিবার আশা করা যায় না। অনেক স্থলে আচারের শাস্ত্র দৃষ্টে কিঞ্চিৎ সংস্কার আবশ্যক। আবশ্যক মত এইরূপে সংস্কৃত আচার গ্রহণকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণপরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষ কারণম্॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

শ্রীবিষ্ণু প্রীত্যর্থে আচারবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনায় যে সাধন মার্গের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাতে পদে পদে পদস্খলন অনিবার্য্য।

আজ কাল একটা ধূয়া উঠিয়াছে যে পৈতা লইব, আচারবান হইব, আবার বিলাতও যাইব, এ কেমন কথা? স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিরা কর্ম্ম করার প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, ভগবানের কার্য্য করিতেছি এই সুদৃঢ় ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া চাই। সমাজ-সেবা যে ভগবৎ-সেবা ইহাও ধ্রুব

সত্য। যে বিদ্যার্থী এই ভাবে ভাবিত হইয়া বিলাত যাইবেন ও তথা হইতে কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া সমাজ-সেবারূপ সদুদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী যিনি হইবেন, কিছু অনাচার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে তাহা তাঁহাকে কলুষিত করিতে পারে না; কারণ হৃদয়ের পবিত্র ভাবতরঙ্গে তিনি সততই পূত। উপনীত হইলে, উপনীতের মর্য্যাদা তাঁহার নিকট অক্ষুণ্ণ আছে; অনুপনীত হইলে, উপনীত হইবার তিনি উপযুক্ত পাত্র। তবে শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তাঁহার সর্ব্বপ্রথমে বৈধ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রসঙ্গে সংযমের বিষয় একবার উল্লেখ করিয়াছি। শাস্ত্র ও প্রচলিত ব্রত নিয়মাদি দেখিয়া প্রতীতি হয় যে, বালক-বালিকাগণকে সংযত করিবার পক্ষে পূর্ব্বে অতি সু-ব্যবস্থা ছিল। এখন ব্রত নিয়মের শাঁস নাই কেবল খোষাই আছে। ব্রত-নিয়মের এই দুরবস্থা ও ধর্ম্মোপদেশ বিহীন শিক্ষার প্রভাবে সংযমের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। আজ সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হবেই ত, "বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" সংযমের অভাবে সমাজে যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তন্মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি-বিস্তার ও তৎফলে অকাল মৃত্যুই প্রধান। কিরূপে সংযম শিক্ষা দেওয়া যায়? ইহাত কেবল পুস্তক পাঠে হয় না। বিষয়ের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে কোন পয়সা খরচ নাই; আছে কেবল বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়গণের বিরুদ্ধে নিজ মনোবল প্রয়োগ। এই মনোবল জ্ঞান বিশ্বাস হইতে আইসে। জ্ঞান বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা সে জ্ঞান নহে। এ জ্ঞান লাভ করিতে অন্তর্দৃষ্টি চাই; সে দৃষ্টি সহজ লভ্য নয়। তবে বিষয়ের সহিত অর্থাৎ বিষয় প্রলুব্ধ ইন্দ্রিয়ের সহিত দু'একটা ছোট খাট যুদ্ধ করিয়া সুফল বুঝিতে পারিলে, তাহাকে পরাভব করা অসম্ভব নহে ও করিতে পারিলে লাভ আছে এই জ্ঞান হইতে একটা প্রবল বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। এই বিশ্বাস এবং ইন্দ্রিয়গণের কিয়ৎ পরিমাণে স্ববশ্যতা স্বীকার জন্য একটা অনির্ব্বচনীয় সুখের অনুভূতি সাধককে উন্নতির দিকে লইয়া যায়। উল্লিখিত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রবৃত্তি কু-প্রবৃত্তির যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়, যেন দেবাসুরের যুদ্ধ। যেমন বিষয় প্রলুব্ধ-ইন্দ্রিয় তেমনি কুপ্রবৃত্তি, উভয়েই দুরন্ত শত্রু। এতদুভয়ের সহিত যুদ্ধ করা বড় কঠিন। কঠিন অন্যের পক্ষে হইতে পারে; কিন্তু ভাই, তুমিও ক্ষত্রিয়—"যুদ্ধ চাপ্য-পলায়নং" এ যে তোমার অনন্য সাধারণ ধর্ম্ম। দেব পক্ষ অবলম্বনে স্থির

হইয়া যুদ্ধ কর, ভগবানের কৃপায় অবশ্য জয়ী হইবে। এ যুদ্ধে যোগদানে তুমি যদি ভীত হও অথবা যোগ দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তবে বৃথা তোমার ক্ষত্রিয়াভিমান। আমাদের মতে উপনয়ন সংস্কারাদি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ প্রধান স্থান গুলিতে উপযুক্ত আচার্য্য নিয়োগ করিয়া সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগকে সংযমের দ্বারা বলসঞ্চয় করিবার শিক্ষা দেওয়া হউক। সেই বলে বলী হইয়া তাহারা সংসারসমরে নিশ্চয় জয়ী হইবে। তাহারা যে ক্ষত্রিয় সন্তান। উত্তরাধিকার সূত্রে "শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং" প্রভৃতি গুণ পাইয়াছে। বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা রোগ জাপ্য না রাখিয়া সুষ্ঠশক্তি উদ্বোধন পূর্ব্বক তাহাকে সমূলে বিনাশ করাই যে শ্রেয়ঃ তাহা সকলই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এই রূপে রোগমুক্ত হইয়া সাফল্য লাভ করিতে পারিলেই তোমার উপনয়ন, তোমার সদাচার, তোমার ত্রিসন্ধ্যা সবই সার্থক হইবে। সমাজ হইতে সর্ব্বনেশে বরপণ প্রথা, বিবাহাদিতে অযথাব্যয়, অন্যান্য কুপ্রথা সব ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। সমাজ সুসমৃদ্ধিসহ পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে ও জগৎ বরেণ্য হইবে।

"বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠে জানা যায় যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের এই "সমাজের" তিনবর্ষ ব্যাপী কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আশানুরূপ সফলতার অদর্শনে দুঃখিত হইয়াছেন এবং "সমাজ" ও "সভা" উভয়ের সম্মিলন কায়স্থসমাজের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিতেছেন। "সমাজ" ও "সভা" উভয়ের সহিত চৌধুরী মহাশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট। তিনি কায়স্থ-সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও এক জন অক্লান্ত কর্ম্মী। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারবত্তা সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজেই তাঁহার সহিত এক মত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি যে, 'সমাজ' ও 'সভা' সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে থাকিলে উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে কায়স্থসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনেক মহাপুরুষও এই শুভ সম্মিলন অচিরে দেখিতে চাহেন।

এই জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ কর্ম্মী ও সুধীমণ্ডলী মধ্যে এ বিষয় কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্যক্তির বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা করিতে যাওয়াও অনাবশ্যক। যখন 'সমাজ' ও 'সভা' উভয়েরই স্বজাতির উন্নতি সাধনরূপ উদ্দেশ্য এক, তাহার সফলতা জন্য ক্ষত্রিয় সংস্কার প্রচার, শিক্ষা-বিস্তার

প্রভৃতি অবলম্বিত উপায়গুলিও এক এবং বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজরূপ কার্য্যক্ষেত্র ও এক, তখন নামে মাত্র একটা পার্থক্য রাখিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা যে অদূর ভবিষ্যতে বিফল হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আর একটা বিশেষ কথা এই যে সমাজের হিতসাধন করিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ সংগ্রহ বঙ্গীয় কায়স্থগণের বদান্যতার উপর নির্ভর করে। যদি এইরূপ পৃথক্ কার্য্যকরী কেন্দ্র হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয় তাহা হইলে উভয়ে যে সমান অনুগৃহীত হইবেন এরূপ আশা করা যায় না। অনুগ্রহের এই তারতম্য কিছু চাপা থাকিবার বিষয় নয়। সুতরাং 'অর্থমনর্থম্' লইয়া অনর্থ ঘটিবার ও তজ্জন্য উদ্দেশ্য সাধনের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কাই অত্যধিক। প্রতিযোগিতা উন্নতি আনয়ন করে সত্য, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে এরূপ অনর্থপাতের আশঙ্কা থাকিলে তাহাকে দূর হইতেই নমস্কার করা ভাল।

কায়স্থ-সমাজ দিন দিন যে সকল মহাত্মগণকে হারাইতেছেন, তাঁহাদের স্থান আর পূরণ হইতেছে না। গত বৎসরও আমরা সমাজ সংস্কারক, মহাপ্রাজ্ঞ রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা বাহাদুরের নিত্যধামে প্রয়াণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বজাতির গৌরবে উন্নতশীর্ষ, স্বজাতির কল্যাণার্থ অক্লান্ত কর্ম্মী "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার "প্রবীন সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, বিবাহে দাবী-দাওয়া স্থগিদ করিবার জন্য আজীবন প্রযত্নপরায়ণ কর্ম্মী রায় রসিকলাল রায় সাহেব এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অগ্রণী ধর্ম্মপ্রাণ, মহানুভব অশ্বিনী-কুমার দত্তকে হারাইয়া কায়স্থজাতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কি আর পূরণ হইবে? 'সমাজের' আরও যে সকল মাননীয় সভ্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের কথা এখনই বলিবেন, ফলতঃ ইহাদের মৃত্যুতে আমি সমাজের সভাপতিরূপে গভীর দুঃখের সহিত সমবেদনা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মার সুখ কামনা করিতেছি।

আমাদের এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির অভাব হওয়ায় আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। এই জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রতিষেধার্থ আমাদের উভয় সভা একত্র সম্মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য নয় কি? আমাদের সমাজের শত্রু অনেকেই, যাহাতে অপরে শত্রুতা সাধন করিতে না পারে, আমাদিগকে তাহা সম্পন্ন করার জন্য অচিরে বক্তৃতা ছাড়িয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। দ্বেষ, হিংসা, অবজ্ঞা, কপটতা ভুলিয়া সরলতা, সৌজন্য এবং সদাচার দ্বারা সংহত শক্তিকে জাগ্রত করিতে

হইবে। নতুবা আমাদিগকে পদে পদে অবমানিত ও লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত হইতে হইবে। এই একতার অভাবেই, এই অভিজ্ঞতার অভাবেই এই অসদাচরণের জন্যই সে দিন ব্রাহ্মণ বিচারপতিগণ ধর্ম্মাসনে বসিয়াও এ জাতির ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্যর্ আশুতোষ চৌধুরী, স্যর্ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, স্যর্ উইলিয়াম ই গ্রীভ্‌স্ এবং ই বি এইচ্ প্যান্টন্ দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু সুখের বিষয় প্রিভি কাউন্সিল্ স্যর্ আশুতোষ চৌধুরীর রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "কায়স্থের শূদ্রত্ব বিষয় বিচার করা সহজকথা নয় এবং এ বিষয় হাইকোর্টের রায় দেওয়ার কোন আবশ্যকতা ছিল না।" ইহা হইতেই বুঝিয়া দেখুন ব্যাপার কি। এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবেনা। শূদ্রত্ব অপবাদ ঘুচাইতেই হইবে।

তৎপর "তৃণৈগুর্ণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ" ইহা কবিকল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। আমাদের চাই বল। পৃথক্ হইয়া বলক্ষয় করা কি উচিত? অতএব আপনাদের নিকট আমার সানুনয় সনির্ব্বন্ধ প্রার্থণা যাহাতে 'সমাজ' ও 'সভা' অচিরে সম্মিলিত হইতে পারেন আপনারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যদি কিছু হওয়া সম্ভব হয় করিতে প্রস্তুত আছি।

এ স্থলে আমার আর একটী কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতিতে 'সমাজের' কতিপয় মাননীয় সভ্য কয়েকটী মাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ ও পরিচালন সমিতি যেরূপে সমাজের কার্য্য পারদর্শিতার সহিত করিয়াছেন এবং আমার সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্যও তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

ভ্রাতৃগণ, এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমার এই সামান্য অভিভাষণ সমাপ্ত করিতেছি। মঙ্গলময় ভগবান সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এল, মাননীয় সভাপতির নির্দ্দেশাক্রমে অতীত বর্ষের সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ পাঠ করেন।

সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ

(১৩৩৩০ বঙ্গাব্দ)

ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের প্রসাদে 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ' নানা বাধা বিঘ্ন সত্বেও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এই মাসে আমরা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। ১৩৩০ সালের শেষে ৯২৪ জন সভ্য ও ১৭ জন পত্রিকার গ্রাহক থাকেন। যাঁহাদের

নাম কোন না কোন কারণে বাদ গিয়াছে, তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়াই এই সংখ্যা স্থির হইয়াছে। ১৩২৯ সালের শেষে এইরূপ হিসাবে ৯৪৭ জন সভ্য ও ১৫ জন গ্রাহক ছিলেন। ঐ যে ২৩ জন সভ্য কম, উহা শুধু বৎসর শেষ হওয়ার ১০ দিন পূর্ব্বে খাতা বন্ধ করায় এবং ফাল্গুনের শেষ হইতে যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা ১৩৩১ সালের জন্য সভ্য হইয়াছেন,—গত বৎসর অপেক্ষা তাই সভ্য সংখ্যা কিছু কম দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে পূর্ব্ববর্ষ হইতে এবৎসর সভ্য বাড়িয়াছে—'সমাজ' উন্নতিরপথে চলিতেছে। আমরা যখন মনে করি যে, শুধু কায়স্থেতর জাতিরাই কায়স্থদের অনিষ্ট কামনা সর্ব্বদা করিতেছে, তাহা নয়, আমাদের নিজেদেরও মধ্যে হিংসা এবং শত্রুতা ভাব খুব প্রবল, তাহাতে সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয় যে আমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছি—অগ্রসর হওয়া দূরের কথা।

এ বৎসর কায়স্থ জাতির কতিপয় বিশিষ্ট মহোদয়ের পরলোক গমনে আমাদের 'সমাজ' ও সমগ্র জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও উপনয়নের জন্য অক্লান্ত কর্ম্মী ও আমাদের আলোচ্যবর্ষের প্রথমাংশের সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা বাহাদুর, বিবাহ ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আজীবন কর্ম্মী রায়সাহেব রসিকলাল রায়, 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার' সম্পাদক, যিনি কায়স্থের উপনয়নের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, সেই কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, রাজ নৈতিক নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার বর্ম্মা, উকিল জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রায় লালমোহন গুহ বাহাদুর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শৈলেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক, উকিল চারুচন্দ্র বসু ও হরিচরণ দাস, 'সমাজের' অবৈতনিক কর্ম্মী, বরিশালের উকিল জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষদস্তিদার ও অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ উজিরপুর নিবাসী অখিলচন্দ্র রায়চৌধুরী—ইঁহাদিগকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

যাহা হউক, আমাদের মুল উদ্দেশ্যগুলির জন্য এবৎসর আমরা কি করিয়াছি এখন তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রথম—**কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও তদুপযোগী আচার ব্যবহারের প্রচলন।** এ বৎসর আমাদের ও 'সমাজের' হিতৈষী কতিপয় সভ্যের যত্নে ১০০৫ জন কায়স্থের উপনয়ন দেওয়া গিয়াছে। আরও অনেকেরই দিতে পারা যাইত, কিন্তু প্রচারকের অভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয়—ভারতীয় সকল কায়স্থের একীকরণ। এই উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয় কায়রে মধ্যে অবাধে বিবাহ প্রথমপদ। এবার ৫টী আন্তর্গনিক বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের চেষ্টায় ২টী।

১৩৩০ সালে ভারতীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয় নাই। আমরা আমাদের 'সমাজের' পক্ষ হইতে গত বড়দিনের ছুটীতে যাহাতে কলিকাতায় মহাসম্মেলন হয় তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম এবং তদুদ্দেশ্যে একযোগে অয়োজন করিতে কলিকাতার হিন্দুস্থানী ও বিহারী কায়স্থের যে 'কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল' নামে সভা আছে এবং 'বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা কে গত আষাঢ়ের প্রথমেই লিখিয়াছিলাম। 'কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল' অবিলম্বেই আমাদের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা' আমাদের পত্রের কোন উত্তরই দেন নাই। 'কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডলে'র কর্য্যাধ্যক্ষ 'বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা'র প্রধান সম্পাদকের সহিত কয়েকবার এই বিষয়ে অনর্থক দেখা করেন। যাহা হউক আমরা এবং মিত্র-মণ্ডলই আয়োজন করিতেছিলাম ও ১৩ই শ্রাবণ ভারতবর্ষীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের কার্য্যকরি সভাকে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমস্থ লক্ষ্ণৌর 'কায়স্থ-সদর-সভা-হিন্দ্'কে লেখা হয়, কিন্তু উক্ত সভা আমাদের শ্রাবণ মাসের পত্রের উত্তর অগ্রহায়ণ মাসে দিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য কতিপয় স্থানে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া এখানে অতি বিলম্বে (অগ্রহায়ণ মাসের শেষে) লেখেন যে গুড্‌ফাইডের ছুটীতে আয়োজন করা হউক। তখন কিন্তু এই বৃহৎ আয়োজন করা সম্ভবপর হইত না এবং আমাদের বার্ষিক অধিবেশনেরও গোলযোগ হইত, তাই এবৎসরের জন্য উক্ত প্রস্তাব দুঃখের সহিত ত্যাগ করিতে হয়। 'ভারত-বর্ষীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলন' প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে না হওয়ায় বড়ই গোলযোগ হইতেছে। তাঁহারা কোন বৎসর যমদ্বিতীয়ায়, কোন বৎসর বড়দিনের ছুটীতে, কোন বৎসর গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে অধিবেশন করিতেছেন। এই কারণে এ বৎসর আমরা অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিলাম না।

গয়ায় গত বড়দিনের ছুটিতে যে কায়স্থ-সম্মিলন হয় তাহাতে আমাদের প্রতিনিধিগণ হাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিশয় অনেকের অসুখ হওয়ায় কাহারও যাওয়া হয় নাই।

তৃতীয়—বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ায় অযথা ব্যয় ও পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রভৃতি। পণ প্রথা সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারা

যায় নাই স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য ২।৪টী বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কন্যাপক্ষ দুঃস্থ জানিয়াও কোন দাবী দাওয়া না করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা বড়ই বিরল এবং এরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ দেখা যায় না। কিন্তু ইহাও আমাদের বলা উচিত যে দিন দিন এই অত্যাচার এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আমাদের চেষ্টা ত্যাগ করা উচিত নহে; মনে হয়, যে আমাদের আন্দোলনের ফলে ক্রমে ২।১ জন করিয়া অনেকেই সুপথে গমন করিবেন। তবে যতদিন না সভা সমিতির শক্তি বৃদ্ধি হইবে ততদিন কোন আশা দেখা যায় না—সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক এবং নিয়ম করা হয়ত উচিত যে অত্যাচারীরা সমাজচ্যুত হইবে।

গত বৎসরের ৭টী বিবাহে দাবী দাপয়া হয় নাই প্রকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী আমাদের চেষ্টায় নির্ব্বাহ হয়।

মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সংবাদ আমরা পাই নাই।

সামাজিক কার্য্যে অযথা ব্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে।

চতুর্থ—প্রচার। এবৎসর বহুচেষ্টায়ও একজনের অধিক প্রচারক পাওয়া যায় নাই। যিনি প্রচারক ছিলেন, তিনিও নিয়মিতরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং কোন কোন স্থানে কার্য্য করিতে গিয়া অমথা ব্যাঘাত পাইয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদের উদ্দেশ্যের প্রসার হয় নাই। কার্য্যাধক্ষ মহাশয় এবার সুদূর রেঙ্গুনে গিয়া যে ভাবে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন ও আর্য্য-সমাজের বাঙ্গালার সভাপতি, বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাংখ্যতীর্থ পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সমাজের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে; এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। প্রচারেরজন্য আমাদের পরম হিতৈষি সভ্য শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, রায় সাহেব নিকুঞ্জ-বিহারী রায়, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুর্ম্মবা এবং আরও কতিপয় সভ্য সমাজের সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য 'সমাজ' তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন।

পঞ্চম—শিক্ষা। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে আমরা স্থায়ী কোন কার্য্য করিতে পারি নাই। 'নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে' কায়স্থ ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা যথেষ্ট করা হইয়াছে ও হইতেছে। এ বিষয়েও কোন সভা সমিতি আমাদের সহায়তা করিতেছেন।

ষষ্ঠ—সমুদ্র গমন। এ বিষয়ে কার্য্য করিবার গত বৎসর কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

সপ্তম—**মাসিক পত্রিকা।** এবার সমাজ-হিতৈষী অনেকেই তাঁহাদের সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকা অলঙ্কৃত করিয়াছেন—এমন কি সুদূর সিংহল নিবাসী বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীযুক্ত আর্য্যবংশ-ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্রের "দীঘনিকায়ের" বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে দেখান হইতেছে—বৌদ্ধযুগে চাতুর্বর্ণ্য সমাজে কায়স্থের কিরূপ সম্মান ছিল। পত্রিকা সম্পাদকের ঐতিহাসিক-তত্ত্ব বিষয়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধে নানাদিগ্ দেশ হইতেই বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্ব্বিশেষে ইহার গ্রাহক এবং সামাজিক তথ্য জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইতেছেন। ফলতঃ সকল দিক হইতেই পত্রিকায় কায়স্থের (ক্ষত্রিয়ের) গৌরব প্রকাশিত হইতে থাকায় সম্পাদকের সহিত মাননীয় লেখকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অষ্টম—**জাতীয় ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক্ সম্বন্ধে।** এবার ইহার কার্য্য কিঞ্চিত অগ্রসর হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে শাখাসমিতির কয়েকটী অধিবেশন হইয়া নিয়মাবলী প্রায় স্থির হইয়াছে।

নবম—**জাতিয় আদমসুমরী।** এই বিষয় কিছু করিতে পারা যায় নাই। গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে বা এক সময়ে না হইলে সুবিধা হইতেছে না।

দশম—**কায়স্থের সহিত কায়স্থেতর জাতির** বিবাহ সম্বন্ধে গত বৎসর আবার কলিকাতা হাইকোর্টে একটী অবৈধ রায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মোকদ্দামা যখন পুলিশকোর্টে শুনানী হয় আমাদের সম্পাদক ও পত্রিকা সম্পাদক জাতির কল্যাণার্থ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। হাই-কোর্টের রায়ের পর এই বিষয় লইয়া সাধারণ সভা করার চেষ্টা করায় সহায়তা পাওয়া যায় নাই। পরে বিলাত আপীলের যথেষ্ট চেষ্টা করা যায়, কিন্তু আবশ্যক মত চাঁদা তুলিতে পারা যায় নাই।

একাদশ—**আয়-ব্যায়।** আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। তৃতীয় বর্ষের ৬০৪৷৷০ হাওলাত সমেত ৫৫৯৪৲১০ জমা ছিল।

(ক)—**আমাদের সভ্য বা হিতৈষি ব্যক্তিগণ সম্মানিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ।** পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে এবং আমাদের সভ্য ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় ও ডেপুটি-পোষ্টমাষ্টার্-জেনারেল্ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহবর্ম্মা, এম্ এ, বি-এল্, পি, এইচ ডি 'তত্ত্বরত্ন' ও বিদ্যারত্ন' উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। আমাদের সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মার ভ্রাতা শ্রীমান বিকাশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, University Territorial Forceএর 2nd Lieutenant হইয়াছেন।

(খ)—**আমাদের 'সমাজ' ও 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র মিলন প্রস্তাব।** আমাদের পরম হিতৈষি সভ্য এবং এ বৎসরের সভাপতি মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর এবং সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা গত মাঘমাসে প্রস্তাব করেন যে, উপরি লিখিত দুইটী সভা পুনর্মিলিত হউক এবং তজ্জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হউক। শাখা-সমিতি অবিলম্বে কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি দে মহোদয়কে পাঠান। তিনি ঐ প্রস্তাবগুলি স্বীয় প্রস্তাবরূপে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আলোচনার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। ঐ সভা দীর্ঘকাল পরে তাহারা আলোচনা তাঁহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করিয়াছেন, এরূপ শুন গিয়াছে মাত্র।

সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার।

১৩৩০।

(চতুর্থ বার্ষিক পরিচালন সমিতির দশম অধিবেশনের অনুমোদিত

জমা		রচখ	
প্রবেশিকা—	৩০০৲	বেতন খাতে—	১১১৫।৶১০
চাঁদা—	৩০০৮৸৶০	গ্রাহক—	১০৲
গ্রাহক—	৫৫৷৷০	পত্রিকা—	৯২১৸৫
বিজ্ঞাপণ—	১৩২।০	আমানত—	৩১০৶০
ডাক—	১১৯৸০	কমিশন—	২০৪৲
পত্রিকা—	১০৷৷৶০	দপ্তরী—	১৷৷৶১৫
আমানত—	৩২৪৷৷৶০	সরঞ্জাম—	৪৮।৶৫
হাওলাত—	১৭৮৲	ডাক খরচ—	৭৮৮৷৷৶১০
প্রচার—	১০৩৲	বার্ষিক অধিবেশন—	৮৮৸৶১৭৷৷
বার্ষিক অধিবেশন—	৬৲	পাথেয়াদি—	১৩।৶৫
পুস্তক—	৪৲	বাটী ভাড়া—	২৫২৲
কমিশন—	২।৶১০		
	৪২৪৫৲১০		

জের জমা—	
কৈঃ জমা বর্ত্তমান বর্ষ—	৪২৪৫৲১০
গত সনের মজুত তহবিল—	৬৮৷৶১০
	৪৩১৩৸৶
মিনাহ খরচ—	৪২২৬৸৶১০
	৮৬৸৶১০

হিসাব পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ পাইলাম।

শ্রীজগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা,
হিসাব পরীক্ষক।
৫।৪।২৪

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা,
সম্পাদক।
৫।৪।২৪

জের খরচ—	
পণ্ডিত বৃত্তি—	২৪৲
পরিচালন সমিতি—	৩০৲১০
হাওলাত শোধ—	২৩৬৸৶০
উপনয়ন—	৭৷৶০
প্রচার—	১৩২৷৶১০
বিবিধ মুদ্রণ—	১৪৷০
পুস্তক—	২০৲
পার্ব্বণী—	২৷০
বাজে—	৪৷৵২৷
	৪২২৬৸৶১০

শ্রীকিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা,
সভাপতি।
২৩।২২।৩০

যে সকল সভ্য এই মহাসভায় যোগদান করিতে না পারায় পত্রদ্বারা, তারযোগে অথবা স্বয়ং দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ, হাল, সাং কুচবিহার।
( ) ,, অতীন্দ্রকুমার বসু, সাং চরণপুর, বর্দ্ধমান।
(উ) ,, অন্নদাপ্রসাদ মিত্র, সাং কেন্দগড়িয়া, বীরভূম।
(দ) ,, অপ্রকাশচন্দ্র বসু, সেস্‌ন জজ্‌, খেরী, উত্তর পশ্চিম।
( ) ,, অমরনাথ ব্রহ্ম, সাং মিনাখাঁ, ২৪ পরগণা।
(ব) ,, অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, চুঁচড়া।
( ) ,, অশ্বিনীকুমার বসু, হাং সাং বরাহি, আসাম।
(দ) ,, আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, কলিকাতা পুলিস্‌ কোর্টের উকিল।
(দ) ,, কানাইলাল দত্ত, জমিদার ও কায়লর খনির সত্বাধিকারী, সাং শিবপুর, হাওড়া।
(দ) ,, ঋষীন্দ্রনাথ সরকার, উকিল, হাইকোর্ট।
(ব) ,, কেদারনাথ মজুমদার বর্ম্মা, সাং কাওয়াকোলা, সিরাজগঞ্জ।
(উ) ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, সাং মতিহারী, বিহার।

(ব) ,, চন্দ্রকান্ত দামবর্ম্মা, হাং সাং পুরী, উড়িষ্যা।
(উ) ,, মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, সাং দিনাজপুর।
(দ) ,, তারকনাথ দেব বর্ম্মা, সাং শ্রীরামপুর, যশোহর।
(বা) ,, দীনেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল।
(দ) ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র, ঐ
(ব) শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(ব) ,, লেপ্টেন্যাণ্ট্‌ নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, সাং রংপুর।
(দ) মিঃ নরেন্দ্রনাথ বসু, ডিষ্ট্রীক্ট্‌ এঞ্জিনিয়ার, সাং মেদিনীপুর।
(দ) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সবজজ, খুলনা।
(উ) শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা, সাং সেওড়াফুলী, হুগলী।
(ব) ,, নৃপেন্দ্রনাথ গুহ, মুন্সেফ্‌, খুলনা।
(দ) ,, পশুপতি বসু, সবজজ্‌ ঐ
(দ) ,, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সাং বাঘুটিয়া, যশোহর।
(বা) ,, প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল্‌, বগুড়ার উকীল।
(দ) ,, পিয়লাল বসু, Coroner's Clark সাং কলিকাতা।
(দ) ,, ফণীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, বি, এস্‌ সি, ব্যবসায়ী, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, জমিদার, সাং পানিসেহোলা হুগলি।
(দ) মিঃ বিধুভূষণ মল্লিক, ব্যারিষ্টর, হাং সাং এলাহাবাদ, উত্তর পশ্চিম।
( ) শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র সিংহ, উকীল, সাং নবীনগর, ত্রিপুরা।
(ব) ,, ভূপেন্দ্রকিশোর বসু বর্ম্মা, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল।
(দ) ,, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ব্যবসায়ী, সাং কলিকাতা।
(ব) ,, মধুসূদন সরকার বর্ম্মা, সাং ইলুহার, বরিশাল।
(ব) অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
(দ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার বর্ম্মা, সাং কুমারটুলী, কলিকাতা।
(ব) ,, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, সাং ভোলানগর, ত্রিপুরা।
(উ) ডাক্তার মানদাকান্ত রায় বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(দ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যবসায়ী, সাং পাইকপাড়া, কলিকাতা।
(ব) ,, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা, সাং নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
(উ) ,, যোগেশচন্দ্র মিত্র, সাং যদুপুর, মালদাহ।

(দ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ব্যবসায়ী, সাং কলিকাতা।
(ব) ,, রমণীরঞ্জন গুহ বর্ম্মা রায়, বি-এ, সাং বাহাদুরপুর, ফরিদপুর।
(ব) ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, সাং ভবানীপুর।
(দ) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ বর্ম্মা, সাং দুর্গাপুর, ফরিদপুর।
(ব) রায় শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা বাহাদুর, সাং ঢাকা।
(ব) শ্রীযুক্ত শরৎশশী দত্ত বর্ম্মা, সাং ঢাকা।
(দ) ডাক্তার শ্রীকান্তভঞ্জ, সাং কেলিসহর, চট্টগ্রাম।
(ব) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, লাইব্রেরিয়ান, দ্বারবঙ্গরাজ।
(দ) ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, সাং ফিরোজপুর, পাঞ্জাব।
(দ) ,, সনৎকুমার পাল, উকিল, সাং শিবপুর, হাওড়া।
(দ) ,, সীতানাথ ভদ্র, সাং ফুকরা, ফরিদপুর।
(দ) ,, সুরেন্দ্রনাথ বসু, উকিল ও জমিদার, মেহেরপুর, নদীয়া।
(দ) ,, সুশীলকৃষ্ণ সরকার, কয়লার খনির সত্ত্বাধিকারী, কলিকাতা।
(দ) ,, হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস, সাং কেলিসহর, চট্টগ্রাম।
(দ) ,, হেমচন্দ্র মিত্র, ব্যবসায়ী, সাং কলিকাতা।
(দ) ,, হেমচন্দ্র কুণ্ডু বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, হাং সাং চিলমারি, রংপুর।
(দ) ,, যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা, চণ্ডীবরপুর, যশোহর।

চতুর্থ বার্ষিক 'সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ পঠিত হইলে, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, মাননীয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে বসিরহাটের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাসবর্ম্মা আপত্তি করিয়া বলেন, "কর্ম্মনিবন্ধে যে আয়-ব্যয়ের সাম্বৎসরিক সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বাড়ীভাড়া ও পত্রিকা মুদ্রণেই তাবৎ টাকা খরচ হইয়াছে আর অতি প্রয়োজনীয় যে প্রচার তাহাতে অতি সামান্য টাকাই ব্যয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সঙ্গত কারণ না জানিতে পারিলে কিরূপে অনুমোদন করা যায়?" শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা ঘটকবাচস্পতি ইহার তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর আপত্তি খণ্ডন করিয়া "সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ" ও সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের জমা-খরচ অনুমোদন করেন। অতঃপর নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী পত্রিকা মুদ্রণের ব্যয়টী যে অনর্থক এবং উহার খরচা কমাইয়া দিয়া অথবা দ্বৈমাসিক বা ত্রৈমাসিক করিয়ে তদ্বৃত্ত টাকায় যে ভালরূপ প্রচার চলিতে পারে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া কর্ম্মনিবন্ধে

সাম্বৎসরিক ব্যয় মঞ্জুর করিতে আপত্তি উত্থাপন করেন। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা সুযুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়া লৌকিক প্রচারাপেক্ষা পত্রিকার প্রচার কত প্রয়োজন এবং তদ্দ্বারা সমাজে দিন দিন কিরূপ সামাজিক উন্নতি সাধন হইতেছে তাহা সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়া সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ ও সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়টী অনুমোদন করেন। অতঃপর সকলেই তাহা সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হয়।

ইহার পর সভাস্থলে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সভ্য করার জন্য রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত মহোদয়গণ যথা :—

১-দ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং বাঘুটিয়া, যশোহর।
২-দ ,, বিজয়কৃষ্ণ মিত্র, বি-এল্, উকিল, যশোহর।
৩-দ ,, উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এল, উকিল, খুলনা।
৪-ব ,, যোগেশচন্দ্র বসু, বজ্রযোগিনী, ঢাকা।
৫-দ ,, মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম-এ, বি-এল, জমিদার, নওপাড়া, খুলনা।
৬-বা অধ্যাপক, নরেশচন্দ্র সেনবর্ম্মা, এম-এস্-সি, বগুড়া।
৭-দ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু রায়চৌধুরী, বেলকুলিয়া, খুলনা।
৮-দ ,, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এস, সি, বি-এল, উকিল, বসিরহাট।
৯-ব ,, শিশিরকুমার বর্ম্মা রায়চৌধুরী, বি-এ, সাং হাসড়া, ঢাকা।

এই প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বিদ্যারত্ন বলিলেন, মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের গতকল্যকার আহ্বানে অদ্য ৫টী কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি উপনীতবৃন্দের নাম ধাম বলিতে লাগিলেন, এবং উপনীতগণ মুণ্ডিতমস্তকে একে একে দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে অভিবাদনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ লইয়া আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। উপনীত ব্যক্তিবৃন্দ :—

১-দ শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, খুলনা।
২-দ ,, কালীপদ ঘোষ, খুলনা।
৩-বা ,, ভবানীচরণ সরকার, বত্তসাগারী, পাবনা।
৪-দ ,, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, বেলফুলিয়া, খুলনা।
৫-দ ,, নরেন্দ্রকুমার বিষ্ণু, কোঁড়ামারা, খুলনা।

অতঃপর বিষয়নির্ব্বাচন করিতে দেখা গেল যে ৩৫টী প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক আমাদের এই সমাজের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে এবং অপর যেগুলি আছে, তাহা গতকল্য সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এবং অদ্য প্রস্তাব করা হইবে, সেগুলি তাহারই অন্তর্গত, এজন্য সেগুলি আর স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তাবে পরিণত না করিয়া পূর্ব্বে গঠিত প্রস্তাবগুলিই একে একে উপস্থিত করা হইল। যথা :—

প্রথম প্রস্তাব—এই সমাজ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষত্রিয়-বর্ণানুমোদিত উপনয়ন গ্রহণ কায়স্থজাতির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্যপালনে ক্ষত্রিয়জনোচিত অন্যান্য যাবতীয় সংস্কার গ্রহণ ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ এই প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়া একটী পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করেন এবং অগৌণে ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সাবিত্রী-সূত্র গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন।

অনুমোদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল, একটি উপাদেয় বক্তৃতা দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাবটী অনুমোদন করেন।

সমর্থক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বর্ম্মা রায়চৌধুরী, বি-এ, একটি প্রবন্ধ পড়িয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রমাণপূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা ঘটকবাচস্পতি কতিপয় বচন আবৃত্তি করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনাহত্ব প্রমাণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন যোগ্যতার প্রতিবাদ করিতে থাকেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন—আপনি যখন কল্যকার সভায় কায়স্থের স্বতন্ত্র জাতিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, তখন আজ আবার কেন বৃথা গোল করেন? উত্তরে গীষ্পতি বাবু বলেন যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব আজ এ সভায় কেন বহুদিনেও কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না। হীরালাল বাবু বলিলেন, আপনি বিচারে আসুন, আমি এই সভাস্থলেই প্রমাণ করিয়া দিব। অতঃপর গীষ্পতি বাবু আর কোন উচ্চবাচ্য না করায় প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শিশির বাবু যে প্রবন্ধ পড়েন আগামীবারে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সমাজ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থ-দিগের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচার গ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা এক অখণ্ড সমাজভুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী গতকল্য "নিখিল-বঙ্গীয়-কায়স্থ সম্মেলনে"র অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু রায়চৌধুরী উত্থাপন করায় যথারীতি অনুমোদিত গৃহীতও হয় কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি গুহরায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ এই আপত্তি করেন যে "দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ প্রভৃতির মধ্যে একের জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল অপরের কন্যাগত কুল বজায় রাখিয়া, বিশেষতঃ যখন বঙ্গে গুহ কুলীন, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে গুহ মৌলিক এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্র কুলীন বঙ্গে মৌলিক, এরূপ স্থলে সমতা সাধন অসম্ভব। তবে কৌলীন্য-প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন করিয়া সমাজ বন্ধন করিলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা সামাজিক প্রধানগণ মানিবেন কেন? সুতরাং এই প্রস্তাবের আমি প্রতিবাদ করি।" গীষ্পতি বাবুর এই প্রতিবাদের ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার বলেন—"গীষ্পতি বাবু এক প্রধান সমাজে থাকেন, কিন্তু তাঁহার সমাজ তথ্যে অনভিজ্ঞতায় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে বঙ্গজের মিত্রের এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় গুহ বংশের মৌলিকত্ব ঘোষণা করিলেন তাহা আদৌ তাঁহার মূলানুসন্ধানের অভাব। আমি প্রচার-ব্যপদেশে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের কুলীনপ্রধান-গণের নিকট তাঁহাদের কার্য্যাবলীর গ্রন্থে ও ঘটক-স্বর্ণামাত্যের পুঁথিতে দেখিয়াছি অনেক প্রসিদ্ধ কুলীনের সহিত মিত্রবংশের তুল্যভাবে আদান প্রদান রহিয়াছে। যশোহর-সমাজে যে কুলীন মিত্রবংশ নাই, তাহার কারণ, যখন যশোহর-সমাজ গঠিত হইতেছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বঙ্গজের শ্রেষ্ঠকুলীন বানরীপাড়ার গুহঠাকুর বংশের গঙ্গাস্রোত কুলীনকে মিত্রবংশের কন্যা গ্রহণ করিয়া স্বকীয়ভাব রক্ষা করিতে হইয়াছে; মিত্রবংশের অন্যতম প্রধানকুলীন রাজা কেদার রায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুরের চতুর্থগুলে নীত হওয়ায় ভ্রষ্টস্থান বাসে তাঁহার মাত্র কুল নষ্ট হয় এবং চন্দ্রদ্বীপে কুলীন মিত্রবংশের অভাব হয়, অন্যত্র হইয়াছে কি? যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ হইতে কুলীন লইয়া সমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা তথায় কুলীন মিত্রবংশ পান নাই। নবগঠিত যশোহর-সমাজে কুলীন মিত্র বংশ না থাকার ইহাই প্রকৃত রহস্য। আর ঐ যে গুহ বংশের কথা বলিলেন, ঐ বংশেও ঐরূপ দক্ষিণ রাঢ়ীয়ের সমাজে সমীকরণ হয় নাই, কেন না—ঐ গুহবংশ পুরন্দর খাঁ সমাজ সমীকরণের পর দক্ষিণরাঢ়ে গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে দক্ষিণরাঢ়ের মৌলিক গুহ বংশ বলিতে পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, সমাজ-তত্ত্ব না জানিয়া সমাজ-কথার প্রতিবাদ করা ঠিক নহে, আশা করি তাঁহার প্রতিবাদ তিনি উঠাইয়া

অতঃপর বিষয়নির্ব্বাচন করিতে দেখা গেল যে ৩৫টী প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক আমাদের এই সমাজের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে এবং অপর যেগুলি আছে, তাহা গতকল্য সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এবং অদ্য প্রস্তাব করা হইবে, সেগুলি তাহারই অন্তর্গত, এজন্য সেগুলি আর স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তাবে পরিণত না করিয়া পূর্ব্বে গঠিত প্রস্তাবগুলিই একে একে উপস্থিত করা হইল। যথা :—

প্রথম প্রস্তাব—এই সমাজ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষত্রিয়-বর্ণানুমোদিত উপনয়ন গ্রহণ কায়স্থজাতির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্যপালনে ক্ষত্রিয়জনোচিত অন্যান্য যাবতীয় সংস্কার গ্রহণ ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ এই প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়া একটী পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করেন এবং অগৌণে ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সাবিত্রী-সূত্র গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন।

অনুমোদক শ্রীযুক্ত শবচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল, একটি উপাদেয় বক্তৃতা দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাবটী অনুমোদন করেন।

সমর্থক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বর্ম্মা রায়চৌধুরী, বি-এ, একটি প্রবন্ধ পড়িয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রমাণপূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা ঘটকবাচস্পতি কতিপয় বচন আবৃত্তি করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনাহত্ব প্রমাণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন যোগ্যতার প্রতিবাদ করিতে থাকেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন—আপনি যখন কলাকার সভায় কায়স্থের স্বতন্ত্র জাতিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, তখন আজ আবার কেন বৃথা গোল করেন? উত্তরে গীষ্পতি বাবু বলেন যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব আজ এ সভায় কেন বহুদিনেও কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না। হীরালাল বাবু বলিলেন, আপনি বিচারে আসুন, আমি এই সভাস্থলেই প্রমাণ করিয়া দিব। অতঃপর গীষ্পতি বাবু আর কোন উচ্চবাচ্য না করায় প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শিশির বাবু যে প্রবন্ধ পড়েন আগামীবারে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সমাজ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থ-দিগের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচার গ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা এক অখণ্ড সমাজভুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী গতকল্য "নিখিল-বঙ্গীয়-কায়স্থ সম্মেলনে"র অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু রায়চৌধুরী উত্থাপন করায় যথারীতি অনুমোদিত গৃহীতও হয় কিন্তু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি গুহরায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ এই আপত্তি করেন যে "দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ প্রভৃতির মধ্যে একের জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল অপরের কন্যাগত কুল বজায় রাখিয়া, বিশেষতঃ যখন বঙ্গে গুহ কুলীন, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে গুহ মৌলিক এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্র কুলীন বঙ্গে মৌলিক, এরূপ স্থলে সমতা সাধন অসম্ভব। তবে কৌলীন্য-প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন করিয়া সমাজ বন্ধন করিলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা সামাজিক প্রধানগণ মানিবেন কেন? সুতরাং এই প্রস্তাবের আমি প্রতিবাদ করি।" গীষ্পতি বাবুর এই প্রতিবাদের ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার বলেন—"গীষ্পতি বাবু এক প্রধান সমাজে থাকেন, কিন্তু তাঁহার সমাজ তথ্যে অনভিজ্ঞতায় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে বঙ্গজের মিত্রের এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় গুহ বংশের মৌলিকত্ব ঘোষণা করিলেন তাহা আদৌ তাঁহার মূলানুসন্ধানের অভাব। আমি প্রচার-ব্যপদেশে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের কুলীনপ্রধান-গণের নিকট তাঁহাদের কার্য্যাবলীর গ্রন্থে ও ঘটক-স্বর্ণামাত্যের পুঁথিতে দেখিয়াছি অনেক প্রসিদ্ধ কুলীনের সহিত মিত্রবংশের তুল্যভাবে আদান প্রদান রহিয়াছে। যশোহর-সমাজে যে কুলীন মিত্রবংশ নাই, তাহার কারণ, যখন যশোহর-সমাজ গঠিত হইতেছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বঙ্গজের শ্রেষ্ঠকুলীন বানরীপাড়ার গুহঠাকুর বংশের গঙ্গাস্রোত কুলীনকে মিত্রবংশের কন্যা গ্রহণ করিয়া স্বকীয়ভাব রক্ষা করিতে হইয়াছে; মিত্রবংশের অন্যতম প্রধানকুলীন রাজা কেদার রায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুরের চতুর্থগুলে নীত হওয়ায় ভ্রষ্টস্থান বাসে তাঁহার মাত্র কুল নষ্ট হয় এবং চন্দ্রদ্বীপে কুলীন মিত্রবংশের অভাব হয়, অন্যত্র হইয়াছে কি? যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ হইতে কুলীন লইয়া সমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা তথায় কুলীন মিত্রবংশ পান নাই। নবগঠিত যশোহর-সমাজে কুলীন মিত্র বংশ না থাকার ইহাই প্রকৃত রহস্য। আর ঐ যে গুহ বংশের কথা বলিলেন, ঐ বংশেও ঐরূপ দক্ষিণ রাঢ়ীয়ের সমাজে সমীকরণ হয় নাই, কেন না—ঐ গুহবংশ পুরন্দর খাঁ সমাজ সমীকরণের পর দক্ষিণরাঢ়ে গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে দক্ষিণরাঢ়ের মৌলিক গুহ বংশ বলিতে পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, সমাজ-তত্ত্ব না জানিয়া সমাজ-কথার প্রতিবাদ করা ঠিক নহে, আশা করি তাঁহার প্রতিবাদ তিনি উঠাইয়া

লইবেন।" অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় গীষ্পতি বাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিলে, তিনি তাহা উঠাইয়া নেন এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হওয়ায় অদ্য আর নূতন ভাবে করিয়া, আলোচনা না করিয়া সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—এই সমাজ অসমান গোত্র ও অসম্যান প্রবর মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সমর্থন করেন।

এ প্রস্তাবটীও গতকল্যকার সম্মেলনে পূর্ব্বোক্ত অক্ষয়বাবু কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-প্রস্তাবের সহিত উত্থাপিত হয়; সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় বলেন, "গোত্রটা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণেরই, সুতরাং গোত্র প্রবর লইয়া ক্ষত্রিয়-সমাজে বাদবিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন করে না।" গিরিশ বাবু বলেন—"গোত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু প্রবরের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্টি হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায়, দুইটী পৃথক্ গোত্রে একই প্রবর, তথায় বিবাহ ত হইতেছে।" এই সময় পুনরায় গীষ্পতিবাবু মহামহোপাধ্যায়ের আবৃত্তিকৃত "অসপিণ্ডা চ যামাতু" বাক্যটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তবে ত কায়স্থের সপিণ্ডে বিবাহের দোষ নাই, ইনিই নির্দ্দেশ করিতেছেন?" এই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে উঠিলে মহামহোপাধ্যায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "গীষ্পতি বাবু বিষয়টী যে আদৌ বুঝেন নাই, তাঁহার কথাই বুঝা যাইতেছে এই বলিয়া বিষয়টি বিষদ করিয়া।" বুঝাইয়া দেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের গোত্র নাই বলেন, তখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী বলিলেন 'ন সমাগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরনং ভার্য্যাং বিন্দেত॥' এই বিষ্ণুসূত্রেও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ নাই। ইহা দ্বিজমাত্রের পক্ষেই প্রয়োজ্য, কেননা গৌতম বলিয়াছেন "গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষোগুরুণানুজ্ঞাত স্নাত্বা অসমানার্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেৎ"। শঙ্খ ও বশিষ্ঠ"ও গৃহস্থ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাতে গুরুগৃহে যে ত্রিবর্ণের লোক অধ্যয়ন করিত তাহাদিগকেই বুঝায়।" গিরিশবাবু উহা সমর্থন করিয়া পুনরায় বলেন "সমান প্রবরে কোন দোষ নাই"। শাস্ত্রি মহাশয় ইহাতে বিরক্তি সহকারে বলেন—"সমানপ্রবরে কোথায় বিবাহ হয়? যে স্থলে আঙ্গিরস সংশ্রব হইয়াছে, তথায়, অন্যত্র নহে।" সভাপতি মহেন্দ্র বাবু, মিঃ দে উহা সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী গৃহীত হওয়ায়, এদিন শুধু সভাপতি প্রস্তাবটী উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব—বিবাহে অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং তদুপলক্ষে উপঢৌকন, বরানুগমন প্রভৃতি

ব্যয়বাহুল্য রহিতকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এই সমাজ দৃঢ়ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী পূর্ব্বদিন সম্মেলনের ষষ্ঠ প্রস্তাব রূপে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি-এল কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম-এ কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় অদ্যমাত্র সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শরৎ বাবু এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পড়েন আগামীবারে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

পঞ্চম প্রস্তাব—বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের প্রচার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য একটি কায়স্থ-ধন-ভাণ্ডার স্থাপনে এই সমাজ স্বজাতির প্রত্যেক মহোদয়কে সানুনয়ানুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী সভাপতি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—সংস্কৃত ভাষা এবং বিবিধ কলাবিজ্ঞান, অন্যান্য জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কায়স্থগণকে মনোযোগী হইতে এই সমাজ সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন এবং এই সমাজ উপযুক্তরূপ স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটি পূর্ব্বদিন সম্মেলনের অষ্টম প্রস্তাব রূপে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় অদ্য সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সরল বাবু যে বক্তৃতা করেন তাহা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হওয়ায় সুধীবৃন্দ বিরক্তি প্রকাশ করেন; গীষ্পতি বাবু তাহার প্রতিবাদ করেন, অতঃপর সভাপতি মিষ্ট কথায় শ্রোতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিয়া দেন।

সপ্তম প্রস্তাব—প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে যে কোন কায়স্থ-সন্তান স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া গমনাগমন করিতে পারিবেন এবং তিনি সমাজে সাদরে গৃহীত হইবেন, এই সমাজ ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী পূর্ব্বদিন সম্মেলনের নবম প্রস্তাবের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ কর্ত্তৃক উত্থাপিত এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা সমর্থন করেন। পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রতিবাদ করিলে, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রভৃতি গীষ্পতি বাবুর আপত্তি খণ্ডন করিয়া মূল প্রস্তাবটী সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় অদ্য মাত্র সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অষ্টম প্রস্তাব—সরকারী জনসংখ্যা বিবরণীতে দেখা যাইতেছে গত ৫০ বৎসর হইতে বঙ্গীয় কায়স্থের প্রজননশক্তির হ্রাস, তথা মৃত্যুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া নিতান্ত ভীষণভাবে এই জাতির ক্ষয়সাধন করিতেছে। অতএব কায়স্থ জাতির ধ্বংসের প্রতিকূলে উপায় অবলম্বন জন্য এই সমাজ কায়স্থ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী পূর্ব্বদিন সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রস্তাবের সহিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে পিরালি কায়স্থ এবং তজ্জাতীয় পতিত কায়স্থদিগকে সংস্কার দ্বারা গ্রহণ করিয়া লওয়ার জন্য মন্তব্য গৃহীত হওয়ায় অস্থ মাত্র সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নবম প্রস্তাব—নিয়মাবলীর ১৬ সংখ্যার "সভ্য থাকিতে পারিবেন না।" একথা তুলিয়া দেওয়া হউক।

এই প্রস্তাব অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম-এ উত্থাপন করেন, নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী অনুমোদন এবং পণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দশম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বজেট সহ এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিলে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র বর্ম্মা সমর্থন করিলে বজেটটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

১৩৩১ সালের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক খসড়া।

জমা—		খরচ—	
নূতন সভ্যের প্রবেশিকা—	৪০০৲	বেতন—	১১৭৬
নূতন পুরাতন সভ্যের চাঁদা—	৪৩২০৲	বাটী ভাড়া—	৩৬০৲
পত্রিকার গ্রাহক—	৫০৲	সরঞ্জাম—	৫০৲
বিজ্ঞাপন মূল্য—	১৫০৲	বিবিধ মুদ্রণে—	২৫৲
প্রত্যাহৃত ডাক মাশুল—	১৯৬৸৵০	পাথেয়াদি	২০৲

জের জমা—		জের খরচ—	
বিবিধ প্রকারে—	২৫৲	কমিশন খাতে—	৩০০৲
পূর্ব্ব সনের তহবিল—	৮৬৶১৫	পার্ব্বণী খাতে—	৩৲
	৫২২৮৷৵১৫	বার্ষিক অধিবেশন—	১০০৲
		পত্রিকার কাগজ—	৪৮৯৲
		মুদ্রণ খাতে—	৭২০৲
		দপ্তরী—	৯৬৲
		র্যাপার ও এ্যাড্রেস্—	৬০৲
		ডাক ব্যয় পত্র—	২০০৲
		পত্রিকা প্রেরণে—	২২৫৲
		ভিঃ পিঃ প্রেরণে—	৭৫০৵০
		প্রচার—	৩০০৲
		উপনয়ন—	২৫৲
		পণ্ডিত বৃত্তি—	২৪৲
		ছাত্র বৃত্তি—	২৪৲
		বিবিধ—	৫০৲
			৪৯৯৭৵০

একাদশ প্রস্তাব—আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও পরিচালন-সমিতি গঠন।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের পঞ্চম বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য পরিচালন-সমিতির সভ্যবৃন্দের একটী তালিকা লইয়া রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা বি-এল অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা তত্ত্বভূষণ সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সভাপতি :—

(দ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস্, সি-আই-ই, সাং কলিকাতা।

সহঃ-সভাপতি—

(দ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

(উ) মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা, বাহাদুর, সাং দিনাজপুর।

(বা) কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা, রায়বাহাদুর, সাং তাড়াশ, পাবনা।

(ব) রায় শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা, বাহাদুর, সাং ঢাকা।

কোষাধ্যক্ষ :—

(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এ, সাং পানিসেহোলা, হুগলি।

আয়-ব্যয় হিসাব পরীক্ষক :—

(ব) শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা, সাং বুড়িচং, কুমিল্লা।

(দ) ,, হীরালাল মিত্রবর্ম্মা, সাং শ্রীরাজকাঠি, যশোহর।

সম্পাদক :—

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল, সাং কলিকাতা।

সহঃ-সম্পাদক :—

(দ) শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, বি-এস্-সি, সাং কলিকাতা।

(উ) ডাক্তার মানদাকান্ত রায়বর্ম্মা, এম্-বি, সাং রসোড়া, মুর্শিদাবাদ।

(বা) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা, এম্,-এ, বি-এল, সাং পাবনা।

(ব) ,, ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা, এম,-এ, বি-এল, সাং ঢাকা।

পত্রিকা-সম্পাদক :—

(ব) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, সাং কলিকাতা।

পত্রিকা-সম্পাদন-সমিতি :—

(দ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, সাং কলিকাতা।

(উ) ,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, হাং সাং ভগলপুর, বিহার।

(বা) লেফ্‌ন্যাণ্ট্ নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, বি-এ, সাং কলিকাতা।

(ব) অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং কলিকাতা।

পরিচালন সমিতি :—

(দক্ষিণরাঢ়ী)

১। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, এম্-এ, সাং দশঘরা, হুগলি।

২। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা, সাং দুর্গাপুর, ফরিদপুর।

৩। ,, আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল্ সাং কাঁচড়াপাড়া, নদীয়া।

৪। ,, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মচৌধুরী, সাং রাজশাহী।

৫। ,, তারকনাথ দেববর্ম্মা, সাং শ্রীরামপুর, যশোহর।

৬। ,, মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার, সাং কলিকাতা।

৭। ,, চারুচন্দ্র দত্ত, সাং মনোখালি, যশোহর।

৮। অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মবিদ্যাভূষণ, সাং হাওড়া।

৯। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, সাং খুলনা।

১০। ,, ঋষীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল্, বাঁকুড়া।

(উত্তররাঢ়ী)

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, সাং সদরপুর, নদীয়া।

২। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা, এম-এ, প্রাজ্ঞ, সাং ত্রিবেণী, হুগলি।

৩। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ ঘোষমৌলিকবর্ম্মা, এম-এ, সাং পাঁচথুপি, মুর্শিদাবাদ।

৪। কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা, সাং সেওড়াফুলী, হুগলি।

৫। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, রসোড়া, মুর্শিদাবাদ।

৬। ,, অন্নদাপ্রসাদ মিত্র, বি-এ সাং কেন্দগড়িয়া, বীরভূম।

৭। ,, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়চৌধুরী, সাং দিনাজপুর।

৮। রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়মহাশয়, সাং বাঁশবেড়িয়া, হুগলি।

৯। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়বর্ম্মা, সাং মানিকগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১০। ,, মথুরানাথ দাসবর্ম্মা, সাং মেলাগোপীনাথপুর, বগুড়া।

১১। ,, যোগেশচন্দ্র মিত্র, সাং যদুপুর, মালদহ।

১২। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, উকিল, বীরভূম।

১৩। ,, গিরিশচন্দ্র বক্‌সি, সাং খান্দরা, বর্দ্ধমান।

১৪। ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, সাং মতিহারী,

(বারেন্দ্র)

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা, সাং নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।

২। ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, সাং মাদলা, বগুড়া।

৩। লেফ্‌টেন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায়চৌধুরী' বি-এ, সাং রংপুর।

৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বর্ম্মা রায়চৌধুরী, সাং রংপুর।

৫। ,, প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল, সাং মহেশপুর, বগুড়া।

৬। ,, মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, উকিল, দিনাজপুর।

৭। কুমার রাধিকাভূষণ রায়, সাং তাড়াশ, পাবনা।

৮। শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, উকিল, পাবনা।

৯। ,, জগত্তারণ রায় বর্ম্মা, সাং গোপালপুর, পাবনা।

১০। ,, সুরেন্দ্রনারায়ন রায়, ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

১১। ,, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বি-এল্, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

১২। অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা, এম্-এস্-সি, সাং বগুড়া।

১৩। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র নন্দী বর্ম্মা, সাং চাঁদাইকোনা, বগুড়া।
১৪। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা, মার্চ্যাণ্ট, রাজসাহী।

(বঙ্গজ)

১। রাজা উপেন্দ্রনারায়ন রায় বর্ম্মা বাহাদুর, সাং মাধবপাশা, বাখরগঞ্জ।
২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, সাং মালখাঁনগর, ঢাকা।
৩। ,, রমণীরঞ্জন গুহবর্ম্মা রায়, বি-এ, সাং বাহাদুরপুর, ফরিদপুর।
৪। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম্-এ, সাং কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া, ঢাকা।
৫। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা সাং ভেলানগর, কুমিল্লা।
৬। ,, অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল, সাং কাঠালিয়া, ঢাকা।
৭। ,, কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং রংপুর।
৮। ,, নলিনীমোহন বসু, সাং পুঁড়ো, ২৪ পরগণা।
৯। ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, এম্-বি, রাউতভোগ, ঢাকা।
১০। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ বর্ম্মা তত্ত্বভূষন, সাং উলপুর, ফরিদপুর।
১১। ,, চারুচন্দ্র রায় বর্ম্মা, বি-এল্, সাং বানাইল, মৈমনসিংহ।
১২। ,, ক্ষেত্রলাল বসু বর্ম্মা, মৈষামুড়া, মৈমনসিংহ
১৩। মনমোহন ঘোষ বর্ম্মা, সাং মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

দ্বাদশ প্রস্তাব—সভাপতি ও আগন্তুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ।

রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, রাজা যতীন্দ্রনাথ রায় অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্তউপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রভৃতি সমর্থন করেন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—অভ্যর্থনা-সমিতিকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম-এ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজা যতীন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদিগের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের আদর ও আতিথ্যনৈপুণ্যের তদুপরি ভূরিভোজনের উল্লেখ করিয়া গভীর ধন্যবাদ দেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী সমর্থন করিলে বালকণ্ঠে পুনরায় একটী বিদায় সঙ্গীত দ্বারা এই বৎসরের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা

জাতির মুক্তি

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নাই এ বঙ্গে
সবই মিশেছে শূদ্র-সঙ্গে ;
আমরা এক নূতন জাতি
কুটুম মোদের ডোম-তাঁতী।
আমরা নাকি অধম-শূদ্র
সকল জাতির মাঝে ক্ষুদ্র ;
তিলি-মালী কুমার কামার
সবে নাকি কায়স্থ আবার !
এঁদের যাঁরা যজায় ভাই
তাঁদের মাত্রই দোষ নাই ;
সবই ঘৃণ্য সবই তুচ্ছ
তাঁরাই যে শুধু সর্ব্ব উচ্চ !
ডোম-তাঁতীর হাতের জল
খুবই ভাল হয় যদি চল ;
ছুঁত-মার্গ ভাই, যাবে ঘুচি
মিলিয়ে গেলে বামুন-মুচি !
হ'লে পরে সব একাকার
বর্ণ-বিদ্বেষ হবে সংহার ;
আভিজাত্য না ঘুচিলে হায়
জাতির মুক্তি বিষম দায়।

শ্রীবঃ—

সমালোচনা

জিনবাণী। শ্রীপান্নালাল বাকলীওয়াল সম্পাদিত, ৯ নং বিশ্বকোষ লেন, "বঙ্গবিহার অহিংসা ধর্ম্ম পরিষদ্" হইতে প্রকাশিত। ডিমাই, বাঙ্গালা ৬ এবং প্রাকৃত অংশ ২৷৷০ ফর্ম্মা, প্রতি সংখ্যা ।১০, বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ টাকা মাত্র।

বাঙ্গালার সকল প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মুখপত্র আছে, জৈন সম্প্রদায়ের কোন মুখপত্র না থাকায় আমরা তাহার অভাব অনুভব করিতেছিলাম। অহিংসা ধর্ম্ম পরিষদ্ সেই অভাব পূরণ করিলেন। বৈশাখ সংখ্যা 'জিনবাণী' আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, গদ্য পদ্য যে কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, কয়েকটীই বেশ উপাদেয় হইয়াছে। এই পত্রিকা প্রচারে যেমন প্রাচীন ধর্ম্মের বিস্তারের সুযোগ হইবে, হিন্দু-সমাজের অনেক নূতন তথ্য জানিবারও সুবিধা হইবে, এজন্য আমরা এই মাসিক পত্রিকার দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বত্র প্রচার কামনা করি।

বিশুদ্ধ লাগ্নিক পঞ্জিকা। সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন জ্যোতির্ভূষণ কর্ত্তৃক গণিত ও প্রকাশিত। অকটেভো সাইস্, প্রতি সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৶০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। বৈশাখ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি, এই পঞ্জিকার গণনার বিশুদ্ধতা লক্ষিত হইল না, বরং বুঝা গেল অন্য পঞ্জিকার আশ্রয় লইয়া রকমফের করা হইয়াছে মাত্র। ইহার বৈশাখ সংখ্যার পর আর কোনসংখ্যা পাওয়া যায় নাই। ১১ নং ইডেন হস্‌পিটাল রোড হইতে প্রকাশিত।

স্বাবলম্বী। শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক, ১১৩।১ নং বিগাণ্ডেট্ ষ্ট্রীট্, রেঙ্গুন, বর্ম্মা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। আমরা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকার অনেক গদ্য পদ্য ভাল প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ লেখক লেখিকার আছে। ব্রহ্মদেশে পাঁচলক্ষ বাঙ্গালীর বাস; এতদিন তথায় বঙ্গভাষার কোন পত্রিকা না থাকায় প্রবাসী বঙ্গভ্রাতৃগণ আপনাদের মনের সাহিত্যিক অবসাদ লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন, আশাকরি তাঁহারা সানন্দে এবার এই একমাত্র বাঙ্গালী মাসিকের রক্ষার ও প্রচারের জন্য যত্নবান হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্বসার বা বৈষ্ণবধর্ম্মামৃত। সচিত্র প্রথম খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা। শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র ভক্তিতত্ত্ববিশারদ প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা, কলিকাতা, আনন্দবাজারপত্রিকা-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থসকল হইতে বহু উপদেশ সংগ্রহ করিয়া, বৈষ্ণব তত্ত্ব, লক্ষণ, জাতি, প্রধান্য, সাধ্য, সাধন, সাধনাদি বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণব ভক্তগণের চির অভীপ্সিত, নিত্য প্রয়োজনীয় অমৃতোপম উপদেশাবলীপূর্ণ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সুনির্ব্বাচিত তত্ত্বসার পাঠে স্বধর্ম্মানিষ্ঠ, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্তগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের ও অভীষ্ট ফল প্রদানে সহায়তা করিয়া প্রীতি সাধন করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভাসমিতি :—

বিগত ৫ই বৈশাখ, শুক্রবার, খুলনা "করনেশন-নাট্য-মন্দিরে" নিখিল-বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মেলনের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনের নিমন্ত্রিতার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী সভাপতি এবং মুরনগরের রাজা যতীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। রাজা বাহাদুর ভোরের ট্রেণে খুলনায় পৌঁছিতে না পারায় অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভাপতি খ্যাতনামা উকিল, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা বি-এল, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির সম্ভাষণ পাঠ করেন। উহা আগামী বারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। মহেন্দ্র বাবুও নির্ব্বাচিত সভাপতি, দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে অসময় সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় কায়স্থ-সমাজের গতবর্ষের অভিভাষণ পাঠ করেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। নিখিল বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিস্বরূপ সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান থাকা সঙ্গত ও আবশ্যক। তদুদ্দেশে এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" ও "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" একত্র হইয়া একটীমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউন।

২। কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কায়স্থ সন্তানগণ তদুচিত উপনয়নাদি সংস্কার ও আচার গ্রহণ করিতেছেন না এবং ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন, ইহা এই সভা

অতীব দুঃখের বিষয় বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন ও সকলকে এই কলঙ্কাপনোদন কল্পে যত্নবান হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

৩। হিন্দু-সমাজের ক্ষয়প্রবণতা ও দুর্ব্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া হিন্দু মাত্রেরই মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে, তদুপরি সমাজের দুর্ব্বলতার ফলে নানাস্থানে হিন্দু-নর-নারীর উপর নানাবিধ ভীষণ অত্যাচার হইতেছে। এই পতনোন্মুখ ও প্রপীড়িত জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ কায়স্থগণের অগ্রণী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালন জন্য এই সম্মেলন অন্যান্য জাতির সহযোগিতায় অবিলম্বে হিন্দু-সমাজকে দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিতে কায়স্থসন্তানগণকে সনির্ব্বন্ধ অধুরোধ করিতেছেন।

৪। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী বেকার-সমস্যা সমাধানে কায়স্থ-সমাজ বিশেষরূপে স্বার্থবিশিষ্ট। এ সম্বন্ধে অন্যান্যসাধারণ চেষ্টায় সহযোগিতা ব্যতীত, কায়স্থগণ নিজেদের মধ্যে নানারূপ অর্থকরী সমবায়-সমিতি বা যৌথ-ব্যবসায় স্থাপন, চরকা ও খদ্দরপ্রচলনকল্পে যত্নপর হয়েন তজ্জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন।

৫। নিখিল-কায়স্থ-সমাজের মধ্যে একতা স্থাপনকল্পে আন্তর্গনিক বিবাহের বহুল প্রচলন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া এই সভা অবধারণ করিতেছেন এবং অসমান গোত্র ও অসমানপ্রবর মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সমর্থন করিতেছেন।

৬। বিবাহে অধুনা প্রচলিত নির্ম্মম পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন এবং তদুপলক্ষে উপঢৌকন, বরানুগমন প্রভৃতি ব্যয়বাহুল্য রহিতকরণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়সংক্ষেপ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৭। কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা শাস্ত্র ও ইতিহাসবিরুদ্ধ বলিয়া এই সভা প্রকাশ করিতেছেন।

৮। সংস্কৃতভাষা এবং বিবিধ কলাবিজ্ঞান, অন্যান্য জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কায়স্থগণকে মনোযোগী হইতে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন এবং উপযুক্তরূপে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৯। প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে যে কোন কায়স্থসন্তান স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া গমনাগমন করিতে পারিবেন এবং তিনি সমাজে সাদরে গৃহীত হইবেন এই সমাজ ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন।

খুলনার কায়স্থ-নেতৃবৃন্দ যে মহানুদ্দেশ্যে এই মহা সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" তাহাতে যোগদান না করায়, তাঁহাদের

সেই জাতীয় কল্যাণসাধক সদুদ্দেশ্যমূলক প্রথম প্রস্তাবটীর কার্য্য কতকটা ব্যাহত হইয়াছে। তথাপি সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থ মাত্রের নিকটই তাঁহারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটী প্রস্তাবই সুচিন্তিত এবং সমাজের ও জাতির অশেষ কল্যাণকর। যাঁহারা এই মহাসম্মেলনে যোগদান করেন নাই, তাঁহাদের স্বজাতি হিতৈষণার পরিচয় এই স্থানেই প্রকটিত হইয়াছে, অতএব তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য করা বাহুল্য মাত্র; অন্য দিকে যাঁহারা সম্মেলনে গিয়া প্রতিপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া কার্য্যের ব্যাঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া পদে পদে অপ্রতিভ হইতেছিলেন, তাঁহাদের নীতি কেহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। আমাদের সংবাদদাতা সম্মেলনের যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, প্রথম প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভূপতি গুহ রায়চৌধুরী এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে পাণ্ডিত্যাভিমানী শ্রীযুক্ত গীষ্পতি গুহ রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয় যে দুইটী সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য বিরোধিতা সভাস্থলে দেখাইয়া দিলে ভ্রাতৃদ্বয়কে নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে আপনাপন সংশোধক প্রস্তাব তুলিয়া লইতে হইয়াছিল। সপ্তম প্রস্তাবটী উত্থাপনের প্রথম ভার হয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কারের প্রতি, অতঃপর কি কারণে জানিনা, ওটী উত্থাপন করেন শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা। ইহাতে ক্ষুব্ধভার বিদ্যালঙ্কার ক্ষুণ্ণমনে সেই রাত্রেই দেশের পথে গমন করেন। যিনি প্রস্তাবটী পূর্ব্বে উত্থাপন করিলেন, তাঁহার বক্তৃতায় মূল বিষয়ের কোনই সম্বন্ধ রহিল না শুধু অঙ্গভঙ্গি ও বাগাভিনয়ই চলিতে লাগিল, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ কিরূপ প্রীত হইয়াছিলেন সভার বাহিরে গিয়া আলোচনার মুখে শুনা গেল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় কায়স্থের যে তথ্যপূর্ণ সমাজ-বিবরণ দিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্ত কিনা বলিতে পারিনা। ওলপুরের চৌধুরীদের সমাজ-সংস্থাপন সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ঠিক নহে ইহাই আমাদের মনে হইল। নবম প্রস্তাবের পর পিরালি কায়স্থদিগকে সমাজে তুলিয়া লইবারও একটী প্রস্তাব গৃহীতহয়, এবং রাত্রে বঙ্গজ, বারেন্দ্র, দক্ষিণ রাঢ়ী ও হিন্দুস্থানী কায়স্থবৃন্দকে লইয়া এক বিরাট আন্তর্গণিক প্রীতিভোজ হয়। এই সকল বিস্তারিত বিবরণ আমরা স্থানাভাব বশতঃ দিতে পারিলাম না এজন্য কর্ম্মীবৃন্দের নিকট বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; ইংরেজী বাঙ্গালা বহু সংবাদ পত্রে প্রকৃত ও বিকৃতভাবে

সম্মেলন বিবরণ অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে ; ১২ই বৈশাখের হিতবাদীর তৃতীয় পৃষ্ঠার ২-৩ কলমে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী প্রতিবাদ উলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মা তত্ত্বভূষণ, তাঁহার কর্ম্মস্থান মুঙ্গের হইতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এস্থানে আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

(প্রাপ্ত প্রতিবাদ)

বিগত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রেল খুলনায় যে নিখিল বঙ্গীয়-কায়স্থ-সম্মেলন ও বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল সম্প্রতি হিতবাদী সাপ্তাহিক পত্রে তাহার একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি হিতবাদীকে উক্ত বিবরণ যোগাইয়াছেন, তিনি নাকি ঐ পত্রের একজন সংবাদদাতা।

সংবাদদাতা মহাশয় প্রথমেই পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়কে কায়স্থ-সমাজের "নিয়মিত স্তুতিপাঠক" বলিয়া অবমাননা করিয়াছেন। আবার তিনি যে পণ্ডিতপ্রবরের প্রতি এই অবমাননা সূচক বাক্যপ্রয়োগ করিলেন, তাঁহারই মুখ দিয়া শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থকে একজ "অসাধারণ পণ্ডিত ও ব্যারিষ্টার" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহা হইতে কে কাহার স্তুতিপাঠক বোধ হয় পাঠককে কষ্ট স্বীকার করিয়া বুঝিতে হইবে না। অথবা এ স্থলে সিংহ নিজেকেই চিত্রিত করে নাই ত !!

কাব্যতীর্থ গীষ্পতিবাবু যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। তারপর কাব্যতীর্থ যে একজন ব্যারিষ্টার এই সংবাদ যতই হাস্যকর হউক না কেন, ইহাতে যদি "প্রাচীন কাব্যতীর্থ নবীন ব্যারিষ্টার" মহাশয়ের কিছু লাভ হয়, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি এক জন নির্লোভ, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, সত্যসন্ধী ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে কায়স্থ-সমাজের "স্তুতিপাঠক" আখ্যা দিলে, আমরা এরূপ ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করি। মহামহোপাধ্যায় তর্কতীর্থ মহাশয় স্বীয় বুদ্ধি ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান সাহায্যে কায়স্থকে দ্বিজ সংস্কারার্হ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া যদি তিনি কায়স্থের স্তুতিপাঠক হন, তবে ঐরূপ যুক্তিবলে কায়স্থের সংস্কার বিরোধী কোন পণ্ডিতকেও অনায়াসে অপর পক্ষের স্তুতিপাঠক বলা যাইতে পারে। আমরা জানি, খুলনার কায়স্থ-সম্মেলনে হিতবাদীর সংবাদদাতার 'অসাধারণ' পণ্ডিত তর্কতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক যেরূপ তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত অসাধারণ পণ্ডিতের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আসল কথা, তর্কতীর্থ মহাশয় কায়স্থ-সমাজের "নিয়ত আশীর্ব্বাদক" বটেন। তাঁহার আশীর্ব্বচন ও স্বস্তি-

বচনকে "স্তুতিপাঠ"রূপে বিকৃত করিয়া প্রচার করা পত্রলেখকের যোগ্যকার্য্য হইয়াছে কি না, পাঠক বিবেচনা করিবেন।

কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মূল ও সংশোধক প্রস্তাবের বিবরণ দিতে গিয়া পত্রলেখক যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে একটী কথা তিনি ছাড়িয়া, বা ভুলিয়া গেলেন কেন? আমরা সেই পরিত্যক্ত অংশটুকু এখানে প্রকাশ করিতেছি। এই আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থকে তাঁহার উদ্ভাবিত স্বতন্ত্রবাদের পক্ষে প্রমাণ প্রদর্শনার্থ আহ্বান করা হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া বলেন,—'ওকথা এখন থাকুক!' ইহার কারণ কি? তাঁহার স্বতন্ত্রবাদের পক্ষে সভায় উপস্থাপিত করিবার উপযুক্ত কোন প্রমাণ থাকিলে তাহা তিনি দেখাইলেন না কেন? প্রকৃত কথা ইহা নহে কি,—এবং বোধ হয় ইহা সকলেই জানেন যে—কায়স্থের স্বতন্ত্রজাতিত্ব পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণই নাই। অথচ ঐরূপ একটা উদ্ভট মত অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। তিনি 'কায়স্থ ক্ষত্রিয় নয়' ইহা স্থির করিয়া সকলকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে 'কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি' !! কিন্তু যুক্তির সারবত্তা বুঝা কঠিন। কাহারও নাম রাম না হইলেই যে তাহাকে শ্যাম হইতে হইবে, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? তিনি বলিতে চাহেন, যেহেতু :—

কায়স্থ ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, শূদ্র নয়, বর্ণসঙ্কর নয়,—অতএব কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি।

কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্রবাদ যখন কোন শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাঁহার অবলম্বিত যুক্তিই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে,—যেহেতু :—

কায়স্থ ব্রাহ্মণ নয়, বৈশ্য নয়, শূদ্র নয়, বর্ণসঙ্কর নয়, স্বতন্ত্র জাতি নয়,—অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

যদি ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার ভার ক্ষত্রিয়বাদীর উপর থাকে, তবে স্বতন্ত্র জাতিত্ব প্রমাণ করিবার ভার উহার উদ্ভাবক কাব্যতীর্থের উপর থাকিবে। উহা যতদিন প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততদিন তিনি মাসিক পত্র বা পুস্তিকা প্রচার করিয়াই হউক, কায়স্থ সংস্কার বিরোধী সাপ্তাহিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই হউক, অথবা নব বৎসরের 'সিট্ পঞ্জিকা' প্রচার করিয়াই হউক,—যেরূপেই যত মায়াজাল বিস্তার করুন না কেন, কোন বুদ্ধিমান কায়স্থ তাঁহার ন্যায় নিজ জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া উহাতে মুগ্ধ হইবে না।

ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলন :—

গত গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধে ইংরেজী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল কানপুরে 'নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মেলন' নামধেয় যুক্তপ্রদেশের কায়স্থভ্রাতৃবৃন্দের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর বাঙ্গালার কায়স্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্য ও নেতৃগণের নিমন্ত্রণ হয়, এবৎসর তাহা কিছু হয় নাই, কেহ যানও নাই। তবে বিহার হইতে যে দুই একজন গিয়াগিলেন, তাঁহাদের রাচনিক শুনিতে পারা গিয়াছে, সভাপতি শ্রীযুক্ত রামরত্ন লাল, যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে তিনি তিলকপ্রথা অর্থাৎ পণ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, জাতীয় পত্র (অবশ্য উর্দ্দুতে) হিন্দুস্থানী কায়স্থদের একত্রীকরণ অর্থাৎ সংগঠন, ও আন্তর্গনিক বিবাহ ও পংক্তিভোজের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সম্মেলনের কার্য্য শেষ হইলে আগামী বার্ষিক অধিবেশন গয়াধামে হইবে স্থির হইয়াছে। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই বিহার প্রদেশের কায়স্থগণ এখন হইতে উদ্যোগ আয়োজনে অগ্রসর হইয়াছেন। আগামী ২৪শে ও ২৫শে মে মতিহারীতে কায়স্থ-সভা হইবে, তাহা কি মহাধিবেশনের পূর্ব্বানুষ্ঠান ?

প্রচার :—

আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের নানাস্থানে প্রচার করিয়া অনেকেই উপনয়নের উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২।৩টী কেন্দ্র ২রা জ্যৈষ্ঠ হইবে, আশা করিতেছি।

উপনয়ন :—

১০ই ফাল্গুন ১৩৩০। কলিয়া—মাণিকগঞ্জ। বরাঙ্গাইল হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা গুণাকর লিখিতেছেন, "মোহিনী-কায়স্থ-সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দেববর্ম্মা সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে কলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দেববর্ম্মা সরকার মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া, রামকান্তপুর নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার, কলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, নরেশচন্দ্র সরকার, প্রিয়নাথ সরকার ইঁহারা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন শর্ম্মাবিশ্বাস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ক্ষত্রিয়োচিত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

৩রা বৈশাখ, ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মণগাতি নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। ব্রাহ্মণগাতি নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত শশধর দেব,

যতীন্দ্রনাথ দেব, ভবেশচন্দ্র দেব, জ্যোতিরিশচন্দ্র দেব, প্রফুল্লকুমার দেব, উপেন্দ্র নাথ দেব, হরেন্দ্রনাথ দেব, মধুসূদন দাস, শ্যামসুন্দর দেব, সতীশচন্দ্র দেব, বিনোদলাল দেব, তরণীনাথ দেব, হেমকুমার ভৌমিক, অনিলকুমার ভৌমিক, শশিভূষণ দাম, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, হরেন্দ্রনাথ গুণ, বীরেন্দ্রনাথ দেব, দীনেশচন্দ্র চন্দ, নগেন্দ্রনাথ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র দেব, অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক, যাদবচন্দ্র দাস, রাধারমণ দাস, হেড্‌ মাষ্টার, সুরেন্দ্রনাথ দেব, নরেন্দ্রনাথ দেব, সুধীরচন্দ্র দেব, মহিমচন্দ্র দেব, অমূল্যরতন আচার, মহেন্দ্রনাথ দেব, ক্ষুদিরাম দাস, বিধুভূষণ দাস, কবিরাজ রোহিণীকান্ত দেব, জ্যোতিষচন্দ্র দেব, শশিভূষণ রাহা, কার্ত্তিকচন্দ্র দেব, কৃষ্ণকুমার ভৌমিক, ক্ষেত্রনাথ দেব, রমণীমোহন দাম, হরলাল নন্দী, জিতেন্দ্রলাল দেব, দেবেন্দ্রনাথ দেব, জগচ্চন্দ্র চন্দ, ধিৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভৌমিক, জগচ্চন্দ্র ভৌমিক, জগদীশচন্দ্র দাস, উকিল, লালনচন্দ্র দত্ত; ইচ্ছামতী নিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস ভদ্র, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, করুণাকান্ত ভদ্র, গোবিন্দচন্দ্র সরকার, শরচ্চন্দ্র সরকার, মাখনলাল সরকার, নন্দলাল দত্ত, অমৃতলাল দত্ত, অক্ষয়কুমার চন্দ, বনওয়ারীলাল দেব, প্যারীলাল দেব, যতীন্দ্রনাথ দেব, রোহিণীকান্ত চাকী, শ্যামলাল দেব, মতিলাল দেব; রাহুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল দেব, যদুনাথ ভৌমিক, কৈলাসচন্দ্র চাকী, ডাক্তার তারকচন্দ্র ভৌমিক, ভবানীলাল ভৌমিক, শ্রীশচন্দ্র চাকী, এই ৬৮ জন কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী, রমণীমোহন শর্ম্মা, তালুকদার ও মোহিনীমোহন শর্ম্মারায় ইহারা এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার বর্ম্মার উৎসাহে এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার প্রযত্নে সম্পন্ন হয়, আমাদের সংবাদাতা ইহা জানাইয়াছেন। আমরা উপনীত ও উদ্যোগীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৭ই বৈশাখ ১৩৩১। কায়স্থ-সমাজকেন্দ্র। এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুমল্লিক, ও নন্দবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১। ঘিওর—মাণিকগঞ্জ। বরাঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা লিখিয়াছেন, ঘিওর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্তবর্ম্মার উদ্যোগে উঁহার বাটীতে এক কেন্দ্র করিয়া ব্রজনাথ বাবু স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বসু, শশধর দত্ত, মাখনলাল আইচ, মাধবচন্দ্র আইচ, উমেশচন্দ্র আইচ, যোগেশচন্দ্র নন্দী, দ্বারকানাথ নদী, প্রফুল্লকুমার দত্ত, স্বপ্রকাশচন্দ্র, ভূপেন্দ্রমোহন

ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলন :—

গত গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধে ইংরেজী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল কানপুরে 'নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মেলন' নামধেয় যুক্তপ্রদেশের কায়স্থভ্রাতৃবৃন্দের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর বাঙ্গালার কায়স্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্য ও নেতৃগণের নিমন্ত্রণ হয়, এবৎসর তাহা কিছু হয় নাই, কেহ যানও নাই। তবে বিহার হইতে যে দুই একজন গিয়াগিলেন, তাঁহাদের বাচনিক শুনিতে পারাগিয়াছে, সভাপতি শ্রীযুক্ত রামরত্ন লাল, যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে তিনি তিলকপ্রথা অর্থাৎ পণ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, জাতীয় পত্র (অবশ্য উর্দ্দুতে) হিন্দুস্থানী কায়স্থদের একত্রীকরণ আর্থৎ সংগঠন, ও আন্তর্গনিক বিবাহ ও পংক্তিভোজের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সম্মেলনের কার্য্য শেষ হইলে আগামী বার্ষিক অধিবেশন গয়াধামে হইবে স্থির হইয়াছে। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই বিহার প্রদেশের কায়স্থগণ এখন হইতে উদ্যোগ আয়োজনে অগ্রসর হইয়াছেন। আগামী ২৪শে ও ২৫শে মে মতিহারীতে কায়স্থ-সভা হইবে, তাহা কি মহাধিবেশনের পূর্ব্বানুষ্ঠান ?

প্রচার :—

আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের নানাস্থানে প্রচার করিয়া অনেকেই উপনয়নের উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৩টী কেন্দ্র ২রা জ্যৈষ্ঠ হইবে, আশা করিতেছি।

উপনয়ন :—

১০ই ফাল্গুন ১৩৩০। কলিয়া—মাণিকগঞ্জ। বরাঙ্গাইল হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা গুণাকর লিখিতেছেন, "মোহিনী-কায়স্থ-সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দেববর্ম্মা সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে কলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দেববর্ম্মা সরকার মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া, রামকান্তপুর নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার, কলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, নরেশচন্দ্র সরকার, প্রিয়নাথ সরকার ইঁহারা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন শর্ম্মাবিশ্বাস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ক্ষত্রিয়োচিত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

৩রা বৈশাখ, ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ-ব্রাহ্মণগাতি নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। ব্রাহ্মণগাতি নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত শশধর দেব,

যতীন্দ্রনাথ দেব, ভবেশচন্দ্র দেব, জ্যোতিরিশচন্দ্র দেব, প্রফুল্লকুমার দেব, উপেন্দ্র নাথ দেব, হরেন্দ্রনাথ দেব, মধুসূদন দাস, শ্যামসুন্দর দেব, সতীশচন্দ্র দেব, বিনোদলাল দেব, তরণীনাথ দেব, হেমকুমার ভৌমিক, অনিলকুমার ভৌমিক, শশিভূষণ দাম, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, হরেন্দ্রনাথ গুণ, বীরেন্দ্রনাথ দেব, দীনেশচন্দ্র চন্দ, নগেন্দ্রনাথ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র দেব, অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক, যাদবচন্দ্র দাস, রাধারমণ দাস, হেড্ মাষ্টার, সুরেন্দ্রনাথ দেব, নরেন্দ্রনাথ দেব, সুধীরচন্দ্র দেব, মহিমচন্দ্র দেব, অমূল্যরতন আচার, মহেন্দ্রনাথ দেব, ক্ষুদিরাম দাস, বিধুভূষণ দাস, কবিরাজ রোহিণীকান্ত দেব, জ্যোতিষচন্দ্র দেব, শশিভূষণ রাহা, কার্ত্তিকচন্দ্র দেব, কৃষ্ণকুমার ভৌমিক, ক্ষেত্রনাথ দেব, রমণীমোহন দাম, হরলাল নন্দী, জিতেন্দ্রলাল দেব, দেবেন্দ্রনাথ দেব, জগচ্চন্দ্র চন্দ, ধিৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভৌমিক, জগচ্চন্দ্র ভৌমিক, জগদীশচন্দ্র দাস, উকিল, লালনচন্দ্র দত্ত ; ইচ্ছামতী নিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস ভদ্র, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, করুণাকান্ত ভদ্র, গোবিন্দচন্দ্র সরকার, শরচ্চন্দ্র সরকার, মাখনলাল সরকার, নন্দলাল দত্ত, অমৃতলাল দত্ত, অক্ষয়কুমার চন্দ, বনওয়ারীলাল দেব, প্যারীলাল দেব, যতীন্দ্রনাথ দেব, রোহিণীকান্ত চাকী, শ্যামলাল দেব, মতিলাল দেব ; রাহুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল দেব, যদুনাথ ভৌমিক, কৈলাসচন্দ্র চাকী, ডাক্তার তারকচন্দ্র ভৌমিক, ভবানীলাল ভৌমিক, শ্রীশচন্দ্র চাকী, এই ৬৮ জন কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী, রমণীমোহন শর্ম্মা, তালুকদার ও মোহিনীমোহন শর্ম্মারায় ইহারা এই কেন্দ্রের আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার বর্ম্মার উৎসাহে এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার প্রযত্নে সম্পন্ন হয়, আমাদের সংবাদাতা ইহা জানাইয়াছেন। আমরা উপনীত ও উদ্যোগীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৭ই বৈশাখ ১৩৩১। কায়স্থ-সমাজকেন্দ্র। এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুমল্লিক, ও নন্দবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১। ঘিওর—মাণিকগঞ্জ। বরাঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা লিখিয়াছেন, ঘিওর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্তবর্ম্মার উদ্যোগে উঁহার বাটীতে এক কেন্দ্র করিয়া ব্রজনাথ বাবু স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বসু, শশধর দত্ত, মাখনলাল আইচ, মাধবচন্দ্র আইচ, উমেশচন্দ্র আইচ, যোগেশচন্দ্র নন্দী, দ্বারকানাথ নদী, প্রফুল্লকুমার দত্ত, স্বপ্রকাশচন্দ, ভূপেন্দ্রমোহন

চন্দ এই ১১ জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২২শে বৈশাখ ১৩৩১। ঢাকা। পেনসনপ্রাপ্ত ডেঃ পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাম মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে চন্দ্রকান্ত বাবু স্বয়ং এবং তৎপুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র দাম, রিটায়ার পুঃ ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র গুহ, উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দেব এই ৪ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২৪শে, বৈশাখ, ১৩৩১। বরাঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা লিখিয়াছেন—মানিকগঞ্জ ঘিওর নিবাসী শ্রীমুক্ত বেণীমাধব বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া ঐ গ্রামের বঙ্গজ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার, হীরালাল দত্ত, হেমচন্দ্র পৈত, যদুনাথ পাল, খেরুপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত, ঘিওর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ, রেবতীকুমার সরকার, দীনেশচন্দ্র নন্দী, সত্যেকান্ত সোম, অক্ষয়কুমার নন্দী, যতীন্দ্রনাথ পাল, রোহিণীকুমার পৈত, বিনড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত সোম, ঘিওর নিবাসী প্রিয়নাথ সরকার, সতীশচন্দ্র সরকার, শশী কুমার দাস, উপেন্দ্রনাথ দাস, কুকুরতারা নিবাসী নন্দলাল সরকার, গোপালচন্দ্র দাস; বানাইল নিবাসী রবীন্দ্রকুমার সরকার, ঘিওর নিবাসী উপেন্দ্র নাথ দত্ত, বঙ্কবিহারী সরকার, কুকুরতারা নিবাসী শ্রীযুত তারিণীচরণ খাসনবীশ, রাসবিহারী সরকার, কৈলাসচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, ঘিওর নিবাসী পার্ব্বতীকুমার দত্ত, যাদবচন্দ্র সরকার, মাখনলাল সরকার, মনমোহন পৈত, অশ্বিনীকুমার সরকার, বিপিনবিহারী দাস, সুরেন্দ্রকুমার সরকার, অশ্বিনী কুমার নন্দী, কুকুরতারা নিবাসী বিনোদবিহারী সরকার, বনবিহারী সরকার, ভুবনবিহারী সরকার, গোষ্টবিহারী সরকার, মধুসূদন সরকার, কৈলাসচন্দ্র সরকার, কুঞ্জবিহারী সরকার, ঘিওর নিবাসী বেণীমাধব বসু, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত এই ৪৩ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের কার্য্য স্বেচ্ছাপ্রচারক নলিনী বাবুর যত্নে হওয়ায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ :—

(আন্তর্গণিক)

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১। নিমতার অধিবাসী খন্ডজ যুক্ত কালীচরণ মিত্রের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী মনীষার, হাটখোলা দত্ত বংশীয়, নিমতলা ষ্ট্রীট নিবাসী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান প্রভাতচন্দ্রের শুভ পরিণয় সুম্পন্ন হয়।

২৩শে বৈশাখ, ১৩৩১। শাঁখারীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণপ্রসাদ বসু সর্ব্বাধিকারীর কন্যার কলেজ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মিত্রের পুত্র শ্রীমান মণীন্দ্রনাথের শুভ-পরিণয় হয়। কোন প্রকার দেনা পাওনার শুনা কথা নাই।

শ্রাদ্ধ :—

৩০শে বৈশাখ, ১৩৩১। মালুচীর প্রসিদ্ধ জমিদার, স্বজাতির কল্যাণকামী স্বধর্ম্মপরায়ণ রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে তদীয় আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হয়। এই বৃহৎ ক্রিয়ায় সমাজস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রত্যেকেই যোগদান করায় ঐ অঞ্চলে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধের বাধা দূর হইল।

নিন্দাকারীর ক্ষমা প্রার্থনা :—

পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মামজুমদার আমাদিগকে লিখিয়াছেন, উপবীত কায়স্থের পুরোহিত পাবনা সৈদপুরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে উপনীত কায়স্থ বিদ্বষা, খ্যাদুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র শর্ম্মা তালুকদার—কায়স্থের পৈতা দেওয়ায় মুসলমানে মারিয়াছে, তাহাকে মুরগী খাওয়াইয়া জাতি পাত করিয়াছে বলিয়া অপবাদ করায় উপেন্দ্র ভট্টাচার্য মান-হানির দাবীতে আদলতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রতিবাদী তালুকদার আদালতে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা পত্র দাখিল করিয়া বলিয়াছেন, তিনি উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ দ্বেষমূলক তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণোচিত উদারতার সহিত তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। অল্পে নিষ্পত্তি হওয়ায় আমরা সুখী হইলাম।

জ্যোতির আত্মপ্রসাদ :—

গত বৈশাখ-সংখ্যা কায়স্থ-সমাজের একস্থলে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতী-ভূষণ লিখিয়াছেন—"শূদ্র হইয়াও যে নবধাকুললক্ষণে মানুষ ভূষিত ও পূজিত হইতে পারে, তাহার এক এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই কায়স্থের কুলাশাস্ত্র।" অখিলবাবুর এই অবিবেচিত কথাটা ব্রহ্মণ্যগৌরব স্পর্দ্ধী 'জ্যোতিঃ' ১লা জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"যে কোন নিম্নশ্রেণীর লোক গুণসম্পন্ন হইলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মাশ্রিত সমাজে তাহার উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ স্থানলাভের উপায় রহিয়াছে.....আমরা উদ্ধৃত কথাগুলির ভিতর দেখিতে পাই।"

আঃ! জ্যোতির কি অনুসন্ধান জ্ঞান! ভারতীভূষণ মহাশয়ও যেমন দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থকে শূদ্ররূপে দেখিতে পাইয়াছেন, জ্যোতিও তেমন আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। অখিলবাবুর প্রবন্ধের উপর ত সম্পাদকীয় টিপ্পনী দিয়া জিজ্ঞাসা করাই হইয়াছে, লেখক এমন প্রমাণ কোথায় পাইলেন? দেখুন লেখক তাহার কি কৈফিয়ৎ দেন,—না অতটা বিলম্ব সহে না। কারণ কায়স্থকে যে শূদ্র বলিয়া ঘোষণা না করিয়া, কায়স্থকে যে কি নীচ জাতি প্রতিপন্ন না করিলে জ্যোতির ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে না—তাই আর কালগৌণ না করিয়া অমনি ঐ ফাণ্ট্ কথাটা উপলক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রকাশ,—কি আত্মপ্রসাদ! আমরা জিজ্ঞাসা করি—শূদ্র কখনও কুলীন হইতে পারে বা হইয়াছে বা শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণের সহিত তুল্যভাবে সামাজিক সম্মানলাভ করিতে পারিয়াছে? জ্যোতিঃ ইহা বলিবেন কি?

গোস্বামীর জ্ঞানোদয়ঃ—

কিছুদিন গত হয় সুপ্রসিদ্ধ 'প্রবাসী' পত্রে মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ গৌড়কায়স্থকুলোদ্ভব প্রখ্যাতনামা রাজা গণেশকে, ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যালের গল্পের বহি "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস"কে অবলম্বন করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও ভাতুরিয়ায় তাঁহার রাজধানী ছিল এবং রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন এক অভিন্ন ব্যক্তি তথা কায়স্থ দনুজমর্দ্দন জনৈক ক্ষুদ্র জমিদার, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ভট্টশালী মহাশয়ের এই দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রতিবাদ করিয়া ঐ পত্রিকায়েই লিখেন—রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি নহে, পরন্ত স্বজাতি স্বশ্রেণীর প্রীতিবশতঃ উভয়কে ব্রাহ্মণ বলাও ঠিক হয় নাই। যদিও বর্ত্তমান কালের কুলকারিকা-গুলিতে অনেকে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তথাপি পুরতনকারিকাগুলিকে ফেলিয়া দিতে পারা যায় না—উভয় রাজাই কায়স্থ। এই বাদপ্রতিবাদ উপলক্ষ্য করিয়া কল্যাণভাজন শ্রীমান বিমানবিহারী বর্ম্মা মজুমদার এম্-এ, বৈশাখের 'বঙ্গবাণী'তে প্রবন্ধ লিখিয়া "শ্রীবাল্যলীলাসূত্রম্" নামক বৈষ্ণবগ্রন্থের দুইস্থল হইতে পাঁচটী করিয়া শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দেখান যে একই পুস্তকের একস্থলে গণেশ রাজাকে কায়স্থ বলা হইয়াছে, অন্যত্র তাঁহার জাতির কোন উল্লেখ নাই। যাহাতে কায়স্থের কথা আছে, তাহা পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত মুরলী-মোহন গোস্বামী, "বগুড়ার ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল্কে কয়বর্ষ পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা

বিদ্যাভূষণকে এই বিতর্ক উপলক্ষে এই শ্লোকগুলি পাঠাইতে আর 'কায়স্থ' কথা নাই। শ্রীমান বিমান রাজা দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। শ্রীমানের প্রবন্ধের উত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাণীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের একটা কৈফিয়তও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আছে—"দিনাজপুরের রাজা গণেশ অনেকের মত। কায়স্থ, ইহা অনেকের মত।........কোন একখানি পুস্তকে গণেশের "কায়স্থবংশ্যঃ" এই প্রকার একটী শ্লোক দেখিয়াছিলাম, তাহাই বগুড়ার উকিল প্রভাসচন্দ্র সেনকে জানাইয়াছিলাম।" তাই বলিতেছিলাম—গোস্বামীর এই জ্ঞানোদয় হইল কবে? যবে নলিনীবাবুর পত্র আমাদের অসাক্ষাতে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে।—আজ তিনি বলিতেছেন—'কোন একখানি পুস্তকে গণেশের কায়স্থ-বংশ্যঃ দেখিয়াছিলেন, তাহা মনে নাই। কিন্তু রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয়কে ১৩১৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি যে "অদ্বৈত বাল্যলীলাসূত্রের" ১ম অধ্যায়ের ৪৬—৫০ শ্লোকগুলি পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা পয়ারে লিখিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' পুস্তকের বচনগুলি উহার সমর্থক বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা কি এত অল্প দিনেই বিস্মৃত হইলেন? ৪৭ শ্লোকটী কিভাবে উড়িয়াগেল? কায়স্থের প্রাধান্য অসহ্য এ জ্ঞানাঙ্কুর শলকাদ্বারা কে উদ্ঘোবিত করিল? প্রকাশ্যে বলিবেন কি? ভট্টশালী মহাশয় রাজা দনুজমর্দ্দনকে সামান্য জমিদার বলিয়াছেন, আর সেই দনুজমর্দ্দনের সভায় রাঢ়ীর ব্রাহ্মণগণের ৪ বার এবং বঙ্গজ কায়স্থের ২ বার সমীকরণ কথা উভয় সমাজের প্রাচীন কুলকারিকাগুলি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। বঙ্গ ও রাঢ়দেশের অধিবাসীবৃন্দ যাঁহারা ছত্র ছায়ার আশ্রয়ে সুখে কাল যাপন করিতেছিল, সেই কায়স্থ নরতি ছোট না কায়স্থভূস্বামী রামরুদ্রের পত্নীর ব্রতোদ্যাপন দক্ষিণায় প্রাপ্ত জগন্নারায়ণ ভাদুরীর বংশধরের (যাহাকে ইনি গণেশ বলিতেছেন) কংসের বিত্ত সম্পত্তির বড়? স্বজাতিপ্রীতিবশে তাদৃশ অনৃতবাদ প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ লিখা সমীচীন কি?

প্রাপ্তি স্বীকারঃ—

উপনয়ন বিস্তারের জন্য গত ৩রা বৈশাখ শ্রীহট্ট বালাজং হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কোটীশ্বর গুহ ১৲ এবং বর্দ্ধমান, নবীনকুঞ্জ নিবাসী হইতে শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বসু ১৲ প্রদান করায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমাজের উদ্দেশ্য প্রাচারর্থ বর্দ্ধমান নবীনকুঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বসু, তাঁহার তৃতীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ২৲ টাকা দান করায় উহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।"

———

সংগ্রহমাধুরী :—

সেনসস্ (Census) অর্থাৎ আদমসুমারী বা লোকগণনা ইংরাজ রাজের চিন্তা প্রসূত তাহা কিন্তু নহে। এই প্রথা আমাদের দেশে বহুপূর্ব্বে ছিল এবং তাহা বর্ত্তমানের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হয়।

হিন্দুরাজত্বকালে—আমরা কৌটিলের অর্থশাস্ত্র (ছন্দ ৫৬ মং ১৩) হইতে জানিতে পারি যে লোকগণনা কার্য্য কতকগুলি লোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত রাজমর্য্যদা গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। গোপ—ইনিই তৎকালে প্রধান লোকগণনাকারী ছিলেন। ইনিই বর্ত্তমানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব সেনসস্।

২। গুজারী—ইনিই প্রতিবিভাগের কর্ত্তা এবং গোপের নিম্নতর কর্ম্মচারী; বর্ত্তমানে ইনিই চার্জ্জ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

৩। শ্রাবক—ইনিই কতকগুলির পল্লীসমষ্টির কর্ত্তা, ইনি ঠিক সুপার ভিজর সমান।

৪। সংখ্যী—ইনিই লোকগণনা করিতেন—ইনি বর্ত্তমানে এনুমেরেটার।

এখন যেমন সুপারভিজরের নীচে এনুমেরেটার, পূর্ব্বে কিন্তু ইহার মধ্যস্থ একটী পদ ছিল—তাহার নাম "প্রবীণ" তিনি বিশিষ্ট একটী পল্লীর কর্ত্তা।

এখন যেমন প্রতি দশবৎসরে লোকগণনা হয় পূর্ব্বে কিন্তু প্রতি বৎসরে গণনা হইত এবং সমস্ত কর্ম্মচারীই স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইত, এখনকার মত অস্থায়ী ছিলেন না এবং শান্ত্রীঘর (থানার) নিকট ইহাদের বাসা ও কার্য্যালয় থাকিত। স্বজাত সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিলে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পড়িলে কাহারো কর্ম্মচ্যুতি বা কাহারও কর্ম্মপ্রাপ্তি হইলে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে সংখ্যী উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন (ঋগ্বেদ ৭১।২।৩৬) ইহারা প্রবীণকেও জানাইয়া রাখিতেন (ঋগ্বেদে ৭১।২।৩৭) কখন কখন শ্রাবককেও জানাইয়া রাখিতেন। বৎসরান্তে ইহারা প্রতিগ্রামে কতজন মজুর, কত জন ব্যবসায়ী, কতজন কৃষক, কতজন ব্যবসাজীবী, কতজন চিকিৎসক এবং কতজন কর্ম্মচারী তাহার একটা তালিকা সাধারণে প্রকাশ করিতেন। ইহারা নটীদেরও গণনা করিতেন এবং পৃথক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন (কৌঃ অঃ শাঃ) এখন ইহা হইতে বুঝাযাইতেছে পূর্ব্বেকার লোকগণনা অতি উত্তম ছিল।

পরবর্ত্তী রাজত্বে—চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ইহার পরিবর্ত্তন হয় এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গণনাকার্য্য করা হইত, ইহার নাম **সমাহার**। পূর্ব্ববৎ গোপও স্থানিক এই দুই সম্প্রদায় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী উঠাইয়া দেওয়া হয়। স্থানিকের অধীনে কতকগুলি সমাহার হর্ত্তাচর নামে পরিচিত থাকিতেন। ইহারা মানব ব্যতীত পশ্বাদি গণনাও করিতেন এবং অধিবাসীবর্গের অবস্থানবিবরণীও প্রকাশ করিতেন। মেগাস্থিনিসের ভারত-ভ্রমণ ও সমাহার প্রচার ২য় ভাগ, ৪২ পৃষ্ঠায় এই সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

পরিচালন সমিতির চতুর্থ বার্ষিক দশমাধিবেশন

২৩শে চৈত্র, ১৩৩০। অপরাহ্ণ, ৬টা।

কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ ভবনে

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (সহঃ সভাপতি, সভাপতির আসনে)
(দ) ,, রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা,
(ব) ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা (পত্রিকা-সম্পাদক)
(ব) ডাক্তার রমেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(দ) শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
(ব) ,, রমণীরঞ্জন গুহরায়বর্ম্মা।
(দ) ,, শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেববর্ম্মা শিকদার, চুঁচড়া হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছেন সভায় তাহা পড়িয়া শুনান হয়।

সভারম্ভের গত অধিবেশনের **কার্য্য বিবরণী** পঠিত ও চৈত্র মাসের **সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। মাননীয় সভাপতি মহাশয় এই সময় কার্য্যবিবরণী ও সালতামামী জমাখরচ বহিতে স্বাক্ষর করিয়া শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবুর প্রতি অদ্যকার সভাপতির কার্য্যার্পণ করিয়া অনিবার্য কারণে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সমাজের অন্যতম সভ্য মেহেরপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রীট শৈলেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক এবং আমাদের সমাজ স্থাপনাবধি তাহার উন্নতিকল্পে নিয়ত সহাতাকারী বরিশালের অসহযোগী উকিল, গাভানিবাসী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বি-এল মহাশয়ের অকালে আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করিয়া ক্ষণকাল-সমিতির কার্য্য বন্ধ রাখেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব **নূতন সভ্য নির্ব্বাচন**। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র শাস্ত্রীঃ—

১-উ শ্রীযুক্ত কেদার নাথসরকার বর্ম্মা, ত্রিমোহন, ময়মনসিংহ।
২-উ ,, মথুরানাথ দাসবর্ম্মা মেলাগোপীনাথপুর, বগুড়া
৩-উ ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মতিহারী।

এই তিনজন কায়াস্থ সন্তানকে সভ্য করায় সভ্যবৃন্দ শাস্ত্রীমহাশয়কে ধন্যবাদ করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। **সম্পাদকীয় ৪র্থ বার্ষিক কর্ম্মনিবন্ধ**। বর্ত্তমান ১৩৩০ সনের (৪র্থ বর্ষের) সমাজের কার্য্যবিবরণ ও সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার সভার সমক্ষে প্রকাশ করিলেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আনন্দ সহকারে উহা মহাধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। **পঞ্চম বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বজেট**। সম্পাদক মহাশয় এই বজেট উপস্থিত করিয়া যে যে স্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে ব্যয় বেশী ধরা হইয়াছে তাহার কারণ দেখাইয়া দিলে উহা সমর্থন করিয়া মহাধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য সভ্যবৃন্দ মত প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। **নিয়মাবলীর ১৬শ দফার অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে।** এ সম্বন্ধে কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল নিয়মাবলীর ১৬ দফার "সভ্য থাকিতে পারিবেন না।" এই অংশ বাদ দেওয়ার জন্য মহাধিবেশনে উপস্থিত করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। **চতুর্থ-বার্ষিক মহাধিবেশনের প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে**। এ সম্বন্ধে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাব বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির পরিসংখ্যা করণ বিষয়টী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আপাততঃ পরিত্যাগ করা হইল। এবং মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ ও কায়স্থ জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষার উপায় অবধারণ জন্য প্রস্তাব প্রণীত হইল।

সপ্তম প্রস্তব। **আগামী বর্ষের পরিচালন সমিতি ও কর্ম্মচারী সম্বন্ধে।** এ সম্বন্ধে যে সকল উপবীতী অনুপবীতী সভ্যের নাম সংগৃহীত হইয়াছে, সভায় তাহা পড়িয়া শুনাইলে বার্ষিক মহাধিবেশনে উপস্থিত করা স্থির হইল।

অষ্টম প্রস্তাব। **বিবিধ**। বর্ত্তমান বর্ষে পার্ব্বণী মধ্যে বজেট অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে, এবং বজেটে না থাকিলেও যে পুস্তক খরিদ হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহা বুঝাইয়া দিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে, ঐ ব্যয় মঞ্জুর হইল।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীকিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা
সভাপতি
২৮শে বৈশাখ, ১৩৩১।

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩১। | ৩য় সংখ্যা

উপনয়নের প্রয়োজন কি ?

স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন। যতদিন বেদ মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে ততদিন হইতেই অধিকারী মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন। বেদেরই আদেশ—উপনয়ন একান্ত প্রয়োজন, তাই বেদসেবিগণ যথাবিধি উপনয়ন লইয়া আসিতেছেন। কতদিন যে বেদ মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত তাহা বেদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রচলিত, আর যদি ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের কথা ধরা যায় তাহা হইলে তাহার নির্ণয় হয় না, অধিক কি নির্ণয় হইবার সম্ভাবনাও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে বলিতে হয়, স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। মনুষ্য সৃষ্টির আদি কাল যে স্মরণাতীত কাল তাহা বলাই বাহুল্য।

কত যুগ যুগান্তর কাটিয়া গেল, কত খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেল এই উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। বেদসেবিগণের উপর দিয়া কত বাধা বিঘ্ন, কত ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গেল এই উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। উপনয়ন সংস্কার সর্ব্বসাধারণ ভাবে কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই, সম্প্রদায় বিশেষে নানা কারণে কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইলেও আবার সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহার পুনর্গ্রহণ হইয়াছে, উপনয়ন যে কত প্রয়োজন, কত আবশ্যক তাহা বেদসেবিগণ বিস্মৃত হন নাই, বা তাঁহাদিগকে কখন নূতন করিয়া বুঝাইয়াও দিতে হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব **নূতন সভ্য নির্ব্বাচন**। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র শাস্ত্রীঃ—

১-উ শ্রীযুক্ত কেদার নাথসরকার বর্ম্মা, ত্রিমোহন, ময়মনসিংহ।
২-উ ,, মথুরানাথ দাসবর্ম্মা মেলাগোপীনাথপুর, বগুড়া
৩-উ ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মতিহারী।

এই তিনজন কায়াস্থ সন্তানকে সভ্য করায় সভ্যবৃন্দ শাস্ত্রীমহাশয়কে ধন্যবাদ করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। **সম্পাদকীয় ৪র্থ বার্ষিক কর্ম্মনিবন্ধ**। বর্ত্তমান ১৩৩০ সনের (৪র্থ বর্ষের) সমাজের কার্য্যবিবরণ ও সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার সভার সমক্ষে প্রকাশ করিলেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আনন্দ সহকারে উহা মহাধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। **পঞ্চম বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমাণিক বজেট**। সম্পাদক মহাশয় এই বজেট উপস্থিত করিয়া যে যে স্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে ব্যয় বেশী ধরা হইয়াছে তাহার কারণ দেখাইয়া দিলে উহা সমর্থন করিয়া মহাধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য সভ্যবৃন্দ মত প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। **নিয়মাবলীর ১৬শ দফার অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে**। এ সম্বন্ধে কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল নিয়মাবলীর ১৬ দফার "সভ্য থাকিতে পারিবেন না।" এই অংশ বাদ দেওয়ার জন্য মহাধিবেশনে উপস্থিত করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। **চতুর্থ-বার্ষিক মহাধিবেশনের প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে**। এ সম্বন্ধে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাব বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির পরিসংখ্যা করণ বিষয়টী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আপাততঃ পরিত্যাগ করা হইল। এবং মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ ও কায়স্থ জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষার উপায় অবধারণ জন্য প্রস্তাব প্রণীত হইল।

সপ্তম প্রস্তব। **আগামী বর্ষের পরিচালন সমিতি ও কর্ম্মচারী সম্বন্ধে**। এ সম্বন্ধে যে সকল উপবীতী অনুপবীতী সভ্যের নাম সংগৃহীত হইয়াছে, সভায় তাহা পড়িয়া শুনাইলে বার্ষিক মহাধিবেশনে উপস্থিত করা স্থির হইল।

অষ্টম প্রস্তাব। **বিবিধ**। বর্ত্তমান বর্ষে পার্ব্বণী মধ্যে বজেট অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে, এবং বজেটে না থাকিলেও যে পুস্তক খরিদ হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহা বুঝাইয়া দিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে, ঐ ব্যয় মঞ্জুর হইল।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীকিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা
সভাপতি
২৮শে বৈশাখ, ১৩৩১।

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩১। | ৩য় সংখ্যা

উপনয়নের প্রয়োজন কি ?

স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন। যতদিন বেদ মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে ততদিন হইতেই অধিকারী মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন। বেদেরই আদেশ—উপনয়ন একান্ত প্রয়োজন, তাই বেদসেবিগণ যথাবিধি উপনয়ন লইয়া আসিতেছেন। কতদিন যে বেদ মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত তাহা বেদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রচলিত, আর যদি ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের কথা ধরা যায় তাহা হইলে তাহার নির্ণয় হয় না, অধিক কি নির্ণয় হইবার সম্ভাবনাও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে বলিতে হয়, স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। মনুষ্য সৃষ্টির আদি কাল যে স্মরণাতীত কাল তাহা বলাই বাহুল্য।

কত যুগ যুগান্তর কাটিয়া গেল, কত খণ্ডপ্রলয় হইয়া গেল এই উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। বেদসেবিগণের উপর দিয়া কত বাধা বিঘ্ন, কত ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গেল এই উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। উপনয়ন সংস্কার সর্ব্বসাধারণ ভাবে কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই, সম্প্রদায় বিশেষে নানা কারণে কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইলেও আবার সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহার পুনর্গ্রহণ হইয়াছে, উপনয়ন যে কত প্রয়োজন, কত আবশ্যক তাহা বেদসেবিগণ বিস্মৃত হন নাই, বা তাঁহাদিগকে কখন নূতন করিয়া বুঝাইয়াও দিতে হয় নাই।

আজিও দেখা যায় ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন কাল উপস্থিত হইলে পিতামা[তা] জ্ঞাতি গোত্র, যিনি সন্তানের অভিভাবক বা পালক, তিনি দরিদ্র হইলে দ্বা[রে] দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত। জাতি বিচার নাই, লজ্জা নাই, সংকোচ না[ই] সকলের নিকট হইতে অবনতমস্তকে ভিক্ষা করিয়াই সন্তানের উপনয়ন দিতেছেন। উপনয়ন না হইলে যেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, উপনয়ন না হইলে বুঝি তাঁহা[র] জীবন ধারণই বৃথা হইবে।

কেবল কি ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের এই কথা, তাহা নহে। পূর্ব্বের কথা ছাড়ি[য়া] দিলেও, আজ দেখা যায় যাঁহারা বহু পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত [...] যাঁহাদের উপনয়নে অধিকার আছে কি না সংশয়ের বিষয়, বিবাদের বি[ষয়] বিচারের বিষয়—তাঁহারাও আজ উপনয়নের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা যেন উপনয়নের জন্য সর্ব্বস্বপণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অনেকে কৃতকা[র্য্য] হইয়াছেন, অনেকে এখনও চেষ্টা করিতেছেন; আর তাহা দেখিয়া যাঁহাদে[র] এতদিন উপনয়ন গ্রহণ চিন্তা উদিত হয় নাই, তাঁহারাও আজ যে চিন্তায় ব্যাকু[ল] তাঁহারাও এজন্য বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে উপনয়ন যে অত্যাবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই[।] শাস্ত্রের আদেশে উপনয়নের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইলেও আজ বেদাধি[কারী] মানবগণের উপনয়নের জন্য আগ্রহ দেখিয়াও উপনয়নের আবশ্যকতার গুরুত্ব বু[ঝা] যায়। উপদেশ আচার ও প্রবৃত্তি সকল রকমেই উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা [...] অপরিহরণীয় তাহা আর বুঝিতে বাঁকী থাকে না।

কিন্তু কেন এই প্রয়োজন, কেন উপনয়ন অত্যাবশ্যক, কেন উপনয়নের জ[ন্য] এই ব্যগ্রতা তাহার চিন্তা কি একবার করা উচিত নহে? আমাদের মনে [হয়] অবশ্যই উচিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই এজন্য চিন্তা করা উচিত। বুদ্ধিমান মা[নব] জাতির পক্ষে গড্ডলিকা প্রবাহ শোভা পায় না। চক্ষুষ্মানের পক্ষে অ[ন্ধের] ন্যায় পথচলা সমীচীন নহে। লক্ষ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োজনী[য়তা] ও উপযোগিতা প্রভৃতিও সর্ব্বদাই চিন্তনীয়—নিয়তই আলোচ্য বলিয়া মনে হয়।

এই বিষয়ের অনুধাবন করিলে দেখা যায় আজ অনেকে ভাবেন—উপন[য়ন] না হইলে জাতি যাইবে, প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইবে, অধর্ম্ম হইবে, শা[স্ত্রীয়] আচারে অধিকার থাকিবে না, আর তাহার ফলে নরক হইবে, উন্নতির প[থ] অবরুদ্ধ হইবে সুতরাং ইহপরকালের সুখ সুদূরপরাহত হইবে, মনুষ্য জীব[নের] যাহা লক্ষ্য তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আবার কেহ ভাবেন—উপন[য়ন]

না হইলে শূদ্রত্ব আসিবে, সমাজে হেয় হইতে হইবে, উপনীতের সহিত সমান আসন সমান মর্য্যাদা থাকিবে না, লোকে ঘৃণা অবজ্ঞা করিবে, অমুক যদি অন্য বিষয়ে আমার মত তবে উপনয়নের জন্য তাহার প্রাধান্য কেন? অমুক আমা হইতে বিদ্যাবুদ্ধিতে নিকৃষ্ট ও দুরাচারী হইয়াও উপনয়নের জন্য আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেন হইবে, আমার মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতে হইবে কেন? ইত্যাদি। উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কথাই বলিবেন। এতদতিরিক্ত প্রায় সাধারণে আর চিন্তা করেন না। উপনয়নের উপযোগিতা সাধারণতঃ এই পর্য্যন্তই বুঝা হয়।

কিন্তু প্রকৃত কথা? কি জন্য উপনয়ন অত্যাবশ্যক? উপনয়ন হীন হইলে কেন উপরি-উক্ত আশঙ্কা বা মনোভাবের উদ্রেক হয় তাহা কি ভাবা উচিত নহে?

এই বিষয়টী যদি এককথায় বলিতে হয় তবে, তাহা বেদাধ্যয়নে অনধিকার জন্য বেদজ্ঞানে বঞ্চিত হওয়া। বেদজ্ঞানে বঞ্চিত হইলেই জাতি যায়, অধর্ম্ম হয়, নরক অনিবার্য্য হয়, লোকে ঘৃণা করে, এবং মানবহৃদয় নানা দোষের আকর হয়। উপরের যত কথা সবই একে একে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে থাকে। অতএব বেদাধ্যয়নের জন্য উপনয়ন, বেদার্থজ্ঞানের জন্য উপনয়ন, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য উপনয়ন, বেদরক্ষার জন্য উপনয়ন, বেদ বা বেদমূলক সকল বিষয়ের জন্যই উপনয়ন।

এই কথা ভুলিয়া গিয়া আজ ভারতবাসীর এই দশা। কেবল ভারতবাসী কেন জগদ্‌বাসীরই এই অবস্থা। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের যে এই অবস্থা ইহাও বেদজ্ঞানের অভাবের ফল। বেদসেবীর নিকট অপর সকল ধর্ম্মই পরম্পরাসম্বন্ধে বেদমূলক। সুতরাং তাহাদেরও যে অবনতি তাহাও একপ্রকারে বেদজ্ঞানের অভাবেই বলিতে হইবে। বেদজ্ঞানই সকলজ্ঞানের মূল, সকল ধর্ম্মের বীজ।

এই কারণেই বেদাধ্যয়নের জন্য এত আগ্রহ, বেদাধ্যয়নের জন্য ব্যগ্রতা। আর সেই জন্যই উপনয়ন সংস্কার। যেহেতু বেদেই আছে—উপনীতকে বেদাধ্যয়ন করাইবে, অনুপনীতকে বেদাধ্যয়ন করিতে নাই। তাহাই বেদসেবী ব্রাহ্মণগণ প্রাণপণে পালন করিয়া আসিতেছেন। যে বেদের জন্য উপনয়ন সেই বেদের আদেশ অমান্য করিয়া অনুপনীতকে তাঁহারা বেদশিক্ষা দেন না, সুতরাং বেদার্থও উপদেশ করেন না।

কিন্তু কালের এমনই মাহাত্ম্য যে সেই বেদপ্রাণ ব্রাহ্মণই আজ উপনয়নমাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত, বেদ কি তাহাও জানেন না, বেদের

পুথির আকার পর্য্যন্ত চক্ষে দেখেন না, কেবল সন্ধ্যা আহ্নিকের কয়েকটী মন্ত্র ও গায়ত্রীমাত্র জপ করিয়া সন্তুষ্ট। এমন কি কোন কোন ব্যবস্থাপক মনীষী ইহাও বলিয়াছেন যে. বেদের এক অক্ষরও যে আজীবন স্মরণ করে, তাহার স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। এজন্য মনুর ১০ম অঃ, ১ম শ্লোকের মেধাতিথিষ্য টীকাই যথেষ্ট। যথা—"যাবজ্জীবম্ অধীতয়া সিদ্ধ্যতি।" "যস্তু ব্রহ্মযজ্ঞ স একেনাপি সূক্তেন সাম্না অনুবাকেন ঋগ্ভেন কণ্ডিকয়া বা একয়া এব" কেহ বা তাহাতেও উদাসীন। গায়ত্রী পর্য্যন্ত বিস্মৃত। তবে ভালর মধ্যে এইটুকু যে এখনও উপনয়নের আগ্রহ যায় নাই। ম্লেচ্ছদেশে, ম্লেচ্ছসঙ্গে, ম্লেচ্ছ অন্ন জীবনের অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়াও পুত্রের উপনয়নে উদাসীন নহে বরং আগ্রহই দেখা যায়। ইহার ফলে তাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে।

কিন্তু এ অবস্থা বোধ হয় আর বেশীদিন থাকে না। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্রাহ্মণ-সন্তানও বেদ মনুষ্য-রচিত বলিয়া স্থির করিতেছেন। বেদের অভ্রান্তত্ব বিস্মৃত হইতেছেন। কেহ কেহ আবার সেই বেদকে কৃষকের ভাবোচ্ছ্বাস অসভ্যের সঙ্গীত, বনবাসীর আচার ব্যবহারজ্ঞাপক গ্রন্থ বলিতে উৎসাহিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণেরই যখন এই দশা তখন, যাঁহারা আজ বহুদিনের পর নিজ শ্রেণীর মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে আবার, বিরুদ্ধবাদী হইবেন এবং তাঁহারা যে পুরাণেতিহাসের দ্বারাই মোক্ষমার্গ দেখিতে পাইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কুলাঙ্গার কোন্ শ্রেণীতে নাই?

এখন বেদের এত উচ্চাসন কেন ইহা যদি বুঝা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় আর বুঝিতে বাঁকী থাকিবে না যে, বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন যেহেতু বেদাধ্যয়ন হইলেই বেদার্থ জ্ঞান, যাগযজ্ঞ কর্ম্ম-উপাসনা জ্ঞান সব আয়ত্ত হইবে। ভগবানের যাহা চরম ও প্রথম উপদেশ তাহাই অধিগত হইতে পারিবে। পরম অভীষ্টলাভ বেদজ্ঞান ভিন্ন সম্ভবপর নহে।

বেদের এই শ্রেষ্ঠত্ব, বেদের এই প্রয়োজনীয়তা দুই এক কথায় বুঝাইবার বিষয় নহে, ইহাতে বহু তর্ক বাদ বিতণ্ডা আছে। বেদের বহুল প্রচারের সময়ও বৌদ্ধ জৈন এবং সমাজবহিষ্কৃতগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই বেদের নিন্দা করিতে বিরত হয় নাই। তাহারা বংশানুক্রমে বেদের বিরুদ্ধে বহু কথা তুলিয়া আসিতেছে এবং বেদজ্ঞগণ তাহার খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন

এই কারণে এই বিষয়টী দুই এক কথায় শেষ করিবার বিষয় নহে। আর সেই হেতু এ প্রবন্ধে সে সব কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা করাও উচিত নহে।

তবে এই পর্য্যন্ত এস্থলে বলা যাইতে পারে যে মানব যে চিরশান্তি চাহে যে অমিশ্র অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দ চাহে, তাহা তর্ক বা বিজ্ঞানের দ্বারা কোন কালেও লভ্য হইবার নহে। কারণ, যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহা পরিবর্ত্তনশীলের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, যাহা অপরিচ্ছিন্ন অসঙ্গ তাহা পরিচ্ছিন্ন সসঙ্গ বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে না, পরন্তু তাহা না হইলে সেই অপরিবর্ত্তনশীল অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপও লভ্য হয় না। সুতরাং তাহা যদি না হইল তবে তর্ক বা বিজ্ঞান তাহাকে জানাইয়া দিতে পারে না। বস্তুতঃ তর্ক বা বিজ্ঞান তাহাকে বুদ্ধিগোচর করিতে পারে না বলিয়াই বেদের প্রয়োজন, সেই কারণেই অপৌরুষেয় বেদের শরণ গ্রহণ আবশ্যক। বিজ্ঞানাদি যেমন দ্বৈতরাজ্যের সংবাদ দেয়, লৌকিক বিষয়ের জ্ঞান দান করে, বেদ তদ্রূপ অদ্বৈতরাজ্যের সংবাদ দেয়, অলৌকিক তত্ত্ব উপদেশ করে।

অবশ্য প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে বেদের দ্বারা যদি অসঙ্গ বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে দ্বৈত পরিচ্ছিন্নের দ্বারাই ত অদ্বৈত অসঙ্গের জ্ঞান হইল, তবে তর্ক বা বিজ্ঞান কি দোষ করিল? ইহার উত্তর এই যে তর্কাদির দ্বারা দ্বৈতের মধ্যে অসঙ্গের সত্তা সম্বন্ধে সংশয় বিপর্য্যয় সম্ভাবনা দূর হয় না, কিন্তু বেদ বা বেদানুকূল তর্কাদির দ্বারা তাহা দূর হয় এই মাত্র প্রভেদ। এতদ্ব্যতীত শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আবিষ্কার্য্য বিষয় নহে ইহা শিখিতেই হয়। বেদ সেই শিক্ষক। ভগবান্ বেদ দ্বারা তাহাই সৃষ্টির আদিতে জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা স্বীকার না করিলে যে গত্যন্তর নাই তাহা বেদজ্ঞগণ অতি দৃঢ়তা ও দক্ষতাসহকারে তর্কের দ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

এইরূপ বহু যুক্তিতর্কের দ্বারা বেদের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান দাতৃত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া বেদজ্ঞান জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় লালায়িত, আর সেই জন্যই তাঁহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া থাকেন, পিতামাতা পুত্রগণকে যথাবিধি উপনীত করিয়া থাকেন। উপনয়ন না হইলে, তাঁহাদের জাতি যাইবে বা সর্ব্বনাশ হইবে এইরূপ ভাবেন, উপনয়নের জন্য সকলের দ্বারে ভিক্ষা করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন না, উপনয়নের জন্য তাঁহারা যারপর নাই ব্যাকুল হন এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বা বেদাধ্যয়ন না করিতে পারিলেও তাহার দাবি ছাড়িতে তাঁহারা প্রস্তুত

নহেন। তিনি না পারেন তাঁহার বংশে কেহ ভবিষ্যতে পারিতে পারে এই আশায় কালাতিপাত করে না।

এই বেদ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ সমস্ত বেদকণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। একরকমে নহে, নানা রকমে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ক্ষত্রিয়গণ এই বেদ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণদান করিতেন, বৈশ্যগণ অকাতরে ধনব্যয় করিতেন, শূদ্রগণ ত্রিবর্ণের সেবায় মনোনিবেশ করিতেন। এই বেদরক্ষায় ভগবানের যে কত অবতার হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নহে।

অতএব বুঝাগেল সাক্ষাৎভাবে বেদাধ্যায়নের জন্যই উপনয়নের প্রয়োজন। অন্য যে সব প্রয়োজন আছে তাহা সাক্ষাৎ প্রয়োজন নহে। শিষ্য উপনীত হইয়া গুরুর নিকট বেদ গ্রহণ করিয়া থাকে, তৎপরে তাহার অর্থ জ্ঞান ও কর্ম্মাদিতে অধিকার হয়।

উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আজ যে কায়স্থ-সমাজ আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া উপনয়নের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য সাক্ষৎ সম্বন্ধে বেদাধ্যয়নে অধিকার লাভ, যেহেতু অধিকারী না হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিলে যথোক্ত ফল লাভ হয় না। আমরা যেন উপনয়নের এই প্রয়োজনটী ভুলিয়া না যাই। উপনয়নের এই প্রয়োজনটী যেন আমাদের স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত না হয়।

কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় আজ পর্য্যন্ত উপনীতগণের জন্য বেদাধ্যয়নের কোন ব্যবস্থাই হইল না। বেদাধ্যয়ন কেন, উপনীতের কর্ত্তব্য আচার শিক্ষাদিবারও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। উপনয়টা যেন বহুস্থলে বর্ণ-বিশেষের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শনের জন্য বা দল পরিপুষ্টির জন্য হইয়া পড়িয়াছে; এরূপ হইলে এই সদনুষ্ঠানের ফলে আমাদের অধর্ম্মই হইবে। কায়স্থ-সমাজের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রর্থনা যেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও সদাচার শিক্ষার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করেন।

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে একটী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার আশানুরূপ ফল আমরা দেখিতেছি না। আমাদের বড় ইচ্ছা হয়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ এই বিদ্যালয়টী কায়স্থগণের একটী আদর্শ শিক্ষালয়ে পরিণত করেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সম্ভাষণ

("নিখিল-বঙ্গীয়-কায়স্থ-সম্মেলনের" অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পঠিত)

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ্য-হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলি,

খুলনাবাসি কায়স্থগণের পক্ষে আমি আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি। সমাগত ব্রাহ্মণগণের চরণে প্রণাম ও উপস্থিত সভ্যগণকে নমস্কার করিতেছি। আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার ভার কায়স্থ কুলোজ্জ্বলকারী ইতিহাস বিখ্যাত যশোহর রাজা বংশোদ্ভব নড়াইলের রাজা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়ের উপর অর্পিত ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দুর্লঙ্ঘ্যকারণে তিনি অদ্য অনুপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার কর্ম্মভার আমার এই ক্ষুদ্র স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছে। আমাদের শত শত ত্রুটি থাকিতে পারে ও আছে তাহা আমরা অনবগত নহি কিন্তু স্বজাতিগণের নিকট আমাদের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয় এই দৃঢ় বিশ্বাসে স্বজাতীয় মহাসম্মেলনের অনুপম আনন্দোপভোগের ঐকান্তিক বাসনায় এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমাদের যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে বোধ হয় তাহা অমার্জ্জনীয় নহে। আমাদের ত্রুটিসমূহ আমাদের আন্তরিকতার অভাবপ্রযুক্ত নহে—অক্ষমতাবশতঃ জানিবেন।

এতদ্দেশীয় কায়স্থসমাজের মধ্যে অধুনা নানারূপ বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত বিশবৎসরের অধিককাল ধরিয়া কায়স্থজাতিকে একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা কখনও কখনও সাময়িক ফলপ্রদ হইলেও ইদানীং নানাকারণে যে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যখন কায়স্থগণ প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কোনও শ্রেণীবিভাগ ছিল না; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এতদ্দেশে আসিলেও তৎকালে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ বলিয়া কোন সম্প্রদায় বিভাগ হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের বাসস্থানানুসারে তাঁহাদের বংশধরগণ সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হয়েন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বৈষম্য উপস্থিত হইল যে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত

বন্ধ হইয়া গেল, কালে কায়স্থজাতি বিশৃঙ্খল, দুর্ব্বল, শ্রেণীসমূহে পরিণত হইল। কায়স্থগণের এই দুর্দ্দশা যে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ নহে তাহা কে বলিতে পারে। যে হউক বিংশশতাব্দীর শেষভাগে যখন ভারতের সর্ব্ব জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিল এবং কায়স্থগণের আভিজাত্যের উপর কষাঘাত করা হইল, সে সময় কায়স্থগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া তাহা সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। বহুশতাব্দী ব্যাপী আচারগত সংস্কার একদিনে যায় না। কাজেই বহুবৎসর ব্যাপী চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। যখন এই চেষ্টা চলিতেছে, যখন কায়বংশোদ্ভব কয়েকজন মহামনাঃ ব্যক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া এবং লুপ্ত জাতীয় আচার ব্যবহারাদির পুনরুদ্ধার করিয়া কায়স্থশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান তখন অনতিকাল মধ্যে সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া সেই মহদনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মতভেদ বর্ত্তমানে সামান্য হইলেও ঝটিকাপ্রসবি সামান্য মেঘের মত ইহা জাতীয় জীবন ধ্বংসকারী হইতে পারে বলিয়া আমরা মফঃস্বলবাসী কায়স্থগণ—আমাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছে। আমাদের ভয় হয়ত অমূলক কিন্তু ইহা সত্য। এই আশঙ্কার নিরাস করিতে স্বজাতির মঙ্গল কামনায় আমারা অতি বিনিতভাবে বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রমুখ প্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই মহাসম্মেলনে অহ্বান করিয়া আমাদের এই উৎকট সমস্যাপূর্ণ সময়ে কর্ত্তব্যাধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত এই সম্মেলন আহ্বান বোধ হয় আপনারা অসঙ্গত মনে করেন না; এই মহাসম্মেলন যদি আমাদের সামাজিক ঐক্য সাধন শক্তি ও সম্ভ্রম রক্ষায় বিন্দুমাত্র পরিপোষক হয় তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব এবং আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

কায়স্থজাতির এই উন্নতির প্রচেষ্টা সম্প্রদায়িক বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিত করেন। এ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য থাকিলেও আমি বর্ত্তমানে শুধু একটুকু বলিতে চাই যে, অন্য ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবিহীন হইয়া যদি জাতি, সমাজ ও দেশের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ—এই "কায়স্থ-সমাজ" স্বীয়শক্তি বৃদ্ধ করে তাহা হইলে তাহা জাতির, দেশের ও সমাজের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক না হইয়া বিরোধী হইবে কেন, ইহা আমার বুদ্ধির অতীত।

আমি আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিতে চাই না। বিশেষতঃ এই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ও ছিলাম না। আমাদের মনোভাব, সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ ও তাহাঁর আলোচনা হইতে কতক পরিমাণে পরিস্ফুট হইবে। আমি এইক্ষণ, আমরা খুলনাবাসী কায়স্থগণ জাতীয় উন্নতিকল্পে কি কি চেষ্টা করিয়াছি ও করিতেছি তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া নিরস্ত হইব। আমাদের যে খুব বড় ও প্রচারযোগ্য চেষ্টা তাহা জানাইবার উদ্দেশ্য আমার নহে। তবে সমুদ্রবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় আমাদের সামান্য সাহায্য সমাজের কোনও উপকারে আসিতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানিবার আকাঙ্ক্ষায় ইহা নিবেদন করিতেছি।

গত ১৩২০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে 'খুলনা করোনেশন হলে' কায়স্থগণের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যান্য বহু প্রধান প্রধান কায়স্থ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় সভ্যগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে "খুলনা কায়স্থ সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠিত হয়।

কায়স্থ জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত আচার, ব্যবহার ও গুণ কর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন, কায়স্থ সন্তানগণের শারীরিক নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও একতা স্থাপন, হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য জাতির সহযোগিতায় আর্য্য ধর্ম্মের ও সমাজের সংরক্ষণ এবং বিবাহে পণপ্রথা নিবারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি "খুলনা কায়স্থ সম্মিলনীর" মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, কায়স্থ বালকগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি কল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা, কায়স্থ বালক ও মহিলাগণের মধ্যে হিন্দু আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা, নিঃসহায় ও দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা, দুঃস্থ ও নিঃসহায় কায়স্থ পরিবারকে আবশ্যক মত সাহায্য করা, ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবগত বিশিষ্ট গুণাবলী, প্রাচীন কীর্ত্তি ও ইতিহাসাদির আলোচনা এবং ঐরূপ আলোচনার উপযোগী গ্রন্থাবলী সম্বলিত পাঠাগার ও সম্মিলন স্থানের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য "খুলনা কায়স্থ সম্মিলনীর" প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ঐ সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে একটী ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু অন্য প্রণালীতে উক্ত ধন-ভাণ্ডার স্থাপন সুকঠিন বিবেচনায় খুলনা-ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রসপেক্টাস্ ও

বন্ধ হইয়া গেল, কালে কায়স্থজাতি বিশৃঙ্খল, দুর্ব্বল, শ্রেণীসমূহে পরিণত হইল। কায়স্থগণের এই দুর্দ্দশা যে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ নহে তাহা কে বলিতে পারে। যে হউক বিংশশতাব্দীর শেষভাগে যখন ভারতের সর্ব্ব জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিল এবং কায়স্থগণের আভিজাত্যের উপর কষাঘাত করা হইল, সে সময় কায়স্থগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া তাহা সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। বহুশতাব্দী ব্যাপী আচারগত সংস্কার একদিনে যায় না। কাজেই বহুবৎসর ব্যাপী চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। যখন এই চেষ্টা চলিতেছে, যখন কায়বংশোদ্ভব কয়েকজন মহামনাৎ ব্যক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া এবং লুপ্ত জাতীয় আচার ব্যবহারাদির পুনরুদ্ধার করিয়া কায়স্থশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান তখন অনতিকাল মধ্যে সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া সেই মহনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মতভেদ বর্ত্তমানে সামান্য হইলেও ঝটিকাপ্রসবি সামান্য মেঘের মত ইহা জাতীয় জীবন ধ্বংসকারী হইতে পারে বলিয়া আমরা মফঃস্বলবাসী কায়স্থগণ—আমাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছে। আমাদের ভয় হয়ত অমূলক কিন্তু ইহা সত্য। এই আশঙ্কার নিরাস করিতে স্বজাতির মঙ্গল কামনায় আমারা অতি বিনিতভাবে বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রমুখ প্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই মহাসম্মেলনে অহ্বান করিয়া আমাদের এই উৎকট সমস্যাপূর্ণ সময়ে কর্ত্তব্যাধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত এই সম্মেলন আহ্বান বোধ হয় আপনারা অসঙ্গত মনে করেন না; এই মহাসম্মেলন যদি আমাদের সামাজিক ঐক্য সাধন শক্তি ও সম্ভ্রম রক্ষায় বিন্দুমাত্র পরিপোষক হয় তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব এবং আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

কায়স্থজাতির এই উন্নতির প্রচেষ্টা সম্প্রদায়িক বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিত করেন। এ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য থাকিলেও আমি বর্ত্তমানে শুধু একটুকু বলিতে চাই যে, অন্য ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবিহীন হইয়া যদি জাতি, সমাজ ও দেশের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ—এই "কায়স্থ-সমাজ" স্বীয়শক্তি বৃদ্ধ করে তাহা হইলে তাহা জাতির, দেশের ও সমাজের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক না হইয়া বিরোধী হইবে কেন, ইহা আমার বুদ্ধির অতীত।

আমি আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিতে চাই না। বিশেষতঃ এই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ও ছিলাম না। আমাদের মনোভাব, সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ ও তাহার আলোচনা হইতে কতক পরিমাণে পরিস্ফুট হইবে। আমি এইক্ষণ, আমরা খুলনাবাসী কায়স্থগণ জাতীয় উন্নতিকল্পে কি কি চেষ্টা করিয়াছি ও করিতেছি তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া নিরস্ত হইব। আমাদের যে খুব বড় ও প্রচারযোগ্য চেষ্টা তাহা জানাইবার উদ্দেশ্য আমার নহে। তবে সমুদ্রবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় আমাদের সামান্য সাহায্য সমাজের কোনও উপকারে আসিতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানিবার আকাঙ্ক্ষায় ইহা নিবেদন করিতেছি।

গত ১৩২০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে 'খুলনা করোনেশন হলে' কায়স্থগণের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যান্য বহু প্রধান প্রধান কায়স্থ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় সভ্যগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে "খুলনা কায়স্থ সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠিত হয়।

কায়স্থ জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত আচার, ব্যবহার ও গুণ কর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন, কায়স্থ সন্তানগণের শারীরিক নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও একতা স্থাপন, হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য জাতির সহযোগিতায় আর্য্য ধর্ম্মের ও সমাজের সংরক্ষণ এবং বিবাহে পণপ্রথা নিবারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি "খুলনা কায়স্থ সম্মিলনীর" মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, কায়স্থ বালকগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি কল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা, কায়স্থ বালক ও মহিলাগণের মধ্যে হিন্দু আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা, নিঃসহায় ও দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা, দুঃস্থ ও নিঃসহায় কায়স্থ পরিবারকে আবশ্যক মত সাহায্য করা, ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবগত বিশিষ্ট গুণাবলী, প্রাচীন কীর্ত্তি ও ইতিহাসাদির আলোচনা এবং ঐরূপ আলোচনার উপযোগী গ্রন্থাবলী সম্বলিত পাঠাগার ও সম্মিলন স্থানের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য "খুলনা কায়স্থ সম্মিলনীর" প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ঐ সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে একটী ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু অন্য প্রণালীতে উক্ত ধন-ভাণ্ডার স্থাপন সুকঠিন বিবেচনায় খুলনা-ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রসপেক্টাস্ ও

মেরোর‍্যাণ্ডাম্ অভ্ এসোশিয়েসনে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও নিয়মে ভারতীয় কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত আপাততঃ ২৫০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া খুলনা সহরে ১৯১৭ অব্দে "দি খুলনা কায়স্থ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্" নামক একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

অধিকাংশ কায়স্থ সন্তান যাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত প্রতি অংশের মূল্য ৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। মূলধন সুদে ও অন্যান্য উপায়ে খাটাইয়া খরচ ও রিজার্ভ ফণ্ড বাদে ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ এবং অনধিক অর্দ্ধাংশ উক্ত ব্যাঙ্কের প্রস্‌পেক্‌টাস্ ও মেমোর‍্যাণ্ডাম্ অভ্ এসোশিয়েসনে বর্ণিত কায়স্থ জাতির উন্নতি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। অবশিষ্টাংশ হইতে অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ড্ দেওয়া হইবে। কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের লোক এই ব্যাঙ্কের অংশীদার বা সভ্য হইবার অধিকারী নহেন। এই ৪।৫ বৎসর মধ্যে কায়স্থ ব্যাঙ্কের আশানুরূপ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, প্রতি বৎসর কায়স্থ সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সাধন জন্য কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় হইতেছে। উক্ত অর্থের দ্বারা নিঃস্বহায় ও দরিদ্র কায়স্থ বালগণের শিক্ষা বিষয়ে সাহার্য্য করা এবং দুঃস্থ কায়স্থ পরিবার-বর্গকে সাহায্য করা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে উক্ত তহবিলে আমাদের প্রায় ১৫০০৲ টাকা মজুত আছে। আরও কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে প্রাগুক্ত উদ্দেশ্যোপযোগী কায়স্থ-গণের একটী সম্মিলন-স্থান প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমাদের এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ জেলাবাসী কায়স্থগণের মধ্যে ক্রমশঃ পরস্পর সহানুভূতি ও একতা বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইতেছে এবং তাঁহাদের মানসিক ভাবেরও আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

পরিশেষে আমি পুনরায় অভ্যর্থন'-সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি এবং আমাদের ত্রুটীর জন্য আর এক বার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। আপনারা বহু ক্লেশ স্বীকারে আমাদের এই আহ্বানে সমাগত হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা অতীব আনন্দ উপভোগ করিতেছি এবং আপনাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।

কায়স্থের যজ্ঞোপবীত *

সভ্যগণ! আপনারা সকলেই জানেন যে কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত ধারণ বর্ত্তমান সমাজের আলোচ্যবিষয়ের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। কায়স্থগণের উপবীত ধারণ শাস্ত্রানুমোদিত কিনা। তাহা বুঝিতে হইলে, আমাদের দেখিতে হইবে, এ জাতি কোন বর্ণের অন্তর্গত।

সমগ্র পৃথিবীতে জাতি অসংখ্য হইলেও বর্ণমাত্র চারিটী। ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী মাত্র বর্ণ। পঞ্চম বলিয়া জগতে কোন বর্ণ নাই। সুতরাং দেখিতে হইবে এই চারিবর্ণের মধ্যে কায়স্থজাতিকে কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

কায়স্থ যে ব্রাহ্মণ ও নহে, বৈশ্যও নহে ইহা বোধ হয় আর আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। কায়স্থ যে শূদ্র নহে এই বিষয়ে এখনও অনেকের সংশয় রহিয়াছে। তাই এ বিষয়ে আমাদের একটু বিষদ্‌ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

বহুপ্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি কায়স্থদের সামাজিক আচার, ব্যবহার ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে নিতান্ত জ্ঞানান্ধও দেখিতে পাইবে যে কায়স্থ শূদ্র'ত নহেই, বরং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছাড়া আর কিছুই নহে। বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে,—

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিধং, সসাক্ষিকম্, অসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধি-তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিত রাজসাক্ষিকম্।"

লেখ্য তিন প্রকার। রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। রাজসভায় রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থদ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্‌বিবাকের করচিহ্নিত যে লেখ্য তাহার নাম রাজসাক্ষিক।

---

* বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। কাঃ সঃ সং।

শুক্রনীতিসারে আমরা দেখিতে পাই,—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥"

মাণ্ডলিকের পদে প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণ, লেখকের পদে দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়স্থানে লেখা আছে) কায়স্থ, শুল্কগ্রাহীর পদে তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য এবং প্রতীহারের পদে পাদজ (চতুর্থ বর্ণ) শূদ্রকে নিযুক্ত করিবে।

সোমদেবরচিত কথাসরিৎসাগরের ৪র্থ তরঙ্গ পাঠে জানা যায় যে রাজার যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্য্য সকলই কায়স্থের উপর অর্পিতছিল। কথাসরিৎসাগরের এই ৪র্থ তরঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখা যায়,—

"সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহৃতেনার্থ সঞ্চয়ৈঃ।
উপাংশুকাব্যালঙ্কারা ব্যসৃজল্লেখ্যহারকম্॥"

কাব্যালঙ্কারা জনৈক সন্ধিবিগ্রহিক কায়স্থকে আনায়ন করিয়া অর্থদ্বারা গোপনে পত্রবাহককে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই "সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ" শব্দের ইংরাজী অনুবাদ—"Secretary for Foreign Affairs"

প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে আমরা দেখিতে পাই—"ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।" এখানে"অধিকরণিক"অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি। শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ তাঁহার সভ্যরূপে অভিহিত হইয়াছেন, উক্তবাক্যটী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মৃচ্ছকটিকের টীকাকার জীবানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন "কায়স্থঃ প্রসিদ্ধঃ তস্য লেখনাদি কার্য্যসম্পাদনার্থং নিয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ।" লেখনাদিকার্য্য সম্পাদনেব নিমিত্ত কায়স্থকে নিযুক্ত করা উচিত।

উপরিলিখিত প্রমাণ গুলিদ্বারা স্পষ্টই বোধহয় যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের আমলে রাজকর্ম্মচারী (Government Officer) ছিলেন, এবং রাজাধিকরণে (অর্থাৎ রাজার বিচার সভায়) রাজ-লেখকরূপে নিযুক্ত থাকিতেন। মৃচ্ছকটিকে কায়স্থ কেবল যে লেখকছিলেন তাহা নহে, বিচারেরও সহায়তা করিতেন।

কায়স্থ যদি শূদ্রই হইত তবে রাজকার্য্যে রাজসাক্ষীর পদে, গণক ও লেখকের কার্য্যে, সন্ধিবিগ্রহিক ও বিচারকের পদে কায়স্থগণকে নিযুক্ত করিতে শাস্ত্রকারগণ কখনও উপদেশ দিতেন না! কারণ, প্রাচীনকালে, ন "শূদ্রায় মতিং দদ্যাতে"র আমলে রাজকার্য্যে এবং লেখনাদির কার্য্যে শূদ্রগণ কখনও নিযুক্ত হইত না। কাত্যায়ণ সংহিতায় আছে—

"ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাৎ তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ॥
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

রাজকার্য্যে ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় ও তদভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্যকে নিযুক্ত করিবে। শূদ্রকে যত্নপূর্ব্ব বর্জ্জন করিবে, শূদ্রকে রাজকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে শাস্ত্রাদেশ হইয়াছে। সেই রাজ কার্য্যাদিতে কায়স্থকে নিযুক্ত করায় কায়স্থ শূদ্র নহে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

কি রকম কুলবৃত্তিসম্পন্ন লোক সাক্ষিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে তাহা বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ লেখা আছে,—

"অথ সাক্ষিণঃ। কুলজা বৃত্তিসম্পন্না যজ্ঞানস্ তপস্বিনঃ পুত্রিনো ধর্ম্মজ্ঞ অধীয়ানাঃ সত্যবন্তস্ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাশ্চ।"—সদ্বংশোৎসপন্ন, সচ্চরিত্র, ধনবান্, যজ্ঞশীল তপোনিষ্ঠ, পুত্রবান, ধার্ম্মিক, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অধীতবেদ, সত্যবাদী, এবং ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ (তর্কশাস্ত্র, ঋক্‌যজুঃ সামবেদে এবং কৃষিশিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ক শাস্ত্র এই সমুদায়ে সবিশেষ পারদর্শী) ব্যক্তিরাই (সাক্ষী হইবার উপযুক্ত)।

উপরে সাক্ষীর যে সকল গুণের কথা লেখা আছে তাহাদের একটীও তাৎকালীন শূদ্রের থাকিতে পারে না। কায়স্থ যখন সে আমলেও রাজ-সাক্ষীরূপে নিযুক্ত হইতে পারিত তখন কায়স্থ যে কথিত গুণ সম্পন্নদ্বিজাতি ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সদ্বংশোৎপন্ন, সচ্চরিত্র, যজ্ঞশীল, তপোনিষ্ঠ সত্যবাদী ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ কায়স্থ যে শূদ্র নহে তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রালোচনা করিলে এ সকল বিষয় আরও সুন্দররূপে বুঝা যায়। অতএব আমার অনুরোধ—হে সমবেতকায়স্থ মহোদয়গণ, আপনারা বৃথা তর্কে সময় অতিবাহিত না করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শাস্ত্রলোচনা দ্বারা মানব-সমাজে আপনাদের স্থান কোথায় বুঝিতে চেষ্টা করুন। আর যদি একান্ত শাস্ত্রালোচনা করিবার সময় না পান তবে যাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রাণপাত করিয়া শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া কায়স্থ-জাতির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধনে যত্নবান হউন।

অনেকে বলিতে পারেন যে আজ কালকার দিনে জাতি দিয়া কি জল ধুইয়া খাইব? আজকাল বিশ্বপ্রেমিকতার দিন। 'সমাজ' 'সমাজ' বলিয়া চীৎকার করা সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ। Sign of narrow-mindedness) যাঁহারা এইরূপ

তর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহারা হুজুকের চোটে তর্কের একটা দিক্ একেবারে লক্ষ্যই করেন না। তাঁহারা দেখেন না যে, সমাজ ছাড়া মানুষ কোন কালেই বাঁচিতে পারেনা। (Man cannot live without society)। প্রাণী-জগতে এমন কি উদ্ভিজ্জগতেও সামাজিকতা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। স্বদেশী আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলন একসঙ্গেই চলিতে পারে, বিশেষতঃ যে স্থলে স্বদেশী আন্দোলন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বপ্রেমিকতার আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনও তৎসঙ্গেই চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলন বা বিশ্বপ্রেমিকতার আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন করিবার সময় নাই এই কথা বলিয়া সমাজকে যথেচ্ছাভাবে চলিতে দেওয়া অবিবেচকের লক্ষণ'ত বটেই তা' ছাড়া মহাপাপ বলিয়াও সামাজিকেরা বলেন।

ভারতের বিশ্বপ্রেমিক প্রবর মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিকে যেমন বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা দেশ বিদেশে প্রচার করিতেছেন, সেইরূপ সময়ান্তরে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মসনদে বসিয়া—প্রয়োজন হইলে হিন্দু সমাজের, এমন কি নববিধান ব্রাহ্মসমাজেরও মুণ্ডপাত করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সুপ্রতিষ্ঠার কি কম যত্ন করেন? প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিকের এইত লক্ষণ! নিজের মাকে, নিজের বাবাকে, নিজের ভাইকে যে ভালবাসিতে জানে, সেই ত জগতের লোককে আপনার করিয়া লইতে পারে। নতুবা নিজের বাপ, আর ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিয়া, তাহাদের বিপদে সহানুভূতি না কযিরা বাইরে শুধু বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেইত আর বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায় না। যাহার হৃদয়ের গূঢ়তম স্থানে প্রেম নাই সে কি করিয়া প্রেমিক হইতে পারে? বিশ্বপ্রেমিক হওয়াত দূরের তিনি কথা তা যতই বিশ্বপ্রেমিক হউন না কেন নিজের দেশে নিজের বংশ এমন কি নিজের গৃহ উন্নত হউক, সর্ব্বসাধারণে প্রশংসার ভাজন হউক ইহা কে না চায়?

Dr. Wilson লিখিয়াছেন—

"Pride of ancestry, of family, and nf religious pre eminence—which is the grand character of "Caste" is not peculiar to India. Nations and people, as well as individuals, have in all countries, in all ages, and in all times, been prone to take exaggerated views of their own importance, and to claim for themselves a natural and historical and social superiority to which they have had no adequate title."

অতএব হে কায়স্থকুলতিলকবৃন্দ,!— আপনারা এই চিরগৌরবময় কায়স্থ সমাজকে আততায়ীর কবল হইতে রক্ষা করুণ। সত্যানুসন্ধিৎসা দ্বারা কায়স্থ সমাজের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া সমাজকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করুণ। সমাজের পতনকে অবহেলা করিবেন না। তাহা হইলে আপনাদের বংশধরগণ আর সমাজে দাঁড়াইবার স্থান পাইবেনা। এখন তবুও বিপক্ষগণ কায়স্থকে "সচ্ছুদ্র" বলে, পরে "শূদ্রাধম" বলিতে ও কুণ্ঠিত হইবে না। কায়স্থজাতি বিদ্যাবুদ্ধিতে অতুলনীয় হইলেও আপনাদের অবহেলার দরুণ যদি ভবিষ্যতে সমাজচক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হয় তবে আপনাদের বংশধরগণের কি অবস্থা হইবে তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আর সময় হারাইবেন না। জাতিকে উদ্বোধিত করিবার প্রকৃষ্ট সময় চলিয়া যায়। মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে সহায় করিয়া জাতীর উদ্বোধনে অগ্রসর হউন।

আপনারা অনেক্ষণ পূর্ব্বই প্রমাণ পাইয়াছেন যে কায়স্থ শূদ্র নহে। কায়স্থ যে ব্রাহ্মণও নহে, বৈশ্যও নহে তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কায়স্থ যদি ব্রাহ্মণও না হইল, বৈশ্য না হইল, শূদ্র না হইল, তবে কায়স্থ কি?—কোন্ বর্ণের অন্তর্গত?

কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই ভূমণ্ডলে বর্ণ মাত্র চারিটী। পঞ্চম বলিয়া জগতে কোন বর্ণ নাই। জগতের প্রত্যেক জাতিকেই কোন না কোন বর্ণের অন্তর্গত করা যায় এবং করিতেই হইবে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং সৃষ্টং কেবলং নাত্র ভারতে।
সর্ব্বত্রৈব তথা সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ॥

সুতরাং কায়স্থ যদি চারি বর্ণের তিনটী বর্ণের (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের) অন্তর্গত না হইল, তবে কায়স্থ কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? তবুও বলি কায়স্থ "ক্ষত্রিয়।"

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ও ভূরি ভূরি প্রমাণের অভাব নাই। বাহুল্য ভয়ে ২।৪ টী প্রমাণ দিয়া নিরস্ত হইব।

১। পূর্ব্বে শুক্রনীতিসারের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছি প্রয়োজন বশতঃ তাহা পুনরায় এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুক্লগ্রাহী তু বৈশ্যাহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥"

এস্থলে সূক্ষ্ম বিচার করিলে পরিস্কারই দেখা যাইবে যে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়রূপেই ধরা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পরে বৈশ্য ও শূদ্রের পূর্ব্বে কায়স্থ থাকায় ঐ শব্দ ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। পরন্তু একই শ্লোকে কায়স্থ ও শূদ্র পদের উল্লেখ থাকায় কায়স্থ যে শূদ্র নহে তাহা স্থান গতঃ ও কার্য্যাধিকার গতঃ পার্থক্য দ্বারা সহজেই বুঝা যায়। তা ছাড়া উক্ত শ্লোকে চতুর্ব্বর্ণেরই কার্য্যাধিকার সম্বন্ধে লিখিত আছে। এমতাবস্থায় উক্ত শ্লোকে "ক্ষত্রিয়" শব্দের উল্লেখ না থাকায়, এবং মাত্র তিনটী বর্ণের উল্লেখ থাকায় কায়স্থকে অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয় শব্দের স্থানেই "কায়স্থ" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই ধরা হইয়াছে।

২। আপস্তম্বশাখায় কায়স্থকে স্পষ্টই ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতস্তত্র বিচিত্রে ভূমিমণ্ডলে॥"

বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ জন্মিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীতে কায়স্থ নামে খ্যাত। বিবিধবর্ণে রঞ্জিত পৃথিবীতে ঐ ক্ষত্রিয় বংশে প্রসিদ্ধ সেই চিত্রগুপ্ত জন্মিয়াছিল। এখানে ও কায়স্থকে স্পষ্টরূপেই ক্ষত্রিয় বলা হইল।

৩। চতুর্ব্বেদপ্রকাশক পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃথিবীর ইতিহাসে শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

"ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়াণ্যাং হি কায়স্থঃ সম্বভূবহ।"

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে কায়স্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

৪। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট্ সংস্কৃত কলেজে কায়স্থগণ বেদ বেদান্ত পাঠ করিতে পারে কিনা এ বিষয় গভর্ণমেণ্ট যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে বৈদ্য শঙ্কর জাতি হইয়া ও যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারে তখন কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইয়া সংস্কৃত কলেজে কেন পড়িতে পারিবেনা?

বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাজ্ঞানী নির্লোভ নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভারতে কয়জন আছেন? তিনিও নিঃশঙ্কভাবে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ আমরা আর কি আশা করিতে পারি?

উপনয়নের প্রয়োজন ও উপকারিতা।

আপনারা এখন বুঝিতে পারিলেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়ই হইল তবে তাহাদের উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহ আছে? উপবীতবিহীন দ্বিজাতিমাত্রই শূদ্রত্বে পরিণত হয়। অতএব হে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত কায়স্থমহোদয়গণ! আপনারা ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়া আপনাদের শূদ্রত্ব দূরীভূত করুন।

আমাদের পিতা পিতামহগণ নানা কারণে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিবার সুবিধা পান নাই। তাই, তাঁহারা এই সামাজিক অধোগতি বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়া উপবীত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়াও যদি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করি তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? পিতা পিতামহগণ যদি ভ্রমবশতঃ যদি একটা খারাপ কাজ করিয়া থাকেন, সে জন্য আমাদেরও সেই অনিষ্টকর কার্য্য করিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত জগতের কোন ইতিহাসে পাই না।

কায়স্থগণ পূর্ব্বে চিরকালই উপবীতধারী ছিলেন। তাহার চিহ্ন আজিও ভারতবর্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই। পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া দেখুন—আমাদের কায়স্থদের মধ্যে যাঁহারা সেখানে আছেন, তাঁহারা সকলেই উপবীতধারী। কায়স্থজাতি আজিও বঙ্গের বাহিরে উপবীতশূন্য নহে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকালে বঙ্গের কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন কায়স্থ-পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের শাসনকালে, তাঁহাদের প্রভাবে ও আদর্শে বঙ্গের কায়স্থ উপবীত শূন্য।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র 'কায়স্থকারিকা'য় লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥"

বিপ্রসম্মানকারি কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়া যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কায়স্থদিগের যজ্ঞসূত্র ত্যাগের পর কতিপয় শতাব্দী মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সকলেইত উপবীত ধারী ছিলেন। বঙ্গের অন্যত্র আজিও কায়স্থের যজ্ঞসূত্র রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই কতিপয় শতাব্দীর আত্মবিস্মৃতির মোহই আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। ইহা আমাদের পক্ষে নিদারুণ কলঙ্কের কথা।

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুক্লগ্রাহী তু বৈশ্যাহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥"

এস্থলে সূক্ষ্ম বিচার করিলে পরিস্কারই দেখা যাইবে যে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়রূপেই ধরা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পরে বৈশ্য ও শূদ্রের পূর্ব্বে কায়স্থ থাকায় ঐ শব্দ ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। পরন্তু একই শ্লোকে কায়স্থ ও শূদ্র পদের উল্লেখ থাকায় কায়স্থ যে শূদ্র নহে তাহা স্থান গতঃ ও কার্য্যাধিকার গতঃ পার্থক্য দ্বারা সহজেই বুঝা যায়। তা ছাড়া উক্ত শ্লোকে চতুর্ব্বর্ণেরই কার্য্যাধিকার সম্বন্ধে লিখিত আছে। এমতাবস্থায় উক্ত শ্লোকে "ক্ষত্রিয়" শব্দের উল্লেখ না থাকায়, এবং মাত্র তিনটী বর্ণের উল্লেখ থাকায় কায়স্থকে অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয় শব্দের স্থানেই "কায়স্থ" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই ধরা হইয়াছে।

২। আপস্তম্বশাখায় কায়স্থকে স্পষ্টই ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে—

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতস্তত্র বিচিত্রে ভূমিমণ্ডলে॥"

বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ জন্মিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীতে কায়স্থ নামে খ্যাত। বিবিধবর্ণে রঞ্জিত পৃথিবীতে ঐ ক্ষত্রিয় বংশে প্রসিদ্ধ সেই চিত্রগুপ্ত জন্মিয়াছিল। এখানে ও কায়স্থকে স্পষ্টরূপেই ক্ষত্রিয় বলা হইল।

৩। চতুর্ব্বেদপ্রকাশক পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী পৃথিবীর ইতিহাসে শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

"ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়াণ্যাং হি কায়স্থঃ সম্ভবুবহ।"

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে কায়স্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

৪। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট্ সংস্কৃত কলেজে কায়স্থগণ বেদ বেদান্ত পাঠ করিতে পারে কিনা এ বিষয় গভর্ণমেণ্ট যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে বৈদ্য শঙ্কর জাতি হইয়া ও যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারে তখন কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইয়া সংস্কৃত কলেজে কেন পড়িতে পারিবেনা?

বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাজ্ঞানী নির্লোভ নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভারতে কয়জন আছেন? তিনিও নিঃশঙ্কভাবে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ আমরা আর কি আশা করিতে পারি?

উপনয়নের প্রয়োজন ও উপকারিতা।

আপনারা এখন বুঝিতে পারিলেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়ই হইল তবে তাহাদের উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহ আছে? উপবীতবিহীন দ্বিজাতিমাত্রই শূদ্রত্বে পরিণত হয়। অতএব হে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত কায়স্থমহোদয়গণ! আপনারা ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়া আপনাদের শূদ্রত্ব দূরীভূত করুন।

আমাদের পিতা পিতামহগণ নানা কারণে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিবার সুবিধা পান নাই। তাই, তাঁহারা এই সামাজিক অধোগতি বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়া উপবীত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়াও যদি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করি তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? পিতা পিতামহগণ যদি ভ্রমবশতঃ যদি একটা খারাপ কাজ করিয়া থাকেন, সে জন্য আমাদেরও সেই অনিষ্টকর কার্য্য করিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত জগতের কোন ইতিহাসে পাই না।

কায়স্থগণ পূর্ব্বে চিরকালই উপবীতধারী ছিলেন। তাহার চিহ্ন আজিও ভারতবর্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই। পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া দেখুন—আমাদের কায়স্থদের মধ্যে যাঁহারা সেখানে আছেন, তাঁহারা সকলেই উপবীতধারী। কায়স্থজাতি আজিও বঙ্গের বাহিরে উপবীতশূন্য নহে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকালে বঙ্গের কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন কায়স্থ-পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের শাসনকালে, তাঁহাদের প্রভাবে ও আদর্শে বঙ্গের কায়স্থ উপবীত শূন্য।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র 'কায়স্থকারিকা'য় লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥"

বিপ্রসম্মানকারি কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিয়া যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কায়স্থদিগের যজ্ঞসূত্র ত্যাগের পর কতিপয় শতাব্দী মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সকলেইত উপবীত ধারী ছিলেন। বঙ্গের অন্যত্র আজিও কায়স্থের যজ্ঞসূত্র রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই কতিপয় শতাব্দীর আত্মবিস্মৃতির মোহই আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। ইহা আমাদের পক্ষে নিদারুণ কলঙ্কের কথা।

কতিপয় বৎসর যাবৎ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র কায়স্থ জাতির উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থ সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভবিষ্যদর্শী মনস্বিগণের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টাই এই আন্দোলনের বীজ। ইহারই ফলে বঙ্গের বিভিন্ন দেশে বহু সহস্র কায়স্থ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যত্ব দোষ ক্ষালন করিয়া বঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজের সুপ্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় এই যে আজি ও বহু গণ্যমান্য কায়স্থ ভদ্রলোক পবিত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ বিষয়ে—ক্ষত্রিয়োচিত আচার গ্রহণে—স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়—উদাসীন রহিয়াছেন। এই জন্যই আমাদের আন্দোলন আজিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব গৌরবস্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় অনেকেই আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াসী হইতেছেন না। অনুসন্ধিৎসার অভাবে স্বজাতির ইতিহাস তাঁহাদেব নিকট তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। দীর্ঘকালের বিস্মৃতি তাঁহাদিগকে নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে।

সাংখ্য দর্শনে একটী সূত্র আছে—

"রাজপুত্রবদুপদেশাৎ।"

কোনও রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আসন্নপ্রসবা রাজ্ঞীর সহিত পলায়ন করেন। দুর্দ্দৈব হেতু রাজ্ঞী রাজার অনুসরণে অসমর্থ হইয়া একমাত্র পরিচারিকার সহিত অরণ্য পথ আশ্রয় করেন এবং অরণ্য মধ্যেই একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। অরণ্যচারী কোনও ব্যাধ রোরুদ্যমান শিশুটীকে পাইয়া স্বগৃহে লইয়া যায়। নিরপত্যতা হেতু ব্যাধ ও তদীয় পত্নী স্বীয় সন্তানবৎ তাহার লালন পালন করিতে থাকে। রাজনন্দন ব্যাধ-পল্লীতে থাকিয়া বর্দ্ধিত ও ব্যাধেরই আচারে অভ্যস্ত হন। কালক্রমে রাজা বল সঞ্চয় করিয়া স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করেন, এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। মন্ত্রী রাজপাট শূন্য দেখিয়া চিন্তিত হন। তাঁহার স্মরণ হইল, মহারাণী আসন্ন প্রসবা ছিলেন। তখন তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন সুদূর ব্যাধপল্লীতে মহারাণীর সন্তান প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া রাজোচিত সম্মানে ও রীতিতে তাঁহাকে রাজগৃহে আনয়ন করেন এবং কুমারকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে সে ব্যাধ পুত্র নহে। রাজারই ঔরসে মহারাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজন্ম ব্যাধ পল্লীতে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হওয়ায় শিশু কিন্তু জানিত যে সে ব্যাধপুত্র ব্যাধ। এবং তদাদর্শে তাহার প্রকৃতি ব্যাধোচিত

সুতরাং মন্ত্রীর উপদেশ স্বত্বেও সে নিজেকে রাজার পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেনা। রাজোচিত কর্ত্তব্যে তাহার মন যায়না। মন্ত্রী দেখিলেন, ইহা স্বাভাবিক। আজন্মজাত সংস্কার সহজে দূর হইবার নহে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম না হইয়া কুমারকে বিশেষভাবে যত্নের সহিত উপদেশ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রী জানিতেন, আজ হউক, কাল হউক স্বীয় বংশ ও জন্মের সত্য পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই ক্ষত্রিয়োচিত প্রবৃত্তি তাহার জাগিয়া উঠিবে। ফলে তাহাই হইল, মন্ত্রীর পুনঃ পুনঃ উপদেশে, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর সত্য সাক্ষ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই ক্ষত্রিয় রাজার নন্দন, ব্যাধ নন্দন নহেন। তখন মন্ত্রী কুমারের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করাইয়া তাঁহাকে রাজপাটে বসাইলেন। কুমারও ব্যাধ পুত্রত্বরূপ মহামোহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর উপদেশে তাঁহার ব্যাধত্ব দূর হইয়া গেল। তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে কৃতার্থ হইলেন। তাই, মহামুনি কপিল আত্মবিস্মৃত জীবকে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিতে গিয়া সূত্র করিলেন—"রাজপুত্রবদুপদেশাৎ।"

আমাদের কায়স্থজাতিরও আজ ঠিক সেই দশা, ঠিক সেই আত্মবিস্মৃতি, ঠিক সেই মহামোহ। সুদীর্ঘকাল শূদ্রোচিত আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকায় কায়স্থগণ আত্মবিস্মৃতি হইয়াছেন, তাঁহারা যে শূদ্র নহেন, তাঁহারা যে ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ কাগজ পত্রে দলিল দস্তাবেজে, বিবাহ মন্ত্রাদিতে অমুকচন্দ্র বসু দাসস্য, শ্রীমতী অমুকী দাসী এইরূপ লিখিতে লিখিতে, দাসবৎ,—শূদ্রবৎ মাসাশৌচ পালন করিতে করিতে—বঙ্গের কায়স্থগণ শূদ্রত্বরূপ মহামোহে—"আমরা শূদ্র" এই মহা অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত হইয়াছেন।

সেই জন্যই "ব্যবস্থাদর্পণ" প্রণেতা স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গের কায়স্থগণ বাস্তবিক ক্ষত্রিয় হইলেও সুদীর্ঘ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে বর্জ্জিত থাকায়,এবং আপনাদের নামের সঙ্গে শূদ্রের ন্যায় 'দাস' 'দাসী' শব্দ ব্যবহার করিয়া শূদ্রোচিত আচারে রত থাকায় এক্ষণে শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইত্যাদি। কায়স্থগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

দেশপ্রসিদ্ধ, পবিত্রাত্মা মহামহোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার

শাস্ত্রী প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের আদর্শ পণ্ডিতগণ প্রকাশ্যভাবে ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যত্ব দোষ ক্ষালন করিয়া অচিরে যজ্ঞোপবীত সংস্কার গ্রহণ করুন। এত মূল্যবান উপদেশেও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় ?

হে সমবেত কায়স্থ মহোদয়গণ! আশাকরি পূর্ব্ব কথিত ঋষিকল্প মনীষিবৃন্দের অমূল্য উপদেশে আপনাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইবে। "রাজপুত্রবদুপদেশাৎ"। রাজ পুত্রের ন্যায় আপনাদিগেরও এই সকল উপদেশে, শূদ্রত্বের মোহ দূর হইয়া যাইবে। আপনারাও রাজপুত্রের ন্যায় অচিরে ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়া মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়রূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবেন! আর কাল বিলম্ব না করিয়া পুনরায় প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করত আপনাদের ব্রাত্যত্ব দোষ ক্ষালন করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হউন, জাতীয় মর্য্যাদা ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষণে যত্নবান ও বদ্ধপরিকর হউন।

শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে—"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রম্।" এই পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে আমাদের চিত্ত সমুন্নত ও পবিত্র হইবে। ত্রৈবর্ণিক আর্য্য-সমাজে আমাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে। আমরা আর্য্য ঋষিদের তপঃসিদ্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহশুদ্ধ ও চিত্তশুদ্ধ দ্বারা জন্ম সার্থক করিব।

শাস্ত্র বলেন :—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

যাঁহারা সন্ধ্যা উপাসনা করেন, ত্রিসন্ধ্যায় ভগবানের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া যায়। তাঁহারা পরিণামে অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

আমরা যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া অনভ্যাস বশতঃ কেহ তদুপযোগী কার্য্যসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে নাও পারি, তাহা হইলেও আক্ষেপের কোন কারণ নাই। সদনুষ্ঠানের অত্যল্পমাত্রা ও পরম মঙ্গল সাধক। দুই এক পুরুষ অতিবাহিত হইলেই আবার কায়স্থজাতির উপবীত-সম্পর্কীয় কার্য্যসমূহ সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অথবা, ভগবানের নাম স্মরণে আয়াসই বা কি ? ভক্তপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন ;—

"আয়সঃ স্মরণে কোঽস্য শ্রুতোযচ্ছতিশোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

ভগবানের নাম স্মরণে কোন আয়াসই নাই, পক্ষান্তরে, তাঁহার স্মরণ পরম মঙ্গল প্রদান এবং পাপক্ষয় করে। সুতরাং অহর্নিশ তাঁহাকে স্মরণ কর। উপবীত গ্রহণ করিলে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ পৈতার খাতিরেও ত কয়েকবার ভগবানের নাম লওয়া হইবে।

একমাত্র প্রণবসাধনে, প্রণবোচ্চরণে মানুষ কৃতার্থ হয়। অর্জ্জুন ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় জানিতে চাহিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতিত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

মানুষ যদি কেবল মৃত্যুকালে "ওম্" এই ব্রহ্মবাচক প্রবণটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া আমাকে (অর্থাৎ ভগবানকে) স্মরণ করে তাহা হইলেও সে নিঃসংশয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রমতে দ্বিজাতি ভিন্ন কাহারও ওঙ্কারাত্মক প্রণব উচ্চারণ করিবার বিধি নাই। সুতরাং হে ক্ষত্রকুলসম্ভূতকায়স্থগণ! আপনারা যদি শাস্ত্র মানেন, যদি জগদ্ধারণক্ষম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপকারিতা বুঝিয়া থাকেন, যদি দ্বিজত্ব লাভ করিয়া পরমগতি লাভের সহজ ও প্রকৃষ্টতম উপায় প্রণবমন্ত্র লাভ করিতে চান, তবে বাজে ওজর দিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া, অবিলম্বে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ভগাবানের সমীপে যাবার একমাত্র সোপান যজ্ঞোপবীত ধারণ করুন। এ বিষয়ে আর কালক্ষেপ করা আপনাদের পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে।

আমি সর্ব্বান্তকরণে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে সুমতি দিন। আমাদের ব্রাত্যত্বদোষ তিনি আমাদের দ্বারা ক্ষালন করাইয়া লউন। তাঁহার দয়ায় আমারা উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি, ওঁম্॥

শ্রীশিশিরকুমার বর্ম্ম রায়চৌধুরী।

বিবাহে দাবীদাওয়া

(গত ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতা অবলম্বনে)

বিবাহে দাবী দাওয়া করা যে বড় নিন্দার কথা তাহা যুক্তি তর্কদ্বারা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। সকলেই তাহা জানেন এবং কেহই এখন আর প্রকাশ্য দাবী দাওয়া করিতে বড় একটা সাহস পান না; ইহাতেই বুঝা যায় ব্যাপারটী ভাল কি মন্দ। কিন্তু তত্রাচ এই সৃষ্টিছাড়া প্রথার যে দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে এপ্রথাটী যদি এতই নিন্দনীয় তবে বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? আমাদের দেশ কি এতই জ্ঞানান্ধ?

অবশ্যই জ্ঞানান্ধ। অর্থলোভ বড় বিষম জিনিষ। আবার কোন ঋণ নাই, ছেলের পদার্থ থাকুক বা না থাকুক, ছেলে মেয়ের তুলনায় অপদার্থ হইলেও মেয়ের বাপকে পথের ভিখারী করিয়া ও জুলুম করিয়া টাকা আদায় করিতে হইবে এবং ছেলের বাপের আত্মীয় বন্ধুরা এই সকলে বিবাহে যোগদান করিবেন! যাঁহারা নিজেরা এ দোষে দোষী—তাহা অনেকেই—তাঁহারা যোগদান করুন, বলিবার কোন কথা নাই। কিন্তু যাঁহারা সে দলের নয়, তাঁহারাও কেন যোগদান করেন? চিন্তাহীনতা ও সৎসাহসের অভাব নহে কি?

ছেলের বিয়ে ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের আদর্শ (ideals) লোপ পাইতেছে। বিবাহের ভিত্তি ধর্ম্ম, সমাজ বা কাম। যদি ধর্ম্মার্থ হয়, তাহাতে অর্থের সংসর্গ থাকিতে পারে না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কথাটা সকল দেশেই প্রযোজ্য। যদি সামাজিক ভিত্তি হয়, পুত্রহীন বা সন্তানহীন বিবাহ সমাজের চক্ষে বিবাহই নয়। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরও বিবাহ যে পুত্রার্থে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং তাহাদের অনুকরণে এদেশে আজকাল ভালবাসা যে বিবাহের ভিত্তি অনেকে বলিয়া থাকেন, তাহা কোন দেশেরই সামাজিক বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানেন না। শুধু ভালবাসা যেমন বিবাহের একমাত্র ভিত্তি হইতে পারে না, অপরদিকে সন্তানহীন বিবাহে ভালবাসা বেশীদিন থাকিতে পারে না। বরং ভালবাসা যখন কমিতে থাকে, তখন সন্তান থাকিলে অতি ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং বিবাহ বন্ধন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। বিবাহের কিছু কাল পরে সন্তানস্নেহ (paternal instinct) অন্য বৈবাহিক সম্বন্ধকে (element of marriage) গ্রাস করিয়া

ফেলে। কামজ বিবাহে রূপ বা অঙ্গ সৌষ্ঠবই ভিত্তি। ধর্ম্মার্থে বা সামাজিক কারণে বিবাহেও শরীরের উৎকর্ষতাই প্রধান কারণ, যাহাকে biological basis (বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) বলে। বিবাহে অর্থ ভিত্তি যে সঙ্গত তাহা ত' কিছুতেই মনে করিতে পারা যায় না। অথচ অর্থ ই এখন প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। হয় জুলুম করিয়া টাকা লইতে হইবে, না হয় কন্যার পিতা অর্থশালী না হইলে সেখানে বিবাহ হইবে না।

আমাদের দেশে আজকাল—পূর্ব্বকালে যাহাই হউক—পিতার বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য—কন্যার বিবাহ দেওয়া। Courtship ও (পূর্ব্বরাগ) নিন্দনীয় এবং courtship হইতে দেওয়া পিতার পক্ষে দোষের কথা। কিন্তু এই দাবী দাওয়ার অত্যাচারে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবাহও আজকাল সকলের হয় না বা কেহ কেহ করে না অথচ নিন্দনীয় courtship ও চলিতেছে। আমি জানি কায়স্থের মধ্যে ৩০ বৎসর বয়সের অবিবাহিতা মেয়েও আছে এবং দুই একটী যুবক বাপমার অর্থলোভের ভয়ে বিবাহই করেন না। কোন এক কায়স্থ কন্যা নিজ পিতার অর্থাভাব দেখিয়া যখন বুঝিলেন যে সুবিবাহের সম্ভাবনা নাই, তখন কোন এক বাঞ্ছনীয় যুবকের মন আকৃষ্ট করিয়া নিজ বিবাহ স্থির করিয়া লইলেন। যুবকের পিতা মাতা প্রথমে কিছুতেই দরিদ্রের কন্যা আনিতে রাজী হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন তাহা না হইলে পুত্র বিবাহ কিছুতে করিবেন না, অগত্যা রাজী হইলেন। কি লজ্জার কথা! এখানে কাহার দোষ? এসমাজের দুর্দ্দশা কি অবশ্যম্ভাবী নহে?

এখন দেখা যাক, এই এই কুপ্রথার কারণ দির্দ্দেশ করা যায় কি না। আমার বোধ হয়—(১) হিন্দুয়ানীর অর্থাৎ হিন্দুসৎ আদর্শের লোপ, (২) চিন্তাহীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার অভাব, (৩) অর্থপূজা ও অর্থাভাব, (৪) সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিবাহ এবং (৫) কন্যার বিবাহের বয়সের সীমা—প্রধান কারণ।

হিন্দুআদর্শ লোপ পাইতেছে তাহা কি আর প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা আছে? অথচ, যাঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহাদের অনেকেই এইরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

চিন্তাহীনতা। সামাজিক বিষয় আমরা চিন্তাহীন হইয়া পড়িয়াছি,—আমরা মনে করিতেছি সমাজ, জাতি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা একেবারে দেশ উদ্ধার করিব। আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে সকল সমাজে, সকল জাতির একটা নিজত্ব যাহা আছে এবং সেই নিজত্ব

লোপ পাইলে সে জাতির স্থায়িত্ব সন্দেহের বিষয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকা নীতি আমাদের মোহান্ধ করিয়াছে। আমরা ভাবিতেছি যে জাতীয়ত্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম থাকিলে ভারতীয় সকল জাতির একতা হইবে না। তাহার সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। বরং একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে দুই জাতি বা সম্প্রদায়ের শিক্ষা (culture) ও আচার ব্যবহার এক না হইলে ঐক্য কখন স্থায়ী হইতে পারে না। সেই শিক্ষা, culture আচার ব্যবহার সমান করার প্রকৃষ্ট উপায় কি সমাজ বা জাতি এখন ভাঙ্গিয়া দেওয়া? না, প্রায় সমান হইলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া? কেহ কেহ হয় বলিবেন, ভাঙ্গিয়া না দিলে সমাজ, জাতি বা সাম্প্রায়িক বিশেষত্ব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনই একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভাল, কি বিশেষত্বের কঠোরতা কমাইয়া দেওয়া সমীচীন? আদৎ কথা সামাজিক চক্রের গতিতে বা evolution এ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সমাজের শৃঙ্খল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর সমাজিক একতাও নাই। মনুষ্যের ঐতিহাসিক উষার দেখা যায় সমস্ত জাতি একটা unit ছিল। জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি সমাজ, সমাজ হইতে এই ব্যক্তিগত প্রাধান্য (individualism). এই গতি কেহ অবরোধ করিতে পারে না। কিন্তু সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সহিত অপরদিকে রাজনৈতিক চেষ্টা জাতীয় একতা। পৃথিবীতে কিছুই বোধ হয় দোষশূন্য হয়। সমাজবদ্ধ থাকার কতকগুলি গুণ ছিল। যখন সমাজের শিশু অবস্থা, তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা দলবদ্ধ থাকে। তখন সমাজও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পাশবিক প্রকৃতির প্রাধান্য। তখন ব্যক্তিবিশেষ নিজত্ব প্রকাশ করিতে সাহস পায় না। তখন এক সমাজের সকলেই সকলকে সাহায্য করে। জ্ঞানের প্রসার ও দেশের শান্তি (good government) এর সঙ্গে আত্মরক্ষার ভয় দূর হয় ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য আরম্ভ হয়। কিছুকাল বিসৃঙ্খলতা যথেষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন সেই দশা। এখনও ব্যক্তিগত প্রাধান্যের সময় উপস্থিত হয় নাই কখনও হইবে কি না সন্দেহ। এখন অধিক জ্ঞানের সহিত সকলের উপলব্ধি হইতেছে যে স্বরাজকতা (anarchism) সমাজনাশকর। সামাজিক নিয়ম ও বন্ধন এখনও আবশ্যক। এই বিষম চক্রের আদ্যন্ত নাই। পৃথিবীর সকল জিনিষই "চক্রেণ পরিবর্ত্তন্তে"। এখন আত্মরক্ষার ভয়ে দলবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা তেমন নাই বটে, কিন্তু জাতির উন্নতির জন্য দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিবাহের প্রতিবন্ধক সামাজিক উন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রু

তাই বলি যে চিন্তাহীনতা এই কুপ্রথার কারণ। অসহযোগনীতি জল-প্লাবনের ন্যায় দেশকে ভাসাইয়া দিল। তাহার ফলে কতক ভাল কতক কতক মন্দ ফলিয়াছে। বন্যায় অনেক খারাপ জিনিষ দূরীভূত হয় এবং যে পলিমাটী আনয়ন করে, তাহাতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। অসহযোগ-নীতির ফলে এখন দেশের নিজত্ব বোধ হইয়াছে, অনেক বিষয় সৎসাহস হইয়াছে, যে কার্য্যটাকে মহান্ মনে হইতেছে তাহা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা হইয়াছে—এমন কি প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার কথাও অগ্রাহ্য করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু এই সর্ব্বনাশকর বৈবাহিক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন জন্য এই সকল যুবকদের সৎসাহস বা ঐকান্তিক চেষ্টা ত, দেখি না। স্বরাজ হইতেছে, দেশ উদ্ধার হইতেছে—কিন্তু অকারণ ঘৃণিত পণ-প্রথার ফলে দেশের যে কি অবস্থা হইতেছে, তাহার ফলে সমাজের কি দুরবস্থা হইতেছে, তাহার নিরাকরণ না হইলে স্বরাজ যে কতদূর হইবে তাহা কি আমাদের নেতারা ভাবিতেছেন? অন্ততঃ এই দুর্নীতিপূর্ণ মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এ জাতি ধারা দেশের উদ্ধারের আশা কতদূর?

স্ত্রীশিক্ষার অভাবে স্ত্রীলোকদের চিন্তাহীনতাবদ্ধমূল হইতেছে। তাঁহারা অর্থ লোভই বোঝেন, সুখ সচ্ছন্দতা ও বিলাসিতাই সুখের চরম সীমা মনে করেন। শিক্ষার অভাবে মনের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা অবশ্যম্ভাবী। দেশের অবস্থা ও এই সামাজিক কুপ্রথার ফল বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অলঙ্কার, বরাভরণ ইত্যাদি লইয়া আলোচনা স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকেন এবং বিবাহের পরদিন হইতেই বউকে দগ্ধাইতে থাকেন। নূতন বধু আসিলে, বাপ মা ছাড়িয়া নূতন ঘরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল, সে সময়ও স্নেহ বা ভদ্রতা নাই, বাক্য যন্ত্রের পেশন আরম্ভ হইল। অর্থলোভে অজ্ঞান, শিক্ষার অভাবে সংযম নাই ও অপরের মনের অবস্থা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই।

তৃতীয়, অর্থপূজা। আমরা সকলেই গোঁড়া হিন্দু, সকলেই সেকালের আচার ব্যবহার ভাল বলি, সে কালের মোটা চালের (simplelife) এর অহঙ্কার করি। কিন্তু সত্য সত্যই কি তাই ভালবাসি? আজ কাল ধনীই কুলীন, ধনীরাই মান্য। একদিকে অর্থাভাব বাড়িতেছে, আর একদিকে বিলাসিতা বাড়িতেছে। বিলাসিতা সুখের একমাত্র অঙ্গ, সকলেই অর্থবানকে চান। এই বিষয়ে কন্যাপক্ষই বেশী দোষী। তাঁহাদেরই দোষে দাবীদাওয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাহারও আজকাল মধ্যবিত্ত লোককে পছন্দ হয় না। গরীব

লোকের ত' কথাই নাই। বিদ্যার আদর নাই। স্বাস্থ্যরও আদর নাই। আদরে লালিতপালিত স্ত্রী সুলভ সৌন্দর্য্য (feminine beauty) র আদর। আজকাল সকলেরই চাল বাড়িয়া গিয়াছে। আহার আচ্ছাদনেরও খরচ বাড়িয়াছে। আর বিদ্যা হইলেই রোজগার হয় না—হইলেও মেয়ের বাপের মনোমত হয় না। শুধু মোটামুটি খাওয়া পরা হইলে ত' চলিবে না। ব্যবসাও আমরা বুঝি না। ব্যবসাবুদ্ধি আমাদের নাই, ব্যবসায়ে ভাগ্যলক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা। কৃষিকর্ম্ম ভদ্রলোকের কার্য্য নয়, আমাদের ধারণা। কাজে কাজেই খুব বড় চাকুরী বা বড় জমিদারী এবং কলিকাতার লোক না হইলে মেয়ের বাপের মন উঠে না। যেহেতু কলিকাতার লোক না হইলে তাহারা সভ্য নয়, তাহারা বিলাসিতার ধার ধারে না। সমাজ কতটা সঙ্কীর্ণ সীমার ভিত আসিয়া পড়িয়াছে বুঝুন। সকলেই যদি এই রকম বর খোঁজে, ফল কি হইবে ?এরকম পাত্র কয়জন? এরূপ অবস্থায় বরকর্ত্তা যেখানে বেশী পাইবে সেখানো ছাড়িবে কেন?

আমি বলিতেছি না যে এই বিষয়ে বরপক্ষের দোষ নাই। আমাদের এই অকর্ম্মণ্য জাতি অর্থাভাব নিরাকরণের ও বিলাসিতার জন্য চুরি ডাকাতি করিতেছে। জীবনে ঘর করিতে যাহা কিছু আসবার, অলঙ্কার ও এক বৎসরের পরিধেয় প্রভৃতি বরের আবশ্যক তাহা ত' দিতেই হইবে, আবার বহ্বাড়ম্বরের বরানুগমন ও কালিয়া পোলাও করিয়া লোক খাওয়ানর সমস্ত খরচটা মেয়ের বাপকে দিতে হইবে, কাজ কর্ম্মের আগে বাড়ী মেরামত, বাড়ীর চাকচিক্যের জন্য যাহা খরচ হয় তাহাও মেয়ের বাপ দিবে। যেন, শুধু মেয়েরই বিবাহ দেওয়াটাই অত্যাবশ্যকীয়, ছেলের বিবাহ না হইলেও ক্ষতি নাই।

কেহ কেহ বলেন, ইংরাজেদের অনুকরণে এই ঘৃণিত প্রথার প্রচলন হইয়াছে। তাহা কি করিয়া বলা যায়? অবশ্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় গরীবলোক বড়লোকের কন্যা খোঁজেন এবং কুৎসিতা কন্যা পার করিবার জন্য মেয়ের বাপ টাকার লোভ দেখাইয়া সৎপাত্র জোটান। কিন্তু আমাদের দেশে অর্থশালী ব্যক্তিরাও দাবী দাওয়া করিতে ছাড়েন না এবং সুন্দরী কন্যারও দাবী দাওয়া এড়াইবার উপায় নাই। অর্থবান ব্যক্তিরা যে সমান ঘর পাইবার জন্য অর্থবান ব্যক্তি খোঁজেন সে কথা পৃথক।

জার্ম্মানির বিখ্যাত সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোয়েন্‌ফেল্ড্ বলেন "As is wellknown a complaint has often been made that there is a materialistic trend in modern times such as was unknown formerly

and that this trend is particularly noticeable in the case of matrimony. The young men of our times, it is maintained, as a rule, pay more attention to a good dowry inselecting their mate than to her possessing those qualities of heart and character that are so important to the attainment of a happy married life. The daughters of wealthy are, therefore, sought after in a manner quite incommensurate with their physical and mental advantages; whilst many a poor girl, who would be well qualified to bring a man happiness, is allowed to fade unnoticed" সুইজার্লণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফোরেল বলিয়াছেন—"Marriage at the present day give rise to much traffic, speculation and exploitation of an evil nature. In place of love, force of character, capacity, harmony of sentiments, intellectual and bodily health, money is the *alpha et omega* of marriage. Money dazzles most men, so that they are blind to everything else. They no longer understand that health and physical and moral worth of a woman constitute a capatal which is far preferable to all title-deeds deposited in the coffers of the future father-in-law, which are rapidly squandered by children tainted with bad physical or mental heredity. In this way ignorance of laws of heredity and the rapacity of pecuniary interests perpetually tends towards the anti-social procreation of a degenerate posterity."

এসব কিন্তু অর্থলোভের কথা, অর্থ লুণ্ঠনের কথা নয়। অন্যত্র সেকথাই নাই। কিন্তু উক্ত কথাগুলি কি আমাদের দেশেও একহিসাবে প্রযুজ্য নয়? এইরূপ বিবাহে জাতির ও দেশের কত ক্ষতি হইতেছে কেহ ভাবিতেছেন কি? এ ক্ষতি যে পূরণ হইবার নয় বুঝিতেছেন কি? আর এরূপ বিবাহে কি সুখ ও শান্তি হয়? যাহা সৃষ্টিতেই জঘন্য ও ঘৃণিত, তাহাতে কি কখন সুখ হয়?

শুধু অর্থলোভে যিনি নিজ আর্থিক অবস্থা অপেক্ষা বড়ঘরে বিবাহ দিলেন, তাহার কি এই নীচ অবস্থা কি কখন যায়? ভয়, ভক্তি ও ভালবাসা জড়িত—কোনটী ছাড়িলে চলে না। ধনাঢ্যের কন্যার কি কখন সে প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় থাকিবে? অন্যদিক দেখুন। দেশাচারের ভয়ে কন্যার পিতা অর্থ দিলেন, কিন্তু যিনি লইলেন, তিনি কার্য্যতঃ ভিখারী হইলেন। স্বামী শ্রেষ্ঠত্বের ভাণ করিয়া চলিলেন। কিন্তু সে ভাণ কি কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে?

আশা করি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিবাহ ও কন্যার বয়সের সীমার বিষয় বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এখন উপায় কি?

প্রথম, স্ত্রীশিক্ষা ও কন্যার বিবাহের বয়সের সীমা তুলিয়া দেওয়া, এখন কি বিবাহ না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। বয়সের সীমা এই অত্যাচারে উঠিয়া যাইতেছে তাহা সকলেই জানেন। ক্রমে ক্রমে অনেক কন্যারই বিবাহ হইবে না। দুঃস্থ পরিবারের অসুন্দর কন্যার ভীষণ পরিণাম জাজ্বল্যমান এবং তৎসঞ্চিত সমাজ-নীতির। স্ত্রীশিক্ষা নাই, তৎসহিত যদি বিবাহের বয়স আরও বাড়িয়া যায়, সমাজ-নীতির যথেষ্ট বিপদ। উপযুক্ত শিক্ষার দিকে মন থাকিলে ও আমাদের দেশাচার তৎসহিত রক্ষা হইলে, অধিক বয়সে বিবাহ বিপদজনক নয়। কিন্তু আমাদের 'সেকেলে' রকম এখনও যথেষ্ট আছে এবং অনেকেই চিন্তাহীন। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী অনেকে—বিরোধী না হইলেও আবশ্যকতা বোঝেন না। অথচ, তাঁহারা জাতির নৈতিক অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখেন না।

বিবাহ না দেওয়ার কথায় অনেকে হয়ত মারিতে আসিবেন। আমরা মনে করি যে বিবাহ না দিলেই নয়। এই ধারণা হইতে আমরা কি না করিতেছি! আমরা মেয়েদের লজ্জাহীনা করিয়া তুলিতেছি। আজকাল মেয়ে দেখাইতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া দেখাইতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকের প্রধান সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্ম। যখন এইরূপ করিয়া দেখান হয়, কন্যার নিজের মনের ভাব কি হয়? জীবনের উপর কি তাহার ঘৃণা হয় না। আবার বরপক্ষের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া মেয়ের গায়ের কাপড় পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখেন। কিন্তু বরের স্বাস্থ্যের কথা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিবার কথা তুলিলেই সর্ব্বনাশ। সেটা, বরের পক্ষে অপমানের কথা—যদিও পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইতে লজ্জা পাইবার কথা নয়, যদিও আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তবে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান আবশ্যকতা যে শুধু কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধির সহায়তার জন্য তাহা নয়। একথা বোধ হয় নির্ব্বিবাদে বলা যায় যে বরের বাপ যদিও অল্প দাবী করিয়া সন্তুষ্ট হন, অন্ততঃ বিবাহ হইয়া গেলে পর যাহা পাইয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ্য তৃপ্তি প্রকাশ করেন; বরের মা কখন অল্প দাবীতে সন্তুষ্ট হন না এবং পাওনা লইয়া নিন্দীবাদ করিতে ছাড়েন না। তাহার কারণ যে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক নিজ পুত্রের অসাধারণ মূল্যই দেখিয়া থাকেন, নূতন বধূর মনোকষ্টের দিকে দৃষ্টি রাখিতে অসমর্থা এবং এই কু-প্রথার দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে বুঝিতে পারেন না। শিক্ষিত ব্যক্তি আবার যদিও বুঝেন যে "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" কথাটা ঠিক, অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক কখন তাহা বুঝেন না। তাঁহাদের কন্যাপক্ষ হইতে সুন্দরী কন্যা ও প্রচুর অর্থ, অলঙ্কার চাই ছেলে যেমনই হউক এবং কন্যার মাতা হইলে কন্যা যেমনই হউক তাহার শ্বশুরবাটী পাথরে মোড়া এবং ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখা সমেত বৃহৎ ত্রিতল না হইলে চলিবে না এবং মোটর গাড়ী তাহাদের না থাকিলে হইবে না।

অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক কখন বরের বিদ্যা, স্বাস্থ্য, অঙ্গ সৌষ্ঠব বা বংশমর্য্যাদা বোঝেন না। তাঁহারা বরের ফর্সা রং, feminine beauty (ভোগবিলাসলব্ধ স্ত্রীলোকের উপযোগী সৌন্দর্য্য, ও বিলাসিতার সামর্থই বোঝেন। বলিষ্ঠ পুরুষ হইলে সে চাষার মত তাঁহারা মনে করেন। অর্থপূজা এতই বাড়িয়াছে যে অর্থবান হইলে সামান্য চরিত্রদোষ ও নেশায়ও দোষ নাই। এই মোহ এতই বাড়িয়াছে যে "যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ" কথাটার মানে তাঁহারা বুঝেন না। আমাদের একটা কথা আছে—"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" কিন্তু চরিত্রহীন বা চরিত্র যাহার গঠন হয় নাই এমন সুপুরুষ এর চরিত্র যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা ভয়ানক বিপদজনক তাহা কে না বুঝিতে পারে? ইহার উপর তাহার স্ত্রী যদি অসুন্দর হয় এবং সে নিজে অর্থবান হয় তাহার নিকট স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন বা সাংসারিক সুখের আশা কত করা যায়? অথচ অর্থদণ্ড করিয়া, ছেলেকে বা ছেলের বাপকে ঘুস দিয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া "সুন্দর" ও ধনবান বর চাই।

দ্বিতীয় উপায়, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিবাহ তুলিয়া দেওয়া। শ্রেণী ভিন্নতায় যখন বিবাহের ব্যাঘাত থাকিবে না এবং যখন মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ চলিবে তখন অত্যাচার কমিবার কিছু আশা আছে। এ বিষয় বেশী বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় উপায়, আইন। অর্থের আদর এবং জাতির নীতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দাবী দাওয়া আইন বিরুদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। অনেক বিষয়ে 'একঘরে' করা দেখা যায়, কিন্তু সামাজিক বা নৈতিক বিষয়ে তাহা দেখা যায় না আজ কাল। আর্থিক বিষয়ে অপরাধীকে কতকটা দেখা যায়, কিন্তু অর্থলোভী কিম্বা চোরও যখন ধনী হইয়া পড়েন তখন তিনি আদৃত। প্রকৃত কথা যে সমাজের সে বন্ধন নাই, সমাজের ধর্ম্মভাব লোপ পাইতেছে। এখন দুশ্চরিত্র বা নেশাখোরকে কেহ জাতে ঠেলে না। তখন কি দাবী দাওয়ার জন্য কেহ ঠেলিবে? সমাজের উচ্চ আসনে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও এই দোষে দূষিত। তাঁহারা যে উচ্চ আসনে তবুও থাকিতে পাইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায় সমাজের কি দুরবস্থা। "একঘরে" করিবার অধিকার কার? কে কার কথা শোনে? এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ছাড়া উপায় কি? অনেকে বলিবেন সামাজিক বিষয়েও আবার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কি ভয়ানক কথা! যে যাহাই বলুন, আমার বোধ হয় আর কাল বিলম্ব না করিয়া যেরূপেই হউক ইহার প্রতীকার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

চতুর্থ উপায়, বিবাহে বৃথা ব্যয় উঠাইয়া দেওয়া ও নিমন্ত্রণ প্রথার পরিবর্ত্তন করা। দেশে অর্থাভাব, প্রাণধারণোপযোগী আহার ও আচ্ছাদন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বরানুগমনে বৃথা অর্থব্যয় করিতে হইবে, সহস্র লোককে বিবাহোপলক্ষে কালিয়া পোলাও করিয়া খাওয়াইতে হইবে এবং তৎসহিত যাঁহারা খাইবেন তাঁহাদেরও শরীরের উপর অত্যাচার করিতে হইবে (কারণ অনেক লোককে রাত্রে মৎস্য মাংস খাওয়াইলেই মৎস্য মাংস দূষিত হইয়া উঠা সম্ভব) এবং বিবাহ রাত্রের অপদার্থ কবিতা ছাপাইয়া বৃথা ব্যয় করিতে হইবে এবং এই সকল অর্থ পাকে প্রকারে কন্যাপক্ষকে বহন করিতে হইবে। বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করাতেও কত শত টাকা ব্যয় হয় তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন। ডাকে নিমন্ত্রণ করিলে শুধু অর্থব্যয় কমিয়া যায় তাহা নয়, যাহারা বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে তাহাদের প্রাণান্ত হয় না এবং তাহারা নিজের বাজার করিতে পারেন, ফলে দ্রব্যাদিও ভাল হয় এবং অল্পমূল্যে সংগ্রহ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন যে ডাকে নিমন্ত্রণ কিছুতেই মঞ্জুর নয়। কিন্তু আমাদের আজকাল আত্মীয় বন্ধুদের উপর এতই ভালবাসা যে বাড়ী বাড়ী গিয়া অনর্থক অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট না দিলে সুখ হয় না। যদি ত বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিলে

অনেক সময়ই নিমন্ত্রণকারীও নিমন্ত্রিতের দেখাই হয় না। সুখের কথা যে বরানুগমনে অনেকেই ব্যয় করিতেছেন না।

চতুর্থ উপায়, কন্যার জন্ম প্রজননহ্রস্বতা। কেহ কেহ হয়ত হাঁসিবেন, কেহ কেহ বলিবেন ইহা কি সম্ভব? বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু তাহা বলেন না। তাঁহাদের মতে অচিরে এ বিষয়ে উপায় নির্নীত হইবে। এখন পর্য্যন্ত অধিকাংশের মত যে প্রথম সন্তান পুত্র কি কন্যা হইবে তাহা চেষ্টাসাধ্য নয়, কিন্তু তাহার পর কতকটা পারা যায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে কর্ত্তব্য নয়। যদি কেহ ইচ্ছা করেন ই-আর-ডস্‌ন্ প্রণীত "Causation of Sex in Man." পাঠ করিবেন।

ষষ্ঠ বা শেষ উপায়, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও সৎসাহস। যাহারা প্রকৃতই দাবী দাওয়ার বিরোধী তাঁহারা চিন্তাহীন হইয়া যেন আর আত্মীয় কুটুম্বদের উপর বিবাহের কথাবার্ত্তার ভার না দেন, দূষিত বিবাহে বা যে সকল বিবাহে অযথা ব্যয় হইতেছে সে সকল বিবাহে যোগদান না কয়রন। বুঝিয়াও যাহারা এরূপ বিবাহে যোগদান করেন, তাঁহারাও দোষী—culpable ও accomplice. নিজের খুব নিকট আত্মীয় বা নিজ বাটীর হইলেও যোগদান করা কর্ত্তব্য নয়। এরূপ সৎসাহস ও সৎদৃষ্টান্তে অনেক কাজ হয়। এইরূপ করিলেই লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। শত বক্তৃতায় তাহা হইবে না।

এই প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশের বিষয় পৃথকভাবে বলিবার আবশ্যকতা নাই। উপঢৌকন বরানুগমন প্রভৃতিতে ব্যয়বাহুল্য ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়ের পণপ্রথার প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে।

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।

একার ও গণেশ

হিন্দুরা সর্ব্বকার্য্যের প্রারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশন গণেশের বন্দনা করেন। হিন্দুর গৃহদ্বারের ঠিক সম্মুখেই সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটা অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য থাকিলেও থাকিতে পারে। সচরাচর ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁহারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাঁহাদিগকেই দেবত্ব-পদ প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ, জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহত্ব লাভ করিলেই হিন্দুর কাছে দেবত্ব আসন পাইয়া থাকেন। বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকল মহাপুরুষেরাই এইরূপে মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বের আসনে উন্নীত হইয়াছেন।

আমাদের গণেশঠাকুরও এই কারণে দেবত্বে আরুঢ় হইয়া হিন্দু-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। পুরুষের গুণের কাছে তাহার কুরূপ আদি লোকে কিছুই দেখিতে চায় না। গজানন গণেশের সম্ভবতঃ হস্তীর ন্যায় মুখের আকৃতি কিম্ভূতকিমাকার ছিল। তাহা সত্বেও কেবল গুণের জন্য সেই বিকৃত অঙ্গেরও না জানি স্তব স্তুতিতে কত বর্ণনা—কত না প্রশংসা! এমন কি সুন্দরীর অঙ্গরাগ সিন্দূর দিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা।

"তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়োহসি সিন্দুরেণ সদানর" (১)

গণেশঠাকুর আজীবন বিকৃত অঙ্গ হস্তীমুণ্ড বহন করিয়া যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে পুরাণাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গেছেন, সেই জন্য তিনি আজ দেবতার আসনে সমারূঢ়। সেই কারণে সকল কাজে, বিশেষতঃ হিন্দুসাহিত্যের

(১) শিবপুরাণ জ্ঞান সংহিতা ২৪শ অধ্যায়।

মুখপত্রে গণেশের বন্দনা বা গণেশের নমস্কার প্রচলিত প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহত্ব লাভ করিয়া গণেশঠাকুর আজ বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধিদাতা নামে সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। মহাভারতে গণেশ 'সর্ব্বজ্ঞ' বিশেষণে বিশিষ্ট। (২) ভারতের প্রসিদ্ধ গায়ক-কবি তানসেন তাঁহার একটি গানে গাহিয়াছেন—

"জ্ঞানপতি গণেশ
বিদ্যাপতি মহেশ
পৃথ্বীপতি নরেশ
বল্লপতি হনুমান।"

পুরাণে গণেশ যে, 'জ্ঞানপতি' বা 'সর্ব্বজ্ঞ' আদি বিশেষণে সম্মানিত হইয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লেখকের পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। লেখক হিসাবে তাঁহার যে কি গুণপণা মহাভারতের উক্তি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদব্যাস যখন গণেশকে মহাভারতের লেখক হইতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন গণপতি বলিতেছেন—"আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি।" (২) সেই পুরাকালে গণেশের মত জ্ঞানী লিপিকরের উদয় না হইলে হিন্দুদের পুরাণাদি গ্রন্থ সব কোথায় লোপ পাইয়া যেত। একালের ছাপাখানার দ্বারা যে কাজ হইতেছে সে কালে অদ্বিতীয় লিপিকর মহাজ্ঞানী গণেশের দ্বারা হস্তমুদ্রাযন্ত্রে সেই কাজ সাধিত হইয়াছিল। লিপিদ্বারা গ্রন্থাদি সাহিত্য প্রচারে আজীবন ব্রতী ছিলেন বলিয়াই হিন্দুরা গ্রন্থারম্ভে বা কোনরূপ সাহিত্যচর্চ্চার প্রারম্ভে গণেশ ঠাকুরকে নমস্কার না করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন না।

লিপিকর বলিয়া গণেশের খ্যাতি শুদ্ধ ভারতে কেন, জগতের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠকগণকে আজ তাহারি একটি সামান্য নিদর্শন দেখাইব। ইংরাজী বর্ণমালার আদ্যক্ষর একারের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই গণেশের মাহাত্ম্য যে, দেশ বিদেশে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। রোমান বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটিতেই দেখিতে পাই, উহার ভিতরে কতকাল থেকে আমাদের গণেশ মূর্ত্তি মাটী চাপা পড়িয়া আছে। এই প্রবন্ধে আজ আমরা সেই বিষয়ই উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত। মিশর বা মেসোপটেমিয়ার

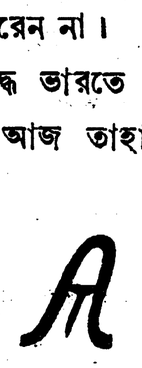

(২) মহাভারত আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়।

একার ও গণেশ

হিন্দুরা সর্ব্বকার্য্যের প্রারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশন গণেশের বন্দনা করেন। হিন্দুর গৃহদ্বারের ঠিক সম্মুখেই সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটা অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য থাকিলেও থাকিতে পারে। সচরাচর ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁহারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাঁহাদিগকেই দেবত্ব-পদ প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ, জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহত্ব লাভ করিলেই হিন্দুর কাছে দেবত্ব আসন পাইয়া থাকেন। বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকল মহাপুরুষেরাই এইরূপে মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বের আসনে উন্নীত হইয়াছেন।

আমাদের গণেশঠাকুরও এই কারণে দেবত্বে আরূঢ় হইয়া হিন্দু-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। পুরুষের গুণের কাছে তাহার কুরূপ আদি লোকে কিছুই দেখিতে চায় না। গজানন গণেশের সম্ভবতঃ হস্তীর ন্যায় মুখের আকৃতি কিম্ভূতকিমাকার ছিল। তাহা সত্বেও কেবল গুণের জন্য সেই বিকৃত অঙ্গেরও না জানি স্তব স্তুতিতে কত বর্ণনা—কত না প্রশংসা! এমন কি সুন্দরীর অঙ্গরাগ সিন্দূর দিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা।

"তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়োঽসি সিন্দুরেণ সদানর" (১)

গণেশঠাকুর আজীবন বিকৃত অঙ্গ হস্তীমুণ্ড বহন করিয়া যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে পুরাণাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গেছেন, সেই জন্য তিনি আজ দেবতার আসনে সমারূঢ়। সেই কারণে সকল কাজে, বিশেষতঃ হিন্দুসাহিত্যের

(১) শিবপুরাণ জ্ঞান সংহিতা ২৪শ অধ্যায়।

মুখপত্রে গণেশের বন্দনা বা গণেশের নমস্কার প্রচলিত প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহত্ব লাভ করিয়া গণেশঠাকুর আজ বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধিদাতা নামে সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। মহাভারতে গণেশ 'সর্ব্বজ্ঞ' বিশেষণে বিশিষ্ট! (২) ভারতের প্রসিদ্ধ গায়ক-কবি তানসেন তাঁহার একটি গানে গাহিয়াছেন—

"জ্ঞানপতি গণেশ
বিদ্যাপতি মহেশ
পৃথ্বীপতি নরেশ
বলপতি হনুমান।"

পুরাণে গণেশ যে, 'জ্ঞানপতি' বা 'সর্ব্বজ্ঞ' আদি বিশেষণে সম্মানিত হইয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লেখকের পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। লেখক হিসাবে তাঁহার যে কি গুণপণা মহাভারতের উক্তি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদব্যাস যখন গণেশকে মহাভারতের লেখক হইতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন গণপতি বলিতেছেন—"আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি অমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি।" (২) সেই পুরাকালে গণেশের মত জ্ঞানী লিপিকরের উদয় না হইলে হিন্দুদের পুরাণাদি গ্রন্থ সব কোথায় লোপ পাইয়া যেত। একালের ছাপাখানার দ্বারা যে কাজ হইতেছে সে কালে অদ্বিতীয় লিপিকর মহাজ্ঞানী গণেশের দ্বারা হস্তমুদ্রাযন্ত্রে সেই কাজ সাধিত হইয়াছিল। লিপিদ্বারা গ্রন্থাদি সাহিত্য প্রচারে আজীবন ব্রতী ছিলেন বলিয়াই হিন্দুরা গ্রন্থারম্ভে বা কোনরূপ সাহিত্যচর্চ্চার প্রারম্ভে গণেশ ঠাকুরকে নমস্কার না করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন না।

লিপিকর বলিয়া গণেশের খ্যাতি শুদ্ধ ভারতে কেন, জগতের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠকগণকে আজ তাহারি একটি সামান্য নিদর্শন দেখাইব। ইংরাজী বর্ণমালার আদ্যক্ষর একারের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই গণেশের মাহাত্ম্য যে, দেশ বিদেশে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। রোমান বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটিতেই দেখিতে পাই, উহার ভিতরে কতকাল থেকে আমাদের গণেশ মূর্ত্তি মাটী চাপা পড়িয়া আছে। এই প্রবন্ধে আজ আমরা সেই বিষয়ই উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত। মিশর বা মেসোপটেমিয়ার

(২) মহাভারত আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়।

আবিষ্কৃত মাটী-চাপা মন্দিরাদি অপেক্ষা ইহা যে কত বিস্ময়োদ্দীপক তাহা বলা যায় না।

ইংরাজী বর্ণমালার আদ্যক্ষর বড় একারের আকৃতি ঠিক হাতীর মুখের অনুরূপ। হাতীর মুখের যেমন দুই দিকে দুইটা

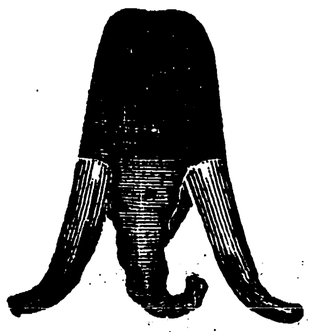

দাঁত বাহির হইয়া থাকে এবং তাহার মধ্যখানে যেমন শুঁড়টী বিলম্বিত; ইংরাজী বর্ণমালার আদ্যাক্ষর এর চেহারাতেও ঠিক তাহাই প্রকাশ। ইংরাজী একারের দুই পার্শ্ববর্ত্তী যে দুইটি বক্ররেখা দেখিতেছ, উঁহারা হস্তীমুখের দুই পাশের দুইটা দাঁত ছাড়া কিছু নয়। আর মধ্যিখানে যে একটা রেখা লম্বমান তাহা শুণ্ডেরই প্রতিরূপ।

হস্তী--মুখের নিম্নস্থিত শুণ্ডভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের

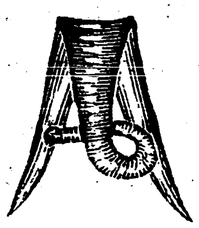

কথার যথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অনুমান করেন যে রোমান্ বর্ণমালার বড় একারটি বৃষমুণ্ডেরই অনুকরণ মাত্র। আমরা সোজাসুজি একারের যে বক্র রেখা দুইটিকে হস্তীর দন্তদ্বয় বলিয়াছি, উঁহারা সেই দুইটী রেখাকে বৃষের শৃঙ্গ বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু পাঠকগণ দেখিবেন, ইংরাজী একারটী উল্টাইয়া না লিখিলে বৃষ-মস্তকের অনুরূপ হইতে পারে না। তবে এ উল্ট পথে যাই কেন?

বিশেষতঃ যখন হস্তী-মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। আরো একটী কথা, ইংরাজী একার "এলফা" (Alpha) নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, এই Alpha শব্দ এবং হস্তীবাচক "এলিফান্ট" Elephant শব্দ উভয়ের মূল একই হিব্রু "এলিফ" (eleph) শব্দ। (৩) কিছুকাল পূর্ব্বে কোন ইংরাজ

(৩) হিব্রু ভাষায় এলিফ শব্দ আদিতে বৃষ অর্থদ্যোতক ছিল।

পণ্ডিত এই "এলিফ" (eleph, শব্দকে আরবী এল্ ও সংস্কৃত হস্তীবাচক 'ইভ' শব্দের সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, ইংরাজী আদ্যক্ষর একারের সঙ্গে হস্তী মুখের এতটা অন্তর্নিহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। গজাননের অনুকরণেই যে একারের মূর্ত্তি গঠন করা হইয়াছে আমাদের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

ইংরাজী বর্ণলিপির প্রথম অক্ষর যে হাতীর চেহারা থেকে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা হস্তী বা গজদন্তের প্রতি আদর-বশতঃ নয়, উহা যে গজানন গণেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য তাহাই মনে হয়। আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি সাহিত্য চর্চ্চার আদিতে গজানন গণেশের স্মরণ বা উঁহার মূর্ত্তি স্থাপন হিন্দুর প্রচলিত প্রথা। খুব সম্ভবতঃ বিদেশেও এই প্রথা প্রচারিত হইয়াছিল, তাই দেখিতে পাই, লেখারম্ভের মুখপাতেই ইংরাজী বর্ণমালার আদ্যক্ষর একারে

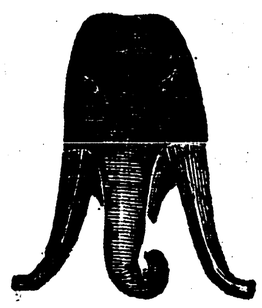

গজানন * গণেশের আবাহন করা হইয়াছে।—ইহা বর্ণমালা প্রবেশের দরজায় গণেশ মূর্ত্তি স্থাপনা ভিন্ন আর কিছু নয়। 'আমাদের এই কথা ইংরাজী বর্ণমালার ছোট একারের দ্বারাও দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন হইবে। যাঁহারা বৃষমস্তকের সঙ্গে বড় একারের সাদৃশ্য প্রদর্শনের পক্ষপাতী তাঁহারা কিছুতেই ছোট একারের (a) সঙ্গে সে সাদৃশ্য দেখাইতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা দেখাইব, যেমন বড় Aকারে তেমনি ছোট একারের মধ্যেও গজানন মূর্ত্তি অন্তর্নিবিষ্ট।

ইংরাজী বড় একারের আকৃতিতে দন্তসমেত গজাননটুকু মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু ছোট একারটির আকৃতিতে আরো অগ্রসর হইয়া "গজবদন লম্বোদর" গণেশ ঠাকুরের সমগ্র মূর্ত্তিটি পরিস্ফুট। ইংরাজী ছোট এ (a) অক্ষরটীর পানে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, দেখিবে, যে উহা হস্তী-মুণ্ডধারী গণেশের হুবহু অনুকরণ—গণেশরই প্রতিরূপ। লম্বোদর গজাননের যেমনটি রূপবর্ণনা দেখা যায়, ইংরাজী ছোট একারে তাহার সকলি বিদ্যমান। ঐ দেখ গণেশের শুঁড় ও লম্বোদর বা ভুঁড়ি ইংরাজী ছোট একারে ঠিকটা বজায় আছে কি না! এই ছোট একারে গজানন লম্বোদরের পাশের মূর্ত্তি যেন অবিকল অঙ্কিত। একারের ঠিক পিছনে যে একটু ন্যাজ দেখিতেছ, উটিও গণেশ-বাহন ইঁদুরের ন্যাজ নিশ্চয়ই।

এখন পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে এই যে, ইংরাজী অক্ষরকে গজানন গণেশ মূর্ত্তির প্রতিরূপ করিয়া লাভ কি? লাভ আর কিছু নয়, লিপির প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রথমে বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধি দাতা গণেশঠাকুরের মূর্ত্তি স্থাপন। আসল কথা এই যে গণেশঠাকুর সেকালের অদ্বিতীয় লিপিকর বা লেখক ছিলেন, লিপিকর ও বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধিদাতা বলিয়া তাঁহার সর্ব্বত্র খ্যাতি ছিল। সেই কারণে অক্ষর আবিষ্কর্ত্তার গণেশকে বর্ণমালায় প্রথম আসন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

a

য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে, ফিনিশিয়েরাই রোমান বর্ণমালার জন্মদাতা। ফিনিশিয়দের কাছে থেকে প্রথমে উহা গ্রীকরা হস্তগত করে। ক্রমে ঐ বর্ণমালা য়ুরোপের নানাদেশে গৃহীত হয়। ফিনিশিয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে মিশর বাসীদিগের কাছে অনেকটা ঋণী ছিল। মিসরবাসীরা প্রথম জীবজন্তুর ছবির দ্বারা বর্ণগুলি জ্ঞাপন করিতেন। সেকালে মিসরবাসী ও ফিনিশিয়দের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিশেষ যোগাযোগ চলিত। সেই পুরাকালে ভারতমাতা সাহিত্যে, জ্ঞানে কর্ম্মে সকল দেশের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন, সেই কারণে, রোমান্ বর্ণমালার আবিষ্কর্ত্তা যে কেহই হউক না কেন, ভারতের অদ্বিতীয় লিপিকর পুরাণাদির লেখক গণেশ ঠাকুরকে ঐটুকু শ্রদ্ধা ও সম্মান না করিয়া যাইতে পারেন নাই। সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রোমান বর্ণমালার মুখপাত করিয়াছেন আশ্চর্য্য এই যে পূর্ব্বে হিন্দুর গণেশ মূর্ত্তি-সম্বলিত অক্ষরটি বহুকাল যাবৎ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌত্তলিকতার বিরোধী চিহ্নরূপে (symbol) ব্যবহৃত হইত। (৫)

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে মাসিক পত্র "সারদা, হইতে উদ্ধৃত।

(৪) ইংরাজী ছোট আকারের (a) সঙ্গে আমাদের বাঙ্গলা অক্ষর (এ) একারের বড়ই মিল দেখা যায়। উভয়ের চেহারায় খুব সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গলা একারে যেন মনে হয় গণেশ ঠাকুর পাটি ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। বাঙ্গলা ও রোমান্ একারের এই সাদৃশ্য যে কি করিয়া আসিল তাহা কে বলিবে?

(৫) These two letters (Alpha & Omega) used as a symbol of the Divine Being. They were also formerly the symbol of Christianity and engraved accordingly on the tombs of the ancient Christians to distinguish them from those of idolators. The New Popular Encyclopædia—Editor, Charles Annandale, M.A., L.L.D. Our Alphabet, like most of those of mordern Europe, is derived directly from the Latin, but owes its ultimate origin to the Phœnicians, which gave birth to the Anci nt Greek, the Gothic Etc. ** * It would appear that the Phœnicians themselves borrowed their alphabet from the hiaratic alphabet of Egypt, whence also the Hebrews may have obtained them during their long stay in the country. The New Popular Encycolopaedia. According to this view the alphabet was borrowed by the Phœnicians from the cursjng form of Egyptian hieroglyphics. Encyclopædia Britanica.

* সেমিটিক ও হেমিটিক বর্ণমালার আদিতেই যে সিদ্ধিদাতাগণেশ রহিয়াছেন, এবং হিন্দুদের বর্ণমালার অগ্রে না গিয়া ৭ম বর্ণে প্রকাশ পাইয়াছেন, আমাদে তাহা মনে হয় না। আমাদে

বিমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সঙ্গাভঙ্গের পর সকলেই চলিয়া গেল, কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় ও কীর্ত্তিবাবু সভাস্থলেই বসিয়া রহিলেন। সকলে চলিয়া গেলে পর কীর্ত্তিবাবু বলিল "তর্কালঙ্কার মহাশয়, আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়াচার দিয়া আমরা কি করিব। কুলীনদের সমাজে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান। সত্যব্রতের ইচ্ছা আমরা সকলে পৈতা লইয়া এক পর্য্যায় ভুক্ত হই। বাঙ্গালে ও কুলীন যে পার্থক্য ছিল তাহা উঠিয়া যাউক।"

তর্কালঙ্কার—ঠিক কথা বলিয়াছেন। সত্যব্রতের তাই ইচ্ছা। এম্-এ পাশ করিয়াছে কি না, সে মনে করে তার মত জ্ঞানী, মানী ও বিচক্ষণ লোক আর নাই। শুনিলেন ত' তার অহঙ্কার পূর্ণ কথাগুলি। পুরোহিত শ্রেণী ও কুলীন শ্রেণী উভয়ই সে নষ্ট করিতে চায়।

কীর্ত্তিবাবু—এখন বলুন দেখি কি করা যায়। যেরূপ ভাব দেখিলাম, সত্যব্রতকে একঘ'রে করিলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। এখন কি ভাবে তাহাকে জব্দ করা যায়?

তর্কালঙ্কার—সে কি! আপনি জমিদার হইয়া সে পরামর্শ খুঁজিয়া পান না! আবার আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন! কত বিদ্রোহী প্রজা আপনি শাসন করিয়াছেন, কত শত বিদ্রোহী প্রজার ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে ভিটা হইতে উচ্ছন্ন করিয়াছেন, আর এক সত্যব্রতকে জব্দ করিবায় পথ আপনি খুঁজিয়া পান না।

কীর্ত্তিবাবু—ঠিকই বলিয়াছেন। সত্যব্রত সামাজিক শাসনের বশ হইবে না। জমীদারী শাসন না হইলে চলিবে না। তাহার ঘর দরজা পুড়াইয়া তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত, কিন্তু দেখিবেন একথা যেন ঘূর্ণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। আদৌ সামাজিক শাসনই করিয়া দেখা যাইক। ব্যাটাকে জব্দ করিতে হইবে।

তর্কালঙ্কার—এইত প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদারের মত কথা, এইত' সমাজ সমাজপতির উপযুক্ত কাজ। সত্যব্রতের মত কণ্টকগুলি সমাজদেহ হইতে উঠাইয়া ফেলিতেই হইবে।

প্রাচীনেরা লিখিবার আরম্ভে যে "৺৭" আঁজি অক্ষরটী লিখিতেন, ঐ অক্ষরটীই যে সিদ্ধিদাতা গণেশের কঙ্কালাবশিষ্ট ইহাই বিশ্বাস হয়। কাঃ সঃ সং

এইরূপ পরামর্শ করিয়া কীর্ত্তিবাবু ও তর্কালঙ্কার মহাশয় চলিয়া গেলেন। এদিকে সভা হইতে আসিয়া অবধিই বিমলার মনটি ভাল ছিলনা। সত্যব্রত বাবুর প্রতি যে অন্যায় অত্যাচারের সূচনা হইল তাহাতে তাহার কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পর সে তাহার ভাই কান্তিবাবুর তল্লাসে বাহির হইল। পথেই কান্তিবাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিল 'দাদা, আজ তোমরা একি কাজ করিলে? বিনাদোষে সত্যব্রত বাবুর প্রতি উৎপীড়নের আদেশ! বাবার একি মতি হইল বুঝিতে পারিলাম না। সত্যব্রত বাবু যাহা বলিয়াছেন সবই ঠিক। আমার মনে হয় আমাদেয় সকলেরই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা কখনই ঘৃণিত শূদ্র হইতে পারিনা।

কান্তিবাবু—কি করিব বোন, পিতার কথার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারি না। সত্যব্রত বাবুর জন্য আমার মনেও কষ্ট হইতেছে। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় যখন বিরূপ, তখন সত্যব্রত বাবুর অদৃষ্টে না জানি কও কষ্ট রহিয়াছে।

বিমলা - সত্যব্রত বাবুকে ত' সমাজ হইতে আল্‌গা করিয়াই দেওয়া হইল, আবার তার প্রতি আর কি অত্যাচার হইতে পারে?

কান্তিবাবু—পারে, অনেক প্রকার অত্যাচার হইতে পারে, তাহাকে সমাজ চ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না; পিতা মহাশয় ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যেরূপ ভাব দেখিলাম, সত্যব্রত বাবুকে ভিটা হইতে উচ্ছন্ন না করিয়া ছাড়িবেন না।

বিমলা—একজন নিরপরাধ লোকের প্রতি এরূপ অত্যাচার হইবে, অথচ তোমরা গ্রামের দশজন নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিবে! তোমাদের মধ্যে কি একটু ও মনুষ্যত্ব নাই!

কান্তিবাবু—কি করিব! এগ্রামে বাবার ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে দাড়ায় এমন সাহস কে করে? যে তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যাবে তারই সত্যব্রতের মত অবস্থা হইবে। এমতাবস্থায় কে অনর্থক বিপদগ্রস্থ হইতে যায়।

বিমলা—অনর্থক নয় দাদা। একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে প্রবলের অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করার দরুণ বিপদের সম্মুখীন হওয়া অনর্থক নয়।

কান্তিবাবু—কি করিব? পিতার বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারিনা।

বিমলা—বিরুদ্ধে দাড়াইতে হইবে কেন? পিতাকে বুঝাইয়া বল নিশ্চয়ই বুঝিবেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কূট মন্ত্রনায় তিনি ভুলিয়াছেন, তুমি বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয়ই তাঁহার ভ্রম ঘুচিবে।

কান্তিবাবু—আচ্ছা, এখনই আমি বাবার নিকট যাইতেছি, দেখি, তাঁহাকে বলিয়া কোনও ফল হয় কিনা।

কীর্ত্তিবাবু সভা হইতে আসিয়া অবধি নিজ বিশ্রাম প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভাবিতেছেন "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামান্য বাঙ্গালের ছেলে হইয়া সত্যব্রতের এত অহঙ্কার! আমাকে অপমান! এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণালয় সমাজে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে কেহই সাহস পায় নাই। আজ সামান্য সত্যব্রত আমার বিচার অমান্য করিল, আমার আদেশ লঙ্ঘন করিল; সভার মধ্যেই আমার বাক্যের প্রতিবার্দ করিল! ব্যাটার এত সাহস! শৃগাল হ'য়ে সিংহের প্রতিদ্বন্দিতা! ব্যাটাকে জব্দ করিতেই হইবে। নতুবা সমাজে আর আমার প্রতিপত্তিটিকে কই? ব্যাটার দেখা দেখি আর কেহই সমাজপতিকে মানিবে না। সমাজবন্ধন একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুলীনের আর সেরূপ সম্মান থাকিবে না।" কর্ত্তিবাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় কান্তিবাবু অসিয়া পিতার পার্শে উপবেশন করিলেন। পুত্রকে দেখিয়াই পিতা বলিতে লাগিলেন—'কান্তি, দেখিলে ত' সত্য ছোঁড়াটার ধৃষ্টতা। সে আমার মুখের উপরই আমার আদেশের প্রতিবাদ করিল, একটু ইতস্ততঃ ও করিল না। সত্যের মত ছোঁড়া সমাজে প্রশ্রয় পাইলে আর আমাদের মান সম্মান বজায় থাকিবেনা। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে। দেখা যাউক সমাজচ্যুত হইয়া সে কি ভাবে চলে।

কান্তিবাবু—কিন্তু বাবা, সত্যবাবু যাহা বলিলেন সবই যেন সত্য। আমাদের তর্কালঙ্কার মহাশয়ও একটি কথারও সদুত্তর দিতে পারিলেন না। একটি শাস্ত্রীয় বচন ও দেখাইতে পারিলেন না। আমার মনে হয় আমরা যেন বস্তুতঃই ক্ষত্রিয়। যদি ক্ষত্রিয় সন্তানই হইয়া থাকি তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াবার গ্রহণ করাইত সঙ্গত।

কীর্ত্তিবাবু—ছেলে মানুষ! তোমরা সব বুঝবে না। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে যে কি কি অসুবিধা রহিয়াছে তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে? আমরা শ্রেষ্ট কুলীন। সমাজে আমাদের প্রতিপত্তি কত। গলায় কয়েক গাছা সুতা দিলে আমাদের মর্য্যাদা বাড়িবে, না কমিবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? গলায় পৈতা দিয়া সকলেই যদি ক্ষত্রিয় হইব, তাহা হইলে সত্যব্রত রক্ষিত ও কান্তি কুমার বসুর মধ্যে তফাৎটা কি রহিল? সকলেই ত' ক্ষত্রিয়, সকলেই সমান। তখন কি আর শ্রেষ্ট কুলীন বলিয়া তুমি সম্মান পাইবে?

কান্তিবাবু—পাইব না কেন? যদি কুলীনের মত গুণবান হই তবে লোকে সম্মান করিবে না কেন? গুণের আদর সর্ব্বত্রই থাকিবে। তবে যদিগুণহীন হইয়া সমাজে সম্মান লাভের দাবী করি, সে দাবী কতদিন টিকিবে? পুরাকালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কি উচ্চ নীচ ছিল না? যুধিষ্ঠিরের মত সম্মান কি সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা পাইয়াছে?

কীর্ত্তিবাবু—মূর্খ! নিজের পায় নিজে কুঠার বসাইতে চাও। বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে যদি সম্মান লাভ করিতে পারা যায়, তাহা ছাড়ে কে? গুণ অগুণ বুঝি না। কুলীনের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেই কুলীন হইবে এই হচ্ছে সমাজের নিয়ম। এই নিয়মের সুবিধা সুযোগ ছাড়া কি মূর্খতা নয়? তার পর আরও দেখ, আজ যদি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করি, তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণ আমাদের সংশ্রব ছাড়িয়া দিবে। তখন আমরা ব্রাহ্মণ পাইব কোথায় ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? মনে করিতে পার তফাৎ হইতে ব্রাহ্মণ আনিবে, কিন্তু কি পরিমাণ অর্থব্যয় হইবে একবার ভাবিয়াছ কি? সব দিক ভাবিয়াই আমি সত্যব্রতের মতে মত দিতে পারি নাই।

কান্তিবাবু—আমরা গ্রামের জমিদার, আমরা শ্রেষ্ঠ কুলীন, আমরা সমাজের নেতা। আমরা যদি সামাজিক আন্দোলনে যোগ না দেই, ব্রাহ্মণ পাইব না আর্থিক ক্ষতি হইবে এই ভয়ে যদি সঙ্গত বুঝিয়াও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে পশ্চাৎপদ হই, তাহা কি আমাদের পক্ষে কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার কাজ হইবে না? আর ব্রাহ্মণই বা পাইব না কেন? সমাজে জ্ঞানী, উদারচেতা বহুতর ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তাহারা যদি বুঝেন যে আমরা বস্তুতঃই ক্ষত্রিয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের আন্দোলনে যোগ দিবেন।

কীর্ত্তিবাবু—তুমি যতই বলনা কেন, তোমার মতে আমি মত দিতে পারি না। সত্যব্রত আজ সভাস্থলে আমার যেরূপ অপমান করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ না নিয়া আমি কোন মতেই ক্ষান্ত হইব না। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা! বাঙ্গালের ছেলে হইয়া সমাজপতির বিচারে প্রতিবাদ! ধৃষ্টতা দেখ। সমাজচ্যুত হইয়াও যদি তাহার শিক্ষা না হয়, দাঁতে কুটা করিয়া আমার নিকট আসিয়া ক্ষমা না চায় তাহার রক্ষা নাই। কৃষ্ণনগর গ্রাম হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিব। যাউক, তুমি ছেলে মানুষ, তোমার এ সব আলোচনার আবশ্যকতা নাই। পিতা যাহা সঙ্গত মনে করে তাহা করিবেন, তাহাতে পুত্রের উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্তই বেয়াদবী। তুমি এখন চলিয়া যাও। এ সম্বন্ধে আর কখনও যেন তোমার কোন ও কথা আমি শুনিতে না পাই।

অগত্যা কান্তিবাবু সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। কান্তিবাবুকে বিমর্ষভাবে চলিয়া আসিতে দেখিয়াই বিমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি দাদা, বাবা কি বলিলেন? তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে কি?" কান্তিবাবু সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "তাহার মত পরিবর্ত্তন হওয়ার নয়। আর পিতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাও সন্তানের কর্ত্তব্য নয়। সুতরাং আমি আর এই সব ব্যাপারে কোনও প্রকার আলোচনাদি করিতে চাই না। তিনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন। আর তোমারও সত্যব্রতের কথা নিয়া মাথা ঘামান সঙ্গত নয়। পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন। লোকে মন্দ বলিবে।"

দাদার কথায় বিমলা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইল। মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ভগবানের নিকট সত্যব্রত বাবুর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

আজ তিন দিন হইল সত্যব্রত বাবু সমাজচ্যুত হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। কেন না গ্রামের অন্যের সংস্পর্শে যাওয়ায় তাহার কোনও আবশ্যকতা ছিল না, তাহার পরিবারে মাত্র তিনি ও তাহার বিধবা মাতা। শিব পূজা, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি কার্য্যেই সত্যব্রত বাবুর মাতার দিন এক রকম কাটিয়া যায়, বাড়ীর বাহির হওয়ার তাঁহার বড় সুযোগও ঘটে না। সুতরাং কীর্ত্তিবাবুর সামাজিক শাসনকে তুচ্ছ করিয়াই সত্যব্রতবাবু চলিতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ও কীর্ত্তিবাবু মনে করিয়াছিলেন দুই এক দিন মধ্যেই সত্যব্রত বাবু মস্তক অবনত করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া একদিন উভয়ে পরামর্শ করিয়া গ্রামের সমস্ত দোকানদার মৎস্য তরীতরকারী বিক্রেতা প্রভৃতিকে ডাকাইয়া আনিয়া সত্যব্রত বাবুর নিকট কোনও জিনিস বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এদিকে পরের দিন সত্যব্রত বাবু বাজারে গিয়া জিনিষ কিনিতে গেলে কোন দোকানদারই তাঁহার নিকট কোনও জিনিষ বিক্রয় করিল না, সকলেই বলিল—"বাবু, আপনার নিকট জিনিষ বিক্রয় করিতে কর্ত্তাবাবু নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।" শুনিয়াই সত্যব্রত বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ঘরে চাউল ছিল না, নিকটে কোথাও বাজারও ছিল না; সত্যব্রতবাবু নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, ঐ দিন একাদশী ছিল। বাড়ী আসিয়া নিজের বাগিচা হইতে কয়েকটি ফল আনিয়া মার হাতে দিয়া বলিলেন,—"মা আজ বাজারে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না, এ দ্বারাই আজিকার দিন চালাইতে হইবে।" মা বলিলেন,—"যাহা পাইয়াছিস্ তদ্দ্বারাই আমার সুন্দর চলিবে,

কিন্তু চাউল যে আনিস নাই, তোর উপায় কি হইবে?" সত্যব্রতবাবু বলিলেন —"আমার আজ শরীরটা বিশেষ ভাল না, সর্দ্দির ভাব করিয়াছে, আমি আজ কিছুই খাইব না ভাবিয়াছি। দেখি শারীরিক অবস্থা কিরূপ হয়। একটু ভাল দেখিলে রাত্রিতে না হয় কিছু ফলটল খাইয়া থাকিব। বিশেষতঃ আজ একাদশী, একাদশী পালন করিয়া দেখি কিরূপ হয়।" এই বলিয়াই সত্যব্রতবাবু তাহার পাঠ গৃহে চলিয়া আসিলেন। নিকটে কোথাও বাজার নাই। ১৫।১৬ মাইল গেলে পর কীর্ত্তিবাবুর এলাকার বাহিরে এক বাজার আছে, কিন্তু সারাদিন উপবাস করিয়া এই ১৫।১৬ মাইল তফাৎ হইতে খাদ্য সামগ্রী আনা সহজ নয়। এ দিকে মা একাদশীর উপবাস করিয়াছেন, পরদিন ৮ ঘটিকার সময় চাউল দাউল প্রস্তুত চাই, নতুবা শেষ কষ্ট হইবে, অথচ অসুখের কথা বলি ফেলিয়াছেন, বাড়ী হইতে কোথাও যাইতেও মা দিবেন না। এ অবস্থায় কি করিবেন এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্যব্রতবাবু নিতান্তই কাতর হইলেন। এ নিজ মনেই প্রীতিচিত্ত দেবকে ডাকিতে লাগিলেন।

সত্যব্রতবাবু যে বাজারে চাউল কিনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কীর্ত্তিবাবুর আদেশে যে দোকানদারগণ সত্যব্রত বাবুর নিকট চাউল বিক্রি করে না একথা বিমলার শুনিতে বাকী নাই। শুনিয়া অবধি "আহা! সত্যবাবুর এ তাঁর মার না জানি আজি কতই কষ্ট হইতেছে! বাজারের কেহই সত্যব্রত বাবুর নিকট কোন ও জিনিষ পত্র বিক্রী করিবে না, অথচ নিকটে অন্য বাজারও নাই, না খাইয়া সত্যব্রত বাবুর আর কত দিন চলিবে। এদিকে সত্যব্রতবাবুর বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া খবর নেওয়ার ও সুবিধা নাই। পিতা জানিলে নিতান্ত রাগ করিবেন।"

সারা দিন বিমলা কোনও আহার গ্রহণ করিলনা। পিতা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বলিল "আমার পেটের অসুখ আমি কিছুই খাইব না। বিমলা সারা দিন উপবাস থাকিয়া ভাবিতে লগিল কিরূপে সত্যব্রতকে এ শঙ্কট হইতে উদ্ধার করা যায়। অগত্যা একপরামর্শ মনে মনে স্থির করিয়া তাহার বিশ্বাসী পরিচারিকা হরিমতিকে ডাকাইল। হরিমতি আসিলে বলিল "দেখ হরিমতি দিদি, আজ এক বিশেষ গোপন বিষয়ে তোমার সাহায্য পাওয়ার জন্য তোমাকে ডাকাইয়াছি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিশ্বাস করিতে পারি না। শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছি, পিতার আদরে এবং তোমার যত্নেই এপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছি

তুমি সহোদরার মত যত্নে আমাকে পালন করিয়াছ। তোমার ঋণ জীবনে শোধ করিতে পারিব না। অদ্য যে বিষয়ের জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহা বড়ই গুরুতর। পিতা শুনিলে বড়ই মর্ম্মাহত হইবেন, কিন্তু কি করিব ভগবানের ইচ্ছা বুঝা ভার। তুমি ত' সবই জান। পিতা সত্যব্রত বাবুকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। শুনিলাম, অদ্য নাকি সত্যব্রতবাবু বাজারে চাউল দাইল আদি কিনিতে পান নাই। বাবার আদেশে সব বন্ধ হইয়াছে। সত্যব্রতবাবু বোধ হয় আজ সারাদিন উপবাসী। তাহার বৃদ্ধামাতার মনে বোধ আজ কত কষ্ট। তাঁহাদের একটা উপায় না করিয়া আমি জল গ্রহণ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

হরিমতি—বিমলা, প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তুমি সব দিক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার কন্যা, সত্যব্রতের প্রতি অনুরক্ত হওয়া কি তোমার সঙ্গত হইবে? বিশেষতঃ তোমার পিতা যাহার বিরোধী, তাহার সাহায্যার্থ তোমার অগ্রসর হওয়া কোনও মতেই বিধেয় হইবে না।

বিমলা—দিদি, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কিছুই নাই। ঐ দিন সভা মাঝে সত্যব্রত বাবুর নির্ভীকতা দেখিয়া, তাহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাগুলি শুনিয়া অবধি, তাহার প্রতি কতকটা সহানুভূতি জন্মিল। পরে যখন তাহার যুক্তিগুলির কোনও প্রকার সদুত্তর না দিয়া অবিচারে বাবা ও তর্কালঙ্কার মহাশয় সত্যব্রতের প্রতি সামাজিক শাসন চালনা করাই সাব্যস্থ করিলেন তখন হইতেই সত্যব্রতের প্রতি কতকটা অনুরক্ত হইয়া পড়ি, পরে দাদাকে ধরিয়া বাবার মত পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল মনোরথ হইলাম তখন হইতে সত্যব্রত বাবুর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি। বলিতে কি, সেই অবধি সর্ব্বদা সত্যব্রত বাবুর মঙ্গল চিন্তায়ই আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়। আমার এখন ইচ্ছা সত্যব্রত বাবুর এই বিপদে সাহায্য করি, অথচ বাবা কিম্বা কেহই তাহা জানিতে না পারেন। এমন কি সত্যব্রতবাবুও তাহা জানিতে না পারেন। দিদি, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্রও স্নেহ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে পুনঃ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া বিনা প্রতিবাদে আমার এই কাজে সহায় হইবে।

হরিমতি—বিমলা, তোমার কথাগুলি শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। তুমি ভবিষ্যৎ চিন্তা কর নাই। সত্যব্রতের প্রতি অনুরক্ত হওয়া কোনও মতেই সঙ্গত হয় নাই। তোমার পিতার যেরূপ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তাহাতে সত্যব্রতের

প্রতি অনুরক্ত হওয়া তোমার পক্ষে ভারী অমঙ্গলের ও মানসিক কষ্টের কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই আমি চিন্তিত হইতেছি। যাহা হউক, তুমি যাহাতে সুখী হও, সেই কাজে তোমাকে সাহায্য করা আমি আহ্লাদের বিষয়ই ভাবি, এখন বল কি করিলে তুমি সুখী হও। তুমিও আমি ছাড়া অন্য জনপ্রাণী টের পাইবে না এভাবে সত্যব্রতকে সাহায্য করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বিমলা—আমি মনে মনে একটা পরামর্শ ঠিক করিয়াছি। আজ রাত্রিতে কিছু আতপ চাউল, ডাল, ঘৃত, তরকারী এবং কয়েকটী সন্দেশ লইয়া তুমি সত্যব্রতবাবুর বাড়ী যাইবে, এবং সকলের অলক্ষ্যে সত্যব্রতবাবুর পাঠগৃহের দরজায় ঐ জিনিষগুলি তুমি রাখিয়া আসিবে। তাহা হইলে সত্যব্রতবাবু দাতার নাম জানিবেন না অথচ তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই তিনি পাইবেন।

হরিমতি—তিনি এভাবে অন্যের গোপন দান গ্রহণ করিবেন কেন?

বিমলা—সে বিষয়ও আমি ভাবিয়াছি, তিনি গোপন দান দূরের কথা, প্রকাশ্য দানও গ্রহণ করিবেন না তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। সেইজন্য আমি এক বুদ্ধি ঠিক করিয়াছি। তিনি মূল্য দিয়া জিনিষ নিবেন, তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে কোনও আঘাত লাগিবে না। আমি পূর্ব্বেই জিনিষগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি এবং একখানা চিঠিও লিখিয়া রাখিয়াছি, তুমি এই জিনিষগুলি ও চিঠিখানা গোপনে অন্যের অলক্ষিতে সত্যব্রত বাবুর পাঠগৃহের বাহিরে রাখিয়া আসিবে। সত্যব্রতবাবু যখনই পাঠগৃহে প্রবেশ করিবেন কিম্বা পাঠগৃহ হইতে বাহির হইবেন সেই সময় নিশ্চয়ই জিনিষগুলি ও চিঠিখানা দৃষ্টিতে পড়িবে। চিঠিখানা পড়িয়া তিনি নিশ্চয়ই জিনিষগুলি গ্রহণ করিবেন এবং সেইস্থানেই জিনিষের মূল্য রাখিয়া দিবেন। পরে তুমি তাহার অলক্ষিতে গিয়া মূল্য মুদ্রা নিয়া আসিবে, কেননা মূল্য মুদ্রা না আনিলে তিনি ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না।

হরিমতি—আচ্ছা, তাই করিব।

দিন যতই চলিতে লাগিল সত্যব্রতবাবুর চিন্তাস্রোত ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ৮টা, সত্যব্রতবাবু পাঠগৃহে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"অদ্যকার দিন ত' এক রকম কাটিয়া গেল, কল্যকার উপায় কি হইবে? মা একাদশী করিয়া রহিয়াছেন। কাল চাউল যোগাড় করিতে না পারিলে কি উপায় হইবে? মাকে অন্নাভাবে উপবাসিনী দেখিয়া আমি কিরূপে

জীবনধারণ করিব? কোনও মতে যদি একটা দিনের উপায় করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও একটা পথ করা যাইত। অন্যত্র হইতে চাউল কিনিয়া আনা যাইত। ভগবান কি কোনও উপায় করিবেন না।" সত্যব্রত বাবু উক্তরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় মা আসিয়া ডাকিলেন,—"সত্য, খাওয়ার সময় চলিয়া যাইতেছে, আমি খাইতে যাই, আয় তুই ও দুই একটা ফল খাবি।" মার কথার সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত বাবু উঠিয়া গেলেন, নিজের চিন্তার বিষয় মাকে জানিতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

এ দিকে হরিমতি একটি বোচকায় বাধা জিনিষপত্র এবং বিমলার প্রদত্ত পত্রখানাসহ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি সত্যব্রত বাবুর পাঠাগারের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল যে ঘরে সত্যব্রতবাবু কিম্বা কেহই নাই। মাত্র একখানা হ্যারিকেইন্ ল্যাম্প্ জ্বলিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া হরিমতি অবিলম্বে ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বারন্দার দরজার নিকটেই বিমলার প্রদত্ত বোচকাটি ও চিঠিখানা রাখিয়া সরিয়া পড়িল এবং সত্যব্রতবাবু আসিয়া কি করে না করে দেখিবার জন্য গৃহের পশ্চাৎভাগে গিয়া এক বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। হরিমতি জিনিষ রাখিয়া যাওয়ার একটু পরই সত্যব্রত বাবু মার পাতের কাছে বসিয়া কিছু ফলমূল খাইয়া পুনঃ পাঠাগারের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া যেই ঘরে ঢুকিতে যাইবেন দরজার সাম্নেই বোচকাটি দেখিয়া হঠাৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। অমনি গৃহে প্রবেশ করতঃ আলোটী আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে একটী বোচকা ও তদুপরি চিঠি রহিয়াছে। কিছু ইতস্ততঃ করিয়া চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। চিঠি পড়িতে পড়িতে তার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়াই বোচকাটি ঘরে নিলেন ও আলমারী হইতে দুইটি টাকা খুলিয়া বোচকাটির স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং পত্রবাহক কিম্বা যেই হউক ঐ টাকা যেন নিঃসন্দেহে নিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দরজার অর্গলবন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর চিঠিখানা পুনঃ পড়িতে বসিলেন। চিঠিখানার এক একটী লাইন পড়িতে লাগিলেন আর নবোৎসাহে আনন্দে মন নাচিয়া উঠিতে লাগিল, দুই চক্ষু বাহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার চিঠিখানা পড়িয়াও তাহার মনের তৃপ্তি হইল না। চিঠিখানা পড়িয়া তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং

একটু উচ্চৈঃস্বরেই তিনি পুনঃ চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। "সত্যব্রত বাবু, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। আমার পরিচয় নেওয়ায়ও আপনার আবশ্যকতা নাই নাই। কিন্তু আপনার পরিচয় আমি পাইয়াছি। ঐ দিন সভাস্থলেই আপনার পরিচয় পাইয়াছি। ঐ দিন আপনার বক্তৃতা যে শুনিয়াছে সেই আপনার পরিচয় পাইয়াছে। ঐ দিন আপনি বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়সন্তানের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার ও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে এমন লোক আমার চক্ষে এ পর্য্যন্ত পড়ে নাই। আপনি ঐ দিন যে ভাবে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন, যেরূপ নির্ভীক ভাবে সভাস্থানে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সৎ-সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদারের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়াইয়া যেরূপ ক্ষত্রিয় চরিত্রের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে আপনার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমি অন্তঃপুর-বাসিনী বালিকামাত্র। কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনিয়া আমিও নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে আমরা কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়সন্তান। আপনি যাহা সত্য বুঝিয়াছেন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। সত্য বুঝিয়াছেন বলিয়াই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে জমীদারের বাধা দিবার কিছুই নাই। তথাপি অর্থবলে বলীয়ান, লোকবলে ক্ষমতাবান জমীদারের ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করিয়া যখন সত্যের জন্য বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইলেন তখনই আপনাকে দেবতা জ্ঞানে আপনার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিলাম। আপনার বক্তৃতা শুনিয়া অবধি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা ঘৃণিত শূদ্র নহি। আপনি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং কায়স্থ সমাজের উন্নতির জন্য, সমগ্র কায়স্থ জাতির কল্যাণের নিমিত্ত আপনার মত আপনি প্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিতা হইয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণালয় সমাজের প্রধান দুই ব্যক্তিই অপনার মতের বিরোধী, কাজেই আপনাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে, অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। অদ্যকার ঘটনা আপনাদের প্রতি অত্যাচারের প্রথম সূচনা মাত্র। না জানি আরও কত ভীষণ অত্যাচার আপনার অদৃষ্টে আছে। সে সব ভাবিয়া অনেক সময় শিহরিয়া উঠি। আমি অবলা, আপনার মত আমার স্বাধীনতা নাই যে আপনার পাশে দাড়াইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে আপনার সহায় হই। কিন্তু আপনার জন্য মন অস্থির থাকে, কাজেই সর্ব্বদা আপনার বিষয়ে অনুসন্ধান রাখি। আমি

যখন শুনিলাম যে আপনি বাজারে গিয়া চাউল কিনিতে পান নাই তখন হইতেই আপনার কষ্টের কথা ভাবিয়া কাতর হইয়াছি। অন্নাভাবে আজ আপনি উপবাসী রহিয়াছেন আশঙ্কা করিয়া আমিও এ পর্য্যন্ত অন্নগ্রহণ করি নাই। আপনাকে অদ্য যে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাঠাইলাম, আপনি ঐ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন শুনিলে অন্নগ্রহণ করিব। নতুবা এ অবলার দেহ বিসর্জ্জন দিয়া আপনার প্রতি আমাদের সমাজের অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তবে যে জিনিষগুলি পাঠাইলাম, তাহা আপনাকে দান করি নাই; অপানি মূল্য দিয়া জিনিষগুলি গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আপনার আত্মসম্মানের কোন ও আঘাত লাগিবে না। আপনার মত স্বাধীনচেতা লোক যে পরের দান ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিবেন তাহা জানি বলিয়াই প্রেরিত জিনিষের মূল্য লইতে সম্মত হইলাম। আশা করি, এ অবস্থায় এই ক্ষুদ্র সাহায্য গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। ভাবিয়া দেখিলাম, এই জিনিষগুলি গৃহে সম্বল রাখিয়া আপনি এই জমীদারের এলাকার বাহির হইতে আপনার আপনার আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রাদি সংগ্রহ করিবার সময় পাইবেন। আমার এই তুচ্ছ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন শুনিলে কতদূর আহ্লাদিত হইব তাহা বুঝিতেই পারেন। আমি কে তাহা জানিবার জন্য বোধ হয় আপনার আগ্রহ হইবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, আমাকে আপনার একজন বন্ধু ভাবিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন থাকিবেন। আমার অন্য খোঁজ বা পরিচয় পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিবেন না। ভগবান যদি কোনও দিন মুখ তুলিয়া চান, আপনার এই ধর্ম্মযুদ্ধে যদি ভগবান আপনাকে জয়ী করেন, তখন আমার পরিচয় জানিতে পারিবেন, বর্ত্তমানে আমি গুপ্তভাবে থাকিয়াই যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব এবং তাহাতেই সুখী হইব। ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।

বিনীতা

আপনার হিতৈষিনী"—

চিঠিপাঠ শেষ করিয়াই সত্যব্রতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই পত্র লেখিকার উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। তাহার মনের আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্যম দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন— "যে সমাজের এখনও এরূপ নারী রহিয়াছে, সে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সে সমাজ শূদ্রত্বের অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিতে পারে না।" পত্র লেখিকার নাম ও

পরিচয় জানিবার জন্য যদিও একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল, তথাপি পত্র লেখিকার ইচ্ছা জানিয়া আগ্রহ দমন করিলেন। জিনিষগুলি পাঠ গৃহে রাখিয়াই তিনি শয়ন করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে হরিমতি বৃক্ষান্তরাল হইতে আসিয়া সত্যব্রত বাবুর রক্ষিত টাকা দুইটি লইয়া তাঁহার অলক্ষিতে চলিয়া গিয়াছিল। হরিমতি বাড়ী পঁহুছিবা মাত্রই বিমলা তাহাকে নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। সত্যবাবু জিনিষগুলি গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া বিমলার মনের ভার লঘু হইল। বিমলার অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। বিমলা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া হরিমতিকে বিদায় দিল এবং নিজে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিতে গেল।

সত্যব্রতবাবু প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া পাঠগৃহে আসিলেন এবং কিছুকাল পর চাউল, দাইল, সন্দেশ প্রভৃতি নিয়া মার নিকট গিয়া বলিলেন "মা আজ একটু তাড়াতাড়ি পাক কর। আমি খাওয়া দাওয়ার পর অন্য স্থানান্তরে যাইব। আগামী কল্য সকালে পুনঃ ফিরিয়া আসিব। আমার বিশেষ জরুরী কাজ রহিয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

ইংলণ্ডের পথে।

(৮)

জাহাজ হইতে

In the Mediterranean

১লা আগষ্ট, শুক্রবার।

শ্রীচরণকমলেষু,—

বাবা,

আজ আপনাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেই (এখন সকাল ৮টা) প্রথমে মা'র কা একটী প্রণাম দিচ্ছি। আমার কাল রাত্রি থেকেই মনে হচ্চে যে আজ মা জন্মদিন—কাছে থাক্‌লে আজ এই শুভদিন তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতুম, এ তাঁকে উদ্দেশে প্রণাম করেও আমার মনে খুব আহ্লাদ হচ্চে। আপনার

আশীর্ব্বাদ ত' সর্ব্বদাই আমার উপর রয়েছে—তবে প্রণাম করারও সুখ আছে। এই চিঠি আপনাদের কাছে পৌছবার ২।৪ দিন পরেই বড় দিদির ও আপনার জন্মদিন এসে পড়্‌বে। আপনিও আমার প্রণাম জান্‌বেন ও বড়দিদিকে ভালবাসা দেবেন। তাকে আমি এরই ভেতর একখানা চিঠি লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

বুধবার প্রাতঃকালে আমরা Port Saidএ পৌছেছি। কিন্তু তার আগেই জাহাজের ডাক বন্ধ হয়েছিল বলে, আমি Suez পৌছাবার আগেই মা'র চিঠিখানা ডাকে দিয়েছি। মঙ্গলবার বেলা ৩টা নাগাদ Suezএ থামা হ'ল। তার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে থেকে দূরে অনেকগুলি জাহাজের ধোঁয়া দেখা যেতে লাগ্‌ল। সমুদ্র তখন খুব সরু হয়ে এসেছে আর জল অনেক নীচু পর্য্যন্ত কাঁচের মত স্বচ্ছ ছিল—ঠিক যেন কোন হ্রদের উপর দিয়ে চলেছি। জলের ভেতর নানা জীব চলে বেড়াচ্চে—আর জাহাজের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্চে—এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে লাগ্‌লাম। তা'র খানিক পরে তাস খেলা আরম্ভ হ'ল। তখন ভয়ানক গরম, ডেকের পর্দ্দা ফেলা। যাই হোক ৩টা থেকে ৬টা অবধি—Suez Canalএর মুখে থাকা হ'ল, তারপর ফের্ জাহাজ চল্‌ল। Canalএ ঢুকেই Suez Ismalia town দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্লাম। বড় সুন্দর সহর; পরিষ্কার ছোট ছোট দু'তলা বাড়ীগুলি, রাস্তাগুলি বেশ চওড়া ও পরিষ্কার, সব যেন ঝর্‌ঝর্ কর্‌ছে। সমুদ্রের ও খালের উপর P & O'র একখানি বাড়ী এত চমৎকার যে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। এসবগুলি নূতন বাড়ী ও নূতন সহরের অংশ। এখানে খাল ক্রমে বেশ চওড়া করা হচ্ছে ও অনেক dock তৈয়ারী হচ্চে। খানিক পরে দূরে পুরাতন সহর দেখা গেল—সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, তবে বিশেষ আর কিছু বুঝ্‌লাম না। জাহাজ খুব আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। ৭টায় dinner, তখন সবে সূর্য্য অস্ত গেছে, খুব আলো—সে সময় dinner খেতে মোটে ভাল লাগে না। Dinner খেয়ে এসে দেখ্‌লাম জাহাজ থেমে গেছে, অন্য দিক থেকে দুইটা খুব জোর searchlight লাগিয়ে একখানা জাহাজ আসছে। খানিক পরেই একখানা light cruiser চলে গেল, তার পর আমরা ফের চল্লুম। এখান থেকে খাল খুব সরু, সব জায়গায় পাশাপাশি দুখানা জাহাজও যেতে পারে না—তাই একটাকে ধারে বেঁধে রাখে। সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে প্রাতে ৯½টার সময় Port Said এ গিয়ে জাহাজ থাম্‌ল। সঙ্গে ২ সেই দেশের কতকগুলি লোক সাঁতরে জাহাজের কাছে এল

ও জল থেকে পয়সা (লোকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল) কুড়োতে লাগল—যমুনায় ছেলেরা যেমন করে থাকে। ১০টার পর আমরা তীরে গেলাম। সেখানে গিয়ে পায়ে হেঁটে চতুর্দ্দিকে দেখ্‌লাম। সহরটীতে দেখবার কিছু নেই বল্লেই চলে। বড় বড় বাড়ী, রাস্তাগুলি বেশী চওড়া নয়, খুব সরুও নয়, অনেক রকম দোকান ও অনেকগুলি হোটেল। আমরা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে শেষে Casino's Palace Hotel এ গিয়ে ১টা lemonade খেলাম; (16*d.*) ষোল পেনি তার দাম। আমি তো সেই দেখে আর কিছু খেলাম না। Hotelটা ওখানকার best, কারণ Hon. Annie Thesiger (বড়লাটের কন্যা) সেইখানে lunch খেলেন। তারপর ফের খানিকটা ঘুরে ছোটদিদিকে একখানা চিঠি লিখ্‌লাম। অনেক picture post card কিনেছি; সেগুলি আমার বেশ ভাল লাগ্‌ল। Port Said এ Casino Hotelটা Mediterranean ও Canal এর Junctiou এর উপরে, এখানকার দৃশ্য বেশ ভাল। মস্ত বাড়ীটা; সামনে Mediterranean এর bathing beach ও canal ও সাগরের মাঝে একটা লম্বা বাঁধান রাস্তার উপর একটা statue; দেখ্‌তে মন্দ হয় নি।

৪টার সময় জাহাজে পৌঁছেচি ও ৫½৬টায় ফের জাহাজ চলেছে। সে দিন breakfast এ শুধু একখানা মাছ ভাজা ছাড়া কিছু খাই নি; lunch খাওয়া হয় নি—৭টায় dinner খেলাম, তাও সামান্য; কারণ পেটটা একটু খারাপ হয়ে ছিল। কাল sea ফের rough হয়ে খুব roll করে ছিল (pitching সামান্য) —বিকেলে calm হয়ে গেল। কাল সকালে খুব খিদে পেয়েছিল কিন্তু কিছু খেতে না পাওয়ায় ও rollingএর দরুণ দুইবার বমি হ'ল। সব meals এ গেলুম—এখন সব সেরে গেছে। সকালের পর থেকে আর বমি হয় নি—বিকাল থেকে গাবমিও নেই। আজ ভালই আছি। এখন সমুদ্র খুব স্থির, পুকুরের মত।

রবিবার Marseilles পৌছাব—তার আগেই চিঠি ডাকে দিতে হবে। সেখান থেকে Mrs—কে চিঠি লিখ্‌ব। * * দের হতেও খবর পাঠাব মনে কচ্ছি—ওরা Marseilles এ নেমে যাবে। এখনও উপরে শুচ্চি, বেশ ভাল আছি!

জাহাজে আমাদের সকল আবদারই সহ্য কর্‌ছে। * * রা ices এর কথা বলাতে একদিন iced pineapple jelly ও কাল vanilla ice pudding দিয়েছে। 2nd steward খুব ভদ্রলোক।

কতদিন ধরে সহযাত্রীদের বিষয় লিখ্‌ব মনে কর্‌ছি, হচ্চে না; আজ লিখব। সঙ্গে প্রায় ২০জন বাঙ্গালী প্রত্যেকেরই বিষয় লিখ্‌ছি—আমার সঙ্গে অন্ততঃ যে কয়েকজনের চেনা হয়েছে।

১। Dr—,ইনি—* * এর cousin,—* * বাবুর আপনার মামা। ভয়ানক জাঁক ও অদ্ভুৎ মানুষ। যা কিছু বলেন in earnest ও ঠাট্টা বোঝেন না—সবাই তাঁকে খুব খেপাচ্চে। তিনি বলেন যে chicken হচ্ছে বড় "difficultly digestible" ও তাহাতে অম্বল হয়। তাঁর মতে নেবুর রস খেলে gastric glands নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন acid fruits খাবার আগে খেলে অসুখ করে। আমার ত' কোনটাই ঠিক মনে হয় না। ডাক্তার বলেন যে কলিকাতায় তাঁকে M. D করে নি বলে তিনি বিলাত যাচ্ছেন।

২। Mr. D,—* * র ভাইপো, পণ্ডিত লোক, পড়াশুনা খুব, ফূর্ত্তি খুবও বেশ মিশুক, কিন্তু principles খুব strict নহে। তিনি সামান্য মদ (beer) খাওয়া দোষের মনে করেন না।

৩। Mr. G.—, লোকটী বেশ, বেশ মিশুক।

৪। Mr. N.—,* * এর ছেলে; খৃষ্টান; লোক বেশ, একটু ক্ষেপাটে।

৫। Mr. B.—, ঢাকার—বাবুর ছেলে, * * বাবুর বন্ধু, খুব ফূর্ত্তিবাজ, কিন্তু লোক খুব সুবিধার নয়—ভয়ানক খেয়ালি ও বড্ড জুয়া খেলেন। Trade শিখিবেন।

৬। Mr. B.—, আমাদের কলেজ থেকে এবার B. Aতে * * বিষয়ে 1st Class Honours পেয়েছেন। কেবল ঘুমিয়ে সময় কাটান, আমাদের অত ঘুমতে বল্লে পাগল হয়ে যেতাম। I. C. S & Tripos উদ্দেশ্য।

৭। Mr. B.—,* * বাবুর ছেলে। পালাচ্চে, তার বিষয় আর কি লিখ্‌ব। আমার ধারণা শীঘ্র খুব বেশী রকম বখে যাবে; মদ নিশ্চয়ই ধর্‌বে মনে হয়। Technical training উদ্দেশ্য।

Mr. B.—,* * বাবু এটর্নীর ছেলে। একটু টাকার জাঁক আছে। 1st class এ যাচ্চেন। Bar উদ্দেশ্য।

৯। Mr. R.—Barristerই পড়িবে, তোমরা সবই জান।

১০। ৯ নম্বরের দাদা। Chartered Account পড়িবে।

১১। Mr. G.—, * * রাস্তায় বাড়ী, তার দাদা ডাক্তার। Electrical Engineering পড়িবে।

১২। Mr. D.—, * * পূর্ব্বে—এ পড়ত ; সুবর্ণ বণিক। Electrical Engineering পড়িবে।

১৩। Mr. M.—, * * উকীলের দৌহিত্র, এক রকমের লোক। Loco Engineering.

১৪। Mr. M.—, Politics পড়তে যাচ্ছেন।

১৫। Mr. B.—, Dr. * * র ছেলে।

১৬। Mr. D.—, * * এটর্ণির ছেলে, স্কুলে 1st class সঙ্গে পড়েছিল।

১৭। M. D.—শুনেছি, লেখক, খালি ঘুমাইতে দেখি।

১৮। Mr. S.—, Railway officerএর ছেলে। ভয়ানক চাল ও গোঁ ব্রাহ্ম। সে বলে যে মেম্ বিয়ে করলে তার বাপ মা বেশী খুসী হবেন।

আর মনে পড়ছে না।

দিন ছএক আগে এক মহা কাণ্ড হ'য়ে গেছে। সকলে আমাকে এ এক ঘরে করেছে—কারণ আমি বলেছি যে বাবা মাকে আমি যা কিছু দেখব বল্‌ব। তখন আমি হাড়ে ২ বুঝ্‌লাম যে বাবা মার কাছে থাকা কত কা লাগে। এ বিষয় সবিশেষ পরে লিখ্‌ব। ইতি—

আপনাদের স্নেহের,

জীমূতবাহন

(৯)

জাহাজ হইতে।

After Marseilles

৫ই আগষ্ট, রাত্রি ৯॥০টা

শ্রীচরণকমলেষু,

মা,

আমার আজ কয়দিন হ'ল কেবলই নিজের আমিত্বের কথা ম হচ্ছে—সেটা আর কিছু না—আমি যখনই তোমাদের চিঠি লিখি, তা কেবল আমার নিজের কথাই লিখে ভরিয়ে দি। পরে যখন তোমাদের খে নিতে ইচ্ছা হয় তখন আর জায়গা থাকে না। সেইজন্য আমি স্থির কর যে আগে তোমাদের খবর না নিয়ে আর কিছু লিখ্‌ব না। সত্যই বলতে আমার নিজের খবর কিছুই ভাল লাগে না, তোমাদের সকলের খবর যে

প্রাণ সর্ব্বদাই উৎসুক থাকে। সে খবর পেতে এখনও ১৪।১৫ দিন, আর তাও কতদিন আগেকার খবর। আজ তো এত বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনটা সেই কল্‌কাতায়, আর তোমাদের কাছে চলে যাচ্ছে কিছুই যেন ভাল লাগছে না ; গল্প গুজব সকলের মধ্যে কেবল নিজের বল্‌তে যে কেউ আছে তাদের কথা মনে হচ্ছে। আমার আগে মনে হ'ত, যে আমি খুব নির্ম্মম, মন কেমন আমার বেশী করবে না। এখন কিন্তু দেখ্‌ছি যে দূরে আসায় মন বড়ই অস্থির হচ্ছে ; বিশেষ এখন পদে পদে তোমাদের সাহায্যের, তোমাদের কাছে থাকার উপকারিতা বুঝ্‌তে পারছি। আমি নিশ্চয় যতশীঘ্র পারি ফির্‌ব—আমার খুব বিশ্বাস আছে ও আশা করি যে যেমন তোমাদের কাছ থেকে এসেছি তেমনি ফিরে আবার তেম্‌নি সকলকে পাব। খুসি কেমন হয়েছে ? সে বেশ ভাল আছে তো ? ভূষির অসুখের কথা শুনে, যতদিন তার সুস্থ সংবাদ না পাই, মন কিছুতেই স্থির হচ্চে না ; তবে জানই তো আমি মস্ত optimist ; তাই সে নিশ্চয় এখন অনেক ভাল হয়ে গেছে বলে মনকে স্বান্তনা দিচ্চি। বড়দিদিও নিশ্চয় এখন অনেক ভাল হয়েছে। * * কোথায় ও কেমন আছে ? ছোটদিদি, কা—, স—, সে—, আ—, ছোট কাকা, ছোট কাকিমা ও তোমরা দুজন নিশ্চয় বেশ ভাল আছ ? কলিকাতায় গরম কেমন ? ভবানীপুরে গেছলে তো ? তাঁদের খবর কি ? * মাদেরই বা খবর কি ? তাঁরা কেমন কেমন থাকেন লিখো। তাঁদের সকলকে বোলো যে আমি তাঁদের শীঘ্রই চিঠি লিখ্‌ব। আমার ক্লাশের ছেলেদের আমার খবর দিও, যদি কেও খোঁজ করে। তাদের আমি পরে লিখ্‌ব. এখনও লেখ্‌বার সুবিধা হয় নি।

সেদিন বাবাকে চিঠি লেখবার সময় বোধ হয় পোর্ট সৈয়দের দুএকটা বিষয় লিখতে ভুলে গেছি। যায়গাটী দেখে সকলেরই এক ধারণা হয়েছে, যে এমন চোর ও বদমাইসের যায়গা আর দেখা যায় না। সবাই ঠকাবার চেষ্টা করছে, ছেলে, বুড়ো, তুর্কী বা ইউরোপীয়। বড় সাহেব দোকানেও দুরকম দাম এক জিনিষের এই প্রথম দেখলাম, সব দোকানেই দর কষাকষি করতে হয়। রাস্তায় বস্‌বার জো নেই, নানা রকমের লোক এসে এ জিনিষ সে জিনিষ গতাবার জন্য উৎখ্যাত ক'রে তোলে। এমন কি দোকানের ভেতর পর্য্যন্ত পরিত্রাণ নেই। কোথাও বস্‌লেই ১০।১২ বছরের ছেলের দল এসে জুতা বুরুষ করবার জন্য জেদাজেদি করবে—সেটা বোধ হয় prevalent immorality জন্য অনেক লোক করায় ব'লে। আমার সাম্‌নে * * বাবু১ টা

দেশালাইর দাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে; তা' দুই শিলিং চাইলে—এই রকম ভাবে ঠকায়। আর অন্য বিষয় আর কি বলব—চতুর্দ্দিকে সব French girls ভাল কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্চে, আর দূরে দূরে তাদের দালাল রয়েছে। আমাদের মধ্যে ১টী ছেলেকে ডাক্‌তে এসেছিল; আর আমি একবার একলা পড়ে গেছ্‌লাম; তখন আমাকে এসে একজন একটা গাড়ীতে উঠে ঘোরবার দরুণ পেড়াপিড়ি করতে লাগ্‌ল; আমি তো 'না' বলে চলে এলুম, পরে দেখ্‌তে পেলুম তার মধ্যে একজন French woman বসে আছে। প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর রাস্তায় ফিরিওয়ালারা French cards আর lovelock কেন্‌বার জন্য ধর্‌বে—এসে আস্তে আস্তে হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌বে "Bad for you, bad for me, if you open it here." অবশ্য আমি কিনি নি। আমাদের সহযাত্রী দুএকজন কিনেছিল, তাদের তো সুধু pasteboard দিয়ে ঠকিয়েছে; সবেতেই জুয়াচুরি।

পরশু সকাল বেলা আমার উঠ্‌তে একটু দেরী হয়ে ছিল; উঠে দেখি দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে; ক্রমে ৭টা নাগাদ সেই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হয়ে দেখ্‌লাম, সেটা মার্শেল সহর। সহরটী জল থেকে দেখ্‌তে বড়ই সুন্দর পাহাড়ের উপর ছড়ান বাড়ীগুলি ছবির মত দেখাচ্ছিল। পাহাড়টা বালির, মধ্যে ২ সবুজ গাছে ভর্ত্তি, আর তার ভেতর বাড়ীগুলির মাথা দেখা যাচ্ছে। এখানে সব বাড়ীরই ছাত মধ্যে উঁচু ও দুধারে ঢালু হয়ে নেবে এসেছে। মধ্যে সমুদ্র, তিন দিকে পাহাড়ের উপর বাড়ী; এমন স্থানে বন্দরটী প্রস্তুত করেছে। বন্দরের ব্যবস্থা অতি চমৎকার, revolving bridge প্রভৃতি আছে; আর জাহাজ ত, অসংখ্য থাকে। Quayর উপর কতকগুলি ঘোড়া ছিল, যেমন বড়, আর তেমনি সুন্দর দেখ্‌তে। ছোট খাট হাতীর মত বড় বল্লেই চলে, আমি কখন এত বড় ঘোড়া দেখি নাই। শুন্‌লাম Marseilles এর ঘোড়ার মত ঘোড়া নাকি অন্যত্র পাওয়া যায় না। ক্রমে ৯½ টার সময় জাহাজ থাম্‌লে * * বসুরা; দে, *, * বসু, * বসু, * সিংহ, * ঘোষ, * বসু প্রভৃতি নেমে গেল। জেটিটে তখন অনেক ফরাসী মেয়ে এসে গান বাজনা করে ভিক্ষা আরম্ভ কর্‌লে। Lunch এর পর অপর সকলে Marseilles বেড়াতে গেল; আমার মাথা ধরেছিল বলে গেলাম না। এখানে রৌদ্র খুব জোর; আর শীত নেই বল্লেই চলে। দুপুর বেলাতো বেশ গরম। আমাদের জাহাজ সমস্ত রাত্রি এখানে ছিল, আমাদের কাযেই ভাল ঘুম হয় নি, চোরের ভয়ে। রাত্রে কয়েকজন

cinemaতে গেছ্‌ল, শুনলাম এখানেও bad women এর সংখ্যা বড় বেশী, আর তারা বড় প্রলোভন দেখায়। এর সংখ্যা এত বেশী যে জাহাজের একজন কোনও ভদ্র ঘরের মহিলাকেও ভুল করে তাই ভেবে ছিল; পরে যখন বুঝলেন যে তা' নয় তখন সে হেঁসেই অস্থির। ফরাসীদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা দেখলাম। এদের hand shake করা নেই, পরস্পর দেখা হ'লেই প্রত্যেক প্রত্যেকের দুই গালে kiss করে; পুরুষকেও মেয়েকেও। আমাদের জাহাজ থেকে এক ফরাসী পরিবার অন্য এক পরিবার receive কর্‌তে এসে তাই কর্‌লে।

কাল প্রাতে ৫টার পরে আমরা ফের ছেড়েছি। পরশু আমার জ্বরভাব হয়ে ছিল, কাল থেকে ফের ভাল আছি; আজ্‌তো কোনই গোল নাই। আমি এতদিন উপরে শুইয়াছিলাম; পরশুর আগের রাত্রি থেমে বড় এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে বলে আর উপরে শোয়া হচ্ছে না। কাল বেশ সুন্দর ছিল, কিন্তু পরশু জ্বরের মত হওয়াতে আর উপরে শোব না স্থির করেছি। আমি খুব সাবধান থাক্‌ব, তুমি ভেব না। এখানে ত আর তোমরা নেই, কাযেই কে আর সাবধান কর্‌বে, নিজেকেই তা কর্‌তে হবে। আশা করেছি কাল প্রাতে Gibralter পৌছাব ও সোমবার ১১ই অগষ্ট Tilbury তে পৌছাব। Marseilles থেকে Mr.——কে চিঠি লিখেছি। * * তোমাদের cable কর্‌বার জন্য বলে দিয়েছি, বোধ হয় করেছে। আমার কাছে তো French money ছিল না, আর আমার শরীরও ভাল ছিল না, তাই সে এখন করে দিবে, পরে আমি খরচ দেবো। শুনলাম পুটুদের বড় কষ্ট হয়েছে, সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে কেটেছে, ট্রেণে যায়গা পায় নি, আর বস্‌তেও পায় নি, খেতেও পায় নি। Marseilles দিয়ে না গিয়ে ভালই হয়েছে।

* * বাবুকে (* * মার ভাশুর) নাকি বাবার চেয়ে বয়সে ছোট দেখায়? আর বাবাকে নাকি ৫০ এর বেশী দেখায়?—বাবুর ছেলে—তাই বলে। কাল কথায় কথায় সেই কথা উঠ্‌ল।

পরশু আর কাল সকালে sea বড় rough ছিল, আমি sick হই নি বটে। কাল বিকাল থেকে একেবারে পুকুরের মত হয়ে গেছে। জাহাজের হেল দোল নেই।

দেখ মা; আমি দেখ্‌ছি ক্রমেই বেশী গোঁড়া হয়ে পড়ছি, যত এই ব্রাহ্মদের সাহেবিয়ানা দেখি তত আমি আরও বাঙ্গালী হয়ে পড়ি। আর সাহেবদের

নোংরামি দেখে দেখে অস্থির হয়ে পড়েছি। এখন প্রায় সব বাঙ্গালী ছোঁচান আঁচান ছেড়েছেন। আবার যারা তা, করে তাদের ঠাট্টা করে। আমাকে ঠাট্টা কর্‌লে আমি হেঁসে উড়িয়ে দি ও বরং তাদের নিন্দা করি এখন থেকে সাহেবিয়ানার জন্য, অবশ্য সাহেবিয়ানা বল্‌তে আমি তাদের খারাপটার কথাই বল্‌ছি। সকলে প্রত্যহ দাঁত মাজে না, কি নোংরা! প্রত্যহ স্নানটাও ছেড়েছে ও এমন কি গা পর্য্যন্ত মোছে না। পরিস্কারও জন কতক আছে, তারা এখনও যথেষ্ট বাঙ্গালী—তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল—Rev. * * এর ছেলে। আমাদের cabinএ দুজন Jew আছে, তারা বরং রোজ দাঁতও মাজে, স্নান না কর্‌লে bath এ গিয়ে গা হাত ধুয়ে আসে; ও আঁচায়, কেবল ছোঁচানটা নেই। তারা বেশ মিশুক ও Indian বলে নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরাবান্বিত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে দুজন বাঙ্গালী নিজেদের সাহেব বল্‌তে পার্‌লে বেশী খুসী হন। দুজনেই আমার চেয়ে ৫।৬ পোঁচ করে কাল। একজন আমাদের সঙ্গে না মিশে যত tommies দের সঙ্গে ও Eurasian দের সঙ্গে মেশেন। আমাদের সঙ্গে এত loafer যে আর কি বল্‌ব। অন্যটী আমাদের Mr. S—আমাদের সঙ্গে মেশেন বটে, কিন্তু বেজায় সাহেব। তিনি বলেন যে নাকি তাঁর বাবা মা নাকি মেম বউ হ'লে খুসী হবেন, ও তিনি সাহেবদের নোংরামিটা ভাল দেখেন, যদিও সাহেবদের ভাল অভ্যাসগুলি বোধ হয় বোঝেন না। একদিন—বাবু (—বাবুর ছেলে) নিজকে justify কর্‌বার দরুণ বল্লে যে আজ কাল আমাদের বাঙ্গালী ঘরে respectable ladies রাও smoke করেন। এ কথাটা একজন গুজরাটীর সাম্‌নে বলাতে আমার বড় রাগ হ'ল। যাই হোক এ বিষয়ে আমি যখন বল্লাম যে অনুচিত হয়েছে, Mr. S. বল্লে যে "I am proud of that", তার কারণ ইংরেজদের সঙ্গে সমান হচ্ছে। ধিক! আমাদের আদর্শ গুলি কি একে একে নষ্ট হয়ে যাবে? হিন্দুনারীর সতীত্ব ও ধর্ম্মে তিলমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ কর্‌লে আমাদের যাহা কিছু ভাল সব নষ্ট হয়ে যাবে যে। শুন্‌লাম Mrs. R. Mrs. D. প্রভৃতি smoke করেন, কিন্তু তাই বলে কি সেটা গৌরবের? হিন্দুর ছেলে হয়ে * * অন্ততঃ সে কথা বলা উচিৎ হয় নি। অনেকে বলে আমার নাকি এখনও dogma আছে। আমি বলি যে তাহা জেন আমার চিরকাল থাকে। আর একটী dogma সবাই ধরে কেন জান? আমি সামান্য মদ খেলেই drunkard বলি বলে।

মা; আমি সকলের সঙ্গে মিশছি বটে, কিন্তু সবাইএর থেকে অনেক দূরে আছি। সেদিন এক মহাকাণ্ড হয়ে গেছে। একথাটা কিন্তু তুমি একটু গোপনে রেখো। সেদিন (৭।৮ দিন আগে) dinner এর পর * * বাবু বল্লেন যে কে কি খাবে আমি খাওয়াব, সবাই প্রায় lemonde খেতে চাইলে, একজন খালি ঠাট্টা করে বল্লে যে I will have shandy, শিশির বাবুও ঠাট্টার ভাবে যেন লিখ্‌লেন one bottle beer & seven lemonades. পরে কিন্তু দেখ্‌লাম, কোনটাই ঠাট্টা নয়, প্রকৃতই beer এল ও সেই দেখে তো নীচে পালালাম। সেই beer, lemonade এর সঙ্গে মিশিয়ে অনেকেই খেতে আরম্ভ কর্‌লেন দেখে এলুম্। আমার সত্যই এত খারাপ লাগ্‌ল যে কে কে খেয়েছে আমি ভাল করে দেখিও নি; তবে অবশ্য কয়েকজনকে দেখ্‌তে পেয়েছি। আমি নীচে আসবার কিছু পরেই, * * বাবু এসে আমাকে বল্লেন যে তুমি সব তোমার বাবা মাকে লিখো না বা বলো না। তা'তে আমি বল্লাম যে আমি তাঁ'দের চিঠিতে openly না লিখ্‌তে পারি কিন্তু তাঁদের একথা জানাবই। তা'তে সকলে রাগ কর্‌তে লাগ্‌ল, আর বল্‌লে যে তুমি নিজের পাপের কথা বাবাকে মাকে বল্‌তে পার? আমি বল্‌লাম যে নিশ্চয় পারি ও পারব। ভগবানের ইচ্ছায় যেন কোন পাপ আর না কর্‌তে হয়, আর আমি এ বুঝি না, যে যদি কেহ ভুলে পাপ করে তো বাবা মাকে তা বল্‌তে পারে না। তাতে * * বাবু বল্লেন যে তুমি লোকের বদনাম কর্‌বে কেন, তোমার right নেই, তা'তে আমি জবাব দিই, যে আমি জান্‌লেও যা তোমার জান্‌লেও তাই; এতে একজন লোকও বেশী জান্‌লে না। আর একজন বল্লে যে বিলাত ফেরৎরা কেউ কা'রর কথা বলে না, তুমি কেন তা' বল্‌বে? এই শুনে আমার বড় রাগ হ'ল আমি বল্লাম যে এই প্রথা আমি কিছুতেই মান্‌ব না। যাই হোক পরদিন * * দে ও রায়েরা সবাই আমাকে বক্‌তে লাগল ও বল্লে ও বড় cad ও dangerous ওকে এক ঘরে কর; ওকে snub কর ইত্যাদি, কিন্তু তা'তে আমি মোটেই ভয় পেলুম না। Mr. G. কেবল আমার stand point বুঝেছেন ও সমর্থন করেন। এত কাণ্ডর প্রধাণ কারণ আমাদের চেনা শুনা ২।১ জন এ পাপে লিপ্ত ছিল; পু—র—নয়; বুঝে নিও অন্যকে। পরের অন্য কোন চিঠিতে নাম দেবো; কিন্তু মা এটা যেন কিছুতে প্রকাশ পায় না, কিন্তু তা'তে কোন ফল হবে না। যে পাপী তার কিছু উপকার হবে না, উল্টে যে আরও বিগড়ে যাবে। তা' না হলে আমি তোমাকে তার বাপ মাকে জানাতে বলতুম, দেশের একটী লোকও

নোংরামি দেখে দেখে অস্থির হয়ে পড়েছি। এখন প্রায় সব বাঙ্গালী ছোঁচান আঁচান ছেড়েছেন। আবার যারা তা, করে তাদের ঠাট্টা করে। আমাকে ঠাট্টা কর্‌লে আমি হেঁসে উড়িয়ে দি ও বরং তাদের নিন্দা করি এখন থেকে সাহেবিয়ানার জন্য, অবশ্য সাহেবিয়ানা বল্‌তে আমি তাদের খারাপটার কথাই বল্‌ছি। সকলে প্রত্যহ দাঁত মাজে না, কি নোংরা! প্রত্যহ স্নানটাও ছেড়েছে ও এমন কি গা পর্য্যন্ত মোছে না। পরিস্কারও জন কতক আছে, তারা এখনও যথেষ্ট বাঙ্গালী—তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল—Rev. * * এর ছেলে। আমাদের cabinএ দুজন Jew আছে, তারা বরং রোজ দাঁতও মাজে, স্নান না কর্‌লে bath এ গিয়ে গা হাত ধুয়ে আসে; ও আঁচায়, কেবল ছোঁচানটা নেই। তারা বেশ মিশুক ও Indian বলে নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরাবান্বিত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে দুজন বাঙ্গালী নিজেদের সাহেব বল্‌তে পার্‌লে বেশী খুসী হন। দুজনেই আমার চেয়ে ৫।৬ পোঁচ করে কাল। একজন আমাদের সঙ্গে না মিশে যত tommies দের সঙ্গে ও Eurasian দের সঙ্গে মেশেন। আমাদের সঙ্গে এত loafer যে আর কি বল্‌ব। অন্যটী আমাদের Mr. S—আমাদের সঙ্গে মেশেন বটে, কিন্তু বেজায় সাহেব। তিনি বলেন যে নাকি তাঁর বাবা মা নাকি মেম বউ হ'লে খুসী হবেন, ও তিনি সাহেবদের নোংরামিটা ভাল দেখেন, যদিও সাহেবদের ভাল অভ্যাসগুলি বোধ হয় বোঝেন না। একদিন—বাবু (—বার ছেলে) নিজকে justify কর্‌বার দরুণ বল্লে যে আজ কাল আমাদের বাঙ্গালী ঘরে respectable ladies রাও smoke করেন। এ কথাটা একজন গুজরাটীর সাম্‌নে বলাতে আমার বড় রাগ হ'ল। যাই হোক এ বিষয়ে আমি যখন বল্লাম যে অনুচিত হয়েছে, Mr. S. বল্লে যে "I am proud of that", তার কারণ ইংরেজদের সঙ্গে সমান হচ্ছে। ধিক! আমাদের আদর্শ গুলি কি একে একে নষ্ট হয়ে যাবে? হিন্দুনারীর সতীত্ব ও ধর্ম্মে তিলমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ কর্‌লে আমাদের যাহা কিছু ভাল সব নষ্ট হয়ে যাবে যে। শুন্‌লাম Mrs. R. Mrs. D. প্রভৃতি smoke করেন, কিন্তু তাই বলে কি সেটা গৌরবের? হিন্দুর ছেলে হয়ে * * অন্ততঃ সে কথা বলা উচিৎ হয় নি। অনেকে বলে আমার নাকি এখনও dogma আছে। আমি বলি যে তাহা জেন আমার চিরকাল থাকে। আর একটী dogma সকলে ধরে কেন জান? আমি সামান্য মদ খেলেই drunkard বলি বলে।

মা; আমি সকলের সঙ্গে মিশছি বটে, কিন্তু সবাইএর থেকে অনেক দূরে আছি। সেদিন এক মহাকাণ্ড হয়ে গেছে। একথাটা কিন্তু তুমি একটু গোপনে রেখো। সেদিন (৭।৮ দিন আগে) dinner এর পর * * বাবু বল্লেন যে কে কি খাবে আমি খাওয়াব, সবাই প্রায় lemonde খেতে চাইলে, একজন খালি ঠাট্টা করে বল্লে যে I will have shandy, শিশির বাবুও ঠাট্টার ভাবে যেন লিখ্‌লেন one bottle beer & seven lemonades. পরে কিন্তু দেখ্‌লাম, কোনটাই ঠাট্টা নয়, প্রকৃতই beer এল ও সেই দেখে তো নীচে পালালাম। সেই beer, lemonade এর সঙ্গে মিশিয়ে অনেকেই খেতে আরম্ভ কর্‌লেন দেখে এলুম্। আমার সত্যই এত খারাপ লাগ্‌ল যে কে কে খেয়েছে আমি ভাল করে দেখিও নি; তবে অবশ্য কয়েকজনকে দেখ্‌তে পেয়েছি। আমি নীচে আসবার কিছু পরেই, * * বাবু এসে আমাকে বল্লেন যে তুমি সব তোমার বাবা মাকে লিখো না বা বলো না। তা'তে আমি বল্লাম যে আমি তাঁ'দের চিঠিতে openly না লিখ্‌তে পারি কিন্তু তাঁদের একথা জানাবই। তা'তে সকলে রাগ কর্‌তে লাগ্‌ল, আর বল্‌লে যে তুমি নিজের পাপের কথা বাবাকে মাকে বল্‌তে পার? আমি বল্‌লাম যে নিশ্চয় পারি ও পারব। ভগবানের ইচ্ছায় যেন কোন পাপ আর না কর্‌তে হয়, আর আমি এ বুঝি না, যে যদি কেহ ভুলে পাপ করে তো বাবা মাকে তা বল্‌তে পারে না। তাতে * * বাবু বল্লেন যে তুমি লোকের বদনাম কর্‌বে কেন, তোমার right নেই, তা'তে আমি জবাব দিই, যে আমি জান্‌লেও যা তোমার জান্‌লেও তাই; এতে একজন লোকও বেশী জান্‌লে না। আর একজন বল্লে যে বিলাত ফেরৎরা কেউ কা'রর কথা বলে না, তুমি কেন তা' বল্‌বে? এই শুনে আমার বড় রাগ হ'ল আমি বল্লাম যে এই প্রথা আমি কিছুতেই মান্‌ব না। যাই হোক পরদিন * * দে ও রায়েরা সবাই আমাকে বক্‌তে লাগল ও বল্লে ও বড় cad ও dangerous ওকে এক ঘরে কর; ওকে snub কর ইত্যাদি, কিন্তু তা'তে আমি মোটেই ভয় পেলুম না। Mr. G. কেবল আমার stand point বুঝেছেন ও সমর্থন করেন। এত কাণ্ডর প্রধাণ কারণ আমাদের চেনা শুনা ২।১ জন এ পাপে লিপ্ত ছিল; পু—র—নয়; বুঝে নিও অন্যকে। পরের অন্য কোন চিঠিতে নাম দেবো; কিন্তু মা এটা যেন কিছুতে প্রকাশ পায় না, কিন্তু তা'তে কোন ফল হবে না। যে পাপী তার কিছু উপকার হবে না, উল্টে যে আরও বিগড়ে যাবে। তা' না হলে আমি তোমাকে তার বাপ মাকে জানাতে বলতুম, দেশের একটী লোকও

উচ্ছন্নে গেলে আমাদের ক্ষতি, কিন্তু এ ব্যাপার সব হাতের বাহিরে চলে গেছে। যাই হোক আর কি লিখিব।

কাল একটা সাহেব আমার সঙ্গে অসভ্যতা কর্‌তে গেছল আমি খুব বকে দিয়েছি। ইতি—

তোমাদের স্নেহের
জীমূতবাহন।

(১০)

—,লণ্ডন,
১২ই অগষ্ট।

শ্রীচরণকমলেষু,

মা, চিঠির উপরের ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছ যে Mrs. J.— বাড়ীতে উঠা হয় নি; তবে কাছেই উঠেছি, Mrs. J—র পরিচিত একটি familyতে। তিনি সব ঠিক করে রেখেছিলেন, কারণ তিনি শীঘ্রই বেড়াতে চলে যাবেন। তা' ছাড়াও তাঁর এখন চাকর নেই, তিনি বলেন যে এখন আমি বেশী কাজ করতে পারি না (ছেলেদের মৃত্যুর দরুণ) অক্ষ তাঁকেই সব কর্‌তে হয়। তিনি আশা করেন যে আগামী বৎসর সমস্ত পূর্বের মত হবে। Mrs. L. (যাঁর বাড়ীতে উঠেছি) বেশ ভাল লোক বলে মনে হয়; নাম থেকে বোধ হয় বুঝেছ যে French. তবে উচ্চারণ প্রভৃতি ও কথাবার্ত্তা (অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা) বেশ ভাল নয়। Mrs. J এখানে নিয়ে আস্‌বার আগেই পথে বলিয়াছিলেন যে দেখ "যেন ওদের language and accent imitate কোরো না। সন্দেহ হ'লে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিও। তবে ওদের আর সব খুব ভাল, তোমাকে খুব য করবে।" Mrs. J. আমাকে বলেন যে "তোমার বেশ ভাল accent" আর—মামার ইংরেজী লেখার খুব সুখ্যাতি কর্‌লেন। বড়দিদির ইংরাজীর খুব সুখ্যাতি কর্‌লেন। বাড়ীর প্রত্যেকের খবর নিলেন, বড়দিদি ও খোকা বিশেষতঃ। Mrs. J সাতদিন পরে London ছেড়ে যাবেন—পর আমাকে চায়ে যেতে বলেছেন। আজ তাঁর বাড়ীতে অল্প কেক্ খেয়েছি চা দিতে চেয়েছিলেন আমি বলেছি আমি খাই না। Mrs L একটী ছেলের সহিত দেখা হয়েছে অন্যটীকে এখনও দেখি নাই। তাঁর কন্যা, একটী বছর ২২ ও অন্যটী ১২।১৩। আমাকে মন্দ ঘর দেয় নি, পু

জানালার সাম্‌নে ছোট বাগান, খাট বেশ বড়, বিছানা বেশ পরিস্কার। একটী আলমারী (বড়), একটা writing table, ও একটী dressing table আছে। অবশ্য wash bowl ইত্যাদি আর একটা ছোট table এ আছে। মোটের উপর বেশ থাকা চলবে। Bath এর ব্যবস্থা মন্দ নহে। ঘর দোতলায়।

আজ সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমরা থেমে পড়েছি। কিন্তু স্নানাদি করে উপরে এসে দেখি যে সমুদ্রের মাঝখানে। তখন ৭ টার কিছু পর। প্রায় ৮¼ টার সময় জাহাজ ফের ছাড়্‌ল, তখন আমরা খাচ্ছি। উপরে আসি দেখি ডাঙ্গা দেখা যাচ্চে, তার খানিক পরেই Thames এর ভিতর ঢুকে পড়লুম। প্রায় ১০টা নাগাদ Tilbury Docks এর কাছে নঙ্গর ফেলা হ'ল। তারপর passport ও luggage examination (Customs) হ'তেই ১২½ বেজে গেল। Customs officerকে তো আমি বাদ্যযন্ত্রটা দেখাতেই সে খুব amused হ'ল ও আর কিছু না দেখেই ছেড়ে দিলে। পরে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে আমার সঙ্গে cigar বা cigarette আছে কিনা। অনেক কে সব দেখাতে হয়েছিল। ১২½ টায় lunch খেলাম ও তারপরে steam launch এ উঠে বস্‌লুম। প্রায় ২টা নাগাদ Tilbury Station এ পৌছে সেখান থেকে প্রায় ৩ টার সময় Liverpool Street Station পৌছান গেল। ছোট কাকা বলেছিলেন যে সেখানে taxi নিলেই হবে—কিন্তু warএর পর থেকে taxi ওলারা সহজে এদিকে আস্‌তে চায় না। আমারও তাই হ'ল, আধ ঘণ্টার উপর চেষ্টা করেও taxi পাওয়া গেল না, কাজেই তখন Great Eastern Railway'র ট্রেণে Clapton আসা গেল। সেখান থেকে হেঁটে Mrs. J.—এর বাড়ী এলাম। তিনি তখনি luggage সেই porterএর হাতে আমার থাক্‌বার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

Mr. H. বা Mr. K. সহরে নেই, তাঁরা বেড়াতে গেছেন। কাজেই আমাকে বোধ হয় examটা without being coached দিতে হবে, দেখি কি হয়। Mr. H. কতক কি ঠিক করে রেখেছেন বলে Mrs. Jকে লিখেছেন। তিনি একবার end of Augustএ আস্‌বেন। পড়াশুনা আজই আরম্ভ করব।

১৩ই অগষ্ট। এখানে এখন বেশ গরম। আমাদেয় গ্রীষ্মের প্রথমের মত প্রখর রোদ ও দুপুর বেলাও গরমও সেই রকম! রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা;

শেষ রাত্রে ১টা চাদর গায়ে দেওয়া দরকার হয়। দুপুর বেলা গরম কাপড় পরে দস্তুর মত গরম বোধ হয় ও ঘাম হয়।

আমার বড় trunk ও বইয়ের case King Hamiltonএর chargeএ আছে, পাঠাতে লিখেছি, বোধ হয় ২।৩ দিন পরে পাব।

এঁরা লোক বেশ, খুব আপনার মত করে নিতে চেষ্টা করেন। কাল রাত্রে আমাকে গান গাহিতে হ'য়ে ছিল। গান তাঁদের খুব ভাল লেগেছিল ও যখন ইংরাজী মানে বল্‌লুম খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। Mrs. Lএর বড় ছেলে Pও গেয়েছিল তার মা বাজিয়েছিলেন (Piano). Mrs. L এর এক বোন্ এখানে থাকেন, তিনি বিধবা, বয়স বোধ হয় প্রায় ৪০ হবে। Mrs. L এর স্বামী Penang এ Chartered Accountant, মাস পাঁচ ছয় বাদে আস্‌বেন।

এখন একটু জাহাজের কথা লেখা যাক। Gibraltar পৌছাবার আগে তো তোমার চিঠি ডাকে দিলাম। সেদিন প্রাতে ৮½টার সময় নঙ্গর ফেলা হয়েছিল, কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই আমরা দেখলাম যে Gibraltarএ এসে পড়েছি—তখন ৬টা। Gibraltar একটী ছোট দ্বীপের মত দেখ্‌তে, পাহাড়ের গায়ে মস্ত ২ বাড়ী রয়েছে, সংখ্যায় ও অনেক। শুন্‌লাম সেগুলি বিভিন্ন দেশের বণিকদের। এই বাড়ীগুলির কিন্তু সমান ছাত আমাদের মত—কিন্তু Londonএ যত বাড়ী দেখেছি সব অন্য ধারণের, Marseilles এর মত। পাহাড়ের উপরে wireless station, ও মধ্যে এক জায়গায় একটা কামান। শুন্‌লাম fort কোন দিক দিয়ে দেখা যায় না। ঠিক অন্যদিকে একটী Spanish town রয়েছে, মোটের উপর দৃশ্যটী বেশ।

Gilraltar ছাড়িয়ে আমরা খুব ভাল sea পেয়েছিলাম; সমুদ্রটা যেন একটা মস্ত নীলাভ কাঁচ। যাই হোক শীঘ্রই ভালয় ভালয় Plymouth পৌছান গেল। তবে Plymouth পৌছাবার আগে আমার খুব অসুখ করেছিল। আমাশা' হয়ে ঘুম নেই, ৭।৮ বার বাহ্য হয়েছিল। কোন কারণ বুঝলাম না, কারণ আমি খুব কম খেতাম। যাই হোক একদিন উপোষ করে কোন গতিকে সেরে উঠা গেছে—অবশ্য তার পরের দুই দিনত প্রায় উপোষ হয়েছিল।

Gibraltar ছাড়িয়ে তিন দিন পরে Plymouth পৌছান গেল। সেখানকার দৃশ্য বড় চমৎকার। সমুদ্রের গা দিয়ে পাহাড় উঠেছে, আর সেই পাহাড়ের উপর সবুজ মাঠের মত। মাঠগুলির রং সর্ব্বত্র সমান নয়; কিন্তু খুব

উজ্জ্বল, যেন কতকগুলি মখমলের ঘর করা রয়েছে। কোন স্থানে আবার উঁচু উঁচু গাছে ভর্ত্তি, তাদের সেই ঘন সবুজের মধ্যে আবার একটী ছোট বাড়ীর লাল চূড়াটী দেখা যাচ্চে। আর জলের উপর sea gullsগুলি ফুলের মত দেখায়। Plymouthএ strikesএর দরুণ আমাদের ৩ ঘণ্টার যায়গায় ১ দিন বেশী থাকতে হয়েছিল, জন্য ১১ই না পৌছে ১২ই এখানে পৌছলুম।

বলব কি যতক্ষণ না London সহর দেখ্‌তে পেলুম, ততক্ষণ যে এতদূরে চলে এসেছি, তা বেশ বুঝা যাচ্ছিল না। সহর দেখে কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়—কত বড়! Tilbury একুশ মাইল দূরে—সেখানেতে কত বাড়ী, প্রকাণ্ড সহর—outskirtsএ এত বড় আমি পুর্ব্বে ভাব্‌তেও পারতাম না।

Steamerএ রান্না এত খারাপ লাগ্‌ত যে কি বল্‌ব, কিছুই মুখে রুচত না। দেখি এখানে কেমন হয়।

আমাকে সেদিন সবাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল যে আস্‌বার সময় কেঁদে ছিলাম কি না, আমি না বলাতে বিশ্বাস কর্‌লে না।

মা, স—বাবু কি আস্‌বেন? যদি আসেন তো আমার জন্য একজোড়া Peshwari slippers আন্‌তে পার্‌বেন কি।

এবার দুর্গোৎসব কবে?

সেদিন বড় মজা হয়েছিল, আমি অসুস্থ পড়ে আছি, অপরে dinner খেতে গেছে। হঠাৎ আওয়াজ শুনে উঠে দেখি যে আমাকে বেমালুম দুদিক থেকে বন্ধ করে দিয়েছে, মস্ত মস্ত লোহার দরজা দিয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একেবারে বেরোবার উপায় নেই। বড় অদ্ভুত মনে হতে লাগল; এতদিন আছি, কই কোন দিন তো এ রকম করে বন্ধ করে দেয় নি, আজই বা কেন কর্‌লে? কিন্তু ভয় আমার একটুও হয় নি। একটু ঘুরে একটা পালাবার পথ ঠিক করে—সরু একটা মই দিয়ে—ঈশ্বরের নাম করে আবার শুলাম। তখন মনে হ'ল যে এখন যদি mined হয় তো কি হবে। পুনরায় ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঘুমতে চেষ্টা করলাম। ঘণ্টা খানেক পরে খুলে দিলে—সেটা আমাদের সহযাত্রী ডাক্তার—গিয়ে officerদের বলাতে হ'ল। ডাক্তার বাবু ও অন্য কেহ কেহ বিশ্বাস কর্‌তে চান না যে আমি তখন কাঁদি নি। বড় মজাই হয়েছিল, যাহোক জান, কেন বন্ধ করেছিল? যদি একদিকে mine লাগে অন্যদিকে জল যাবে না বলে; কিন্তু আমাদের cabin দুদিক থেকে বন্ধ করা ভুল, কেন না কোন পথ নেই, যে পালাবে বা life boatএ যাবে।

তোমাদের সবিশেষ খবর জান্‌তে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত রয়েছি। বড়দিদি, ভূমি বি—, ছোটদিদি, খুসী, কা—, স—, স্নে—, আ—, ছোট কাকা, ছোট কাকিমা সবাই কেমন আছেন? তোমার কিছু উপকার হয়েছে? এখনও কি অজিত বাবু ওখানে যাও? কবে শেষ গেছ্‌লে? * * মাদের খবর কি? ভবানীপুরে সমস্ত খবর দিও। * * কে next mailএ ও * * মামাকে লিখ্‌তে চেষ্টা করব।"

আমার রোজ বাড়ীর কথা এত মনে পড়ে, বিশেষ শুতে যাবার সময়। তোমরা আমার প্রণাম জেনো। ইতি—

তোমাদের স্নেহের
জীমূতবাহন

পুঃ—১৩ই আগষ্ট্‌। আজ সকালে একটু কাছাকাছি জায়গায় ঘুরে দেখ্‌লাম রাস্তা বড় পরিষ্কার। আমাদের মতন নয়, বাঁধান, কলিকাতার Strand Road এর মতন আর ঢের পরিষ্কার। ইতি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রচার :—

আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বিদ্যারত্ন গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বীরভূম জেলার বাতিকার প্রভৃতি স্থানে সমাজের উদ্দেশ্যসমূহ প্রচার করিয়া কতিপয় সভ্য ও ১৪ জন কায়স্থ সন্তানকে উপনীত করান। বর্ত্তমানে আষাঢ় মাসের অধিকাংশ সময় বৃষ্টি হইলেও পাবনা জেলার শ্রীনিবাস দিয়া, বাগমারা রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া কতিপয় সভ্য ও সিংহাসন গ্রামে ৫ কায়স্থ সন্তানকে উপনীত করান। তাঁহার এই প্রচারে বাগমারার প্রসিদ্ধ জমিদার, ফরিদপুর মানিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায়বর্ম্মা মহাশয় বিশেষ সহায়তা করেন; আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন :—

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ, চান্দাইকোণা নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের চৌলকরণ শেষ করিয়া সকলে রীতিমত ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। বীরভূম, বাতিকার মজুমদার বাটীর কেন্দ্র। এইকেন্দ্রে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সিংহ, ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ এবং সুয়াতা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালরঞ্জন ঘোষ, প্রভাকর ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীপতিচরণ ঘোষ, কালীকিঙ্কর দাস, কালিদাস ঘোষ, ভক্তিভূষণ সিংহ, রসরাজ ঘোষ, রমণীমোহন ঘোষ, দেবেন্দ্রলাল মজুমদার, কুমারেশচন্দ্র মজুদার, অমরেশচন্দ্র মজুমাদার এই ১৪টী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন। বাতিকার নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবগ্রামের শ্রীযুক্ত সুমেরু চক্রবর্ত্তী তাঁহার সহাতা করেন। এবং শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ও শিবকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া মাণবদিগকে উৎসাহিত করেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ স্বজাতি হিতৈষী জমিদার বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীবনবিহাহরী সেনবর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন সেনের যথারীতি সাবিত্রীসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, সমাজের হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল লিখিয়াছেন—"বসিরহাট কায়স্থ সমিতির" চেষ্টায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার (সরকারী উকিল) বিনোদবিহারী বসু, উকিল এবং বঙ্গজ গিরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (ইদিলপুর, ফরিদপুর) ললিতমোহন বসু, সাং খোড়গাছী, খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং বাকসা, খুলনা, নৃত্যগোপাল দত্তচৌধুরী, কোর্ট সব্‌ ইনস্‌পেক্টার, লাবণ্যকুমার বসু সাং দন্তীর হাট, ২৪ পরগণা এই ৭জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১। পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—মানিকগঞ্জ ঘিওর নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত মহাশয় নিজালয়ে একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, তাহাতে স্বয়ং এবং ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার, নিকুঞ্জবিহারী দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, কুঞ্জবিহারী আইচ, পূর্ণচন্দ্র নন্দী, দুর্গাচরণ আইচ, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, ও মানিকগরের নবকুমার দেবমণ্ডল এই দশজন কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

৭ই আষাঢ়, ১৩৩১। পুরীধাম হইতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—৺কাশীধামের বারেন্দ্র কায়স্থ ৺বিনোদবিহারী মজুমদারের দুই পৌত্রের তথায় উপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২০শে আষাঢ় ১৩৩১। পাবনা, সিংহাসন গ্রামের শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন, বিহারীলাল বসু, বসন্তকুমার সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার এই চারিটী বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

শ্রাদ্ধ :—

৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১। নদীয়া কাদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মার মাতৃ-বিয়োগে তাঁহার আদ্যকৃত্য ষোড়শ ও বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ উপস্থিত হন কিন্তু নূতন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬ই আষাঢ়, ১৩৩১। ময়মনসিংহের উকিল শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের পত্নী ঊষাবালা দেবীর আদ্যকৃত্য ১৩শ দিনে সুসম্পন্ন হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

"একার ও গণেশ" শীর্ষক প্রবন্ধটী নব প্রকাশিত "সারদা" নাম্নী মাসিক হইতে, তাহার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে ছবিগুলি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাওয়ায় ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

(মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ।)

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। হাওড়া শিবপুরের উকীল ৺নন্দলাল দেবের পুত্র শ্রীইন্দুমাধব দেব, বি-এ, শিক্ষক, পাত্র। উক্ত স্থানেরই শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, এম-এ, হুগলি কলেজের অধ্যাপক—তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা—পাত্রী। এই বিবাহে দাবীদাওয়া শুনা গিয়াছে।

১৫ই আষাঢ়, ১৩৩১। কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত সরকার বংশের অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ রায় দীননাথ দে বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা পাত্রী মানভূম জেলান্তর্গত রঘুনাথপুর নিবাসী শ্রীরাখালদাস মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনলিনচন্দ্র, ডাক্তার, পাত্র।

(দাবীদাওয়ার সহিত)

২৭এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালেয়ের অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীতিনকড়ি পাত্র। কলিকাতা গোয়াবাগানের শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ আদিত্যের কন্যা পাত্রী। এই বিবাহে দাবীদাওয়ার কথা শুনা গিয়াছে।

সম্পূর্ণ নূতন ও অতি উৎকৃষ্ট
গ্রামোফন, সাইকেল,
ও হারমোনিয়ম
এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার সরঞ্জাম আমাদের নিকট অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
এম,এল,সাহা
হারমোনিয়ম, বাইসাইকেল বিক্রেতা ও গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিলার,
৫।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্যশক্তি ঔষধালয়
[১৩০৬ সালে স্থাপিত]
(কায়স্থ-পরিচালিত একমাত্র সুলভ অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-ভাণ্ডার)
অধ্যক্ষ—কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন
ও
সম্পাদক হাসাইল কায়স্থ-সমিতি
হেড্ অফিস—হাসাইল, ঢাকা।

চ্যবন-প্রাস—৩৲ সের, স্বর্ণমকরধ্বজ—৪৲ তোলা, সকল প্রকার কবিরাজী ঔষধই এইরূপ চূড়ান্ত সস্তা। ক্যাটলগে হিসাব দেখুন। কায়স্থ-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। শ্বাস-সুখ—হাঁপানীর ব্রহ্মাস্ত্র ১৲ শিশি, প্লীহা-বিজয়—প্লীহা যকৃতের অব্যর্থ মহৌষধ ৩০ বড়ী ৸০, কন্দর্পবিলাস—অকালবার্দ্ধক্য ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্য নিবারক এবং যৌবনের বল ও যৌবনশ্রীবর্দ্ধক ১ মাসের ঔষধ ৩৲, সারিবাদ্যরিষ্ট—উপদংশ, রক্তদুষ্টি, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পারদবিকৃতি, বাত, আমবাত, প্রমেহ, প্রদর, যকৃত-দোষ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতির অদ্ভুত ঔষধ ৩৲ সের, অভয়ামোদক—সুখে ২।১ বার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ৸০ সপ্তাহ, দন্ত-সুধা—সান্নিক ও দন্তমুল স্ফীতির মহৌষধ ৸০ কৌটা, হজমী বড়ী—৩০ বড়ী ॥০, বাতরাক্ষসী তৈল—সকল প্রকার বাতে ফলপ্রদ ১৲, শিশি এবং ৩০ বড়ী ॥০ আনা। পরীক্ষা—প্রার্থনীয়। বরদাবাবুর হরিনাম ॥০, ব্রহ্মচর্য্য ৸০, কায়স্থ-সখা ৸০ আনা। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ব্রাদার্স। হাসাইল, ঢাকা। (ইঃ বেঙ্গল)

মোহিনীজেত্র।

"গ্রুব লবণ"—ম্যালেরিয়ার বিষ ও কুইনাইন বিষনাশক। প্রতিরোগীর আরোগ্য লাভের মাত্রা ১৲ এক টাকা।

নিমের সরবৎ—ইহা বৃক্ষ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত রস যোগে প্রস্তুত। সামান্য পাঁচড়া, চুলকানি হইতে পচা ঘা, শোষ ঘা, ঘরঘুরে ঘা, ও কুষ্ঠ ব্যাধি পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ সেব্য সরবৎ ৫৲ পাঁচ টাকা। প্রতি দিনের ঔষধ এক এক টাকা। রক্ত পরিষ্করণে অদ্বিতীয়।

প্রাপ্তিস্থান—এম্, এম্, বসু

"নবীনকুঞ্জ"

বর্দ্ধমান।

নূতন আমদানী শাকসব্জীর

বীজ! বীজ!! বীজ!!!

(প্রতি তোলার মূল্য লিখিত হইল)

ফুলকপি—১। পাটনাই ফুলকপি, ছোট ফুল, শীঘ্র হয়, ।৷০ ২। আর্লি জায়েণ্ট অত্যন্ত নামি ও বড় ফুল ৸০, ৩। আর্লি প্যারিস—অত্যন্ত জলদি বড় ও টাইট ১৲, ৪। সিয়োর হেড—সহজে জন্মায়, সাদা ও টাইট ২৲, মার্কিন—নাবি, অত্যন্ত বৃহৎ ও অত্যন্ত টাইট ২৲, ৬। স্নোবল ফুলকপি—অত্যন্ত সাদা, টাইট ও সুমিষ্ট ২।৷০, ৭। রাক্ষুসে ১৫ সেরা ফুলকপি—অত্যন্ত নিরেট সাদা, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি সহজে জন্মায় ৪৲।

বাঁধাকপি—১। নারিকেলী বাঁধাকপি—লম্বা মাথা ১৲, ২। আর্লিড্রামহেড জলদি, সুন্দর ও সুমিষ্ট ১।৷০, ৩। লার্জ ড্রামহেড—নাবি খুব বড় ও টাইট ১৸০ ৪। বিষ্টের ব্রান্সউইক—খুব বড়, সুন্দর ও অত্যন্ত টাইট ১।৷০, ৫। সিয়োর হেড—সহজে জন্মায় বৃহৎ ও টাইট ২।০, ৬। রাক্ষুসে ৩০ সের বাঁধাকপি—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ২৸০, ৭। আর্লিয়েষ্ট জায়েণ্ট—সর্ব্বাপেক্ষা জলদি অথচ বৃহৎ ৩৲।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বীজ (প্রতি তোলার মূল্য ওলকপি ১৲, শালগম ।৷০, বোম্বাই মূল্য ।০, ঐ সের ১০৲, জাড়ার মূলা ।০, ঐ সের ১০৲, করলা ।/০, বেগুন ।০, ঢ্যাঁড়স ৵০, পেঁপে ।৷০, তামাক ।৷০, পেঁয়াজ ।৷০, বরবটী ।৵০, গোয়ালন্দের তরমুজ ।০ বৈষ্ণবাটীর কুমড়া ।০, বীট ।৷০, শশা ।৷০ ও লাউ ৵০।

পত্র লিখিবার ঠিকানা, কালীগঙ্গা নার্শরী—

হরেন্দ্র ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৬১ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাবলম্বী

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ অগ্রিম তিন টাকা। প্রতি মাসে নানা বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি থাকে প্রবাসী বাঙ্গালীর এই উদ্যমের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর সাহায্য করি। পাঁচ আনা পাঠাইলে নমুনা পাঠাই।

ম্যানেজার—স্বাবলম্বী ১১৩ A নং বিগাণ্ডেট ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন, বর্ম্মা

113/A. Bigandet Street, Rangoon. Burma.

নিবেদন

দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আজ আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচলন হইয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে পরম লাভ। আজ দেশবাসী বুঝিয়াছে যে আয়ুর্ব্বেদকে অবহেলা করিয়া তাহারা কি রত্ন হারাইতে বসিয়াছিল। আজ তাহারা বুঝিয়াছে যে এ দেশের জল হাওয়ার পক্ষে আয়ুর্ব্বেদই প্রশস্ত, তাই আজ দেশের সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদের এত আদর। বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী বহু আয়াস সাধ্য এবং তদুপযোগী উপাদান সংগ্রহ করাও দুরূহ ব্যাপার। ব্যবসায়ের খাতিরে শাস্ত্রোপদেশ লঙ্ঘনের উদাহরণ আজ কাল বিরল নহে, কাজেই ত্রিকাল দর্শীঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এত অনাদর। "খুলনা ধন্বন্তরী ঔষধালয়" বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচারের প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। এখানে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কুশল কবিরাজগণের দ্বারা এবংস্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়—মূল্য যথাসাধ্য কম করা হইয়াছে।

অধ্যক্ষ খুলনা ধন্বন্তরী ঔষধালয়

(খুলনা)

মোহিনীজৈত্র।

"প্রুব লবণ"—ম্যালেরিয়ার বিষ ও কুইনাইন বিষনাশক। প্রতিরোগীর আরোগ্য লাভের মাত্রা ১৲ এক টাকা।

নিমের সরবৎ—ইহা বৃক্ষ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত রস যোগে প্রস্তুত। সামান্য পাঁচড়া, চুলকানি হইতে পচা ঘা, শোষ ঘা, ঘরঘুরে ঘা, ও কুষ্ঠ ব্যাধি পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ সেব্য সরবৎ ৫৲ পাঁচ টাকা। প্রতি দিনের ঔষধ এক এক টাকা। রক্ত পরিষ্করণে অদ্বিতীয়।

প্রাপ্তিস্থান—এম্, এম্, বসু

"নবীনকুঞ্জ"

বর্দ্ধমান।

নূতন আমদানী শাকসব্জীর

বীজ ! বীজ !! বীজ !!!

(প্রতি তোলার মূল্য লিখিত হইল)

ফুলকপি—১। পাটনাই ফুলকপি, ছোট ফুল, শীঘ্র হয়, ॥০ ২। অর্লি জায়েণ্ট অত্যন্ত নামি ও বড় ফুল ৸০, ৩। আর্লি প্যারিস—অত্যন্ত জলদি বড় ও টাইট ১৲, ৪। সিয়োর হেড—সহজে জন্মায়, সাদা ও টাইট ২৲, ৫। মার্কিন—নাবি, অত্যন্ত বৃহৎ ও অত্যন্ত টাইট ২৲, ৬। স্নোবল ফুলকপি—অত্যন্ত সাদা, টাইট ও সুমিষ্ট ২॥০, ৭। রাক্ষুসে ১৫ সেরা ফুলকপি—অত্যন্ত নিরেট সাদা, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি সহজে জন্মায় ৪৲।

বাঁধাকপি—১। নারিকেলী বাঁধাকপি—লম্বা মাথা ১৲, ২। আর্লিড্রামহেড জলদি, সুন্দর ও সুমিষ্ট ১॥০, ৩। লার্জ ড্রামহেড—নাবি খুব বড় ও টাইট ১৸০ ৪। বিষ্টের ব্রান্সউইক—খুব বড়, সুন্দর ও অত্যন্ত টাইট ১॥০, ৫। সিয়োর হেড—সহজে জন্মায় বৃহৎ ও টাইট ২।০, ৬। রাক্ষুসে ৩০ সের বাঁধাকপি—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ২৸০, ৭। আর্লিয়েষ্ট জায়েণ্ট—সর্ব্বাপেক্ষা জলদি অথচ বৃহৎ ৩৲।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বীজ (প্রতি তোলার মূল্য ওলকপি ১৲, শালগম ॥০, বোম্বাই মূল্য ।০, ঐ সের ১০৲, জাড়ার মূলা ।০, ঐ সের ১০৲, করলা ।/০, বেগুন ।০, ঢ্যাড়স ৵০, পেঁপে ॥০, তামাক ॥০, পেঁয়াজ ॥০, বরবটী ।৵০, গোয়ালন্দের তরমুজ ।০, বৈষ্ণবাটীর কুমড়া ।০, বীট ॥০, শশা ॥০ ও লাউ ৵০।

পত্র লিখিবার ঠিকানা, কালীগঙ্গা নার্শরী-

হরেন্দ্র ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৬১ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাবলম্বী

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ অগ্রিম তিন টাকা। প্রতি মাসে নানা বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি থাকে প্রবাসী বাঙ্গালীর এই উদ্যমের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর সাহায্য করি। পাঁচ আনা পাঠাইলে নমুনা পাঠাই।

ম্যানেজার—স্বাবলম্বী ১১৩ A নং বিগাণ্ডেট ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন, বর্ম্মা

113/A. Bigandet Street, Rangoon. Burma.

নিবেদন

দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আজ আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচলন হইয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে পরম লাভ। আজ দেশবাসী বুঝিয়াছে যে আয়ুর্ব্বেদকে অবহেল করিয়া, তাহারা কি রত্ন হারাইতে বসিয়াছিল। আজ তাহারা বুঝিয়াছে যে এ দেশের জল হাওয়ার পক্ষে আয়ুর্ব্বেদই প্রশস্ত, তাই আজ দেশের সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদের এত আদর। বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী বহু আয়াস সাধ্য এবং তদুপযোগী উপাদান সংগ্রহ করাও দুরূহ ব্যাপার। ব্যবসায়ের খাতিরে শাস্ত্রোপদেশ লঙ্ঘনের উদাহরণ আজ কাল বিরল নহে, কাজেই ত্রিকাল দর্শীঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এত অনাদর। "খুলনা ধন্বন্তরী ঔষধালয়" বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচারের প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। এখানে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কুশল কবিরাজগণের দ্বারা এবংস্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়—মূল্য যথাসাধ্য কম করা হইয়াছে।

অধ্যক্ষ খুলনা ধন্বন্তরী ঔষধালয়

(খুলনা)

TO LET

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩১। | ৬ষ্ঠ, সংখ্যা

উদ্বোধন

এস মা আনন্দময়ি! এ নিরান্দ বঙ্গে এস মা! দাবদগ্ধ বঙ্গে আসিয়া দীন-জননীরূপে দাঁড়াও মা! পাপ-প্রপঞ্চপরিপূরিত—আর্ত্তনাদ সমাকুলিত—অসন বসন-অভাব-সমাকীর্ণ—দুঃখ দৈন্য সংক্ষুব্ধ--অবসাদসাগরে নিমজ্জমান বঙ্গে আবার আসিয়া শান্তিদায়িনী—শুভদায়িনী রক্ষাকর্ত্রীরূপে বিরাজিতা হও মা! সম্বৎসর পরে আবার আসিয়া তোমার পাপী তাপী সন্তানগণকে তোমার শোভন-সুন্দর-সুকোমল-শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান কর মা!

অভাবের অবসাদে অবসন্ন—রোগ শোক আধি ব্যাধির নিত্যসহচর—হা হুতাশের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় একান্ত অস্থির তোমার কাতর সন্তানগণকে অভয় হস্তের শুভ আশীর্ব্বাদে কথঞ্চিৎ শান্ত কর মা! দীন দয়াময়ী মা ভিন্ন অধম সন্তানগণের আর কে আছে মা! পতিতপাবনী মা ভিন্ন কাঙ্গালকুলকে উদ্ধারের আর উপায় কি মা! নৈরাশ্যবিড়ম্বিত বঙ্গের অগণিত সন্তানের ক্রন্দন নিবারণ করিতে তুমি ভিন্ন আর কে আছে মা! তাই বলি মাগো! একবার এস মা! বরাভয় হস্তে আসিয়া বঙ্গের শ্মশান ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আশ্বস্ত কর মা! তোমার অধম সন্তানগণ যেন তোমার নামের গুণে, তোমার মাহাত্ম্যে মায়ের সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারে মা!

ঐ দেখ মা! অন্নহীনের প্রাণান্তস্তম্ভস্পর্শী আর্ত্তনাদ! ঐ দেখ মা! ক্ষুৎপিপাসা প্রপীড়িতের জ্বালাময়ী যন্ত্রণার বিকট চিৎকার! ঐ দেখ মা! সর্ব্ব সংহারক কালের লেলিহান দৃষ্টিবিহ্বল-নরনারীর ভীষণ আর্ত্তনাদ! সতীসাধ্বীর নিকষ সতীত্বের উপর কত দুরাচারের দোষারোপ! আবার ঐ দেখ মা! সহায় সম্পদহীন দরিদ্রের উপর সম্পন্ন প্রবলের কি পৈশাচিক অত্যাচার! কত দুর্ব্বৃত্তের দুর্দ্দম পীড়নে কত অবলা আত্মহারা হইয়া অন্তকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে! আবার ওদিকে দেখ মা! প্রবল প্লাবনপীড়নে তোমার কত শত সন্তান বৃক্ষতলাশ্রয় লইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছে। করাল-বদনা দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর কবলে নিপতিত হইয়া তোমার কত শত সন্তান আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে! কে তাহার ইয়ত্তা করে মা! কে তাহার সন্ধান লয় মা! মা ভিন্ন সন্তানের মুখের গ্রাস যোগাইতে আর কে আছে মা! মা ভিন্ন সন্তানকুলের দুঃখ দৈন্য অপনোদন করিতে আর কাহার কতটুকু শক্তি আছে মা! তাই বলি মাগো! যদি সন্তপ্ত বঙ্গে আবার তিন দিনের জন্য আসিতেছ মা! তবে সুখদা-শুভদা-মোক্ষদারূপে আবির্ভূত হইয়া কাতর কাঙ্গালকুলকে রক্ষা কর মা!

এক কালের সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এখন আর পর্য্যাপ্ত অন্নজল প্রসব করে না জননী! পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্নাভাব জনিত কাতরক্রন্দন বঙ্গের দিকে দিকে, পল্লীতে পল্লীতে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রকট লীলার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আবার ঐ দেখ মা! ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপের দিগন্তবিস্তৃত বিকট অভিনয়ে দেশ মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্বের লীলা নিকেতনে পরিণত হইতেছে! পবিত্র পরার্থপরতা এখন আভিধানিক শব্দ বিশেষে পরিগণিত প্রায় জননী! পরোপকার এখন কথার কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে মা! এখন স্বার্থপরতার আবিলতায় দিগন্ত প্রপূরিত। কেহ কাহারও হা হুতাশে কর্ণপাত করে না—কেহ কাহারও উষ্ণ অশ্রু দেখিয়া বিচলিত হয় না—কেহ কাহারও কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করে না। হায়রে দুনিয়া! হায়রে স্বার্থপরতা! হায়রে মনুষ্যত্ব! একই দেশবাসী, একই ভাষা ভাষী, একই সমাজের সামাজিক হইয়া ভ্রাতৃত্বের পরিবর্ত্তে শত্রুতার তাণ্ডব নৃত্য! হায় জননী! কোন্ গ্রহের বক্রদৃষ্টিতে তোমার সন্তানগণ এমন সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করিল মা! ওমা দুরিতাপহে! দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমালিপ্ত কাতর সন্তানগণকে কি সুমতি দিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের ক্ষমতা সম্পন্ন করিবে না মা!

আবার দেখ দেখ শিবানি! তোমার অসুর প্রকৃতির সন্তানগণ তোমার পূজার দোহাই দিয়া—তোমার সন্তুষ্টির ধুয়া ধরিয়া—ষোড়শোপচারে পূজার নামে কত নিরীহ ছাগশিশুর মুণ্ডপাতের বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত। বলিতে পার মা! কেন তাহাদের এ পৈশাচিক প্রবৃত্তি! এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অবতারণা কেন জননী! তোমার এক সন্তানের রসনাতৃপ্তির জন্য অন্য সন্তানের প্রাণ লইয়া ধুলা খেলা! শক্তিপূজায় শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া শক্তির অপচয় সংসাধন বড়ই বিসদৃশ ব্যবহার। তাই আজ কাতরকণ্ঠে বলি মাগো! তোমার সন্তানগণ যাহাতে দয়াময়ী মায়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা ও সুপথগামী হইয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেও মা!

আবার ওদিকে চাহিয়া দেখ মা! অগণিত কায়স্থকুলধুরন্ধর কিরূপ অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিপতিত! পতিত, দুর্গত, ধিক্কৃত, লাঞ্ছিত কায়স্থকুল এমনই মোহ মদিরায় মত্ত—এমনই আত্মবিস্মৃতির অতলতলে নিপতিত যে তাহাদের আত্মরক্ষা তথা সমাজ রক্ষার চেষ্টামাত্র বিদ্যমান নাই। ইহারা পদে পদে অবমানিত-পদদলিত হইয়াও মোহনিদ্রার অপনোদন জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে না। এতই অবসাদগ্রস্ত যে, স্বকীয় সমাজের উন্নতির চেষ্টা মাত্র নাই। হায় জননী! কাহার কঠোর অভিসম্পাতে বঙ্গীয় কায়স্থকুল ঈদৃশ দীনদশায় আত্মসম্মান-জ্ঞানহীনতার এবং সমাজ-শরীরে ওতপ্রোত ভাবে সংলিপ্ত কলঙ্ককালিমা বিধৌত করিবার অনিচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছে জননী! অগণিত কায়স্থের তুলনায় মাত্র ২।১০ জন জাতীয় সম্ভ্রম উন্নয়নে সচেষ্ট হইলেও এখনও বহুকায়স্থ "যে তিমিরে সে তিমিরেই ডুবিয়া রহিয়াছে।" আর বুঝি তাহাদের উদ্ধার হইবার আশা ভরসা নাই। আর বুঝি তাহাদের স্বাধিকার লাভের বাসনা জাগিবে না—আর বুঝি তাহাদের জাতীয়জীবনে উন্নতির উন্মেষ হইবে না জননী!

ইহাদের অনেকেই মুখে মধু মনে বিষ লইয়া বিশাল বিস্তৃত সমাজের উপর বিসদৃশ লীলার অভিনয় করিতেছে। অনেকেই মনকে "চোখ ঠারিয়ে" আত্মবঞ্চনা করিতেছে ও বিকট তাণ্ডব নৃত্য করিয়া সমাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতেছে। শক্তিহীন সমাজ ঐ সকল ভণ্ডের বিষকুম্ভ পয়োমুখ বন্ধুর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না।

সমাজের যাঁহারা কর্ণধার—সমাজের যাঁহারা মেরুদণ্ড—আদর্শোপযোগী, তাঁহারা সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সজ্ঞানে খোস তবিয়তে—খোস মেজাজে

সমাজকে উপেক্ষার্ণবে নিমজ্জিত করিতেছে। বাঙ্‌নিষ্পত্তিহীন সমাজ তাহাদের সেই "দেতোর হাসি" দেখিয়াও, উপেক্ষিত হইয়াও কিছুই করিতেছে না।

মাগো! বলিব কি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, —দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে—ঘোর নৈরাশ্যের বিষম অবসাদে অবসন্ন হয়। যে সকল কায়স্থকুলপুঙ্গব সর্ব্বপ্রথমে পাথুরিয়াটার ৺রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিঘোষিত করিবার জন্য ঘোর নিনাদে আন্দোলনের ঢক্কা বাজাইয়াছিলেন—যে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া "কায়স্থ-সভার" প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়ত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য সভার প্রতি অধিবেশনে জোর গলায় বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থল মুখরিত করিয়া অগণ্য ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? তাঁহাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কয়জন ক্ষত্রিয়াচারী হইয়াছেন? বলিতে লজ্জা হয়, সেই সকল আন্দোলনকারীর ঢক্কানিনাদ শনৈঃ শনৈঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহারাও ধীরে ধীরে গা ঢাকা দিয়াছেন—সরিয়া পড়িয়াছেন, এমন কি সভার সহিত সংশ্রব শূন্যও যে ২।১০ জন না হইয়াছেন এমন নহে। তাই বড় দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয় মাগো! যে জাতির মনে মুখে মিল নাই—উন্নতির বাসনা নাই, সমাজের কলঙ্ক অপনোদনের ইচ্ছা নাই, সে জাতির শ্রেয় কোথায় মা!

তাঁতি, চাঁড়াল, ডোমের সহিত যৌন সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, আদালৎকর্ত্তৃক ইহা ঘোষিত হইয়াও যে জাতির জ্ঞানচক্ষু ফোটে না—টনক নড়ে না—জাতীয় মর্য্যাদার উদ্রেক হয় না, সে জাতি যে কোন কালে উন্নতিমার্গে উন্নীত হইতে পারিবে তাহা ত বোধ হয় না। বিশেষতঃ বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার বিশাল বক্ষের উপর যে সভা প্রতিষ্ঠিত, জানি না কোন্ বিবেচনায় সেই সভার কর্ণধারকুল নিশ্চিন্তে—নীরবে—নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া কলঙ্কতিপ্ত সমাজের মস্তকে আরও কলঙ্কের ডালি পূর্ণ করিয়া স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিতেছেন!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—পিতামাতার বিনানুমতিতে ক্ষাত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে পারিব না। কেহ কেহ বলেন—গুরু পুরোহিতের অমতে পৈতা লই কেমন করিয়া? কেহ কেহ বলেন—আমাদের সমাজের লোক লইলে আমরাও লইতে পারি। আবার এমন কায়স্থরত্নও অনেক আছেন—যাঁহারা সমাজের মাথার উপর সম্পূর্ণ দায়ীত্ব নির্ভর করিয়া বেশ নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতেছেন। আবার কেহ কেহ এমনও বলেন, পৈতা খরচ বাড়াইবার প্রয়োজন কি? কায়স্থ ত ক্ষত্রিয়ই আছে। আমরা বলি—ক্ষত্রিয় ত আছে বটেই কিন্তু ক্ষত্রিয়ের চাপরাস

উপবীত না লইলে যে কেহই চাপরাসী বলিবে না সে জ্ঞানটা বিকৃত মস্তিষ্ক বাবুবৃন্দের কুলীশ-কঠোর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না?

ওমা হিমালয় দুহিতে! শূদ্রত্বের ক্ষুদ্রত্বে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং উপনয়ন সংস্কারহীন থাকিয়াও যাহারা আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করে, তাহাদের বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না কি মা!' "ঢাল নাই তলয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দার" সাজিলে চলিবে কেন মা! লোকে কথায় বলে "আগাড়ী দর্শনধারী পিছাড়ি গুণ বিচারী" সুতরাং অগ্রে ক্ষত্রিয়ের বাহিরের অলঙ্কারগুলি গ্রহণ কর তবে তোমাকে ক্ষত্রিয় বলিবে এবং পরে তোমার গুণাগুণ বিচার করিবে; নতুবা মুখে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিলে উপহসিত হওয়া একান্তই অবশ্যম্ভাবী; কার্য্যক্ষেত্রে হইতেছেও তাহাই। যতই তুমি সন্দেহদোলায় চড়িয়া দোল খাইতেছ এবং জাতীয় কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করত স্বেচ্ছায় সানন্দে সমাজশিরে কলঙ্ক লেপন করিতেছ ততই তোমার শত্রুকুল তোমাকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ মনে করিয়া তোমার জাতীয় কার্য্যে বাধা বিঘ্ন জন্মাইতেছে ও বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিতেছে।

ওমা ক্ষত্রিয়াণি! আর কতদিন তোমার এই আত্মবিস্মৃত কায়স্থ সন্তানগণকে মোহমুগ্ধ ও কর্ত্তব্যবিমুখ রাখিবে মা! তাহাদের সুমতি দেও মা! তাহারা জাতীয়তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হউক। তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর মা! সৎসাহস সংগ্রহ করিয়া জাতীয় জীবনের বহুদিন প্রলিপ্ত কলঙ্ক কালিমা প্রক্ষালিত করিতে যত্নপর হউক। যদি আসিতেছ জননী! তবে এই অভিশপ্ত জাতিকে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করত যাহাতে আবার মায়ের সন্তান বলিয়া পরিচিত এবং স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান কর মা! কাতরকণ্ঠে যুক্তকরে তোমার শ্রীপদে নিবেদন জানাইয়া এবারের উদ্বোধন শেষ করিতেছি মা!

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী

আধ্যাত্মিক জীবনের সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ

মানুষ যখন প্রকৃত সুখের অন্বেষণ করে, অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়াসী হয়, তখন আর কেবল স্থূলদেহের কিম্বা ইন্দ্রিয়বর্গের সুখকেই পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। বহুদিন বহুজন্ম দেহেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে করিতে তবে জীব তদপেক্ষা উন্নততর সুখের সন্ধান পায়। আমি কে? জগৎ কি? এখানে আমি কেন আসিয়াছি? এই যে জন্ম মৃত্যু রোগ শোক হাসি কান্না এ গুলির হাত হইতে কি আমি চিরপরিত্রাণ পাইতে পারি না? ইত্যাদি রূপ চিন্তা আসিয়া যখন ধীরে ধীরে মানবের মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে, তখনই বুঝিতে পারা যায় আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে, মানুষ প্রকৃত সুখের সন্ধান করিতেছে। বহু সুকৃতির ফলে এবং গুরুজনের আশীর্ব্বাদে সর্ব্বোপরি ভগবানের অসীম করুণার ফলে মানুষের এইরূপ অবস্থা আসিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ মানুষই আহার নিদ্রা ভয় সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি পশুধর্ম্ম-গুলির অনুশীলন করিয়াই দুর্লভ জীবন অতিবাহিত করে। এইরূপ জীবনকে আধিভৌতিক জীবন বলা যায়। আর মানুষ যখন দয়া ক্ষমা উদারতা পরার্থপরতা সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি দেবোচিত গুণসমূহের অনুশীলন করিতে থাকে, তখন বুঝিতে পারা যায় তাহার আধিভৌতিক জীবন লাভ হইতেছে। তাহার পর যখন পূর্ব্বোক্ত উভয় অবস্থার ভিতর দিয়া আত্মার সংসার বন্ধন দেখিয়া মুক্তির চির সুখের, নিরবচ্ছিন্ন সুখের ভূমা সুখের সন্ধান করিতে থাকে, তখনই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে। এইরূপ জীবন লাভ করা—বিমুগ্ধ আত্মার কাতর ক্রন্দন চিরনিবৃত্তির চেষ্টা করা—মানুষমাত্রেরই চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে কি?

যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এইরূপ উন্নততর জীবন লাভ হয় তাহার সকলগুলির আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মাত্র সাত্ত্বিক পরিচ্ছদের বিষয়ই এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে সাত্ত্বিক পরিচ্ছদের প্রভাব বড় কম নহে। প্রথমতঃ পরিচ্ছদকে অবলম্বন করিয়াই উহার সূত্রপাত বা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সকল শাস্ত্র এবং সকল মহাপুরুষ সৎসঙ্গকেই আধ্যাত্মিকজীবন লাভের পক্ষে প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই সৎসঙ্গ তিন প্রকারে হইতে পারে। প্রথম সৎপুরুষের সঙ্গ, দ্বিতীয় সদ্‌গ্রন্থের সংসর্গ, তৃতীয় সৎ পরিচ্ছদের সঙ্গ। যেরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে চিত্তে সাত্ত্বিক বৃত্তি উদ্বোধের পক্ষে অনুকূল হয় তাহাকেই 'সৎ পরিচ্ছদ' বলা যায়। জিজ্ঞাসিত হইতে পারে—সত্ত্বগুণের উদ্বোধ যে করিতেই হইবে তাহার হেতু কি? হেতু আছে—সুখ, সত্ত্বগুণ হইতেই সুখ লাভ হয়। শাস্ত্র সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে যথাক্রমে শান্ত ঘোর এবং মূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শান্ত অবস্থা হইতেই সুখ আসে। সত্ত্বগুণ সুখময়, রজোগুণ দুঃখময় এবং তমোগুণ ময়।

জীবমাত্রেই সুখান্বেষী। মানুষ যখন প্রকৃত সুখাভিলাষী হইবে, তখন তাহাকে যে কোন প্রকারে সত্ত্বগুণের উপচয়ে প্রযত্নশীল হইতেই হইবে। সুতরাং আধ্যাত্মিক সুখকামী ব্যক্তির আহার বিহার পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে সাত্ত্বিকতা রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে স্বভাবতঃ চিত্তে নানারূপ বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার ফুটিয়া উঠে, সেরূপ পরিচ্ছদকে রাজসিক পরিচ্ছদ কহে। এইরূপ পরিচ্ছদ সর্ব্বথা পরিহার্য্য নহে কি? এস্থলে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ঘোর রজোগুণ বর্দ্ধক, সুতরাং নির্ম্মল সুখের বিরোধী। আর সুখ জিনিষটা ত গর্ব্ব, হিংসা, দ্বেষ, লোলুপতা, স্বার্থপরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভোগাভিলাষিতা, নাস্তিকতা প্রভৃতির মধ্যে নাই। বরং অশান্তি ও চঞ্চলতাই আছে। যথার্থ সুখ আছে আস্তিক্য বুদ্ধিতে, সরল বিশ্বাসে, পরার্থপরতায়, ত্যাগে সংযমে। সুখী হইতে হইলেই মানুষকে এই সকল লাভ করিতে হইবে—সংযমী হইতে হইবে। উদ্দাম প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বাসনার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে হইবে। যত রকম আয়োজন, যত রকম চেষ্টা, যত রকম উপায় দ্বারা উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করা যাইতে পারে, তাহা অবলম্বন করিতে হবে। যিনি ইহাকেই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইবেন, তাঁহার পক্ষে সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ ধারণ একান্ত অপরিহার্য্য নহে কি? সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের মন, আমাদের ইন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত আপাতরমণীয় পরিণাম-বিরস বিষয়-রসের আস্বাদনে একান্ত লোলুপ, এই বহির্মুখী লোলুপতার ফলে আমরা উহাদের দ্বারা কতবার নিজ্জিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়া থাকি। কিন্তু এমনই অজেয় মোহ যে পুনরায় উহাদের প্রলোভনে প্রতারিত হই। যাহারা মানুষ, তাহারা বারংবার এইরূপ

দুর্দ্দশা দেখিয়া যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। আপনাকে এমন ভাবে সুরক্ষিত করিতে যত্ন করে যে আবার যেন সহজেই বাহ্য প্রলোভন গুলি আক্রমণ করিতে না পারে। আহার বিহার পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যদিয়া ব্যবহারিক জীবনকে এমন কতকগুলি সুদৃঢ় নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখে, যে সে গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির আক্রমণ নিতান্ত সহজ সাধ্য নহে। তাইত এদেশের ঋষিগণ এদেশের মনীষীবৃন্দ সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ প্রভৃতির প্রচলন বিষয়ে সর্ব্বথা কৃতযত্ন ছিলেন।

সাধুবেশ যে মানুষকে অনেক সময় অসাধুকর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া থাকে এবং করিতে সমর্থ এ কথা অনেকেই জানেন, এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক আছে। পিষ্টপোষণের ন্যায় সে সকলের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন। প্রক্ষালিত ক্ষৌমবসন পরিধান, ভগবান্নামাঙ্কিত উত্তরীয় বসন ধারণ, ললাট দেশে ভগবৎ পূজার নির্ম্মাল্য চন্দন, শিরোদেশে আশীর্ব্বাদ-পুষ্প ধারণ করিয়া কেহ কখনও শৌণ্ডিকালয়ে কিম্বা তথাকথিত অন্য কোন স্থানে গমন করিতে পারে না। এইরূপ একমাত্র পরিচ্ছদই তখন উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করে। সাত্ত্বিক পরিচ্ছদের এই প্রত্যক্ষ উপকারীতা ব্যতীত পরোক্ষ উপকার যে কত আছে তাহা এ স্থলে আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া পরিহার করিতে হইল। স্থূল কথা এই যে কি ঐহিক সুখ, কি পারমার্থিক সুখ, কখনও উশৃঙ্খল ভোগের মধ্য দিয়া কিছুই পাওয়া যায় না। সংযমেই উক্ত উভয়বিধ সুখ লাভ হয়। সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ এই সংযমের বহির্লক্ষণ মাত্র। যাহাদের অন্তরে সংযম আসিয়াছে অথবা সংযত হইবায় ইচ্ছা জাগরূক হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ প্রিয় হইবেন।

পরিচ্ছদ শব্দে আমরা কেবল বস্ত্র ভূষণাদির কথাই বলিতেছি না; দ্বিজাগণের যে যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করিবার বিধান আছে, উহাও সর্ব্বোচ্চ সাত্ত্বিকতার চিহ্ন। যথারীতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধারণ করিলে ঐ পবিত্র যজ্ঞসূত্রও মানুষকে রজঃ, তমোগুণের অত্যাচার হইতে অধিকাংশ সময় রক্ষা করিয়া থাকে। যদিও বর্ত্তমানকালে ধৃত যজ্ঞোপবীত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে বিপথগামী হইতে দেখা যায় তথাপি আমরা এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারিব না উপবীতে কোন শক্তি নাই কিংবা উপবীত ধারণ করিয়া কেহ কোনরূপ বিশেষ ফল লাভ করিতে পারে না। রাস্তার মুটে মজুর গাড়োয়ানদিগের কণ্ঠে

যজ্ঞসূত্র দেখিয়া অথবা বিপথগামী দ্বিজাতিগণের কণ্ঠস্থিত উপবীত দেখিয়া যদি আমরা উহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হই, তবে উহাতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি। যাহা পবিত্র, তাহা চিরদিনই পবিত্র। যাহা সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপনার হেতু তাহা চির দিনই সাত্ত্বিকতা আনয়ন করে। যাহার অভ্যন্তরে এমন সূক্ষ্ম শক্তি নিহিত আছে, যে মানুষকে প্রকৃত সুখের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে তাহা আবহমান কালই সেইরূপ আকর্ষণ করিবে। যাহা ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান-পূত বরবপুর শোভাবর্দ্ধন করিত, তাহা ধারণ করিলে যে মানুষ যথার্থ পবিত্র হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবসর নাই। অস্থানে পতিত হইয়া অথবা অবৈধ ভাবে পরিগৃহীত হইয়া যদি সহস্র স্থানেও উপবীত কলঙ্কিত হইয়া থাকে, তথাপি উহার মহত্ত্ব, উহার অপূর্ব্ব শক্তি, উহার পবিত্রতা বিন্দুমাত্র অপনীত হয় নাই, হইতে পারে না। যদি যথোপযুক্ত কালে যথাযথ শাস্ত্রীয় সংস্কার কার্য্যাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কেহ যজ্ঞসূত্র পরিধান করে, তবে নিশ্চয়ই উহা তাহাকে ধীরে ধীরে পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিয়া তুলে ও যথার্থ সুখের দিকে আকর্ষণ করে, উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করে, আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে বিশেষ সহায় হয়। তাই বলিতেছিলাম—যদি কেহ প্রকৃত সুখের অন্বেষী হয়, আধ্যাত্মিক জীবন লাভ যদি কাহারও একান্ত বাঞ্ছনীয় হয় তাহার পক্ষে সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ যজ্ঞসূত্র ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। ব্রাত্য বলিয়া বা কায়স্থ বলিয়া তাহার দ্বিজত্বে পরিপন্থী হওয়া উচিত নহে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।

দুর্গাপূজার বোধন

শরৎকাল উপস্থিত, সম্মুখে দুর্গাপূজা, অতএব এ সময় তৎসম্বন্ধে দুই একটী তথ্য উপস্থিত করিলে কায়স্থ-সমাজের পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না। অবশ্য দুর্গা কে বা কি? এ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক এবং অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবিদ্যা-ভূষণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই পূজার পূর্ব্বকৃত্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ইহার বঙ্গে প্রচার সম্বন্ধে দৈনিক বাঙ্গালীর তৎকালীক সম্পাদক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেন। এপ্রবন্ধে ইহাদেরই অনুসরণ করা হইবে।

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গে দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক কে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে "সামাজিক-ইতিহাস" নামক উপন্যাস লেখক ৺দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—ভাতুড়িয়ার * জমিদার জগন্নারায়ণ ভাদুড়ী। কিন্তু তাঁহার ইহা চিন্তা করা উচিতছিল, দুর্গাপূজা বৈদিক রাজসূয়যজ্ঞের অনুকল্প, এ জন্য ইহা একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই করণীয়; কেননা এতদুপলক্ষে পুরোহিত বরণের প্রসঙ্গে শঙ্খলিখিত সংহিতার বচনে প্রতীতি হইতেছে "রাজ্ঞঃ পুরোহিতোঽমাত্যঃ" টীকার হরিহর মিশ্র বলিয়াছেন—"রাজ্ঞঃ কৃতাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়স্যাত্মপ্রতিনিধিভূত পুরোহিতঃ।" অতএব অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় নরপতি অথবা তদমাত্য পুরোহিত ব্যতীত শক্তি পূজায় অপরের সামর্থ্য কোথায়? যদি বলেন—জগন্নারায়ণ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা না হইলেও তৎকালে রাজা বলিয়াই অভিহিত ছিলেন। এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য—জগন্নারাণে হিন্দুর শাস্ত্রবিধির অমর্য্যাদা ঘটিলেও বঙ্গে তাঁহাকে দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিতে পারা যায় না, কেননা ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে চন্দ্রদ্বীপের অভিষিক্ত, (কায়স্থ—ক্ষায়থ—ক্ষত্রিয়) নরপতি দনুজমর্দ্দন দেবের তাম্রশাসনে দুর্গাপূজার উল্লেখ থাকায় তঁহাকেই উহার প্রবর্ত্তক বলিতে হয়। এমতাবস্থায় স্বজাতি প্রতিবেশে তাদৃশ ভাবে ব্রাহ্মণ জমিদার কর্ত্তৃক দুর্গপূজা প্রবর্ত্তন কথা পাঁচকড়ি বাবু ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ইহাই মনে হয়।

এই দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তনে পৌরাণিক সাহিত্যে প্রথম যেমন ক্ষত্রিয় নরপতি সুরথ রাজার কথা জানিতে পারা যায়, তৎপর অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্রকে এবং সেইরূপ জ্বালমুখীতে চিত্রগুপ্তকে দেখিতে পাই। বস্তুত বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা দনুজামর্দ্দন দেবকে প্রথম প্রবর্ত্তক রূপেই ধরিতে হয়। যাহা হউক আমারা এই প্রবন্ধে এসম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য দুর্গপূজার বোধন ও নবপত্রিকপ্রবেশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে অভিলাষ করিয়াছি; তন্নিমিত্ত মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে বর্ণিত বিবরণ এস্থলে বিবৃত করিব।

মহারাজ সুরথ রাজ্যচুত্য ও সমাধি নামক বৈশ্য পরিজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহামুনি মেধসের নিকট উভয়ে গমন করেন। তিনি মহামায়ার গুণ কীর্ত্তন

* ভাতুড়িয়া কথাটার অর্থ অন্নদাস। ভাতুড়িয়া জমিদারীর উৎপত্তিও রুদ্র রায় কোন রাজমহিষীর প্রদত্ত ভোগোত্তর হইতে, এইরূপ ঐতিহাসিক প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। কাঃ সঃ সং।

করিয়া তাঁহাদিগকে শক্তির অর্চ্চনা করিবার উপদেশ দেন। মেধস ঋষির নির্দ্দেশ মত, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য আশ্বিন মাসে নদীসৈকতে মাটির প্রতিমা গড়িয়া তিনদিন পূজা করেন। এইরূপ পূজা তাঁহারা তিন বৎসর করিয়াছিলেন। ইহ ছাড়া মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি, মাধবাচার্য্য, জিকন, ধনঞ্জয়, জীমূতবাহন প্রভৃতির গ্রন্থে রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে দুর্গপূজার বিস্তারিত ব্যবস্থা আছে।

এই যে চণ্ডীতে শরৎকালের দুর্গা পূজার উল্লেখ, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসদ্বয়কেই "শরৎ ঋতু" বলিত, ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদ "ইষশ্চোর্জশ্চ শরদাবৃতু।" (যজু ১৪।১৬) উল্লেখ আছে। কোষকার অমর কালবর্গে 'ইষ' অর্থে আশ্বিন এবং 'ঊর্জ্জ' অর্থে কার্ত্তিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার শতপথ ব্রাহ্মণের ২।২।১।৯ শ্রুতিতে আছে:—"যদা পরহ্নোঽথ শারদ্যা" অর্থাৎ যাহাকে অপরাহ্ণ বলে তাহাই শরৎ ঋতু।

এইজন্যই মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য "অপরাহ্ণ সমভ্যর্চ্চ" অর্থাৎ অপরাহ্ণে পিতৃগণের সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যে পিতৃযজ্ঞ, যাহাকে অপরপক্ষকৃত্য বলে, পিতৃপক্ষের তর্পণ বলে, মহালয়া শ্রাদ্ধ বলে, ইহাই শারদার্চ্চনার এক দেশ।

ভগবতী দুর্গা দশভূজা, মহিষমর্দ্দিনী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, তিনিই পিতৃমৎ ঋতু দেবতা। কৃষ্ণযজুর্ব্রাহ্মণে পূজনীয়া অম্বিকা দেবী শরদ্ ঋতু নামে বর্ণিত হইয়াছেন। "এষতে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ। শরদ্বা অস্যাম্বিকা স্বসা। তথা বা এষ হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবেনং সময়তি॥" তৈঃ ব্রাঃ ১।৬।১০।৪।

সায়ণ, ভট্টভাস্কর উভয়েই স্ব স্ব ভাষ্যে শরৎ ঋতুও বলিয়াছেন, আবার অম্বিকাও বলিয়াছেন। এই শরদম্বিকা বেদে রুদ্রের স্বসা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে রুদ্রেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী।

অপরাহ্ণে পিতৃগণের সম্যক্ রূপে অর্চ্চনা করিবে। এই অপরাহ্ণ কোন সময়? শরৎ কালের দুর্গোৎসব দক্ষিণায়নে দেবনিদ্রার কালে হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত দেবনিদ্রার কাল, এসময়ে সূর্য্য অয়নের দক্ষিণাংশে মকররাশির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন; তখন বৈদিক ক্রিয়ার প্রশস্ত সময় নহে বলিয়া বৈদিক যাগ-যজ্ঞ কি তন্ত্রের আরাধনাও এই সময় করিতে নাই। এই জন্য ইহাকে অকাল বলে, পিতৃপক্ষের কালও বলে। ইহার পূর্ব্বে ব্রতপক্ষ।

ব্রতপক্ষে নিজ দেহকে পবিত্র করিয়া পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্তপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শারদীয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়।

এই পূজার প্রধান অঙ্গ তিনটী। প্রথম বোধন, দ্বিতীয় সম্বর্দ্ধনা, তৃতীয় বিসর্জ্জন। কল্পারম্ভ বা বোধন সাত রকমের, যথা—নবম্যাদিকল্প, অর্থাৎ অপর পক্ষের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে কল্পারম্ভ করিয়া একমাস জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর শুক্ল প্রতিবদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি, মহাষ্টমী ও কেবল মহা নবমীর কল্প বা বোধন আছে। বোধন প্রকার ভেদে দ্বিবিধ। সাধনার বোধন, উৎসবের বোধন। সাধনার বোধন কি? তন্ত্র বলেন, দেবনিদ্রাকালে বিল্ব বৃক্ষমূলে শিব দুর্গাশয়ন করিয়া থাকেন; এই জন্য এই সময় বিল্বমূল খনন করিতে নাই। দেহতত্ত্বের দিক দিয়া এ কথাটা বুঝিতে হইলে, বুঝিতে হইবে যে পুরাণের ভাষায় বিল্ববৃক্ষ দেহের মেরুদণ্ডকেই বলা হইয়া থাকে। এই বিল্বমূলে মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা রহিয়াছেন; কাজেই তাঁহাকে জাগাইতে হইলে মূলাধারে বিল্বমূলে যাইয়া তাঁহার বোধন করিতে হইবে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ বুঝিতে না পারিলে, দুর্গোৎসবের প্রকরণ ও পদ্ধতি বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে। কারণ তন্ত্রোক্ত সকল পূজা ও পদ্ধতির দুইটী দিক আছে, একটা দেহতত্ত্বে ষট্‌চক্রাদি ভেদ, অপর ভাবে সমাজের বা উৎসবের দিক্। দেহতত্ত্বের দিকটা না বুঝিলে অপর দিকটাও ঠিক্ ঠিক্ বুঝা কঠিন হয়। বোধন করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিতে হয়, সঙ্কল্পের মন্ত্র আছে—"শ্রীভগবর্দ্দুর্গা প্রীতিকামঃ প্রত্যহং বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এই সঙ্কল্পের মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, দুর্গাপূজা বার্ষিক পূজা, নিত্যকর্ম্ম মধ্যেও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এই পূজা সদারাপত্য করিতে হয়। অধিবাসের সঙ্কল্প করিবার বচনে "স্বকর্ত্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন" এই কথা আছে। গোড়ার সঙ্কল্পে কোনও কামনার উল্লেখ নাই। এই খানেই নবরাত্রের ব্রতের সহিত দুর্গোৎসবের সমতা দৃষ্ট হয়।

দেশান্তর ভেদে দুর্গাপূজা বা নবরাত্রের ব্রত বলিয়া যে শরৎকালের এক পূজা ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলন আছে, এক্ষণে আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সুদূর ত্রিবাঙ্কুর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে দশকর্ম্মান্বিত হিন্দুমাত্রের গৃহে, আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ হইতে নবমী তিথির শেষ যাম পর্য্যন্ত এই নবরাত্রির জন্য চণ্ডীকার ঘট

স্থাপনপূর্ব্বক গৃহে গৃহে পূজা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ হইয়া থাকে। বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব—এমন কি রামানুজ ও বল্লভাচার্য্যের, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নবরাত্রের ব্রত ও উৎসব করিয়া থাকেন। এমন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বব্যাপী উৎসব আর আছে কিনা বলিতে বলিতে পারি না। হিন্দুমাত্রেরই ধারণা নবরাত্রের সময়ে গৃহে চণ্ডীপাঠ না হইলে অমঙ্গল ঘটে। যে দেশে দেবী যে নামে পরিচিতা, সে দেশে দেবীর উৎসব সেই নামেই হইয়া থাকে। যথা কাশ্মীরে অম্বাদেবীর পূজা, গুজরাটে এবং হিঙ্গলাজে হিঙ্গলা বা রুদ্রাণীর পূজা, কান্যকুব্জে কল্যাণীর উৎসব ও পূজা, মিথিলায় উমার পূজা, বাঙ্গালায় শ্রীদুর্গা বা ভদ্রকালীর পূজা প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল প্রদেশেই অম্বা বা অম্বিকার পূজা বলিয়াই নবরাত্রের উৎসব বিখ্যাত। কেবল কামরূপে কামাখ্যা দেবীর নিকট, কালীঘাটে মায়ের চক্রে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা মায়ের নিকট, কাশীতে অন্নপূর্ণা চক্রমধ্যে বা দুর্গা বাড়ীর আয়তনের ভিতর যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই দেবী মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দেন। এমন কি নিজ নিজ বাড়ীতে ঘট স্থাপনও করেন না। মহাশক্তির মহাপীঠস্থানে তন্ত্রের বিধানমতে যেখানে সিদ্ধ-যন্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত সে স্থানে স্বতন্ত্রভাবে মায়ের বোধন, মায়ের পূজা করিতে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই বিধিমতে শারদর্চ্চনা প্রচলিত আছে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে যেমন মাটীর প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়, এরূপ প্রতিমা পূজা অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ ঘটের মুখে ধান্যের শীর্ষ দেন, এই উপলক্ষে আমাদের বাঙ্গালায় নবপত্রিকা পূজা করেন। নবপত্রিকায় কি কি দ্রব্য থাকে, এবং কিমতে পূজা এখন তাহাই বলিব।

'রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তি বিল্ব-দাড়িমৌ।
অশোকো মানকঞ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।"

এই নবপত্রিকা, ইহা একত্র করিয়া বাঁধিয়া পূজা করিতে হয়। নবরাত্র উৎসবে নবপত্রিকা পূজা একটা বিরাট ব্যাপার। যদিও উহা সাধারণতঃ 'কলা বৌ' নামে পরিচিত কিন্তু ইহার মধ্যে বিস্তর রহস্য আছে। দুর্গা দেবীর অধিবাসের ন্যায় নবপত্রিকারও একটা অধিবাস আছে এবং সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিনব্যাপী পূজাও আছে।

রম্ভা, (কলাগাছ) ব্রহ্মাণী বলিয়া পূজিতা হন; কচ্চি, (গুঁড়ে কচুর গাছ) কালিকা নামে অর্চ্চিতা হন, হরিদ্রা (হলুদ গাছ) দুর্গা; জয়ন্তী হন কার্ত্তিকী,

ব্রতপক্ষে নিজ দেহকে পবিত্র করিয়া পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্তপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শারদীয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়।

এই পূজার প্রধান অঙ্গ তিনটী। প্রথম বোধন, দ্বিতীয় সম্বর্দ্ধনা, তৃতীয় বিসর্জ্জন। কল্পারম্ভ বা বোধন সাত রকমের, যথা—নবম্যাদিকল্প, অর্থাৎ অপর পক্ষের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে কল্পারম্ভ করিয়া একমাস জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর শুক্ল প্রতিবদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি, মহাষ্টমী ও কেবল মহা নবমীর কল্প বা বোধন আছে। বোধন প্রকার ভেদে দ্বিবিধ। সাধনার বোধন, উৎসবের বোধন। সাধনার বোধন কি? তন্ত্র বলেন, দেবনিদ্রাকালে বিল্ব বৃক্ষমূলে শিব দুর্গাশয়ন করিয়া থাকেন; এই জন্য এই সময় বিল্বমূল খনন করিতে নাই। দেহতত্ত্বের দিক দিয়া এ কথাটা বুঝিতে হইলে, বুঝতে হইবে যে পুরাণের ভাষায় বিল্ববৃক্ষ দেহের মেরুদণ্ডকেই বলা হইয়া থাকে। এই বিল্বমূলে মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা রহিয়াছেন; কাজেই তাঁহাকে জাগাইতে হইলে মূলাধারে বিল্বমূলে যাইয়া তাঁহার বোধন করিতে হইবে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ বুঝিতে না পারিলে, দুর্গোৎসবের প্রকরণ ও পদ্ধতি বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে। কারণ তন্ত্রোক্ত সকল পূজা ও পদ্ধতির দুইটা দিক আছে, একটা দেহতত্ত্বে ষট্‌চক্রাদি ভেদ, অপর ভাবে সমাজের বা উৎসবের দিক্। দেহতত্ত্বের দিকটা না বুঝিলে অপর দিকটাও ঠিক্ ঠিক্ বুঝা কঠিন হয়। বোধন করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিতে হয়, সঙ্কল্পের মন্ত্র আছে—"শ্রীভগবর্দ্দুর্গা প্রীতিকামঃ প্রত্যহং বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এই সঙ্কল্পের মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, দুর্গাপূজা বার্ষিক পূজা, নিত্যকর্ম্ম মধ্যেও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এই পূজা সদারাপত্য করিতে হয়। অধিবাসের সঙ্কল্প করিবার বচনে "স্বকর্ত্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন" এই কথা আছে। গোড়ার সঙ্কল্পে কোনও কামনার উল্লেখ নাই। এই খানেই নবরাত্রের ব্রতের সহিত দুর্গোৎসবের সমতা দৃষ্ট হয়।

দেশান্তর ভেদে দুর্গাপূজা বা নবরাত্রের ব্রত বলিয়া যে শরৎকালের এক পূজা ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলন আছে, এক্ষণে আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সুদূর ত্রিবাঙ্কুর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে দশকর্ম্মান্বিত হিন্দুমাত্রের গৃহে, আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ হইতে নবমী তিথির শেষ যাম পর্য্যন্ত এই নবরাত্রির জন্য চণ্ডীকার ঘট

স্থাপনপূর্ব্বক গৃহে গৃহে পূজা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ হইয়া থাকে। বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব—এমন কি রামানুজ ও বল্লভাচার্য্যের, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নবরাত্রের ব্রত ও উৎসব করিয়া থাকেন। এমন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বব্যাপী উৎসব আর আছে কিনা বলিতে বলিতে পারি না। হিন্দুমাত্রেরই ধারণা নবরাত্রের সময়ে গৃহে চণ্ডীপাঠ না হইলে অমঙ্গল ঘটে। যে দেশে দেবী যে নামে পরিচিতা, সে দেশে দেবীর উৎসব সেই নামেই হইয়া থাকে। যথা কাশ্মীরে অম্বাদেবীর পূজা, গুজরাটে এবং হিঙ্গলাজে হিঙ্গলা বা রুদ্রানীর পূজা, কান্যকুব্জে কল্যাণীর উৎসব ও পূজা, মিথিলায় উমার পূজা, বাঙ্গালায় শ্রীদুর্গা বা ভদ্রকালীর পূজা প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল প্রদেশেই অম্বা বা অম্বিকার পূজা বলিয়াই নবরাত্রের উৎসব বিখ্যাত। কেবল কামরূপে কামাখ্যা দেবীর নিকট, কালীঘাটে মায়ের চক্রে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা মায়ের নিকট, কাশীতে অন্নপূর্ণা চক্রমধ্যে বা দুর্গা বাড়ীর আয়তনের ভিতর যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই দেবী মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দেন। এমন কি নিজ নিজ বাড়ীতে ঘট স্থাপনও করেন না। মহাশক্তির মহাপীঠস্থানে তন্ত্রের বিধানমতে যেখানে সিদ্ধ-যন্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত সে স্থানে স্বতন্ত্রভাবে মায়ের বোধন, মায়ের পূজা করিতে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই বিধিমতে শারদর্চ্চনা প্রচলিত আছে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে যেমন মাটীর প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়, এরূপ প্রতিমা পূজা অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ ঘটের মুখে ধান্যের শীর্ষ দেন, এই উপলক্ষে আমাদের বাঙ্গালায় নবপত্রিকা পূজা করেন। নবপত্রিকায় কি কি দ্রব্য থাকে, এবং কিমতে পূজা এখন তাহাই বলিব।

'রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তি বিল্ব-দাড়িমৌ।
অশোকো মানকঞ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।"

এই নবপত্রিকা, ইহা একত্র করিয়া বাঁধিয়া পূজা করিতে হয়। নবরাত্র উৎসবে নবপত্রিকা পূজা একটা বিরাট ব্যাপার। যদিও উহা সাধারণতঃ 'কলা বৌ' নামে পরিচিত কিন্তু ইহার মধ্যে বিস্তর রহস্য আছে। দুর্গা দেবীর অধিবাসের ন্যায় নবপত্রিকারও একটা অধিবাস আছে এবং সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিনব্যাপী পূজাও আছে।

রম্ভা, (কলাগাছ) ব্রহ্মাণী বলিয়া পূজিতা হন; কচ্চি, (গুঁড়ে কচুর গাছ) কালিকা নামে অর্চ্চিতা হন, হরিদ্রা (হলুদ গাছ) দুর্গা; জয়ন্তী হন কার্ত্তিকী,

বেল হন শিব, দাড়িম গাছ, রক্তদন্তিকা, অশোক শোকরহিতা, মানকচু, চামুণ্ডা, এই চামুণ্ডার আবার সন্ধিপূজা বলিয়া পৃথক একটা পূজা হয়। আর ধান লক্ষ্মী নামে পূজা গ্রহণ করেন। এই সব দেবতার স্নান অধিবাস পূজা ইত্যাদিতে নানারূপ দ্রব্যাদি নানারূপ বাদ্যাদি করিতে হয়। তত্তাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করার সামর্থ্য আমাদের নাই।

সাধনার বোধন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তন্ত্রে তৎ সম্বন্ধে আরো বিবৃত আছে। দুর্গা পূজায় তিনখানি পুরাণ প্রমাণ্য। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, দেবী পুরাণ, কালিকাপুরাণ. এই পুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে আমাদের দেশে গৃহস্থগণ পূজা করেন। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা প্রায়শই বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ মতে, যাঁহারা শৈব—স্মৃতি শাস্ত্রদ্বারা পূর্ণ ভাবে শাসিত, তাঁহারা দেবী পুরাণোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেন, আর যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা কালিকাপুরাণ মান্য করেন। সকল গৃহস্থই পুরুষানুক্রমে চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই তিন পদ্ধতির মধ্যে মন্ত্রের, পূজার এবং আরাধনার অনেক পার্থক্য আছে। যে নিয়মেই অর্চ্চনা করা হউক্ বোধন সকলেরই করিতে হয়। বোধন ছাড়া পূজা হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—খাঁটি তন্ত্রের মতে শক্তি আরাধনার স্তর অবলম্বন করে সকল গৃহস্থ পূজা করিতে পারেন না। জনশ্রুতি আছে যে, নদীয়ার নরেশ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ ভাবে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। অকালে দেবীর পূজা করিতে হয় বলিয়া শরৎকালে বোধনের আরম্বর খুব বেশী। কারণ দেবনিদ্রার কালে দেহস্থ কুণ্ডনিলী শক্তি নিদ্রিত থাকেন, তাঁহাকে জাগাইয়া তোলাই শরৎকালের দুর্গোৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। তন্ত্রে বাহিরের দেবতার চেয়ে দেহস্থ দেবতার প্রাধান্যই বেশী স্বীকারকরেন।

তন্ত্র বলেন :—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যাবতীয় বস্তু দেহভাণ্ডে বিরাজিত। আত্মাই ইষ্ট। আত্মাকে চেনা, জানা, জাগাইয়া তোলাই আগের কাজ, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্' দেহস্থ শক্তিকে জাগাইতে পারিলে, এবং তাঁহাকে বিশ্ব-শক্তির সহিত মিলাইতে পারিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ, মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

বাহিরের ছয়টা ঋতু দেহেও বিরাজমান। উত্তরায়ণ দক্ষিনায়ণও দেহের মধ্যে আছে। প্রকৃতির সহিত এইরূপ মিলন না থাকিলে দেহ পুষ্টই হইতে পারে না। তন্ত্র-সাধনা শরীরকে শক্তি আরাধনার উপযোগী করিবার জন্য সাধককে ব্রত পক্ষ হইতে বিধি নিষেধ উপবাসাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া, বোধনের নিকট আসিতে হয়। দেবনিদ্রার কালে পিতৃগণ জাগিয়া থাকেন, তর্পণ দ্বারা

তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইতে হয়। "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা" বোধনের পূর্ব্বে কুণ্ডুলিনী কবচ পাঠ করিয়া যিনি পুজক তিনি সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সাধক ঐ কবচের নির্দ্দেশ অনুসারে ষট্‌চক্রে দেবীর ছয়টা রূপ ধ্যান করিয়া মূলাধারে যাইয়া কুণ্ডুলিনী শক্তি উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। সিদ্ধ সাধক তাহাতে নিঃসন্দেহে সফলকাম হইয়া মহাশক্তির অর্চ্চনায় পরিতৃপ্ত হন।

বোধনের ঘট বিল্বমূলে বসাইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে ঘটস্থ বা আসনস্থ করিতে হয়। এই সঙ্গে "উভে যদিন্দ্র রোদসী আপ প্রাথ, উষা ইব মহান্তং ত্বামহীনাং দেবী সাম্রাজং চর্ষনীনাং" ইত্যাদি বেদসূক্ত পাঠ করিতে হয়। বেদোক্ত মন্ত্র দুর্গোৎসবের মন্ত্রে বেশীর ভাগ আবৃত্তি করিতে হয়, তন্ত্রের ও পুরাণের শ্লোকও অনেক আছে। বোধনের পর অধিবাস, তাহাতেও দশদিকপাল আদিত্যাদি নবগ্রহের এবং গণেশ, শিব, ভাস্কর, অগ্নিকেশর, কৌশিকী প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। শেষে "মেরু মন্দার" আদি মন্ত্রের দ্বারা বিল্ববৃক্ষের আরাধনা করিয়া নৈঋত কোণ ছাড়া অন্য দিকের এক বোঁটায় দুইটী বিল্বফল যুক্ত একখানি ডাল কাটিয়া "চণ্ডিকারোপনার্থায় ত্বামহং বরয়ে প্রভো" বলিয়া প্রতিমা সন্নিধানে রম্ভাতরু সহ নবপত্রিকার স্থাপনা করিতে হয়। ইহাই বোধনের আধার—দেবী আবাহনের ঘট স্থাপনের আশ্রয়। ইহা কলা বৌ নহে—গণেশের পত্নীও নহে। দেহের হিসাবে ইহাই হইল মেরুদণ্ডের অনুকল্প ষট্‌চক্র ভেদের নিদর্শন মাত্র। পূর্ব্বে কলা বৌ বা নবপত্রিকার প্রত্যেক গাছের দেবতার উল্লেখ করিয়াছি, এখন ঐ দেবতা সকলের পূজা পদ্ধতির সঙ্গে তন্ত্রের বিধান কি উদ্দেশ্যে প্রচার হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে বোধনের কি সম্পর্ক আছে, এখন আমরা তাহাই একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বোধনের সময় বেলগাছ-তলায় নবপত্রিকা সমন্বিত রম্ভাতরু বা কলাবৌ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সপ্তমী পূজার প্রথমেই কলাবৌকে স্নান করাইতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় 'কলাবৌ নাওয়ান' বলে। রাজার অভিষেকের ন্যায় নানা সমুদ্র, নানা নদীর জল লাগে। প্রত্যেক গাছের দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতে হয়। পূর্ব্ব কথিত ঐ নয় দেবতার ছাড়া উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী, ভগবতী, ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ডাকিনী, শাকিনী, এই সকল দেবীরও স্নান করাইতে হয়। প্রত্যেক দেবীর স্নানের দ্রব্য স্বতন্ত্র :—

উগ্রচণ্ডার—চন্দন জল, প্রচণ্ডার—সুবর্ণ জল, চামুণ্ডার—কর্পূর জল, চণ্ডোগ্রার—অগুরুর জল, চণ্ডনায়িকার—নদ জল, চণ্ডিকার—মধুর জল, কাত্যায়নীর—মধুপর্কের জল, ভগবতীর—শিশির জল।

ব্রাহ্মাণীর—হাঁতীর দাতে যে মাটী ওসেই মাটি গোলা জল। মাহেশ্বরীর—শূয়োরের দাতে যে মাটি ওঠে সেই মাটি গোলা জল। বৈষ্ণবীর—বিচারালয়ের দরজার মাটি গোলা জল। নারসিংহীর—বেশ্যার দুয়ারের মাটি গোলা জল। ডাকিনীর—চৌমাথার মাটি গোলা জল। শাকিনীর—নদীর উভয় কুলের মাটি গোলা জল। ইহার পর আবার আটটি ঘটের জলে নব পত্রিকাকে স্নান করাইতে হয়।

১ম ঘটে গঙ্গার জল, এই জলে স্নান করাইবার কালীন 'মল্লো রাগে' বাজনা বাজাইতে হয়।

২য় ঘটে বৃষ্টির জল, বাজনা ললিত রাগে। ৩য় ঘটে স্বরস্বতীর জল (প্রভাসের জল) বিভাস রাগে দুন্দুভি বাজনা। ৪র্থ ঘটে সাগর জল—ভৈরব রাগে ভীম বাদ্য; ৫ম ঘটে পদ্মরাগ মিশ্রিত জল—গৌড় রাগ, মহেন্দ্রাভিষেক বাদ্য। ৬ষ্ঠ ঘটে ঝরণার জল—বড়ারি রাগ, শঙ্খ বাদ্য। ৭ম ঘটে সর্ব্বতীর্থের জল বসন্ত রাগ, শঙ্খবাদ্য। ৮ম ঘটে তীর্থের জল—ধানসী রাগ, ভৈরবী বাদ্য।

দুর্গা পূজায় বংশী রব করিতে নাই। কারণ রস বিপর্য্যয় ঘটে, তারপর ইহাদের এক এক করিয়া পূজা ও বিসর্জ্জন আছে। অষ্ট নায়িকা মহাশক্তি দুর্গারই বিভূতি মাত্র, শুম্ভ নিশুম্ভ বধকরার সময় ইঁহারা মহামায়ার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। পরে দেবীর শরীরেই লয় প্রাপ্ত হন। সুতরাং মহামায়া দুর্গার পূজা করিতে সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অস্ত্র সকলের পূজা পর্য্যন্ত করিতে হয়। বোধন দ্বারা নিজকে ও দেবীকে উদ্বোধিত করিতে পারিলে এই সকল বিভূতি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" বলিয়া দেবীর যে সব মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং দেবী কবচ, অর্গলা স্তোত্র, কিলক স্তব প্রভৃতি আরাধনা মন্ত্র আছে, তাহার প্রত্যেক শ্লোক প্রত্যেক মন্ত্র কি অপূর্ব্ব আনন্দদায়ক তাহা অনেক পাঠক জ্ঞাত আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ পূজাটীবিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন সর্ব্বসিদ্ধি দাত্রী দেবীর পূজা যে সে করিতে সমর্থ হয় না। এ জন্য যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান আছে তাহাও শূদ্রাচার সম্পন্ন সাধকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দেববর্ম্মা

আমাদের ভূগোল

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যবিদ্যায় নানাবিধ উপাধিমালায় বিভূষিত ভারতের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের অনেকের মুখে শুনা যায়, আর্য্য ঋষিগণ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের গবেষণায় অনুদিন মগ্ন থাকিয়া ভূরি ভূরি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি ও বিজ্ঞানসম্মত শিল্পাদি সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, এমন কি ভাষাতত্ত্বের সার অক্ষরগুলিও বিদেশ হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ভ্রান্তির নিরসন জন্য আমরা আনুসঙ্গিক কিছু ইতিবৃত্ত দিয়া, এই প্রবন্ধে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বীরগণ চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইবার অব্যবহিত পরেই যদুবংশ কলহে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের সহিত যে আর্য্য-গৌরব-রবি চিরকালের জন্য অস্তাচল গনোন্মুখ হইয়াছিল, সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাণোন্মুখ চিতানলের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তে এখানে সেখানে যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাও সামান্যমাত্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া নন্দবংশের ধ্বংসের সঙ্গেই চির অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়াছিল। মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়েই গ্রীশীয় বিজেতা আলেকজান্দর ভারত আক্রমণ করেন; তিনি সিন্ধুনদের যাবনিক ভাষার হিন্দুনাম হইতে ভারতবাসীকে হিন্দু এবং ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বলিয়া অভিহিত করায় তদবধি ভারতবাসী আপনাদের প্রাচীন পবিত্র আর্য্য নামটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশী বিধর্ম্মীপ্রদত্ত হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছেন না।

সুবর্ণপ্রসূ পবিত্র ভারতভূমির বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশির প্রবলাকর্ষণে গ্রীশ, তুরস্ক, তাতার, আফগানিস্থান প্রভৃতি বৈদেশিক অর্থলুব্ধ নরপতিগণ, আর্য্যগৌরববিবির অন্তর্ধানের পরই বারম্বার ভারতলুণ্ঠনে কুণ্ঠিত হন নাই। আলেকজাণ্ডার দেরায়ুস, নাদিরসাহ, সুলতান মামুদ, সেকেন্দর আলি, কুতবুদ্দিন, মহম্মদ ঘোরি, আমেদসাহাদুরাণী প্রভৃতির বারম্বার আক্রমণে ভারতের অতুল রত্নরাজি ও ধনভাণ্ডার লুণ্ঠিত প্রাচীনকীর্ত্তিকলাপ সকল বিধ্বংস এবং আর্য্যের

প্রাণাধিক ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের ভস্মীভূতের চিরকালিমা, তক্ষশীলা ও নান্দালার সুবিশাল বিশ্ববিদ্যালয় নাশের ইতিহাসের সঙ্গেই বিজড়িত রহিয়াছে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের যে কিঞ্চিৎ চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মের সংঘর্ষণ-জনিত ভীষণ অত্যাচার, নির্য্যাতন, এবং ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব, আত্মকলহে তথা বৈদেশিক রাজগণের কৌশলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা রাহিত্যে, জীর্ণ, শীর্ণ কীটদষ্ট অমূল্য গ্রন্থরাজি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উত্থান পতনে এবং বারম্বার সংস্কার ও প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর বর্দ্ধিতায়ন ও ক্রম পরিবর্ত্তন দ্বারা "তিন নকলে আসল খাস্ত" হইয়া গিয়াছে। তাই আর্য্যদিগের কিছুই ছিল না, সমস্তই ধার করা বিদ্যা, এরূপ জল্পনা কল্পনা শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও বৈদিক গ্রন্থাদি নিবিষ্ট মনে পাঠ করিলে, পৃথিবীর সুসভ্য জাতির গবেষণার জ্ঞানাতিরিক্ত বহুবিধ বিষয়ের মূলতত্ত্ব দেখিতে পাইবেন। আমারা তৎ সম্বন্ধে দুই একটী তথ্য উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি প্রাচীন প্রামাণ্য জ্যোতিষগ্রন্থ সূর্য্য সিদ্ধান্তের ভূগোলাধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্ ॥৩২
ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ।
মেখলেবস্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুর বিভাগকৃৎ ॥৩৩

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মের ধারণাত্মিকা পরম শক্তি বলে গগনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অণ্ডরূপ গোলাকার ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে। ধরিত্রীর চতুর্দ্দিকে মহা-সমুদ্র মেখলাকারে পরিবেষ্টিত এবং এই সমুদ্রই ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেব, অসুর ও নাগের বাসস্থান পরিচিহ্নিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাত্মা নিউটন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করত মরজগতে অমর হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের ঋষি নিউটনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে গোলাকার সসাগরা পৃথিবী শূন্যমার্গে ঈশ্বরের অত্যাচার্য্য শক্তি (মধ্যাকর্ষণ) বলে অবস্থিত আছে, বলিয়া গিয়াছেন, এই মহান্ বাক্যের কে সন্ধান লয়? তঁহারা বলিতেছেন—

"তদনন্তরপূটাঃ সপ্তনাগাসুর সমাশ্রয়াঃ।
দিব্যৌষধিরসোপেত রম্যা পাতাল ভূময়ঃ ॥৩৩

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বুনদাময়ে গিরিঃ।
ভূগোলমধ্যগো মেরুরুভত্র বিনির্গতঃ ॥৩৪
উপরিষ্ঠাৎ স্থিতাতস্য সেন্দ্রা দেবা মহর্ষয়ঃ।
অদস্তাদসুরাস্তদ্বদ্বিষতোঽন্যাঽন্যমাশ্রিতঃ॥৩৫—১২পৃষ্ঠা

বঙ্গার্থ—ভূগোলের অন্ত বা শেষভাগে নানা সুর সেবিত সপ্ত পাতাল। যাহা নানাবিধ রস সমাশ্রিত ঔষধি দ্বারা সুশোভিত। উভয় মেরুমধ্যস্থিত ভূমণ্ডল বহুবিধ রত্নের আকর। এবং গিরি নদী প্রভৃতির উৎপত্তি স্থান। ভূমণ্ডলের উপরিভাগে ইন্দ্রাদি দেব ঋষিগণের এবং অধ বা নিম্নদিকে অসুরগণ বিদ্বেষ বশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতেছে।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা ইত্যাদি নানাবিধ খনিজ দ্রব্যের আকর আছে, তাহা ঋষিগণের অজ্ঞাত ছিল না এমত জানাযায়। এবং তৎকালের সুর ও অসুর আখ্যাধারী মনুষ্য সকল পরস্পর বিদ্বেশ বশতঃ পৃথিবীর উপরে ও নিম্নে বাস করিত, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। বর্ত্তমান আমেরিকাই আর্য্যদিগের পাতালপুরী—অসুরদিগের বাসভূমি ছিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্থানান্তরে উল্লেখ আছে, সমুদ্র বেষ্টিত ভূখণ্ডের মধ্যস্থিত মেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দেব ঋষিগণের বাসের জন্য পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, দক্ষিণে ভারতবর্ষ, পশ্চিম দিকে কেতুমাল বর্ষ ও উত্তরে কুরুবর্ষ নামে চারিটী দ্বীপ ছিল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষে প্রাকার ও তোরণবিশিষ্ট যমকোটী নগরী, ভারতবর্ষে লঙ্কামহানগরী, কেতুমালবর্ষে রোমকনগরী ও কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী নামক চারিটী প্রধান নগরী বর্ত্তমান ছিল। এই চারিটি মহানরী যে বর্ত্তমান এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত তাহা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যে পুরাকালে একটি মহাদেশ ছিল ও নৈসর্গিক উৎপাতে তাহা ধ্বংস হইয়া জাপান, বর্ণিয়ো, লঙ্কা, যাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ মহাদেশের ভগ্নাংশ বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত কথঞ্চিৎ সমর্থন করিতেছে। নচেৎ বর্ত্তমান আকারের লঙ্কা বা সিংহল দ্বীপে ভারতবর্ষের মহানগরী বলিয়া কথিত হইত না। সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রমাণও অধ্যাহার করা যাইতেছে।

"ভূবৃত্তস্য পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রকার তোরণা॥
যাম্যায়াং ভারতবর্ষে লঙ্কা তদ্বন্ মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥
উদক সিদ্ধপুরীনামে কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা" ইত্যাদি

মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব পঞ্চম অধ্যায়ে মহাজ্ঞানী সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যে সুবিস্তীর্ণ ভূতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে "সুদর্শন" নামক দ্বীপের (বর্ত্তমান পৃথিবীর) এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—এই দ্বীপ গোলাকার, নদী ও জলদ্বারা সমাচ্ছন্ন, জলধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পর্ব্বত, বিবিধ নগর, রমণীয় জনপদ, ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষসমূহে ও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই সুদর্শন দ্বীপের দুই অংশে (অর্দ্ধেক) পিপ্পলস্থান, দুই অংশে শশকস্থান, তাহাতে চতুর্দ্দিক সর্ব্বপ্রকার ওষধি ও জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। শশকদ্বীপে দুই ভাগে বিভক্ত উত্তর শশক ও দক্ষিণ শশক; নাগদ্বীপে ও কাশ্যপদ্বীপ উত্তর শশকের দুইটী কর্ণ স্বরূপ।

বর্ত্তমান আমেরিকাই পুরাকালের শশক দ্বীপ। শশকের ন্যায় দুইটী কর্ণ থাকায় ইহার নাম শশক দ্বীপ হইয়াছিল। বর্ত্তমান অস্কারলেণ্ড ও গ্রীনলেণ্ড পূর্ব্বোক্ত কর্ণদ্বয়। নৈসর্গিক উৎপাতে অস্কারলেণ্ডের আকার কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু গ্রীনলেণ্ডের আকার শশক বর্ণবিশিষ্টই রহিয়াছে। মৎস্য পুরাণে উল্লেখ আছে—শশক বা পাতাল রাজ্যে সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমান, মহাতল, সুতল ও পাতাল নামে কথিত হইত।

ভীষ্ম পর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, বৈদূর্য্যময় নীল, শশধরসন্নিভ শ্বেত, ও সর্ব্বধাতু সম্পন্ন শৃঙ্গবান নামক দুইটি পর্ব্বত পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বত সহস্র সহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত, অন্মধ্যে পবিত্র জনপদ সংস্থাপিত ও সর্ব্ব প্রকার প্রাণী প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উত্তরে হেমকূট বা হৈমবত বর্ষ, তদুত্তরে হরিবর্ষ; নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেতের হিরণ্যক বর্ষ, তদুত্তরে ঐরাবৎবর্ষ, এবং নিষধ পর্ব্বতের, উত্তরে ইলাবৃত বর্ষ বা প্রাচীন যুগের ভৌমস্বর্গ। হেমকূট বর্ষে কৈলাস নামক পর্ব্বত আছে, তদুত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের সীমপবর্ত্তী হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মণিময় এক বৃহদাকার পর্ব্বত আছে, তাহার পার্শ্বদেশে কাঞ্চনময় বালুকা দ্বারা সুশোভিত পরম রমণীয় বিন্দুসর নামে এক সরোবর আছে। ত্রিপথগামিনী জাহ্নবী ব্রহ্মলোক হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে বিন্দুসরোবরে পতিত হইয়াছিলেন, পরে বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা বা সীরা, গঙ্গা ও সিন্ধু নামক সপ্ত ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেক বর্ষের সীমানায়, পর্ব্বত, নদী জনপদ সকলের সবিস্তার বর্ণনা আছে। মহাভারতে যাহাকে বর্ষ বলা হইয়াছে পুরা-

ণাদিতে তাহাকে লোক বলা হইয়াছে। যথন—মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে "ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ। তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেব লোকাপ্রকীর্ত্তিতাঃ।" বায়ুপুরাণে আছেঃ—ভূঃ (ভারতবর্ষ) প্রথম লোক; ভুবঃ [অন্তরীক্ষ] দ্বিতীয় লোক, স্বঃ [স্বর্গ] তৃতীয় লোক, মহঃ চতুর্থ লোক, জনঃ পঞ্চম লোক, তপঃ ষষ্ঠলোক এবং সত্য সপ্তম লোক।

পূর্ব্বোক্ত বর্ষ ও লোক সকলের সমাষ্ঠি সাগর বেষ্টিত ভূমণ্ডলকে জম্বু দ্বীপ বলিয়া কূর্ম্মপুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নিধ্র ইহাকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন নয়টি পুত্রকে এক একটি অংশ দিয়াছিলেন। যথাঃ—নাভি নামক পুত্র সর্ব্ব দক্ষিণস্থিত হিমাহ্ব বর্ষ (ভারতবর্ষ) কিম্পুরুষ নামক পুত্র হেমকূট (বর্ত্তমান তিব্বত), হরি নামক পুত্র নৈষধবর্ষ, ইলাবৃত নামক পুত্র সুমেরু মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষ (স্বঃ বা স্বর্গরাজ্য) রম্য নামক পুত্র নীলাচল বর্ষ, হিরণ্য শ্বেতবর্ষ, কুরু শৃঙ্গবদ্‌বর্ষ, ভদ্রাশ্ব মেরু পর্ব্বত স্থিত ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কেতুমাল নামক পুত্রকে গন্ধমদান বর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। নাভিরাজ পুত্রের নাম ঋষভ দেব, তৎপুত্রের নামই ভরত। এই ভরতের নাম হইতেই ভূঃ স্থানের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। বায়ুপুরাণে ইহাকে মহারাজ অজনাভ হইতে অজনাভবর্ষ, ও নাভি রাজ হিমালয় পর্ব্বতের নামানুসায়ে নাভিবর্ষ (হিমালয় পর্ব্বতের নামানুসারে বর্ষ) এবং ভরত হইতে ভারতবর্ষ নামে কথিত হইয়াছে।

রামায়ণে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সীতা অন্বেষণার্থ সুগ্রীব রাজ কর্ত্তৃক পৃথিবীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই—কীকিটক বা বর্ত্তমান মগধ দেশের পূর্ব্বেই ভীষণ উত্তাল তরঙ্গমালা সমন্বিত বিশাল সমুদ্রের কথা, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে রামায়ণের সময় বঙ্গদেশের অস্তিত্ব বা বর্ত্তমান আকার ছিল না। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে সকল ভূবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে তাহা সংগ্রহ করিলে একখানা ভূগোল লিখা যাইতে পারে।

অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ পাঠ করিলে দেখা যায়—জল মধ্য হইতে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে জাগিয়াছিল। প্রথমে ভূর্ভুবস্বঃ অর্থাৎ ভূঃ বা ভারতবর্ষ, ভুব বা অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ বা স্বর্গলোক বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল। "দ্যাবা পৃথিবী ত্রিস্রো দ্যাবাঃ, অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনটি লোকের নাম উল্লেখ হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পয়ষ্ণি (ইরাবতী) মরুদ্বরা, অসিক্নী, বিতস্তা আর্জাকিয়া (বিপাশা) সুষেমা (সিন্ধু) এই দশটী নদীর নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে পয়ষ্ণী, মরুদ্বারা, অসিক্নী

তিনটী নদীর বর্ত্তমান নাম পাওয়া যায় না। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু বিতস্তা, নাম গুলি বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। ৩য়,ম,২৩ সূক্তে দৃষদ্বতী নদীর নাম উল্লেখ আছে।

চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন মহাভারতে সঞ্জয় কথিত ভারতবর্ষের জনপদ সকল মধ্যে কাশী, কোশল, সিন্ধু, মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, কাশ্মীর, ঔড্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মগধ প্রভৃতি, জনপদ সকলের এবং বহু নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির প্রাচীন নাম অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, কায়স্থ সমাজের প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানেই উপসংহার করিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, মহাভারতে উল্লেখিত প্রমাণ সকল দৃষ্টি করিলেই ভূতত্ত্বের বিবরণ সকল জানিতে পারিবেন। আর্য্যদিগের ভাষা সংস্কৃত ; বহু গ্রন্থে ভূবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সংস্কৃতের আলোচনা রাহিত্যেই ভারতবাসী আর্য্যগণের প্রতি অযথা ধারণা নব্য শিক্ষিতগণের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা

একখানি প্রাচীন কুলপঞ্জি

(আমার পিতা ৺কুলচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয় রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত. ধোপাডাঙ্গা নিবাসী ৺লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে একখানি কুলপঞ্জিকা দেখিতে পাইয়া তাহা নকল করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ নকলখানিতে বারেন্দ্র দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্জিকাখানি বিলুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কায় তাহা প্রকাশার্থ নকল করিয়া পাঠাইলাম ইতি)

ওঁ গণেশায় নমঃ

প্রণমাহা গণপতি দেবতা প্রধান।
শূর মুণিগণ যাহাক করায় বাখান ॥
ব্রহ্মা করিলো সৃষ্টি জল অভ্যন্তরে।
যজ্ঞ জপ হোম আদি করিবার তরে ॥
যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণ মুখ হতে হইলেক।
রক্ষক নিমিত্তে ক্ষত্রি বাহুতে জন্মিলেক ॥

ধন বিনা যজ্ঞ নাহি হয় সমাপন।
তে কারণে উরু হতে বৈশ্যের সৃজন ॥
তিন বর্ণ উপজিল সেবা নাহি চলে।
সেবা হেতু শূদ্র জন্মিল চরণতলে ॥

অথ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ লিখ্যতে।

যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণ মুখ হতে হইলেক।
পঞ্চজন আজ্ঞা পায়া গৌড়ে আইলেক ॥
কৌশিক স্বর্ণকৌশিক রজতকৌশিক আর।
কৌণ্ডিণ্যকৌশিক ঘৃতকৌশিক সমাচার ॥
ইহাদের বংশ সবে গৌড় ব্রাহ্মণ হৈলা।
বৌদ্ধাচারে হীনাচার হইতে লাগিলা ॥
তে কারণে ক্রমে আইলা শাণ্ডিল্য সাবর্ণ।
ভরদ্বাজ কাশ্যপ আর বাৎস্য বরেণ্য ॥
যাগ যজ্ঞ পটু সবে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।
বেদ পাঠ তপ জপ সত্য আচরণ ॥
তাদের সন্ততি সবে সদা সদাচার।
ক্রমে বাড়ে বরেন্দ্রেতে বসতি বিস্তার ॥

অথ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণানাং গাঞি লিখ্যতে।

বাগচি লাহিড়ী বিশি চম্পটি নন্দনাবাসী।
কালিন্দী শিহরি তোড় বেলড়ী মৎস্যাসী ॥
তাড়য়াল বেতগ্রাম আর মুড়খুড়ী।
শাণ্ডিল্যেতে চৌদ্দগাঞি বিল্বগ্রাম ধরি ॥
রুদ্র বাগচি আর লাহিড়ী লোকনাথ।
বল্লালী কৌলিন্য পায় সাধু বাগচি সাথ ॥
চম্পটি নন্দনাবাসী কালিন্দী বংশগণ।
সিদ্ধ শ্রোত্রী মধ্যে করি তাদের গণণ ॥
সিংদিয়াড় সমুদ্রক পঞ্চবটি পিপড়ী।
উথরি ধুকড়ি বাড় টুটরি মেদুড়ি ॥
লিখটি শীতলি শৃঙ্গী কলাপি শতক।
বৈগ্রামী পুণ্ডবর্দ্ধনী কলা দথি অলদক ॥

সাবর্ণিতে কুলীন সিদ্ধশ্রোত্রী নাই।
বিংশতি গাঞির মধ্যে কষ্ট সবাই॥
ভরদ্বাজে ভাড়গাঞি কুলীনেতে খ্যাতি।
সিদ্ধশ্রোত্রী ঝম্পটি আর লাউড়ী আতর্থী॥
রাই রত্নাবলী আর শ্রুধী গোচরি।
সিংবহাল সরিয়াল ক্ষত্রিগ্রাম কাচরি॥
শূল দধিয়াল পুত্রী নন্দগ্রাম খর্জ্জুরী।
পিপ্পলী গোপাল কুঞ্জ বলোৎকট ধরি॥
লিঘট গ্রাম গোগ্রাম ভেলগ্রাম প্রশাংস।
ভরদ্বাজে গাঞি সংখ্যা এই চতুর্ব্বিংশ॥
কাশ্যপে ভাদুড়ী ক্রতু আর মধু মৈত্র।
বল্লাল সভায় দুয়ে পায় কুলচ্ছত্র॥
গাঞি মধ্যে সিদ্ধশ্রোত্রী নামেতে করঞ্জ।
কষ্ট মধ্যে বল যষ্ঠি মুহাল বীজকুঞ্জ॥
বালিহর কিরণ সহস্রামধু গ্রাম।
মধ্যগ্রাম গঙ্গাগ্রাম আর মঠগ্রাম॥
বিষোৎকট পরিশ্যাম অথর্ব্ব সংহতি।
বেলগ্রাম সুচী এই পঞ্চদশ বিখ্যাতি॥
বাৎস্যেকুলীন জয়মিশ্র ভীম কালীয়াই।
আর সান্যাল লক্ষ্মীধর সঞ্জামিনী গাঁই॥
ভট্টশালী কামকালী সিদ্ধ শ্রোত্রী ধন্য।
ভাড়িয়াল নিদ্রাবলী কষ্ট মধ্যে গণ্য॥
আর কষ্ট যমরুথ কুড়মুড় শীতল।
ভালড় কুর্কট বোড় শ্রকবট দেবল॥
শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন আর বিশাল কালীপুর।
ঘোষগ্রাম কালীগ্রাম তন্ত্রকেলী নাগাশূর॥
বাৎস্যগ্রাম শিবতট বিংশতিগণণ।
বাৎস্য গোত্রে এইমতে গাঞি নিরুপণ॥
শত গাঞি পঞ্চগোত্র বারেন্দ্র বিখ্যাতি।
কুলীনে আঘাতে ক্রমে কাপ উৎপত্তি॥

যবনের আক্রমণে ভীত দিবানিশি।
ব্রাহ্মণ কায়স্থবৈদ্য বারেন্দ্র নিবাসি॥
ভয়ে ভীত হয়ে বহু বঙ্গেতে চলিল।
অবসাদ দোষ ক্রমে আসিয়া জুটিল॥
অবসাদ ক্রমে পটি অষ্ট গণণা।
নিরাবিল রোহিলা বেণী জোনালী ভূষণা॥
আলিখানি কুতুবখানি ভবানীপুরী আর।
আচারে যে সদাচার শ্রেষ্ঠত্ব তাহার॥
অথ রারেন্দ্র কায়স্থ বংশ লিখ্যতে॥ উৎপত্তি প্রকরণ॥
কায়স্থ ব্রহ্মকায়াৎ চিত্রগুপ্তেতি নামা॥
জাতি মূল প্রদীপঃ॥ প্রদীপস্য ত্রয়ো পুত্রাঃ॥
চিত্রগুপ্ত বিচিত্র চিত্রসেনাঃ॥ তেষাং ত্রিণাং
চিত্রসেনঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্র নাগসন্নিধৌ
চিত্রগুপ্ত মর্ত্তলোকে ইতি ভুবণত্রয়ঃ॥
চন্দ্রপুত্র বুধ জান ভুবন বিদিত।
তাহার পুত্র ইলা শুন সুনিশ্চিত॥
ইলার পুত্র জন্মিল তার ইলিরক নাম।
তাহার পুত্র প্রদীপ রাজা গুণে অনুপাম॥
প্রদীপের পুত্র তিন ত্রিভুবণে স্থিতি।
চিত্রগুপ্ত বিচিত্র চিত্রসেন খ্যাতি॥
চিত্রেতে ক্ষত্রির কন্যা হৈল পরিণয়।
তাহাতে জন্মিল ক্রমে দ্বাদশ তনয়॥
সূর্য্যধ্বজ ভাটনাগর শকসেনা অম্বষ্ঠ।
ঐঠানা নিগম গৌড় বাল্মীক কুলশ্রেষ্ঠ॥
শ্রীবাস্তব শ্রীকরণ শ্রীমাথুর মহাশয়।
চন্দ্রবংশে কায়স্থোৎপত্তি কুলশাস্ত্রে কয়॥
গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু ত্রিণা ন দুর্ব্বাঃ পশবঃ নগাবঃ।
প্রজাপতে কায়সমুদ্ভবাৎ কায়স্থাঃ ন শূদ্রাঃ॥
আর বিবরণ কহি ইতিহাস মতে।
বিশ্বামিত্র গিয়াছিল মৃগয়া করিতে॥

মৃগয়ান্তে বাহুড়িয়া চলে নিজালয়।
রজনী হইল পথে মুণীর আলয়॥
হেনকালে দূত স্থানে রাজা কহিলেক।
রজনী বঞ্চিতে স্থান মুণীতে চাহিলেক॥
বশিষ্ট মুণি শুনিলেক নৃপতি আগমণ।
হাসিয়া সুরভি স্থানে করিলাগমণ॥
মুণি কহেন বিশ্বামিত্র হইলা অতিথ।
রাজ সামগ্রী সব করহ বিহিত॥
তবে অট্টালিকা হৈল এক হুহুঙ্কারে।
দাস দাসীকে স্মরিলা গাভী আরবারে॥
চিত্র বিচিত্র শয্যা পর্য্যঙ্ক আদি করি।
নানাদ্রব্যে পূর্ণিত হইল সেই পুরী॥
ভক্ষ্যদ্রব্য যত হইল তাহার নাই সীমা।
লক্ষ লক্ষ দ্রব্য হয় তাহার নাহি সীমা॥
ইহা দেখি বিস্ময় হইলা তপোধন।
মন্ত্রপড়ি গাভীকে মুণি করিলা স্তবন॥
গাভীকে সুখীত করি মহামুণিবর।
তবে মুণি চলি গেলা রাজার গোচর॥
মুণিক দেখিয়া রাজা দণ্ডবৎ হয়া।
অতিথ্য ব্যবহার করেন মুণিক সম্বোধিয়া॥
পরম সুখে মুণিসনে রজনী বঞ্চিলা।
প্রাতঃকালে নৃপবর বিদায় হইলা॥
হেনকালে নৃপতির দুর্ব্বুদ্ধি হইল।
মুণির বিভব কি দুতেত পুছিলা॥
দুত বলে গাভী এক মুণিবর গতি।
হের রাজা ধেনু গোটা বাঁধা আছেতথি॥
গবীর প্রসাদে মুণি ধন নাহি গণে।
মুগি স্থানে গবি ভিক্ষা করহ আপনে॥
গাভীর বৃত্তান্ত শুনি নৃপতি হরষিত।
করযোড়ে দাড়াইলা মুণির বিদিত॥

অন্তর্য্যামি মুণিবর সকল জানিয়া।
কহিতে লাগিলা তবে রাজা সম্বোধিয়া॥
গাভীপর অধিকার আমার কিছু নাহি।
স্বং পদার্থ ব্রহ্মার এহি গাই॥
তুষ্ট হইয়া গাভী যদি যান তোমার তরে।
কাহার শক্তি যে পারে তাহাকে রাখিবারে॥
রাজা বলে মুণিবর আপনি না দেও॥
বান্ধিয়া নিবো আমি কহি যে নিশ্চয়॥
ইহা শুনি সুরভি ক্রোধ করিলেক।
শৃঙ্গ আর কায়ে রাজপুত কায়স্থ জন্মিলেক।
ধনুশর হাতে করি যোদ্ধা জন্মিয়া।
যতেক রাজার সৈন্য ফেলিল কাটিয়া॥
রথী মৈল সৈন্য গেল নৃপতি লজ্জিত।
করপুটে স্তবন করেন গাভীর বিদিত॥
ক্ষেমাপায়া নৃপতি প্রাণদান দিলা।
সেহি হতে নৃপবর তপস্বী হইলা॥

বংশ প্রকরণ॥

ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত এই পঞ্চ।
নাগ নাথ দাস আর সেন সিংহ পঞ্চ॥
বারেন্দ্রেতে দশ ঘর সিদ্ধি গননা।
তা সবার গাঞিগোত্র যেরূপ বর্ণনা॥
শাণ্ডিল্য ঘোষের গোত্র ঘোষগ্রাম গাঞি।
গৌতমে বসুর স্থিতি জম্বুগ্রামে ঠাঞি॥
গুহ বংশ ভিট্টিগাঞি কাশ্যপেতে গোত্র।
নগর গ্রামী মিত্র তথা গোত্রে বিশ্বামিত্র॥
দত্তে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র মহাবনে বসতি॥
কালীগ্রামী নাথ বংশ গোত্রে পরাশর।
কাশ্যপ দাসের গোত্র গাঞি পুরন্দর॥
ভরদ্বাজ গোত্রে সিংহ বাস সিংহগ্রাম।
অত্রি গোত্র সেন বংশে পলগাছা ধাম॥

সাধ্যের মর্য্যাদা খ্যাতি সপ্তদশ ঘর।
দেব নন্দি শূর বল পাল ধর কর॥
চাকি চন্দ্র হোড় সোম বর্দ্ধন রক্ষিত।
খড়্গ দাম গুণ আর রুদ্র সহিত॥
আইচ্ ভদ্র কুণ্ড রাণা আঢ্য ভঞ্জ হুই।
ওম ব্রহ্ম বিষ্ণু পোল ভুতাঙ্কুর গুঁই॥
নন্দন সরমা রাহা শ্যাম ইন্দ্র পালিত।
কুলাচার মর্য্যাদা স্থিতি সিদ্ধ সাধ্য সহিত॥
রাহুত পাইন লোধ শীল দূত পই
বোধ দাহ হোম হেশ গুপ্ত গণ বই॥
ধরণী অর্ণব হেম মোক্ষ আশ বাণ।
ঘোর গণ্ড বন্ধু আর তোষ যশ শাণ॥
রুই শাঁই খিল নাদ আর চাঞি শক্তি।
বেদ বীতি ধনু দাঁড়ি মল মান কীর্ত্তি॥
চল্লিশ ঘর কষ্টাচার ঢোল বিন্দু সহিতে।
সপ্তাশিতি বারেন্দ্র খ্যাতি কুলশাস্ত্র মতে॥
কর্ক্কটিয়া পটির কথা কর অবধান।
বঙ্গজেতে শক্তি নাগ মধ্যল্য প্রধান॥
নাগদিয়া জমিদারী অতুল বিষয়।
তাঁহার তনয় দুই অতি মহাশয়॥
জিতামিত্র শিবনাগ তুল্য গুণধর।
অভিমানে শিবনাগ দেশের অন্তর॥
বরেন্দ্রেতে অবশেষে ষড়গ্রামে ঘর।
তাঁহার তনয় দুই কর্কট জটাধর॥
দুই ভ্রাতা বিদ্যাবন্ত বহু গুণবান্।
নবাব সরকারে করে চাকুরী প্রধান॥
বিষয় বিভব যত নাহিক তুলনা।
বারেন্দ্র সমাজে তবু নহেক গনণা॥
দাস নন্দী চাকী আর সরমা নন্দন।
ক্রমে সবে নাগ সনে করিলা করণ॥

এই রূপে পঞ্চঘর একত্র হইলা।
ক্রমে দেব দত্ত সিংহে সংগ্রহ করিলা॥
এইরূপে সপ্তঘর বারেন্দ্র সহিতে।
নাগ দ্বয় পটি গড়ে সিদ্ধ সাধ্য মতে॥
দাস নন্দী চাকী নাগ সরমা প্রসিদ্ধ।
সিদ্ধভাবে গেলা সবে আর সব সাধ্য॥
সিদ্ধ মধ্যে সরমা রহে অর্দ্ধভাবেতে।
কর্ক্কটিয়া পটি সৃষ্টি বঙ্গজ আঘাতে॥

বারেন্দ্র বৈদ্যবংশ লিখ্যতে॥

শরীর ধারী জাতি সবে বাড়িতে লাগিল।
কফপীড়া জরাভয় উপস্থিত হইল॥
মনেতে করিলা ব্রহ্মা বৈদ্য স্থিতি করিতে।
করপুটে গণের আগে দাঁড়াইলা সাক্ষাতে॥
তৃষ্ণাতে পীড়িত হইয়া বসিলা তরুমূলে।
অম্বা নামে বৈশ্য কন্যা গিয়াছিল জলে॥
জল ভিক্ষা করি তার পান করিলেক।
তুষ্ট হৈয়া পুত্র বর তাহাকে দিলেক॥
বরশুনি কুমারী মহাভীত পাইয়া।
কহিতে লাগিলা কথা করপুট হৈয়া॥
আমি নারী আকুমারী বিবাহ নাহি হয়।
তব বর শুনি মোর হইল সংশয়॥
তবে তাকে দয়া হৈল মনস্থির করি।
প্রাণ পুত্তলী নির্ম্মিয়া দিল জীবন্যাস করি॥
আয়ুর্ব্বেদ অধিকার করিয়া দিলেক।
অমৃত আচার্য্য বৈদ্য নাম রাখিলেক॥
এই মতে বৈদ্যসৃষ্টি কৈলা প্রজাপতি।
রোগ পীড়াশান্তি হেতু বৈদ্য উৎপত্তি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তিনের কাজ হৈল।
তেকারণে তিন পুত্র অমৃতে জন্মিল॥

আদৌ ধন্বন্তরী বৈদ্য মর্ত্তেতে নিবাস।
দ্বিতীয় কুমার বৈদ্য স্থিতি যে আকাশ॥
তৃতীয় নাম কণ্ঠভূষণ পাতালেতে গতি।
তিন বৈদ্য চিকীৎসক তিন স্থানে স্থিতি॥
ধন্বন্তরীর পুত্র রামসেন আদি দশজন।
তক্ষক দৌহিত্র তারা বৈশ্য আচরণ॥
এহি মতে হইলেক অশৌচ আচরণ।
বর্ণশঙ্কর মাতৃবৎ অশৌচ লক্ষণ॥
দ্বিতীয়ে পরিণয় নাগের সন্ততি।
দিক্ নির্ণয় পশ্চিমে তাহার অবস্থিতি॥
নাগের দুহিতা সুলক্ষণা তাহার নাম।
তাহার তনয় যত সিদ্ধি সাধ্য অনুপাম!
সিদ্ধি বংশে সেন দাসগুপ্ত হৈল।
তিন নামের অষ্ট পুত্র ক্রমে প্রসংশিল॥
সেন নামে চারি পুত্র দুহি আদি করি।
দাসের পুত্র তিনে এক কায়স্থ হরিপুরী!
গুপ্তের দুই পুত্র জগতে বিখ্যাত।
সিদ্ধি বংশে অষ্ট বৈদ্য কহিলা সাক্ষাত॥
সাধ্য বংশে দশ পুত্র কহি সুনিশ্চিত।
নাগ সহিত একাদশ নিয়মিত॥
সর্ব্বত্র নাগের গতি নাহি হয়।
দেশ ভেদে নাগ বৈদ্য কুলশাস্ত্রে কয়॥
চন্দ্র নন্দী কুণ্ড দত্ত ধর কর।
দেব সোম রাজ-রক্ষিত দেশের অন্তর॥
কর মধ্যে তিনজন ভেইরী আদি করি।
ভৈরি ভারি আর চতুর্থে কান্তারি॥
নন্দি মধ্যে চারি ভৃগু আদি করি।
ভৃগু ভার্গব গই কাত্যায়ণ পুরি॥
কাত্যায়ণ কায়স্থ মধ্যে গেলা সুনিশ্চয়।
এই মতে বৈদ্য বংশ কুলশাস্ত্রে কয়॥

এই যে, তাঁহাকে ইহা পত্নীকে দেখাইতে হইবে;[২৫] কেননা, ইহা ঠিক হয় না যে, পত্নীকে দেখাইব এই মনে করিয়া তিনি ঐ আজ্যকে অর্দ্ধেক কার্য্যের মধ্যে (আহবনীয়ের) পশ্চিম দিকে লইয়া যাইবেন; আবার পত্নীকে যদি তাহা না দেখান, তবে যজ্ঞ হইতে তাঁহাকে বিযুক্ত করিয়া ফেলেন; কিন্তু সেরূপ করিলে (অর্থাৎ প্রথমে গার্হপত্যে চড়াইলে) তাঁহাকে যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত করেন না। অতএব সঙ্গে সঙ্গেই (অর্থাৎ তাঁহার নিকটেই, গার্হপত্য অগ্নিতে সেই আজ্য) গলাইয়া ও পত্নীকে তাহা দেখাইয়া পূর্ব্বদিকে লইয়া যান। যাঁহার পত্নী থাকেন না,[২৬] তাঁহার পক্ষে তিনি তাহা (আজ্য) প্রথমেই আহবনীয় অগ্নিতে চড়ান, ও পরে তাহা ইইতে গ্রহণ করিয়া বেদিমধ্যে স্থাপন করেন।

২১। তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে—'বেদির মধ্যে তাহা স্থাপন করিও না; কারণ, ইহা (আজ্য) হইতেই তাঁহারা দেবপত্নীগণের যাগ করিয়া থাকেন,[২৭] (কিন্তু সেই আজ্যকে বেদির মধ্যে স্থাপন করিলে) তিনি দেবপত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামী (দেবগণের) সভা হইতে বহিষ্কৃতই করিয়া দেন,[২৮] এবং ইঁহার

২৫। আহবনীয় ও গার্হপত্য উভয় অগ্নিতেই হবি পাক করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে যদি গার্হপত্যে পাক করা যায়, তবে কোন গোলমাল বা অসুবিধা নাই, কেননা এ পক্ষে আজ্যকেও গলাইবার জন্য গর্হপত্যেই চড়াইতে হইবে, এবং তৎসমীপে উপবিষ্ট যজমান-পত্নী অনায়াসেই তাহা দেখিতে পারেন। কিন্তু যদি আহবনীয়ে পাক করা যায়, তবে গার্হপত্য-সমীপে উপবিষ্ট যজমান-পত্নীর ঐ আজ্য দর্শন ঘটিয়া উঠে না, কেননা যজমান-পত্নী এক স্থানে ও আজ্য আর এক স্থানে থাকে। যদি যজমান-পত্নীকে দেখাইবার জন্য সংস্কারের মধ্যেই আজ্যকে আহবনীয় হইতে পশ্চিম দিকে যজমান-পত্নীর নিকট আনয়ন করা হয়, তবে সংস্কারের ব্যাঘাত হয়। এই জন্য প্রথমে গার্হপত্যে চড়াইয়া ও যজমান-পত্নীকে তাহা দেখাইয়া তাহার পরে আহবনীয়ে চড়াইতে হয়।

২৬। অর্থাৎ রজোদর্শনাদি দোষে উপস্থিত না থাকিলে—সায়ণ।

২৭। "দেবানাং পত্নীঃ সংযাজয়ন্তি;" পত্নী সংযাজ নামে চারিটী যাগ আছে. ইহাতে সোম, ত্বষ্টা, দেব পত্নী-গণ ও গৃহপতি-অগ্নিকে আজ্য দ্বারা যাগ করিতে হয়। পরে (১,৭.৩) ইহা আলোচিত হইয়াছে।

২৮। "অবসভ্রাঃ করোতি;" সায়ণ ইহার অর্থ করেন—"অবগতজনসমূহাঃ করোতি;" কেননা, যজনীয় দেবগণ বেদিতেই অবস্থান করেন। Eggeling বলেন—মূল ব্রাহ্মণে (১. ২. ৬. ৮.) লিখিত হইয়াছে যে, দেবগণ বেদির চারি দিকে থাকেন; অতএব বেদির মধ্যে আজ্য স্থাপন করিলে তিনি দেবপত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামীর নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দেন।

১৮। অনন্তর (যজমান-) পত্নী আজ্য দর্শন করেন ; কেননা, পত্নী স্ত্রী, এবং আজ্য রেত ; অতএব ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হয়। তিনি সেইজন্য আজ্য দর্শন করেন।

১৯। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—"অহিংসিত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করেতেছি !"[২০] তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, 'অপীড়িত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি।'—"তুমি অগ্নির জিহ্বা !" (যাজ্ঞিকেরা) যখন ইহা (আজ্য) অগ্নিতে হোম করেন, তখন অগ্নির জিহ্বাসমূহ উত্থিত হয়, তিনি তজ্জন্য বলেন—"তুমি অগ্নির জিহ্বা !"—"তুমি দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী !"[২১] তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে,—'তুমি দেবগণের জন্য উত্তম (আহ্বান কর) !'—"তুমি প্রত্যেক যাগ স্থানের (অথবা অগ্নির তেজের) ও প্রত্যেক যজুর্মন্ত্রের জন্য হও !" 'তুমি আমার সমস্ত যজ্ঞের জন্য হও'—ইহাই তিনি ইহার দ্বারা বলেন।

২০। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্র) আজ্য গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন।[২২] যাঁহার হবিসমূহ (ঋত্বিকেরা) আহবনীয় অগ্নিতে পাক করেন,[২৩] তাঁহার পক্ষে তিনি তাহা (গলাইবার জন্য) আহবনীয় অগ্নিতে চড়ান, কেননা, তিনি ইচ্ছা করেন যে, 'আমার সমগ্র যজ্ঞ[২৪] আহবনীয়ে পক্ক হইবে।' তিনি যে (ঐ আজ্যকে) প্রথমে উহাতে (ঐ গার্হপত্য অগ্নিতে) চড়ান, তাহার কারণ

২০। বা. স. ১. ৩০. ৪।

২১। মূল "সুহু ;" সায়ণ বলেন ইহার অর্থ—যাহাকে সুন্দররূপে হোম করা যায়—"সুষ্ঠু হূয়মানত্বাৎ সুহূঃ।" মহীধরের মতে আরও এক অর্থ হইতে পারে—যাহা দ্বারা দেবতাকে হোম করা যায়। তাৎপর্য্যার্থ মূল ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ঐ স্থানে "সুভূঃ" পাঠ দেখা যায়। মূল ব্রাহ্মণ তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতে গিয়া তৈত্তিরীয়ের পাঠকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

২২। আগ্নীধ্র আজ্যস্থালীকে অগ্নি হইতে উত্তর দিকে (বা. স. ১. ৩০ ৩. মন্ত্রে) নামাইয়া ও যজমান-পত্নীর অগ্রে স্থাপন করিয়া 'হে পত্নী, আজ্য দর্শন কর' বলিয়া তাঁহাকে আদেশ করেন। পত্নী তদনুসারে আজ্য দর্শন করিলে আগ্নীধ্র ঐ আজ্যকে গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্ব্ব দিকে গমন করেন। এখানে ইহাই কথিত হইয়াছে।

২৩। গার্হপত্য ও আহবনীয়ের যে কোনটিতে হবি পাক করা যাইতে পরে ; ১.১.২.২৬ দ্রষ্টব্য।

২৪। অর্থাৎ যজ্ঞসাধন হবি।

এবং (সেই রজ্জু) বরুণের রজ্জু (-স্বরূপ) ; এই জন্য তিনি তাহা দ্বারা ওষধিসমূহকেই (পত্নী ও রজ্জুর) মধ্যে স্থাপন করেন, এবং সেইরূপেই বরুণ-সম্বন্ধীয় রজ্জু ইঁহাকে (পত্নীকে) হিংসা করে না। তজ্জন্য তিনি বস্ত্রের উপরে বন্ধন করেন।

১৫। তিনি (তাঁহাকে এই মন্ত্রে) বন্ধন করেন—"তুমি অদিতির রাস্না (মেখলা) !"[১৭] এই পৃথিবীই অদিতি। এই (পৃথিবী) দেবগণের পত্নী, এবং ইনি ইঁহার (যজমানের) পত্নী। তিনি তাহা দ্বারা (অর্থাৎ তাদৃশ রজ্জু বন্ধনের দ্বারা) ইঁহার (যজমান পত্নীর) রাস্নাই করেন, রজ্জু নহে। রাস্না-অর্থে মেখলা, অতএব তিনি ইঁহার তাহাই করেন।

১৬। তিনি (বন্ধন করিবার সময় রজ্জুতে) গ্রন্থি করিবেন না, কেননা, গ্রন্থি বরুণ-সম্বন্ধীয় ; তিনি যদি গ্রন্থি করেন, তবে বরুণ (যজমানের) পত্নীকে গ্রহণ করিবেন ; তজ্জন্য তিনি গ্রন্থি করিবেন না।[১৮]

১৭। তিনি (রজ্জুর মূল ও অগ্রভাগ একত্র করিয়া এই মন্ত্রে তাহা) উপরিভাগে ঝুলাইয়া দেন—"তুমি বিষ্ণুর ব্যাপক !"[১৯] তিনি (যজমান-পত্নী, গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখে দেবগণের যজ্ঞে উপবেশন করিবেন না ; কারণ, এই পৃথিবী অদিতি, এবং সেই ইনি (অদিতি) দেবগণের পত্নী, ইনি (গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখে দেবগণের যজ্ঞে উপবেশন করেন ; অতএব সেই (যজমান-) পত্নী (যদি ঐরূপে উপবেশন করেন), তাহা হইলে ইঁহার (দেবপত্নী অদিতির) উপর আরোহণ করেন, এবং সত্বরে ঐ (পর) লোকে গমন করেন। কিন্তু সেই (বিহিত) রূপে উপবেশন করিলে (যজমান-) পত্নী দীর্ঘ কাল- বাঁচিয়া থাকেন, এবং তাহাতে ইঁহার (দেবপত্নীর উপবেশন স্থানকে) পরিত্যাগ করেন ; এবং তজ্জন্যই ইনি (দেবপত্নী) তাঁহাকে (যজমান-পত্নীকে) হিংসা করেন না। অতএব তিনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই (অর্থাৎ গার্হপত্যের নৈর্ঋত দিকে) উপবেশন করিবেন।

১৭। বা. স. ১.৩০.২

১৮। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩.৩.৪) গ্রন্থি করারই বিধি দেখা যায়।

১৯। বা. স. ১. ৩০. ১।

১১। সে স্থলে কেহ কেহ[১৪] স্রুকের সম্মার্জ্জনসাধন-সমূহকে (অর্থাৎ বেদের অগ্রভাগগুলিকে, আহবনীয়) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন ; কেননা, তাঁহারা বলেন—'সে গুলি বেদেরই, এবং (ঋত্বিগ্‌গণ) সে গুলির দ্বারা স্রুক্‌সমূহকে সম্মার্জ্জন করিয়াছেন, অতএব ইহা কিছু যজ্ঞসম্বন্ধীয় বস্তু ; (তজ্জন্য আমরা এই ভয়ে ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করি যে,) পাছে ইহা যজ্ঞের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কারণ, যাহার জন্য ভোজন আহরণ করিবে, তাহাকে পাত্র প্রক্ষালন-জল পান করাইবে—ইহা যেরূপ, তাহাও সেইরূপ।[১৫] অতএব এগুলিকে (উৎকরে) ফেলিয়া দিবে।

১২। অনন্তর (আগ্নীধ্র যজমানের) পত্নীকে বন্ধন করেন।[১৬] পত্নী যজ্ঞের অপর অর্দ্ধ ; তিনি (বন্ধনের সময়) মনে করেন—'যজ্ঞ আমার সম্মুখে বিস্তার্য্যমাণ হইয়া গমন করিবে।' এবং তিনিও (আগ্নীধ্র) এই মনে করিয়া ইঁহাকে (যজ্ঞের সহিত) যুক্ত করেন যে, 'তিনি (আমার দ্বারা) যুক্ত হইয়া আমার যজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া (সমাপ্তি পর্য্যন্ত) বসিয়া থাকিবেন।'

১৩। তিনি (তাঁহাকে) রজ্জুর (যো ক্ত্র) দ্বারা বন্ধন করেন, কেননা, (লোকেরা) যোজনীয় (অশ্বপ্রভৃতিকে) রজ্জুর দ্বারাই যোজনা করে ; পত্নীর নাভির নীচের অংশ অমেধ্যই, (অথচ) তাঁহাকে তাহা দ্বারা (যজ্ঞিয়) আজ্যকে দেখিতে হইবে ; এই জন্য তিনি (আগ্নীধ্র) ইঁহার সেই অংশকে রজ্জুর দ্বারা অন্তর্হিত করিয়া রাখেন ; এবং তাহার পর তিনি (পত্নী) মেধ্য উত্তরাঙ্গের দ্বারা আজ্যকে দর্শন করেন। তিনি সেই জন্য পত্নীকে বন্ধন করেন।

১৪। তিনি (তাঁহাকে) বস্ত্রের উপরে বন্ধন করেন। ওষধিসমূহই বস্ত্র,

---

১৪। তৈ. ব্রা. ৩. ৩. ২।

১৫। ভোজনের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ভোজনের পূর্ব্বে পাত্র-প্রক্ষালন জল পান করান যেমন অন্যায়, হোমের পূর্ব্বে সম্মার্জ্জন-তৃণসমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ করাও সেইরূপ। কাত্যায়ন উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন ; ২.৬.৫০-৫১।

১৬। আগ্নীধ্র গার্হপত্য অগ্নির নৈঋত কোণে ঈশান দিক্-অভিমুখে উপবিষ্ট যজমান-পত্নীকে ত্রিগুণ মুঞ্জময় রজ্জুর দ্বারা (বা. স. ১. ৩০ মন্ত্রে) নাভির নীচে কটি প্রদেশে কাপড়ের উপরে বেষ্টন করিয়া বন্ধন করেন। নাভির নীচে কটি প্রদেশে বন্ধন করিবার তাৎপর্য্য মূল ব্রাহ্মণগ্রন্থই অব্যবহিত পরবর্ত্তী কণ্ডিক য় উক্ত হইয়াছে। কা. শ্রৌ. ২. ৭. ১।

অথ নবশাখাদি বংশ লিখ্যতে ॥

বৈশ্যের বিস্তর পুত্র জন্মিল ক্রমে ক্রমে।
তাদের বংশের কথা কহি অনুক্রমে ॥
এক পক্ষে নব সুত গোপ আদি করি।
মালাকার কোলাল মদক আর বারি ॥
উপজিল নবপুত্র তিলি অন্তে ধরি ॥
এইরূপে নব শাখ নব বংশ জাত।
ইহা হতে অন্ত্যজ বর্ণশঙ্কর উপস্থিত ॥
বৈশ্যের দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইল।
তাহা হতে পঞ্চ জন বনিক জন্মিল ॥
পঞ্চজনের পঞ্চ নাম শুন দিয়া মন।
গন্ধ শঙ্খ কংস স্বর্ণ মানিক্য পঞ্চজন ॥
স্বর্ণ আদি চুরি করে যে কারণ।
তেকারণে অনাচার স্বর্ণাদি দুইজন ॥
গন্ধ শঙ্খ কংস তিনে বৈশ্যের ব্যবহার।
তেকারণে সর্ব্ববর্ণে করে ব্যবহার ॥
এই মতে সৃষ্টি বাড়ে যুগ যুগেতে।
কুলশাস্ত্রে নিরূপন কহিনু সাক্ষাতে ॥

ইতি শ্রীবিশ্ব মিশ্রেণ দিগ্বাণেন্দুশক বর্ষে বারেন্দ্র বংশ নির্ণয়ঃ বিরচিতঃ ॥ ১৬৪৫ শক বর্ষে শ্রীকেশব দত্তেন যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস ভাদুড়ী।

বাঙ্গালের যাত্রাগান

সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে নাটক প্রচুর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে অভিনয় একটি প্রধান কলা (art) বলিয়া পরিগণিত। ঋষি ভরত, এই কলার গুরু ছিলেন। তিনি নিজে নাটক লিখিতেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকে উহার অভিনয় শিখাইতেন, তাহার পর শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে লইয়া দেবতাদের

সম্মুখে অভিনয় করিতেন। গুরুপরম্পরায় এ বিদ্যা মর্ত্তে আসে। মর্ত্তেও ইহার অল্প অনুশীলন হয় নাই, অল্পলোকে নাটক লিখেন নাই। কালিদাসের মত নাটক লিখিয়া অমর হইয়াছেন, এমন কবির সংখ্যা বড় অল্প নয়। অভিনয়ে নৈপুণ্য সে কালে বড় একটা প্রশংসার কথা ছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অমর হইতে না পারিলেও জীবৎকালে যে, অমরের মত আদর আপ্যায়ন পাইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাটকে অভিনয় আছে, যাত্রাগানেও অভিনয় আছে; এ হিসাবে নাটক ও যাত্রায় প্রভেদ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও নাটক ও যাত্রা এক নহে। উভয়ের প্রাণ-বস্তুর হিসাবেই দুইয়ে বিভিন্ন। নাটকের প্রাণ—আদি বা বীর রস; যাত্রার প্রাণ—করুণ, শান্তরস উভয়েই অন্যান্য রস থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অঙ্গ মাত্র, অঙ্গী বা প্রধান নহে। তবে ইহাও ঠিক যে, নাটক হইতেই যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল। নাটকে কত অধ্যায় বা অঙ্ক থাকিবে, কাহার কথা লইয়া উহা রচিত হইবে, কোন্ রস উহাতে প্রধান থাকিবে, এ সমুদয় সম্বন্ধে শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। কবিরা নাটক লিখিতে বসিয়া শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন; এখনও অনেকেই মানিয়া চলেন। কিন্তু যাত্রা গানের জন্য কোন শাস্ত্র রচিত হয় নাই। যাত্রার অধিকারী বা রচয়িতারা নাটকের অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিয়াছেন, অনেকে মানেন নাই। শাস্ত্রে আছে—

"পঞ্চাধিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কা পরিকীর্ত্তিতাঃ।" নাটকের অঙ্ক, পাঁচের কম এবং দশের অধিক হইতে পারিবে না। যাত্রায় এ বিধি মানা হয় নাই। নাটকের নায়ক "ধীরোদাত্ত" হইবে, যাত্রায় এ বিধি নাই। নাটক, দেবতার কথা লইয়া হইতে পারে, সাধারণ মানুষের কথা লইয়া হইতে পারে, রাজা-রাজড়ার কথা লইয়াও হইতে পারে। কিন্তু যাত্রা, সাধারণ মানুষের কথা লইয়া হয়ই না। ভগবৎ কথাই যাত্রার আখ্যান বস্তু। সে কালের যাত্রায় সোজাসুজি ভগবৎ লীলারই অভিনয় করা হইত। পরে সে 'কৃষ্ণকথা' পুরাতন হইয়া গেলে, সেই পুরাতন কথা নূতন করিয়া শুনাইবার জন্য পুরাণের নানা কাহিনীর মধ্য দিয়া উহার অবতারণা করা হইতেছে। আসল কথা যে প্রেম ও ভক্তি, শান্ত ও করুণ রস, তাহা সকল আকারেই অবিকৃত রহিয়াছে। যাত্রার আদি, অন্তে, মধ্যে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কথায় যাত্রা হয় না, কিন্তু নাটক হয়।

সুখ-দুঃখের—বিশেষতঃ দুঃখের অভিব্যক্তি নাটক ও যাত্রা উভয়েই আছে। এই অভিব্যক্তিতেই কবির কৃতিত্ব। যদি নয়ন অশ্রুধারায় ভিজিয়া না যায়, তবে সে নাটক বা সে যাত্রা দর্শনে শ্রবণে ফল কি? সমাপ্তিস্থান নাটক ও যাত্রায় মিল আছে—

"দেবতা দর্শনান্তঞ্চ কর্ত্তব্যং নাটকং বুধৈঃ।

দেবতা দেখাইয়া নাটক শেষ করা হয়। যাত্রার শেষেও রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখাইয়া "রাধা-কৃষ্ণ প্রীতে হরি বোল" বলিয়া সভা ভঙ্গ করা হইয়া থাকে।

নাটকে রঙ্গভূমি আছে, নেপথ্য আছে, যাত্রাগানেও 'আসর' আছে, সাজঘর আছে। তবে রঙ্গভূমি সুনির্ম্মিত; যাত্রার আসর তেমন নয়। নাটকে পুরুষের অভিনয় পুরুষে, এবং স্ত্রীলোকের অভিনয় স্ত্রীলোকে করে, কাজেই উহা স্বাভাবিক হয়। যাত্রায় স্ত্রীলোক নাই। পুরুষেরাই স্ত্রীর অভিনয়ও করে, কাজেই অভিনয় অনেক স্থলেই অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। অভিনেতার অপ্রাচুর্য্য বশতঃ একই অভিনেতাকে একই সময়ে একাধিক কার্য্যও করিতে হয়। তাহাতে অনেক সময়েই অভিনয়ের রস ভঙ্গ হয়। এইজন্য একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত রুসিয়ায় বসিয়া লিখিয়াছিলেন—"যাত্রাগানে পুত্রশোকে মৃত দশরথ, উঠিয়া বেহালা বাজান; কৃষ্ণভ্রমে তমাল আলিঙ্গন করিয়া রাধিকা তামাক টানেন" যে সময়ে ইহা লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ের যাত্রায় এইরূপই হইত। কিন্তু এখন যাত্রার সে অবস্থা নাই।

নাটক কখন যাত্রার আকার ধরিয়া আমাদের গৃহে দেখা দিয়াছিল, সে কথা বলিবার আগে আসল যাত্রা শব্দটির অর্থ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সাধারণতঃ যাত্রা শব্দের অর্থ গমন। কিন্তু ইহার অন্য অর্থও আছে। স্নান-যাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, এসকল স্থলে যাত্রা, উৎসবার্থক। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের যাত্রাতত্ত্বে দ্বাদশ মাসে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশযাত্রার বিধি আছে। সে স্থলেও 'যাত্রা' উৎসব অর্থেই প্রযুক্ত। যাত্রাগানের 'যাত্রাও' উৎসবার্থক। ইহার প্রকৃত নাম "কীর্ত্তনযাত্রা"। আমরা বাল্যকালে যাত্রাগানের যে সকল নিমন্ত্রণপত্র দেখিয়াছি, উহাতে লিখিত থাকিত—"অদ্য মমালয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তন-যাত্রাগান হইবে"। "শ্রীকৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তন-যাত্রা" সংক্ষিপ্ত হইয়া "কীর্ত্তন-যাত্রা" শেষে কেবল 'যাত্রা' হইয়াছে।

এই শ্রীকৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তন যাত্রার স্রষ্টা বা প্রবর্ত্তক রূপে আমরা এক মহা-পুরুষকে দেখিতে পাই। তিনি বাঙ্গালার 'মহাপ্রভু' ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য;

যাঁহাকে প্রেম ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালা পবিত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণরস আস্বাদন করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নিমাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তাই অভিনয়ে অভিনেতাগণের একবারে আত্মবিস্মৃতি ও তন্ময়তা থাকিত। এ অভিনয়ে বেশ পরিবর্ত্তিত হইত না, ভক্তের তন্ময়তাতেই বেশের কথা কাহারও মনে আসিত না। ইহার পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য যত্রতত্র হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আপনি নাম করা অপেক্ষাও অন্যকে দিয়া নাম করান অধিকতর পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিলেন। তাঁহার এই উপদেশে তাঁহার পদানুসরণকারী মোহান্ত, মহাজন ও অধিকারীরা নাম ও প্রেম বিতরণের জন্য এই শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তন যাত্রা আপনাদের ঘরে ঘরে লইয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গলীলা দেখিয়া তাঁহারা কৃষ্ণলীলার আস্বাদন করিয়াছিলেন, এজন্য কীর্ত্তনারম্ভে "তদুচিত গৌরচন্দ্র" গান করিতেন। ইহাতেও গৌরাঙ্গলীলা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা স্ফূরিত হইয়া উচিত। এইজন্য "গৌরচন্দ্র" না গাইয়া কেহ কীর্ত্তনারম্ভ করিতেন না। অতি অল্পদিন যাবৎ যাত্রাগানের এ রীতির অন্যথা দেখিতেছি। এখন যাত্রায় "কৃষ্ণকথা" ছাড়া, অন্য কথাতেও হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এরূপ হইত না। যাহা হউক আমরা সে কালের কথাই কহিতেছি। তখন যাত্রাগানের অধিকারীরা কেবল সঙ্গীতেই অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা রস-প্রেমেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা ভাবুক ছিলেন, ভক্ত ছিলেন; কাজেই আপনারগানে আপনি কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইতেন। সেকালের যাত্রা ছিল—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন"। যে সংকীর্ত্তনের কথায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং"।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ॥"

কাজেই ভক্তেরা শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাত করিয়া এ কীর্ত্তন শুনিতেন, শুনিয়া শুনিয়া অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া পবিত্র হইতেন। এখনও যাত্রা আছে, কিন্তু যাত্রার সে ভাবুক ও ভক্ত অধিকারী নাই। এখনও যাত্রা আছে, কিন্তু সে শ্রদ্ধা-পূত শ্রোতা নাই। এখনও যাত্রা আছে, কিন্তু সে রস ও সে রসিক নাই। এখন যাত্রা, সখের জিনিষ। এখন যাত্রায় হাসি আছে; অশ্রু নাই, আমোদ আছে পরমানন্দ নাই; তৃষ্ণা আছে, তৃপ্তি নাই।

গোবিন্দ অধিকারী, এক সময়ে যাত্রার অধিকারী রূপে বড়ই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দূতীপনা, বাঙ্গালার যাত্রার ইতিহাস অমর হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে গোস্বামী কৃষ্ণকমলের যাত্রা—"স্বপ্নবিলাস," এক সময়ে ছোট বড় সকলকে কাঁদাইত। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাব, ভাজন ঘাটের ভাষায় কি সুন্দর করিয়াই কৃষ্ণকমল অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন! তাঁহার বিচিত্র-বিলাসের উন্মাদিনী রাধিকা কৃষ্ণভ্রমে তমাল আলিঙ্গন করিয়া যখন বলিতেন—"সখি, কপালগুণে শ্যাম আমার তমাল হ'ল!" তখন শ্রোতার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইত। কৃষ্ণকমলের স্বপ্নবিলাস ও বিচিত্র-বিলাস, বাঙ্গালের ঘরে তৈয়ারী হইলেও এবং বাঙ্গালেরাই উহার গায়ক হইলেও ইহা বাঙ্গালের যাত্রা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহার ভাষা, ভাজনঘাটের; বাঙ্গালের আপন ভাষায় স্বপ্নবিলাস হয় নাই।

কৃষ্ণকমলের স্বপ্নবিলাসের অনুকরণ করিয়া টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত জামুর্কী গ্রাম নিবাসী ৺হরিনাথ চক্রবর্ত্তী "বিহঙ্গ-বিলাস" রচণা করেন। হরি-ঠাকুরের নিজের যাত্রার দল ছিল। ইনি ছিলেন অধিকারী। বিহঙ্গ-বিলাসের একটি গান বড় সুন্দর। অভিমানিনী রাধিকা দুর্জ্জয়মানে ধূলায় পড়িয়া আছেন; শ্রীকৃষ্ণ চূড়া-বাঁশী দূরে ফেলিয়া বড়ই কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন—

"একবার ওঠ গো,
ধরায় কেন, রাই ধনি?
হরিদাস পানে নয়ন কোণে
একবার চাও ধনি।"

বাঙ্গাল হরিঠাকুরের রচনা হইলেও ইহা ভাবে ও ভাষায় দ্বিতীয় স্বপ্ন-বিলাস কাজেই ইহাকে আমরা বাঙ্গালের যাত্রা বলিয়া ধরিতে পারি কি না সন্দেহ।

অল্পদিন হইল আমরা বাঙ্গালের ভাষায় বাঙ্গালের লিখিত একখানি 'নিমাই-সন্ন্যাস' যাত্রার পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথি খানায় সন তারিখ কিছুই নাই, কাহার রচনা, তাহাও একবার নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কিন্তু ভাষা ও রচনার রীতিতে বুঝা যায়, ইহা খুবই প্রাচীন এবং টাঙ্গাইল মহকুমার কোন বাঙ্গাল কবির রচিত।

টাঙ্গাইল মহকুমার 'বৈষ্ণব পাড়া' একখানি পুরাতন গ্রাম। এই গ্রামের বৈষ্ণব উপাধিধারী দাসবংশীয় কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে গুরুতা ব্যবসায়ী।

ইহাদের গৃহদেবতার নাম শ্যামরায়। এং [illegible] আদি পুরুষ যাদবেন্দ্র রায় রাঢ় হইতে বঙ্গে আগমন করেন। এবং আটীয়া পড়গণার পাঠান জমিদারদিগের নিকট হইতে নিস্কর ও দেবত্র ভূমি পাইয়া ভাদগ্রাম নামক সুবৃহৎ গ্রামের একাংশে বসতি স্থাপন করেন। বৈষ্ণব গুরু-দিগের 'গোস্বামী' 'মোহান্ত' 'বৈষ্ণব' ও অধিকারী' উপাধি হইয়া থাকে। যাদবেন্দ্রের বংশীয়গণ "বৈষ্ণব" উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাদের বসতি বলিয়া গ্রামখানি "বৈষ্ণবপাড়া" নামে পরিচিত হইয়া উঠে। গুরুতা ব্যবসায়ী বলিয়া দাস-বৈষ্ণব মহাশয়দিগের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। এই বংশের ৺গতিগোবিন্দ বৈষ্ণব মহাশয় এ মহকুমায় মুগ্ধবোধের একমাত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোল ছিলল। সেই টোলে ব্যাকরণ ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইত। গতিগোবিন্দের টোলে পড়িয়া অনেকে বিখ্যাত কবিরাজ হইয়াছিলেন; নববিধান সমাজের 'কবিরাজ মহাশয়' (৺কালীশঙ্কর কবিরাজ) গতিগোবিন্দের ছাত্র। এই বংশের ৺নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য ছিলেন। সকলের শ্রদ্ধাষ্পদ এই চিরকুমার আচার্য্য মহাশয়, অল্পদিন হইল প্রায় আশীবৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গতিগোবিন্দের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম গুরুগোবিন্দ। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও বহুশাস্ত্রজ্ঞতার জন্য মুক্তাগাছা প্রভৃতি হিন্দুজমিদারদিগের গৃহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত ইহার বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ ও ছিলেন। কেহ কেহ অনুমাণ করেন, এই গুরুগোবিন্দই 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রার রচয়িতা। এরূপ অনুমান করিবার হেতু, পুথিখানি বৈষ্ণবপাড়া গ্রামে বৈষ্ণব মহাশয়-দিগের গৃহে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র, প্রমাণ দিবার বিশেষ কিছু নাই। যাহা হউক গুরুগোবিন্দ বা অন্য যিনিই ইহার রচয়িতা হউন, তিনি যে বাঙ্গাল ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বাঙ্গাল কবি আপনার কথ্য ভাষাতে গ্রন্থখানি লিখিয়া সেকালের বাঙ্গালের ভাষা ও সাহিত্যের একটি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। নিমাই সন্ন্যাসের আরম্ভ এইরূপঃ—

"জে জন ভকত হও সোন দিয়া মন।
জে রূপে হইলা নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ॥
আনন্দে সচির দ্বারে নানা কেলি করে।
ভক্তগণ সঙ্গে গৌর নানা সাস্ত্র পঢ়ে॥

ভাগবত আদি করি যতেক পুরাণ।
পাঠাইলা সকল গৌর গুণমান॥
ভাবিলা সংসার ধর্ম্ম অনার্থ কারণ।
কিমতে করিব ত্যাগ ভাবে মনে মনে॥
সন্ন্যাস গ্রহণ হেতু মনেঃবিলাস।
সচির কারণে গৌর না করে প্রকাশ॥
আর দিন গঙ্গাস্নানে গেলা নদীতটে।
ভারতীর সঙ্গে দেখা হৈল সেই ঘাটে॥
ভারতী বোলেন প্রভু সব পাশরিলা।
কলির জিব নিস্তারিতে অবতির্ণ হৈলা॥
পুর্ব্বকথা পাশরিলা সংসারেতে মতি।
বোল দেখি কলির জিবের কিবা হৈব গতি॥
প্রভু বোলেন ভারতী করহ অঙ্গীকার।
তুমি জেহি আজ্ঞা কর উচিত আমার॥
ভারতী বোলেন প্রভু সোনহ বচন।
মস্তক মুড়াইয়া কর সন্ন্যাস গ্রহণ॥
গৌর বলে সন্ন্যাস জবে মায় নাহি জানে।
তোমার সহিত জাব রাখিয় নিগমে॥
ভারতীর সঙ্গে গৌর কহিলা সত্যবানী।
নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিল মাল্যানী॥
গঙ্গাস্নান করি গৌর আসিলেন ঘরে।
সদা মন উচাটন হরি হরি বলে॥

দিশা—

গৌর হরি বল মুখে।
ব্রজে জাবা কোন রূপে॥
আসিলাম বাণিজ্য আসে।
ঠেইকা রইলাম মিছা পাশে॥

পদ—

একদিন সচিরাণী গৃহ কর্ম্ম করে।
হেন কলে মালিআনি আসিলা সত্তরে॥

মালিআনী বোলে সচি শুনিয়াছ আর।
তোমার গৌরাঙ্গ চান্দ ছাড়িবে সংসার॥
আমি গঙ্গাতীরে যখন গিয়াছিলাম স্নানে।
ই কথা শুনিলাম আম গোরাঙ্গ বদনে॥

তৎকথা—

হেন কালে গৌরাঙ্গ চান্দ রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন অ
ভারতি আমার ব্রহ্মশাপ হৈয়াছে। অমি নিতান্ত ব্রজের পথে গমন করি
আমাকে সন্ন্যাস দিবা গ।

দিশা—

ই কথা ভারতি সনে।
স্থনিয়াছি শ্রবণে॥
শুনিয়া মালিআনীর কথা।
সচির মনে লাগে ব্যথা॥

তৎকথা—

এত শুনি সচি মাগ রোদন করিতেছেন।
অ নদিয়াবাসী হে আমার গৌরাঙ্গের
ব্রহ্মশাপ হৈয়াছে। অ নদিয়াবাসী হে।

দিশা—

আমি হেন অনুমান করি।
নৈদা ছাড়িবে গৌরহরি॥
গৌর মোরে ছাইড়া গেলে।
কাঙ্গাল হব একই কালে॥

তৎকথা—

গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া কহিতেছেন।
অমনি দুইঠা নেত্রের জলধারা পতন হইয়াছে।

দিশা—

মা বলিয়া কোলে চড়।
তাপিত অঙ্গ শীতল কর॥
নৈদা ছাইরা জাবা তুমি।
অনাথিনী হনু আমি॥

তৎকথা—

তখন গৌরাঙ্গ অতিকাতর হৈয়া কহিতেছেন।
আর সচি মাতা রোদন কৈর না গ।
অ সচিমাতা আমার জেষ্ঠে রোদন করিস না গ।
আমাদ্বিগের ব্রহ্মশাপ হৈয়াছে।
আমি ব্রজপথে গমন করিব।

দিশা—

আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
ব্রজনাথ যেন দয়া করে॥

তৎকথা—

তখন সচিমাতা কহিতেছেন।
তোমার জেষ্ট ভাই ছিল বিশ্বরূপ নাম।
সেহ মোরে ছাইরা গেল হৈয়া অতি বাম॥

দিশা—

অহি ভয় মনেতে পড়ে।
স্বপ্নে জেন হারাই তোরে॥
জিয়তে পুত্র ছাড়ে জারে।
সে কেন না জিয়তে মরে॥

তৎকথা—

তখন গৌরঙ্গ কহিতেছেন।
অহে সচিমাতা আমি তোবাক্ ছাড়িব না গ।

এইরূপ "পদ", "দিশা" ও 'কথা' য় পালাটি রচিত। পদ ও দিশা যে গান, তাহা না বলিলেও চলে। 'কথা' গদ্য হইলেও গেয়। গদ্য, কিরূপ গান করা যায় তাহা যাঁহারা স্বপ্ন-বিলাস যাত্রার 'সুরেরকথা" কথক ঠাকুরের রাগিনীবদ্ধ বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের বুঝাইয়া বলিবার কিছুই নাই। যাঁহারা উহা শুনেন নাই অথবা শুনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মনে "গদ্য গান' শুনিলে ধাঁধাঁ লাগে। এইজন্যই অনেক দিন পূর্ব্ব পদকল্পতরুর—

"যাকর রচিত মধুররস নিরসল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥

এই পালার পদ্যময় গীতের ব্যাখ্যায় এক ভীষণ সাহিত্য সমর ঘটিয়াছিল। সে সময়ে যোড়াশাঁকো, পাণিসেহালা, কাঁটালপাড়া, নৈহাটী প্রভৃতি সাহিত্য রাজধানী হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপেরা ধনুর্দ্ধারী হইয়া আসিয়া যুযুৎসু হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলকেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হইয়াছিল, গদ্যময়গীতের অঙ্গে কাহারও বাণ বিদ্ধ হয় নাই। ইহার কারণ, যাহারা গদ্যময়গীত গাইত, তাহাদের সহিত ইহাদের পরিচয় এখন [illegible] ইঁহারা যে গান গাইতেন তাহা পদ্য; যে গান শুনিতেন তাহাও পদ্য। কাজেই গদ্য-গান শুনিয়াই ইহাঁরা বিস্মিত হইয়াছিলেন। একবার ঘরের মেয়েদের কান্না শুনিলেও ইহারা গদ্যগানের কিছু আভাস পাইতেন। কিন্তু ইহাদের দৃষ্টি তখন কেবল বাহিরেই ছিল, কাজেই শেষে বড় বড় রথীরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব দাসের ‘গদ্য’ কথাটা পদ্যের সঙ্গে ‘সাটে লেখা, যেমন টাকাটুকা কাপড় চোপড়। গান কখনও গদ্য হয় না। ইহার বহু পরে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গদ্য গানও হয় বলিয়া লিখিয়াছেন।

নিমাইসন্ন্যাস যাত্রার ‘পদ, ‘দিশা ও ‘কথা’—এ তিনই গান। পদ ও দিশায় তাল আছে। কথায় সুর আছে কিন্তু তাল নাই। অনেকগুলি কথাই অধিকারীর উক্তি। নূতন পাত্রের অবতারণার সময় তাহার পরিচয় দিতে এবং ঘটনার শৃঙ্খলতার রক্ষার নিমিত্ত কিছু বর্ণনা করিতে অধিকারী ‘কথা’ বলিতেন। পাত্রেরাও কখন কখন ‘কথা’ বলিয়াছেন। পদ ও দিশায় যাহা ব্যক্ত হয় নাই, ‘তৎকথা”য় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

নিমাইসন্ন্যাসের প্রথম দৃশ্য গঙ্গাতীরে ভারতীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎ। নিমাই ও শচীর কথোপথন এবং শচীর নিকট নিমাইর বিদায় গ্রহণ। দ্বিতীয় দৃশ্য—বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট নিমাইর বিদায় গ্রহণ। এ দৃশ্য বড় করুণ। ৩য় দৃশ্য জাহ্নবীতীরে ভারতীর আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ। ৪র্থ দৃশ্য—ভিক্ষা। সন্ন্যাসী হইলেই ভিক্ষা করিতে হয়। কাজেই গুরুর আজ্ঞায় দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া নবীন গৌরসন্ন্যাসী নগরে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন :—

“নমঃ শ্রীকৃষ্ণ বলি ফিরে ঘরে ঘরে।
নবীন সন্ন্যাসী আমি ভিক্ষা দেও মোরে।”

কিন্তু নগরের লোক ভিক্ষা দিবে কি—

“কণ্টক নগরের লোক প্রভুকে দেখিয়া।
রোদন করএ সবে চান্দ মুখ চাইয়া॥”

নিমাইসন্ন্যাসের পঞ্চম দৃশ্য—অদ্বৈতের গৃহে সম্মোহন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্য ব্রজে যাইবার জন্য একবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান রহিল না, দ্রুতপদে বৃন্দাবন মুখে চলিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার পথ প্রদর্শক হইলেন। উন্মত্ত চৈতন্য নিত্যানন্দের পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ বৃন্দাবন মুখে না যাইয়া কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে ভুলাইয়া চৈতন্যকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে লইয়া আসিলেন। অদ্বৈতকে সম্মুখে দেখিয়া চৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান হইল, বুঝিলেন নিত্যানন্দ তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন। নিতাইকে, এই ছলনার জন্য প্রেম ভর্ৎসনা শুনিতে হইল। তাহার পরে অদ্বৈত ভিক্ষা গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। চৈতন্য, সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না, অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলেন। মহা আড়ম্বরে রন্ধন হইতে লাগিল। এই অবসরে অদ্বৈত, নবদ্বীপে শচীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া শচী মাতা বৎসহারা গাভীর মত ব্যাকুল হইয়া শান্তিপুরে আসিলেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রী দর্শন নিষেধ বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আসিতে পারিলেন না।

ভোজনের পরে মাতা পুত্রে দেখা হইল। নিমাই, কান্দিতে কান্দিতে শচীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শচী, তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন কিন্তু আর ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। শেষে “আবার দেখা দিও” বলিয়া বিদায় দিলেন। এই বিদায়ের করুণ দৃশ্যে শ্রোতা ও বক্তার অশ্রুজলে নিমাইসন্ন্যাসের পঞ্চম দৃশ্য বড়ই পবিত্র। ভাগ্যবান্ শ্রোতারা, ততোঽধিক ভাগ্যবান্ ভক্ত অধিকারীর মুখে এই করুণ রসের কথা শুনিয়া পবিত্র হইতেন। এখন সে বক্তাও নাই, সে শ্রোতাও নাই।

শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

ইংলণ্ডের পথে।

(১২)

—, লণ্ডন।

২৭এ অগষ্ট্, সন্ধ্যা ৬টা।

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আজ বড় তাড়াতাড়ি তাই পেন্সিলে লিখ্‌ছি। এই মাত্র অনেক ঘুরে বাড়ী ফির্‌লাম, সময় বেশী নেই। [illegible] কর্‌তে গেছ্‌লাম। Cambridge তো এক রকম hopeless. র—কিছু সুবিধা কর্‌তে পারলে না। সমস্ত কলেজ, এমন কি Fitzwilliam Hall পর্য্যন্ত ভর্ত্তি। Fitzwilliam Hallএর দরুণ একবার শেষ চেষ্টা করা হচ্ছে দেখি কি হয়। র—দের কলেজের (King's) Don, Mr. Reddaway, কর্ত্তা—তাঁকে র—লিখেছে এখনও জবাব আসে নি। আমি সেপ্টেম্বর মাসে নিজে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা কর্‌ব—যদি কেউ না আসে, বা আগেই withdraw করে। তারপর লণ্ডনে চেষ্টা কর্‌লাম যদি কোন কলেজে যায়গা পাই—University College (সেটা Mr. Arnold, Mr. H., Mr. K. —সবাই recommend করেছেন) একেবারে ভর্ত্তি, তবে বলেছে আমার বিষয় বিবেচনা কর্‌বে। King's College ও প্রায় তদ্রূপ। Mr. H.এর ছেলে Cambridgeএর চেষ্টা করেছিলেন, কিছু উপায় কর্ত্তে পারেন নি। তাঁর, Mr. H. ও Mr. K.এর পরামর্শ মতে আজ Glasgow, Edinburgh, St. Andrews, Manchester ও Birmingham Universityতে চিঠি লিখ্‌ব। আমাকে Cambridge যাবার সময় চিঠি দেবেন—যদি কিছু হয়।

Arnoldএর ইচ্ছা আমি এই দুই সপ্তাহ University Tutorial কলেজে পড়ি—matricএর দরুণ। কাল গিয়ে দেখ্‌ব কি রকম হয়। কাল King's College এও যাব—কোন উপায় আছে কি না দেখ্‌তে।

বি—র হাতে যে চিঠি পাঠিয়েছেন, সেটা পরের মেলের চিঠির পরে পেলাম—একদিনেই। তাহাদের জাহাজ খুব আস্তে এসেছে—সে গত শনিবার এখানে এসেছে। সে Plymouth থেকে Mr. H. কে cable করেছিল "Arriving tomorrow at Liverpool." Mr. H. ভাগ্যে আমার

কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আমি বুঝ্‌লাম যে Street কথাটা বাদ দিয়েছে। যাই হোক আমি খোজ নিয়ে সময় মত ষ্টেসনে গিয়ে তাকে Cromwell Roadএর ঘর ঠিক করে দিয়েছি। সেখান থেকে তাকে সঙ্গে করে Mr. H.এর বাড়ী যাই (৫টা বিকাল)। তার পর পু—দের বাড়ী গিয়ে Cambridgeএর খবর নি।

সেই আমার দ্বিতীয় বার Mr. H.এর বাড়ী যাওয়া। গত বৃহস্পতিবার আমার চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে চা খেতে যেতে বলেন। গিয়ে দেখি আমার পরীক্ষার সব ঠিক করে রেখেছেন—যেতেই বুঝিয়ে দিলেন। আমি তার পর দিন fee শুদ্ধ application পাঠিয়েছি (registerd letter—তাই নিয়ম)। ৩০এ আগষ্ট শেষ দিন। আচ্ছা বাবা আপনি Mr. H. কে কত পাঠিয়েছিলেন—২ গিনি ? দেখে আমকে লিখ্‌বেন।

Mr. H. সাহেব খুব thorough in his actions, কিন্তু আশ্চর্য্য যে কাগজপত্র গোছ করে রাখেন না। এদিকে একটা কিছু করতে হলে খুব সাবধানে ও নির্ভুল করে করেন। আমাকে চিঠিতে যাবার রাস্তা পর্য্যন্ত এঁকে পাঠিয়ে ছিলেন। তার উপর নিজে tube ষ্টেসনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ও ছেলেকে gateএ দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ওঁর thoroughnessএর সঙ্গে slowness আছে—আমার কেমন হঠাৎ ছোটকাকার কথা মনে পড়্‌ল। (ছোটকা'কে বল্‌বেন যে আমি সময় পেলেই তাঁকে চিঠি লিখব) Mr. H. বেশ স্ফুর্ত্তিবাজ ও রসিক। আমি তাঁর ছেলে W.কে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম—ছবিতে আগে দেখেছি। সেদিন তাঁর বড় ছেলে E. ছিলেন না—আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আবার চলে যাবেন—তবে আমায় ঠিকানা দিয়েছেন।

Mr. ও Mrs. K. এর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। Mr. K. খুব interest নিয়ে আমি কি কর্‌ব না কর্‌ব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ও উপদেশ দিলেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা যে আমি Cambridge যাই, এবার না হ'লে আগামী বৎসর। Mr. K. এর সঙ্গে Dr. P. K. Rayএর খুব ভাব, আর ওঁদের সঙ্গে C. R. Das প্রভৃতিরও খুব আলাপ। র—, সরল রায়, S. R. Das প্রভৃতি সকলকে Mr. ও Mrs. K. ও H. চেনেন। র,—একদিন ওঁদের কাছে ছিল। Inns of Courtএর টাকার বিষয় একটু কর্‌তে বাকী ছিল।

* * * *

এখানে Mrs. J. খুব যত্ন করছেন। আমার ইংরাজী tone তিনি ভাল বলেন, দুই একটা কথা ভুল হলে বলে দেন। আমার কাপড় তৈয়ারী করবার বিষয় খুব যত্ন নিচ্ছেন—নিজে fit ঠিক হ'ল কিনা বা কোন দোষ হ'ল কি না দেখে দেন। তিনি প্রথমে Dr H. এর বাড়ীতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু Mrs. H. তাঁর স্বামীর অসুখের দরুণ বিদেশে আছেন—তাই এখানে ঠিক করেছেন। Mrs. H. শুনেছি খুব ভাল ভাবে থাকেন, খুব ভাল লোক। তা' হোক, এখানেও আমি বেশ ভালই আছি—Mrs. L. খুব যত্ন করেন, আমাকে খুসী করবার জন্য নানা রকম রাঁধেন—কিন্তু আমার pudding, ডিম ও এক রকম sandwich ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। সুতরাং [illegible] না।

আমার ইংরাজী বলার সবাই সুখ্যাত করে। সেদিন Stratford (tailors) তো বল্লে যে সে ভেবেছিল যে আমি অনেকদিন Englandএ আছি, আর না হয় এই দ্বিতীয়বার এসেছি। আমি অবশ্য খুব carefully Mrs. J. এর উচ্চারণ শুনি। আমার বলতে বেশী আটকায় না। Stratford ছোট কা'র খবর নিচ্ছিল, কোথায় ও কেমন আছেন ইত্যাদি।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম। রাস্তায় একদিকে সব এক ধরণের বাড়ী—বেশী ভাগ রাস্তাই তাই—বড় সুন্দর দেখ্‌তে—ঠিক একরকম বরাবর।

এখানে সকলে আমাদের ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করে—আমি যতটুকু বুঝি বলি। আমাদের আচার ব্যবহারের কথাও হয়, ওরা খুব interest নেয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে কখন Christian হবো কিনা—আমি বলেছি যে কখনও হিন্দু বই আর কিছু হচ্চিনা। যদি হিন্দুয়ানীর defect দেখি সেটার উন্নতি করব—কিন্তু ত্যাগ করব না।

King Hamilton এর চিঠি পাঠাই, যদি কিছু করবার থাকে করবেন।

মাষ্টার মহাশয় ও অনিলবাবুর কথা খুব মনে হয়—তাঁদের বল্‌বেন। অনিলবাবুর সঙ্গে রোজ গল্প করতুম। তারা কেমন আছেন?

এখানে ক'দিন উপরি ২ বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, আমার এই রকম ভাল লাগে। কাল রাত্রে একটা পাতলা কম্বল গায়ে দিয়েছিলাম—সেটা বালাপোষের চেয়ে কম গরম। বালাপোষ এখনও বাহির করিনি—এখানে করবও না। জানলার কাঁচ এখনও তোলা থাকে, খড় খড়ি ফেলা থাকে। অবশ্য ফেলা

মানে বন্ধ নয়। Venetian blinds, উপরে ঝোলান। প্রত্যেকটার মাঝের space দিয়ে হাওয়া আসে। আজ সকালে জল বড় ঠাণ্ডা হয়েছিল, তাই একটু গরম জল দিয়ে কাঁচা ভাঙ্গিয়ে নিয়েছিলাম। কলিকাতা হ'লে হয় তো এমনই নাহিতাম, এখানে অন্য দেশে সাহস হ'ল না। কাল একটু constipation হয়েছিল, আজ ভাল আছি। একদিন একটু সর্দ্দির মত হয়েছিল, তাই সেদিন তাড়াতাড়ি স্নান করিয়াছিলাম ও তার পরে ৫০টা run করেছিলাম, সেরে গেছে।

প্রত্যহ ৪।৫ মাইল হাঁটি। সেদিন weight—9st 4lbs or 132lbs বুট, টুপী, সুট সমেতে।

কাল আমার বাক্স এসে পৌছেচে। আমার নিজের ও Mrs J. এর দরুণ যেটা এনেছিলাম দুটা marble penholderই ভেঙ্গে গেছে, আমার বড় কষ্ট হয়েছে—আমার ওটা এত সখের ছিল, যে ছেড়ে আসতে পারিনি। Miss J.কে বড়দিদির জিনিষগুলি দিয়েছি, সে খুব খুসী। Mrs J. ও Miss J.র জিনিষ গুলা সবই পছন্দ হয়েছে। তাঁহাদের ১ শিশি নারিকেল কুচা দিয়েছি—খুব ভাল লেগেছে! অত সরু কোটা দেখে Mrs J. আশ্চার্য্য হয়ে গেছেন। তিনি মঙ্গলবার চলে যাবেন, আর দেখা হবে কিনা জানি না।

কাল বি—এসেছিল, তাকে Mrs. J.র কাছে নিয়েগেছ্‌লাম। Mrs L. তাকে lunch খাওয়ালেন। তিনি আর ১ দিন্ একটী মাড়ওয়ারী সহযাত্রী দেখা করতে এসেছিল, তাকেও খাইয়েছিলেন। Extra charge করেন না।

সাহেবদের ভদ্রতার পরিচয় জাহাজেও পেয়েছি, এখানে তো কথাই নেই। অন্ততঃ বাহিরে সবাই ভদ্র, আর বাঙ্গালী বলে কৈ কেহ অবহেলা করে না। বোধ হয় war এর পর একটু hatredটা কমেছে—সেই রকম শুনা যায়।

ন—বাবু খুব ভাল ব্যবহারই করলেন—আমি অত আশা করি নি। ন—বাবুর স্ত্রী বল্লেন যে কেন আমি তাঁদের ওখানে থাকি নি। কে— ও খুব ভালই ব্যবহার কল্লে, আমি বেশীক্ষণ Bandraতে থাকতে না পারায় সবাই দুঃখিত।

আমার Question paperএ ছেলেরা কি dissatisfied? Result কেমন হয়েছে?

আমার খাবায় সময় সব চেয়ে বাড়ীর কথা মনে পড়ে। এখানে মাংসে গন্ধ; মাখমে গন্ধ, দুধএ গন্ধ (cream তোলা)। আর রান্না বিশ্রী।

জাহাজে অনেক বাঙ্গালী এসেছিল। তাদের সঙ্গে আমার মোটে পরিচয় ছিল না—আগেই লিখেছি। অবশ্য মৌখিক একরকম ভাব ছিল। কেবল নাগের ছেলের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল।

* * * *

যতীনবাবু এখন নিশ্চয় ভাল করে [illegible]। তাঁকে বল্‌বেন যে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আমিও দুঃখিত।

শি—হয় আজ নয় কাল আস্‌বে, শীঘ্রই দেখা হবে বলে আশা করি।

মা, বড়দিদি ও ছোট দিদির চিঠির জবাব পরে দেব। আপনাদের সব খবর দেবেন। ইতি শ্রীজীমুতবাহন।

পুঃ Prof. Mahalanobisকে আমার খবর দিবেন। প্রফুল্ল বাবুকেও।

পরের ছেলে

গল্প

(১)

শাসন না পীড়ন।

পিতার আকস্মিক আহ্বানে ব্যস্ত হইয়া সুধীরচন্দ্র যখন রামলাল বাবুর খাস কামরায় প্রবেশ করিল, তখন বর্ষার সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বীরনগরের আকাশটা যেন এক নবীন মেঘের আবরণে বিশেষভাবে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এতক্ষণ ছাদের উপর হইতে সুদূর গগনের সুকৃষ্ণ মেঘখানির ভিতর সে যে একটা প্রবল আলোড়নের ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেছিল, পিতার গম্ভীর মুখখানার দিকে চাহিয়া তাঁহার আহ্বানটার ভিতরেও যেন সেই রকমের, সেই চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি সে দেখিতে পাইল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর সুধীর ফিরিয়া রওয়ানা দিতেই রামলাল বাবু ডাকিয়া বলিলেন,—"চলে যাচ্ছিস্ নাকি ?"

সুধীর ঐ ভাবেই দাঁড়াইয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

রামলাল বাবু একট বিরক্তির [illegible] [illegible]লেন—"আমি যে তোকে [illegible] ?"

সুধীর—"আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু কই, কিছু বল্লেন না ত"।

রামলাল বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন, নবাবজাদার একটু দাঁড়িয়ে থাকায় কষ্ট বোধ হয়েছে বুঝি ? তা বসুন।—এইখানে বসুন! লক্ষ্মীছাড়া তোর আস্পর্দ্ধা খুব বেড়েছে দেখ্‌ছি। আজ খাজাঞ্জির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস্ ?

সুধীর একটু ভীত হইয়া স্বভাব-সিদ্ধ বিনয়-নম্র বচনে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

রাম—"কত টাকা ?"

সুধীর—"পাঁচশো।"

রাম—"কি প্রয়োজনে ?"

সুধীর অবনত মস্তকে নীরব রহিল, কিছু বলিল না।

রামলাল বাবু সুরটা একটু চড়াইয়া বলিলেন—"টাকা নিয়ে কি করেছ, জানতে চাই।"

সুধীর বলিল—"খরচ করেছি।'

রামলাল বাবু একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"হাঁ, তা নয় ত কি গুলে খেয়েছ ? কি বাবতে খরচ করা হয়েছে সেই টে-ই জানবার প্রয়োজন।"

সুধীর নম্রভাবে বলিল—"তা আর জেনে কি হবে বাবা! টাকা ত আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না।"

রামলাল বাবু ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তা হ'লে আর কি! একেবারে জুড়িয়ে দিলে! বাপ মা কত টাকা রেখে গিয়েছেন, লাটবাহাদুরের ছেলে, যে জলের ন্যায় বিলিয়ে দিচ্ছ ? পরের টাকায় হাত দিতে লজ্জা হয় না ? কোথাও তোমার ঠাঁই ছিল না,—ভাগ্যে আমি এনে মানুষ করে-ছিলুম। তা না হলে ঐ ন'দে গয়লার ছেলের মত তোমাকেও ত ঐ রকম রাস্তায় প'ড়ে গড়াতে হ'ত। ন'দে গয়লা তোমার কে, যে তার জন্য তুমি আজ অকাতরে অন্যের তহবিলের পাঁচ পাঁচ শো টাকা জলের মত বিলিয়ে দিলে ?

সেদিন একবার তোমার সমপাঠির বোনের বিবাহে ১০০৲, তোমার পৈতা গুরুর পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বাবত ৫০৲ আরও কত কি মিলিয়ে পাঁচশো টাকা দান করেছ। তোমার দান ত প্রায় লেগেই আছে। কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? টাকা ত আর তোমার বাগানের ফুল নয়, বাপু, যে রাত পোহালেই ঝাকাপুরে তুলে আনা চল্‌বে! তোমার জন্য আমি কত ক্ষতিগ্রস্ত—কিরূপ সর্ব্বস্বান্ত হলুম—তা কি একবারও ভেবে দেখেছ? নইলে আমার আর কিসের খরচ বলত! পরের ছেলের জন্য কে আর অত করে বাপু? আজ কতটি বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ত্রিশটী, চল্লিশটী, পঞ্চাশটী, পর্য্যন্ত টাকা খরচ ক'রে ক'রে, তবে তোমায় মানুষ করেছি।"

সুধীর ফিরিয়া বলিল—"ভুল করেছেন বাবা—পরের ছেলেকে মানুষ কচ্চেন মনে করে যদি আমার জন্য টাকা খরচ করে থাকেন, তবে খুব মোটা ভুলই করেছেন! সে টাকা আপনার খরচ না করাই ছিল ভাল। কারণ, **পরের ছেলে** সেই টাকা নিতে রাজী কি না, তা একবার আপনার খুঁজে দেখা উচিত ছিল। আমি ত পরের ছেলে হয়ে আপনার কাছে টাকা নিতে আসি নি। সেটা আমার পক্ষে বড় ঘৃণার—বড় লজ্জার ব'লে আমি মনে করি। আমি আমার নিজের টাকা মনে করেই এতদিন খরচ করেছি এবং দাবীও করেছি। পরের টাকা মনে কর্‌লে, রোজই একজনের টাকায় জামা জুতা পরে গাড়ী ঘোড়া দৌড়ানর লজ্জাই আজ আমাকে এমন পীড়া দিতে পার্‌ত না। তা হ'লে আমিও ঐ বাস্তুভিটেহীন, পিতা-মাতা-শূন্য রাম কৈবর্ত্তের ছেলেটার মত অনশনে রাস্তায় ঘুরে দিন কাটানটাকেই পরম গৌরব বলে মনে কর্ত্তুম। বিদ্যেটা ফিরিয়ে দেবার জিনিষ নয়, তা না হ'লে আপনার টাকায় রাজভোগে অর্জ্জিত জিনিষটা আজ এই অনাথের শরীরে বিষের ন্যায় জ্বালা ধরেছে,—ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচি। যাক্ যা হয়েছে তার উপর আর হাত নেই; কিন্তু আজ থেকে আমার জন্য এক পয়সাও আর আপনার খরচ কর্ত্তে হবে না।"

সুধীর হন্ হন্ করিয়া ঘরের বাহির হইতেই দরজার এক পাশ হইতে বিধাত্রী দেবী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—

"কোথা যাস্ সুধীর, ফিরে আয়।"

সুধীর মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"মা আমায় ক্ষমা কর, আমাকে জড়িও না। তোমাদের বড় বেশী খেয়েছি। তোমার

স্নেহই আমার কাল হয়েছে। কেন তুমি আমাকে এতকাল জান্‌তে দাওনি যে আমি **পরের ছেলে**, তা হলে ত আর তোমাদের অত টাকা খরচ কর্ত্তে হত না।"

বিধাত্রীদেবী স্নেহের স্বরে বলিলেন—"বি-এর কেতাব পড়ে বুঝি তোর এই জ্ঞান হ'য়েছে যে আমি তোর্ মা নই? আরে বলিস্ কি সুধীর! তুই তাঁর কাছে পরের ছেলে হ'তে পারিস্, কিন্তু মায়ের কাছে ছেলে কখনও কি পরের হয়?"

সুধীর—"সে যা হউক মা, বাবা যখন বলেছেন, টাকায় হাত দিতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত, তখন সে কথায় তোমারও আর কোন হাত নেই। তা আমার মেনে চল্‌তেই হবে। দুঃখ করো না মা, দুঃখই বা কেন,—আমার মত কত ছেলেই ত তোমার আছে। একজনকে মানুষ করেছ, উপযুক্ত হ'য়ে সে এখন তার নিজের পথ দেখ্‌তে চল্‌ল, সেই জায়গায় আবার একজনাকে মানুষ করে তোল। এখন বিদায় দাও মা! আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমায় কখনও ভুলে না যাই!"

সুধীর আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল;—যেন একটা উল্কাপাত হইয়া গেল।

বিধাত্রীদেবী ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া বলিলেন—"কল্লে কি?"

রামলাল বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বেশ করেছি! গরীবের ছেলের অত বাহাদুরী কেন? নিজে খাবে বাপু খাও! তা না—কে কোথায় অনাহারে মর্‌ছে, কার ছেলের পীড়া হয়েছে, কার মেয়ের বিয়ের দায়, কার পরীক্ষার ফিসের টাকার অভাব, কার ভিটে নীলামে ডাক হচ্ছে—অত খোঁজে তোমার কাজ কি বাপু? নিজের খোঁজই যার নেই—পরের জন্য তার অত দরদ, অত ভাল মানুষী আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার নিজের ত যখন—যা হউক শেষ বয়সে ভগবান্ একটা দেখিয়েছেন, বেঁচে থাক্‌লে তাকে ত আর রাস্তায় বসিয়ে যেতে পারিনে। আর মেয়েরও তো বিয়ে আছে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়ের) মেয়ের বিয়ে তো আজকালকার দিনে সহজ ব্যাপার নয়। বাজেই সব দিকে ভেবে দেখা উচিত, এখন আর আমার অত কাজে খরচের সময় নাই।"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন—"মানুষের সংস্থান অসংস্থানের উপর তাহার নিজের কি কোন হাত আছে? যার যার অদৃষ্টানুযায়ী বিধাতাই তার বিধান করেন। তোমার বাবা তোমাকে কি দিয়ে গিয়েছিলেন? তারপর এই লাখ টাকার

সেদিন একবার তোমার সমপাঠির বোনের বিবাহে ১০০৲, তোমার পৈতা গুরুর পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বাবত ৫০৲ আরও কত কি মিলিয়ে পাঁচশো টাকা দান করেছ। তোমার দান ত প্রায় লেগেই আছে। কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? টাকা ত আর তোমার বাগানের ফুল নয়, বাপু, যে রাত পোহালেই ঝাকাপুরে তুলে আনা চল্‌বে! তোমার জন্য আমি কত ক্ষতিগ্রস্ত—কিরূপ সর্ব্বস্বান্ত হলুম—তা কি একবারও ভেবে দেখেছ? নইলে আমার আর কিসের খরচ বলত! পরের ছেলের জন্য কে আর অত করে বাপু? আজ কতটি বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ত্রিশটী, চল্লিশটী, পঞ্চাশটী, পর্য্যন্ত টাকা খরচ ক'রে ক'রে, তবে তোমায় মানুষ করেছি।"

সুধীর ফিরিয়া বলিল—"ভুল করেছেন বাবা—পরের ছেলেকে মানুষ কচ্চেন মনে করে যদি আমার জন্য টাকা খরচ করে থাকেন, তবে খুব মোটা ভুলই করেছেন! সে টাকা আপনার খরচ না করাই ছিল ভাল। কারণ, **পরের ছেলে** সেই টাকা নিতে রাজী কি না, তা একবার আপনার খুঁজে দেখা উচিত ছিল। আমি ত পরের ছেলে হয়ে আপনার কাছে টাকা নিতে আসি নি। সেটা আমার পক্ষে বড় ঘৃণার—বড় লজ্জার ব'লে আমি মনে করি। আমি আমার নিজের টাকা মনে করেই এতদিন খরচ করেছি এবং দাবীও করেছি। পরের টাকা মনে কর্‌লে, রোজই একজনের টাকায় জামা জুতা পরে গাড়ী ঘোড়া দৌড়ানর লজ্জাই আজ আমাকে এমন পীড়া দিতে পার্‌ত না। তা হ'লে আমিও ঐ বাস্তুভিটেহীন, পিতা-মাতা-শূন্য রাম কৈবর্ত্তের ছেলেটার মত অনশনে রাস্তায় ঘুরে দিন কাটানটাকেই পরম গৌরব বলে মনে কর্ত্তুম। বিদ্যেটা ফিরিয়ে দেবার জিনিষ নয়, তা না হ'লে আপনার টাকায় রাজভোগে অর্জ্জিত জিনিষটা আজ এই অনাথের শরীরে বিষের ন্যায় জ্বালা ধরেছে,—ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচি। যাক্ যা হয়েছে তার উপর আর হাত নেই; কিন্তু আজ থেকে আমার জন্য এক পয়সাও আর আপনার খরচ কর্ত্তে হবে না।"

সুধীর হন্ হন্ করিয়া ঘরের বাহির হইতেই দরজার এক পাশ হইতে বিধাত্রী দেবী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—

"কোথা যাস্ সুধীর, ফিরে আয়।"

সুধীর মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"মা আমায় ক্ষমা কর, আমাকে জড়িও না। তোমাদের বড় বেশী খেয়েছি। তোমার

স্নেহই আমার কাল হয়েছে। কেন তুমি আমাকে এতকাল জান্‌তে দাওনি যে আমি **পরের ছেলে**, তা হলে ত আর তোমাদের অত টাকা খরচ কর্ত্তে হত না।"

বিধাত্রীদেবী স্নেহের স্বরে বলিলেন—"বি-এর কেতাব পড়ে বুঝি তোর এই জ্ঞান হ'য়েছে যে আমি তোর্ মা নই? আরে বলিস্ কি সুধীর! তুই তাঁর কাছে পরের ছেলে হ'তে পারিস্, কিন্তু মায়ের কাছে ছেলে কখনও কি পরের হয়?"

সুধীর—"সে যা হউক মা, বাবা যখন বলেছেন, টাকায় হাত দিতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত, তখন সে কথায় তোমারও আর কোন হাত নেই। তা আমার মেনে চল্‌তেই হবে। দুঃখ করো না মা, দুঃখই বা কেন,—আমার মত কত ছেলেই ত তোমার আছে। একজনকে মানুষ করেছ, উপযুক্ত হ'য়ে সে এখন তার নিজের পথ দেখ্‌তে চল্‌ল, সেই জায়গায় আবার একজনাকে মানুষ করে তোল। এখন বিদায় দাও মা! আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমায় কখনও ভুলে না যাই!"

সুধীর আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল;—যেন একটা উল্কাপাত হইয়া গেল।

বিধাত্রীদেবী ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া বলিলেন—"কল্লে কি?"

রামলাল বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বেশ করেছি! গরীবের ছেলের অত বাহাদুরী কেন? নিজে খাবে বাপু খাও! তা না—কে কোথায় অনাহারে মর্‌ছে, কার ছেলের পীড়া হয়েছে, কার মেয়ের বিয়ের দায়, কার পরীক্ষার ফিসের টাকার অভাব, কার ভিটে নীলামে ডাক হচ্ছে—অত খোঁজে তোমার কাজ কি বাপু? নিজের খোঁজই যার নেই—পরের জন্য তার অত দরদ, অত ভাল মানুষী আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার নিজের ত যখন—যা হউক শেষ বয়সে ভগবান্ একটা দেখিয়েছেন, বেঁচে থাক্‌লে তাকে ত আর রাস্তায় বসিয়ে যেতে পারিনে। আর মেয়েরও তো বিয়ে আছে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়ের) মেয়ের বিয়ে তো আজকালকার দিনে সহজ ব্যাপার নয়। বাজেই সব দিকে ভেবে দেখা উচিত, এখন আর আমার অত কাজে খরচের সময় নাই।"

বিধাত্রী দেবী বলিলেন—"মানুষের সংস্থান অসংস্থানের উপর তাহার নিজের কি কোন হাত আছে? যার যার অদৃষ্টানুযায়ী বিধাতাই তার বিধান করেন। তোমার বাবা তোমাকে কি দিয়ে গিয়েছিলেন? তারপর এই লাখ টাকার

সম্পত্তি তুমি কোথায় পেলে? দিয়ে গেলেই যে তা চিরদিন থাক্‌বে, তারও কি কোন বিশ্বাস আছে? এই পাঁচ সাতশো টাকার উপরই আর তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ নয়! বিশেষতঃ যে করে সে এই টাকা কটা খরচ করেছে, সে যদি তোমারই টাকা হয় ত তার ফল কি তোমার গায়ে একটুও লাগ্‌বে না মনে কর?"

রামলাল বাবুর রাগ পড়িয়া আসিতেছিল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমিই-বা তাকে এমন কি বলেছি? অপরিণামদর্শিতার জন্য শাসন করেছি বইত নয়? ভবিষ্যতের সাবধানতার জন্য এমন কথাও কি তাকে বল্‌তে নেই?"

বিধাত্রীদেবী বাধা দিয়া বলিলেন—"না, না, তা বলো না। অভিমান মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। আপন ভেবে শাসন করলে, সে আপনি সংশোধন হয়; আর পরকে শাসন করতে গেলে সে শাসনে পীড়ন করা হয়। তার প্রাণে সামান্য ব্যথা লাগেনি মনে করো। মুখের উপর তার প্রাণের ভিতর-কার যে করুন ছবিখানি দেখেছি, তাতে আমার প্রাণ এখনও শিউরে উঠ্‌ছে, চোখে জল আস্‌ছে! মা গো জগজ্জননী, তুমি তার মঙ্গল করো। সে যে আজ অনাথ—নিরাশ্রয়।"

রামলাল বাবু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বিধাত্রীদেবীও আর তাঁকে বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

(২)

অনুশোচনা—হৃদয়ের স্পন্দন।

সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের পালিত একটী পশুকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে মানুষের প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠে! আর এ তো একটা মানুষ,—মানুষের মত মানুষ। রামলাল বাবু নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এ যেন একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল। চিরকালের এই শান্ত শিষ্ট মাতৃপিতৃহীন—যাহাকে তিনি হাতে করিয়া মানুষ করেছেন—সে আজ তাঁহারই সম্মুখে, তাঁহার এত দীর্ঘকালের অযাচিত দানটাকে হেলায় অগ্রাহ্য করে, নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল,—শুধু তাঁহার একটি

মাত্র মুখের কথায়! কিন্তু এমন কথাটা বলা কি তাঁহার সঙ্গত হয়েছে? না হউক সঙ্গত, কিন্তু কথাটা ত আর মিথ্যা নয়। আত্মীয়স্বজন বিহীন, আশ্রয়-শূন্য অবস্থায় যখন ঐ তিন বছরের সুধীর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তিনিই ত তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। নতুবা এই বি-এ পাশ করা কি কখনও তার পক্ষে সম্ভব হ'ত? কাজেই—এই সত্য সরল কথাটা বল্‌তে দোষ কি?—কিন্তু হায়, এই পার্থিব সত্যের উপরেও যে আর একটা খাঁটি সত্য মানুষকে দেবলোকের সুঘ্রাণ বহন করিয়া আনিয়া দেয়—যে সত্যের আনন্দে মানুষ বিভোর হয়, মায়ের প্রাণ উথলিয়া উঠে,—যে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া সুধীর পরের ধনকেও আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল, সেই সত্যের আলোক যার হৃদয়ে পড়ে নাই, পার্থিব সামান্য সত্যটুকু তার কাছে বড় হইবে তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তবু রামলালবাবুর চক্ষে জল আসিল। কারণ একদিন তিনিই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নিজের পুত্র কন্যা কিছুই ছিল না। এই পরের ছেলের পিতৃ সম্বোধনই তখন তাঁহার প্রাণে নবভাবের, নবরসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও সহানুভূতিতে তাঁহার পিতৃ-হৃদয়ের কোন্ একটা তন্ত্রী এই পরের ছেলেটাকেই একান্তভাকে টানিয়া লইয়া, আপনার বলিয়া সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল; আজ তাহাকেই আবার কে যেন সেই পরের ছেলে সাজাইয়া দূর করিয়া দিল।—হায়! কেন কেমন হইল? রামলালবাবু চক্ষু মুদিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যাস্‌নে রে সুধীর, ফিরে আয়। ওরে তুই পরের ছেলে নস্‌রে, তুই আমার বড় আপনার।"

হঠাৎ বার বৎসরের একটী মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"সুধীরদা'র কি হ'য়েছে বাবা! তিনি যে জামা কাপড় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকার রাতে এই ঝড়ের সম্মুখেই বেরিয়ে গেলেন? পথে গোপালকে কোলে নিয়ে বল্লেন, —মনোযোগ দিয়ে লেখা পড়া করো, তোমার বিয়ের সময় যদি থাকি ত আসব। তিনি কোথায় গেলেন বাবা?

রামলাল বাবু আক্ষেপের স্বরে বলিলেন—"তোমার বাবার সপিণ্ডকরণের নিমন্ত্রণ খেতে গেল। রাণি, এই বাড়ী আর তার ভাল লাগলে না—বুঝলে?"

বার বছরের মেয়ে রাণী এই সোজা কথাটা সহজেই বুঝিয়া লইল। কিন্তু তবু কেমন একটু অসম্ভব মনে করিয়া কিছুক্ষণ হা করিয়া থাকিয়া পরে বলিল—"তুমি কি তাকে বকেছ বাবা?"

রামলাল বাবু চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঝড়ের ঘায় বাহিরের গাছগুলি মাথা নাড়িয়া এই বালিকার কাছেও তাঁহার অন্যায় অপরাধটা স্বীকার করিতে যেন পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। অগত্যা রাণীও তাহার পিতার অনুকরণ করিয়া তাঁহার আন্তরিক দুঃখটার ভাগ লইতে যেন চুপ করিয়া একপাশে বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা

সমালোচনা

উদ্বাহ তত্ত্বম্—বঙ্গের নব্যস্মার্ত্ত মহামোহপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত "উদ্বাহতত্ত্বম্" নামে যে স্মৃতিশাস্ত্র সঙ্কলিত হয়, স্বর্গীয় কাশীরাম বাচস্পতি তাহার টীকা লিখেন। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বিক্রমপুর, টোলবাশাইল নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার 'তত্ত্ববোধিনী' নামে তাহার টীকা ও বঙ্গানুবাদ এবং "উদ্বাতত্ত্ব পরিশিষ্টম্" লিখেন। ডিমাই ৮ পেজী ২৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ টাকা, ৬৯ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্ গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয় বিশেষ সাবধানতার সহিত টীকা ও বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তথাপি মনে হয় গোত্রপ্রবর মালা'র ব্যাখ্যাটী বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই। যে সকল স্থল স্মার্ত্ত অল্পকথায় বা অপরিস্ফুট ভাষায় রাখিয়াছেন, তাহাকে আরও বিষদ ভাবে ফুটাইয়া তোলা উচিত ছিল। যেমন দিবাবিবাহ মূলগ্রন্থে স্মার্ত্তের ভাষা অপরিস্ফুট, পূজনীয় তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা অনুমোদন করিয়া যে ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় উহা যেন আরও প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত করিলে ভাল হইত। ফলতঃ পুস্তকখানি অনেক অল্পবিদ্বৎ পুরোহিতের পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি বিরচিত "সম্বন্ধ বিবেকের" গণনা প্রকরণটী পরিশিষ্টে যে ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। মুদ্রাকর প্রমাদ যথেষ্ট আছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই সমস্ত সংশোধিত হইয়া যাইবে।

বরেন্দ্র কাহিনী—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল প্রণীত, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯ নং প্রিয়নাথ মল্লিক রোড্, ভবানীপুর হইতে শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র সেনবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৬ পেজী, ফর্ম্মায়, ২৫৭ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট ছাপা, কাপড়ের বাঁধাই, সোণার জলে লেখা, মূল্য ২৲ টাকা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি প্রকাশকের নিকট ও বগুড়ায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

বরেন্দ্র কাহিনী বা হরিপালের সমাধি পুস্তকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বের অবসানে গৌড়বঙ্গে যে মাৎস্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া লেখক সহজ সরল ভাষায় উপন্যাসাকারে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলেন এবং কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তক আকারে ঐতিহাসিকও উপন্যাস রসিক পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার যতদূরসম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজ মহীপালের ইংরাজী ৯৭৮—১০৩০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব কাল। এই গ্রন্থে তৎকালের দেশের অবস্থা, সমাজ সংস্থান, বরেন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সমূহের পরিচয় দান করিতে যত্ন পাওয়ায় এখানিকে সম্পূর্ণ ভাবেই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। লিপিকৌশলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ২।১টী মুদ্রাকর দোষ যাহা আছে তাহা ধর্ত্তব্যই নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্বনিধি, বি-এ প্রণীত, ৮ পেজী ২০ ফর্ম্মা ১৬০ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট ছাপা কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকারের পরিচয় অনাবশ্যক, তাঁহার সুলিখিত 'হিতৈষণা গ্রন্থাবলী' অনেকেই পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহাতে দার্শনিকতত্ত্বের প্রভাব বশতঃ সেগুলি বিশেষ দুর্ব্বোধ্য, এই গ্রন্থে সেই জিনিষটা সহজভাবে ও সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা আছে। লেখক দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ একেশ্বরবাদ এবং ভগবান নিষ্ক্রিয় বা সম্পূর্ণ গুণ রহিত শূন্য পদার্থ নন। ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীমতী কামিনী রায়। এইখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাস দেওয়া আছে। বেদ ও উপনিষৎ হইতেই একেশ্বরাদীত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন আমরা যতটা সহজ মনে করি তা একেবারেই নয়। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানই ইহার উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ, বহুদেববাদ, পৌত্তলিকতা পশুবলি, কুলক্রমাগত পৌরোহিত্য, মধ্যবিত্ততা, জাতিভেদ, নারী, শূদ্রের শিক্ষায়

অনধিকার, নারীর অবরোধ এই সকল প্রচলিত মত ও আচারের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের মিল নাই।

ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন যে, মুক্তির পথ কোথায়। অন্যান্য গ্রন্থে যেমন হিন্দুধর্ম্মের উপর শ্লেষ আছে, এ পুস্তকে সে জিনিষটা একেবারেই নাই। বরং হিন্দুধর্ম্মের বেদ ও উপনিষদ্ হইতেই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একেশ্বরবাদ ও তাঁহার স্বরূপ কি এই অংশটি বেশ ভালই লাগিল। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি ও অন্ত। ইহার উপর কোন কথাই নাই। আমাদের যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রের আসল কথাই ত তাই। তবে যোগ পথে উন্নতি করিতে হইলে যে শম, যম, নিয়ম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার ইত্যাদি বিশিষ্ট রূপে অভ্যাস করিতে হয়, এমন কোন কথাই ব্রাহ্মধর্ম্মে নাই। একেবারেই ধ্যান ও ধারণা করিবার চেষ্টায় কতদূর সফলকাম হওয়া যায় তা বলা শক্ত। ঈশ্বর মঙ্গলময়, মাতৃপূজা ও ঈশ্বর অন্তর্য্যামী অধ্যায়গুলিও চমৎকার ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেশ সহজভাবে ও সরল ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝানের জন্য আমরা ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ—শ্রীদিগিন্দ্রনাথ পাঠক কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ৯।১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, বঙ্গীয় শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ-সভা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজি, ৩ ফর্ম্মা, বার্ষিক মূল্য৩৲ টাকা মাত্র।

এই মাসিকখানি বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইয়া আষাঢ় সংখ্যা পর্য্যন্ত যে তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই তিন সংখ্যাই পাইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় তাঁহাদের সভার বিবরণ, দ্বিতীয় সংখ্যায় কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি মন্দ হয় নাই, কিন্তু পত্রিকার লেখক কম, এজন্য ইহার জীবন কত দিন স্থায়ী হইবে, সেই আশঙ্কা ; অবশ্য যে জাতির মুখপত্র সে জাতিতে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও আছেন, লেখকও আছেন, তাঁহারা লিখিলে পত্রিকাখানি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, ইহা আশা করি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়েরও একটু সমাজতত্ত্ব জানিয়া শুনিয়া লেখনী পরিচালন করা আবশ্যক হইবে, কোন প্রকার হটকারিতা প্রকাশ না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শাস্ত্রতত্ত্ব—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়-তত্ত্বনিধি সম্পাদিত, ডবল্ ক্রাউন কাগজের ১৬ পেজি ফর্ম্মার গড়ে ৫ ফর্ম্মা, মূল্য প্রতি সংখ্যা ॥৶০ আনা। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৬৲ টাকা।

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও মানবতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রদ্ধেয় তত্ত্বনিধি মহাশয় বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। ঋগ্বেদ সুলভ সংস্করণের ৪র্থ সংখ্যা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের বয়স সপ্ত বর্ষের উর্দ্ধতি হইলেও তিনি যুবার ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমে লুপ্তপ্রায় বেদাদি আর্য্যধর্ম্মনিচয়ের প্রচারাদি সাধারণে প্রচার জন্য সরল বঙ্গভাষায় 'শাস্ত্রতত্ত্ব' নামে সুলভ মূল্যে প্রকাশে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম বর্ষের ঋগ্বেদ, প্রথমখণ্ড সম্পূর্ণ তিন সংখ্যা ও দ্বিতীয়খণ্ডের তিন সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে অবশিষ্ট যন্ত্রস্থ আছে।

প্রথম খণ্ডে, প্রথম সংখ্যায় বেদের উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যায় ঋগ্বেদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ, এই ভাবে বেদের কোন সংস্করণ আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। উপক্রমণিকায় ৭ সংখ্যা শেষ হইয়াছে, ইহাতে বেদ যে কি বস্তু তাহা সপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৯।১ নং বকুল বাগান ১ম লেনে প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, ১৬ পেজী ফর্ম্মায় প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০—১৲ টাকা। গ্রন্থকারের নিকট ১২।৪নং বাবুরাম ঘোষ লেনে পাওয়া যায়।ইহাতে মূল, অন্বয়ার্থ এবং পয়ার ছন্দে ভাষ্যাদির তাৎপর্য্য ও দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। এই পুস্তক প্রণয়ণের একটু ইতিহাস আছে। লেখকের স্ত্রীর গুরুতর পীড়ার সময় ইনি লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী সারি উঠেন। ভূমিকাতে গীতার যতগুলি বিষয় হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অনুশীলন আছে। এ অংশ ছন্দে না হইয়া গদ্যে হইলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না, বরং আরও সরল হইত। তারপর গীতা পাঠ করিবার সময় কি কি নিয়ম ও করন্যাস পালন করিতে হয় তাহা বিবৃত আছে। প্রত্যেক শ্লোকের গদ্যানুবাদ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় পদ্যে ব্যাখ্যা আছে। ছন্দে লেখকের বেশ হাত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছন্দগুলি কষ্টসাধ্য নয়, বরং ভাবতরঙ্গে গ্রথিত হইয়া সুললিত গতিতে চলিয়াছে এবং ব্যাখ্যাও স্থানে স্থানে বিশদ বলিয়া বেশ সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এমন কি অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা, ইহা পাঠ করিলে গীতার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচলন আমরা কামনা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

উপনয়নঃ—

বগুড়াচান্দাইকোণা হইতে আমাদের পরিচালন-সমিতির হিতৈষী সভ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীবর্ম্মা লিখিতেছেন—গত ২৭শে চৈত্র, কোদলা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন সরকার, শশিভূষণ সরকার, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং আরও তিনটী কায়স্থ সন্তানকে ক্ষত্রিয়োচিত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন দেওয়াইতে সমর্থ হইয়াছেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১—পাবনা পংরোহা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত শৌর্য্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী উক্ত সুরেশ বাবুর বাসাবাড়ীর কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছেন। স্বজাতি হিতৈষী ডাক্তার বাবুর এই সাধু চেষ্টায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

৬ই আষাঢ়, ১৩৩১। পাবনা, বেলতৈল নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, চণ্ডীচরণ গুহ, নীলকান্ত সরকার, করুণাকান্ত সরকার, সতীশবন্ধু সরকার, কুমুদবন্ধু সরকার, অখিলবন্ধু সরকার, ব্রজলাল সরকার, অনন্তলাল সরকার, হেমন্তলাল সরকার, সতীশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, সাং বাঁশবাড়িয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ ধর, ললিতমোহন সরকার, অভয়াচরণ সরকার, অম্বিকাচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার, কামাখ্যাচরণ সরকার, প্যারীলাল সরকার, মণীন্দ্রলাল সরকার, বঙ্কবিহারী ঘোষ, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, সাং ধরজামতৈল শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দত্ত, গণেশচন্দ্র চাকী, বনোয়ারী লাল চাকী, যোগেন্দ্রনারায়ণ চাকী, অবিনাশচন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্র চন্দ, কুমুদবন্ধু ধর সাং যোগিবাড়ী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভৌমিক, প্রফুল্লকুমার গুহ এই তেত্রিশজন কায়স্থসন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমন্তনাথ দেবশর্ম্মা তালুকদার কর্ত্তৃক বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন।

আমাদের সংবাদ দাতা হাটবয়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেববর্ম্মা বি-এ লিখিতেছেন—গৃহপতি শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার মহাশয় এতদুপলক্ষে প্রভূত পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্ত কায়স্থ জাতির সর্ব্বত্র প্রচার হয় ইহা আমরা কামনা করি, আমরা কর্ম্মকর্ত্তাকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

২২শে শ্রাবণ, ১৩২১। দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র। জালালিয়া নিবাসী সৌকালীন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ, মুকুন্দলাল ঘোষ, অনিলকুমার ঘোষ, গজেন্দ্রলাল ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, হরিপদ ঘোষ, সতীশচন্দ্র ঘোষ, বিধুভূষণ ঘোষ; গৌতম গোত্রীয় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু; শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলোৎপল ঘোষ; কাশ্যক গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত, রাজকুমার দত্ত, মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী ধর, সুরেন্দ্রমোহন ধর, যতীন্দ্রমোহন ধর, শচীন্দ্রমোহন ধর, সতীশচন্দ্র ধর; বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত হরনাথ শূর, হেমন্তকুমার শূর, অর্জ্জুনচন্দ্র শূর, সুরেশচন্দ্র শূর, মণীন্দ্রলাল শূর, হৃদয়নাথ শূর; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দে, মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বল, কামিনীকুমার বল; কাশ্যপ গোত্রীর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার, গোপালচন্দ্র গুহ; আলসা নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চন্দ, সুরেন্দ্র কুমার চন্দ, জিতেন্দ্রকুমার চন্দ, উমেশচন্দ্র কর, যোগেশচন্দ্র কর, অক্ষয়কুমার কর, অশ্বিনীকুমার কর, মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভদ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ভদ্র, হরচন্দ্র ভদ্র, উমেশচন্দ্র ভদ্র, গয়ানাথ ভদ্র, প্রফুল্লকুমার ভদ্র, মন্মথনাথ ভদ্র, নগেন্দ্রনাথ ভদ্র, নন্দলাল ভদ্র, হরেন্দ্রনারায়ণ ভদ্র, মুকুন্দবিহারী ভদ্র, অক্ষয়কুমার ভদ্র, মহেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রকুমার দত্ত, যতীন্দ্রকুমার দত্ত, যোগেন্দ্রকুমার দত্ত; আলম্যান গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার পাল, পূর্ণচন্দ্র পাল, যোগেন্দ্রকুমার পাল; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ রাহা, মোহিনীমোহন দাস; ধনটিয়া নিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত হরকুমার দেসরকার, হেমন্তকুমার দেসরকার, রমণীকান্ত দেসরকার, সুরেন্দ্রমোহন দেসরকার, মণীন্দ্রমোহন দে সরকার, কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চন্দ, উপেন্দ্রকুমার চন্দ, মহেন্দ্রকুমার চন্দ, যোগেশচন্দ্র চন্দ, সতীশচন্দ্র চন্দ; ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দত্ত; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ধর, অমরেন্দ্র নাথ ধর, বেনীমাধব ধর, তারিণীপ্রসাদ দেসরকার, কালীচরণ ধর, সারদাপ্রসাদ দেসরকার; নলুয়া নিবাসী, সৌপায়ন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর নাগ; গৌতম গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু; আলম্যান গোত্রীয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন কর, রমণীমোহন কর, তারণীকান্তকর, রোহিণীকুমার কর; পাথরাইল নিবাসী সৌকালীন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র ঘোষ; গৌতম গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, তারকচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বসু, পরেশচন্দ্র বসু, মণিমঙ্গল বসু; সৌপায়ন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশিমোহন নাগ, রমণীকান্ত নাগ, নিবারণচন্দ্র নাগ; আলম্যান গোত্রীয়

সাময়িক প্রসঙ্গ

উপনয়নঃ—

বগুড়াচান্দাইকোণা হইতে আমাদের পরিচালন-সমিতির হিতৈষী সভ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীবর্ম্মা লিখিতেছেন—গত ২৭শে চৈত্র, কোদলা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন সরকার, শশিভূষণ সরকার, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং আরও তিনটী কায়স্থ সন্তানকে ক্ষত্রিয়োচিত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন দেওয়াইতে সমর্থ হইয়াছেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১—পাবনা পংরোহা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত শৌর্য্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী উক্ত সুরেশ বাবুর বাসাবাড়ীর কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছেন। স্বজাতি হিতৈষী ডাক্তার বাবুর এই সাধু চেষ্টায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

৬ই আষাঢ়, ১৩৩১। পাবনা, বেলতৈল নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, চণ্ডীচরণ গুহ, নীলকান্ত সরকার, করুণাকান্ত সরকার, সতীশবন্ধু সরকার, কুমুদবন্ধু সরকার, অখিলবন্ধু সরকার, ব্রজলাল সরকার, অনন্তলাল সরকার, হেমন্তলাল সরকার, সতীশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, সাং বাঁশবাড়িয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ ধর, ললিতমোহন সরকার, অভয়াচরণ সরকার, অম্বিকাচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার, কামাখ্যাচরণ সরকার, প্যারীলাল সরকার, মণীন্দ্রলাল সরকার, বঙ্কবিহারী ঘোষ, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, সাং ধরজামতৈল শ্রীযুক্ত বন্ধুবিহারী দত্ত, গণেশচন্দ্র চাকী, বনোয়ারী লাল চাকী, যোগেন্দ্রনারায়ণ চাকী, অবিনাশচন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্র চন্দ, কুমুদবন্ধু ধর সাং যোগিবাড়ী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভৌমিক, প্রফুল্লকুমার গুহ এই তেত্রিশজন কায়স্থসন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমন্তনাথ দেবশর্ম্মা তালুকদার কর্ত্তৃক বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন।

আমাদের সংবাদ দাতা হাটবয়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেববর্ম্মা বি-এ লিখিতেছেন—গৃহপতি শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার মহাশয় এতদুপলক্ষে প্রভূত পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্ত কায়স্থ জাতির সর্ব্বত্র প্রচার হয় ইহা আমরা কামনা করি, আমরা কর্ম্মকর্ত্তাকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

২২শে শ্রাবণ, ১৩২১। দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র। জালালিয়া নিবাসী সৌকালীন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ, মুকুন্দলাল ঘোষ, অনিলকুমার ঘোষ, গজেন্দ্রলাল ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, হরিপদ ঘোষ, সতীশচন্দ্র ঘোষ, বিধুভূষণ ঘোষ; গৌতম গোত্রীয় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু; শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলোৎপল ঘোষ; কাশ্যক গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত, রাজকুমার দত্ত, মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী ধর, সুরেন্দ্রমোহন ধর, যতীন্দ্রমোহন ধর, শচীন্দ্রমোহন ধর, সতীশচন্দ্র ধর; বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত হরনাথ শূর, হেমন্তকুমার শূর, অর্জ্জুনচন্দ্র শূর, সুরেশচন্দ্র শূর, মণীন্দ্রলাল শূর, হৃদয়নাথ শূর; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দে, মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বল, কামিনীকুমার বল; কাশ্যপ গোত্রীর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার, গোপালচন্দ্র গুহ; আলসা নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চন্দ, সুরেন্দ্র কুমার চন্দ, জিতেন্দ্রকুমার চন্দ, উমেশচন্দ্র কর, যোগেশচন্দ্র কর, অক্ষয়কুমার কর, অশ্বিনীকুমার কর, মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভদ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ভদ্র, হরচন্দ্র ভদ্র, উমেশচন্দ্র ভদ্র, গয়ানাথ ভদ্র, প্রফুল্লকুমার ভদ্র, মন্মথনাথ ভদ্র, নগেন্দ্রনাথ ভদ্র, নন্দলাল ভদ্র, হরেন্দ্রনারায়ণ ভদ্র, মুকুন্দবিহারী ভদ্র, অক্ষয়কুমার ভদ্র, মহেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রকুমার দত্ত, যতীন্দ্রকুমার দত্ত, যোগেন্দ্রকুমার দত্ত; আলম্যান গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার পাল, পূর্ণচন্দ্র পাল, যোগেন্দ্রকুমার পাল; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ রাহা, মোহিনীমোহন দাস; ধনটিয়া নিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত হরকুমার দেসরকার, হেমন্তকুমার দেসরকার, রমণীকান্ত দেসরকার, সুরেন্দ্রমোহন দেসরকার, মণীন্দ্রমোহন দে সরকার, কাশ্যপ গোত্রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চন্দ, উপেন্দ্রকুমার চন্দ, মহেন্দ্রকুমার চন্দ, যোগেশচন্দ্র চন্দ, সতীশচন্দ্র চন্দ; ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দত্ত; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ধর, অমরেন্দ্র নাথ ধর, বেনীমাধব ধর, তারিণীপ্রসাদ দেসরকার, কালীচরণ ধর, সারদাপ্রসাদ দেসরকার; নলুয়া নিবাসী, সৌপায়ন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর নাগ; গৌতম গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু; আলম্যান গোত্রীয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন কর, রমণীমোহন কর, তারণীকান্তকর, রোহিণীকুমার কর; পাথরাইল নিবাসী সৌকালীন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র ঘোষ; গৌতম গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, তারকচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বসু, পরেশচন্দ্র বসু, মণিমঙ্গল বসু; সৌপায়ন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশিমোহন নাগ, রমণীকান্ত নাগ, নিবারণচন্দ্র নাগ; আলম্যান গোত্রীয়

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার কর, বিজয়কৃষ্ণ পাল; বিশ্বামিত্র গোত্রীয় শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর মিত্র; কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মজুমদার, মৌদাল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল দেসরকার; শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত অভয়চরণ নন্দী; মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার; শক্তি গোত্রীয় শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সেন; মৌদগল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দাম, যোগেশচন্দ্র সরকার এই ১০১জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন। আমাদের স্বেচ্ছা প্রচারক সংবাদ দাতা, দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসুবিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন "শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ এই কেন্দ্রের উদ্যোগী ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। আমরা অমরেন্দ্র বাবুর এই স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা ও কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ :—

২৫শে ভাদ্র' ১৩৩১। ঢাকা—মুন্সীগঞ্জের উকিল, পঞ্চসার নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রাজকুমার নাগবর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নারায়ণকুমার নাগবর্ম্মার সহিত জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুর নিবাসী ৺বিনোদবিহারী বসুর কন্যা শ্রীমতী চারুলতার শুভ-পরিণয়ে দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায়।

শ্রাদ্ধ :—

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩১, ইদিলপুরের অন্তর্গত মূলগাঁও নিবাসী সত্ত্বধর্ম্মৈকনিষ্ঠ রাসবিহারী গুহ বর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় প্রিয়পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহবর্ম্মা ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপকগণ কেহ উপস্থিত হন নাই। তথাপি ধানুকা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য তত্ত্বাবধান করায় কার্য্যটী সহজে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৩১শে শ্রাবণ ১৩৩১। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর নিবাসী মন্মথকুমার বসুবর্ম্মার মৃত্যুতে তাঁহার প্রিয়পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা সভ্রাতৃক ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। মন্মথবাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্র জজ বীরেন্দ্রকুমার বসুর নিকট রাজসাহীতে দেহত্যাগ করেন, এজন্য তথায় যাঁহারা শ্মশানবন্ধু হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ও অপরাপর হিন্দু মুসলমানদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান এবং কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজন করান।

১লা ভাদ্র, ১৩৩১। পাবনা, বওসাগারী নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দেব বর্ম্মা সরকারের পিতৃবিয়োগে তদীয় আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা নানারূপ গোল করিলেও কার্য্য পণ্ড করিতে সমর্থ হন নাই। সাধু যাহার উদ্দেশ্য ভগবান তাহার সহায় হন। যাহা হউক আমরা ভবানীবাবুর চিত্তের দৃঢ়তায় এবং স্বধর্ম্মরক্ষার একগ্রতায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

৮ই ভাদ্র, ১৩৩১। টাঙ্গাইল নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র দেব মহাশয়ের মৃত্যুতে তদীয় উপবীতী অনুপবীতী পুত্রগণ তদাদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন। কৃষ্ণ বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে, তাঁহার উপবীতীপুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্র দেববর্ম্মার (আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র) প্রভৃতির সমক্ষে বলিয়া যান—তাঁহার শ্রাদ্ধ যেন ত্রয়োদশাহে করা হয়, তদনুসারে পিতৃভক্ত পুত্রগণ, ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয় মতে শ্রাদ্ধ করেন। হইতে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ নিঃস্বার্থ ভাবে বিশেষ সহায়তা করেন এবং সমাজের সকলেই কর্য্যে যোগদান করিয়া কৃতীদিগকে উৎসাহিত করেন।

১৪ই ভাদ্র, ১৩৩১। বহরমপুর নিবাসী ৺রাধাবল্লভ রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র অবিনাশচন্দ্র রায়বর্ম্মার অকাল মৃত্যুতে তদীয় পতিব্রতা পত্নী ক্ষত্রিয়রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে আদ্য শ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধে জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই যোগদান করেন। ইহারা বারেন্দ্র কায়স্থ।

২৪শে ভাদ্র। বারেন্দ্র কায়স্থ নদীয়া চণ্ডীপুর নিবাসী, উলুবেড়িয়ার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরকার বর্ম্মার পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতে ক্ষত্রিয়রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মণের অত্যাচার :—

আমরা ঢাকা এবং চান্দাইকোণা হইতে 'ব্রাহ্মণের অত্যাচার' শীর্ষক দুইখানি পত্র পাইয়াছি। উক্ত উভয় পত্রের সারমর্ম্ম এই—যাঁহারা ঠাকুর পূজার পুরোহিত (দেবল) এবং যাহারা বহুযাজী, তাহাদিগের সংশ্রবে কোন ভদ্রলোক থাকিবেন না—ইহা শাস্ত্রের অনুশাসন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই অনুশাসন মানিয়া কেহ চলিতে পারেন না, কোথায় বা পাশ্চাত্য শিক্ষার ঔদার্য্য, কোথায় বা অন্য নানাবিধ বাধ্যবাধকতায় পতিত দেবল তথা বহুযাজী ব্রাহ্মণ দ্বারাও আপনাপন ব্রত পূজা করাইতে হয় এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে তাহাদের চরণে মস্তকও অবনত করিতে হয়। এজন্যই তথাকথিত ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) সম্প্রদায় আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছেন। অন্যদিকে আমাদের মধ্যে পরস্পর একধর্ম্মী, এককর্ম্মী, একব্যবসায়ী হইলেও পরস্পর সহানুভূতিহীনতাপ্রযুক্ত আমাদিগকে যথা তথা, যে ভাবে সে ভাবে লাঞ্ছিত করিতে তাঁহারা ত্রুটী করিতেছেন না। এই যে ঐ বহুযাজী কোটালীপাড়ার সতীশবিদ্যারত্ন বাবু চন্দ্রকান্ত দামের দ্বিজোজিত ক্ষাত্রসংস্কার গ্রহণের পর তাঁহাকে পরিহার করিলেন, এবং ঐ যে ভবানীপুর কালীবাড়ীর পুরোহিত কালীচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বিজোচিত সংস্কারে সুসংস্কৃত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র নন্দীবর্ম্মাকে সমক্ষে দেখিয়া তাঁহার ব্রহ্মভোজ্যের বিঘ্ন বলিয়া

সরিয়া পড়িলেন, (যে পুরোহিত অনুপবীতীর সমক্ষে প্রত্যহ ভোজন করেন) তাহাদের আজ এরূপ ভাবান্তর কেন? এ কেনর উত্তর সহজ ও সরল—যাহারা আবহমানকাল যাবৎ ব্রাত্যের সংশ্রবে, ব্রাত্যের অন্নে, ব্রাত্যর সাহচর্য্যে কালাতিপাত করিয়াছে, যাহারা আপন বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত জগতে দ্বিতীয় দ্বিজাতির মুখদর্শন করে নাই, তাহারা যদি কাহাকে তাহাদের জগতে দ্বিজোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইতে দেখে, তাহা হইলে তাহারা ভীত চকিত বিপদাপন্ন মনে করিবে না ত কি? তাহাদের অজ্ঞতাই যে তাহাদিগকে তাদৃশ্য মূঢ়তা উপস্থিত করিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য; সাধুগণ জ্ঞানীগণ বিদ্বদ্‌গণ প্রবীণগণ এই সমস্ত চিন্তা করিয়া ধীরভাবে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, ইহাই আমরা আশা করি। এবং ঐ সকল পতিতের সংশ্রব যত শীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করিতে পারেন, তজ্জন্য অনুরোধ করি। তাঁহাদিগকে ঐ সকলের দৌরাত্ম্যে ভীত হইলে হইবেনা উপেক্ষাকরিয়া চলিতে হইবে।' ইহার উপরে আমাদের টিপ্পনী বৃথা।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন :—

সবচেয়ে ভাল গরু—ব্রিটিশ কলম্বিয়ার আগাসির সহরে একটী গাভী আছে সে গত বছরে ৩৮৬ মণ ৩ সের দুধ দিয়াছিল অর্থাৎ দিনে এক মণের উপর দুধ দিত। তার নাম ইকো। তাহার খাওয়ার বহর বেশী ছিলনা। তবে দুইমণ খইল আর ১৫।১৬ সের ঘাস এবং কিছু জল হইলেই যথেষ্ট।

সাহারা মরুভূমির কেন্দ্রপ্রদেশে একটা জাত বাস করে—তাদের মেয়েরা পুরুষের কাজ আর পুরুষেরা মেয়েদের কাজ করে। মেয়েরা যেখানে সেখানে যায়, যুদ্ধ করে, সন্ধি করে আর পুরুষেরা চুপচাপ করে বসিয়া থাকে। বাহিরের জগতের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ খুব কম। (সারথি)

নীলকান্তমণি—এবার লণ্ডন উইমব্লি প্রদর্শনীতে একটী নীলকান্ত মণি দেখান হইতেছে। উহা ওজনে ১০ আউন্স; উহার মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ডের অধিক। কাণে পরিবার গহণার মত করিয়া উহাকে কাটানো হইয়াছে। পূর্ব্বে উহার আকার দ্বিগুণ ছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে জনৈক মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারীর-গৃহে উহা পাওয়া যায়। রাজস্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ ওয়েড ফিল্ড উহাকে পেপার ওয়েট স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। তিনি শুনিয়াছিলেন—ঐ মুসলমান ভদ্রলোকের ছেলেপুলেরা সাধারণ পাথরের মত উহা লইয়া নাকি খেলা করিত। পরে মণিখানিকে ইংলণ্ডের উইম্‌ব্লি প্রদর্শনীতে পাঠানো হইয়াছে। ভারতপ্রদর্শনীর বম্বকোর্ট বিভাগেও উহা দেখানো হইবে। ঐ মণিখানি সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ইতিবৃত্ত আছে। প্রকাশ, উহা দক্ষিণ ভারতের বল্লাল বংশের বুদ্ধ নামক জনৈক রাজার অলঙ্কার। তার পর বহু হাত ঘুরিয়া পরিশেষে টীপু সাহেবের হাতে আসিয়া পড়ে। তিনিই ঐ মুসলমান কর্ম্মচারীর পূর্ব্ব রুষকে উহা উপঢৌকন স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা তাঁহার বাড়ীতেই ছিল। কোথাকার মণি, কোথায় এখন প্রদর্শিত। ভারতের কত রত্ন মণির ভাগ্যেইএইরূপ কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। (বঙ্গবাসী)

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

পঞ্চম বার্ষিক পরিচালন সমিতির তৃতীয়াধিবেশন

১১ই শ্রাবণ, ১৩৩১ অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ ভবনে

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা (সভাপতির আসনে)
(দ) " হীরালাল মিত্রবর্ম্মা
(ব) " মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী (পত্রিকা সম্পাদক)
(দ) " ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা
(ব) " জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা
(বা) " নরেশচন্দ্র সেনবর্ম্মা
(দ) " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মাঘোষচৌধুরী, নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মাচৌধুরী, দিনাজপুরে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ, মনিগ্রামের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়বর্ম্মা, অধ্যাপক মন্মমোহন বসুবর্ম্মা ও মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, কলিকাতা কুমারটুলীর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদারবর্ম্মা ইঁহারা শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি সূচক সংবাদ প্রদান করেন।

অদ্য সভাপতি বা সহকারী সভাপতিদের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত **অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী** পঠিত ও **জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্ষিপ্ত** হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-দ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিশ্বাস, মেনীপুর।
২-ব " লোকনাথ দত্ত, কোচবিহার।
৩ব রায় সারদাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বাহাদুর, ময়মনসিংহ।
৪-বা শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সরকার, ফালাকাটা।
৫-বা মিঃ ডি-এম চাকী, হাবড়া।
৬-উ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, গয়া।
৭-বা " সতীশচন্দ্র চাকীবর্ম্মা, ব্যারাকপুর।
৮-দ " অমরলাল বসু, কোন্নগর।
৯-দ রায় অতুলচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, বগুড়া।
১০-দ মিঃ বি-কে বসু, হাবড়া।
১১-দ শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর দাস, কটক।
১২-দ " চুনিলাল নাগ, মেঘনা।
১৩-দ " হরিদাস বসু, গয়া।
১৪-ব " জয়নারায়ণ দেব, শ্রীহট্ট।
১৫-ব রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, দার্জ্জিলিং।
১৬-দ শ্রীযুক্ত কালিদাস ঘোষ, শান্তাহার।
১৭-দ রায় সাহেব মতিলাল মিত্র, মধুপুর।
১৮-দ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে, ভাগলপুর।
১৯-দ মিঃ পি-এন মিত্র, কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীট।
২০-ব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, মাদারগঞ্জ।
২১-ব ,, জানকীভূষণ সিংহ, খুলনা।
২২-ব ,, কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, বরিশাল।
২৩-ব ,, সতীশচন্দ্র বসু, সম্বলপুর।
২৫-ব ,, তারকনাথ চন্দ, বরিশাল।
২৬-দ ,, নরেন্দ্রনাথ সোম, আঙ্গুল।

২৭-ব মিঃ কে, এন, বসু শানষ্টেট্।
২৮-ব শ্রীযুক্ত শচীপ্রসন্ন বসু, রাজসাহী।
২৯-ব মিঃ ডি, কে ঘোষচৌধুরী, ঝিন্দওয়ারা।
৩০-দ শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত, পাটনা।
৩১-ব ,, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, মুসুরী।
৩২-ব ,, শ্রীশচন্দ্র দে, কাছাড়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, প্রচারক :—

৩৩-উ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাতিকার।
৩৪-ব ,, যাদবচন্দ্র চন্দ, কৃষ্ণপুর।
৩৫-ব ,, ভারতচন্দ্র পালচৌধুরী, চরদড়িয়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মা তত্ত্বভূষণ :—

৩৬-ব শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ ঘোষ, জামালপুর।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে সমাজের সভ্য করিয়া দিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিয়া প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে।

সভাপতি বলেন—অদ্য যখন সভাপতি কি সহকারী সভাপতিদের মধ্যে কেহ উপস্থিত নাই, তখন বিষয়টী আগামী অধিবেশনে বিবেচনা করাই ভাল। অতঃপর ইহার আলোচনা স্থগিত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন—বিষয়টী অনেকদিন যাবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, এরূপ ভাবে আর ফেলিয়া রাখা ঠিক নহে। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বলিলেন, উহার কাগজ পত্র প্রণয়ন প্রধান সম্পাদককে একাকীই করিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—আমার প্রতি ভারার্পিত হইলে, আমাকে দুইমাস সময় দিতে হইবে, আমি পূজার বন্ধে প্রস্তুত করিয়া দিব। অতঃপর কিঞ্চিৎ আলোচনার পর ইহাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। [ক] উপাধিসজ্ঞা সম্বন্ধে।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, এ সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া এই অধিবেশনে উপস্থিত করার কথা ছিল, অধ্যাপক মন্মথ বাবু শয্যাগত পীড়িত থাকায়

তাহা হইয়া উঠে নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, মন্মথ বাবু আরোগ্য হইলেই যেন উহা শেষ করা হয়।

[খ] **প্রচার পুস্তিকা।** এসম্বন্ধেও সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত জগৎ বাবু ও কার্য্যাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন না, তৎপর আবার মন্মথ বাবু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাও তাঁহার আরোগ্যের পর করা হইবে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

[গ] **অনাদায়ীবিল সম্বন্ধে।** সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—১৩৩০ সালের চাঁদার ৩৬০ ও ৪০৪ নং এবং ১৩৩১ সালের চাঁদার ২০৫, ২২৯, ২৬২ ও ২৬৮ নং বলের টাকা বহু তাগিদেও আদায় হয় নাই। এবং আর যে আদায় হইবে না, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ঐবিলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলিলেন।

স্বাক্ষর—
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা,
সম্পাদক।

স্বাক্ষর—
মজুমদার শ্রীমণীমোহন দেববর্ম্মা
সভাপতি।
১৫।৫।৩১

Kayastha Samaj

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ | কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ | ৭ম, ৮ম সংখ্যা

বিজয়ার সম্ভাষণ

দেখিতে দেখিতে, হাসিতে হাসিতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর নিরাবিল আনন্দ অতীতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। শঙ্খ ঘণ্টার সুমধুর রোল, বেণু বীণার অমৃতময় ঝঙ্কার, ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের প্রাণমনোরম সুগন্ধ, উপবাস-ক্লিষ্ট পুরোহিত কুলের ছুটাছুটী, জয়ঢক্কারব থামিলে মিষ্ট গভীর নিনাদ, নিমন্ত্রিত ভক্তবৃন্দের এবাড়ী ওবাড়ী ত্বরিতপদে গমনাগমন, নব-বস্ত্র পরিহিত বালক বালিকাগণের দলবদ্ধ হইয়া পূজাবাড়ী যাতায়াত, বিজয়ার শ্রবণভৈরব বিষাদবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইল।

যত্নপোষিত কত আশা আকাঙ্ক্ষা—আবেদন নিবেদন দুঃখ দৈন্য মায়ের চরণে নিবেদন করিব বলিয়া এতদিন আমরা সাগ্রহে মায়ের আগমনের শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু মায়ের রাতুলচরণ সন্দর্শন করত আমরা সবই ভুলিয়া গিয়াছি—কিছুই নিবেদন করা হয় নাই! বলি বলি করিয়া বলা হইল না—করি করি করিয়া করা হইল না; মাকে দর্শন করিয়া কি জানি কি ঘুমঘোরে আমরা সব ভুলিয়া গেলাম। আমাদের রহিল কেবল হা হুতাশ—দীর্ঘশ্বাস—হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে সযত্নরক্ষিত মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা! হায় জননী, যদি মানবকুলকে দর্শন দিবার জন্যই তোমার আগমন, তবে এবার এত সংকীর্ণ সময় দুই দিনের জন্য কেন মা? যদি সন্তানগণের জ্বালামালা

বিদূরিত করিবার জন্যই আসিয়াছিলে তবে তাহাদের আশা না মিটিতেই চলিয়া গেলে কেন জননী? যদি কাঙ্গালকুলের উষ্ণ অশ্রু ঘুচাইবার জন্যই দয়াময়ী মা তোমার শুভ আগমন, তবে তাহাদের ক্রন্দন থামাইলে না কেন মা! যদি বিশ্বাসহীন—ভক্তিহীন—শ্রদ্ধাহীন সন্তানকুলকে দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিতে আসিয়াছিলে মা! তবে তাহাদের সে শিক্ষা দীক্ষা সে জ্ঞান উপদেশ দিলে কৈ মা! তাহারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই যে রহিয়া গেল মা!

যাহারা মানব হইয়া দানবে পরিণত—সত্যসেবা উপেক্ষা করত অসত্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে, দয়া দাক্ষিণ্যের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতার উচ্চগ্রামে অবস্থিত, তাহাদের কি করিলে জননী? তাহারা যে নরাকারে পশুত্বের পূর্ণ পরিচয় দিতেছিল এখনও তাহাই দিতেছে মা! তাহাদের রতি মতি শুদ্ধ হইল কৈ দয়াময়ী? মায়ের সন্তান হইয়া তাহারাত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিল না মা! তাই বলি মাগো! সন্তানকুলকে দর্শন দিবার জন্য তোমার আসা বুঝি সফলিত হয় নাই—সন্তানগণেরও বুঝি মায়ের শ্রীচরণ সন্দর্শনর আশা সাফল্য লাভ ক'রে নাই!

দুঃখের উপর দুঃখ—শোকের উপর নূতন শোকের আগমন—দৈন্যের উপর ভীষণ দীনতার পুনরাবির্ভাবে আমরা অবিরত অগণিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কালাতিপাত করিতেছি জননী! আর তো পারি না মা! আর তো সহেনা মা! সহিতে সহিতে হৃদয় আমাদের কুলীশ কঠোরে পরিণত হইয়াছে, ক্রন্দন করিতে করিতে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি, আধি ব্যাধির নিত্য দৌরাত্ম্যে, জরা মৃত্যুর প্রবল পীড়নে আমরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি! অভাবের অবসাদ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তকের দিকে লইয়া চলিয়াছে! মায়ের সন্তান হইয়া এত জ্বালায় জ্বলিতেছি কেন মা? সত্যবটে জননী! আমরা তোমার সুপুত্র নহি—কুপুত্র, সত্যবটে জননী! আমরা তোমার ভক্ত সন্তান নহি—অভক্ত সন্তান। সত্যবটে জননী! আমরা তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে শিখি নাই—শিখিয়াছি পোষাপাখীর রাধাকৃষ্ণ বুলি বলার মত বুলি। তাই বুঝি মা! ভাগ্যহীন আমাদের ডাকে তোমার আসন টলে না—হৃদয় গলে না—আশীর্ব্বাদবাণী বর্ষিত হয় না! সেই জন্যই আজ কাতর কণ্ঠে বলি মাগো! আমাদের চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দেও মা! আমাদের শক্তি সম্পন্ন কর শিবানী! আমরা প্রাণ ভরিয়া ভক্তিভরে তোমার চরণযুগল দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হই—সন্তানজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত করি!

বিজয়ার এই বিষাদবাদ্য শুনিয়া ভক্ত হউক, অভক্ত হউক, সুপুত্র হউক কুপুত্র হউক, পঞ্চমবর্ষীয় বালক বালিকাই হউক আর অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধাই হউক মায়ের ত্রিদিবযাত্রা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকে—মর্ম্মে মরিয়া যায়; বিজয়ার বাদ্য শুনিলেই যেন কি এক অভিনব অবসাদে অবসন্ন হইতে হয়। কিন্তু এই হৃদয়ভেদী বিজয়ার দিনেও আমাদের শান্তিদায়িনী মায়ের একটী স্বর্গীয় দান আছে, তাহাতেই আমরা একটু শান্তি, একটু সুখ, একটু আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। তাহা আমাদের কোলাকুলি প্রথা। পরকে আপন করিব—শত্রুকে মিত্র করিব—ছোটকে কোলে টানিয়া লইবার এমন সুযোগ—এরূপ শুভ দিন আর নাই। এই কোলাকুলিই শত অশান্তি সহস্র দুঃখের মধ্যেও আমাদিগকে মায়ের শুভাগমন স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই আজ আমরা বিজয়ার শুভবাসরে আমাদের স্বজাতিবর্গকে বিজয়ার কোলাকুলি জ্ঞাপিত করিতেছি। কায়স্থ-সমাজ ও সভার প্রত্যেক সভ্য এবং বঙ্গীয় উপবীতী অনুপবীতী প্রত্যেক কায়স্থ মহোদয়কেই সাদরে ও সসম্ভ্রমে কোলাকুলি দান করিতেছি। যাঁহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ পঞ্চমবর্ণের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট, যাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রয়াসী কিন্তু উপনয়ন গ্রহণের বিরোধী, যাঁহারা আদৌ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান, যাঁহারা ক্ষত্রিয় সংস্কার গ্রহণ না করিয়াও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, যাঁহারা সমাজের উন্নতির জন্য অবিরত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, দীন আমরা আজ তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিজয়ার আলিঙ্গন দান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র নগণ্যের, সংকীর্ণ হৃদয়ের সাগ্রহ দান তাঁহারা নিজগুণে গ্রহণ করিবেন কি? যাঁহারা অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ বলে কায়স্থ-সমাজ সমাজ-সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইতে পারিয়াছেন, কায়স্থ-সমাজের সেই সকল পরম হিতৈষী ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণকে আমরা দূর হইতে প্রণাম করিতেছি।

আজ এই শুভ সুযোগে আমরা আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে একটী অনুরোধ করিব, আশা করি, তাঁহারা উপেক্ষার্ণবে ইহাকে নিমজ্জিত করিবেন না। এখনও যাঁহারা জাতীয় কার্য্যে বীতস্পৃহ রহিয়াছেন—এখনও যাঁহারা এ জাতির ভবিষ্যৎ অবনতির বিষয় চিন্তা করত সমাজ রক্ষায় মনোনিবেশ করিতেছেন না—সভার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও যাঁহারা সৎসাহসের অভাবে কর্ত্তব্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন—যাঁহারা মুখের কথা অপেক্ষা কার্য্যে যোগদানকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন নাই—যাঁহারা সভার উদ্দেশ্যের দিকে দৃক্‌পাৎ না করি

বিত্তার জোরে বা ধনের বলে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপিত করিতে সর্ব্বথা যত্নপর, সেই সকল কর্ত্তব্যবিমুখ, উচিতে অনাস্থাবান, আত্মম্ভরিতার নীচত্বে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কায়স্থ-ভ্রাতৃগণকে করজোড়ে, কাতর কণ্ঠে, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আর স্বেচ্ছায় লোক হাসাইবেন না। আরও হুঙ্কারজনক নিরয়ে নিমগ্ন করাইবেন না। জাগুন এবং উঠুন, সমাজ উদ্বুদ্ধ হউক, ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের এবং মঙ্গলময়ী মায়ের শুভ আশীর্ব্বাদ আপনাদের উত্তমাঙ্গে বর্ষিত হউক—সমাজ আশ্বস্ত হউক। মাভৈঃ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মাঘোষচৌধুরী।

সমাজের আসল সমস্যা

পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থে যে দ্বন্দ্ব হইতেছে, সমাজ-সমস্যা হিসাবে উহা খুব বড় কথা নয়। কেন না, কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিষ্ঠিতই হয় তাহা শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রমাণেই হইবে। আর যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত না-ই হয়, সে অস্বীকারও শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ শাসনেই হইবে। সুতরাং যে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণকে মানিয়া বর্ত্তমান সমাজের স্থিতি, ব্রাহ্মণ কায়স্থের দ্বন্দ্বে সে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও প্রামাণিকতা অব্যাহতই রহিয়াছে। কায়স্থ আপনি পৈতা লইতেছে না, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য হইয়া পৈতা দিতেছেন। এ পৈতার জন্য কোন নূতন সূত্র বা স্মৃতি রচিত হয় নাই, যে পদ্ধতি বহুকাল যাবৎ দ্বিজাতিরা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, তদনুসারেই কায়স্থের পৈতা হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কতক ব্রাহ্মণ কায়স্থের অনুকূল, কতক প্রতিকূল। যাঁহারা অনুকূল, তাহারা কায়স্থের পৈতার পক্ষে শাস্ত্র-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন, যাঁহারা প্রতিকূল, তাঁহারা উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতেছেন না। অতএব এ বিবাদ, প্রকৃতপক্ষে দাঁড়াইতেছে ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের। কলহের পৈতা সেই বিবাদের বিষয়। অতএব এক্ষেত্রে কায়স্থকে পক্ষ না করাই সঙ্গত।

সাংসারিক ব্যাপার হইতে ব্রহ্ম-নিরূপণ পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল কথা লইয়াই ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে এমন মতভেদ চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"। চিন্তার ধারা ও চিন্তার গতি সকলের একরূপ নয়, কাজেই সকলের সিদ্ধান্ত একরূপ হইবে এমন আশা করা যায় না। এজন্য কায়স্থের পৈতায় ব্রাহ্মণেরা যে দুই দল হইয়াছেন, দুই রকম কথা বলিতেছেন বা একই ব্যক্তি আজ উপনয়নের বিরোধী পাতিতে দস্তখত করিয়া কাল উপনয়নের অনুকূল ও অশৌচ সঙ্কোচের অনুকূল কথা বলিতেছেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। মুনি হইতে হইলেই যখন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিতে হয় তখন মুনির সন্তানেরাই বা ভিন্নমত প্রকাশ না করিবেন কেন? তবে কথা এই, মুনিদের মত ভিন্ন হইলেও সব মতই সমাজে চলিয়া গিয়াছে, মুনির সন্তানেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও সবমতই সমাজে চলিয়া যাইবে; কতক দিন হৈ-হৈ, রৈ-রৈ, ভো-ভো—হইবে বটে কিন্তু তাহার পরে সকলেই সকল স্বীকার করিয়া লইবেন; দ্বন্দ্বটা মিটিয়া যাইবে। কেন না, এ দ্বন্দ্বটা হইতেছে প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রার্থের; জমিজমার অর্থ ঘটিত নহে। আর শাস্ত্র হইতেছে সেই জিনিষ, যাহার উপর সকলেরই স্বত্ব ও অধিকারের তর্ক খাটে এবং যাহার উপর প্রকৃত পক্ষে কাহারও স্বত্ব ও অধিকার নাই।

আর যদি এ বিবাদ, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে না বলিয়া ব্রাহ্মণে কায়স্থে বলিয়াই স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও আপোষ মীমাংসা কঠিন হইয়া দাঁড়ায় না। কেননা ধর্ম্ম ও সদাচার অব্যাহত রাখা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া কায়স্থ বা কায়স্থ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ তিষ্ঠিতে পারিবে না। সেই সুদূর অতীতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গদেশে আগমন হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একে অন্যকে ঋদ্ধিমান্ করিয়া আসিয়াছে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া চলিতে পারে নাই, চলিতে পারিবেও না। সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দ্বন্দ্বের বিরাম ঘটাইতেই হইবে। তবে নূতন কথাকে নূতন চিন্তা দিয়া বুঝিয়া লইবার শক্তি যাহাদের নাই এবং পুরাতনের উপর মায়া যাহাদের বেশি তাহারা কিছুদিন নূতনকে গ্রহণ করিতে বাধা দেয়ই। সে বাধা, বৈধই হউক আর অবৈধই হউক। কিন্তু বিধাতার বিধানে কালস্রোতে নূতন ধারা যে আসে, কোন বাধাই সেই নূতনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। যদি পারিত তাহা হইলে লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জগৎ যেমন ছিল, আজিও তেমনই থাকিত। নূতন লইয়া ঠেকাঠেকি নূতন ব্যাপার নহে—চিরন্তন; আর নূতন যে, এই

ঠেকাঠেঁকিতে ঠিক হইয়া বসে, তাহাও চিরন্তন। অতএব বেশি ভাবিবার কিছু নাই। কায়স্থের পৈতা লইয়া যতই কোলাহল হউক না কেন, যে ব্রাহ্মণ-সমাজ বেদ ছাড়িয়া, ভড়ার মেয়ে গৃহিনী করিয়া এবং বিলাত ফেরত গ্রহণ করিয়াও বিশুদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহাদের শুদ্ধতা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। সুতরাং কোলাহলটা যে নিতান্তই ফাঁপা তাহা না বলিলেও চলে। ওটা পণ্ডিতীধরণে জন্মিয়াছে, পণ্ডিতীধরণেই মিলিয়া যাইবে। বড় জোর রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজ না হয় 'ক্ষত্রিয় মেল' বা 'ক্ষত্রিয় পটী' বলিয়া আর একটা নূতন মেল বা পটী বন্ধন হইবে। সইদখানী কুতুবখানী বা রোহিলা কতই ত আছে, না হয় আর একটা বাড়িবে। ইহাতে কি ব্রাহ্মণ্য কি কৌলীন্য কিছুই যখন নষ্ট হইবে না তখন চিন্তার বিষয় কিছুই নাই।

প্রকৃত চিন্তার বিষয় এবং সমাজের প্রকৃত সমস্যা আমাদের আদর্শ-হীনতা—এ সমস্যা সমগ্র বাঙ্গালায়। আর সমগ্র বাঙ্গালীই বা বলি কেন সমগ্র ভারতবর্ষ এখন আদর্শ-হীন। সমাজ কাহাকে অনুসরণ করিবে? প্রাচ্যকে না প্রতীচ্যকে? ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। প্রতীচ্য সভ্যতা ও শিক্ষার আঘাতে প্রাচ্য আদর্শের মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, সে মন্দিরে যে দেবতা ছিলেন. যাঁহাকে ভারতবাসী হিন্দু হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা দিয়া সেবা করিত, তিনি নাই। আছে মন্দিরের ইষ্টকস্তূপ। সেই ধ্বংসাবশেষের উপরে আমাদের দেব-বুদ্ধি নাই, শ্রদ্ধার অঞ্জলি আর সেখানে প্রদত্ত হয় না। দেশ-কাল-পাত্রের অভাবে আমরা শ্রদ্ধা করি প্রতীচ্যকে, কিন্তু মুখে প্রাচ্যের মহিমা কীর্ত্তন করি। ফলে আমরা ঘরে ও বাহিরে কপট হইয়া উঠিয়াছি। শিক্ষা আমদের উদ্দেশ্য-বিহীন; গৃহ বন্ধন বিহীন; আচার, শ্রদ্ধাহীন; সমাজ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দো-টানায় পড়িয়াছি। প্রাচ্যকে শ্রদ্ধা না করিলেও সম্যক্ বর্জ্জন করিতে পারিতেছি না, আবার প্রতীচ্যকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিলেও সম্যক্ উহা গ্রহণ করিবার শক্তি ও সাহসে কুলাইতেছে না, আবার এই দুইকে মিলাইয়া নূতন করিয়া আদর্শ সৃষ্টি করিয়াও লইতে পারিতেছিনা। কালে প্রতীচ্য প্রভাব সমাজের যে অংশ দখল করিয়া লইতেছে, আমরা অবাধে তাহা ছাড়িয়া দিয়া বাকী অংশে প্রাচ্যকে অশ্রদ্ধার সহিত মুখে মুখেই রাখিতেছি।

আর্য্য-সমাজে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম ছিল। এখন হিন্দু ধর্ম্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলা হয় বটে কিন্তু সে মুখের কথা মাত্র। বাস্তবিক এখন হিন্দুর মনে সেই

বর্ণও নাই আশ্রমও নাই। কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণ; যদি বর্ণ থাকিত তাহা হইলে বর্ণবিহিত কর্ম্মও তাহারা করিত। স্ব-কর্ম্মহীন বর্ণ, উপহাস বাক্যমাত্র। প্রতীচ্যের প্রভাবে আমরা বর্ণ-বিহিত কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি বটে কিন্তু মুখে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেই। কপটতা যে করি তাহা মনে বুঝি, কিন্তু সে কপটতা ছাড়িতে পারি না। বর্ণপরিচয় ত্যাগ করিবার মত সবল চিত্ত নাই, আবার বর্ণবিহিত কর্ম্ম করিবার শক্তি সাহস প্রবৃত্তিও নাই। ফলে দো-টানায় পড়িয়া আপনার মনুষ্যত্বকেই জ্ঞাতসারে ডুবাইয়া দিতেছি। কোন্ পথ অনুসরণীয় কেহই দেখাইয়া দিতেছে না। এই কপটতা কেবল ইংরেজী শিক্ষিত দলেই চলিতেছে তাহা নহে। যাহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও চলিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে চটী চাদর ছাড়িয়া জুতা পিরিহান পরিতেছেন। ব্যবসায়ের অনুরোধে বাহিরে কতকটা সেকাল রক্ষিত হইলেও অনেকেরই অন্তঃপুরে একাল যথেষ্ট মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা উহা রোধ করিতে চেষ্টা করেন নাই, চেষ্টা করা আবশ্যকও মনে করেন নাই বরং উহা প্রীতিকর বলিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছেন। যিনি দৈন্যের জন্য একালে ঘারে তুলিয়া লইতে পারেন নাই, তিনি মনে মনে আপনাকে হীন মনে করিয়া দুঃখিতই আছেন। কিন্তু প্রাচ্য আদর্শ ত ইহা নহে। প্রাচ্যের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব তিনি উদাসী সন্ন্যাসী। প্রাচ্যের ব্রাহ্মণ, ইহকাল বিমুখ; তিনিত ভোগী নহেন, ত্যাগী। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্মুখে সে আদর্শ-ব্রাহ্মণ আজ কই? ব্রাহ্মণ কাহার অনুসরণ করিবে? ওদিকে প্রতীচ্যের উজ্জ্বল প্রভাব তাহার ঘরে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই দো-টানার দায়ে তিনি বরফ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না।

শাস্ত্রে বিধবার দুইপথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অনুগমন বা সহগমন এবং ব্রহ্মচর্য্য। তৃতীয় পথ অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহের কথা বলিতেছি না, ইহা তর্কিত বিষয়। আইনে এপথ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই এখন হিন্দু বিধবার পথ। অন্ততঃ লোকাচার তাহাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য করিতে মন ও শরীর যেরূপ গঠিত হওয়া আবশ্যক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ হওয়া প্রয়োজনীয়, যেরূপ আদর্শ সম্মুখে থাকা উচিত এবং বাল্য ও যৌবনের শিক্ষা যেরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহার কিছুই নাই। এই ভোগবহুল প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাব বিশিষ্ট সমাজে বালিকা বা যুবতী বিধবার কথা দূরে থাকুক কাহারও ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব কি? অক্ষার লবণাশন যে কোন কালে চক্ষে দেখে নাই,

সম্মুখে যে মৎস্য মাংস মিষ্টান্নের ভোগ দেখিয়াছে; "শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং" আহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব কি? আর করিবেই বা কেন? কোন আশায় সে এত কৃচ্ছ্র সাধন করিবে? তোমার ইহ-সর্ব্বস্ব প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য প্রভাব তাহাকে ত পরলোকের কোন খরচ দেয় নাই। তাহাকে ত কেহ চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখায় নাই—আত্মা অবিনাশী, দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা থাকে, প্রেম থাকে, স্নেহ থাকে, আবার মিলন হয়। এ দেহ ছাড়াও যে একটা মিলন আছে, সে মিলনে যে আনন্দ আছে, রস আছে সে কথা ত তাহাকে কেহ বলে নাই, বুঝায় নাই, আপনার আদর্শ নিয়ে দেখায় নাই; তবে কেন সে এত কৃচ্ছ সাধন করিবে? একদিকে উদ্দেশ্যহীন ও রসহীন কৃচ্ছ, সাধনা অন্যদিকে ভোগমত্ত বিশ্ব। এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিধবা কাহাকে গ্রহণ করিবে? যে আদর্শ দেখিলে সেই অ-চিতা-দগ্ধা আপনার প্রাচ্যপথ গ্রহণ করিত সে আদর্শ কোথায়? চারিদিকে প্রতীচ্যের ভোগ সাজাইয়া স্বয়ং নিত্য ভোগমত্ত হইয়া তুমি তাহাকে ব্রহ্মচারী দেখিবার কল্পনা করিয়াছ! তুমি "স্ব-খাত সলিলে" ডুবিবে না ত কে ডুবিবে? হিন্দু ডুবিয়াছে কিন্তু ডুবিয়াও বিধবা সমস্যার সমাধান দিতে পারিতেছে না।

হিন্দুর বিবাহ আর এক বড় সমস্যার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছ। আমি বর-পণের কথা বলিতেছি না, টাকা থাকিলে জামাতাকে কিছু টাকা দেওয়া আনন্দেরই কথা। না থাকিলে ভিটাবাড়ী বেচিয়া দেওয়াও খুব বড় কথা নয়, কেন না ছেলের বেলায় আবার ওটা সুদ সহ আদায় করা যাইতে পারে। * এরূপ আদান প্রদান হরে দরে সমান কথা। আমি বলিতেছি মেয়েদের বিবাহের বয়স ও শিক্ষার কথা। বাল্যবিবাহ অতীব গর্হিত, এ কথাটা প্রতীচ্যের আমদানী, প্রাচ্যে নহে। সীতার ছয়বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল রামের বয়স তখন তেরবৎসর। আট, নয়, দশ—ইহাই ছিল বিবাহের বয়স। দশের উপরে বিবাহে কন্যাদানের পুণ্য হইবেনা, ইহাই ঋষিগণের আদেশ। ঋষিরা কেন এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন

* না থাকিলে ভিটা বাড়ী বেচিয়াও 'বরপণ' দেওয়া বড় কথা নয়, যেহেতু ছেলের বেলা সুদসহ আদায় হইবে, লেখক বলিতেছেন। কিন্তু যাহার ছেলে নাই; সে কিরূপে ওয়াশীল করিবে? সুতরাং 'বরপণ' দিলেই দুর্নীতির প্রশ্রয় হয়, এবং সমাজের সমূহ ক্ষতি হয় বলিয়া আর্য্যঋষিগণ উহা আদৌ সমর্থন করেন নাই; এজন্য আমরা সুযোগ্য লেখক মহাশয়ের সহিত এস্থলে একমত না হইতে পারিয়া দুঃখিত হইলাম। কাঃ সঃ সং।

তাহা বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি, দেশের প্রকৃতি, সমাজের প্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি এবং ধর্ম্ম, সম্যক্ বিচার করিয়াই তাঁহারা এই মত সমীচীন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং এইমতে চলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে তাঁহাদেরও বহুযুগ লাগিয়াছিল। বহু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের মূল 'কাম'। এই কামশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের মতই, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। একথা বোধহয় গর্ব্বের সহিতই বলা যাইতে পারে যে কাম-তত্ত্ব ও কাম-কলায় তাঁহারা যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও ততদূর যাইতে পারেন নাই। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিজ্ঞতা একালেও অল্প বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সুপ্রজনন বিদ্যা অল্পদিন হইল পশ্চত্য-সমাজে আলোচিত হইতেছে, উহা বৈদিক কালেই ঋষিরা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। হীনবীর্য্য বা ব্যাধিগ্রস্ত লোক, সুগঠিত দেহমন ব্যক্তির দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মাইয়া লইত। রামায়ণ মহাভারত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং ইহা দৃঢ়তার সহিতই বলা হাইতে পারে যে, বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যতদিক্ দিয়া চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, সবদিক দেখিয়াই তাঁহারা বিবাহের এই বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এদেশেও একদিন বিবাহ-বন্ধন ছিল না। নারীরা স্বৈরচারিণী ছিল। সন্তান পিতৃনামে নহে, মাতৃনামে পরিতি হইত। তাহার পরে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে যৌবন-বিবাহই প্রবর্ত্তি হয়। যুবতীরা আপন অভিলাষানুরূপ স্বামী বরণ করিয়া লইত। তখনকার বিবাহে কামই একমাত্র দেবতা ছিলেন। ইহার পরে সমাজ অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিলে বিবাহ ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং" বলিয়া পিতা গৌরী ও রোহিণীদিগকে দান করিতে থাকেন। দানের সুপাত্র, পিতাই নির্ব্বাচ করিয়াছেন; কন্যার বলিবার কিছু সে ক্ষেত্রে থাকে না। এ বিবাহে কামস্তুতি আছে, সর্ব্বত্রেই আছে, কিন্তু হইার মধ্যে দেবতা প্রজাপতি, "কন্যা প্রজাপতিদেবতকাং" অন্তে দেবতা বিষ্ণু। কামে যাহার আরম্ভ শ্রীবিষ্ণুপদে তাহার সমাপ্তি। মধ্যে প্রজাসৃষ্টি। কাজেই কাম-ভোগ বা প্রজাসৃষ্টিই বিবাহের মুখ্যফল নহে; মুখ্যলক্ষ্য বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি বা ধর্ম্মচর্য্যা। এই ধর্ম্মচর্য্যার সহায় বলিয়াই স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। কিন্তু বিবাহকে এই উচ্চ সোপানে উঠাইতে আর্য্যসমাজের অনেক যুগ লাগিয়াছিল, অনেক সোপান অতিক্রম করাও হইয়াছিল। প্রাচ্য সমাজ এখনও তত সোপান

সম্মুখে যে মৎস্য মাংস মিষ্টান্নের ভোগ দেখিয়াছে; "শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং" আহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব কি? আর করিবেই বা কেন? কোন আশায় সে এত কৃচ্ছ্র সাধন করিবে? তোমার ইহ-সর্ব্বস্ব প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য প্রভাব তাহাকে ত পরলোকের কোন খরচ দেয় নাই। তাহাকে ত কেহ চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখায় নাই—আত্মা অবিনাশী, দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা থাকে, প্রেম থাকে, স্নেহ থাকে, আবার মিলন হয়। এ দেহ ছাড়াও যে একটা মিলন আছে, সে মিলনে যে আনন্দ আছে, রস আছে সে কথা ত তাহাকে কেহ বলে নাই, বুঝায় নাই, আপনার আদর্শ নিয়ে দেখায় নাই; তবে কেন সে এত কৃচ্ছ সাধন করিবে? একদিকে উদ্দেশ্যহীন ও রসহীন কৃচ্ছ, সাধনা অন্যদিকে ভোগমত্ত বিশ্ব। এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিধবা কাহাকে গ্রহণ করিবে? যে আদর্শ দেখিলে সেই অ-চিতা-দগ্ধা আপনার প্রাচ্যপথ গ্রহণ করিত সে আদর্শ কোথায়? চারিদিকে প্রতীচ্যের ভোগ সাজাইয়া স্বয়ং নিত্য ভোগমত্ত হইয়া তুমি তাহাকে ব্রহ্মচারী দেখিবার কল্পনা করিয়াছ! তুমি "স্ব-খাত সলিলে" ডুবিবে না ত কে ডুবিবে? হিন্দু ডুবিয়াছে কিন্তু ডুবিয়াও বিধবা সমস্যার সমাধান দিতে পারিতেছে না।

হিন্দুর বিবাহ আর এক বড় সমস্যার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছ। আমি বর-পণের কথা বলিতেছি না, টাকা থাকিলে জামাতাকে কিছু টাকা দেওয়া আনন্দেরই কথা। না থাকিলে ভিটাবাড়ী বেচিয়া দেওয়াও খুব বড় কথা নয়, কেন না ছেলের বেলায় আবার ওটা সুদ সহ আদায় করা যাইতে পারে। * এরূপ আদান প্রদান হরে দরে সমান কথা। আমি বলিতেছি মেয়েদের বিবাহের বয়স ও শিক্ষার কথা। বাল্যবিবাহ অতীব গর্হিত, এ কথাটা প্রতীচ্যের আমদানী, প্রাচ্যে নহে। সীতার ছয়বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল রামের বয়স তখন তেরবৎসর। আট, নয়, দশ—ইহাই ছিল বিবাহের বয়স। দশের উপরে বিবাহে কন্যাদানের পুণ্য হইবেনা, ইহাই ঋষিগণের আদেশ। ঋষিরা কেন এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন

* না থাকিলে ভিটা বাড়ী বেচিয়াও 'বরপণ' দেওয়া বড় কথা নয়, যেহেতু ছেলের বেলা সুদসহ আদায় হইবে, লেখক বলিতেছেন। কিন্তু যাহার ছেলে নাই; সে কিরূপে ওয়াশীল করিবে? সুতরাং 'বরপণ' দিলেই দুর্নীতির প্রশ্রয় হয়, এবং সমাজের সমূহ ক্ষতি হয় বলিয়া আর্য্যঋষিগণ উহা আদৌ সমর্থন করেন নাই; এজন্য আমরা সুযোগ্য লেখক মহাশয়ের সহিত এস্থলে একমত না হইতে পারিয়া দুঃখিত হইলাম। কাঃ সঃ সং।

তাহা বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি, দেশের প্রকৃতি, সমাজের প্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি এবং ধর্ম্ম, সম্যক্ বিচার করিয়াই তাঁহারা এই মত সমীচীন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং এইমতে চলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে তাঁহাদেরও বহুযুগ লাগিয়াছিল। বহু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের মূল 'কাম'। এই কামশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের মতই, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। একথা বোধহয় গর্ব্বের সহিতই বলা যাইতে পারে যে কাম-তত্ত্ব ও কাম-কলায় তাঁহারা যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও ততদূর যাইতে পারেন নাই। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিজ্ঞতা একালেও অল্প বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সুপ্রজনন বিদ্যা অল্পদিন হইল পশ্চত্য-সমাজে আলোচিত হইতেছে, উহা বৈদিক কালেই ঋষিরা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। হীনবীর্য্য বা ব্যাধিগ্রস্ত লোক, সুগঠিত দেহমন ব্যক্তির দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মাইয়া লইত। রামায়ণ মহাভারত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং ইহা দৃঢ়তার সহিতই বলা হাইতে পারে যে, বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যতদিক্ দিয়া চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, সবদিক দেখিয়াই তাঁহারা বিবাহের এই বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এদেশেও একদিন বিবাহ-বন্ধন ছিল না। নারীরা স্বৈরচারিণী ছিল। সন্তান পিতৃনামে নহে, মাতৃনামে পরিতি হইত। তাহার পরে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে যৌবন-বিবাহই প্রবর্ত্তি হয়। যুবতীরা আপন অভিলাষানুরূপ স্বামী বরণ করিয়া লইত। তখনকার বিবাহে কামই একমাত্র দেবতা ছিলেন। ইহার পরে সমাজ অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিলে বিবাহ ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং" বলিয়া পিতা গৌরী ও রোহিণীদিগকে দান করিতে থাকেন। দানের সুপাত্র, পিতাই নির্ব্বাচ করিয়াছেন; কন্যার বলিবার কিছু সে ক্ষেত্রে থাকে না। এ বিবাহে কামস্তুতি আছে, সর্ব্বত্রেই আছে, কিন্তু হইার মধ্যে দেবতা প্রজাপতি, "কন্যা প্রজাপতিদেবতকাং" অন্তে দেবতা বিষ্ণু। কামে যাহার আরম্ভ শ্রীবিষ্ণুপদে তাহার সমাপ্তি। মধ্যে প্রজাসৃষ্টি। কাজেই কাম-ভোগ বা প্রজাসৃষ্টিই বিবাহের মুখ্যফল নহে; মুখ্যলক্ষ্য বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি বা ধর্ম্মচর্য্যা। এই ধর্ম্মচর্য্যার সহায় বলিয়াই স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। কিন্তু বিবাহকে এই উচ্চ সোপানে উঠাইতে আর্য্যসমাজের অনেক যুগ লাগিয়াছিল, অনেক সোপান অতিক্রম করাও হইয়াছিল। প্রাচ্য সমাজ এখনও তত সোপান

অতিক্রম করে নাই; অভিজ্ঞতা ও চিন্তা যতই বাড়িবে সমাজ যতই পুরাতন হইবে, ততই আর্য্যপথে আর্য্য সিদ্ধান্তে আসিয়া পঁহুছিবে। যে পর্য্যন্ত প্রতীচ্য সমাজ ততদূর অগ্রসর না হইতেছেন, ততদিন বাল্যবিবাহের দোষের কথা তাঁহাদের মুখে শুনিতেই হইবে। আর আমরা যখন স্বয়ং পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা দ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ নহি, অপিচ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাক্যে অতিমাত্র শ্রদ্ধালু তখন উহা যে আমরা মানিয়া লইয়া যৌবন বিবাহ ভাল মনে করিয়া লইব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই কারণে এবং আরও অনেক কারণে আমাদের সমাজে গৌরী-রোহিণী-দান রহিত হইয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন অষ্টম বা দশম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিলে লোকে কন্যাদানকে আশীর্ব্বাদ করে না, অভিসম্পাত ও উপহাসই করে।

যৌবন বিবাহের দোষ গুণের কথা বলিব না। আমাদের সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় কি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। যৌবন-বিবাহে পতি নির্ব্বাচনের অধিকার কন্যার হাতে দিতে হয়। যে সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল সমাজে কন্যাই স্বামী পছন্দ করিয়া লয়, পিতার মতামত এ ক্ষেত্রে খাটেনা, খাটাও উচিত নহে। জাতি বর্ণের বন্ধনও এক্ষেত্রে টিকে না। এ দেশেও যৌবনবিবাহে স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার কন্যাকে দিতে হইবে, পিতামাতার কোন কর্তৃত্ব ইহাতে খাটিবে না। আমরা প্রাচ্যানুরাগে পাত্র নির্ব্বাচনের কর্তৃত্ব পিতামাতার হাতে রাখিয়া প্রতীচ্যানুরাগে কন্যার যৌবনে বিবাহ দিতে চাহিতেছি, কিন্তু ইহা যে হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। পিতামাতার পাত্র বাছিয়া দিবার অধিকার ঐ দশম বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। আর্য্যঋষিরা ইহার পরও তিন বৎসর পিতাকে সময় দিয়াছেন। যদি এই সময় মাতা পিতা, কন্যার বিবাহ না দেন তবে কন্যা আপন ইচ্ছামত স্বামী বরণ করিয়া লইবে, ইহাই তাঁহাদের বিধান। যৌবনেও বিবাহ দিবে, অথচ কন্যা আপনার অভিপ্সিত স্বামী বরণ না করিয়া পিতামাতার আনীত পাত্র বরণ করিবে, ইহা হয় না। যৌবনেও বিবাহ দিবে, অথচ জাতি-বর্ণ-পঙ্ক্তী-মেল ঠিক রাখিয়া চলিবে, ইহাও হয় না। "আঁধল প্রেম" সে'ত তোমার জাতি-বর্ণ দেখে না। যৌবনে বিবাহ হইতে গেলেই সে বিবাহ প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে যে জাতির মধ্যে যৌবন বিবাহ প্রচলিত

আছে, তাহাদের মধ্যে জাতি-বর্ণ নাই। তুমি জাতিবর্ণও রক্ষা করিবে অথচ যৌবন-বিবাহও চালাইবে, এমন 'ডুড ও টামাক' এক সঙ্গে খাওয়া চলেনা। চলে না বলিয়াই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দু দো-টানায় পড়িয়াছে।

একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কায়স্থ লিখিয়াছেন, কায়স্থ-সমাজে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, সমাজে যুবতী কুমারীর সংখ্যা প্রচুর। ইহাদের মধ্যে কেহই কুলীন সন্তানের জননী হইতে পারিবে না, এমন কোন নৈসর্গিক বিধান নাই। যদি সেরূপ সম্ভাবনা হয়, তাহা-হইলে সমাজ সেই সন্তানটীকে কিরূপে গ্রহণ করিবে এবং কুমারীর কৌমার্য্যই বা কিরূপে অক্ষত রহিবে, সে পথ হিন্দু সমাজ করিতে পারে নাই। করিবার কোন চিন্তাও করিতেছে না। যে সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে যৌন একনিষ্ঠত্ব ভঙ্গ হইলে তেমন কোন লজ্জা বা অধর্ম্মের কারণ হয় না। কিন্তু হিন্দুসমাজে নারীরর পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর ও অধর্ম্ম-জনক আর কিছু নাই। যৌবন-বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে হিন্দুকে জাতি-বর্ণ-ভেদ এবং যৌন একনিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে চিরাগত সংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। সমাজের পক্ষে উহা শুভকর হইবে কি না ভগবান জানেন; কিন্তু উহাতে হিন্দুর বৈশিষ্ট্য যে নষ্ট হইবে তাহা নিশ্চয়। হিন্দু ইহা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা নহে, কিন্তু বুঝিয়াও স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, এ সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

ধনুর্ব্বেদ

আমাদের বেদচতুষ্টয়ের কথা সকলেই জানেন। ঋক্ ও অথর্ব্ববেদেরই যে উপাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, ইহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু ইহা ভিন্নও আমাদিগের দেশে, গান্ধর্ব্ববেদ ও ধনুর্ব্বেদ নামে আরও দুইখানি উপবেদ ছিল। গান্ধর্ব্ববেদে সঙ্গীত ও ধনুর্ব্বেদে অস্ত্র শস্ত্রাদির বিষয় বিবৃত। এই ধনুর্ব্বেদ বিষয়ে মেরুপর্ব্বতবাসী সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, মহর্ষি ভার্গব, দেবরাজ ইন্দ্র ও চতুষষ্টি কলায় পূর্ণাভিজ্ঞ জগদ্বন্দ্য শূলপাণি ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার প্রণয়ন করেন; কিন্তু

তৎসমুদয় এখন হয় মহাকালের কুক্ষিগত, নতুবা কোথায় কোন্ গিরিগুহায় লোক লোচনের অবিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ও কীটগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে শিবাস্তেবাসী মহর্ষি বসিষ্ঠ প্রণীত ধনুর্ব্বেদের কথা বলিব। ক্ষাত্র সংস্কারে সংস্কৃত কায়স্থগণের নিকট সম্ভবতঃ ইহা অপ্রীতিকর হইবেনা। এই ধনুর্ব্বেদের অধ্যাপক ও শিষ্য কে হইতে পারিবে, ভারতীয় আর্য্যগণের কত অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল, রাজা কি প্রকারে ধনুঃ, বাণ ও নালিক শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে আপনার রাজ্য ও দুর্গ রক্ষা করিতেন, তাহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহার প্রারম্ভে লিখিত রহিয়াছে—

"অথৈকদা বিজিগীষুর্বিশ্বামিত্রো রাজর্ষির্গুরুং বসিষ্ঠং অভ্যুপেত্য প্রণম্য উবাচ—ব্রূহি ভগবন্! ধনুর্ব্বিদ্যাং শ্রোত্রিয়ায় দৃঢ়চেতসে শিষ্যায় দুষ্টশত্রুবিনাশায় চ। তমুবাচ মহর্ষি ব্রহ্মর্ষিপ্রবরো বসিষ্ঠঃ, শৃণু, ভো রাজন্! বিশ্বামিত্র, যাং সরহস্য ধনুর্ব্বিদ্যাং ভগবান্ সদাশিবঃ পরশুরামায় উবাচ তামেব সরহস্যাং বচ্মি তে হিতায় গোব্রাহ্মণ সাধু বেদ রক্ষণায় চ যজুর্ব্বেদাথর্ব্ব সম্মিতাং সংহিতাম্॥ ১

অর্থাৎ কোন একসময়ে বিজয়েচ্ছু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আপনার গুরু মহর্ষি বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি দুষ্ট শত্রুগণের বিনাশের নিমিত্ত আপনার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষী। আমি দৃঢ়চেতাঃ আমাকে শিক্ষা দান করিলে তাহা বিফল হইবে না। মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ সদাশিব যোদ্ধৃকুলধুরন্ধর পরশুরামকে যে সরহস্য ধনুর্ব্বেদের শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, আমি গো, ব্রাহ্মণ, সাধু ও বেদ রক্ষার নিমিত্ত সেই ধনুর্ব্বেদ তোমাকে শিখাইব। এই ধনুর্ব্বেদ-সংহিতা যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের তুল্যমর্য্যাদা ভাক্।

তত্র চতুষ্টয় পদাত্মকো ধনুর্ব্বেদঃ যস্য প্রথমে পাদে দীক্ষাপ্রকারঃ, দ্বিতীয়ে সংগ্রহঃ, তৃতীয়ে সিদ্ধপ্রয়োগঃ, চতুর্থে প্রয়োগ বিষয়ঃ॥ ২

অর্থাৎ ধনুর্ব্বেদ চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দীক্ষা বা উপদেশ, দ্বিতীয়াংশে অভ্যাস করার বিধি, তৃতীয় অংশে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করার বিধি ও চতুর্থ ভাগে অস্ত্র সন্ধান বিধি বিবৃত।

ধনুর্ব্বেদ গুরুবিপ্রঃ প্রোক্তো বর্ণদ্বয়স্য চ।
যুদ্ধাধিকারঃ শূদ্রস্য স্বয়ং ব্যাপাদিশিক্ষয়া॥ ৩

শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণকেই ধনুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপৎকাল ভিন্ন তাঁহার যুদ্ধাধিকার প্রদত্ত হয় নাই। কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই

একমাত্র যুদ্ধাধিকারী। শূদ্রগণ শুদ্ধ মৃগয়া নিমিত্ত ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে অধিকারী হইবে। ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রয়োজন কি?

দুষ্ট-দস্যু-চৌরাদিভ্যঃ ধর্ম্মতঃ সাধুরক্ষণম্।
প্রজানাং পালনং চৈব ধনুর্ব্বেদপ্রয়োজনম্॥ ৪

দুষ্ট লোক, দস্যু, চৌর, তস্কর প্রভৃতি হইতে সাধুগণকে রক্ষা করা ও ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন নিমিত্ত ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

একোঽপি যত্র নগরে প্রসিদ্ধ স্যাৎ ধনুর্দ্ধরঃ।
ততো যান্ত্যরয়োৎ দূরাৎ মৃগাঃ সিংহা গৃহাদিব॥ ৫

যদি কোন নগরে একজনও প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধর থাকে, তাহা হইলে যে প্রকার মৃগসকল সিংহের বাসস্থানের দূর দিয়া গমন করে, তদ্রূপ শত্রুগণ উক্ত নগরের দূর দিয়া গমন করিয়া থাকে, সে নগরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না।

চতুর্ব্বিধিমায়ুধম্। মুক্তম্, অমুক্তং,
মুক্তামুক্তং, যন্ত্রমুক্তঞ্চ॥ ৬

আয়ুধ চারি প্রকার—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। যাহা হস্তদ্বারা শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা যায়, সেই আয়ুধের নাম অস্ত্র; যেমন চাকা, বোমা প্রভৃতি; যাহার একাংশ হাতে থাকে, অন্যাংশ শত্রুদেহে পাতিত হয় তাহার নাম অমুক্ত আয়ুধ বা শস্ত্র; যেমন খড়্গ কৃপাণাদি; বর্শা, বল্লম্, সুল্‌ফি (সড়কি) ও গদা প্রভৃতির নাম মুক্তামুক্ত আয়ুধ; আর যে সকল অস্ত্র যন্ত্র সাহায্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে উহাদের নাম যন্ত্রমুক্ত আয়ুধ; যেমন তীর গোলাগুলি প্রভৃতি।

এই তীর, গোলা ও গুলি নিক্ষেপক যন্ত্রের নামই যথাক্রমে ধনুঃ, কামান ও বন্দুক। আমাদিগের দেশে কি কামান ও বন্দুক ছিল? তাহা হইলে বসিষ্ঠ কেন বলিলেন—

ধনুশ্চক্রং চ কুন্তং চ খড়্গঞ্চ ক্ষুরিকা গদা।
সপ্তমং বাহুযুদ্ধং স্যাৎ এবং যুদ্ধানি সপ্তধা॥ ৯

ধনু, চক্র, কুন্ত, খড়্গ, ছোরা, গদা, ও বাহুযুদ্ধ, সমুদয়ে এই সাত প্রকার যুদ্ধ।

এই সাত প্রকার যুদ্ধ থাকিলেও আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে কামান ও বন্দুক এবং তাহার যুদ্ধও ছিল, কিন্তু উহা অতি লোকক্ষয়কর বলিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মন্বাদি ঋষিরা উহার ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ন কূটৈ রায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপুন্।
ন কর্ণিভি র্নাপি দিগ্ধৈ র্নাগ্নিজ্বলিত তেজনৈঃ॥ ৯০।৭ অঃ

মনু বলিতেছেন, যোদ্ধ্‌গণ কখনও কূট আয়ুধ, অর্থাৎ বহিঃকাষ্ঠময় অন্তর্গুপ্ত শস্ত্র অস্ত্র অথবা বিষাক্ত শর, বিষাক্ত গুলি, কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র (কামান বন্দুক) ব্যবহার করিবেন না। শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন ;—

নালিকাস্ত্রেণ তৎযুদ্ধং মহাঁহ্রাসকরং রিপোঃ। ৭।৪।৩৩৬

যেহেতু নালিকাস্ত্র দ্বারা যে যুদ্ধ করা হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষের মহাহ্রাস হইয়া থাকে। উহা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ বা বীরত্বমূলক কার্য্য নহে। ন্যায়পরায়ণ ঋষিগণ ঐ সকল অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করেন।

এখানে ত মনু বা শুক্রাচার্য্য কামান বা বন্দুকের কথা বলিলেন না? কামান ম্লেচ্ছ শব্দ ও বন্দুক দেশজ শব্দ; ঐ সকল অস্ত্রও ম্লেচ্ছ ও প্রাকৃত কর্ত্তৃক সমুদ্ভাবিত, ঐ সকল বিজ্ঞানসম্মত অস্ত্র শস্ত্র কখনই আমাদিগের ছিল না কি? না, এ কথা কখনই সত্য ও সঙ্গত নহে। মনু যে অগ্নিজ্বালিত তেজন কর্ণীর উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই কামান, এবং শুক্রাচার্য্যের নালিকাস্ত্রই কামান বন্দুক। শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন ; —

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ। ৪।৭।১৯৫

নালিকাস্ত্র দুই প্রকার - বৃহন্নালিক ও ক্ষুদ্র নালিক। এই বৃহন্নালিক অস্ত্রই কামান ও ক্ষুদ্র নালিকাস্ত্রই বন্দুক।

তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদিতিলবিন্দুযুতং সদা। ১৯৬
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবখণ্ডধৃৎ কর্ণমূলকম্।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবৃন্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্॥ ১৯৭
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥ ১৯৮

শুক্রনীতিঃ। ৭৪

যে আয়ুধের নালের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত, যাহার গোড়ায় ছিদ্র আছে ও গোড়া হইতে উপরের দিক পর্য্যন্ত ভিতরটা ছিদ্রময় বা ফাঁপা, লক্ষ্য ঠিক করিবার নিমিত্ত যে নালের অগ্রভাগ ও গোড়ায় দুইটী তিলবিন্দু বা মাছি থাকে, যে নালের উপাঙ্গ উত্তম কাষ্ঠ নির্ম্মিত, নলের ছিদ্র মধ্যমাঙ্গুলি পরিমিত, যাহাতে লৌহময় কাণ ও আঘাতে অগ্নি নিঃসৃত হয়, এবং প্রস্তর খণ্ড ও বারুদ

গাদানের শলা থাকে, তাহারই নাম লঘুনালিক বা বন্দুক। ইহা পদাতিক ও অশ্বারোহি সৈন্যগণ ব্যবহার করিত। ইহার বন্দুক নাম হইল কি কারণে?

বাণভঙ্গকরাবর্ত্তকাষ্ঠছেদনমেবচ।
বিন্দুকং গোলকযুগং যো বেত্তি স জয়ী ভবেৎ॥ ৫২

ধনুর্ব্বেদ সংহিতা ৫১ পৃঃ

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—ক্ষুদ্র নালিকাস্ত্রের আগায় ও গোড়ায় দুইটী তিলবিন্দু থাকে। বসিষ্ঠও বলিতেছেন—যে নালিকাস্ত্রে দুইটী গোল বিন্দুক থাকে। এই বিন্দুক থাকে বলিয়াই তদ্বান্ নালিকাস্ত্র "বন্দুক" নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বসিষ্ঠ বলিতেছেন যে—

নালিকালঘকেবাণানলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥ ৭৪ ধনুঃ ২৭ পৃঃ

এই নালিকাস্ত্রের বাণ বা গুলি অতি দূরগামী, ইহা নল যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতি উচ্চ স্থান বা অতিদূরে যেখানে তীর বা কৃপাণাদি কার্য্যকর হয় না, তথায় ও দুর্গযুদ্ধে এই নালিকাস্ত্র প্রশস্ত। শুক্রাচার্য্য তৎপরে বলিতেছেন ;—

যথা যথা তু ত্বক্সারং যথাস্থূল বিলান্তরং।
যথা দীর্ঘং বৃহন্নালং দূরভেদি তথা তথা॥

ধনুঃ ৭।৪।৯১

যে প্রকার বংশখণ্ডের ভিতর ফাঁপা নালিকাস্ত্রের নলও তদ্রূপ ফাঁপা। উহা যত লম্বা ও উহার গুলি যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে।

মূলকীলভ্রমাৎ লক্ষ্য সমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুন্ন বিবর্জিতং।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুদ্ধং বিজয়প্রদম্॥ ২০০, ঐ

আর যে নালের মূলে একটী কীল বা খিল আছে, যাহা ঘুরাইয়া দিলে লক্ষ্যে গোলক পাত হয়, যাহার কাঠের বাট নাই, নালও অনেক বড় ও লোকে যাহাকে শকট প্রভৃতিতে উঠাইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, তাহারই নাম বৃহন্নালিক বা কামান। ইহার যুদ্ধই উত্তম যুদ্ধ ও তাহাতে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

ইহারই গোড়ায় কাণ থাকে বলিয়া ইহার নামান্তর কর্ণকাবতী। উক্ত কর্ণী শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া গন্নি ও Gun এবং কর্ণপাতী শব্দ অপভ্রংশে কন্না হইয়া

লাটিনের Canna শব্দ বুৎপাদিত হয়, পরে তাহাই ফরাসী ভাষায় Canon ও ইংরেজি ভাষায় Cannon গড়াইয়া দিয়াছে। আমরা আবার সেই "ঘরের নাতী" Cannon কে কামান বানাইয়া লইয়াছি।

এষ বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবতী এতয়া হ স্ম
বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হন্ তূংহন্তি। কৃষ্ণযজু, ৩৮

এই যে সূর্ম্মী, ইহা কর্ণবিশিষ্ট। দেবতারা ইহার দ্বারা অসুরদিগের শত শত যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

আচ্ছা এই কর্ণকাবতীর সূর্ম্মী নাম হইল কেন? ঋক্‌বেদ বজ্র বা কামানকে শর্ম্মও বলিয়াছেন। উক্ত শর্ম্ম শব্দই অপভ্রংশে সূর্ম্মী হইয়াছে। উহার অর্থ বজ্র বা কামান।

সপ্ত যৎ পুরঃ শর্ম্ম শারদীঃ
দর্ত্ত হন্ দাসীঃ। ৬।২০।১০

সায়ণাচার্য্য—যৎ যস্মাৎ হে ইন্দ্র! ত্বং শারদীঃ শরন্নাম্নঃ অসুরস্য সপ্তপুরঃ শর্ম্ম শর্ম্মণা বজ্রেণ দর্ত্ত্ বিদারিতবান।

যদি-কর্ণী, কর্ণকাবতী, সূর্ম্মী, শর্ম্ম বজ্র প্রভৃতি লৌহময় কামানই হয়, তাহা হইলে কেন অমরাদি বিদ্যুপাতকে বজ্রপাত প্রভৃতি বলিলেন? ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

দধে হস্তয়ো র্বজ্র মায়ণম্। ১৮।১।৪

ইন্দ্র দুই হস্তে লৌহনির্ম্মিত বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন। যাহা লৌহনির্ম্মিত ও হস্ত ধারণযোগ্য তাহা বিদ্যুৎ হইতে পারে না। ইহা পৌরাণিক ভ্রান্তি।

পব্যা রক্ষানাম্ অদ্রিং ভিন্দন্তি ওজসা। ঋক্ ৫।৫২।৯

ইন্দ্র রথবাহিত পবি বা বজ্রদ্বারা বলপূর্ব্ব পর্ব্বত সকল ভেদ করিয়া থাকেন।

আমরা বাহুল্যবোধে অধিক প্রমাণের সমাহার করিলাম না। এই দুই মন্ত্র দ্বারাই জানা যাইতেছে যে ইন্দ্রের বজ্র লৌহময় ছিল, তাহার একটি রথ-চালিত অপরটী রথবাহ্য। তাই শুক্রাচার্য্য নালিক ও শকটবাহ্য বৃহন্নালিকের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা বেদমূলক, সুতরাং যাহারা শুক্রনীতির এ বর্ণনাসমূহকে আধুনিক মনে করেন, তাঁহারা কতদূর স্বদেশদ্রোহী, তাহা প্রণিধানে ভাবিয়া দেখিবেন।

যে শতকে বধকরে, বেদে তাহাকে সেই অস্ত্রকে শতঘ্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

মহর্ষি বসিষ্ঠ তাঁহার ধনুর্ব্বেদেও বলিতেছেন যে—

সিংহাসনস্য রক্ষার্থং শতঘ্নীং স্থাপয়েৎ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপাঞ্চ বহুবীনতা॥ ৭৫।২ পৃঃ

রাজা আপনার সিংহাসন রক্ষার জন্য দুর্গে শতঘ্নী স্থাপন করিবেন। আর বুদ্ধিমানেরা তথায় অনেক বারুদ ও গোলাগুলিও রাখিবেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের বহুস্থানেও এই শতঘ্নী বা কামানের কথা রহিয়াছে। যথা—

উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নী শতসঙ্কুলাম্। ॥১।৫।১১
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্॥ ১।৫।১৩

অর্থাৎ অযোধ্যানগরী পরিখাবেষ্টিত দুরাক্রম্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, দুর্গের উপর শত শত শতঘ্নী বা কামান পাতা থাকিত।

তবে আমাদিগের এ সকল কামান যাইয়া কেবল তীর ও ধনুক থাকিল কেন? যেহেতু উহা বড়ই নরহত্যামূক, তাই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় আর্য্যগণ উহার পরিহার করিয়া শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অক্রোধনা শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥ মনু, ৩।১৯২

আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহেরা দেবোপাধিক ছিলেন, তাঁহারা বহুযুদ্ধ বিগ্রহ করার পর নরহত্যার পাপবোধে একেবারে অস্ত্রশস্ত্রের পরিহার করিয়া ক্ষমার বশবর্ত্তী হয়েন। ক্রোধ কাহাকে কহে, তাহা আর তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা শৌচপরায়ণ ও কি গুরুগৃহে, কি স্বগৃহে সর্ব্বত্র ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিতে কাল কাটাইতে থাকেন। সুতরাং তখন আর তাঁহারা অস্ত্র দিয়া কি করিবেন? উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল ও উহার নির্ম্মাণ কার্য্যও স্থগিত হইয়া গেল, যাহার যত কামান বন্দুক ছিল, তাহা মরিচা ধরিয়া বিনষ্ট হইল, ভূমিকম্প ভূগর্ভে প্রোথিত লৌহাবত্মের লৌহাবলীর ন্যায় উহাও অচিহ্ন হইয়া গেল, সব ফুরাইল!

তবুও নানা গ্রন্থে বিমান, বজ্র, স্বধিতি, শতঘ্নী ও কর্ণি প্রভৃতির কথা রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল শব্দকদম্বক যে কল্পনা মহাসাগরের ক্ষণভঙ্গুর ফেন-বুদ্বুদ নহে, ইহা সুনিশ্চিত।

দিল্লীর স্তম্ভের সামান্য অংশ কাটিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। Dr Percy উহা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহা ঢালাই হইতে পারে না, ইহা পেটাই কিম্বা হাপরে প্রস্তুত হইয়াছে।

এখন [illegible] প্রকাণ্ড লৌহজগৎকে উত্তপ্ত করিলে, উহার কয় যোজন দূর পর্য্যন্ত মানুষকে সরিয়া যাইতে হয়? এমন অগ্নিকুণ্ডকে মানুষ কি প্রকারে পিটতে পারে? স্থতরাং উহা যে ঢালাই লৌহ তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই। পেটা হইলে কখনই ফাটিয়া যাইত না। স্থতরাং যাহারা সেদিনও লোহার ঢালাই করিয়া কামান নির্ম্মাণ করিতেন, তাহাতে কি বৈচিত্র থাকিতে পারে? রামচন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার জাম্ববান কি বস্তুতই সাগরে ভাসমান সেতুর যোজনা করিয়াছিলেন না? হিন্দুরা বাষ্পের প্রকৃতি অবগত থাকিলে কি প্রকারে তবে "মনোজবং কামগমং হেমজাল বিমণ্ডিতং" বিমানের নির্ম্মাণ ও পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? কি প্রকারে তাঁহারা বাষ্পীয় শকট চালাইয়া গিয়াছেন? অর্জ্জুনের সেই সম্মোহন অস্ত্রে কুরুকুল মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কি এডিসনের প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিকতার বিশেষের শ্রেণী বিশেষ নহে? কেমন করিয়া মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বিমান যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? রামের পুষ্পকারোহণে লঙ্কা হইতে ভারতে আগমন কি প্রকৃত ঐহিত্য নহে? মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলিতেছে যে—

"জাহাজকোষার গাত্রে ৯২৩ পিত্তল ফলকে আরবীভাষায় ইহার বিবরণ লিখিত আছে। পিত্তল ফলকে এইরূপ লিখিত আছে যে,—এই জাহানকোষা সাহাজাহানের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁর স্থবাদারী সময়ে, জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) দারোগা সের মহম্মদের অধীনে হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিজরী সনের ১১ই ইমাদিয় মসানি মাসে নির্ম্মিত হইল। ইহার ওজন ২১২ মণ, ইহাতে ২৮ সের বারুদ লাগিয়া থাকে।" ৪৬২ পৃঃ

এই কামানের দৈর্ঘ্য ১২ হাত, বেড় তিন হাতেরও অধিক, মুখের বেড় ১ হাতের উপরে সে কামানটী কি সহজেই নির্ম্মিত হইয়াছিল? নির্ম্মাতা একজন ঢাকাই হিন্দু কর্ম্মকার, তত্ত্বধায়কও একজন বাঙ্গালী কায়স্থ, নির্ম্মাণ স্থানও ঢাকা। যখন তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে উক্ত লৌহস্তম্ভও এ ঢাকাই কামানটী কোন গ্রীক্ বা ইলংণ্ডীয় অথবা কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় বা পরামর্শে বিনির্ম্মিত নহে, তখন এই অধঃপতিত ভারতে অধঃপতিত সন্তান জনার্দ্দনের পূর্ব্বপিতামহগণ যে কতদূর শিল্পদক্ষ ছিলেন তাহা কেন একবার নয়ন মুদিয়া ভাবিয়া দেখ না? অতএব হিন্দুরা পূর্ব্বে কামান বন্দুক প্রস্তুত করিতে জানিতেন না, অথবা তাঁহাদিগের এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, ইহা মনে ভাবা নিতান্তই অসঙ্গত।

বলিবে, তবে হিন্দুর কোন গ্রন্থে Cannan ও Gun বা বন্দুক শব্দের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কেন পাওয়া যাইবে? হিন্দুর কোন গ্রন্থে কি Ganges, Benares ও Oudh শব্দের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে? কিন্তু গঙ্গা, বারানশী ও অযোধ্যা শব্দ যে কোন হিন্দু শাস্ত্রেই বিরাজমান। তদ্রূপ কোন হিন্দু গ্রন্থেই Cannon, Gun ও বন্দুক শব্দ বিদ্যমান নাই, কিন্তু রহিয়াছে ঐ সকল শব্দের আদি নিদান কর্ণকাবতী, কর্ণী ও বিন্দুক শব্দ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে বিবৃত রহিয়াছে যে—

এ ষা বৈ কর্ণকাবতী এতয়া হ স্ম বৈ দেবা অস্থরাণাং শততর্হান্ তৃণহন্তি।
যদেতয়া সমিধ মাদধাতি বজ্রমেব এতচ্ছতঘ্নীং যতমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি॥

২য় খণ্ড—১৯৫ পৃঃ, মহীশূর সংস্করণ।

ভাষ্যকার ভট্ট ভাস্কর:—জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। কর্ণকাবতী অন্তঃস্থষিরবতী অন্তর্ব্বহিশ্চ জ্বলন্তী। দেবা এতয়া অস্থরাণাং, মধ্যে শততর্হান্ এক প্রহারেণ শতস্য হন্তৃন্—তৃংহন্তি ঘ্নন্তি স্ম।

সায়ণাচার্য্য—জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী, সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অতএব জ্বলন্তী ইত্যর্থঃ। একেন প্রহারেণ শত সংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অস্থরাণং মধ্যে তাদৃশান্ এতয়া দেবা হিংসন্তি।

আমরা এই উভয় ভাষ্যের আশ্রয় না লইয়া যাহা বুঝিলাম, নিম্নে বিবৃত করিলাম।

এই যে কর্ণকাবতী (কর্ণ বিশিষ্ট) লৌহময় অস্ত্র, ইহার নাম সূর্ম্মী (শর্ম্মা) দেবগণ ইহার দ্বারা অস্থরগণের শত শত গোলন্দাজ সৈন্য বধ করিয়াছিলেন। সূর্ম্মীর সাহায্যে দেবতারা সমিধ আহরণ করিতেন, বজ্রই শতঘ্নী, দেব যাজ্ঞিকগণ ইহা দ্বারা ভ্রাতৃব্য বা জ্ঞাতি ভাই অস্থরগণকে প্রহার করিতেন।

কর্ণাকাবতী কি? যাহার কর্ণকা বা কাণ আছে। প্রাচীনকালের কামান বন্দুকের কাণ থাকিত, উহাতে ছিদ্র থাকে ও সেই ছিদ্রে পলিতা বা বারুদ দেয়। স্থতরাং কর্ণকাবতী অর্থ, মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট অন্তঃস্থষির নহে, অপিচ সূর্ম্মী অন্তর্ব্বহি জ্বলন্তীও নহে, সূর্ম্মীও এই অস্ত্রের প্রকৃত নাম নহে, প্রকৃত নাম শর্ম্ম। যে প্রকার স্বর্গ শব্দকে যজুর্ব্বেদ "স্থবর্গ" করিয়াছেন, তদ্রূপ ঋক্‌বেদের শর্ম্ম শব্দ সূর্ম্মী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বজ্র যেমন পরবর্ত্তী কালে বিদ্যুতে পরিণত দেখিতে পাই!

আমরা পুরুষ পরম্পরাক্রমে ভ্রান্তির দাস হইয়া যে সংস্কার বান্ধিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে সহসা কেহ বিপরীত কোন কথা শুনিতে পাইবে না কিন্তু পরমার্থতঃ বজ্র, ঠাটা বা বিদ্যুৎ নহে, উহা লৌহ নির্ম্মিত কামান বা বন্দুক। অথচ অমর বলিলেন—

স্ফূর্জথুর্বজ্র নিষ্পেষো
মেঘজ্যোতিরিরম্মদঃ।

টীকায় রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী,—স্ফূর্জেতি দ্বয়ং সাটোপমেঘসংঘর্ষজে শব্দে মেঘেতি দ্বয়ং অন্যোন্য সংঘট্টনাৎ মেঘাৎ নিঃসৃত্য যা জোতিঃ বৃক্ষাদৌ পততি তত্র।

মেঘসমূহের যে ভীষণ ধ্বনি তাহার নাম স্ফূর্জথু ও বজ্র নিষ্পেষ, আর মেঘে মেঘে সম্মিলন হইলে উহা হইতে যে জ্যোতিঃ বা অগ্নি নিঃসৃত হইয়া বৃক্ষাদির উপর নিপতিত হয়, উহার নাম মেঘজ্যোতিঃ বা ইরম্মদ।

কিন্তু মেঘধ্বনি বজ্রধ্বনি নহে। এইরূপ মেঘমন্দ্রের নামান্তর বজ্র-নিষ্পেষও হইতে পারে না। তবে বজ্র বা কামানবৎ নিষ্পেষ মর্দ্দন যাহার এইরূপ বিগ্রহ কাব্যে উহাকে বজ্র নিষ্পেষ বলা যাইতে পারে। ঐরূপ বিদ্যুৎপাতের নামান্তর ঠাঁটাপড়া পরন্তু বজ্রপাৎ বা অশনি সম্পাৎ হইতে পারে না। বিদ্যুৎ ও বজ্র এক নহে, তাহা অমরের লিখন ভঙ্গী দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ.....সম্পা শতহ্রদা হ্রাদিন্যৈরাবত্যঃ ক্ষণপ্রভা।
তড়িৎ সৌদামিনীবিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপি চঃ॥
বজ্র.....হ্রাদিনীবজ্রমস্ত্রীস্যাৎ কুলিশং ভিদুরং পবিঃ।
শতকোটিঃ স্বরুঃ শম্বোদম্ভোলিরশনির্দ্বয়োঃ॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিদ্যুৎ ও বজ্রের কোন সমতা নাই। অবশ্য একমাত্র "হ্রাদিনী" শব্দ উভয়ত্র গৃহীত হইয়াছে। এবং অমর ও মেদিনী কোষ স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে—"হ্রাদিন্যৌ বজ্রতরিতৌ" "হ্রাদিনী ও তড়িৎ" কিন্তু ইহাও প্রমাদ। তড়িৎ হ্রাদিনী বটে, পরন্তু বজ্রহ্রাদিনী বাচক নহে। অবশ্য অমর ও মেদিনী নিশ্চিতই কোননা কোন নিগম বা শিষ্ট প্রয়োগের অনুবর্ত্তী হইয়া এই প্রমাদের উদ্ভমন করিয়াছেন এবং প্রথম খণ্ড অথর্ব্ববেদের একাশী পৃষ্ঠায় যে আছে "স্তনয়িত্নবে অশনয়ে" উহাও সাধীয়ান প্রয়োগ নহে। কিন্তু পরমরার্থতঃ বজ্র ও বিদ্যুৎ জিনিষ এক নয়, বজ্রকে হ্রাদিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সমীচীন কার্য্য হয় নাই।

হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ
শলস্য ন্যপতন শরাঃ॥ ২৫—১১ অঃ শলাপর্ব্ব।

অর্থাৎ মেঘ হইতে যে প্রকার বিদ্যুৎ পাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শল্যের ধনুক হইতে বাণ সকল পতিত হইতেছিল।

কিন্তু ইহাতেও যে কোন ব্যভিচার ঘটে নাই, আমরা তাহাও মনে করিনা। কিন্তু হ্রাদিনী শব্দ পরমার্থতঃ কেবল বিদ্যুদর্থ বাচী। অমরাদি যে হ্রাদিনী শব্দকেও বজ্র বা অশনি পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন, উহাও ঠিক হয় নাই। পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম তাহার কোষ "ত্রিকাণ্ডশেষে" যাহা বলিয়াছেন তাহাই নির্দ্দোষ বটে।

বজ্রোঽশনির্ভিদুর্ভিদ্রোদৃস্তারিস্ত্রিদশায়ুধম্।
শতধারং শতারঞ্চাভ্রোত্থং ভিদিরম্বুজম্॥

অর্থাৎ বজ্র, অশনি, ভিদু, ভিদ্র, দাম্ভারি, শতধার, শতার, অভ্রোত্থ, ভিদির ও অম্বুজ শব্দ ত্রিদশায়ুধার্থ বাচী। অমর কুলিশ, পবি, শতকোটী, স্বরু ও শম্ব শব্দের যে গ্রহণ করিয়াছেন, উহারাও ত্রিদশায়ুধ বটে, কিন্তু হ্রাদিনী বা বিদ্যুৎ ত্রিদশায়ুধ নহে। আমরা যে রামধনু বা ইন্দ্রধনু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি, উহাও ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদে বজ্র বা কামান স্বধিতি, শর্ম্ম সূর্ম্মী, ও শতঘ্নী প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুও বলিতেছেন যে -"বজ্রো বৈ স্বধিতিঃ।"

বজ্র স্বধিতি, বজ্রই শতঘ্নী। সুতরাং বজ্র ও বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হওয়াতে ঠাঁটা পড়া বলিতে পারি। বিদ্যুৎ পাতকে ঠাঁটা পড়া বলে কেন?

আমরা মনে করি যে, "স্তম্ভদ্বার" শব্দের অপভ্রংশে ইউরোপে Thuder বলিয়া থাকে, সেই স্তম্ভদ্বার শব্দের বিকারেই আমাদের দেশে ঠাঁটা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

তবে বজ্র ও কামান যে একই তাহা বেদের বর্ণনা দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এবং রামায়ণ মহাভারতের বিবৃতি ও শুক্রনীতির বর্ণনা হইতে আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি যে অতি অল্প দিন হইল আমাদিগের দেশ হইতে কামান বন্দুকের ব্যবহার তিরোহিত হইয়াছে। শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে—

নালাগ্নিচূর্ণসংযোগাৎ লক্ষে গোল নিপাতনম্।
নালিকাস্ত্রেণ তদ্‌যুদ্ধং মহাত্রাসকরং রিপোঃ॥ শুক্রনীতি, ৪।৭।৩৩৬

... ...ম পারাক্রমে ভ্রান্তির দাস হইয়া যে সংস্কার বান্ধিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে সহসা কেহ বিপরীত কোন কথা শুনিতে পাইবে না কিন্তু পরমার্থতঃ বজ্র, ঠাঁটা বা বিদ্যুৎ নহে, উহা লৌহ নির্ম্মিত কামান বা বন্দুক। অথচ অমর বলিলেন—

স্ফূর্জথুর্বজ্র নিষ্পেষো
মেঘজ্যোতিরিরম্মদঃ।

টীকায় রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী,—স্ফূর্জেতি দ্বয়ং সাটোপমেঘসংঘর্ষজে শব্দে মেঘেতি দ্বয়ং অন্যোন্য সংঘট্টনাৎ মেঘাৎ নিঃসৃত্য যা জোতিঃ বৃক্ষাদৌ পততি তত্র।

মেঘসমূহের যে ভীষণ ধ্বনি তাহার নাম স্ফূর্জথু ও বজ্র নিষ্পেষ, আর মেঘে মেঘে সম্মিলন হইলে উহা হইতে যে জ্যোতিঃ বা অগ্নি নিঃসৃত হইয়া বৃক্ষাদির উপর নিপতিত হয়, উহার নাম মেঘজ্যোতিঃ বা ইরম্মদ।

কিন্তু মেঘধ্বনি বজ্রধ্বনি নহে। এইরূপ মেঘমন্দ্রের নামান্তর বজ্র-নিষ্পেষও হইতে পারে না। তবে বজ্র বা কামানবৎ নিষ্পেষ মর্দ্দন যাহার এইরূপ বিগ্রহ কাব্যে উহাকে বজ্র নিষ্পেষ বলা যাইতে পারে। ঐরূপ বিদ্যুৎপাতের নামান্তর ঠাঁটাপড়া পরন্তু বজ্রপাৎ বা অশনি সম্পাৎ হইতে পারে না। বিদ্যুৎ ও বজ্র এক নহে, তাহা অমরের লিখন ভঙ্গী দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ............সম্পা শতহ্রদা হ্রাদিন্যৈরাবত্যঃ ক্ষণপ্রভা।
তড়িৎ সৌদামিনীবিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপি চঃ॥
বজ্র...............হ্রাদিনীবজ্রমস্ত্রীস্যাৎ কুলিশং ভিদুরং পবিঃ।
শতকোটিঃ স্বরুঃ শম্বোদম্ভোলিরশনির্দ্বয়োঃ॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিদ্যুৎ ও বজ্রের কোন সমতা নাই। অবশ্য একমাত্র "হ্রাদিনী" শব্দ উভয়ত্র গৃহীত হইয়াছে। এবং অমর ও মেদিনী কোষ স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে—"হ্রাদিন্যৌ বজ্রতরিতৌ" "হ্রাদিনী ও তড়িৎ" কিন্তু ইহাও প্রমাদ। তড়িৎ হ্রাদিনী বটে, পরন্তু বজ্রহ্রাদিনী বাচক নহে। অবশ্য অমর ও মেদিনী নিশ্চিতই কোনো কোন নিগম বা শিষ্ট প্রয়োগের অনুবর্ত্তী হইয়া এই প্রমাদের উদ্বমন করিয়াছেন এবং প্রথম খণ্ড অথর্ব্ববেদের একাশী পৃষ্ঠায় যে আছে "স্তনয়িত্নবে অশনয়ে" উহাও সাধীয়ান প্রয়োগ নহে। কিন্তু পরমরার্থতঃ বজ্র ও বিদ্যুৎ জিনিষ এক নয়, বজ্রকে হ্রাদিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সমীচীন কার্য্য হয় নাই।

হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ
শলস্য ন্যপতন্ শরাঃ॥ ২৫—১১ অঃ, শল্যপর্ব্ব।

অর্থাৎ মেঘ হইতে যে প্রকার বিদ্যুৎ পাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শল্যের ধনুক হইতে বাণ সকল পতিত হইতেছিল।

কিন্তু ইহাতেও যে কোন ব্যভিচার ঘটে নাই, আমরা তাহাও মনে করিনা। কিন্তু হ্রাদিনী শব্দ পরমার্থতঃ কেবল বিদ্যুদর্থ বাচী। অমরাদি যে হ্রাদিনী শব্দকেও বজ্র বা অশনি পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন, উহাও ঠিক হয় নাই। পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম তাহার কোষ "ত্রিকাণ্ডশেষে" যাহা বলিয়াছেন তাহাই নির্দ্দোষ বটে।

বজ্রোঽশনির্ভিদুর্ভিদ্রোদৃম্ভারিস্ত্রিদশায়ুধম্।
শতধারং শতারঞ্চাভ্রোত্থং ভিদিরম্বুজম্॥

অর্থাৎ বজ্র, অশনি, ভিদু, ভিদ্র, দাম্ভারি, শতধার, শতার, অভ্রোত্থ, ভিদির ও অম্বুজ শব্দ ত্রিদশায়ুধার্থ বাচী। অমর কুলিশ, পবি, শতকোটী, স্বরু ও শম্ব শব্দের যে গ্রহণ করিয়াছেন, উহারাও ত্রিদশায়ূধ বটে, কিন্তু হ্রাদিনী বা বিদ্যুৎ ত্রিদশায়ূধ নহে। আমরা যে রামধনু বা ইন্দ্রধনু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি, উহাও ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদে বজ্র বা কামান স্বধিতি, শম্য সূর্ম্মী, ও শতঘ্নী প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুও বলিতেছেন যে -"বজ্রো বৈ স্বধিতিঃ।"

বজ্র স্বধিতি, বজ্রই শতঘ্নী। সুতরাং বজ্র ও বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হওয়াতে ঠাঁটা পড়া বলিতে পারি। বিদ্যুৎ পাতকে ঠাঁটা পড়া বলে কেন?

আমরা মনে করি যে, "স্তন্তদ্বার" শব্দের অপভ্রংশে ইউরোপে Thuder বলিয়া থাকে, সেই স্তন্তদ্বার শব্দের বিকারেই আমাদের দেশে ঠাঁটা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

তবে বজ্র ও কামান যে একই তাহা বেদের বর্ণনা দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এবং রামারণ মহাভারতের বিবৃতি ও শুক্রনীতির বর্ণনা হইতে আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি যে অতি অল্প দিন হইল আমাদিগের দেশ হইতে কামান বন্দুকের ব্যবহার তিরোহিত হইয়াছে। শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে—

নালাগ্নিচূর্ণসংযোগাৎ লক্ষে গোল নিপাতনম্।
নালিকাস্ত্রেণ তদ্যুদ্ধং মহাত্রাসকরং রিপোঃ॥ শুক্রনীতি, ৪।৭।৩৩৬

কামান বা বন্দুকের নলে বারুদ ঢালিয়া দিয়া লক্ষ্যের উপর যে গোলা বা গুলির নিপাতন, তাহার নাম নালিকাস্ত্র যুদ্ধ বা কামান বন্দুকের যুদ্ধ। ইহাতে শত্রুপক্ষের লোকদিগের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া থাকে। তাই নীতিকার পুনরায় বলিয়াছেন—

অস্যতে ক্ষিপ্যতে যত্তু মন্ত্রযন্ত্রাগ্নিভিশ্চ তৎ।
অস্ত্রং তদন্যতঃ শস্ত্রম্ অসিকুন্তাদিকং চ তৎ॥ ১৯১
অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং যান্ত্রিকং তথা।
যদাতু যান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥ ১৯২

শুক্রনীতি, ৪।৭

যাহা মন্ত্র যন্ত্র কিংবা অগ্নিসংযোগে দূরস্থ শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার নাম অস্ত্র, আর যাহা হাতে রাখিয়া শত্রুর দেহে প্রহার করিতে হয়, সেই অসি বা কুন্ত প্রভৃতির নাম শস্ত্র। অস্ত্র আবার যান্ত্রিক ও নালিক ভেদে দ্বিবিধ। যখন মন্ত্র প্রযোজ্য অস্ত্রের অভাব হইয়া থাকে, তখনই যোদ্ধার নালিকাস্ত্রের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মহামতি শুক্রাচার্য্য অতঃপর অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ নির্ম্মাণের প্রণালী ও নালিকাস্ত্র সমূহ কি প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, তাহার কথা বলিয়াছেন।

নালাস্ত্রং শোধয়েৎ আদৌ দদ্যাৎ তত্রাগ্নি চূর্ণকম্।
নিবেশয়েৎ তু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্॥ ২১০
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নি চূর্ণকম্।
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ॥ ২১১

৪ অ, ৭ম প্রকরণ।

যোদ্ধ্‌গণ প্রথমে নালাস্ত্র পরিষ্কার করিবে, পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ দান করিয়া শলাকা দ্বারা দৃঢ়রূপে আঘাত করিয়া উক্ত অগ্নিচূর্ণকে বসাইবে। পরে উহার মধ্যে গোলা ও কর্ণে অগ্নিচূর্ণ দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে, তাহাতেই গোলা যাইয়া লক্ষ্যে পড়িবে।

সুতরাং ইহা একালের উন্নতযুগের পাশ্চাত্য কামান বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। রামায়ণে বিবৃত রহিয়াছে যে—

ততো নালীক নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চঃ বিকর্ণিভিঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রু শ্ছিদ্যমানা নিশাচরাঃ॥ ২৫-২৫ অ অরণ্য কাণ্ড।

অনন্তর রামচন্দ্র নালীক, নারাচ, তীক্ষ্ণ শস্ত্র ও বিকর্ণি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা রাক্ষসগণকে ছেদন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

কেবল রামায়ণ নহে, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও নালীক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের কথা রহিয়াছে। কর্ণ যে একঘাতী বাণ প্রহার দ্বারা ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তাহাও একবার আওয়াজের উপযুক্ত গুলিও বারুদ ভরা বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মার বহ্মাস্ত্র ও শিবের পাশুপাতাস্ত্রও ঐরূপ আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ। রাবণের স্ফটিক স্তম্ভ মধ্যে যে ব্রহ্মাস্ত্র সুরক্ষিত ছিল, উহাকে আমরা বন্দুক ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারি না। আমরা নিম্নে মহাভারত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি অধ্যাহার করিয়া কলিযুগেও যে ভারতে নালিকাস্ত্রের ব্যবহার ছিল, তাহা দেখাইব।

ততো নালীক নারাচৈর্ভল্লৈঃ শক্ত্যৃষ্টি তোমরৈঃ।
প্রত্যঘ্নন্ দানবেন্দ্রা মাং ক্রুদ্ধাস্তীব্র পরাক্রমাঃ॥

২০—১৭৩ অ বনপর্ব্ব।

অনন্তর তীব্রপরাক্রম দানব সকল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নালিক, নারাচ, ভল্ল শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অবশ্য মনু যখম অগ্নিজ্বলনতেজন বা আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তখন কলিযুগে নালিকাস্ত্রের নাম গ্রহণ নিরঙ্কুশ কবির কল্পনাও হইতে পারে, তথাপি নালিকাস্ত্র যে ছিল তাহা জানা যাইতেছে। আমরা বেদাদি শাস্ত্রে নালিকাস্ত্রের সমুল্লেখ দেখিতে পাই নাই, মনু যে কর্ণী অস্ত্রের নাম লইয়াছেন, বেদে উহার নির্দ্দেশও দৃষ্ট হয় না, কেবল "কর্ণকাবতী' বিশেষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাতেও কিন্তু কোন ক্ষতি দেখা যায় না, কেন না ইহা প্রাদেশিকতা মাত্র। যে যে মন্ত্রে প্রদেশভেদে নালীক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ ছিল, সেই সকল মন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বেদে না থাকিলেও বসিষ্ঠের ধনুর্ব্বেদে, রামায়ণ ও মহাভারত উহার নাম লইতে পারিতেন না। কিন্তু বেদে বজ্র, কুলিশ, অশনি, শতঘ্নী, শর্ম্ম, সৃষ্মী ও স্বধিতি প্রভৃতি শব্দের ভূরিশঃ সমুল্লেখ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটীই কামান ও বন্দুক অর্থবাচী। বজ্র শব্দ কি কুত্রাপি বিদ্যুৎপাত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই? রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের অনেক স্থলে যে ব্যবহার না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বেদের কুত্রাপি হয় নাই। রামায়ণ বলিতেছেন যে—

দেবাসুর বিমর্দ্দেষু বজ্রাশনি ক্ষতব্রণম্ ।

৭—৩২ সর্গ, অরণ্যকাণ্ড।

অর্থাৎ যখন দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে বজ্র ও অশনি লইয়া যুদ্ধ হয়, তখন ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে যাহার দেহে ব্রণ বা ক্ষত হইয়াছিল,—সুতরাং এ বজ্র বিদ্যুৎপাত নহে। রামায়ণ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

বজ্রমস্ত্র নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবতং তথা।

অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন ॥ ৯-২৭ সর্গ বালকাণ্ড

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন যে, রঘুনন্দন! আমি তোমাকে বজ্রাস্ত্র, শৈবশূল, শুষ্ক ও আর্দ্র সংজ্ঞক দুইটী অশনি প্রদান করিতেছি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যাহা দানের যোগ্য ও মনুষ্যের ব্যবহার্য্য তাহা মেঘজ্যোতিঃ হইতে পারে না। তাহা লৌহময় কামান। অর্জ্জুন বলিতেছেন—

বজ্রাদীনি তথাস্ত্রানি শক্রাদমবাপ্তবান্।

আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ অস্ত্রের আদি গুরু যে স্বয়ং ইন্দ্র, তাহা আমরা বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থলের উক্তিতে বুঝিতে পারি। ঋক্‌বেদে আছে—

ইন্দ্রোবজ্রী হিরণ্যায়। ১-২-৭।

ইন্দ্রস্য বজ্র আয়সঃ। ৩-৮৫স্থ-৮ম।

ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ। ২।৫৭স্থ-১ম

ইন্দ্রের বজ্র লৌহময় উহার প্রহারে লোক নিহত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে বলিতেছেন—

অহন্ অহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং

ত্বষ্টা অস্মৈ বজ্রং স্বর্য্য ততক্ষ। ১-৩২-২

তত্র সায়ণ ভাষ্যম্— পর্ব্বতে শিশিয়াণং আশিতং অহিং মেঘং অহন্ হতবান্ অষ্ঠে ইন্দ্রায় স্বর্য্যং সুষ্ঠু প্রেরণীয়ং ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা বজ্রং ততশ্চ তনূকৃতবান্।

অনুবাদে—ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দেবতারা বৃত্রকে "অহি" বা সর্পবৎ ক্রুর বলিয়াই বর্ণনা করিতেন। বৃত্র আপনার বাসস্থান পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইন্দ্র তাহাকে বজ্র প্রহার করেন। ইন্দ্রভ্রাতা ত্বষ্টা তাঁহার জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অনেকে শুক্রনীতির শকটবাহ্য মহানালীক ও অগ্নিচূর্ণের কথা পাঠ করিয়া, উহা একালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন মহামান্য বেদও শকটবাহিত বজ্রের কথা বলিলেন, তখন তাঁহারা শুক্রাচার্য্যকে অবশ্যই ক্ষমা করিতে পারেন। স্থলান্তরে বলা যাইতেছে—

প্রণায়ন্তে বাং পবয়ঃ হিণ্যয়ে

রথে দস্র হিরণ্যয়ে। ৩—১৩৯ সূ—১ম।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের লৌহময় শকটস্থিত লৌহময় পবি বা বজ্রসকল গোলা বর্ষণ করিতেছে।

অবশ্য সায়ণ ও দেবরাজ যজ্বা পবি অর্থ বক্রনেমি করিয়াছেন কিন্তু আমরা মনেকরি তাহা যেন ঠিক হয় নাই। যজ্বা ৯—৫২, সূ—৫ম মন্ত্রটী নিগম স্বরূপ অধ্যাহৃত করিয়াছেন, কিন্তু এখানেও পবি অর্থ বজ্রনেমি হওয়া অসম্ভব। তথাহি—

আবাং রথো রোদসী বদ্ধধানঃ হিরণ্যয়োবৃষভির্য্যাতু অশ্বৈঃ।

ঘৃতবর্ত্তনিঃ পবিভীরুচানঃ ইষাং বোঢ়ানৃপতির্ব্বাজিনীবান্ ॥ ১—৬৯সূ—৭ম

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের লৌহময় রথ যুবক অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। উহা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে তুষারধবল পথদিয়া যাতায়াত করে। উহার উপর কামান সকল সজ্জিত আছে। ঐ সকল রথে বহুল গোধূমাদি বোঝাই থাকে, রাজারা উহা নির্ব্বিঘ্নে পাইয়া উহাদ্বারা অন্নবান্ হইয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য এই যে, পথে দস্যুরা রসদ লুটিয়া নিত, তাই অশ্বিদ্বয় কামান সজ্জিত রথে রাজাদিগের রসদ সরবরাহ করিতেন। আচার্য্য সায়ণ ও মাননীয় দত্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যা অসঙ্গত বোধে আমরা এই অভিনব ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

ত্বমায়মং প্রতি বর্ত্তয়ো গো দিবো অশ্মান মুপনীতমৃভ্বা।

কুৎসায় যত্র পুরহূত বন্বন্ শুষ্ণমনন্তৈঃ পরিযাসি বধৈঃ ॥ ৯—১২১ সূ-১ম

হে ইন্দ্র! তুমি কুৎস রাজের রক্ষার জন্য গো অর্থাৎ পৃথিবীতে পার্ব্বত্য পথে ঋভুদিগের দ্বারা লৌহময় বজ্র পাঠাইয়া শুষ্ণ অসুরের বধের জন্য আগমন করিয়াছিলে। তোমার সহিত তখন বধসাধক বহু সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। স্থলান্তরে বিবৃত হইয়াছে যে—

যৎ বৃত্তং তব চাশনিং বজ্রেন সম যোধয়ঃ।
অহিমিন্দ্র জিঘাংসন্তো দিবি তে বদ্বধে শবঃ॥
অর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যম্। ১৩—৮০সূ—১ম

সায়ণ ভাষ্যম্—হে ইন্দ্র! যৎ যদা বৃত্রং তব হননার্থং তেন সৃষ্টাম্ অশনিং বজ্রং বজ্রেণ সমযোধয়ঃ সম্যক্ প্রাহার্ষীঃ তদানীং অহিম্ আগত্য হন্তারং বৃত্রং জিঘাংসতো হন্তুমিচ্ছতঃ তে তব শবোবলং দিবি বদ্বধে বদ্ধং অনুস্যূতং ব্যাপ্তমাসীৎ।

বঙ্গার্থ—হে ইন্দ্র! যখন তুমি বৃত্রের বধেচ্ছু হইয়া তাহার সহিত সমভাবে বজ্রে বজ্রে যুদ্ধ করিয়াছিলে, তখন তোমার যশ সমুদয় স্বর্গলোক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তুমি স্বর্গরাজ্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলে।

এখানে বেদমন্ত্র উভয় পক্ষে কামানে কামানে যুদ্ধের কথা বলিতেছেন সুতরাং ইহা বজ্র বিদ্যুৎ বা ঠাটা হইতে পারে না।

ধনুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আমরা এতাবত আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে সকল অস্ত্র শস্ত্র নূতন উদ্ভাবনা করিতেছে, তত্তাবৎই আমাদের ছিল; কাল প্রবাহে, এই ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) জাতির দীনতাবশতঃ সমস্তই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে, ইহাই দুঃখের বিষয়, এই দীনতার প্রতি কি আমাদের ক্ষত্রিয় সংস্কারকামী ভ্রাতৃবৃন্দ দৃষ্টি করিবেন না?

শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত বর্ম্মা।

সূক্তিমালা

(১)

যতদিন প্রাণনাথে চিনি নাই আমি,
"এই কর, এই নাও," বলিয়াছি স্বামী।
পরিচয়ে কেটে গেল যত মোহ ঘোর,
বলিনু "যা ইচ্ছা কর শুধু হও মোর।"

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষবর্ম্মা

চক্ষুদান

(গল্প)

(১)

নীরদা। কি হ'ল? তাঁরা স্বীকার হয়েছে?

হরেন্দ্র। রেখে দাও,—বেটা কশাইদের কথার কোনও আস্থা আছে!

নীরদা। কেন, সে দিন অত ক'রে বলে গেল। আমাদের দুঃখের কথা শুনে কত হা-হুতাশ করলে,—সে সব কি মন রাখা?

হরেন্দ্র। বেটারা ছেলের বাপ হয়েছে বলে মনে করে যেন বাদশাজাদা।

নীরদা। সব কথা খুলে বলনা,—কি কি বল্‌লে?

হরেন্দ্র। ছেলের বাপ বেটা বলে কি জান?—তাঁর এক সম্বন্ধী আছে, সে এলাহাবাদে সরকারী আফিসে চাকুরি করে। সে দিন আমাদের এখানে যে সব কথা হয়েছিল, সে সব খুলে তাঁকে লিখেছিল। তার উত্তরে সেই চামার লিখেছে;—"গরীবের মুখের দিকে চাইলে সংসারে বাস করা চলে না। একটা ছেলেকে লেখাপড়া শিখাতে যত ব্যয় হয়, বিয়ে দিয়ে তা ওয়াশীল করাই দরকার, সুতরাং যৌতুক অলঙ্কার ইত্যাদি বাদে নগদ পাঁচ, পাঁচ হাজারের কম কিছুতেই আমি মত দিতে পারি না। যাঁরা এই দাবির অনুকূলে দাঁড়াতে অক্ষম, তাঁদের ভাল ঘর খোঁজা নিহাৎ অন্যায়।"

বেটার কথা শুনে একেবারে চক্ষু স্থির। হতভাগারা একটুও বোঝেনা যে;—আমার মেয়ের বিয়ে যেমন প্রয়োজনীয়, তার ছেলের বিয়েও ঠিক তেমনি। মেয়ে না হলে ছেলের বিয়ে ত আর কলা গাছের সঙ্গে দিতে পারবে না।

নীরদা। তবে এখন কি হবে?

হরেন্দ্র। তুমি মেয়ে প্রসব করে এক গুখোরী কাজ করেছ। আর আমি তার জন্ম দিয়ে এক গুখোরী কাজ করেছি। এখন উপায় একমাত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান। আরও দুজায়গায় খোঁজ আছে দেখি সে বেটারা কি বলে।

নীরদা। আহা!—সবাইকে অমন করে গালাগালি দাও কেন? যদি তারা শুনতে পায় কি বলবে?

হরেন্দ্র। রেখে দাও তোমার ওসব। মেয়ের বিয়ে আগে, গালাগালি দিয়ে নিই তার পর পালটা জবাব ত আছেই।

নীরদা। কেমন ?

হরেন্দ্র। এই মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে গেলে আমি নূতন ভগ্নীপতি পাব, আর তোমার গু' খাবার পথ প্রশস্ত হবে।

নীরদা। সে কি গো ?

হরেন্দ্র। জান না তাই বল্‌ছ! আমাদের যা অবস্থা, যে রকম দিতে পারব তা বেশ ভাল রকমেই জানছ। যখন পাড়াপরশী পাচজন এসে বরের বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে, "কি রকম কি দিয়েছে হে ?"—এই সুরু হ'ল। উত্তর হইবে সে "ছোটলোক দিবে আর কি ? কিছু না সব রদ্দি মাল, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।" এই ত গেল আমার পালা। অন্দর মহলে প্রতিবেশিনীগণ এসে বলবে, "বৌ কেমন হয়েছে গিন্নি! গয়না কি দিয়েছে ?" অমনি বরের মা বলে উঠবে, "গয়নার কথা বলনা দিদি! সব পেতল, সব পেতল, আ মরণ আর কি, কিছু না দিলেই পারত। বৌ বলছ? বৌ যা এনেছি পাড়ার সরেশ, গু-খাকীর মেয়ের কি একটু আদব কায়দা আছে দিদি! তোমরা সব এসেছ দেখ, দেখ! কেমন জড়সড় হয়ে কোণটাতে গিয়ে দাঁড়ালে।" কাজে অকাজে সর্ব্বদাই বলবে, গু-খাকীর মেয়ে, তোর মা কি কাজ কর্ম্ম শিখুতে পারে নাই ? সে গু-খাকীকে যদি পেতুম দুকথা শুনিয়ে দিতুম ইত্যাদি ইত্যাদি শুনলে ?

নীরদা। সে কি গো ? মেয়ে বিয়ের এই পরিণাম ? সেই গু-খাকীর ছেলেদের সঙ্গে আবার টাকা দিয়ে বিয়ে দিতে যাওয়া আর পায় ধরে সাধা। তার চেয়ে মেয়ে আইবুড় রাখাও ভাল।

হরেন্দ্র। আইবুড় রাখা যায় না গো! আমরা যে সমাজে বাস করি।

নীরদা। তোমাদের সমাজের মুখে আগুন। কায়েত জেতের মাথায় নুড়ো জ্বেলে দিই। এই জাত তোমরা সমাজ সমাজ করে মর ? আর মাসে ন'বার করে সভা করতে যাও। তোমাদের সমাজের কি এ জ্ঞানটাও নাই যে,—আজ তুমি বরের বাপ হয়েছ দুদিন আগে একজনের মেয়ে ঘরে এনে, এবং তারই কল্যাণে। পরের মেয়ে ঘরে না নিলে যে তোমার সমাজ চলে না। আর সেই জিনিষের এত অনাদর! ধন্য তোমাদের সমাজ আর দেশ!

হরেন্দ্র। তোমার কথাটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু দেশের লোক তা বোঝে কই ?

নীরদা। তুমিও একটি কম পাত্র নও। নগদ তিন হাজার টাকা গুণে নিয়ে ছিলে, তারদায়ে আমার বাবার পৈতৃক বাড়ীখানি পর্য্যন্ত নীলাম হয়ে যায়।

শেষ জীবন তাঁর ভগ্নীর বাড়ীতে কাটাতে হয়েছিল। ছেলেটার চিকিৎসার খরচটা পর্য্যন্ত ছিল না—পাড়াগায়ে বিনা চিকিৎসাতে পুত্রহারা হয়েছিলেন। সে কেবল আমি অভাগীর জন্য এবং তোমার কল্যাণে।

হরেন্দ্র। ও সব কথা বল না নিরু! আমি তাঁকে পাচবার সেধেছি, আমার বাড়ীতে এসে মুরব্বীর মত থাকতে; তাতে তিনি রাজী হলেন না; আমি কি করব ?

নীরদা। যাক ওসব কথা বলতে গেলে অনেক হয় গো অনেক হয়! একজন তোমায় যথাসর্ব্বস্ব, মায় পৈতৃক ভদ্রাসনখানা বিক্রয় করে নিলে, আর তুমি গিয়ে তার বাড়ীতে খুব সুখে গো-গ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পার কেমন ?

হরেন্দ্র। এ কি তোমার সেই রকম ? এ যে মেয়ের বাড়ী।

নীরদা। তুমি তা মনে করতে পার, কিন্তু যার হৃদয় আছে সে নিশ্চয়ই পারে না। যার জন্য তার যথাসর্ব্বস্ব গিয়েছে, পথের ভিখারী হয়েছে, আবার তারই কাছে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে উপস্থিত হতে, জগতের কোন লোকই বোধ হয় পারে না। আজ তুমি যেমন ক'রে ঘুরছ। আমার বাবাও ঠিক তেমনি করে ঘুরেছিলেন। তুমি ছেলের মামার কথায় এত রাগ করছ। একবার তোমার সেই মামীমার কথা মনে কর দেখি, আমার বাবাকে কি রকম করে দাঁত খিচিয়েছিল—বলে পাচ হাজার যার ঘরে নেই সে আবার কুল করতে আসে কেন ? আমি সব শুনেছি গো—সব শুনেছি। এই সেই বৃদ্ধের অন্তর্নিহিত অস্ফুট-বাণীর স্বার্থকতা সম্পাদিত হচ্ছে জে'ন।

হরেন্দ্র। দেখ নিরু! তাতে আমার কি দোষ ছিল ? আমি যদি কর্ত্তা হতেম কখনই তেমন করতেম না।

নীরদা। আজ দায় ঠেকে,—তখন মনে করেছিলে মামীমা ভালই করছেন।

হরেন্দ্র। না—আমি কখনই সেরূপ হৃদয়বিহীন পশু নই।

স্বামী স্ত্রীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহির হইতে হরিবাবু ডাকিলেন:—"হরেন্দ্র! ও হরেন্দ্র!!" হরেন্দ্র আসুন বলিয়া জবাব দিয়া, নীরদাকে কক্ষান্তরে যাইতে আদেশ করিলেন। হরিবাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কি হে সে বরের কি হল ?"

হরেন্দ্র। আর দাদা! সে কথা বলবেন না। পাচ হাজার টাকা তার মামার ইচ্ছা। তার কম সে বিয়ে দিতে রাজী নয়।

হরি। তা যাই হউক ভাই! একটা করে ফেল। ষোল বছরের মেয়ে ঘরে নিয়ে, সমাজে মুখ দেখান দায়।

হরেন্দ্র। দাদা বলতে পারেন মেয়ে-বিয়ের কাল কখন?

হরি। এই শোন না :—

"সাতে সোনা নয়ে রাঙ্গা। (রাঙ)
দশে কন্যা যোগ্যমান॥"

হরেন্দ্র। দাদা! ছেলের বিয়ের কি এ রকম কোন বচন নেই, যাতে তার কাল নির্ণয় করা যায়।

হরি। আরে ভাই, ও সব কথা এখন রেখে দাও, কাজের কথা কও। ছেলেটা বি-এ পড়ছে, দেখতে বেশ ভাল, ঘরে খাবারও আছে। মামা বড় চাকরে, বাবা পেন্‌সন পায়। এমন ছেলে পাওয়া খুব শক্ত। তাই বলছি যা হয় একটা করে ফেল। দিন কোন রকমে যাবেই। তারপর তোমরা কুলীন, তারাও কুলীন।

ঘোষ বোস গুহ মিত্র কুলের অধিকারী।
অর্থাভাবে মেয়ের বাবা গলায় দেবে দড়ি॥

হরেন্দ্র। দাদা! বড় মধুর কথা শোনালেন।

হরি। ভায়া! আজকালকার সমাজের দশাই এই। এখন নূতন কারিকা হয়েছে হে! বুঝি শোন নাই? শোন :—

বি-এ, এম-এ প্রেমচাঁদ।
পেতেছে কুলের ফাঁদ॥
সিন্ধুকভরা টাকা বড়ি।
মেয়ের বাবার গলায় দড়ি॥

হরেন্দ্র। বাঃ—বাঃ—দাদামশায়! বড় ধন্য হোলেম।

হরি। কথা শোন! দুর্গামিত্তির ছেলের মামা। আমার সহপাঠী, এলাহাবাদ হতে আমাকে লিখেছে। সে জানতে চায় তুমি কত টাকা অবধি দিতে পার। তার কি জবাব দিব সেইটে বল।

হরেন্দ্র। লিখে দেন, গয়না পত্রসহ সর্ব্বসাকুল্যে ৫০০৲ টাকা দিতে পারি।

হরি। লিখতে হবে না, আমি আগামী পরশ্ব এলাহবাদে নিজে যাব। মুখো মুখি কথা হবে।

হরেন্দ্র। আপনি যদি নিজে যান্ তবে আমি বুঝব, যে আমার একজন মুরুব্বী যাচ্ছেন।

হরি। অবশ্যই। তবে এখন আসি।—

এই বলিয়া হরিবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরেন্দ্র বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, নীহার! নীহার!! ও নীহার বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে নীহারবালা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা আমায় ডেকেছেন?

হরেন্দ্র। হা—মা! কোথায় গিয়েছিলে?

নীহার। সইদের বাড়ী। সইএর এক ভাই এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

হরেন্দ্র। সে, কে?

নীহার। তুমি জান না? সইএর বড় মামার ছেলে, মেদিনীপুর কলেজ হতে এবার বি-এ, পাশ হয়ে কল্‌কাতায় এম-এ, পড়তে এসেছে।

হরেন্দ্র। তবে তাকে ডেকে আন্‌লিনি কেন?

নীহার। আসতে কিন্তু চেয়েছে।

হরেন্দ্র। যা গিয়ে বলগে, "বাবা আপনাকে ডাকছেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া নীহারবালা পিতৃআজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া সইএর বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল। হরেন্দ্র নীরদাকে ডাকিয়া জলখাবার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়ে, ঘরের মেঝেতে একখানি মাদুর পাতিয়া বসিয়া স্বহস্তে মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন অর্থাৎ সিগারেট জ্বালাইয়া আগন্তুকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে নীহারবালা তাহার সইএর ভাইকে লইয়া পিতার নিকট উপস্থার দিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল। আগন্তুক যুবক ভগ্নীর সইএর পিতা সুতরাং প্রণম্য বিবেচনায় হরেন্দ্রকে যথাবিধি সেকেলে ধরণের একটা ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করত প্রক্ষালিত পদে অঙ্গুলী চতুষ্টয় স্পর্শ করিয়া স্বীয় মস্তকে রক্ষা করিল। "এস বাবা এস," বলিয়া হরেন্দ্র, হাত ধরিয়া তাহাকে মাদুরের একপার্শ্বে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা তোমার নাম কি?" অমনি মৃদুস্বরে উত্তর পাইলেন "শ্রীশিশিরকুমার বর্ম্মবসু।"

হরেন্দ্র। ও তোমরা তবে কুলীন?

শিশির। আজ্ঞে,—পিতার মুখে সেই রকমই শুনেছি।

হরেন্দ্র। তোমার পিতা করেন কি বাবা?

শিশির। তিনি মেদিনীপুর কালেক্টরীতে খাজাঞ্চী।

হরেন্দ্র। তোমাদের দেশ কোথায় ?

শিশির। বর্দ্ধমান। তবে বাবা অনেকদিন ধরে মেদিনীপুরেই আছেন। আমাদের জন্মস্থানও মেদিনীপুর।

হরেন্দ্র। তোমার বাবা বোধহয় সেখানে বাড়ী ঘর দুয়ার করে একেবারে স্থায়ী হবার বন্দোবস্ত করেছেন, কেমন ?

শিশির। তা ঠিক জানিনা। তবে জমিজমা বাগান পুকুর ও পাকা বাড়ী সবই করেছেন।

হরেন্দ্র। কি পরিমাণ জমিজমা করেছেন !

শিশির। আমি ঠিক জানিনা, শুনেছি চারি পাঁচ শত বিঘা জোত। খামার, চারিটা বাগান ও চারিটা পুকুর করেছেন।

হরেন্দ্র। তোমরা কভাই ?

শিশির। চারি ভাই।

হরেন্দ্র। তুমি ক' জনের ছোট ? না বড় ?

শিবির। আমি সব ছোট।

হরেন্দ্র। বড় ভাই সব কি করেন বাবা !

শিশির। চাকুরি কেউ করেন না।

হরেন্দ্র। তাঁরা সব লেখাপড়া কি শিখেছেন ?

শিশির। বড় দাদা এণ্ট্রান্স পাশ করার পর বাবা আর পড়তে দেন নাই। একটা খামার করে দিয়েছেন। মধ্যম দাদা আই-এ, পাশ, তাঁকেও খামার করে দিয়েছেন। সেজ দাদা বি-এ, পাশ করার পর তাঁকে জাপানী তাঁত কিনে দিয়ে বল্লেন পরিবারের সকলেরই কাপড়, তোমাকে যোগাতে হ'বে, তিনি তাই নিয়েই আছেন।

হরেন্দ্র। বাঃ—বাঃ—তোমার পিতা তবে একজন আদর্শ পিতা বটেন। তোমার ভবিষ্যৎ কিছু স্থির করেছেন কি ?

শিশির। বাবার কাজ আরম্ভের পূর্ব্বে কেউ জানতে পারে না সুতরাং আমিও জানিনা। কলকাতায় এম-এ, পড়তে পাঠিয়েছেন, এসেছি।

হরেন্দ্র। তোমার পিতার নামটি কি বাবা ? যদি কখন মেদিনীপুর যাই দেখা করব।

শিশির। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বর্ম্মবসু

হরেন্দ্র। বাবা ! একটু জলখাবার বলতে পারি কি ?

শিশির অতি নম্রতার সহিত উত্তর দিল। "আপনি পিতৃস্থানীয়, অমন কথা বলবেন না। যা দেবেন দিন আমি সাদরে গ্রহণ করব।"

হরেন্দ্র শিশিরকে লইয়া নীবদার নিকট গমন করিলেন।

---

(২)

আজ সকাল বেলায় হরিবাবু এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের ভারি আনন্দ। বহুদিন পরে কর্ম্মস্থলে, নিজের একটী বন্ধুর আগমন, এতে কার না আনন্দ হয় ? বিশেষতঃ বিদেশে। বিবিধ আহারের আয়োজন, স্থানীয় বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি, কত ধুম ধাম চলিতেছে। সন্ধ্যার পর দুর্গাবাবুর বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ মের, খোট্টা-লালাজী উচ্চহাত লাঠি নাগরা জুতা সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিবাবু সকলকেই ভদ্রতার সহিত আলাপ আপ্যায়িতে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত পান ভোজনাদি আমোদ চলিল। পরে যে যার মত স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হরিবাবুও এক নিভৃত কক্ষে শয়নের উপকরণাদি পাইয়া তথায় নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

প্রাতঃকালে উভয় বন্ধু ও মিত্র গৃহিণী প্রভাবতী দেবী একত্রে বসিয়া, বহু কেম আলাপ চলিতেছে। হরিবাবু চতুর লোক সময় বুঝিয়া কথা উঠাইলেন। হে ! সে ক'নের কথা শোন।

দুর্গা। হাঁ-হাঁ—সে কথা ভুলেই গেছলুম।

প্রভাবতী। বটে-বটে !! মেয়েটী দেখতে কেমন ?

হরি। পরমাসুন্দরী যাকে বলে। লেখাপড়াও বেশ শিখেছে। উলের কাজ খুব ভাল জানে। ছবি আঁকতে পারে। রান্না-বান্না দস্তর মত জানে।

প্রভা। বেশ ত, এমন মেয়েও কি ছাড়ে।

দুর্গা। টাকা কত দিতে পারবে ?

হরি। পিতার অবস্থা ভাল নয়, সর্ব্বসাকুল্যে দু'তিন শত টাকা দিতে পারে।

দুর্গা। বটে লোকটার সাহস কি,—এই সংস্থান নিয়ে আমার ভাগিনেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করতে এসেছে ! নগদ পাঁচ হাজার নেব বলে বি-এ পড়াচ্ছি।

প্রভা। আজ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। দেখুন হরিবাবু! যদি আমায় ক্ষমা করেন তবে বলতে পারি।

হসি। বলুন বলুন! আপনার যা ইচ্ছা বলুন।

প্রভা। জানেন,—আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; আমার বাবার অবস্থা আজও বেশ স্বচ্ছল। বাবার বাড়ীর পার্শ্বে এক বুড়ী বাস করত, সবাই বলে তার অনেক টাকা পয়সা আছে। আমি কিন্তু তার কতকগুলি ছাগল ভিন্ন আর কিছু দেখতুম না। একবার দুর্গাপূজার সময় বাবা যে সকল পাঠা কিনে এনেছিলেন; তার একটা যেন কোথায় চলে গিয়েছে কি কেউ খেয়ে ফেলেছে। সেটা নাকি সন্ধিপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাত্রিতে সন্ধিপূজার সময় বাড়ীর সরকার এসে বাবাকে সংবাদ দিলে যে সন্ধিপূজার পাঠাটী নাই। বাবা চিন্তিত হয়ে বললেন, সেই বুড়ীর বাড়ী হতে একটা পাঠা নিয়ে এস। দরোয়ান গিয়ে বুড়ীকে ডেকে আনলে, বুড়ী এসে বাবার কাছে হাতজোড় করে বলতে লাগল;—"বড়বাবু! আমি পাঠা বিক্রি করি না। মত পাঠা খাসী করে দিয়ে বড় হলে তারপর বিক্রি করি।" বাবা জিজ্ঞেস করলেন কেন? বুড়ী উত্তর দিল;—"পাঠা যদি খুব বড় হয় তবে তার মূল্য উর্দ্ধসংখ্যা পাঁচটাকা হতে পারে; আর খাসীর উর্দ্ধমূল্য কুড়ি পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত সচরাচর হয়। আমি বেশী টাকা পাবার আশায় পাঠাকে খাসী করিয়ে বহু যত্নে পালন করি। আপনার পূজায় যদি নিহাত দরকার হয়েছে, তবে এখন একটা পাঠা নিয়ে আসুন, আমি দাম নেব না, একটা পাঠা কিনে দেবেন।"

তার কয় বৎসর পর বাবা নগদ চারিহাজার ও অন্যান্য খরচ পত্রে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করে কোত্থেকে ঐ বুড়িরমত একটা জীব কিনে এনে আজীবন আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করে দিলেন।

এই বলিয়া প্রভাবতী হাস্‌তে হাস্‌তে দ্রুতপদে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

হরি। দেখলে হে! উদাহরণটা কেমন?

দুর্গা। ও সব মেয়ে মানুষের কথা মোটেই কানে নিই না হে! কথা হচ্ছে যেটা আমার নেয্য পাওনা, তা তুমি দেবে না কেন? যদি তোমার দেবার শক্তি না থাকে এগিয়ো না।

হরি। ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা পাওয়া, সেটা নেয্য পাওনা নাকি হে? যদি সব মেয়ের বাপ বয়কট করে—বলে আমরা টাকা দিয়ে মেয়ে দিবনা বরং আমরাই কিছু নেব যেহেতু মেয়েকে ছোটবেলা হ'তে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ

করেছি, আর যখন সে কাজ কম্ম করে সংসারের হিতসাধনের উপযুক্ত হবে তখন তাকে যে নেবে সে আমায় প্রতিপালনের খরচ দেবে। অধিকন্তু তার মা একটা দাবি করতে পারে, লালন পালনের হিসাবে ধাত্রীর বেতন। তুমি তোমার ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়েছ, সে তোমার সংসারেই থাকবেই, যা কিছু উপার্জ্জন করবে তোমারই। এখন বুঝতে পারছ ন্যায্য দাবি কার? ক'নের পিতা তোমাকে টাকা দিতে পারে, কোনক্ষেত্রে? যেখানে টাকা নিয়ে তুমি ছেলেটী তাকে দিবে। যেমন রাজা রাজরাগণ পোষ্যপুত্র নেয়। তুমিও সেইরূপ কিছু টাকা নিয়ে দলিল রেজেষ্টারী করে ছেলেটীকে দিলে, এখন ক'নের বাপ তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে।

এমন সময় প্রভাবতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাধা দিয়া বলিল,—হরিবাবু! তারচেয়ে আর একটা কাজ করলে বোধ হয় খুব ভাল হয়;—এই এলাহবাদের গুদ্রী বাজারের মত একটা বরের বাজার খুলে বসুন, ছাগলের মত বেচা কেনা হবে।

হরি। আ—হাঃ—সেত রয়েছেই।—

প্রভাবতী। কোথায়?

হরি। এই বর্ত্তমান ইউনিভারসিটী। সেখান হতেইত দর উঠে। যার যটা পাশ তার দাম তত বেশী।

প্রভাবতী। ইউনিভারসিটির লোকগুলকি বোকা? যদি তাঁরা সার্টিফিকেটের উপর লিখে দেয় যে—এই পাশ, এত দাম তা'হলে কারুর কোন গোল যোগ পড়তে হয় না। যেমন পাশের সার্টিফিকেট দেখবে অমনি টাকা গুনে দিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

হরি। আপনি ঠিক বলেছেন। দুঃখের বিষয় আশুবাবু নেই নতুবা আপনাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করাতেম।

দুর্গা। তোমায় এসব বিষয় নিয়ে বাচালতা করার প্রয়োজন কি? প্রভা!

প্রভা। আজ কাল উচিত কথার নাম বাচালতা হয়েছে নাকি? আর বলব না। তবে আমার ছোটবেলা হতে একটা দোষ আছে, সামনে কথা পড়লে তার জবাব না দিয়ে থাকতে পারি না। আচ্ছা তুমি বল দেখি,—তুমি হিন্দু, বাড়ীতে ভিখারী এলে ধম্ম ধম্ম করে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বল—ওর শরীরে সামর্থ্য আছে, খেটে খেতে পারে, ওকে ভিক্ষা দেওয়া ধর্ম্মসঙ্গত নয়। আর ছেলে জন্মদিয়ে প্রতিপালন

করে বিক্রয় করার নাম বুঝি ধর্ম্ম? মেয়ে বিয়ে দিয়ে পণ নিলে মহামাংস বিক্রয় করা হয়। আর ছেলের বেলায় বুঝি ছাগমাংস হয়ে যায় নাকি? আমি বলি মেয়ের বিয়েতে পণ নেওয়া যেমন মহামাংস বিক্রির দোষ, ছেলের বিয়েতে পণ তেমনি গোমাংস বিক্রীর তুল্য দোষ। মেয়ের বাপগুলা নেহাত চামার, তাই তোমাদের পায়ে ধরে সেধে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে মেয়ে এনে হাতে দিয়ে চৌদ্দ পুরুষকে ধন্য করেন। আমার মতে যদি দেশ চলত তোমাদের নাকে খত দিয়ে ছাড়তুম।

এই বলিয়া প্রভাবতী কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

হরি। যাক অনেক আমোদ করা গেল। এখন আমার যাবার একটা সময় ঠিক করে দাও।

দুর্গা। সে কি হে? দু'চার দিন থেকে যাবে না?

হরি। সেই কথাই বলছি। যাবার একটা সময় জানতে পারলে তবে আমার কাজকর্ম্মের প্রোগ্রাম করতে পারি।

দুর্গা। সে, হবে। হরেন্দ্রের মেয়ের কি করা যায় একটা ঠিক করে বল দেখি?

হরি। আর কি বলব ভাই! সে বেচারা নেহাত গরিব। যদি দয়া ধর্ম্ম কর তবেই হতে পারে।

দুর্গা। দয়া আর কি করব ভাই! বাজারত দেখছ?

হরি। বড় দেখা ছিল না, তা তোমার গিন্নি ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

দুর্গা। তাইত বলছি এখন করি কি? ওর ইচ্ছা টাকা পয়সা কিছু নেওয়া হবে না; মেয়েটি সুন্দরী চাই। এসেই যেন ওকে মা বলে ডাকে, হাত হতে কাজ ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে করে।

হরি। হরেন্দ্রের মেয়েতে, তুমি সমস্তই পাবে। ওর সব সাধ পূর্ণ হবে ঠিক বলতে পারি।

দুর্গা। আচ্ছা—হরেন্দ্র সব শুদ্ধ হাজার খানেক টাকা দিতে পারবে না কি?

হরি। কোথা হতে দেবে?

দুর্গা। কিছুই কি নাই, এত নিঃস্ব?

হরি। ভাই হে! হরেন্দ্রের থাকবার মধ্যে বাড়ীখানি। কলকাতার বাড়ী ৫।৬ হাজার দাম হতে পারে।

দুর্গা। সেইটা বেচে দিক না কেন?

হরি। দাঁড়াবে কোথায়?

দুর্গা। অল্প টাকাতে একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকলেই ত পারে।

হরি। সেটাকি একটা মানুষের মত কথা বললে হে?

দুর্গা। নয়ই বা কিসে? বর্ত্তমান সমাজের দিকে চেয়ে দেখ, তারা কি বলে?

হরি। সমাজ ত তোমাকে আমাকে নিয়ে গঠিত। তুমি আমি প্রত্যেকেই সমাজের অংশ বইত নয়।

দুর্গা। তা অবশ্য ঠিক কিন্তু সমাজে যা চলে, আমরা ঠিক তারই অনুকরণ করি। এতে আর আমাদের দোষ কি?

হরি। সবাই যদি অনুকরণ করবে তবে আদর্শ দেখাবে কে? কার দেখে অনুকরণ করবে? কি দেখে অনুকরণ করবে এবং কি অনুকরণ করবে সেটা একবার ভেবে দেখ। ভাল মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা অল্প বিস্তর প্রত্যেক মানুষেরই আছে। সমাজের মন্দটার অনুকরণ করি কেন? একটা ভালর অনুকরণ করলে দোষ কি? একজন একটা ভাল আদর্শ দেখাও সবাই মিলে সেইটার অনুকরণ করি।

দুর্গা। তোমার কথাই সত্য। ভাল মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। কিন্তু নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। আমি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, প্রতিপালন করেছি, বিবাহে নববধূর সহিত কিছু অর্থাগমনের প্রত্যাশা কেন রাখব না? এবং সেই আদর্শ সমাজের সকলে কেন অনুকরণ করবে না?

হরি। অপর পক্ষে আমি বলতে পারি;—মেয়েকে খাইয়ে দাইয়ে প্রতিপালন করে তোমার ঘরে দাসী বৃত্তি করার জন্য দিচ্ছি তাতে তোমার টাকা চাইবার কি অধিকার আছে? তুমি ত আর ছেলেটা আমাকে দিবে না যে টাকা চাইবে। তোমার ছেলে রোজগার করে তোমাকে খাওয়াবে। আমার মেয়ে তোমাকে দিচ্ছি, সে যা কিছু করবে সবই তোমার, এমন কি সে যে ছেলে গর্ভে ধারণ করবে, তোমার পরিচয়ে পরিচিত হবে, সুতরাং মেয়ের সহিত আমার কি সম্বন্ধ রইল বল দেখি? হৃদয়ের আধখানা ছিঁড়ে তোমাকে আজীবনের তরে দিচ্ছি, আর তুমি বল, কতটাকা দেবে দাও নতুবা নেব না। বলি ভায়া! একবার দাসী খরিদ করতে যাও দেখি, কত টাকা দিয়ে ঐ রকম দাসী পাও;

যে তোমার জীবন মরণের সঙ্গিনী হবে। হিসেব করে দেখতে গেলে মেয়ের পিতা মাতার খরচা বাবত কিছু পাওয়া উচিত। তারপর তুমি অর্থাগমনের কথা বললে, ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে কাউকে বড়লোক হতে দেখেছ মনে পড়ে কি ?

দুর্গা। না।

হরি। দেখ হে,—পুরাতন কালে পিতামাতা ছেলেকে বলতেন, লেখাপড়া না শিখলে কি করে খাবে ? এখন বলেন—লেখাপড়া না শিখলে বিয়ে হবে না অর্থাৎ টাকা পাওয়া যাবে না। তুমি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, সে কার জন্যে ? মেয়ে কোনও দিন কি পিতৃ-সংসারে একটু ইন্ধন যোগাবে ? কখনই না সুতরাং মেয়ের পিতামাতা মেয়ের জন্যে যা করে সব নিষ্কাম।

দুর্গা। ভাই ! তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করলেম !

হরি। তবে বল, হরেন্দ্রের মেয়ের সঙ্গে শ্রীমানের শুভ-বিবাহে রাজী হয়েছ ?

দুর্গা। একবার ওর পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

হরি। তুমি বিনে পয়সায় বিয়ে দিতে রাজী আছ কি না সেইটা আগে বল ?

দুর্গা। ভাই ! তুমি বন্ধু বলব কি, তুমি আজ আমায় চক্ষুদান দিলে। তুমি বন্ধু এবং স্বজাতীয় তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি ওর পিতামাতার যদি কোনও অন্যমত না হয়। আমি হরেন্দ্রঘোষের কন্যাকে গ্রহণ করব। কিন্তু একটি কথা—হরেন্দ্র ঘোষ যথাসাধ্য মেয়ের গাত্রাভরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দ্রব্যাদি যৌতুক বাবদে দিতে পারবে না। তুমি এই বন্দোবস্ত করিও।

হরি। সে কি কথা হে ?—পাঁচ হাজারের কম কথা কওনা। এখন একেবারে নেতিয়ে পড়লে যে ?

প্রভাবতী। যে জিনিষ যত শক্ত সে জিনিষ তত ঠুনকো। যেমন কাঁচ কোনও হেতেরে কাটে না অথচ হাত হতে পড়লেই গেল ! বিশেষতঃ পুরুষমানুষের ধরণ ঐ রকমই বটে। বলি আজ রবিবার বলে খিদে কম নাকি ?

দুর্গা। (ঘড়ির প্রতি তাকাইয়া) চল হে অনেক বেলা হয়ে গেছে।

এই বলিয়া উভয়ে স্নানাদির জন্য প্রস্থান করিলেন।

(৩)

প্রাতঃকালে শরচ্চন্দ্র বসু একখানি পত্র পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন ;—পত্রে লেখা আছে,—"মহাশয়, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও আপনার

চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত আছি। বিশেষ প্রয়োজনে উপকার প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারস্থ হইতেছি, আশাকরি প্রত্যাখ্যাত হইব না। "ইতি

আপনার হরেন্দ্র।"

পত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, ধীর পাদবিক্ষেপে—অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সহধর্ম্মিণী স্নেহলতার নিকট পত্রের সমুদয় মর্ম্ম জানাইলেন এবং বলিলেন যাই হউক একজন ভদ্রলোক যখন আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য তোমার যাহা যাহা কর্ত্তব্য থাকে করিও। কবে যে আসিবেন, তাহারও ঠিক নাই, মোটের উপর ২।৪ দিনের মধ্যেই আসিবেন বলিয়া অনুমান হয়।

স্নেহলতা। সে ভদ্রলোককে তুমি কি কখনও জান না ?

শরৎ। না - তবে হরেন্দ্র নাথ কোনও লোককে যে জানি না তা'নয়। কলিকাতায় হরেন্দ্র নামে আমার জানা লোক কেহ আছে বলে মনে পড়ে না। হতে পারে আমি তাকে ভুলে গেছি অথবা কোনও বন্ধু বান্ধব কলিকাতায় এসে পত্র দিয়েছে। যাই হউক ভদ্রলোকত বটে ?

স্নেহ। তা যিনিই আসুন, অভ্যর্থনায় আমাদের ভয় কি ? বাগানে বল ফুলরী আছে। ঘরে দুধ, পুকুরে মাছ আছে। এর বেশী ভদ্রতা আমি কখনও জানিনা করতেও পারব না।

পরৎ। আমিও সেই কথাই বলছি। ওর ভেতর রকমফেরী করে যা করতে পার।

স্নেহ। সে নিশ্চয়ই করব। তবে জানইত আমার রাজা ভিখারীতে সমান আদর, কমি বেশী করতে জানি না।

শরৎ। ঐ গুনেইত তোমার শ্রীচরণের দাস হয়ে আছি।

স্নেহলতা। সবাই বুঝি তোমার মত নাকি ?

শরৎ। না হলে কি আমার ঘরে মেয়ে দিত ?

স্বামী ও স্ত্রীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু ! বাইরে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।" (ভৃত্যের প্রতি) "বাইরের ঘর খুলে দিয়ে বসতে বল আসছি।" এই বলিয়া দৈনন্দিন প্রাতঃকালীন ব্যবহার্য্য পোষাকাদি পরিধান করিয়া বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী ভদ্রলোক বিষাদ-চিন্তা-ক্লিষ্ট-হৃদয়ে ফরাসের এককোণে বসিয়া আছেন। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাকে চান ?

উঃ। শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়কে।

প্রশ্ন। কোথা হতে আসছেন ?

উঃ। কলিকাতা হ'তে।

শরৎ। আমারই নাম শরচ্চন্দ্র বসু, আপনি কি হরেন্দ্র বাবু ?

উঃ। আজ্ঞা হাঁ।

শরৎ। এই মাত্র আপনার পত্র পেয়ে বাড়ীর ভেতর গিয়েছি ; আর আপনি হঠাৎ এসে পড়েছেন, ক্ষমা করবেন ?

হরেন্দ্র। আজ্ঞা হা !—আপনাকে পত্র লিখে ২।৩ দিন পর রওনা হব এরকম মনে করেছিলাম, কিন্তু আর্ত্তের পরিবর্ত্তনশীল মতির চঞ্চলতা বশতঃ পরমুহূর্ত্তেই রওনা হয়েছি, তাতে এইরূপ হয়েছে।

শরৎ। বেশ। আপনার আগমনে বিশেষ প্রীত হলেম, আপনার পুরা নামটি জানিতে পারি কি ?

হরেন্দ্র। নিশ্চয়ই পারেন ;—হরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

শরৎ। কায়স্থ বোধ হয় ?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে হা।

শরৎ। হাত মুখ ধুয়ে বসুন। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে মুখ ধোবার জল দিয়ে যা।

হরেন্দ্র। সে হবে এখন। আমি যে আবশ্যকে এসেছি দয়া করে শুনলে সুখী হতেম।

শরৎ। কেন ? আপনার কি অন্যত্র কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

হরেন্দ্র। আজ্ঞে না—আপনার নিকট ব্যতীত কুত্রাপি প্রয়োজন নাই।

শরৎ। তবে আর কি, রাত্রিতে সব শুনব এখন ৯টা বেজে গেছে। আবার চাকরি করতে হবে। আহারান্তে আমি কোর্টে যাব, আপনি বিশ্রাম করবেন। রাত্রিতে কথা বার্ত্তা শোনা যাবে।

এমন সময় ভৃত্য জল আনিয়া দিল। হরেন্দ্র মুখ হাত ধুইতে লাগিল। এই অবসরে শরৎবাবু একবার অন্তঃপুরে স্নেহলতার নিকটে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, সেই ভদ্রলোক আসিয়াছেন।

স্নেহলতা যথাসাধ্য জল খাবার প্রস্তুত করিয়া হরেন্দ্রকে জলখাওয়াইল, তৎপর পুত্রবধূগণ সহ ডাল, চচ্চরী, ভাজা, মাছের টক, পিষ্টক, পায়স ইত্যাদি সহ অন্ন প্রস্তুত করিয়া ১০ টার মধ্যে হরেন্দ্র ও শরৎবাবুকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল।

আহারান্তে শরৎবাবু ধরাচুড়া পরিয়া কোর্টে চাকুরি করিতে রওনা হইলেন। হরেন্দ্র বিশ্রামকক্ষে খাটের উপর শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শরৎবাবু কি সুন্দর মানুষ, রূপে গুণে এবং ভদ্রতায় ভূষিত। আমি কে কোথা হতে এসেছি, চেনা নাই জানা নাই, কি উদ্দেশ্য তাও শোনেন নি অথচ, আদর যত্ন ঠিক গুরুঠাকুরের মত। একেই বলে ভদ্রতা, জানিনা আমার কপালে, কি শেষ জবাব শুনতে হবে। জানিনা নীহারের অদৃষ্টে এরূপ ভদ্রঘরে বাস লেখা আছে কিনা। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় রেন্দ্রের চিত্ত কখন আশার-সৌধ কৌরিটে আরোহণ করিতেছে আবার কখন নিরাশার অতল সলিলে নিমজ্জিত হইতেছে।

এইরূপে কখন আশায় কখন নিরাশায় মধ্যাহ্ন কাটিয়া গিয়া সায়হ্ন আসিল। হরেন্দ্র বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া পথের দিকে অনিমেষনয়নে শরৎবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় আধহাসি হাসিয়া নধর বপুখানি দোলাইতে দোলাইতে শরৎবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঘুমিয়েছেন ? হরেন্দ্র "উত্তর দিলেন আজ্ঞে হা।"

শরৎ। বে-আদবী মাপ করবেন, আপনাকে একাকী রেখে গেছলুম ; ছেলেরাও কেউ দিনের বেলায় বাড়ী থাকে না। এই সন্ধ্যায় সকলেই এসে জুটবে। তখন আমার বাড়ী আনন্দে মুখরিত হবে। দিবাভাগে আমার বাড়ীতে মেয়েমানুষের রাজত্ব।

হরেন্দ্র। সেটা সকলেরই। বিশেষত; যাঁরা চাকুরি বাকরি করেন, তাঁদেরও বটেই।

আচ্ছা আপনি বসুন আমি কাপড় ছেড়ে আসি। এই বলিয়া শরৎবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভৃত্য আসিয়া হরেন্দ্রকে জল-যোগের জন্য আহ্বান করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

শরৎবাবু ও হরেন্দ্র জলযোগে বসিয়া, শরৎবাবু হরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন মামার নিকট আপনার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন, এখন বলতে বাধা আছে কি ?

হরেন্দ্র। বাধা'ত নাই-ই বরং সুবর্ণসুযোগ। দেবদেবী একত্র সমাবেশ। যিনি অপরিচিতের সহিত বিশেষ আত্মীয়বৎ ব্যবহার করতে জানেন বা করিয়া থাকেন, তিনি সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশভূতা দেবী বিশেষ, আর সেই দেবী প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত দর্পণ দেবতা বিশেষ ; সুতরাং আপনি দয়া করিয়া আপনার গৃহলক্ষ্মী সেই দেবীপ্রতিমাকে কক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমার প্রার্থনা শুনিতে আদেশ করুন।

শরৎ। সেকি মশায়! আপনার কথা শুনে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। আমরা আপনার জন্য কি করেছি? বাড়ীতে অতিথি আসিলে তাঁহাকে গুরুদেবের মত অভ্যর্থনা করতে হয় শাস্ত্রের বিধান। আমরা তার কণামাত্রও করতে পারি না বা অবস্থায় কুলায় না। আপনার মূল কথা কি বলুন? আমার সে দেবী কপাটের অন্তরালেই আছেন।

হরেন্দ্র। শ্রীমান্ শিশিরকুমার বসু আপনার পুত্র বটে?

শরৎ। (ব্যস্ততার সহিত) হাঁ—হাঁ—কি হয়েছে—হয়েছে কি?

হরেন্দ্র। ব্যস্ত হবেন না, কিছু হয় নাই। আমি অতি দরিদ্র, সামান্য একটু চাকুরি করিয়া জিবীকা নির্ব্বাহ করি, তার উপর কন্যা দায় —

শরৎ। (বাধা দিয়া) বেশত তার আর হয়েছে কি?

হরেন্দ্র। কোথাও কন্যাটির সম্বন্ধ করতে পারছি না। সবাই পাঁচ হাজার দশ হাজার হাঁকে।

শরৎ। আমি যে হাঁক্‌বনা, তাই বা আপনাকে কে বলেছে।

হরেন্দ্র। শুনেছি কোনও দিন হাকেন নি।

শরৎ। এখন যদি হাকি?

হরেন্দ্র। জানব আমার কর্ম্মফল, আর নীহারের ভাগ্য।

শরৎ। নীহার আপনার কন্যার নাম নাকি?

হরেন্দ্র। হাঁ।

শরৎ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বটে! আপনার কন্যার ভাগ্য যে মন্দ তার এই প্রমাণ। নইলে আপনি আমার বাড়ী আসবেন কেন?

হরেন্দ্র। এসেছি—যদি আমার মেয়ে আপনার বাড়ীর একটি দাসীর স্থান অধিকার করতে পারে তবে জানব তার ভাগ্যের জোর আছে।

শরৎ। মশায় আমার বাড়ীতে দাসী নাই। কোনও পুরুষে ছিল বলে শুনি নাই সুতরাং আপনার কন্যার স্থান আর হয় কৈ?

হরেন্দ্র। (সরোদনে) হা ভগবান! বড় আশায় বুক বেঁধে এসেছিলাম,—

সহসা দরজার অন্তরাল হতে স্নেহলতা বাহির হইয়াই বলিতে লাগিল "বেই মশায় কাঁদছেন কেন? আপনি মেয়ে না পুরুষ? নীহার আমার বাড়ীতে দাসী হবে কেন? তবে আমার কতকগুলি যুক্তি আছে, তা নইলে আমি বে ঘরে আনি না।

শরৎ। সেই কথাই আমি বলছিলাম, ৫—১০ হাজার।

স্নেহলতা। যাও তুমি জ্বালাতন কর না। দেখ্‌ছ না বেই আমার মেয়ে হয়ে মেয়ে মানুষ বনে গেছেন।

শরৎ। বটে!—তোমার বেই না কি?

স্নেহলতা। নিশ্চয়! যদি আমার কল কাটিতে পরে।

হরেন্দ্র। আপনি যখন বেই বলেছেন তখন আমি বোধ হয় বেন্‌ঠাকুরুন বলতে পারি?

স্নেহ। নিশ্চয় পারেন, আগে আমার চুক্তির কথা শুনুন্। যিনি আমার বেই হবেন তিনি পৈতাধারী কায়েত হবেন। মেয়ে বাসন মাজা, ঘর দোর পরিষ্কার করা, ভাতরাঁধা প্রভৃতি বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের হীন কাজ করতে বাধ্য হবে। একটু লেখাপড়া জানা থাকবে, এই।

হরেন্দ্র। নীহার নিশ্চয়ই আপনার কলকাটিতে পড়বে কিন্তু আমি উপবীত গ্রহণ করি নাই।

স্নেহ। সেকি? আপনি কায়েত? আগে জানতে পারলে বেই বলতুম না।

শরৎ। আপনি এত দিন পৈতা গ্রহণ করেননি কেন?

হরেন্দ্র। আমি বুঝতে পারিনা কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা!

শরৎ! বোঝবার চেষ্টাও বোধ হয় কোন দিন করেন নি।—

হরেন্দ্র। না।

শরৎ। মহাশয়! আমার কথা শুনুন। আমি নিজে পৈতা গ্রহণ করেছি, ছেলেদের পৈতা দিয়েছি। কোনও ছেলের বিয়েতে কপর্দ্দক গ্রহণ করিনাই কিন্তু উপবীত বিহীন কায়স্থের ঘরে সম্বন্ধ কোন দিন করবনা ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। বর্ত্তমানে তিনটী পুত্রবধূ ঘরে এসেছে, প্রত্যেক পুত্রবধূকে নিজ হতে তিন হাজার টাকার করে গয়না দিয়েছি, মালক্ষীরা সেই সকল গয়না পরে, গোবর ফেলে, বাসন মাজে, রান্নাকরে। আমি চাষিগেরস্থ আমার ঘরে দাসদাসী বা বামন বামণী পাবার উপায় নাই। আপনার মেয়ে যদি কষ্টকরে আমার বাড়ীতে থাকতে পারে এমত আপনি বোঝেন তবে বাইরে চলুন পাড়ায় ভদ্রলোক পাঁচ জন ডাকি পাকা কথা হয়ে যাক। কিন্তু বিয়ের পূর্ব্বে আপনাকে নিশ্চয়ই পৈতা নিতে হবে।

হরেন্দ্র। আদান প্রদানের বিষয়?

শরৎ। পাঁচটী হরিতকী ছাড়া আর কিছু দিতে পারবেন না। বাক্য রক্ষার জন্য অলঙ্কার বলে ২০০ টাকার মধ্যে একটা কিছু দেবেন।

হরেন্দ্র। এত অনুগ্রহ করলেন,—পৈতাটা ?

শরৎ! কেন আপনি পৈতা নিতে চাননা ?

হরেন্দ্র। না।

শরৎ। আমি সন্দেহ করব আপনি বোধ হয় গোয়ালা কি সদ্গোপ ছিলেন, কোনও প্রসঙ্গে কায়স্থ হয়ে গেছেন, সুতরাং সে ঘরের মেয়ে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে রাজী নই।

হরেন্দ্র। কায়স্থ, ক্ষত্রিয় আপনি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

শরৎ। আপনি কল্‌কাতায় থাকেন ঃ—বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের কার্য্যালয়ে, সম্পাদক মহাশয়ের নিকট যাবেন, তিনি বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র। সেত আমার বাড়ীর কাছেই।

শরৎ। এখন বিবেচনা করে দেখুন, যদি আপনি পৈতা গ্রহণে দ্বিজাচার সম্পন্ন হতে রাজী হন তবে শুভ সম্বন্ধ হতে পারে।

হরেন্দ্র। হাঁ—আপনি পাঁচ জনকে ডাকুন, পাকা কথা হউক।

শরৎ। চলুন বাইরে যাই।

স্নেহলতা। বেন তত্ত্বর কথাটা বলে তারপর বাইরে যাবেন।

হরেন্দ্র। বলুন ?

স্নেহলতা। চরকা একখানি।

হরেন্দ্র। অতি সামান্য কথা বেন

স্নেহলতা। আরও আছে ?

হরেন্দ্র! কি বলুন ?

স্নেহলতা। নমুনা দেব,—বে'নের হাতে কাটা সুতা পাঁচ সের। তাই দিয়ে আমার ছেলে কাপড় বুনে দেবে, আমি ও কত্তা পরব বুঝলেন ?

হরেন্দ্র। এইটা বড় বিপদের কথা বেন !

স্নেহলতা। তা জানি না, চাই—নতুবা বে-হবেনা।

হরেন্দ্র। আচ্ছা স্বীকার করে গেলুম।

স্নেহলতা। আমার নিয়ম বেনতত্ত্ব বিয়ের আগে তারপর বিয়ে হবে। তার প্রমাণ দেখতেই পেলেন, আমার সব আগে আগে চলে, যেমন বিয়ের আগেই আপনাকে বেই বলেচি, আপনার সঙ্গে কথা বলেছি !

হরেন্দ্র। কি বলব বেন, আপনার ব্যবহারে আর আলাপে বড়ই মুগ্ধ হয়েছি। এই বলিয়া হরেন্দ্র ও শরৎবাবু বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষরায়।

টাকার লোভ

পাকা দেখা হ'ল শেষ
জানিল দেশ বিদেশ
নিধুসনে বিলীসিনীর বিয়ে।
শুভদিনে শুভক্ষণে
পাড়া প্রতিবেশিগণে
স্নান করায় আদরিণী মেয়ে ॥
বরপিতা ধনপতি
আসি সেথা দ্রুতগতি
জ্ঞাপন কৈল কন্যার পিতায়।
শ্রীপুরের বাবুরাম
শুনিয়া নিধুর নাম
দুই হাজার বেশী দিতে চায় ॥
সেই টাকা নাহি পেলে
কেমনে বা দেই ছেলে
বিবাহ তো স্থগিত রাখা দায়—
জাত বুঝি যায় এবার
টাকার লোভ চমৎকার,
নিধি বিনা নিধু নাহি পায়।
টাকায় কারু যদুবাবু
খান তখন হারুডুবু
চারিদিক দেখেন অন্ধকার
মুখে নাম ইষ্ট দেবতার !
এ সময়ে আসি নিধু
যেন সিন্ধু পূর্ণ বিধু
কহিল—না মানি আমি বচন পিতার,
পণপ্রথা নহে কভু ইচ্ছা বিধাতার।
নাহি লব পণরূপে আপনার ধন,
ধার্য্যক্ষণে কন্যা তব করিব গ্রহণ ॥

সুযোগ্য সন্তান বাক্যে
পাইয়া বিবেক,
মৌনভাবে রহে পিতা
আঁখি অনিমেষ !—
"তথাস্তু" বলিয়া আজ্ঞা দিলেন তনয়ে।
সমাজ-কল্যাণ হ'ল—বিলাসিনীর বিয়ে ॥

শ্রীক্ষিতীশ কবিভূষণ।

নাম প্রবাহ

আকাশ যেমন অসীম, অনন্ত, তাহার নীলিমা তেমনি অসীম অনন্ত। বাঙ্গলার কবিসম্রাট যিনি, তাঁহারই কথায় আমাদের প্রাণের মাঝে যদি কোন দিন এই বাসনা জাগে যে, আমরা নীলিমাটুকু ছাঁকিয়া শুধু আকাশটীকে চাই তাহা হইলে দেখিব এই, যেখানে নীলিমা সেইখানে আকাশ—যেখানে আকাশ সেইখানে নীলিমা। নীলিমা ছাড়া আকাশ নাই এবং আকাশ ছাড়া নীলিমা নাই। তেম্‌নি এই বাস্তব জগতটাকে যদি আমরা ছাঁকিতে যাই তাহা হইলে দেখিব এই জগত ছাড়া নামে বৈ আর কিছু নাই - নাম ছাড়া জগতের অস্তিত্বটুকু নাই। জগতের প্রাণে ওতপ্রোতভাবে নামটী জাগিয়া আছে। এ নাম কোন নাম? এ নাম সেই নাম—যে নাম,—

"উদ্ধারের মন্দাকিনী—
শ্যামের সরল বাঁশীর সাড়া
মুমূর্ষুর এ সঞ্জীবনী
অন্ধ জনের নয়ন তারা।
শোকের প্রলেপ দুখের সাথী
জীবন মরণ সফল করে
আঁধার বুকের উজল বাতি
বলরে হরে কৃষ্ণ হরে।"

এই পূণ্য ভারতভূমির সকল যুগের ইতিহাস যদি আমরা খুলিয়া দেখিতে যাই তাহা হইলে দেখিব এই, ধর্ম্মের বিপ্লবের স্রোত যে ভাবেই প্রবাহিত হউক না কেন, এই নামের মধুর প্রবাহ স্নিগ্ধ নির্ম্মল বিরাম বিহীন মন্দাকিনী ধারার মতন চলিয়া আসিতেছে। এই নামপ্রবাহ জাগিল কোথায়—কোন্ যুগে? যখন গোলকবিহারী ভগবান নারায়ণ গোলক ছাড়িয়া গোকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। আমার নিবেদন এই, সেই যুগে কোন এক "নিরমল শারদীয় নিশিতে" বৃন্দাবনের রমণীর শিরোমণি" শ্রীরাধিকা, যমুনা-পুলিনে, শ্যামসুন্দরের মোহন বাঁশরীর রব শুনিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছো গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তাঁরে ॥

* * * *

আর শ্যামসুন্দর, মদনমোহন ও শ্রীরাধিকার প্রেমে আপনহারা হইয়া বলিয়াছিলেন,—

'উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা
রাধাময় হ'লো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥"

* * * *

প্রেমের এই মহামন্ত্র বহির্গত হইয়াছিল শ্যামসুন্দরের পোড়া বাঁশের বাঁশীতে। বংশ খণ্ডের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া রন্ধ্র বাহির হইয়াছে। পোড়া অঙ্গ দেখিয়া বিশ্ব জগতের লোক কেহ তাহাকে স্পর্শ করিল না; বিশ্বের কোন কাজে তাহাকে আনি না। দগ্ধপ্রাণে বংশখণ্ড পড়িয়া রহিল, জগতের একপাশে হাহাকার রবে। জগতের কোন কাজে আসিবে সে? আর কোথাইবা তাহার নিজের দগ্ধপ্রাণের মাঝে শান্তি! কিন্তু আমার দয়াল হরি, প্রেমের ঠাকুর যিনি, পতিত পাবন যিনি, দীনবন্ধু যিনি, তিনি পোড়া বংশখণ্ড খানিকে শ্রীঅধরে লইয়া রন্ধ্র দিয়া রাধা—রাধা নামে যে, প্রেমের ঝঙ্কার বহির্গত করিলেন তাহাতেই, এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়তন্ত্রীগুলি, ভগবদ্‌প্রেমে ও ভক্তিতে বাজিয়া নাচিয়া উঠিল। অধিক কি, মুরলীর একটী মুর্চ্ছনায় বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ পুলকে স্পন্দিত হইল,—ব্রজের সমস্ত নর নারী প্রেমে আপনহারা হইয়া শ্যাম দরশনে বহির্গত হইলেন, হইল তাঁহাদের শ্যাম-দরশন যমুনা-পুলিনে।

আর একটী কথা এই, প্রেম লইয়াত এই জগত। আর পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া এই জগতের মূল। রাধা শ্যামের—প্রকৃতি পুরুষের এই প্রেম বিহ্বলতার মধুর আনন্দ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—যেদিন বৃন্দাবনেকুঞ্জমাঝে রাসবিহারী বেশে শ্রীহরি রাসমঞ্চোপরে বামে হ্লাদিনী শক্তিরূপিনী শ্রীরাধিকাকে লইয়া মোহন মুরলীতে রাধা—রাধা নাম গাহিয়াছিলেন। আর শ্রীরাধিকাও শ্যাম আদরে আদরিণী হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটী চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা।
* * * তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বাধা॥"

* * * *

এই প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমরা বুঝিব এই, ভবভয়হারী যিনি, ভবপারাবারের কাণ্ডারী যিনি, সেই যশোদাদুলাল, যমুনাবিহারী শ্রীহরি বৃন্দাবনে বংশীধারী। তাই শ্রীরাধিকার প্রাণ-অবশ করা "অন্তরে-অন্তরে রাধা" নামটী জাগিল জগতে। বলিতে কি, এই পুণ্য ভারত ভূমে কৃষ্ণনাম জেগেছিল কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধে, যখন মহাযোগী রথীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইয়া অন্তিম মুহূর্ত্তে ভগবান নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিয়াছিলেন,—

"দয়াময়! ছিন্ন এবে সংসার বন্ধন
দেও শিরে পদ, মুখে দাও কৃষ্ণনাম,
আমি নহি ভীষ্ম, তুমি নহ বাসুদেব,
আমি ভক্ত, দেখিতেছি তুমি ভগবান
শঙ্খ চক্রধর হরি! পতিত পাবন
দেও শিরে পদ, মুখে দাও কৃষ্ণ নাম।"

সেই মধুর কৃষ্ণনাম যাহা এ পুণ্য ভারতভূমে মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে জাগরূক ছিল, সেই নাম কি এক সরল অলৌকিক, প্রেম ভক্তিতে মণ্ডিত হইয়া একদিন এই "সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমিতে জাগিয়া উঠিল। এই বঙ্গ ভূমিতে "নদীয়ার চাঁদ" প্রেমাবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই বাংলার মানুষকে যেদিন অবধি শিখাইলেন "এ যে নামের বৃন্দাবনে বসত করেন ব্রজের বঁধু।" শিখাইলেন, তিনি মানবে-মানবে, মধুর হরিনামে, আচণ্ডাল আলিঙ্গনে। উঠিল ভগবদ্ প্রেমের এক নব-প্রবাহ। এ প্রবাহে প্রথম ডুবিল নদীয়া—তাহার পর সমগ্র বঙ্গ; বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে উঠিল উচ্চ রোল—হরি বোল! হরিবোল! বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছিল এই জ্ঞান—যেখানে নাম, সেখানে ভক্ত; যেখানে ভক্ত সেইখানে ভগবান। আমার হরি, পতিত পাবন যিনি, ভবপারাবারের কাণ্ডারী যিনি, ভক্তবৎসল ভগবান যিনি, তিনি ভক্ত ছাড়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই ভক্তের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেছেন। ভক্ত যে জন প্রেমিক সুজন যে জন, সে জন ত নাম সাধনায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়া কোথায় তাহার আরাধ্য ধন, পতিতপাবন, মধুসূদন, এই বিশ্ব সংসার মাঝে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাই সে খুঁজিতেছে। অদৃষ্টে ঘটিবে কি তার শ্যামসুন্দরের দরশন? কে দিবে ইহার উত্তর? আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় বলিতেছে—যে জন নাম সাধনায় তৎপর হইয়াছে, যেজন ঐকান্তিকভাবে নামের জপমালা গ্রহণ করিয়াছে, সেজন নাম লইতে লইতে নাম "পরতাপে"ই বুঝিবে সে, দেখিবে সে,

এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রাণের মাঝে তাহার নন্দ-দুলালের বিকাশ, কোথায়? কোন্ খানে? এই যে সমীরণ বহিছে রহে-রহে, বিহগ গাহিছে মধুস্বরে, ফুলটী ফুটিছে সৌরভ-গরবে ভ্রমর এসেছে গুণ্ গুণ্ রবে; নবীন নীরদ পাশে দামিনী হাসিছে ফিরে ফিরে, পিকবধূ ডাকিছে পিউ-পিউ রবে, সরসী-বুকে কমলিনী দুলিছে সোহাগ-ভরে; নীলাম্বু সম্মিলনে কল্লোলিনী চলেছে হৃদয়ভরা কুলু-কুলু রবে, এই বিশ্ব সৃষ্টির আনন্দের অমিয়ধারা উচ্ছ্বসিত করিলেন যিনি, তিনি ত আমার শ্যামসুন্দর মদন-মোহন। তাঁহারই প্রেম-প্রেরণায় আনন্দে উঠিল জাগিয়া এই বিশ্বপ্রকৃতি। তাঁহারাই ত প্রাণের প্রেমের মূর্চ্ছনা আসিয়া লাগিল প্রকৃতির কোমল প্রাণে। এই উপলব্ধি যখন আসিবে ভক্তের প্রাণে, হোক্ তাহার দীনপ্রাণ দৈন্যদশায় ঘেরা—হোক্ তাহার জীর্ণ হৃদয়খানি শোক-তাপ-বিরহ-দুঃখে ভরা, তবুও ভগবনের অনুকম্পায় দেখিবে সে নয়ন ভরিয়া এ বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ সীমার মাঝে দূরে—অতিদূরে দিগন্তপ্রান্তে যেথায় কল্লোলিনী মিশিয়াছে প্রেমের মধুর সম্মিলনে নীলাম্বুর সাথে—সেই প্রেমের অপূর্ব্ব সম্মিলনের মাঝে কি মহান মধুর যুগল মিলন! মরি! মরি! নীলাকাশে নীলিমার গায়ে আমার নীরদবরণ, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, প্রেমের ঠাকুর যিনি, আনন্দময় যিনি, রসময় যিনি, তিনি সুবঙ্কিমঠামে, চূড়াটী বামে হেলাইয়া করে মোহনমুরলী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—আর তাঁহারই বামে দাঁড়াইয়া তাঁহারই প্রেমের হ্লাদিনী শক্তিরূপিনী শ্রীরাধিকা। মরি! মরি! কি এক অপূর্ব্ব অমিয় সম্মিলনে দুই অঙ্গ যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে গো! আর সেও আপনি আনন্দে বিভোর হইয়া এ ধরার মাঝে, প্রেমাশ্রু নয়নে, পুলকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিছে জয় নন্দ দুলাল কি জয়! জয় শ্রীরাধা কি জয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র (ভাগবত-ভূষণ)

চাঁদ রায়, কেদার রায়

যদিও নশ্বর দেহ মর্ত্ত্য সবাকার
হেরিবে না কেহ আর অবনীমণ্ডল,
তথাপি হে ভ্রাতৃদ্বয়, তোমরা অমর
আপন সুকীর্ত্তি বলে রবে চিরকাল।
দেশাত্মবোধ আর সধর্ম্মে ভকতি,
অতুল অপত্য স্নেহ মহাভ্রাতৃ-প্রেম,
প্রতিজ্ঞায় স্থির যেন ভীষ্ম মহামতি;
ভুলিতে স্বজাতি তব হবে না সক্ষম।
শুধু তোমা দোহা হৃদি সোনামণি তরে
মথে নাই, ঝরে নাই নয়ন আসার,
সেই সহ বীর দর্পে সমগ্র জাতিরে
কাঁদাইল, কাঁদাইবে কত কাল আর
জানিনা, বুঝিনা শুধু স্মরি দোহাকারে
কি যেন বেদনে আঁখি ঝরে অনিবার!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা।

বঙ্গজ কুলবিধির ক্রমিক পরিণতি

রাজা আদিশূর সম্বন্ধে কূলগ্রন্থের যে সব বচন পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—সেনরাজগণ রাজা আদিশূরের দৌহিত্র বংশজাত এবং কৌলীন্য নিয়ম প্রবর্ত্তনের সময় রাজা বল্লালসেন গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গদেশে নবাগত কায়স্থদিগের বাসস্থানের নিমিত্ত যে সপ্তবিংশতি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা গৌড়দেশান্তর্গত ছিল। সেই সময়ে কোন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রদ্বীপের নামোল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ হরিকেলের

অন্তর্গত রামপালে রাজা বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেব সমস্ত বাঙ্গলার অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রমাণিত হইয়াছে যে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। সেই পরীক্ষার দ্বারা সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কীয় কতিপয় জটিল সমস্যা মীমাংসিত হওয়ার পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বমত সমর্থনোপযোগী প্রমাণের অভাব বিদ্যমান থাকা প্রযুক্ত বঙ্গীয় সামাজিক ইতিহাস পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে কুলশাস্ত্র সমূহে যে রাশি রাশি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু নূতন ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোকে সে সমুদয়ই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তসত্ত্বেও কুল-শাস্ত্রের গুণগ্রাহী সমাজ-তত্ত্ববিদগণ তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত মতসমূহ পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস-যোগ্য মনে করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। বর্ত্তমানক্ষেত্রে মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবকে সমগ্র বাঙ্গালার অধিপতি স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাহার অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বঙ্গজ কায়স্থের সমীকরণ করিয়াছিলেন এবং হরিকেল (পূর্ব্ববঙ্গ) ও চন্দ্রদ্বীপের (দক্ষিণবঙ্গে) হিন্দু-সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাকে হিন্দুনৃপতিগণের মুকুটমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমনকি রাজা গণেশও যাহা করিতে পারেন নাই,—আর্য্যাবর্ত্তের কোনও হিন্দুরাজা যাহা করিতে পারে নাই, তিনি তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবে। অবশ্য দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের সময় চন্দ্রদ্বীপে পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এমন কোন তথ্য এ পর্য্যন্ত যদিও আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি হরিকেল (পূর্ব্ববঙ্গ) ও চন্দ্রদ্বীপ (দক্ষিণবঙ্গ) অধিকারভুক্ত থাকায় সমগ্র বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের উপর চন্দ্রদ্বীপাধিপতির অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করার সুবিধা থাকা প্রযুক্ত নূতন সমাজ সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু রাজা রমাবল্লভদেবের সময় বাকলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কায়স্থ সমাজকে চন্দ্রদ্বীপ সমাজ নামে অভিহিত করা হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত নহে। কারণ রমাবল্লভদেব প্রাগুক্ত দুই নৃপতির তুল্য ক্ষমতাশালী ছিলেন না। কেবল চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যই তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে বঙ্গজ-সমাজের একাংশ এই

নূতন নামে সম্ভবতঃ পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রমাবল্লভদেব তদীয় অগ্রজ মহেন্দ্রদেবের পর পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমভাগে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। দনুজমর্দ্দনদেব কর্ত্তৃক হরিকেল হইতে কুলীন কায়স্থদিগকে প্রথম চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরবসুর কুলোদ্ধার আখ্যায়িকা ইহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল :—

পুরবসু কন্যা দিলা রাজা দনুজকে।
তক্ষকে দংশিল যেন পরীক্ষিত নৃপকে॥
নির্ম্মল কুলেতে হৈল শূরের আশ্রয়।
হাঁস, ভাঞি পুত্র আদি দেখে সুদুর্জ্জয়॥
বৃদ্ধকালে বসুবরে হৈল মানহানি।
বনমালী পুর-গৃহে গেল হেন শুনি॥
ভ্রাতা দেখি পুরবসু করিলা রোদন।
বনমালী কহেন—জ্যেষ্ঠ, ভাব কি কারণ॥
তুমি আমি দুইজনে হইনু মিলন।
কি করিতে পারে দেখি যতেক কুলীন॥
ঘরে অন্ন ভুঞ্জাইব সকল বংশকে।
শুভঘোষ ভাণ্ডুকীকে মতে রাখ আগে॥
স্থির হৈলা পুরবসু ভ্রাতার আশ্বাসে।
মন্ত্রণা করিলা তবে দনুজরাজ পাশে॥
রাজনীতি উপস্থিত করিলা রাজন।
ডাকিয়া আনিলা কুলশ্রেষ্ঠ যত জন॥
দনুজ রাজার জন্য কুলীন সব খাইল।
ধন্য ধন্য বনমালী সবে প্রসংশিল॥

উদ্ধৃত পদ্যাবলীতে তৎকালীন বঙ্গীয় কায়স্থদের সামাজিক অবস্থার অতীত চিত্র যত্নের সহিত অঙ্কিত করা হইয়াছে। কুলশ্রেষ্ঠগণের কুল কন্যাগত ছিল। মহারাজ দনুজমর্দ্দন যবনগর্ব্ব খর্ব্বকারী ও যবন সাম্রাজ্য বিধ্বস্তকারী প্রবল প্রতাপান্বিত বঙ্গের একছত্র অধিপতি হইয়াও বল্লালকৃত কুলবিধির পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় দিয়াছিলেন। কুলীন প্রধানগণ স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি ও প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কৌলীন্যরূপ শ্রেষ্ঠ আসন হইতে

স্খলিত অতি বৃদ্ধ পুরবসুর কুলোদ্ধার সুকৌশলে রাজনীতির পরিচালনা দ্বারা সম্পাদন করিয়া লইলেন। কুলবিধির অবমাননা জনিত আন্দোলন বিকাশ প্রাপ্তির অবকাশ পাইল না। অঙ্কুর উদ্গমের পূর্ব্বেই বিলীন প্রাপ্ত হইল। বিপর্য্যায় বিবাহ অথবা উপর্য্যুপরি তিন পুরুষ নিকৃষ্ট বংশের দৌহিত্র হইলে, কুলীন কক্ষচ্যুত হইয়া কুলজ বা বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হওয়ার কলঙ্ক তখনও ছিল না। তৎকালে বংশবিশুদ্ধি রক্ষা করা ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। ৭ম পর্য্যায়ের অর্হপতি বসুর সঞ্জয় (সাঁজ), রাঘব, পুর ও বনমালী নামক চারি পুত্রের উল্লেখ ঘটক গ্রন্থে দেখা যায়। তন্মধ্যে পুরবসুর কুলোদ্ধার ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা সঞ্জয় ও রাঘববসুর নামোল্লেখ না থাকাতে বলা যাইতে পারে যে মহারাজ দনুজমর্দ্দনের সময়েও হরিকেলের শ্রেষ্ঠত্ব কুলীন প্রধানগণের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। মহারাজ আদিশূর প্রদত্ত পূর্ব্ব জন্মস্থান ত্যাগকারীদিগের পক্ষে ই। অপ্রীতিকর মনে হইত। পুরেন্দ্র কনিষ্ঠ বনমালীর (যিনি গাভ, বৎস ও পৃথ্বীধর বসুর আদি বলিয়া পরিচিত) অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম অনুকরণীয়। যখন আমরা দেখিতে পাই কৌলীন্য মর্য্যাদা সম্ভূতঃ পিতা পুত্রে কলহে — বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে কাপের সৃষ্টি করিয়াছে। তখনই আমরা নিত্য নূতন ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ভীত হইয়া পড়ি।

রাজা পরমানন্দের সমাজ-সংস্কারের কাল নিরূপিত হইলে বাজু ও কতেয়াবাদ সমাজ সংস্থাপনের কালও নির্দ্দেশ করা কঠিন সমস্যারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। মৈত্রী ও স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত বাজুদেশের সার্ব্বভৌম জমিদার সঙ্ঘ তাঁহার নব উদ্ভাবিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচলিত কুলবিধির মূলে কুঠারাঘাত করার মানসে পৃথক্ সমাজ সংস্থাপন করিয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। ক্ষাত্রবীর্য্য দীপ্ত রাজা মুকন্দরাম রায় চন্দ্রদ্বীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পৃথক্ সমাজ সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কুমার পরমানন্দ রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা জয়দেবের দৌহিত্র ; প্রমাণ ঘটক কারিকা, যথা—

তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেব মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালঃ সেনবংশ সমুদ্ভবঃ॥

প্রতি শতাব্দী তিনপুরুষ হিসাবে ধরিলে, রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের প্রায় ১৫০ বৎসর পরবর্ত্তি ১৫ পর্য্যায়ের রাজা পরমানন্দ হইতেছেন। পরমানন্দ ৮ পর্য্যায়ের পুরবসু হইতে উদ্ভূত। এই বর্ণিত বিষয়কে একমাত্র অখণ্ডনীয়

প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিয়া কয়েকটী ঐতিহাসিক তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বিষয়টীর সম্পর্কিত ও অন্তর্নিহিত কুটতর্কের সমাধান মানসে পঞ্চদশ শতাব্দিতে আবির্ভূত খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের এবং সমাজপতিদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল।

কথিত আছে যে, রাজা পরামানন্দ গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি হোসেন শাহের মন্ত্রী ১০ পর্য্যায়ের মহাত্মা পুরন্দর খাঁর দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে প্রবর্ত্তিত কুল নিয়মের অনুকরণে পর্য্যায় প্রথার প্রচলন চন্দ্রদ্বীপ সমাজে করেন। হোসেন শাহের রাজত্ব কাল ১৪৯৩—১৫১৯ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাজা পরমান্দ রায় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন এরূপ বলা যায় না। কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয় হইতে তিনি পুরন্দর খাঁর পরবর্ত্তি কালে প্রমাণিত হইতেছেন। অতএব তিনি সমাজ সংস্কার ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের পরে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আইন-ই-আকবরিতে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিংশৎ বৎসরে সরকার বাঙ্গলাতে যে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহাতে রাজপুত্র পরমানন্দ রায় ও অনেক লোক একটী দেবমন্দিরের উপরিভাগে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরি প্রণেতা সম্ভবতঃ ভুলবশতঃ পঞ্চবর্ষীয় বালক রামচন্দ্র রায়ের পরিবর্ত্তে পরমানন্দ রায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে সন্দেহ না করাই উচিত। যেহেতু ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা পরমানন্দের পৌত্র বীরশ্রেষ্ঠ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় মাসুম কাবুলীর সহিত সাহবাজ খাঁর যুদ্ধকালে সাহাবাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া আইন-ই-আকবরি প্রণেতা তাঁহাকে নারায়ণ ভৌমী (ভূঞ্জী) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় সনদ্বীপের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিখ্যাত পাদ্রী ফন্‌সেকো ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে ১৫৯৮—১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় অষ্টম বর্ষীয় বালক। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্ররায়ের বিবাহের প্রস্তাবনা চলিতেছিল, উক্ত ফন্‌সেকোর বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায়। রাজা পরমানন্দ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পর্য্যায় প্রথার ও তন্নির্দ্দিষ্ট ভ্রষ্টস্থানে বাস হেতু কৌলীন্যরূপ উচ্চ আসন হইতে অবনমিত হওয়া বিধির অসারতা তদীয় প্রপৌত্র রামচন্দ্র রায়ের চণ্ডীখানের রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়াতে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বস্তুতঃ মৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত বাজুদেশের সার্ব্বভৌম জমিদারসঙ্ঘ

ও স্বাধীনতা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত যশোহরের রাজবংশ পরমানন্দ কৃত কুলনিয়ম প্রচলনে বাঁধা দেওয়া ও তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করা বিধেয় মনে করিয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বো বর্ণিত বিষয় হইতে বলা যাইতে পারে যে শ্রীখণ্ডের মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়, পরমানন্দ আত্মজ রাজা জগদানন্দের সমসাময়িক। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গৌড়ের স্বাধীন ভূপতি দায়ুদ শাহের প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদ্ ছিলেন। দায়ুদ শাহের রাজত্বকাল ১৫৭২—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তৃক যশোহর সমাজ সংস্থাপন ১৫৭২—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে হইয়াছিল এবং পরমামন্দ রায় ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অযুক্তিকর নহে। সামাজিক গ্রন্থাদিতে যে যশোহর সমাজ সংস্থাপনের তারিখ দৃষ্ট হয় তাহা প্রমাণ অভাবে অবিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে হইবে। যশোহর সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ষোড়শ শতাব্দির মধ্য ভাগে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ শূরের সময়ে দিল্লীর বাদসাহ ইসলাম শাহের রাজত্বকালে বাজুসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল মধ্যে ফতেয়াবাদে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি আছে যে বিক্রমপুরের রাজবংশের আদিপুরুষ নিমুরায় কর্ণাট প্রদেশ হইতে আকবর বাদশাহের রাজত্বের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান সংস্থাপন করেন। খ্যাতনামা চাঁদ রায় কেদার রায়ের পূর্ব্বে নিমুরায়ের বংশোদ্ভূত অপর কেহ সমস্ত বিক্রমপুরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে বিক্রমপুরের সমাজপতির পদে বরণ করার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় পরিব্রাজক "রালফ্ কিচের" ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীখণ্ড ও বিক্রমপুরের ভূপতিগণ জালাল উদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতএব ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে বিক্রমপুর সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ বিদ্যমান নাই। উপসংহারে বলিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবলীতে বাঙ্গালার কায়স্থ ভূপতিগণের কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষিত করিতেছে। যদিও এই ক্ষত্রবীরগণ যজ্ঞসূত্র কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হওয়া বা ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম গুণ যুদ্ধ বিদ্যা করচ্যুত হয় নাই পরন্তু

ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য্য প্রকাশ করিতে তাঁহারা কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। বাঙ্গালীর গৌরবস্থল কায়স্থ-জাতি। তাহার জাতীয় পত্রিকারও বিশেষত্ব রক্ষা করা কায়স্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিতে হইবে।*

শ্রীশ্রীশপদ নেউগী

সুমনাদেবী

সম্যক্ সম্বুদ্ধ "বিপস্সী" (বিদর্শী) জগতে উৎপন্ন হইলে তাঁহার পিতা বন্ধুমতী-রাজা চিন্তা করিলেন, আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বুদ্ধ হইয়াছেন, এবং দ্বিতীয় পুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিতপুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক, অন্যান্য ভিক্ষুগণও আমার পুত্রের গৃহী-অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং এখন তাঁহাদের ভারও আমার উপর। আমিই তাঁহা-দিগকে চতুপ্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থান করিব, অন্য কাহাকেও অবকাশ প্রদান করিবনা, এই ভাবিয়া বিহারের দরজা হইতে যাবৎ রাজগৃহের দরজা খদির প্রাকার পরিক্ষেপ করত বস্ত্রের দ্বারা প্রতিচ্ছাদিত করাইয়া, বিচিত্র সুবর্ণ-তারকে ও সমলম্বিত পুষ্পদামে প্রতিমণ্ডিত করাইয়া, নিম্নভূমিতে বিচিত্র আস্তরণ বিছাইয়া, অভ্যন্তরে উভয়পার্শ্বে মালাযুক্ত পূর্ণঘট দ্বারা সুশোভিত করত, সকল মার্গ সুবাসিত করিবার জন্য সুগন্ধান্তরে পুষ্প ও পুষ্পান্তরে সুগন্ধ স্থাপন করাইয়া ভগবানকে কালারোচন করিলেন।

ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া যবনিকান্তরাল দিয়া রাজগৃহে গমন পূর্ব্বক ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে বিহারে প্রতিগমন করিতেন। কিন্তু অন্য কেহই ভগবর্দ্দর্শন লাভ করিতে পারিত না। তখন নগরবাসীরা ভাবিলেন—জগতে যে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা অদ্য সাত মাসাধিক সাত বৎসর। অদ্যাবধি আমরা ভগবর্দ্দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিনা, ভিক্ষা প্রদান করিবার, পূজা করিবার

* শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় "পুরবঙ্গের কুলোদ্ধার" বিষয়ে যে কবিতা উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুথি কোথায় কাহার নিকট আছে, কিছুই লেখেন নাই, অথচ যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতিকে এতদিন দনুজর্দ্দনদেব বলিয়া ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে ইনি একটী কবিতাদ্বারা শূরবংশীয় বলিতেছেন। ইহাতে যে কতদূর ঐতিহাসিক সমস্যা উপস্থিত হইল তাহাই এখন বিশেষ চিন্তনীয় বিষয়। কাঃ সঃ সং

এবং ধর্ম্মশ্রবণ করিবার কথাই বা কি? রাজা স্বয়ংই উপস্থান করিতেছেন।

শাস্তা সদেবক-মনুষ্যলোকে অর্থ বা হিতের জন্যই উৎপন্ন। কেবল রাজার জন্য নিরয় উষ্ণ এবং অন্যের জন্য নীলোৎপল সদৃশ নহে [অর্থাৎ এক মাত্র রাজা যে পূজা করিবেন তাহা নহে] চলুন, আমরা রাজসন্নিধানে যাইয়া এ'বিষয় বিজ্ঞাপিত করি, যদি আপনাদিগকে বুদ্ধোপসনার অবকাশ প্রদান করেন ভালই, যদি না করেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া হইলেও বুদ্ধোপসনা এবং সংঘদানাদি পুণ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তাঁহারা আবার মনে করিলেন, কেবল আমরা নগরবাসী এইরূপ যুদ্ধ করিতে পারিবনা, আমাদিগকে এক জন অগ্রণী গ্রহণ করা উচিত। এই মনে করিয়া সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিন্! আপনি আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন, অথবা রাজার পক্ষ? উত্তর—আমি আপনাদের পক্ষাবলম্বন করিব। কিন্তু বুদ্ধোপস্থানের জন্য প্রথম দিবস আমাকে অবকাশ প্রদান করিতে হইবে।

তাঁহারা সেই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—রাজন্! আপনার নগরবাসীরা কুপিত হইয়াছেন। 'কেন কুপিত হইল'? কেবল আপনিই শাস্তাকে উপস্থান করিতেছেন, নগরবাসীরা উপস্থান করিবার অবকাশ লাভ করিতেছেন না বলিয়া কুপিত হইয়াছেন যদি এখনও অবকাশ লাভ করেন, আর কুপিত হইবেনা, যদি লাভ না করেন, তাঁহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। রাজা বলিলেন—তাহা হইলে যুদ্ধ করিব, তথাপি সেই অবকাশ প্রদান করিব না। রাজন! আপনার দাসভূত 'আমরা' আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আপনি কাহাকে নিয়া যুদ্ধ করিবেন? অতঃপর রাজা নগরবাসী ও বলবান এবং সেনাপতিও তাঁহাদের পক্ষে এই বিষয় অবগত হইয়া, পুনঃ সপ্তমাসাধিক সাত বৎসর কাল আমাকে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ উপস্থান করিতে অবকাশ প্রদান করুন, বলিয়া যাচ্ঞা করিলে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন না। রাজা পুনঃ ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই এবং একবর্ষ পর্য্যন্ত যাচ্ঞা করিলেও তাঁহারা সম্মতি প্রদান করিলেন না। রাজা পুনঃ সাত দিবসের জন্য যাচ্ঞা করিলেন। নগরবাসীরা চিন্তা করিলেন, এখন রাজার সহিত অতি কর্কশ ব্যবহার করা উচিত নহে। কাজেই সাত দিবসের জন্য অবকাশ প্রদান করিলেন।

রাজা সপ্তমাসাধিক সপ্তসংবৎসরের জন্য সজ্জিত দানীয় বস্তুরাশি সাত দিবসাভ্যন্তরেই বিসর্জ্জন করিলেন। ছয় দিবস পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে দিলেন না এবং সপ্তম দিবসে নগরবাসীকে ডাকাইয়া বলিলেন;—তোমরা এবম্বিধ দান প্রদান করিতে সমর্থ হইবে কি? সসম্মানে, আমাদের দ্বারা রাজার ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ মনে করিয়া সমর্থ হইব বলিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন।

তখন রাজা হস্তপৃষ্ঠে অশ্রু মুচিয়া, ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, প্রভু! আমি আটষট্টি সহস্র ভিক্ষুকে অন্যের উপর বার (পালা) না করিয়া যাবজ্জীবন চতুপ্রত্যয়ের দ্বারা সৎকার করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন নগরবাসীদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, আমি তাঁহাদের জন্য দানাদি পুণ্য-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেছিনা; তাঁহারা কুপিত হইতেছেন। সুতরাং আগামী কল্য হইতে তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

অতঃপর দ্বিতীয় দিবসে সেনাপতি মহাদান সজ্জিত করিয়া নিষেধ আজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে প্রহরী স্থাপন করিলেন যে "অদ্য কেহ দান দিতে না পারে।". সেই দিন শ্রেষ্ঠিধীতা পঞ্চশত সহচরীর সহিত ক্রীড়া করিয়া আসিলে—শ্রেষ্ঠিভার্য্যা বলিলেন:—মাতঃ! আজ যদি তোমার পিতা জীবিত থাকিত, আমরাই প্রথমত দশবলকে ভোজন করাইতাম।

মা! আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। অদ্য যাহাতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘ আমাদের ভিক্ষা প্রথম ভোজন করেন তাহাই করিব।

তখন শ্রেষ্ঠিধীতা সর্পি, মধু, এবং শর্করা দ্বারা নিরুদক পায়স মহামূল্য রাঙ্কনভাজনে পূর্ণকরত অন্য পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া, তাহা সুমন পুষ্প-মালায় বেষ্টন পূর্ব্বক সুমনমালাপিণ্ড সদৃশ করিয়া, ভগবান ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশন বেলায় দাসীগণ পরিবৃতা স্বয়ংই তাহা শিরোপরি লইয়া বাহির হইলেন। রাস্তার মধ্যে সেনাপতির প্রহরিগণ, "মা! এখান হইতে আর যাইওনা বলিলে"—কেন আপনারা আমাকে যাইতে দিতেছেন না? "মাতঃ! অদ্য কাহারও খাদ্য ভোজ্য দান বারণ করিবার জন্য সেনাপতি কর্ত্তৃক আমরা আদিষ্ট হইয়াছি।"

আপনারা আমার হাতে কি দেখিতেছেন? মালাপিণ্ড দেখিতেছেন? "মালাপিণ্ড দেখিতেছি। আপনাদের সেনাপতি মাল্যপূজাও করিতে দিবেন না? তজ্জন্য কোন আপত্তি নাই" তাহা হইলে অবকাশ দিন্।

তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া, প্রভো ! দাসীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া এই মালাপিণ্ড গ্রহণ করুন। ভগবান সেনাপতির প্রহরীর দিকে অবলোকন করিয়া তদ্দ্বারা সেই মালাপিণ্ড গ্রহণ করাইলেন।

তৎপর শ্রেষ্ঠিধীতা ভগবানের পাদমূলে পতিত হওতঃ অভিবাদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন ;—প্রভো ! জন্মান্তরে উৎপন্ন কালীন "আমার স্মৃতিহীন জীবন না হউক" এই "সুমন মালার ন্যায় উৎপন্ন, উৎপন্ন স্থানে প্রিয়া হই" এবং "আমার নামও সুমনা হউক"। ভগবান এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া "সুখিনী হোহি"—'সুখিনী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পুনঃ অভিবাদন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর ভগবান সেনাপতি-গৃহে গমন করিয়া প্রজ্ঞাপ্তাসনে উপবেশন করিলেন। সেনাপতি প্রথমতঃ যাগু প্রদান করিবার জন্য আসিলে, শাস্তা হস্তদ্বারা পাত্রের মুখ ঢাকিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন মনে করত সেনাপতি বলিলেন—প্রভো ! ভিক্ষুসংঘ উপবেশন করিয়াছেন।

শাস্তা বলিলেন—অন্তরমার্গে আমার লব্ধ পিণ্ডপাত আছে। তখন সেই মালাপিণ্ড হইতে মালা অপনীত করিয়া কাঞ্চনভাজনে পায়স দেখিতে পাইলেন। তখন সেনাপতির প্রহরী বলিল স্বামিন্ ! পুষ্পমালা বলিয়া সেই রমণী আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। সেই পায়স বুদ্ধপ্রমুখ সমস্ত ভিক্ষুসংঘের প্রচুর হইয়াছিল। সেনাপতিও নিজের সংগৃহীত দানীয় বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। শাস্তা ভোজনকৃত্যপর্য্যাবসানে মাঙ্গল্য ধর্ম্মদেশনা করিয়া প্রস্থান করিলে—সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পিণ্ডপাত কে প্রদান করিয়াছিল ? স্বামিন্ ! শ্রেষ্ঠিধীতা। সাধু ! এইরূপ বুদ্ধমতী রমণী গৃহে বাস করিলে পুরুষের স্বর্গ সম্পত্তি দুর্ল্লভ হইবে না। এই ভাবিয়া তাঁহার পানিগ্রহণ করতঃ প্রধানা স্ত্রীত্বে বরণ করিলেন।

তখন সেই স্ত্রী যাবজ্জীবন শ্রেষ্ঠিগৃহে এবং সেনাপতিগৃহে সবিস্তর অর্থব্যয়ে তথাগত সৎকারাদি পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেহান্তে ষষ্ঠ কামাবচর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎপত্তি ক্ষণেই সমস্ত দেবলোক পরিপূর্ণ জানুপ্রমাণ সুমন পুষ্পবর্ষা বর্ষিত হইয়াছিল। দেবতারা ভাবিলেন—ইঁহার নাম ইনি নিজেই লইয়া আসিয়াছেন ; সুতরাং সুমনা নামেই অভিহিতা করিলেন। সেই সুমনা দেবতা উৎপন্ন, উৎপন্ন স্থানে অবিজহিতা সুমনবর্ষানুসারে দেবমনুষ্য লোকে একানব্বই কল্প সঞ্চরণ করিয়া সুমনা নামেই ছিলেন।

এই সময়ও (আমাদের মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের কালে) কোশল রাজার অগ্রমহিষীর কুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিবসে অন্যান্য কুলেও পঞ্চশত কুমারী প্রতিসন্ধিগ্রহণ করিয়া সমস্ত কুমারী একদিবসেই মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রমিত হইলে জানুপ্রমাণ সুমন পুষ্প-বর্ষা বর্ষিত হইয়াছিল। রাজা তর্দ্দশনে ভাবিলেন, এই কন্যা প্রার্থনাকৃতা হইবে, নচেৎ এইরূপ পুষ্পবৃষ্টি সম্ভব নহে, এইমনে করতঃ সন্তুষ্ট হইয়া আমার ধীতা নিজ নাম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং সুমনাই তাঁহার নাম করিলেন।

এক সময় ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠির আরামে বাস করিতেছিলেন। অতঃপর সুমনা রাজকুমারী পঞ্চশত রথারোহী কুমারীগণ পরিবৃতা হইয়া, যেখানে ভগবান বাস করেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন ; একপ্রান্তে উপবিষ্টা রাজকুমারী ভগবানকে এইরূপ বলিলেন ঃ—

প্রভো ! এজগতে আপনার সমশীলবান, সমশ্রদ্ধাবান, সমপ্রজ্ঞাবান দুইজন শ্রাবক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন দাতা, একজন অদাতা। তাঁহারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন। দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব বা নানা-কারণ হইবে কিনা ?

সুমনে ! হইবে। সুমনে ! যে দাতা সে দেবত্ব প্রাপ্ত হইাও অপর অদাতকে পঞ্চকারণ দ্বারা অধিগৃহীত করিবে, (বা দাতা ব্যক্তি অদাতা ব্যক্তি হইতে অধিকতর লাভবান হইবে।) যেমন ঃ—দিব্য আয়ু, দিব্যবর্ণ, দিব্যসুখ, দিব্যযশঃ, দিব্য আধিপত্যের দ্বারা। যে ব্যক্তি দাতা সে অপর অদাতাকে এই পঞ্চ কারণে অধিগৃহীত করিবে।

প্রভো ! যদি তাঁহারা দেবত্ব হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব বা নানা কারণ হইবে কি না ?

সুমনে ! হইবে ! সুমনে ! যে ব্যক্তি দাতা সে অপর অদাতাকে পঞ্চ কারণে অধিগৃহীত করিবে। যেমন—মানুষিক আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশঃ এবং আধিপত্যের দ্বারা। যে দাতা সে অপর অদাতাকে এই পঞ্চ কারণে অধিগৃহীত করিবে।

প্রভো ! যদি তাঁহারা উভয়ে আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজিত হন, তাহা হইতে তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নানা কারণ হইবে কি না ?

সুমনে! হইবে। সুমনে! দাতাব্যক্তি অপর অদাতাকে প্রব্রজিত হইয়াও পঞ্চ কারণে অধিগৃহীত করিবে। দাতাব্যক্তি অপরের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া, বহুল চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলান-প্রত্যয়, ভৈষজ্যাদি পরিষ্কার পরিভোগ করিবে। অপ্রার্থিত ভাবে অল্পমাত্র পরিভোগ করিবে। যদি কোন সব্রহ্মচারীর সঙ্গে বিহরণ করে তাহাহইলে মনোজ্ঞ বহুল কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম্ম [দশ-কুশল কর্ম্ম সম্বন্ধে] আলাপ করিবে এবং মনোজ্ঞ বহুল উপহার আহরণ করিবে, অমনোজ্ঞ অল্পমাত্র উপহার আহরণ করিবে। সুমনে! দাতাব্যক্তি অমুক অদাতাকে এই পঞ্চ কারণে অধিগ্রহীত করিবে।

প্রভো! যদি তাঁহারা উভয় তৃষ্ণাক্ষয়ে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিষেশত্ব বা নানাকরণ হইবে কিনা?

সুমনে! আমি এস্থলে কোন নানাকারণ বলিব না, যেমন—বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্তি।

প্রভো! আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! দেব, মনুষ্য এবং প্রব্রজিতের উপকার-ভূত এইরূপ পুণ্যরাশি সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য!

হাঁ সুমনে! তাহা এই দেব মনুষ্য প্রব্রজিতের উপকারভূত পুণ্যরাশি সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্যই। ভগবান এইরূপ বলিয়া দানের প্রসংশা করত এইগাথা সমূহ বলিয়াছিলেন—

নভো পথে বিমলেন্দু নক্ষত্র আভায়—
গমন কালীন যথা বিরোচিত হয়,
সেইরূপ শ্রদ্ধাবান শীলবন্ত জন
কার্পণ্য বিনাশী ত্যাগে সুশোভিত হন।
চঞ্চলা চপলা খেলি মেঘ গরজিয়া—
উচ্চ নীচ মহীতল পূরে বরষিয়া,
সেইরূপ জ্ঞানবান বুদ্ধ-সুতগণ,
পাঁচটী কারণে করে কৃপণে দমন।
আয়ুঃ যশঃ বর্ণ সুখ ভোগ পরিবৃত—
হ'য়ে দাতা পরে দিব্যে হইবে মোদিত।

সুত্ত সঙ্গ হট্‌ঠ কথার উৎপত্তি-কাহিনী সহ সুমনা সমাপ্ত।

শ্রীমৎ ধর্ম্মতিলক ভিক্ষু।

সমালোচনা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এখানি আদি ব্রাহ্মণ-সমাজের মুখপত্র। প্রতি মাসে নিয়মিতই প্রকাশিত হয়। ২১শ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা পাইয়াছি। এই সংখ্যায় মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "আদিশূর-পরিচয়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে ইনি আদিশূরের জাতি নির্ণয়ে নূলো পঞ্চাননের কবিতার সম্মান রক্ষার জন্যই যেন বেশী যত্নবান হইয়াছেন—পরন্তু এই আদিশূরের জাতি বৈদ্য নির্দ্ধারণ করিতে সমধিক প্রায়াস করিয়াছেন মনে হয়। যে বৈদ্যজাতির অস্তিত্ব ভারতের অন্য কোথায় দৃষ্ট হয় না এবং এই বঙ্গদেশেও স্বতন্ত্র জাতিরূপে পূর্ব্বকালের ঐতিহাসিক বিবরণে দৃষ্ট হয় না, সেই জাতিতে আদিশূর অম্বষ্ঠবৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও রাজা বলিয়া আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিতে যত্ন করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার লিপি শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত জনের লেখনী প্রসূত হইলেও আমরা তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। যেহেতু উহাতে ঐতিহাসিকতা আদৌ স্থান পায় নাই।

মহর্ষি ভুবনমোহন। শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। পোষ্ট ও গ্রাম—নটাখোলা, জেলা ঢাকা, গ্রন্থকারের নিকট এবং দিনাজপুরে "দিনাজপুর পত্রিকা" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকের প্রথম ছয় অধ্যায় আমাদের এই পত্রিকায়েই প্রকাশিত হইয়াছিল। চিরকুমার ভুবনমোহনের ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মে বিশ্বাস, আর্ত্তের আশ্রায়দানে, দেশসেবায় এবং সত্যবাদিতায়, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, শাসক শাসিত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং ব্যবহারে আনন্দ লাভ করিত। গ্রন্থকার মহর্ষির জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যেমন দেশাদেশান্তরের পাঠকবর্গের নিকট তাঁহার অমৃতগর্ভ উপদেশ ও সন্নীতির বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তেমন বর্ত্তমান জগতের বরণ্যনেতা মহাত্মাগান্ধীর প্রবর্ত্তিত সমদর্শিতা ও অহিংসা যে বহুপূর্ব্বেই পুণ্যশ্লোক মহর্ষি ভুবনমহনের জীবনের ব্রতছিল তাহা লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এজন্য আমরা জীবনচরিত খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ দত্ত। শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু প্রণীত। ডবল্ ক্রাউন্, ১৬ পেজী, ৬৭ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা।

প্রবোধ বাবু নিরব সাহিত্যসেবী হইলেও তাঁহার এই প্রথম লিখিত যে উপহারখানি পাইয়াছি, তাহা পড়িয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। যদিও তিনি জীবন লিখিতে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার উপমা অলঙ্কার বা শব্দ বিন্যাসে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য হয় নাই; পরন্তু যে প্রকার প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গালায় নীতিশীল, সমাজতত্ত্ববিদের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সকলকেই একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানি ৭৬।২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। কোন মূল্য লিখিত নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলন ঃ—

আগামী ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর (বাং ১০ই ও ১১ই পৌষ) বৃহস্পতি ও শুক্রবার "নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলন" হইবে। এই মহাসম্মেলনে অষ্টাদশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ তাঁহাদের নাম ঠিকানা অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে গয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। গয়াক্ষেত্র হিন্দুর পিতৃকৃত্যের মহাতীর্থ; তাহাতে আমাদের এই মহামিলনের মধ্যে চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা উভয় পুণ্যতিথিও পড়িয়াছে। ইহাতে আমাদের আশা হইতেছে ধর্ম্মপ্রাণ সভ্যবৃন্দ পিতৃশ্রাদ্ধের এমন সুযোগ যেমন পরিত্যাগ করিবেন না—তেমন সমস্ত ভারতীয় কায়স্থনেতৃবৃন্দের একত্র সম্মেলনের সুযোগও পরিত্যাগ করিবেন না। যাঁহারা গয়ায় যাইবেন, আমাদিগকে এখন হইতে জানাইলে, তাঁহাদিগকে আমরা, নিমন্ত্রণ পাঠাইতে পারিব। প্রতিনিধিবর্গের আহার ও অবস্থানের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতিই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছেন। সভ্যগণকে সভাধিবেশনের ব্যয় নিমিত্ত মাত্র ২৲ টাকা দিলেই হইবে।

কলিকাতা হইতে গয়া ২৯২ মাইল। দিবারাত্রে হাবড়া হইতে গয়া যাইতে ৫ খানি ট্রেণ আছে। ভাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ২৪৷৵৯, এবং মধ্যম শ্রেণীর ১২৵৮ পাই; ইহা বড়দিনের বন্ধের Concession Fares. পরন্তু এই ভাড়ায় মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী Mailএ যাইতে পারিবেন না। তৃতীয়শ্রেণীর কোন প্রকার ভাড়া কম হয় নাই।

চিত্রগুপ্ত পূজা ঃ—

এবার ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায়, পাবনার মোক্তার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম-মজুমদার শয্যাগত পীড়িত থাকিলেও ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের অর্চ্চনার ব্যক্তিক্রম করেন নাই, স্বয়ং রীতিমত ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছেন।

প্রচার ঃ—

স্বজাতির নিয়ত উন্নতিকামী স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা পাবনার অন্তঃপাতী "পুঠিয়া-কায়স্থ-শাখা-সমিতি" হইতে আহুত হইয়া বিগত ১লা শ্রাবণ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথসরকার বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেনীমাধব চাকী বর্ম্মমহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় সমাজের উন্নতি ও কল্যাণকর বিষয়গুলি উপস্থিত ভদ্র মহাশয়েরগণকে বক্তৃতা দ্বারা বিষদভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভায় উপস্থিত রূপনাই, সোনতলা, হরিনাথপুর, নবগ্রাম, হেমন্ত-বাড়ী, ঘোরজান, বাচড়া, ছেঁচানিয়া প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণের মধ্যে অধিকাংশই উপনয়ন গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, উপনয়নের দিন অবধারিত হয়, যথাস্থানে উপনীত কায়স্থবৃন্দের নাম ধাম প্রকাশ করা হইল।

বিগত ২০শে আশ্বিন, ঘোরজন নিবাসী (দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মোক্তার) শ্রীযুক্ত অনাদিলাল বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রচারক মহাশয় একটী সভা করিয়া ভাটদিঘলিয়া, সুজাপাড়া, নাতবাড়িয়া, সিমলা প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থ মহোদয়গণকে কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সরল ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার বর্ম্মা, উমেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ প্রচারক মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাটী সমর্থন করিলে, সভায় উপস্থিত অনুপবীতিগণ অবিলম্বেই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। আমরা যথাস্থানে এই উপনীতগণের নাম ধাম প্রকাশ করিলাম।

১২ই কার্ত্তিক, পাবনা-নন্দলালপুরে প্রচারক মহাশয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা করেন। সভায় রূপসী, ঘোপসেলেন্দা, বাচড়া, পুটিয়া প্রভৃতি গ্রামের বহু সংখ্যক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, প্রচারক মহাশয় উপস্থিত কায়স্থ মহাশয়গণকে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে অনেকেই উপনয়ন গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হন। তৎকালে যাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, তদ্বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা প্রচারক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। স্বজাতির হিতৈষী সবক্ত্ কায়স্থ পণ্ডিতগণ ইঁহার এই মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধন করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের সমাজের পরিচালন-সমিতির অন্যতম সদস্য, ওলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মতত্ত্বভূষণ মহাশয় এই সভার উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া রেঙ্গুন ও পেগুতে গমন করেন। প্রচারার্থ আমরা পূর্ব্বেই রেঙ্গুন ও পেগুতে আমাদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় সভ্যকে তৎস্থানে সভার আয়োজনার্থ পত্র লিখি, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের শাসন-কর্ত্তার আদেশে সভাসমিতি করার অধিকার খর্ব্ব হওয়ায় আর কেহ বিশেষ আগ্রহ করেন নাই; ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলে আমাদের পরম হিতৈষিসভ্য রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় মহোদয়ের অভ্যর্থনায়, তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দ্বারা তত্রত্য পুলিশ কমিশনারের সমীপে আমাদের সমাজের অধিবেশন করার জন্য দরখাস্ত দেওয়াইয়া পেগুতে চলিয়া যান। তথায়ও ঐ প্রকার অবস্থা। অগত্যা সন্ধ্যার পর উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু মহাশয়ের ভবনে বসিয়া উপস্থিত কায়স্থ মহোদয়দিগকে সমাজের উদ্দেশ্য বিষদভাবে বুঝাইয়া দিয়া পরদিন রেঙ্গুনে প্রত্যাগমন করেন। এবং গত ১৬ই নভেম্বর Bengal Academy High School গৃহে এক সভার অধিবেশন করেন। সভায় রেঙ্গুনের কায়স্থনেতৃবর্গের প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় সহৃদয় ব্রাহ্মণও উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ষোলঘরের শ্রীযুক্ত সুললিতকুমার ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণতা প্রমাণ করিয়া, কায়স্থ-সমাজ হইতে বৈবাহিক পণ-প্রথা রহিত করণ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন, এবং ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন না থাকায় সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে কায়স্থ জাতির অবমাননাকর যে রায়

প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া, অচিরে উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর বক্তৃবর তত্ত্বভূষণ মহাশয় সভাপতি, উদ্যোগী রায়সাহেব এবং সহকর্ম্মী, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ দিলে সন্ধ্যায় সভাভঙ্গ হয়। এই সভায় উপস্থিত কতিপয় মহোদয় সমাজের সভ্য হওয়ার জন্য আপনাপন নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, শ্রীযুক্ত তত্ত্বভূষণ এবং রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় মহাশয়দিগকে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন :—

৫ই শ্রাবণ, ১৩৩১। পাবনা-পুঠিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। মাণবক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস, রাধাগোবিন্দ সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার, জগবন্ধু সরকার সাং পুঠিয়া; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সিংহ, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, সতীশচন্দ্র সিংহ, অনিলবরণ সিংহ, মন্মথনাথ নন্দী, সাং বাচড়া; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নেউগী, সাং হেমন্তবাড়ী; শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেন, সাং সোনতলা; শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচন্দ্র নন্দী, সাং রূপনাই; শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাস, সাং হরিনাথপুর; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভৌমিক, সাং নবগ্রাম, (জেলা ঢাকা) এই ১৪ জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। জামিরতা নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরপদ চক্রবর্ত্তী, মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তী, বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইঁহারা আচার্য্যাদির কার্য্য এবং স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা তত্ত্বাবধায়ক থাকেন।

১৯শে আশ্বিন, ১৩৩১। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ কেন্দ্র। বর্দ্ধমান কৈয়ট নিবাসী দক্ষিণবাটী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী নেউগী; পাবনা, হাটবয়ড়া নিবাসী, বঙ্গজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব, বিধুভূষণ দেব; বরিশাল জেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ কর মজুমদার, সাং সুন্দর, শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাস সাং গৈলা এই ৫টী কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন।

২৪শে আশ্বিন, ১৩৩১। পাবনা-ঘোরজান নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাদিলাল বিশ্বাস, মোক্তার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ঘোরজান নিবাসী বারেন্দ্র বিশ্বাস বংশের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, সতীশচন্দ্র, যতীশচন্দ্র, কুমুদনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, মাখনলাল, দেবেন্দ্রনাথ, (২) এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চাকী; তরফদার বংশের

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র, মাখনচন্দ্র, রতীশচন্দ্র, গঙ্গেশচন্দ্র; নন্দী বংশের শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ, দুর্গাধর, শ্রীধরচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রভূষণ; দত্ত বংশের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র, প্রসন্নকুমার, সুধীরচন্দ্র, মণীন্দ্রচন্দ্র, বিনয়রঞ্জন, কামিনী কান্ত এবং বৈষ্ণবদিঘলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস, এই ৩১টী কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিতে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। গাঁড়াদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আচার্য্য কর্ম্ম করেন; স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের যত্নে এবং শ্রীযুক্ত মাখন লাল বিশ্বাস মহাশয় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের সহায়তায়ই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এজন্য আমরা প্রচারক ও উদ্যোগী মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৭শে আশ্বিন, ১৩১৩। পাবনা-পুঠিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সরকার, মোহিনী মোহন দত্ত, যোগেশচন্দ্র চাকী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথচন্দ্র এই ৫টী কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে যথারীতি ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন। প্রচারক দিগিন্দ্র বাবুর যত্ন এবং মোহিনী বাবুর সহায়তায় এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হওয়ায় আমরা উভয়কেই গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৩১। পাবনা-বারইভাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যত্নে কাওয়াকোলা নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ দাস, পুরোহিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উপনীত হন।

২রা কার্ত্তিক, ১৩১৩। কাওয়াকোলা-কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, মণীন্দ্রনাথ সরকার, সাং হাটবয়ড়া, পুরোহিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক যথাসময়ে যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩১। কাওয়াকোলা-কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্র নাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, এই ৫টী কায়স্থ-সন্তান শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নন্দীবর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ বালিঘুগরি নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভৌমিক মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ গুহ, গণেশচন্দ্র

গুহ, অভয়চরণ গুহ, দিগিন্দ্রনাথ গুই, গোপালচন্দ্র গুহ, নিবারণচন্দ্র গুহ উমেশচন্দ্র গুহ, পূর্ণচন্দ্র গুহ, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, উৎসবচন্দ্র গুহ, গোকুলচন্দ্র গুহ, পঞ্চানন গুহ, যতীন্দ্রনাথ গুহ, অনাথবন্ধু ভৌমিক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভৌমিক, নিখিলবন্ধু ভৌমিক, সতীশচন্দ্র দেব, ক্ষিতীশচন্দ্র দেব, নগেন্দ্রনাথ দেব এবং প্রমথনাথ দেব এই ২০ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের উদ্যোগী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়কে এজন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। বহরমপুর নিবাসী বারেন্দ্র, স্বর্গগত রাধাবল্লভ রায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় এম-এ, বি-এল্, পুরোহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ হাটবয়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দেব, মাধব চন্দ্র দেব, বি-এ, বলরামপুরের শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ কুণ্ড; কাওয়াকোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত বিশ্বাস এই ৪টী কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-উপনয় গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় বহন করেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। পাবনা-ব্রাহ্মণগাঁতির জমিদার শ্রীযুক্ত শশধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রামকুমার দেব, ধরণী ধর দেব, যোগেন্দ্রনাথ দেব, কৃপানাথ দেব, মহেন্দ্রনাথ দেব, ধরণীধর দেব, (২) বসন্তকুমার ভৌমিক, কালীকুমার ভৌমিক, বিমলকুমার ভৌমিক, তারাপদ ভৌমিক, ধরণীধর দাম, অম্বিকাচরণ আচার, অতুলচন্দ্র আচার, গণেশচন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার দেব, মহিমচন্দ্র চাকী, শশধর কর ও দীনেশচন্দ্র দেব, এই ১৮ জন কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন। আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বিদ্যাবিনোদের উৎসাহে এবং পণ্ডিত গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। পাবনা-নন্দলালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র নন্দী, অনাথবন্ধু

নন্দী, পূর্ণচন্দ্র নন্দী, হৃষিকেশ নন্দী, প্রফুল্লচন্দ্র নন্দী, প্রাণেশচন্দ্র নন্দী, নরেশচন্দ্র নন্দী ; বাচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নন্দী, শচীন্দ্রকুমার নন্দী, নরেন্দ্রনাথ নন্দী, অশ্বিনীকুমার নন্দী, সুধীরচন্দ্র নন্দী, পঞ্চানন নন্দী, মধুসূদন নন্দী, মণীন্দ্রনাথ নন্দী, শরচ্চন্দ্র নন্দী ; পুঠিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চন্দ এই ১৭ জন কায়স্থ-সন্তানের স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মার যত্নে এবং শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু নন্দী, ও পূর্ণচন্দ্র নন্দী মহাশয়দ্বয়ের সহায়তায়, হরিনাথপুরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হোতৃত্বে সাবিত্রী-উপনয়ন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। আমরা কর্ম্মী ও কৃতিদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। পাবনা-পোরজনা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্দ্র, তারাপদ চন্দ্র, পরেশনাথ চন্দ্র, সতীশচন্দ্র সরকার, শরচ্চন্দ্র কর এই ৫টী কায়স্থ-সন্তান স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মার যত্নে এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের সহায়তায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় রাজেন্দ্র বাবু স্বয়ং বহন করেন, অধিকন্তু পার্শ্ববর্ত্তী শতাধিক ব্রাহ্মণ কায়স্থকেও এতদুপলক্ষে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। রাজচন্দ্র বাবুর এই সদনুষ্ঠানে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ ঃ—

(ক্ষত্রিয়াচারে)

১০ই শ্রাবণ ১৩৩১। পাবনা-কুচিয়ামারা নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার বর্ম্মার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মহামায়া দেবীর, পুঠিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার বর্ম্মার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাধাগোবিন্দের সহিত ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। স্বেচ্ছাপ্রচারক দিগিন্দ্র বাবু জানাইয়াছেন—এই বিবাহে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহুকায়স্থ ব্রাহ্মণ ও জমিদারগণের সহায়তা পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রাদ্ধ ঃ—

(ত্রয়োদশাহে)

১৯শে ভাদ্র, ১৩৩১। টাকা। নলধার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা চৌধুরীর পত্নী বিয়োগে তিনি তাঁহার ভ্রাতার বাসা ৫৭ নং গোয়ালনগরে যথারীতি ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য করেন।

২১শে ভাদ্র, ১৩৩১। পাবনা—পুঠিয়ার পুলিনচন্দ্র দেববর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় বয়পরায়ণ পুত্র, প্রচারক দিগিন্দ্র বাবুর সহায়তায় বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। পাবনা—সিঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দত্তবর্ম্মা তাহার মাতৃদেবীর পরলোক হওয়ায়, মহাসমারোহে ত্রয়োদশ দিনে, স্বর্গ কামনায় বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য আমন্ত্রিত হইয়া তথায় ভোজন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ—কাওয়াকোলা নিবাসী প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক হওয়ায় ত্রয়োদশাহে তদীয় বৃহৎসর্গ শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে অধ্যাপক পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া যথারীতি বরণাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩১। রংপুর—টেপার বদান্যবর জমিদার রায় অন্নদা মোহন রায়চৌধুরী বাহাদুরের মৃত্যুতে তদীয় পুত্রগণ মহাসমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে ১৪০জন পণ্ডিতকে বিদায় করিয়াছেন, ৫০জন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, বিক্রমপুরের হেরম্ব ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার এবং কুড়িগ্রামের কৈলাসচন্দ্র স্মৃতীর্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা অনুপবীতী হইলেও বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিতদিগকে বিদায় করিতে ভুলেন নাই, এমন কি কায়স্থ অধ্যাপক জগৎপুর টোলের পণ্ডিত সুরেন্দ্রকুমার রায়বর্ম্মা তর্কতীর্থ এবং মহিশালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত ললিতকুমার বসু সাংখ্যতীর্থকে বিদায় করিতেও ভুলেন নাই। সমাগত ৫০০০ সহস্র দরিদ্রকে পরিতোষ ভোজন করাইয়া কেথানি করিয়া কাপড় দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

প্রাচীনে প্রতীচ্য নারী ঃ—

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানবদেহের বিভিন্ন প্রকৃতি ও অবয়ব বিষয়ক সন্দর্ভসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার হুজ্‌লী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে অসুর রমণীদিগের কোন স্বাধীনতা ছিল না। স্বামী বা গৃহকর্ত্তার অনভিপ্রায়ে পুরোনারী দূরান্তরের কোন নারীর সহিত দেখা করিতে গেলেও তাহাকে সমাজের নিকট নিগৃহীত এবং তাহার স্বামী বা গৃহকর্ত্তাকে জরিমানা দিতে হইত।

ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়ার উপায় ছিল না। যদি কোন বিবাহিতা রমণী স্বামীর অজ্ঞাতসারে টাকা কর্জ্জ করিত, তবে উত্তমর্ণকে নদীতে নিক্ষেপ করা হইত। খৃঃ পূর্ব্ব ২১০০ অব্দে Ebal Marodoch নাম্নী অসুর ভদ্র মহিলার অতি অকিঞ্চিৎকর কারণে কর্ণছেদিত হইয়াছিল।

প্রাচীনে প্রাচ্য মহিলারা কিন্তু দেবীরূপে স্বামীগৃহে সম্মান লাভ করিতেন।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ—

কানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ এম-এস্-সি, তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের কায়স্থ-সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এককালীন ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা সমাজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদের সহিত উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

উপাধি প্রাপ্তি ঃ—

আমাদের পরিচালন-সমিতির অন্যতম সদস্য ওলপুর নিবাসী এবং মুঙ্গের প্রবাসী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মমহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতি হিন্দু দর্শনে পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সমাজের নিয়ত শুভানুধ্যায়ী দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় নিম্নলিখিত উপাধিটি প্রদান করিয়াছেন ঃ—

শ্রী হরঃ

ফরিদপুরান্তর্গত ওল্‌পুরগ্রামে বসতঃ স্বর্গীয় কাশীনাথ ঘোষাত্মজস্য শ্রীমতঃ দুর্গানাথ ঘোষস্য ভগবদ্গীতাদি নানাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিং বিলোক্য তস্মৈ "তত্ত্বভূষণ" ইত্যুপাধিঃ প্রদত্তঃ।

ইতি ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল।

মহামহোপাধ্যায়—

তর্কতীর্থ শ্রীপার্ব্বতীচরণ শর্ম্মভিঃ।

কায়স্থাধ্যাপকের চতুষ্পাঠী ঃ—

চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রম বঙ্গ বিদিত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ফরিদপুর জেলার অধীনে মালিগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস রায়। এই আশ্রমে বর্ত্তমানে শতাধিক হিন্দু বালক বালিকা থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। বসন্ত বাবু পরিব্রজ্যা গ্রহণের পর আর এখানে থাকেন না কামাখ্যায় আছেন।

তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায়বর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ বর্ত্তমানে প্রধান অধ্যাপক। ইনি এখন আশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ ও তাঁত শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে নানাদিকদেশ হইতে বহু সংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া আশ্রমে শিক্ষার্থ প্রবেশ করিতেছে, ফলতঃ তাহাতে অর্থের অনটন উপস্থিত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার্থ আমরা দেশের সহৃদয় ধনীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মহিশালা চতুষ্পাঠী। এই টোল হইতে এবার ৯টী ছাত্র গভর্ণমেণ্ট গৃহীত সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে বেদান্ত ১ কাব্য ৭ ও পাণিনিব্যাকরণ ১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এজন্য আমরা টোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে গভীর ধন্যবাদ দিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রে উৎসাহী দেশের ধনীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শোক প্রকাশ ঃ—

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী মহাদেবপ্রসাদ বর্ম্মা 'কায়স্থ-পাঠশালা'র উন্নতিকল্পে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে দানপত্র দ্বারা বার্ষিক ৪০০০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি উক্ত কলেজের পরিচালকদিগকে হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার পরলোক হওয়ায় কলেজকর্ত্তৃপক্ষগণ, উহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত মহাত্মার পারলৌকিক আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঃ—

কলিকাতা "রেন্‌বো ক্লাব" হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য একটি করিয়া পদক দেওয়া যাইবে।

১। বিদ্যুৎ-স্মৃতি পদক (স্বর্ণ); বিষয় "জাতিগঠনে নারীশক্তি।"

২। গোপাল-স্মৃতি পদক (স্বর্ণকেন্দ্র); বিষয়—"বাংলায় আধুনিক পল্লী-সমস্যা ও তাহার সমাধান।

৩। ক্ষীরোদাসুন্দরী রৌপ্যপদক। বিষয়—"নবীন বাংলায় সার আশুতোষের প্রভাব।"

৪। পুলিন-স্মৃতি পদক (রৌপ্য)। বিষয়—"বঙ্কিম তুলিকায় নারীর প্রেম।"

প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

৮৮ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীরামনাথ সেন এম্,-এ, বি,-এল্।
সহঃ সম্পানক—"রেন্‌বো ক্লাব।"

খাদি প্রতিষ্ঠান ঃ—

বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হওয়ার পর দেশের শিল্পকলা আমরা এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কালক্রমে আবার দেশের জিনিষে দেশীয় লোকের দৃষ্টি পরিয়াছে। বস্তুতঃ কৃত্রিম সভ্যতা বিলাসীতা বর্জ্জন বা বিদেশীয় চাকৃচিক্যময় আপাততঃ মনোহর পণ্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় দ্রব্যে তুষ্ট ও আকৃষ্ট হওয়াই দেশের সুখ সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। এই উপায়ে দেশের দারিদ্র্য সমস্যা দূরীভূত করিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করাই শ্রেয়। আমরা যদি বিদেশী পণ্যের মোহ হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া নিতে পারি—খাদিকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবেই ধীরে ধীরে আমাদের লুপ্তপ্রায় বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসেই খাদির জন্য বপনোযোগী তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। জমিতে চাষ করিয়া এক হাত অন্তর অন্তর লাইন করিয়া দুইটি করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। একবিঘা জমিতে তিনসের বীজের প্রয়োজন হয়। এই বীজ ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, খাদিপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়।

খাদির উপযোগী সুতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হয়।

(১) একফুট ব্যাসের অর্থাৎ তিনফুট বেড়ের লাটাই কাটুনীগণ ব্যবহার করিবেন। (২) চরকা হইতে লাটাইয়ে সুতা তুলিবার সময় প্রতি ১০০ গজে একটী করিয়া 'জো' তুলিতে হয়। ৫০০ গজ সুতা উঠাইয়া একটী করিয়া ফেটী করিতে হইবে। সুতার নম্বর নির্দ্ধারণোপযোগী দাঁড়ি, পাল্লা ও বাট্‌খারা প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় হয়। একতোলায় যত গজ সুতা হয় তাহাকে ২১ দ্বারা ভাগ করিলেও সুতার নম্বর পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাগুক্ত খাদিপ্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রব্যবহার করিলেই বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

পঞ্চম বার্ষিক পরিচালন সমিতির ৪র্থ অধিবেশন।

১৫ই ভাদ্র, ১৩১৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্ ভবনে, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার (সভাপতির আসনে)
(দ) " তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) " হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
(ব) " মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মতত্ত্বনিধি।
(ব) " মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা।
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী (পত্রিকা-সম্পাদক)
(দ) " রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা।
(ব) " রমণীরঞ্জন গুহবর্ম্মরায়।
(ব) " দীনেশচন্দ্র বর্ম্মরায়।
(দ) " ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
(ব) ডাঃ রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা।
(ব) শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(দ) " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মবিদ্যাভূষণ, নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী, মানিগ্রামের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বর্ম্মরায় ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, ইহাঁরা অদ্যকার সভায় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লেখেন।

অদ্য সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতিদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে **গতমাসের কার্য্যবিবরণী** পঠিত এবং **আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম—**প্রস্তাব। আনন্দ প্রকাশ।** আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের সহঃ সভাপতি, দিনাজপুরের মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর ভারত সম্রাট্ কর্ত্তৃক অবৈতনিক লেপ্টন্যাণ্ট পদপ্রাপ্তিতে অদ্যকার সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন। এবং স্থির হয় যে, অদ্যকার এই আনন্দাভিনন্দন মহারাজাকে লিখিয়া পাঠান হউক।

দ্বিতীয় **প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।** শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রস্তাবক :—

১-ব রায় সাহেব মনোরঞ্জন ঘোষ, পাটনা।
২-দ শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র, বড়গড়।
৩-ব ” জগদীশচন্দ্র কর, দিনাজপুর।
৪-ব ” যামিনীনাথ বসুবর্ম্ম রায়চৌধুরী, অলোয়া।
৫-ব ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিলিগুড়ি।
৬-দ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, মুঙ্গের।
৭ ব ” গিরিজাকান্ত ঘোষ, শ্রীহট্ট।
৮-ব ” ললিতকুমার গুহবর্ম্ম নেউগি, বেড়াবুচিনা।
৯-ব ” প্রমথনাথ ঘোষ, বগুড়া।
১০-দ শ্রীযুক্ত পরমকৃষ্ণ নাগ, পুরুলিয়া।
১১-ব রায়সাহেব রমণীকান্ত দত্তচৌধরী, সরভোগ।
১২-বা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়, দিনাজপুর।
১৩-ব রায় অমরেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুর, গোড্ডা।
১৪-ঐ শ্রীযুক্ত ধুর্জ্জটীপ্রসাদ দাস, রাঙ্গাদী
১৫-ব ” প্রাণগোপাল রায়, মারাম।
১৬-দ ” অম্বিকাচরণ পাল, চট্টগ্রাম।
১৭-দ ” রায় হরেন্দ্রনারায়ণ রায়মহাশয় বাহাদুর, লক্ষ্মণনাথ।
১৮-দ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, লক্ষ্ণৌ।
১৯-দ ” বিমলাপ্রসন্ন বসু, সম্বলপুর।
২০-দ ” নৃপেন্দ্রনাথ বসু, বৃন্দাবন পাল লেন।

২১-বা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র নন্দী, শিলং।
২২-ব ডাক্তার গিরিজামোহন আদিত্য, ডিব্রুগড়।
২৩-দ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দত্তমল্লিক, কানপুরগড়।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, প্রচারক :—

২৪-ব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিংহাসন।
২৫-উ ” মণীন্দ্রলাল সিংহ, এগড়া।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেববর্ম্মা, স্বেচ্ছাপ্রচারক :—

২৬-বা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার, সোনাতলা।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত বিনোদরঞ্জন দেববর্ম্ম শিকদার :—

২৭ ব শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব, নলডাঙ্গা।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, সম্পাদক :—

২৮ (দ) রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌড়ীপুর।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা :—

২৯ (ব) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, খঞ্জনপুর।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, সম্পাদক :—

৩০ (দ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিপাল লেন।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহাশয়গণকে আমাদের এই সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিলে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন।

তৃতীয় **প্রস্তাব। কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে।** এ বিষয়ে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের অধিবেশনের ৪র্থ প্রস্তাবে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রাবণ মাসের অধিবেশনে তাহা যে কারণে কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই, সম্পাদক মহাশয় তত্তাবৎ উল্লেখ করিয়া বিষয়টি অদ্যই শেষ করিয়া ফেলার জন্য সমিতির সমক্ষে সভ্যবৃন্দকে অনুরোধ করেন এবং বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয়ের আনুমাণিক হিসাবটী আরও সংক্ষেপ করিয়া দেখান যে এবৎসর যদি ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধিও দেওয়া যায় তথাপি, সমাজের তহবীলে বৎসর শেষে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। অতঃপর উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলেই ঐকমত্যে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবটী অনুমোদন করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের অধিবেশনের ৪র্থ প্রস্তাবের নির্দ্দেশানুরূপ বৈশাখ মাস হইতে বর্দ্ধিত-হারে (যে পর্য্যন্ত ১০০৲ একশত টাকা বেতন পূর্ণ না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর) বেতন দেওয়া স্থির হয়।

চতুর্থ **প্রস্তাব। কার্য্যালয় সম্বন্ধে।** সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন, যে আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের উত্তরাংশে ৮৪।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটে যে ত্রিতল বাটী আছে। উহার দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের ২০ ফুট দীর্ঘ একটী রুম এবং তৎসম্মুখবর্ত্তী বারান্দা, সমেত পায়খানা ২৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যায়। আমাদের বজেটে কার্য্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা ভাড়া বরাদ্দ আছে। এমতাবস্থায় ঐ রুম ও বারান্দার অংশ কার্য্যালয়ের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায় লইতে প্রস্তাব করি। এবং সভ্যগণ যদি মনে করেন, গৃহখানি দেখিয়াও মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। অতঃপর সকলেই পার্শ্বের বাটীতে গিয়া গৃহখানি দেখিয়া আসিয়া আগামী আশ্বিন মাস হইতে কার্য্যালয়ের জন্য ২৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় নেওয়ার জন্য প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চম **প্রস্তাব। মিলনার্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পত্র।** কায়স্থগণের কলিকাতায় স্থিত অপর দুই সভার বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার সহিত সম্মিলিত হইতে অনুরোধসূচক যে প্রস্তাব উক্ত সভার বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন সভায় তাহা পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম্‌-এ, নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলেন—

"বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার এই পত্র সম্পূর্ণভাবে আপত্তিকর, যেহেতু পত্রের ভাষায় মিলনের অনুরোধ আদৌ নাই; সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদেরই পুষ্টি কামনা করিতেছেন মাত্র। এই জন্য আমাদের এই সমাজ সসম্মানে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পত্র ও প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মণীন্দ্রবাবু আরও বলিলেন—"যদি তাঁহারা বাস্তবিক উভয় সভার মিলন কামনা করেন, তাহা হইলে উভয় সভার নাম ও পত্রিকার নাম এবং নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের জন্য পূজাবকাশের পর একটি দিন অবধারিত করিয়া তাঁহাদের সভার অতীত বর্ষে সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা চাঁদা সম্পূর্ণ দিয়াছেন, তাঁহাদের শতকরা ৫ জন সভ্য মনোনীত করিয়া সমিতি গঠিত করুন এবং আমরাও তদ্রূপ শতকরা ৫ জন্য সভ্য মনোনীত করি, তাঁহাদের লইয়া যুক্তসমিতি গঠিত হউক।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা এম্‌-এ, বি-এল্‌, বলিলেন "যে সভায় উপবীতীর কর্তৃত্ব নাই, শুধু লোক দেখান কতিপয় মান্যমান উপবীতীকে সম্মুখে রাখা হইয়াছে মাত্র, 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের' তাঁহাদের সহিত কি করিয়া সম্মিলন হইতে পারে তাহা আমি বুঝি না। যাহা হউক মণীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটী অনুমোদন করি।"

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা বলিলেন—"কায়স্থ-সভার যে ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া 'কায়স্থ-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সভার কর্ত্তৃপক্ষবৃন্দ তাঁহাদের সেই ত্রুটী বিচ্যুতি কি সংশোধন করিয়া লইয়াছেন? যদি এখনও তাঁহাদের সেই সকল দোষ না যাইয়া থাকে, তবে উভয় সভার মিলনের কি প্রয়োজন আছে, এবং কিরূপে মিলন হইবে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা। যদি তাঁহারা সেগুলি সংশোধন করিয়া থাকেন আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে মিলন হইতে পারে।" এই বলিয়া মণীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটী সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা বলেন—"মিলন বলিলেই কেহ কাহার সহিত মিলিত হয়না, তাহাতে আন্তরিকতা চাই, সমদর্শিতা চাই—যেখানে বড়লোকের কর্ত্তৃত্ব, অনুপবীতির ব্যক্তিত্ব, দরিদ্র মধ্যবিত্ত অনাদৃত, গুণী ও কর্ম্মী উপেক্ষিত প্রভৃতি বহুবিধ দোষে দূষিত, তাঁহারা সেই সকল দোষগুলির সংশোধন কিভাবে করিয়াছেন, জানিবার জন্য তাঁহাদের নিয়মাবলী অগ্রে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য; মিলিত হওয়া আমারও আন্তরিক অভিলাষ, এজন্য আমিও মণীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটী সমর্থন করি।"

অতঃপর আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার পর নিম্নলিখিত ভাবে মূল প্রস্তাবটী গৃহীত হইল :—

"বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতায় অবস্থিত তিনটী কায়স্থ সভার একীকরণার্থ যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকৃত মিলনের মন্তব্য প্রকাশ না থাকায়, পরন্তু পত্রে উপরোক্ত সভাকে পুষ্ট করণের মন্তব্য থাকায় "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারেন না এবং অনুরোধ করেন যে "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" সম্পাদক তাঁহার পত্র প্রত্যাহার করুন। এবং "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" প্রস্তাব করেন যে, "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" যদি প্রকৃত মিলনেচ্ছা থাকে তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদের নিয়মাবলী তিন খণ্ড পাঠাইয়া দিন। মিলিত সভার ও তাহার মুখপত্রের নাম এবং নিয়মাবলী স্থির করিবার জন্য "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা"র সভ্যগণের মধ্যে ১৩৩০ সালে যাঁহারা সম্পূর্ণ চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহাদের শতকরা ৫ জনকে মনোনীত করুন। এবং সমাজের সভ্যগণের মধ্য হইতেও তদ্রূপভাবে পূর্ব্বসনের যাহারা চাঁদা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের শতকরা ৫জন লইয়া একটী সমিতি গঠিত হউক।

সেই সমিতি পূজাবকাশের পর দুই মাসের মধ্যে' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের মধ্যে মন্তব্য স্থির করুন।"

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সম্পাদকের ছুটী। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বলিলেন—স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য ৫ই আশ্বিন হইতে আগামী ২৪শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত আমাকে কোন দূরতর স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইবে, এই সময়ের জন্য আমাকে ছুটী দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থিত ছুটী মঞ্জুর করিয়া তৎকালে সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মমহায়কে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ফণীন্দ্র বাবু তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

(খ) আজীবন সভ্যের চাঁদার টাকা রাখা সম্বন্ধে গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া আজীবন সভ্যহইয়াছেন, তাঁহার টাকা কোথায় রাখা হইবে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বলিলেন—সেভিংব্যাঙ্কের অল্পসুদ, যদি কোন স্থানে সম্পাদক তাঁহার নিজের দায়িত্বে বেশীসুদে দাদন করিতে পারেন, তবে যেন তাহাই করা হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেববর্ম্মা
সভাপতি
১।৮।৩১

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ | পৌষ. ১৩৩১ | ৯ম সংখ্যা

করণরাজ লোকনাথ

সন ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যার 'সাহিত্যে' লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় রাজা লোকনাথের একখানি তাম্রশাসন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনখানি পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত বলিয়া উক্ত বসাক মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। লোকনাথকে তাঁহার তাম্রশাসনে গুপ্তরাজগণের শাসন সময়ে প্রচলিত পুরাতন মুদ্রার ব্যবহার করিতে দেখিয়া বসাক মহাশয় অনুমান করেন যে, রাজা লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ গুপ্তরাজগণের সামন্ত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ রাজা লোকনাথও শেষ গুপ্তরাজের আশ্রিত সামন্ত ছিলেন। 'পরমেশ্বর' [সার্ব্বভৌম] উপাধিধারী শ্রীজীবধারণ নামক নৃপতি রাজা লোকনাথকে উৎখাৎ করিতে আসিয়া, মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত বিজয়ের স্মরণার্থ রাজা লোকনাথ এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আহিতাগ্নিক বুধ স্বামীর পুত্র বৃহস্পতি স্বামীর দুহিতা সুবচনার গর্ভে, অগস্ত্য সগোত্র দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, জয়শর্ম্মা স্বামীর পৌত্র, তোষশর্ম্মা বিপ্রের ঔরসে জাত পুত্র 'বিদিতভুজবলবীর্য্য উদীরান্বয়ী-দ্বিজন্মা' মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা, লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া রাজা [লোকনাথে]র পাদমূলে বিজ্ঞাপিত করিলেন, রাজার

সেই সমিতি পূজাবকাশের পর দুই মাসের মধ্যে' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের মধ্যে মন্তব্য স্থির করুন।"

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সম্পাদকের ছুটী। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বলিলেন—স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য ৫ই আশ্বিন হইতে আগামী ২৪শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত আমাকে কোন দূরতর স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইবে, এই সময়ের জন্য আমাকে ছুটী দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রার্থিত ছুটী মঞ্জুর করিয়া তৎকালে সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মমহায়কে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ফণীন্দ্র বাবু তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

(খ) আজীবন সভ্যের চাঁদার টাকা রাখা সম্বন্ধে গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া আজীবন সভ্যহইয়াছেন, তাঁহার টাকা কোথায় রাখা হইবে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বলিলেন—সেভিংব্যাঙ্কের অল্পসুদ, যদি কোন স্থানে সম্পাদক তাঁহার নিজের দায়িত্বে বেশীসুদে দাদন করিতে পারেন, তবে যেন তাহাই করা হয়।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা	শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেববর্ম্মা
সম্পাদক	সভাপতি
	১।৮।৩১

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-সমাজ

৫ম বর্ষ } পৌষ. ১৩৩১ { ৯ম সংখ্যা

করণরাজ লোকনাথ

সন ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যার 'সাহিত্যে' লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় রাজা লোকনাথের একখানি তাম্রশাসন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনখানি পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত বলিয়া উক্ত বসাক মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। লোকনাথকে তাঁহার তাম্রশাসনে গুপ্তরাজগণের শাসন সময়ে প্রচলিত পুরাতন মুদ্রার ব্যবহার করিতে দেখিয়া বসাক মহাশয় অনুমান করেন যে, রাজা লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ গুপ্তরাজ-গণের সামন্ত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ রাজা লোকনাথও শেষ গুপ্তরাজের আশ্রিত সামন্ত ছিলেন। 'পরমেশ্বর' [সার্ব্বভৌম] উপাধিধারী শ্রীজীবধারণ নামক নৃপতি রাজা লোকনাথকে উৎখাৎ করিতে আসিয়া, মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত বিজয়ের স্মরণার্থ রাজা লোকনাথ এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আহিতাগ্নিক বুধ স্বামীর পুত্র বৃহস্পতি স্বামীর দুহিতা সুবচনার গর্ভে, অগস্ত্য সগোত্র দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, জয়শর্ম্মা স্বামীর পৌত্র, তোষশর্ম্মা বিপ্রের ঔরসে জাত পুত্র 'বিদিতভুজবলবীর্য্য উদারান্বয়ী-দ্বিজন্ম' মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা, লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া রাজা [লোকনাথে]র পাদমূলে বিজ্ঞাপিত করিলেন, রাজার

সুব্বুজ-বিষয়ে যে অটবীভূ-খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে "দেবাবসথ" [দেবকুল বা দেউল] নির্ম্মাণ পূর্ব্বক "ভগবান অবিদিতাস্তানন্ত নারায়ণ" স্থাপিত করিয়া দেবতার বলি-চরু-সত্র-প্রবর্ত্তনের জন্য এবং 'চাতুর্বিদ্য' ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের বাসস্থানের নিমিত্ত, তিনি রাজসমীপে ভূমিপ্রার্থী হইয়াছেন। প্রদোষ শর্ম্মার প্রার্থনা মত রাজা লোকনাথ তাম্রশাসন সম্পাদন পূর্ব্বক রাজ-প্রসাদরূপে নিজ মহাসামন্তকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। রাজা লোকনাথ স্বকীয় সান্ধিবিগ্রহিক 'প্রশান্তদেবের দ্বারা এই শাসন সম্পাদন করাইয়া দিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনে রাজা লোকনাথ নিজকে 'করণ' জাতীয় ও তাঁহার মাতামহকে 'পারশব' জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি [পারশব] কেশবের দৌহিত্র ছিলেন। নিজের মাতামহকুলের পরিচয় প্রসঙ্গে রাজা লোকনাথ বলিতেছেন "স্থাবর নামা দ্বিজবর যাঁহার মাতামহের পিতামহ ছিলেন, বীরনামা দ্বিজসত্তম যাঁহার মান্য প্রমাতামহ ছিলেন, যাঁহার খ্যাতি সম্পন্ন সাধু "পারশব" জাতীয় কেশব নামা মাতামহ নৃপসন্নিধানে থাকিয়া সৈন্যাধিকার (সৈন্যাধ্যক্ষপদ) প্রাপ্ত হওয়ায়, নিজ কৃতিত্বে সজ্জনমণ্ডলের অভিমত ব্যক্তি ছিলেন, সর্ব্বদা সত্যের একমাত্র সুহৃদ্ গুণবাণ রাজা সেই কেশবের দৌহিত্র ছিলেন।" উক্ত তাম্রশাসনে রাজা লোকনাথ নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাজা লোকনাথের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ * * * নাথ মহারাজাধিরাজ ছিলেন এবং তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মহারাজাধিরাজ * * * নাথের পুত্র রাজা শ্রীনাথের "ভবনাথ নামক পুত্র ছিল। রাজা ভবনাথ গুণসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন। রাজা ভবনাথের ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রের ঔরসে গোত্রদেবীর গর্ভে রাজা লোকনাথের জন্ম হইয়াছিল।

এই তাম্রশাসনখানি হইতে আমরা এই কয়েকটি বিষয় অবগত হইতেছি:—

(১) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিপুরা অঞ্চলে সুব্বুজ বিষয়ে লোকনাথ নামে **করণ** জাতীয়, জনৈক রাজার অস্তিত্ব ছিল।

(২) ইঁহারা পুরুষানুক্রমে, অন্ততঃ পাঁচপুরুষ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

(৩) ইঁহারা "নাথ" বংশীয় ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং ধর্ম্মে শৈব ছিলেন।

(৪) রাজা লোকনাথের মাতামহ 'কেশব' জাতিতে **পারশব** ছিলেন।

(৫) রাজা লোকনাথের মাতার নাম **'গোত্রদেবী'** ছিল।

(৬) রাজা লোকনাথের সান্ধিবিগ্রহিক **প্রশান্তদেব** (সম্ভবতঃ) দেব বংশীয় কায়স্থ ছিলেন। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথমভাগ, প্রথম সংস্করণের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

("শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার) মৈত্রেয় মহাশয় "করণ" শব্দ কায়স্থ বাচক মনে করিয়াছেন। কোষগ্রন্থে যে অর্থ ই থাকুক 'করণ' শব্দে যে জাতি বুঝায় না, তাহার প্রমাণ মৈত্রেয় মহাশয় প্রবর্ত্তিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সামন্তরাজ লোকনাথের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে **'শ্রীপট্টপ্রাপ্ত' 'করণ'** লোকনাথ 'শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত' **পারশবের** দৌহিত্র ছিলেন। লোকনাথকে 'কায়স্থ' বলিতে বোধ হয় কেহই ভরসা করিবেন না।"*

কোষগ্রন্থসমূহে 'করণ' শব্দের 'কায়স্থ জাতি (১) অর্থ থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কেন 'করণ' শব্দে 'কোন জাতি বুঝায় না' বলিতে চান, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রাচীন কালে যে জাতি

---

* বঙ্গজ-কুলকারিকায় "নাথ" বংশের পরাশর, ভরদ্বাজ ও মৌদ্গল্য এই তিনটী গোত্র এবং করণ বংশীয় বলিয়াই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা পারশব-দৌহিত্র হওয়ায় তাঁহার কায়স্থ জাতিত্ব ব্যাহত হয় নাই, কেননা, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশে এখনও আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত আছে। কাঃ সঃ সং।

(১) করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট গীতি প্রভেদয়োঃ।
পুমাঞ্ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্ত্যতে॥
(অজয়পাল কৃত নানার্থ সংগ্রহঃ)

করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে কচবন্ধে চ তথা শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
(রভসপাল)

করণং সাধনে গাত্রে পুমাণ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থ ভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াং॥
(শব্দরত্নাকর)

কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রা বিশোঃ সুতে।
(ইতি করণ শব্দার্থে মেদিনী)

'অক্ষর জীবক' (১) অর্থাৎ লিপিবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন, সেই প্রসিদ্ধ জাতির নামই 'কায়স্থ' জাতি। এই কায়স্থ জাতির মধ্যে যাহারা রাজাধিকরণে (Courtএ) করণিকের (২) (লেখকের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ 'করণ কায়স্থ' বলা হইত। এই জন্যই কোষগ্রন্থসমূহে 'করণ' শব্দে 'কায়স্থভেদ' এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে। অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ জাতির একটি প্রসিদ্ধ শাখা 'করণ' নামেই পরিচিত। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কুলপঞ্জিকাসমূহেও এতদ্দেশীয় কায়স্থগণকে অনেক স্থলে 'করণ' নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে। উড়িষ্যাদেশের 'কায়স্থগণ' অদ্যাপি 'করণ' নামেই প্রসিদ্ধ। মনুসংহিতাতেও 'লেখ্য' অর্থে 'করণ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (৩); আবার 'করণ' শব্দে ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪)। এরূপ অবস্থায় 'করণ' শব্দে [কায়স্থ] জাতি বুঝায় না বলিয়াই রাখাল বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে একান্তই ভ্রান্ত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রাজা লোকনাথ নিজকে 'করণ' জাতীয় বলিয়া স্পষ্টভাবেই পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের জাতির পরিচয় দিবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। তিনি নিজ পিতৃ মাতৃ উভয়কুলের পরিচয় দিতে গিয়া আপনাকে সত্যের খাতিরে 'পারশব' দৌহিত্য বলিয়া উল্লেখ করিতে হইয়াছে। 'করণ' শব্দ

(১) লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ। (রত্নমালা)

(২) করণিক—(আধুনিক) কেরাণী (Clerk)

(৩) ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং।
স দত্ত্বা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ।

(মনুসংহিতা, ৮।১৫৪)

এই শ্লোকের 'করণ' শব্দের অর্থ কুল্লুকভট্ট 'লেখ্যং' করিয়াছেন।

(৪) ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ।

(মনুসংহিতা ১০।২২)

মনু এখানে "করণ অর্থাৎ লেখ্য" কর্ম্মে নিযুক্ত জাতিকেই 'করণ' বলিয়াছেন এবং এই করণ" জাতিকেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

কোষগ্রন্থে বৈশ্যশূদ্রাজাত "করণ" নামক এক প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে। তাহারাই বোধহয় বর্ত্তমানে কর্ণী নামক অনাচরণীয় জাতি।

দ্বারা তাঁহার 'কায়স্থ' জাতিত্বই সূচিত হইতেছে। অথচ, রাখাল বাবু কেন যে 'করণ' লোকনাথকে 'কায়স্থ' বলিয়া ভরসা করিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের বুদ্ধির অগোচর থাকিয়া যাইতেছে।

তাম্রশাসন খানির সম্পাদন কাল 'চতুশ্চত্বারিংশৎ সংবৎসরে ফাল্গুন মাসে" বলিয়া উক্ত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে। লিপিকাল বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় উক্ত বৎসরকে "হর্ষ সংবৎসর" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং লিপিখানিকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও যে গৌরবঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের আলোচ্য তাম্রশাসন খানিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে। কেশবের পিতা [রাজা লোকনাথের প্রমাতামহ] 'বীর' 'দ্বিজসত্তম' এবং বীরের পিতা 'স্থাবর' 'দ্বিজবর" বলিয়া তাম্রশাসনখানিতে উল্লিখিত আছে। বীর ও স্থাবর উভয়েই যে জাতিতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। 'কেশব'যে ব্রাহ্মণ জাতীয় 'বীরে"র শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত ছিলেন, তাহা তাহার 'পারশব' বিশেষণ দ্বারাই সূচিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় পারশবের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব যাবত্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥৯।১৭৮

কুল্লুকভট্ট এই শ্লোকের এইরূপ টীকা করিয়াছেন—

বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদর্শনাৎ **পরিণীতায়ামেব শূদ্রায়াং** ব্রাহ্মণঃ কামাৎ যং পুত্রং জনয়েৎ স জীবন্নেব শবতুল্য ইতি পারশবঃ স্মৃতঃ। * * *"

উদ্ধৃত শ্লোকের পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

"ব্রাহ্মণ কামবশতঃ **অপরিণীতা** শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, ঐ পুত্রকে পারশব বলে।"

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিরচিত বাণভট্ট প্রকাশিত (হর্ষচরিত) কাব্য হইতে শ্রীযুক্ত বসাক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে পারশবের অপর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বয়ং বাণভট্ট বাৎস্যায়ণ বংশ সম্ভূত চিত্রভানুনামা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি হর্ষ-চরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসে আত্ম-জন্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে 'রাজ্ঞদেবী নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভে

চিত্রভানু বাণ [ভট্ট] নামক পুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন।' এই ব্রাহ্মণ কবি বাণভট্ট 'হর্ষ চরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে সমবয়স্ক সুহৃদ্‌গণের নামোল্লেখ সময়ে লিখিয়াছেন "ভ্রাতরৌ পারশবৌ চন্দ্রসেন মাতৃষেণৌ" অর্থাৎ চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ নামে দুইটি 'পারশব' [বৈমাত্রেয়] ভ্রাতা ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে, যে বাণভট্টের ব্রাহ্মণ পিতা চিত্রভানু এক শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—সেই শূদ্রার গর্ভজাত পুত্রদ্বয়ই [পারশব] চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনা দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইতেছে যে অন্ততঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্রভানুর ন্যায় বেদজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণও শূদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন—এইরূপ অনুলোম বিবাহ হিন্দুসমাজে তৎকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং তাহা কাহারও সামাজিক গ্লানির কারণ হইত না; যোগ্যতা থাকিলে এইরূপ অনুলোম বিবাহজাত সন্তান উচ্চ রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইতে পারিত। প্রকৃত পক্ষে, তৎকালে অসবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ প্রচলিত থাকার জন্যই ঐ নিয়ম অনুসারেই রাজা লোকনাথের বংশ 'করণ' [কায়স্থ] জাতীয় হইলেও তাঁহার [করণজাতীয়] পিতা [পারশব] কেশবের কন্যা গোত্রদেবীকে' বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন কি অস্বাভাবিক ঘটিয়াছে যাহাতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে [করণ] লোকনাথকে কায়স্থ বলিয়া 'ভরসা' করিতে পারা যায় না—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ফলকথা, রাজা লোকনাথ যে কায়স্থ জাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তিনি নিজে 'করণ' জাতীয় হইয়াও 'পারশবে'র দৌহিত্র ছিলেন এবং এই জন্যই তিনি নিজ তাম্রশাসনে নিজের পিতৃমাতৃ উভয় কুলের পরিচয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। এত দ্বারা আরও প্রমাণীত হইতেছে যে ঐরূপ অসবর্ণ বিবাহ তৎকালে কিছুমাত্র নিন্দনীয় ছিল না। রাজা লোকনাথ নিশ্চয়ই 'করণকায়স্থ' ছিলেন—অন্যথা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্ম্মা তাঁহার নিকট কখনই দান গ্রহণ করিতেন না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অন্ততঃ তৎকাল পর্য্যন্ত করণ বা কায়স্থগণের পত্নীরা নামের শেষে 'দেবী' পদবীই ব্যবহার করিতেন—অন্যথা [করণ] লোকনাথের মাতার নাম 'গোত্রদেবী' রূপে লিখিত হইতে পারিত না।

তাম্রশাসন খানিতে [করণরাজ] লোকনাথকে 'গুণবান্, সত্যৈকবন্ধু ও যুদ্ধবিশারদ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড 'অসিস্তাসি' অত্যন্ত শোভা পাইত। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার প্রজ্ঞাবলে যুদ্ধে জয়লাভ করিত। তাঁহার তুরঙ্গগুলি বলান্বিত ছিল। এই সমস্ত কারণেই সার্ব্বভৌম নৃপতির বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই রাজা লোকনাথ নীতিবিধানে সুচতুর ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রজাবৃন্দ নিত্যই হর্ষাকুল থাকিত এবং বিদ্বজ্জনই তাঁহার প্রিয়জন ছিল। তিনি অশরণের শরণ, সাধু ও পটুমতি ছিলেন, এবং প্রতাপ ও অভ্যুদয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি রাজগুণের পর্য্যালোচনা করিয়াই বিশ্বস্ত মন্ত্রীগণের সুনিশ্চিত পরামর্শ 'শ্রীজীবধারণ' নৃপতি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া রাজা লোকনাথকে সৈন্য সহ 'বিষয়' দান করিয়াছিলেন।

রাজা লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে. খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বঙ্গের করণ অর্থাৎ কায়স্থজাতি যে কিরূপ ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। নিম্নে রাজা লোকনাথের বংশাবলী প্রদত্ত হইল :—

(১) মহারাজ [নাম অস্পষ্ট] নাথ — স্থাবর [ব্রাহ্মণ]
(২) রাজা শ্রীনাথ — বীর [ব্রাহ্মণ]
(৩) রাজা ভবনাথ (৩) পুত্র [নাম উল্লেখ নাই] — কেশব [পারশব]
(৪) নাম উল্লেখ নাই + কন্যা গোত্রদেবী
রাজা লোকনাথ
(৬) কুমার লক্ষ্মীনাথ

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বাবু ঐ বর্ষের সাহিত্যে, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সানুবাদ মূল প্রশস্তি খানি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে আমি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

প্রশস্তি পাঠ

(সম্মুখের পৃষ্ঠা)

১। * * * ৎ কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ সুব্বুঙ্গবিষয়ে ব্রাহ্মণার্য্য পুরস্‌সরান বর্ত্তমানান্ ভাবিনশ্চ শ্রীসামন্তম

২। ·[বি] ষয়পতীন্ সাধিকরণান্ স[প্র]ধান-ব্যবহারি-স্ক (জা)
নপদান্ বোধয়ত্যস্ত বো বিদিতমিহ হি ॥

ষ(স্ত)—⌣ বিধি (?)⌣—⌣

৩। ⌣ ⌣ — — — ধ (?) রো বিগ্রহে

যেনায়ং ভুবন-ত্রয়-[স্থি]তি-সুখ-প্রাপ্ত্যর্থমাত্মা (আ)ষ্টধা [।*]

প্রত্যেক (কং) প্রভূ(ভু)তাদি-তুল্য-মহিমা --- — ⌣ --- ---⌣ —

৪। কা [য়েনো (?)] জ্জিত-মন্মথঃ স জয় [তি] ধ্বস্তাশুভঃশ[ঙ্ক]রঃ ॥[১*]

শম্ভোঃপাদাব্জ-রেণু-প্রকর-কৃত-শিরঃ-পূত দিব্যাভিষেক (কঃ)

প্রাপ্তা চন্দ্রা⌣ — — ⌣ ⌣ ⌣

৫। [যু] নি-ভরদ্বাজ-সদ্বংশজাতঃ [।*]

শ্রীমান্ প্রখ্যাত-কীর্ত্তিঃ প্রভবদধিমহার(রা)জ-শব্দাধিকারঃ

সংসারোচ্ছিত্তিহেতুঃ প্রশমিত-দুরিতো— ⌣[ণা(না)থো]

৬। বনাশঃ ॥[২*]

সূনুস্তস্য মহাত্মনো গুণনিধেঃ প্রখ্যাত-বীর্য্যো মহান্

সামন্তো যুধি লব্ধ-পৌরুষ-ধনো ধর্ম্ম্যক্রিয়ৈকাশ্র [য়ঃ] [।*]

[শ্রীণা (না)] (?)

৭। থো ভগবানিব প্রতিহত- [ব্যা]পৎ স্বশক্ত্যাস্পদৈর্বীরোভূদবনীতল-

প্রকটিতপ্রাপ্তব্য-যাবৎ-ক্রিয়ঃ ॥ [৩*]

তস্যা [ত্ম]জাপি গুণবান্ ভ [ব]

৮। ণা (না) থ-নামা

সংসার-সা [গ] র-জলোত্তরণৈকচিত্তঃ [।*]

ভ্রাতুঃ সুতে গুণবতি প্রতিপাদ্য রাজ্যং

শ্রীমান ভূদৃষিসমো বি ⌣ — ⌣ —

৯। ত্বঃ ॥ [৪*]

ভোনোদপাদি কুল-সন্ততয়ে সদৃশ্যাম্

বিভ্রৎ পতিব্রতগুণাভরণোজ্জ্বলায়াম্ [।*]

গোত্রশ্রিয়ামিবমহৌজসি গোত্রদে [ব্যা]

[ম]—

১০। ষ্টাগ্নিকা-বিহিত-জন্মনি পুত্রবর্য্যঃ ॥ [৫*]

যস্যা (স্তু) স্থাবর-সংজ্ঞকো দ্বিজবরঃ প্রার্য্যা জনন্যাঃ পিতু—

[র্বী] রাখ্যো দ্বিজ-সত্তমো ⌣ ⌣ — —

১১। স্যাস্যঃ প্রমাতামহঃ [।*]

প্রখ্যাতো নৃপগোচরা (রো) বল-গণ-প্রাপ্তাধিকারঃ কৃতী

সাধুঃ পারশবঃ সতামভিমতো মা [তামহঃ] (?)

১২। কেশ [বঃ] ॥ [৬*]

দৌহিত্রসূসতু কেব [শ] (শব) স্য গুণবান্ সত্যৈক বন্ধুস্‌সদা

দোর্দ্দণ্ড-জলিতোত্তমাসি-সি (স) চিব-প্রজ্ঞা-জয়ৎসাধনঃ [।*]

কৃত্য (?)

১৩। জ্জোর্জ্জিত-সত্ব-সার-তুরগঃ শ্রীলোকনাথো [নৃ] পো

যস্মিন্দ্বীপরমেশ্বরস্য বহুশো যাতং ক্ষয়ম্ সৈনিকম্ ॥ [৭*]

দুর্জ্জেয্য

১৪। জয়তুঙ্গ-বর্ষ-ন-[ম*] রে সত্যঃ [প্রয়ো] গোবিন্দাং

নীতৌ-নীতি-বিধানতা (তো) নি (তি) চতুরো নিত্য-প্রহৃষ্ট-প্রজঃ [।*]

মৈত্র্যাপিদিষ্ট-নিবৃ [তি*]-র্বহু-[গু]

১৫। ণো বিদ্ব [ৎপ্রি] য় [সৃস] র্বদা

সার্বঃ সা [ধু]-সমাশ্রয়ঃ পটুমতি র্লব্ধ-প্রতাপোদয়ঃ ॥ [৮*]

ইত্যাপ্ত-মন্ত্র-সুবিনিশ্চিত-কৃত্য-বস্তু

শ্রীজীব—

১৬। ধারণ নৃপ [স্তু] ⌣— ⌣ [(পেত)] [।*]

যস্মৈ দদৌ স (স্ব) বিষয়ং সহ সাধনেন

শ্রীপট্ট প্রাপ্তকরণায় বিহায় যুদ্ধং (ম্) ॥ [৯*]

তৎসুত রাজ পু [ত্র] —

১৭। লক্ষ্মীনাথ-[দূত] কেনা [জ্ঞ (?)] [অ] গস্ত্য-সগোত্রস্য

ব্রাহ্মণস্য দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রেণ জয়শর্ম্ম-স্বামিনঃ পৌত্রেণ দ্বিজগুরু-[জ]—

১৮। নতা-তী (তি) তোষস্য [তো] ষ শর্ম্মণো বিপ্রস্য পুত্রেণযথাবিধিহুতাগ্ন্য-

হিত-বুধস্বামিন [ঃ*] প্রমাতামহস্য সূনোঃ প্রথিতগু —

১৯। ণ-গণস্য ধর্ম্মা [র্জনতয়া (?)] বৃহস্পতি -স্বা [মি] নো : দুহিতরিযথার্থি-

জনাভ্যর্থিতার্থদত্ত সুবচনায়াং সুবচনায়াং ব্রাহ্মণ্যামুৎপ —

২০। ন্নেন যথাচারাচরণ-প্রতিপ্রিতোভয়কুল [প্রা]প্ত [জন্ম] না বিদিত[ভুজ]-

বীর্য্যেণ দ্বিজ-সাধুজনতোপভুজ্যমান-বিভবেনোদারান্বয়িনা দ্বিজন্মনা [বি]

২১। লুপ্তা] শেসদোষেণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মণা বিজ্ঞাপিতা বয়ং—
সু [র্ব্বু]ঙ্গবিষয়ে :মৃগ-মহিষ-বরাহ-ব্যাঘ্র-সরি (রী) সৃপাদিভির্যথেচ্ছমনুভূয়মান – গৃ [হ (?)] –

২২। সম্ভোগ-গহন-গুল্ম-লতাবিতানে কৃতাকৃতাবিরুদ্ধাটবী ভূখণ্ডো (ণ্ডে) ম [য়া (?)] দেবাবসথং স্কারয়িত্বা ভগবানবিদিতানন্তোনন্তনারায়ণ[ঃ॰] স্থাপয়িত……

২৩। [দি(?)] মমোপরি কৃতপ্রসাদা [ঃ॰] পাদাস্তত্র ভগবতোমরবরাসুর—দিনকর-শশধর-কুবের-কিন্নর-বিদ্যাধর-মহোরগ-গন্ধর্ব্ব-বরুণ-য-[ক্ষো]…

২৪।…ভিষ্টু্ত-বপুষোনন্তনারাণস্য সততমষ্ট পুষিকা-বলি-চরু-সত্র-প্রবৃত্তয়ে তত্র কৃতসামাক্তানাঞ্চ চাতুর্বিদ্য-ব্রাহ্মণা [র্ণা] ণাং……

২৫।…তা-বিরুদ্ধাটবীভূখণ্ড [ঃ॰] তাম্রেভিলেখ্য মাতাপিত্রোর্ম্ম চ পুণ্য প্রবৃ [দ্ধয়ে] সর্ব্বতো (?) ভোগেন…

২৬।…[লোকেনা (?)] থেণ (ন)…প্রতিনা [দিত্তো (?)…পরম…

(পশ্চাতের পৃষ্ঠা)

২৭। * * * * *

২৮।… … স্বামি … … …

২৯।… … কে চতুশ্চত্বারিংশৎ সম্বৎসরে ক্ষান্ত (নমা) সে … মেকবন্ধদশে (?) নৈকাস্য … … …

৩০।…(অ) এ পূর্ব্বেণ কণামোটিক:-পর্ব্বতো দক্ষিণেন পঙ্গাবাপিকোভয়-গ্রাম (সী) মা পশ্চিমেন জয়েশ্বর-তাম্রপথ (?) র খণ্ড … …

৩১।…বল-মণ্ডুলিকা উত্তরেণ মংস্তর-রণশুভ-পুষ্করিণী ইত্যেবমবধৃত-চতু (ঃ॰) সীমক-সুবু(ব্বু) ঙ্গ-কৃতাকৃতাবিরুদ্ধাটবীভূখ (ণ্ডঃ) * … …

৩২।… পট্টি(রোপি)তো মহাসামন্তপ্রদোষশর্ম্মণোমাতাপিত্রোরস্য চ পুণ্য-প্রচয়ায় এতদীয়মঠে ভগবতোনন্তনারায়ণস্য পূজাবিধি সম্পত্তয়ে * * …

৩৩। (প্রদ (?) ও (ঃ *) প্রত্যেক (ং) পাঠক-ভাগোস্তমকৃদ্বৈরিক, ভট্টানন্তদেব স্বামি পাঠক ২, ভট্টধর্ম-দামপাটক ১, ভট্টনাগদত্তপাটক ১, ভট্টকেশব-পাটক ১, ভট্টপদ (?)

৩৪। —নন্দিপাটক ১, ভট্টমেধসোমপাটক ১, উদয়চন্দ্র পাটক ১, ভট্ট-মনোজ্ঞদেব পাটক ১, খদিষ-কর্ম্মান্ত (ন্ত) ক-প্রভ-প্রাপি ভট্ট জয়সোম—

৩৫। স্বামি অর্দ্ধ পাটক, ভট্টপূর্ণ-দামদ্রোথং, বিদেশদ্রোথং, ভট্টযজ্ঞদেব-

দ্রোথং, ভট্টামরদেবদ্রোথং, ল [(দ্র (?)] স্বামি (দ্রোথং (?), (ভট্ট)-পূর্ণ—

৩৬।—ঘোষ-দ্রোথং, ভট্ট-উগ্রসোমদ্রোথং, মনো (র) থ-সাধারণং (র) বি× নরসঙ্ক্ষাল-ভিক্ষত ভ্রাত পাটক-দ্বয়। হরিশর্ম দ্রোণ্ট (ঞ ?) ৭, জনসোম দ্রোণ্ট (ঞ ?) ৪,

৩৭। বিষ্ণদ্রোণ্ট (ঞ ?) ৪, ভট্টভানু × × × × [(দ্রোণ্ট- (ঞ ?)] ব(?)-বিশ্ব-(খড়্গা)-বনর—বিচক্ষণ-তত্তি-গোবর্দ্ধন-প্রভাববরিষ বিষ্ণু-অন্দ-(আনন্দ?) -সুরি-পিতৃকেশ্বির (রা)-সুচর

৩৮। ত-হর্ষভূতি-সুভ্রা-(?) ৩-ভাগু অর্দ্ধ, হর্ষ-মা (দ্র-খ) লিশ × × —জ দুন্দ্রিদ্রোহ-অটব্যাং ম (অ) সৌযব দ্রোথং বিদগ্ধ-প্রম (মু) থ পাটক (১), ব (ক) দ্রোথং মহে (শ (?)

৩৯। তেজসোম-জনার্দ্দনা-ন্দ-নু (গ(?) × × × সদেশ-(শ)ঙ্কর দ্রোথং রুদ্র-বিকসিত-দিবাকর-হরিশ(ষ)-বিজয়-বামন-গোপিশর্ম-আনন্দ-নির্দ্ধার (?)

৪০। স(মু)তোষ-লুছকা (ভ্যাং পাটক ১), ন × × × সুপ্সভূতেঃ পাটক ১, রুদ্র-দামোদরাভ্যাং পাটক আন্দ (ন) ন্দ সোম-বিদগ্ধ-জনার্দ্দন[(উপ (?)]

৪১। ত্রি-স্কন্দ-ই-(ঈ)শা(ন) × × ন × × ×পতি-কৃষ্ণ-ভব-রুদ্র-সুরঠ-জনসোম-বিদগ্ধ-বপ্‌ম (?)-ধৃতি-অবলিপ্ত-কোণ্ট (ঞ?) -বুদ্ধদত্তশর্ম্ম—

৪২। বপ্‌ম (?)-শর্ম- × × ধাম-নবচ (ক্র) জয়-শিব-বিষ্ণু-সুজাত-শর্ম-দ্রোথং বন্ধু-বেদজু-লব্‌ বু-ধৃতি-জয়া (মিত্র দে (?) ব-শ্র (?) ধু-বিদেশ-জীব-মহাসক (?)—

৪৩। বিহি সুযত উগ্র-(প্রতোষক) × × অর্থ-(?)-অচু (ত*)-দত্তায-দৈতগণ-রু (রু) প-সন্ত (?) বিষ্ণুমিত্র-নিস্তারণ-গোবিন্দ-কোণ্ট.(ঞ?)-বণাদগুপ ×

৪৪। বপ্‌ম (?) সুষেণ লবব্‌ (?) স×ন×[লিঙ্গ (?)] শোক-হস্বাশুভগুণ-তোষ-বপ্‌ম (?) শোক-বপ্‌ম (?) অতিথি-ভানু-ক্ষীর [গ]ন্ত নিধি × × ×

৪৫। ভদ্র-জনার্দ্দন-ভাস্কর-[বপ্‌ম (?)] × × × [দ্রো] থং [ভ] ব দত্ত দ্রোথং ধনস্কর-ভট্ট ব্রহ্মদত্ত-দ্রোথং সামিদত্ত-বপ্‌ম্ (?)

৪৬। কৃষ্ণহরিষ বিকসিত-ম[নোরথ (?)]-বৃকণ্ঠ-নয়ন-চিত্র-বিপশ্চিত-যজ্ঞ-সুকৃততোষ-চন্দ্র-বপ্‌ম (?) পি-অহি-মর্কট-চন্দ্র-প্রাণ-নন্দ-সাধারণ × × ×

৪৭। ভট্টসাধারণ দ্রোথং ক্ষেমভূতিপাটকদ্বয় বপ্‌ম (?) দেবপ্রশান্ত-হৃ (?) স্বামি-প্রকাশ-গৌণ-পাটক-রাজি পৃ (প্রি)য়দাম-দ্রোথং, আনন্দ-ইন্দ্র-

স্বামিন্রো [থং] × ×

৪৮। নারায়ণ-হরিদেব-চন্দ্রকেশ পাটক ১, ভট্ট-সূত দ্রোণ্ট (ণ?)২, ভট্টপিহ দেবস্ত পাটক ১, নন্দ গোপ-বন [মা] লি-ত্‌ (ত্রি) লোচন-থ [ক্ত(?)] × × ×

৪৯। সত্রোপযোগায় পাটক, পুজিষ্ণু-[অহি] × × [স্বা] মি পাটক ২, সমৃধ-সজ্য সন্তোষ-জয়শয়-দৈদব-ইবঞ্জি (?) নববিজয়-শম্ভু (?) বিজয়-গুপ্তজয় -- × ×

৫০। × × ভটাৎ স্মুরিদ্রোর প্রিয় দ্রোণ্ট (ণ?) মৃধু বা × × × লক্ষ্ণ-ধন-নন্দ-পর পালশো (?) ইন্দ্র-হরিধৃতি-ইচ্ছদেব-গণ (গো) ঢং মহারাজ দাহি (থি ?) ভট-সরপ (?) × × বক

৫১। × [ক্র] তা ভূময়স্তাম্রপটে সমারোপিতা অস্য মাতাপিত্রোরাত্মন পুণ্য প্রসবার্থস্তগবদ] [ন*] [গুনারায়ণায় [য*] থা-লিখিত ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ সর্ব্বতে (তো) ভোগেনাগ্র × × ×

৫২। × × × তি (তী)র্থ-[পূ] জনোপচীয়মান-সং (স্কা) র স্বান্নপ-গৌর-বাতিথেয়-পৃ (প্রি) য়ত্বাচ্চ সতত মনুমন্তব্যাঃ পালনী(নী)য়াশ্চ দানাচ্ছে-য়োনু পাল (নং)

৫৩।...(দা) ষ-দর্শ (না) য় ভগবতা (ব্যা) সেন গীতা (ঃ*) শ্লোকাঃ—

ষষ্টিস্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদ (ঃ।*)

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যে (ব) × × ×

৫৪। × × × ভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির (।*)

৫৫। মহী (ং?(মহি (হী) মতাঞ্ছে্রষ্ঠ দানচ্ছেয়োনুপালনং (ম্) ॥

৫৬। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্‌সগরাদিভি (ঃ*) যস্য যস্য × × ×

৫৭। × × × (ফ) লমি (ম্ ॥ ই) তি কৃতং (সা) ন্ধি-বিগ্রহিক-প্রধান (দে) বেন ভোগি-ভবদাসস্য দ্রোথং,

৫৮। পাচক বস্যুদ্রোথং, × × ×

৫৯। ... বাচকস্বেন সুধামদ্রোথং বির (?) হ-দ্রোণ্ট (ণ?*)২, উৎখাতুকাম (মে) ন নরদত্তস্য দ্রোণ্ট (ণ?) ২, প্রকৃত [য় (?)] পাদমূলা......

৬০।......রক অবি × × × তয়া......সি......॥

(অনুবাদ।)

কুমার মাত্য (শ্রীলোকনাথ) নিজ অধিকরণকে (রাজকর্ম্মচারিবর্গকে) ও ও সুব্বুঙ্গ বিষয়ের ব্রাহ্মণাচার্য্যগণকে এবং অধিকরণ, প্রধান ব্যবহারী (ব্যবসায়ী) ও জনপদবাসীবর্গ সহিত বর্ত্তমান ও ভাবী শ্রীসামন্ত, মহাসামন্ত,

বিষয়পতিগণকে জানাইতেছেন—আপনারা এই বিষয়ে অবগত হউন,—

(১)

যাঁহার বিগ্রহ......, যিনি ত্রিভুবনের স্থিতিসুখ প্রাপ্তির জন্য অষ্টধা বিভক্ত নিজ তনুর প্রত্যেক (ভাগে) প্রভুতাদি বিষয়ে তুল্য মহিমা (লইয়া বিরাজমান) এবং যিনি মদন দেবকে কায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন,—অশুভ ধ্বংসকারী সেই শঙ্কর জয়যুক্ত হয়েন।

(২)

প্রভাবান্বিত মহারাজাধিরাজ-শব্দে অধিকারী, ভরদ্বাজ মুনির সদ্বংশে উৎপন্ন, প্রথিতযশাঃ, পাশ প্রশমিত হওয়ায় সংসারোচ্ছেদের হেতুভূত শ্রীমান্ (......নাথ) শম্ভুর পাদপঙ্কজরেণুরাজি দ্বারা শিরোদেশে পবিত্র দিব্যাভিষেক প্রাপ্ত হইয়া অবনীশ (রাজা) হইয়াছিলেন।

(৩)

গুণাধার সেই মহাত্মার মহান্ পুত্র, সামন্ত শ্রী (?) নাথ নিজ বল-বীর্য্যে প্রসিদ্ধ হইয়া যুদ্ধে পৌরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্ম্য ক্রিয়ার এক-মাত্র আশ্রয় ছিলেন, ভগবানের ন্যায় (সকলের) বিপৎ প্রতিহত করিয়া, নিজ শক্তি-মাহাত্ম্যে তিনি অবনীতলে সম্পাদয়িতব্য সমস্ত ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া বীর বলিয়া (পরিগণিত) হইয়াছিলেন।

(৪)

তাঁহার ভবনাথ-নামা গুণবান্ পুত্র সংসার সাগরজল উত্তীর্ণ হইবার জন্য একমনাঃ হইয়া, গুণসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া .... ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন।

(৫)

অষ্টায়িকা-নাম্নী [জননী] হইতে লব্ধজন্মা, গোত্রলক্ষ্মীর ন্যায় মহাতেজঃসম্পন্না, পতিব্রতধর্ম্ম পালন করিয়া মহিমময়ী, অনুরূপা ভার্য্যা গোত্রদেবীর গর্ভে কুল অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্যই ভরণশীল তিনি এক পুত্ররত্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(৬)

স্থাবর নামা দ্বিজবর যাঁহার মাতামহের প্রার্য্য (পিতামহ) ছিলেন, বীর নামা 'দ্বিজোত্তম যাঁহার......মান্য প্রমাতামহ ছিলেন; যাঁহার খ্যাতিসম্পন্ন, সাধু পারশব জাতীয় কেশব নামা মাতামহ নৃপসন্নিধানে থাকিয়া, সৈন্যাধিকার

(সৈন্যাধ্যক্ষপদ) প্রাপ্ত প্রাপ্ত হওয়ায় নিজ কৃতিত্বে সজ্জনমণ্ডলের অভিমত ব্যক্তি ছিলেন,—

(৭)

সর্ব্বদা সত্যের একমাত্র সুহৃৎ গুণবান্ রাজা লোকনাথ এই কেশবের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ নিজ দোর্দ্দণ্ডে আলিত শ্রেষ্ঠ অসিবলে ও সচিবগণের বুদ্ধিবলে জয়লাভ করিত। কর্ত্তব্যবিৎ (লোকনাথ) জন্তুগণের সারভূত অশ্বগণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার (বিরুদ্ধে যাইয়া) পরমেশ্বরের (সার্ব্বভৌম নৃপতির) সৈন্যসমূহ বহুবার নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৮)

জয়তুঙ্গবর্ষের দুর্লঙ্ঘ্য সমরে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ (উপায়) বিধান-কারী হইয়াছিলেন। নীতি বিষয়ে যাঁহারা অর্থী হইতেন, তাঁহাদিগের জন্য নীতি বিধান করিতে তিনি অতি চতুর ছিলেন। প্রজাকুলকে প্রহৃষ্ট রাখিয়া বহুগুণ-বিশিষ্ট এই নরপতি মৈত্রীদ্বারা আত্মসন্তোষ লাভ করিতেন। সর্ব্বদা বিদ্বজ্জনকে প্রিয়জন মনে করিয়া, সর্ব্বহিতরত সাধুগণের আশ্রয়ীভূত, পটুমতি [লোকনাথ] প্রতাপ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৯)

এই সকল কারণে, আপ্তজনের মন্ত্র লইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ পূর্ব্বক শ্রীজীবধারণ নৃপতি .....[অবিলম্বে] যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রীপট্ট প্রাপ্ত করণকে সসৈন্যে নিজ বিষয় [দেশ] দান করিয়াছিলেন,—

তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া অগস্ত্য-সগোত্র দেবশর্ম্ম-নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, জয়শর্ম্ম স্বামীর পৌত্র, দ্বিজগুরু-জনতার নিরতিশয় তোষ-বিধান-কারী তোষশর্ম্ম নামক বিপ্রের পুত্র অগ্নিতে যথাবিধি হোমকারী, আহিতাগ্নি প্রমাতামহ বুধস্বামীর পুত্র, ধর্ম্মার্জ্জন হেতু গুণগ্রামোপেত বলিয়া বিখ্যাত, বৃহস্পতি স্বামীর দুহিতা,—যাচকগণের যথাভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া, প্রাপ্ত সুবচনা-নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভোৎপন্ন, সদাচারের যথাচরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত এই উভয়কুল হইতে লব্ধজন্মা, বিদিত-ভুজবল বীর্য্য দ্বিজ-গুরু জন-তার সহিত আত্মবিভব-ভোগকারী, মহৎকুলসম্ভূত দ্বিজ বিলুপ্ত সকল দোষ, মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন—

"যে স্থানের ঘনগুল্মলতাবিতানের মধ্যে মৃগ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র, সরীসৃপ প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে গৃহসুখ অনুভব করে, সুব্বুঙ্গ বিষয়ের কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ

সেই অটবীভূখণ্ডে দেবায়তন নির্ম্মাণ করাইয়া আমি ভগবান্ অবিদাস্ত অনন্ত-নারায়ণ স্থাপিত করিতে অভিলাষী হওয়ায় রাজপাদের প্রসাদলাভ করিয়াছি। সেই স্থানে দেব, অসুর, দিবাকর, শশধর, কুবের, কিন্নর, বিদ্যাধর, মহোরগ, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, যম, যক্ষাদি দ্বারা পূজিত বিগ্রহ সেই অনন্তনারায়ণের সতত অষ্টপুষিকা বলি, চরু ও সত্রের সতত প্রবৃত্তির জন্য,—এবং সমান সম্পত্তি ভোগকারী চাতুর্বিদ্য (চতুর্ব্বেদ-বিৎ) ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের (ব্যবহারের) জন্য এই কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ অটবী ভূখণ্ড তাম্রপটে (শাসনভাবে) লিখাইয়া আমার মাতা পিতার ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য .....রাজা লোকনাথ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হউক।"

.....(এই প্রার্থনাক্রমে) চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) সংবৎসরে ফাল্গুন-মাসে পূর্ব্ব দিকে কণামোটিকা পর্ব্বত, দক্ষিণদিকে পঙ্ক ও বাপিকা নামক উভয় গ্রামের সীমা, পশ্চিমদিকে জয়েশ্বরের তাম্রপথর (?) খণ্ড, বলমণ্ডলিকা....., উত্তরদিকে মহত্তর বনগুভের পুষ্করিণী—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সুব্বুঙ্গের কৃতাকৃতা-বিরুদ্ধ অটবীভূখণ্ড.....তাম্রপট্টে লিখাইয়া মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মার মাতা পিতার ও তাঁহার নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য, তাঁহার মঠে (স্থাপিত) ভগবান্ অনন্তনারায়ণের পূজাবিধি সম্পাদনের নিমিত্ত.....প্রদান করিলাম।

[অতঃপর ৫০ পংক্তি পর্য্যন্ত লিখিতাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না ; কারণ, এই অংশে কেবল শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম ও তাঁহাদের মধ্যে কে কত পাটক, কত দ্রোণ বা কত আঢ় (ক) ভূমি পাইবেন, তাহারই নির্দ্দেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উপরি উদ্ধৃত পাঠ হইতে সকলেই তাহা সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন]

[এইরূপে বিভক্ত] ভূমিখণ্ড সকল তাম্রপটে [শাসনরূপে] সমারোপিত করিয়া উহার [প্রদোষশর্ম্মার] মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যোদয়ের জন্য, ভগবান্ অনন্তনারায়ণকে এবং যথালিখিত ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বত্র যথেচ্ছভোগের জন্য [প্রদত্ত হইল]। তীর্থ পূজন দ্বারা সংস্কার প্রতীয়মান হয় এবং নৃপতি গৌরব ও অতিথি সৎকার সকলের প্রিয় হওয়া উচিত—এইরূপ মনে করিয়া অনুমোদন পূর্ব্বক সকলেরই এই আদেশ সতত পালন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু দান অপেক্ষা পালন শ্রেয়স্কর। [ভূমির অপহরণাদি] দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য, ভগবান্ ব্যাসদেবও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গসুখ ভোগ করেন ; এবং ভূমির অপ-

এইরূপ দুইটী মতবাদ কতদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা অসম্ভব। তবে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এইরূপ দুইটী মতবাদ চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে করা খুবই স্বাভাবিক; কারণ হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে অহিংসার প্রশংসা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও এই দুই অহিংসা প্রচারের জন্য যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ ততদূর করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

যাহাহউক, উল্লিখিত আখ্যান দুইটী ঐ প্রাচীন মতবাদেরই সূচনা করিতেছে বলিয়া মনে করা অনুচিত নহে। আর ইহা হইতে এই প্রাচীন মতবাদের সূচনা পাওয়া যায় বলিয়াই এই দুই আখ্যান ইতিহাসের দিক্ হইতে অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। এই কারণে আমি সংক্ষেপে ও সরলভাবে ঐ আখ্যান দুইটী পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমে মহাভারতের আখ্যানটী বর্ণন করিয়া জৈন হরিবংশের আখ্যানটী বর্ণন করিব।

মহাভারতের আখ্যানটী 'বঙ্গবাসী সংস্করণ' শান্তিপর্ব্বের ৩৩৮ অধ্যায় হইতে দেওয়া হইল। মহাভারতের উপাখ্যান :—

"চন্দ্রবংশীয় রাজা কৃতির বসু নামক এক পরম বৈষ্ণব স্বর্গরাজ ইন্দ্রের পরম বন্ধু পুত্র ছিল। ইন্দ্র বসুকে আকাশগামী একখানি রথ দিয়াছিলেন। সেই রথে চড়িয়া বসু আকাশে (উপরি) ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল 'উপরিচর' বসু।

সত্যযুগে একবার দেবতাদিগের সহিত ঋষিদিগের পশুযাগ লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ঋষিগণ হিংসাকে পাপজনক মনে করিয়া ধান্যাদিদ্বারাই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। দেবতাগণ তাঁহাদের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন "তোমরা এ করিতেছ কি? শাস্ত্রে রহিয়াছে—'অজৈর্যষ্টব্যম্' সুতরাং ছাগ পশুর দ্বারাই যজ্ঞ করা উচিত। তাহা না করিয়া তোমরা ধান্যাদির দ্বারা যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ।"

ঋষিগণ উত্তর করিলেন—"আপনারা যাহা বলিলেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। পশুহিংসা করিলে তাহাতে পাপই হয়—পুণ্য হয় না। 'বীজৈর্যষ্টব্যম্' এই শ্রুতিবচনানুসারে বীজের দ্বারাই যজ্ঞ করা শাস্ত্রসম্মত। আর আপনারা যে শাস্ত্রবচনের উল্লেখ করিলেন—তাহাতেও অজ শব্দের অর্থ 'বীজ' পশু নহে।"

দেবগণ ঋষিদিগের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা নানাযুক্তি প্রমাণ দেখাইয়া স্বীয় মত সমর্থন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঋষিরাও পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহেন। তাঁহারাও যুক্তি প্রমাণ দেখাইয়া স্ব স্ব মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইলেন।

বহুকাল যাবৎ দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু কাহাদের মত ঠিক তাহা নির্ণীত হইল না। এই সময় একদিন উপরিচর বসু আকাশপথে সেই বিচারস্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। দুই পক্ষই তাঁহার উপর কোন্ মত ঠিক তাহা নির্ণয় করিবার ভার দিলেন।

উপরিচর দেবতাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মতেই মত দিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঋষিগণ তাঁহাকে শাপ দিলেন। শাপের প্রভাবে মহারাজ রথসহ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহা দেখিয়া দেবগণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।"

মহাভারতের এই উপাখ্যান কতদিন হইতে গ্রন্থমধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। তবে উপাখ্যানটী সত্যযুগের কাহিনী বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় ইহা একটি সুপ্রাচীন Tradition বা জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ঘটনা অতি প্রাচীনকালে সঙ্ঘটিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা তাহাকেই (সকল সময় না হউক) অনেক সময় সত্যযুগের ঘটনা বলিয়া পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়া থাকে ইহা নূতন নহে। সুতরাং, মনে হয় মহাভারতের এই ঘটনা স্পষ্টই সূচিত করিতেছে যে অতি প্রাচীন কালেই বেদে পশুযজ্ঞের বিধান আছে কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে নানারূপ বিসম্বাদের প্রচলন ছিল।

এই বিষয়ে জৈন হরিবংশে সপ্তদশসর্গে (৬১ শ্লোক হইতে সর্গান্ত) পর্য্যন্ত যে আখ্যানটি বর্ণিত আছে এইবার সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

"একদিন নারদ স্বীয় গুরুপুত্র পর্ব্বতের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তখন সেই সময় ছাত্র পড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার চারিদিকে ছাত্রগণ বসিয়া পাঠ শুনিতেছিল। নারদ আসিয়া দেখিলেন গুরুপুত্র ছাত্রদিগকে বেদ পড়াইতেছেন।

পর্ব্বত তখন 'অজৈর্য্যষ্টব্যম্' (অজের দ্বারা যাগ করিবে) এই বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পর্ব্বত বলিতে লাগিলেন—যষ্টব্যম্ এই বাক্যে যে 'অজ' শব্দ রহিয়াছে উহার আচার্য্য পরম্পরা-

প্রচলিত অর্থ হইতেছে—ছাগ। আর সমস্ত বাক্যের অর্থ হইতেছে—যিনি স্বর্গকামনা করেন অবশ্যই তিনি ছাগের দ্বারা যজ্ঞ করিবেন।

গুরুপুত্রের এই অপব্যাখ্যা শুনিয়া নারদ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পর্ব্বতের ভ্রমদূর করিবার জন্য তিনি বলিলেন—"গুরুপুত্র, বেদবাক্যের এরূপ অসদর্থ তুমি কোথায় পাইলে? তুমি আর আমি একই গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি। গুরুদেব 'অজ' শব্দের যে কি অর্থ বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা কি তোমার মনে নাই? আমার সম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে—তিনি বলিয়াছিলেন—'অজ শব্দের অর্থ—তিন বৎসরের পুরাতন ধানের বীজ।' আর এই অর্থই ত পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ।"

পর্ব্বত বড় দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। নারদের কথা যুক্তিযুক্ত ইহা বুঝিয়াও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না বরং তিনি উল্টা চটিয়া উঠিলেন এবং নারদের কথায় নানারূপ দোষ দেখাইয়া গর্ব্বিতভাবে বলিলেন 'শোন, নারদ, এখন এ বিষয়ে বেশী বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যদি আমি এই বিষয়ে তোমার সহিত বিচারে পরাজিত হই তাহা হইলে আমি আমার জিহ্বা ছেদন করিব।'

নারদ পর্ব্বতকে বুঝাইলেন যে, সে স্বেচ্ছায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছে। পর্ব্বত কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না—তিনি নারদের সহিত বিচার করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তখন স্থির হইল—রাজা বসুর সভায় দুইজনের বিচার হইবে এবং বসু নিজে বিচারের মধ্যস্থ হইবেন।

এইরূপ স্থির করিয়া পর্ব্বত মাতার নিকট যাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। পুত্রকৃত অর্থ ভ্রমপূর্ণ এবং নারদের কথিত অর্থই উচিত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি পর্ব্বতকে বহু তিরস্কার করিলেন এবং তখনই রাজা বসুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বসুও তাঁহার স্বামীরই শিষ্য ছিলেন। তাই, তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনার ছলে তিনি তাঁহাকে পর্ব্বত ও নারদের বিবাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—'কোনটী সত্যমত এবং কোন্‌টী মিথ্যামত তাহা তুমি সম্পূর্ণই জান; তথাপি এক্ষেত্রে তোমাকে পর্ব্বতের পক্ষই অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই আমার প্রার্থনা।' রাজা বসু অনন্যোপায় হইয়া গুরুপত্নীর কথানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সভায় অধিষ্ঠিত হইলে নারদ ও পর্ব্বত আসিয়া

সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচার দেখিবার উদ্দেশ্যে বহু প্রবীণ পণ্ডিতও সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া নারদ ও পর্ব্বত সিংহাসন সমীপবর্ত্তী দুইখানি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গ যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলে সভাসদ্‌গণের মধ্যে জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন——

'মহারাজ, আপনি ধর্ম্মাবতার—ন্যায়ান্যায় বিচারপটু সেইজন্য নারদ ও পর্ব্বত এই দুই বেদজ্ঞপণ্ডিত পরস্পরের মধ্যে কোন শাস্ত্রীয় বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি ইঁহাদের উভয়ের বক্তব্য শুনিয়া উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করুন। আপনি ভিন্ন ইঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারে এমন কেহ নাই।

বসু পর্ব্বতের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। তিনি সভাসদের বাক্য শেষ হইতেই পর্ব্বতকে নিজ বক্তব্য সভামধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। পর্ব্বতও নিঃশঙ্কচিত্তে গর্ব্বিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন ——

"বেদের মধ্যে 'অজৈর্যষ্টব্যম্' এই যে বাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায় ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি স্বর্গাভিলাষী, সে অজের দ্বারা যজ্ঞ করুক। এখানে 'অজ' শব্দের অর্থ চতুষ্পদ ছাগ। অজ শব্দের এই অর্থ কেবল বেদ মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয় এমন নহে; এই অর্থে ইহার লৌকিক প্রয়োগও আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকটই সুপরিচিত। এ স্থলে ইহার এই প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অর্থান্তর গ্রহণ করিবার কোনও উপযোগী কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, পশু হননেরদ্বারা দুঃখ লাভ হইয়া থাকে, স্বর্গলাভ হয় না তাহা হইলে বলিব যে, সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মন্ত্রবলে পশুর মৃত্যুতে কোনরূপ কষ্ট ত হয়ই না পক্ষান্তরে মৃত্যুর পর সে পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকে, মন্ত্রের এই শক্তিকে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু মণি, মন্ত্র ও ওষধির প্রভাব অচিন্তনীয়। ফলতঃ, যজমান যেরূপ যজ্ঞান্তে স্বর্গে গমন করেন এবং নানারূপ সুখভোগের অধিকারী হন যজ্ঞে নিহত পশুও সেইরূপ স্বর্গে গমন করিয়া নানারূপ সুখ ভোগ করিয়া থাকে।"

পর্ব্বত এইরূপে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া উপবিষ্ট হইলে নারদ তাঁহার মত খণ্ডন করিবার জন্য উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "পর্ব্বত 'অজৈর্যষ্টব্যম্' এই

বাক্যে অজশব্দের পশু অর্থ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, আপনাদের নিকট যাহা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে আপত্তিকর কারণ, বেদের অর্থ স্বীয় ইচ্ছানুসারে করিবার উপায় নাই। গুরুপরম্পাক্রমে বেদের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে নিজবুদ্ধিবলে তাহার অন্যথা করিবার উপায় নাই। 'অজ' শব্দের পশু অর্থ সম্প্রদায় সিদ্ধ নহে। পর্ব্বত ও আমি একই উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ণ করিয়াছি। সুতরাং অজ শব্দের অর্থ তিনি আমার নিকট একরূপ বলিয়াছেন এবং পর্ব্বতের নিকট অন্যরূপ বলিয়াছেন, ইহাও হইতে পারে না। পর্ব্বত যে বলিয়াছেন—অজ শব্দের পশু অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ, তাহা ঠিক নহে। গৌ প্রভৃতি বহু শব্দ আছে যাহাদের বহু অর্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—যেখানে যে অর্থ উপযোগী সেখানে সেই অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বেদে 'অজৈর্যষ্টব্যম্' এই স্থলে অজ শব্দের অর্থ তিন বৎসরের পুরাতন ধান্য, যাহা হইতে পুনরায় অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। লোকে ইহা অর্থান্তরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এই মাত্র। অজ শব্দের ধান্যরূপ অর্থই বৈদিক সম্প্রদায়সিদ্ধ এবং চির প্রসিদ্ধ।

বস্তুতঃ পশুহিংসা এবং পশুযাগ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। পর্ব্বত যে বলিয়াছেন—যজ্ঞে মন্ত্র পূর্ব্বক পশুকে বধ করা হয় সুতরাং তাহাতে পশুর কোনরূপ কষ্ট হয় না—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বধের সময় যজ্ঞীয় পশুর করুণ ক্রন্দন এবং কাতর দৃষ্টিই তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখের সূচনা দেয়। তার পর পর্ব্বত বলিয়াছেন—যজমানও যেরূপ স্বর্গে যায় যজ্ঞনিহত পশুও সেইরূপ স্বর্গে গমন করে। এ কথাও সম্পূর্ণ অলীক। যজমান পশুহননরূপ অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব। আর যজমানই যদি স্বর্গে যাইবার উপযোগী না হইল তাহা হইলে যজমানের মত পশুও স্বর্গে যাইবে এ কথার তাৎপর্য্য কোথায় অর্থাৎ পশুর দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমান যেরূপ স্বর্গে যাইতে পারে না—যজ্ঞে নিহত পশুও সেইরূপ স্বর্গে যাইতে পারে না।"

এইরূপে পর্ব্বতের উক্তি সর্ব্বথা খণ্ডন করিয়া নারদ উপবিষ্ট হইলে সদস্যবর্গ কর্ত্তৃক এই বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া রাজা বসু বলিলেন—"নারদ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই যুক্তিযুক্ত সত্য। তবে পূজ্যপাদ গুরুদেব আমাদের নিকট যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গুরুপুত্র পর্ব্বত আজ আপনাদের নিকট তাহাই উপস্থাপিত করিয়াছেন।"

এই কথা বলিবামাত্রই মহারাজ বসুর স্ফটিক সিংহাসনে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল এবং তিনি নরকে যাইয়া স্বীয় পাপের ফলে নানারূপ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই বুঝিল অবিচার করার ফলে মহারাজ বসুর এই অবস্থা হইল। তখন উপস্থিত সদস্যবর্গ তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং নারদের প্রশংসাবাদে সভামণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিল।

পর্ব্বতকে সকলেই গালাগালি দিতে লাগিল এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। মহাকাল নামক অসুরের সহিত মিলিত হইয়া সে সর্ব্বত্র হিংসা যজ্ঞের প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা মূর্খ এবং প্রতিহিংসা যাহাদের অভিপ্রেত, তাহারা তাহার কথায় বিশেষ প্রীত হইতে লাগিল। কালক্রমে পর্ব্বত মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং নরকে যাইয়া বসুর সহচর হইল।

বসুর মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার আটপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিল। কিন্তু পিতার দারুণ পাপের ফলে কেহই দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইল না।"

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (কাব্যতীর্থ)

অপসম্বন্ধের পরিণাম

দুইটী অসমান বস্তু, ব্যক্তি বা জাতিকে সমত্ব সাধন করা যায় না। ইহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ কথা; কারণ একটী বস্তু হ্রস্ব বা লঘু হইলে দীর্ঘ বা গুরু বস্তুর সহিত মিল হয় না। তেমন পাপী ব্যক্তি পুণ্যবানের সহিত, অজ্ঞান বা অসাধু ব্যক্তি জ্ঞানী বা সাধু ব্যক্তির সহিত, মূর্খ বিদ্বানের সহিত মিলিত হইতে পারে না, তদ্রূপ নিকৃষ্ট জাতি বা নিকৃষ্ট বংশের লোকগণের উৎকৃষ্ট জাতি বা উৎকৃষ্ট বংশের সহিত সমন্বয় হইতে পারে না। তজ্জন্যই 'অপ সম্বন্ধ' করিয়া অনেকেই সুখী হইতে দেখা যায় না। নিকৃষ্টকুলে বা নিকৃষ্ট বংশে সম্বন্ধ করাকেই অপসম্বন্ধ করা বলে। সদ্‌-বংশের সহিত সদ্‌বংশের বা সৎকুলের সহিত সৎকুল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

থাকাকেই সৎসম্বন্ধ বা সৎক্রিয়া করা বলা হইয়া থাকে। সৎ ও অসৎ এই দুইটার প্রকৃতিগত, বংশগত, সমাজগত রীতিসমূহের যথেষ্ট বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। একটী সৎকুলজা কন্যা তাহার পিতৃকুলের উচ্চ আদর্শে যেরূপ সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, একটী নিম্নকুলজা কন্যা তদ্রূপ সুশিক্ষা লাভের কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার মাতা পিতা প্রভৃতি পরিজনের স্বভাবানুযায়ী এবং নিজের বংশগত এবং প্রকৃতিগত কুরীতিগুলি শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের সমাজে যেরূপ কুশিক্ষায় পরিপূর্ণ, উহাতেও উহাকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। এ সব শ্রেণীর মেয়েরা পাতিব্রত-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে না। শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর প্রভৃতি গুরু-জনের সেবা করার মর্ম্মই অবগত নহে। জাদিগের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে পারে না। দেবর, ননন্দা ও পুত্র কন্যায় প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে। কচিৎ কোনও ভিন্ন কারণে ইহার অন্যথা হয়। পক্ষান্তরে উচ্চ বংশজা বা সৎকুলজা কন্যারা শিশুকাল হইতে মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও খুড়ি জেঠির আদর্শে গঠিতা হইয়া থাকে, গুরুভক্তি স্বামিভক্তি ইত্যাদি শিক্ষা করে, বিনয় নম্রতাগুণে বিভূষিতা হয়। পরিজন প্রতিপালনে বা সংসার কার্য্য নির্ব্বাহে যে সব গুণের আবশ্যক, ইহা স্বভাবতঃ তাহাদের হইয়া থাকে। পিতা মাতার উপদেশে ধর্ম্মপরায়ণা ও ন্যায়নিরতা হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রেণীর মেয়েগণ তাহাদের সমগৃহে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইলে পরম সুখে জীবন কাটাইতে পারে, কিন্তু যদি ইহাদের অদৃষ্টচক্রের প্রেরণায় বা মাতা পিতার অবিমৃষ্যকারিতায় নীচবংশে বা নীচকুলে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। অধুনা অনেকেই অর্থাভাবে বা যে কোন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নীচবংশে বা নীচকুলে কন্যা দিয়া থাকে। ইংরেজ রাজের সাম্যবাদের মাহাত্ম্যে আজকাল বাগ্দাল ডোম্বর প্রভৃতির ঘরেও এম-এ, বি-এ, ইত্যাদি উপাধিক পাত্র পাওয়া যায় এবং ঐ সব শ্রেণীতে ধনী ব্যক্তির সংখ্যাও দেখা যাইতেছে। কোনও দরিদ্র ভদ্র কায়স্থ মনে করেন, মেয়েটী নিম্নকুলে ধনীর গৃহে বিবাহ দিলে মোটা চাউলের ভাত খাইয়া এবং মোটা কাপড় পড়িয়া সুখে জীবন কাটাইতে পারে, আর কোন শিক্ষিত ভদ্র কায়স্থ মনে করেন, ছেলেটি বিদ্বান পাওয়া যাইলেই মেয়েটি সুখে থাকিতে পারিবে। এ ধারণা দুইটি ভ্রমপূর্ণ। কারণ উচ্চ বংশজা মেয়েটী নিম্নবংশজ ধনীর গৃহে পাড়িলেও তাহার সুখ শান্তি

হইতে দেখা যায় না। মোটা চাউলের ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরা হয় সত্য কিন্তু তাহার আন্তরিক শান্তি হইতে দেখা যায় না। নিয়ত তাহাকে শাশুড়ীর গঞ্জনা, ননন্দার লাঞ্ছনা ও স্বামীর তিরস্কার এবং প্রহার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। উচ্চ বংশজা মেয়েগুলির স্বভাবতই শরীর একটু কোমল থাকে। ইহারা নিম্ন বংশজা শাশুড়ী এবং জা প্রভৃতির ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারে না সুতরাং তাহাকে পরিজনের নিকট ঘৃণিত হইতে হয়। এমন কি শ্বশুরও তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বামী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যেন প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়। এইরূপ ভাবে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। কোমলমতি স্ত্রীলোকদিগকে বন্য লতিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কেননা স্ত্রীলোকগণ চিরকালই পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না। বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির, বার্দ্ধক্যে পুত্র বা জ্ঞাতি যে কোন ব্যক্তির আশ্রয় লইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, কিন্তু পুরুষগণের স্বভাব তাহা নহে। পুরুষগণ নিজের পায় নিজে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহাদিগকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যায়। যে বৃক্ষ লতিকার ভার বহন করিতে অক্ষম বা দুর্ব্বল তাহাতে লতিকা বেষ্টিত হইলে একটু সামান্য ঝড়েই উহা উৎপাটিত হয়। যে স্ত্রীর স্বামী অসৎকুলজ তাহার সদ্ভাবের সংশ্রব থাকে না। বিদ্যার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ ঘটে না। অসৎ কুলজাত ব্যক্তি বিদ্যায় বিভূষিত হইলেও তাহার স্বভাবানুযায়ী জ্ঞান হইয়া থাকে। সৎকুলজাত ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী হইতে দেখা যায় না। সৎকুলজা কন্যা অসৎকুলজ পাত্রের হস্তে অর্পিত হইলে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় ঘটে; সুতরাং তাহার জীবনটা বিষময় হইয়া যায়। উপদেষ্টার উপদেশ দানে শক্তি না থাকিলে যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। ইহাতে স্বামিস্ত্রীর বন্ধনও অনেকটা শৈথিল্য হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কাহারও প্রকৃত সুখ শান্তি হইতে পারে না। এরূপ স্থলে কোন কোন স্বামী স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে স্বামীর স্ত্রৈণতা দোষ ঘটে, তজ্জন্য তাহাকে পরিজনের নিকট ঘৃণার্হ হইতে হয়। অথবা কোন স্বামী-স্ত্রীর সহিত মনের মিল না হওয়ায় অনেক স্ত্রী-দ্বেষী হইয়া থাকে। স্ত্রীকে নানারূপ অসঙ্গত কার্য্য দ্বারা

উত্যক্ত করে। স্ত্রীও মনের মত স্বামী না পাইলে তাহাকে অবজ্ঞা করে।

স্বামী স্ত্রী এই দুইটী লইয়াই গৃহীর সংসার গঠিত হয়। শাস্ত্রে স্ত্রীকে স্বামীর সহধর্ম্মিনী বা অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হইয়া থাকে। যদি স্বামি-স্ত্রীতে ঐক্য না থাকে, তাহা হইলে সংসারই বৃথা হয়। আজকাল অনেক লোকেই বিদেশে চাকুরী করে, তাহাদের পরিবারবর্গের বড় একটা সংশ্রব রাখে না। প্রাচীনকালে এবং এখনও সমাজের স্থানে স্থানে এমন পরিবার আছে যে, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র লইয়া বাস করে। ঐরূপ পরিবারসমূহে যদি কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ, স্বামী বা স্ত্রীর সহিত একমত বা ঐক্য হইতে না পারে তাহা হইলে ঐ পরিবারের সুখশান্তি সম্পূর্ণ ভাবে থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে যাহারা প্রবাসে কেবল স্বামিস্ত্রী লইয়াই পরিবার গঠন করে, তাহারাও বড় একটা সুখ পায় না।

স্ত্রীলোক নিম্নবংশজা হইলে দাস দাসী এবং অপর পরিজনের সহিত কুব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। স্বামী অসৎকুলজ এবং মন্দ প্রকৃতি হইলে কেবল আত্মসুখেই বিভোর হইয়া থাকে। তাহার মাতা পিতা বা অন্য পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং স্ত্রীর সহিত ঐক্য হইতে না পারিয়া প্রকৃত সুখ লাভে বঞ্চিত হয়। এমন কি কুপথে চলিয়া থাকে বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীদ্বেষী বা স্ত্রৈণ হওয়া স্বামীর পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। স্ত্রীও স্বামীকে অবজ্ঞা করা নিতান্ত অবিধেয়। এস্থলে সমপ্রকৃতি লোক না হইলে, উভয়ে, উভয়ের স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। শাস্ত্রে আছে—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" অর্থাৎ দুষ্কুল বা নীচ স্থান হইতে স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যায়। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কায়স্থ সমাজের কেহ কেহ নীচ ঘর হইতে কন্যা গ্রহণের সমর্থন করিয়া থাকে। ইহা কতকটা মন্দের ভাল বলিয়া বিবেচনা করা যায়, বস্তুত এইরূপ সম্বন্ধ করা দোষাবহ। কারণ নীচঘরের কন্যা উচ্চঘরে গেলে তাহার কতকটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে। ভদ্রঘরের ছেলে একান্ত মূর্খ বা দরিদ্র হইলেও তাহার বংশানুগত গুণ অবশ্য কিছু থাকিয়া যায়। এবং তাহার পরিজনের মধ্যেও সকল লোকেরই ঐরূপ গুণ কিছু না থাকিয়া পারে না। কাজে কাজেই নীচঘরের মেয়েটী তদ্রূপ ঘরে পড়িয়া সুশিক্ষা ও সৎসংসর্গের গুণে ক্রমশই আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হয় কিন্তু নীচ কুলের মেয়েটী ধনী বা বিদ্বানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে স্বামীর দুঃখ

ারিদ্র প্রভৃতি দশাকে নিতান্তই হেয় মনে করে ও পিতৃকুলের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বামী ও স্বামীর পরিজনবর্গকে অনেকটা ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। এই অসচ্ছলতার জন্য নিজেও অশান্তিতে নিমগ্ন হয় এবং িজের বংশানুগত চরিত্রের বশবর্ত্তী হইয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলে।

এইরূপ স্ত্রী লাভে স্বামী ও তাহার পরিজন সুখে থেতে পারে না। কলের মধ্যে কিছু না কিছু অশান্তির ভাব জাগিয়া উঠে। স্বামী প্রকৃত হধর্ম্মিনীর অভাবে ততটা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যদি কোন দ্র কায়স্থ নিজের সচ্ছল অবস্থা থাকা সত্ত্বে বা বিদ্বান পণ্ডিত হইয়াও নেরলাভে নীচঘরে বিবাহ করে, তাহা হইলেই তাহার সংসারেও নানা-প অশান্তির উদয় হয়। স্ত্রী তাহার বংশানুগত স্বভাবানুযায়ী উচ্চগৃহে ড়িয়া অভিমানে অধীরা হয় এবং ধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া থাকে। ধরাকে রা জ্ঞান করে। এরূপ স্থলে স্বামী স্ত্রীতে প্রকৃত সুখ শান্তি হইতে পারে া। স্বামী স্ত্রী সমপ্রকৃতি না হইলে উভয়ের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয় গাঢ় না। তবে স্ত্রী একান্ত বশীভূতা হইলে কর্ত্তব্য পরায়ণ স্বামী অনেক ারিয়া লইতে পারেন।

বর্ত্তমানে পণ-প্রথা রহিত হইলে এবং আমাদের চারি সমাজে আন্তর্ব্বণিক বিবাহ প্রচলন হইলে এ অপসম্বন্ধের বিষময় ফল ভোগ করার আর ায়স্থ-সমাজের মধ্যে ঘটে না; আমরা উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীর কায়স্থই সমসামাজিক কায়স্থ। এরূপ শ্রেণীর হ কেহ ভ্রষ্ট স্থানে বাস করিলেও তাহাদিগকে সামাজিক কায়স্থ লিয়া ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না ইহারা বঙ্গাল ও ডেঙ্গর হইতে পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী। বঙ্গালগণ বঙ্গের আদিম কায়স্থ। ইহারা অসামাজিক, ারণ এ কায়স্থগণ বৌদ্ধাচার সম্পন্ন। ডেঙ্গরগণ কায়স্থ হইতে স্বতন্ত্র াতি। ইহারা কায়স্থের দাস শ্রেণীজ। এই বঙ্গাল ও ডেঙ্গরের সহিত ম্বন্ধ করিলে কায়স্থের জাতীয় মর্য্যাদা এবং জাতির বিশুদ্ধিতা রক্ষা পায় া, কারণ বঙ্গাল ও ডেঙ্গরদিগের মধ্যে কেহ কেহ ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র বা ণায়কের সমশ্রেণী বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করে। তাহারা বিপন্নাবস্থায় াপিত, কুমার এমন কি অনাচরণীয় জাতির সহিতও বৈবাহিক সম্বন্ধে াবদ্ধ হইতে চেষ্টা পায়। আমাদের বঙ্গজকায়স্থসমাজে কুলীন ও

মৌলিকের সহিত যদি আমরা পুত্র কন্যা প্রভৃতি আদান প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐরূপ অপসম্বন্ধের ফলভোগ করিতে হয় না।

আমাদের বঙ্গজ কায়স্থের কুল উঠাপড়া। সামাজিক কায়স্থের সহিত যে সম্বন্ধাদি করা হয়, ইহা আমাদের সমাজের সম্মানের পার্থক্য ভেদে বড় ছোট করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিক কায়স্থ মূলতঃ আমরা সকলেই এক। কুলীন ও মৌলিকে জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কুলীনগণ আচারাদি নবগুণে বিভূষিত হওয়ায় ও কায়স্থের সপ্ত লক্ষণ যুক্ত থাকায় কুলীন অধিকতর সম্মানিত হইয়াছে মাত্র। মৌলিকগণের মধ্যেও এই সব গুণ অনেকটা আছে। এতদবস্থায় কুলীন মৌলিকে আদান প্রদান হইলে দোষের হয় না। এইরূপ সম্বন্ধ করাকেই আমাদের উঠাপড়া কুল বলে।

আমাদের চারিসমাজে আদান প্রদান থাকিলে আমাদিগকে আর পুত্র কন্যা বিবাহের জন্য বিচলিত হইতে হয় না। বংশমর্য্যাদা এবং রক্তের বিশুদ্ধতাও রক্ষা পায়। বঙ্গাল কায়স্থ হইলেও বহু কাল হইতে সামাজিক কায়স্থ হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের রীতি নীতিও বিভিন্ন হইয়াগিয়াছে। অধুনা উচ্চ শিক্ষার ফলে কতক উন্নতি লাভ করিলেও সম্পূর্ণরূপে আমাদের সামাজিক কায়স্থের সহিত মিলিতে মিশিতে পারিতেছে না। ইহাদিগকে আমাদের সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা, ইহা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি লওয়া হয় তাহা হইলে জাতি না যাইলেও অপসম্বন্ধের ফলভোগ করা অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

ডেঙ্গর স্বতন্ত্র জাতি। ইহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলে আমাদিগের জাতি আর কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাও এক প্রকার অপসম্বন্ধ রূপেই গণ্য ছিল কিন্তু ঐরূপ বিবাহ চলিত থাকিলেও উচ্চ জাতীয়া কন্যাদিগকে অধিকাংশ স্থলেই নিম্ন জাতীয়ের নিকট প্রদান করা হইত না এবং নিম্ন জাতীয়া কন্যা উচ্চ জাতীয়েরা গ্রহণ করিলেও ঐ পত্নীদের গর্ভজাত পুত্রকন্যাদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া গ্রহণ করিত না। তাহারা অধিকাংশ মাতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত হইত। ইহাতে সমাজের বা জাতি কোন ক্ষতি হইত না। একান্ত

বাঙ্গাল বা ডেঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ করিতে হইলে যদি ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে কতকটা মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু না করিলে একান্ত ভাল হয়। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট অসবর্ণ বিবাহের একটী আইন করিয়াছেন। এই আইনটী আমাদের দেশকাল পাত্র ভেদে উপযুক্ত হয় নাই, কিন্তু আমাদের সমাজতত্ত্বের এবং শাস্ত্রের মর্ম্মানভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্যক্তিরা তাহার পোষকতা করিতেছেন। দুই একটা কায়স্থ এক আধটা ডোমের মেয়ে বিবাহ করিলে বা আইন প্রচলিত হইলেও আমাদের জাতি যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে আমাদের হাইকোর্ট বা বিলাত আপিলেরও কোন প্রয়োজন নাই। মাত্র সামাজিক শাসন করিলেই যথেষ্ট হয়। তাহাকে সমাজে গ্রহণ না করিলে বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উঠাইলে সমাজের কিছুই ক্ষতি হয় না। সহবাসসম্মতি আইনের ন্যায় ইহাও জলবুদবুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার

সত্যের জয়

(গল্প)

(১)

"গিন্নি, বড় সুখবর। রামনগর হইতে অদ্য ঘটক আসিয়াছিল, তাহারা ১০০০০, টাকা নগদ ও ১০০ ভরি শোনার অলঙ্কার দিতে প্রস্তুত। এসম্বন্ধ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। নগদ ১০০০০৲ টাকা আর ১০০ ভরি শোনা, তদুপরি দানসামগ্রী সমস্তই আছে। হবেই না বা কেন? আমাদের বিনোদ এম-এ পাশ করিয়াছে, এমন ছেলে কয়টি মিলে? বিনোদের জন্য কত সম্বন্ধ আসিয়াছে, কত বেশী টাকা সাধিয়াছে কিন্তু মেয়ে সুন্দরী নয় বলিয়া কোনওটাতেই মত দেই নাই। এই মেয়েটি বেশ সুশ্রী; কাজেই কিছু কমেই আমি সম্মতি দিয়াছি। শীঘ্রই কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইবে" এই বলিয়াই রমানাথ বাবু আসিলেন।

গিন্নি—"আপনি ত সম্মতি দিয়া দিলেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত না কি? আমি যতদূর খবর জানি পণ লইয়া বিবাহ করায় বিনোদের মত নাই। বিশেষতঃ অনুপবীত কায়স্থের মেয়ে বিবাহ করিবে না বলিয়া সে স্পষ্টতই মত প্রকাশ করিয়াছে। আর ওদিকেও রামনগরের দত্তেরা অনুপবীতী। এমতাবস্থায় বিনোদের মত জিজ্ঞাসা না করিয়া এই বিবাহে সম্মতি দেওয়া আপনার উচিত হইয়াছিল কি?

রামনাথ বাবু—"বিনোদের আবার মত জিজ্ঞাসা করিব কি? আমি পিতা, আমি অভিভাবক, আমি যেরূপ ভাল বিবেচনা করিব তাহাতেই সে মত দিবে। বিশেষতঃ আমিও ত কোন মন্দ কাজ করিতে যাইতেছি না। ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা পাইতেছি। বিনোদ কত দিনে এই দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিবে? উপবীতের কথা বলিতেছ, আমরা কায়স্থ, আমরা সচ্ছূদ্র, আমরা আবার উপনয়ন গ্রহণ করিব কি? যারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছে, তারা ঘোর নারকী। ওই জন্যই ত অভয় গুহ পৈতা লইয়াছে বলিয়া তাহাকে সমাজে একঘরে করিবার মনস্থ করিয়াছি। অভয় বলে কি 'কায়স্থ ক্ষত্রিয়'! আমরা ক্ষত্রিয় হইলে আমাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার নাই কেন? যাই হউক, গিন্নি, সামনে পূজার বন্ধ আসিতেছে, ঐ সময় বিনোদ বাড়ী আসিবে। তাকে তুমি বুঝাইয়া বলিবে যে রামনগরের বিবাহে আমি মত দিয়াছি, তাহাতে বিনোদের অমত হইলে চলিবে না। ১০০০০৲ টাকা কোনও মতেই আমি হাতছাড়া করিতে পারিব না।

(২)

ঢাকা জিলায় সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম। ঐ গ্রামে বহুতর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। পূর্ব্বোক্ত রমানাথ বাবু সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের একমাত্র পদস্থ ব্যক্তি। রমানাথ বাবুর পুরা নাম রমানাথ বসু। তিনি বঙ্গজ কুলীন। তাঁহার প্রচুর অর্থ। তিনি কুসীদজীবী—সুদে টাকা খাটাইয়া, গরীবের অর্থ শোষণ করিয়া দিন দিনই তাঁহার অর্থ লিপ্সা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোথায় গিয়া লিপ্সার নিবৃত্তি হইবে কে বলিতে পারে। তিনি লক্ষপতি। পরিবারের মধ্যে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী লক্ষ্মী ও একমাত্র পুত্র বিনোদবিহারী। এই তিনটিতে মিলিয়াই এক পরিবার। বিনোদের

বয়স ২৩ বৎসর। সে এম-এ, পাশ করিয়া 'ল' পড়িতেছে। গ্রামে আর অবস্থাপন্ন লোক নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও অধিকাংশেরই অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়। অর্থের মহিমায় রমানাথ বাবুর গ্রামে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি। বিশেষতঃ প্রায় সকলেরই রমানাথ বাবুর নিকট হইতে সময় সময় টাকা ধার করিতে হইত। সুতরাং রমানাথ বাবুর কথার উপর কেহই কোনও কথা বলিতে সাহসী হইত না।

(৩)

অদ্য বিনোদ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছে। বিকাল বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে অভয় গুহের বাড়ীতে উপস্থিত। সাম্‌নেই অভয় বাবুকে দেখিয়া বিনোদ তাহাকে প্রণাম করিল। অভয় বাবু বিনোদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে দিলেন। পরস্পর কুশল মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসার পর বিনোদ বলিল, "খুড়া মহাশয়! আপনার উপদেশ মত আমি এক বৎসর বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। এই এক বৎসরের শাস্ত্রালোচনায় আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি যে আমরা—কায়স্থগণ 'ক্ষত্রিয়।' আমাদের সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রমতে আমরা উপনয়ন গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু কি বলিব, দুঃখের বিষয়, কোনও মতেই বাবার মত করিতে পারিতেছি না। তাঁহার ধারণা কায়স্থগণ 'সচ্ছূদ্র', ক্ষত্রিয় নহে, সুতরাং কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিলে ধর্ম্মতঃ পতিত হইবে,—নরকগামী হইবে। তাঁহার এ ভ্রম কিছুতেই দূর হইতেছে না, বিশেষতঃ আমাদের পুরোহিত ঠাকুর বরাবরই বাবার এই ভ্রান্ত মতে সায় দিতেছেন। বাবাও পুরোহিতের বাক্যই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এখন কি করিব, আপনার নিকট সদুপদেশ চাই।"

অভয় বাবু—"বিনোদ, তুমি শিক্ষিত। অস্থির হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়। যাহা বুঝিয়াছ, যাহা ন্যায় বলিয়া জানিতে পারিয়াছ, যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ, তাহাই আকড়িয়া ধরিয়া থাক, সংস্কৃত ভাষায় যখন তুমি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছ, শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে থাক, শাস্ত্রালোচনার ফলে যখন তোমার মনে ধর্ম্মভাব প্রকৃষ্টরূপে স্থানলাভ করিতে পারিবে, তখন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। বর্ত্তমানে তোমার

পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া লাভ নাই। হিতে অহিত ঘটিবে, বিশেষতঃ পিতার প্রতি উদ্ধত ভাব দেখান পুত্রের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার পিতা এক দিন না এক দিন সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেনই। তোমার মত পুত্রের যিনি পিতা, তিনি নিশ্চয়ই ন্যায়পথে আসিবেন। তুমি তোমার পিতার নিকট শাস্ত্রার্থ কীর্ত্তন করিতে থাক, নিশ্চয়ই তাহার মতি ফিরিবে। বর্ত্তমানে অধিক বাড়াবাড়ী করিতে গেলে বিপরিত ফল হইবে; বিশেষত পুরোহিত ঠাকুর যখন মন্ত্রী। দেখনা কেন, আমি উপবীত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর তোমার পিতাকে মন্ত্রণা দিয়া আমাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ এবার পূজার সময়ই তাহারা তাহা করিবে। যাহা হউক, আমি তজ্জন্য ভ্রুক্ষেপও করি না। যাহা সত্য বলিয়া বুলিয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি; যে সমাজে ন্যায় বিচার নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা নাই, যে সমাজের অধিকাংশ লোকই স্বার্থপর। যে সমাজের লোকে স্বার্থবশে শাস্ত্রবাক্য পদদলিত করিতে পারে সেই সমাজের শাসনের ভয় আমার নাই। অসত্য কখনও সত্যকে পরাজিত করিতে পারে না। কাজেই তাহারা একঘরে করুক আর যাই করুক তাহাতে আমি ভয় করি না। তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র। তোমার পিতা আছেন, মাতা আছেন, প্রথমেই তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া তোমাদের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। তুমি সর্ব্বদা তোমার মত প্রচার করিতে থাক, তোমার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া নিশ্চয়ই তোমার পিতার মনের ভ্রম দূর হইবে। তোমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির কথা না শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞানহীন পুরোহিতের কথায় কতদিন তিনি ভ্রমান্ধকারে থাকিবেন? যাহা হউক আহ্নিকের সময় হইয়াছে, আমি এখন আহ্নিক করিতে যাই, তুমি একটু বস। একটু জলযোগ করিয়া যাও। বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই তোমার পিতা আমাকে একঘরে করিবেন। তখন আমার গৃহে জলযোগ গ্রহণেও তোমার বাধা উপস্থিত হইবে।"

এই বলিয়াই তিনি ডাকিলেন, "সুশীলা, এদিকে এস মা। বিনোদ আসিয়াছে, তাহাকে একটু জলযোগ করাইয়া দাও; ততক্ষণে আমি সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া আসি।"

অভয় বাবু এবং তাহার সাংসারিক অবস্থাদি সম্বন্ধে জানিবার জন্য হয়তঃ অনেক পাঠক পাঠিকার কৌতূহল জন্মিয়াছে, কাজেই এখানে তৎসম্বন্ধে

সঠিক বৃত্তান্ত বিবৃতি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অভয় বাবুর পুরা নাম অভয়াচরণ গুহ। তিনি আই-এ, পাশ করিয়া কতক দিন স্কুল মাষ্টারী করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোনও চাকরী না থাকায় তিনি বাড়ীতেই রহিয়াছেন। বাড়ীতে তাহার যৎসামান্য যাহা কিছু জমি জমা আছে, তাহার আয় দ্বারা সব সময় সাংসারিক খরচের সঙ্কুলান হয় না, কাজেই বিনোদের পিতার নিকট হইতে তিনি কতক টাকা ধার করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। এভাবে কোনও মতে কষ্টে সৃষ্টে তাহার সংসার চলিতেছে। তাহার স্ত্রী কিছুকাল যাবৎ পীড়িতা, স্ত্রীকে ফেলিয়া কোথাও চাকুরীর চেষ্টায়ও বাহির হইতেছেন না। অভয় বাবুর একটি মাত্র কন্যা, সুশীলা। সুশীলার বয়স ১৩ বৎসর। এখনও বিবাহ হয় নাই। হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, বরপক্ষ শুধু টাকা টাকা করিতেছে, এমতাবস্থায় কতদিনে যে সুশীলার বিবাহ হইবে কে বলিতে পারে। সুশীলা সুন্দরী এবং শিক্ষিতা পিতার নিকট থাকিয়াই সুশীলা ম্যাট্রিকুলেশান ক্লাসের পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এবং সংস্কৃতেও তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। সুশীলাকেই এখন তাহাদের সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে হয়। এই সুশীলাকেই অভয় বাবু ডাকিলেন এবং বিনোদের জন্য জল খাবার আনিবার আদেশ দিয়া আহ্নিক করিতে চলিয়া গেলেন। বিনোদ ও সুশীলা পরস্পর পরিচিত। অভয় বাবুর সহিত যদিও বিনোদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তথাপি গ্রাম্য সম্পর্কে অভয় বাবুকে বিনোদ 'কাকা' বলিয়া ডাকিত। বিনোদ বাড়ী আসিলেই অভয়বাবুর নিকট আসে, সেই উপলক্ষে সুশীলার সঙ্গে বিনোদের যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আছে। সুশীলা একখানা থালায় করিয়া কিছু জল খাবার ও একগ্লাস জল নিয়া আসিল এবং বিনোদের সম্মুখে তাহা রাখিয়াই তাহাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ও জল খাবার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিনোদ সুশীলার মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জল খাবার খাইতে বসিল। তাহার জল খাবার খাওয়া শেষ হওয়ার সময়ই অভয় বাবু আহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর কিছুক্ষণ অভয় বাবুর সঙ্গে আলাপাদি শেষে বিনোদ বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

(৪)

অদ্য পূজা শেষ। পূজা দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ জন্য গ্রামিকানুকে নিমন্ত্রণ

করিতে হইবে। পুরোহিত ঠাকুর উপস্থিত। কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে আলাপ উঠিতেই পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন 'অভয়গুহকে বাদ দিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। সে ব্যাটা গলায় সুতা ঝুলাইয়াছে, বলে কিনা সে ক্ষত্রিয়! যত সব সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড। শূদ্রের ছেলে ক্ষত্রিয় হতে চলিল। দুই দিন পর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বটুকুও কাড়িয়া নিতে চাহিবে; ঐ ব্যাটাকে একঘরে করিতেই হইবে।" বিনোদ নিকটেই উপবিষ্ট ছিল, এই কথা শুনিয়াই বিনোদ বলিয়া উঠিল "পুরোহিত ঠাকুর, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কে কাড়িয়া নিতে পারে? যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব থাকিবেই। ব্রাহ্মণত্ব ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণত্ব কেউ কাহারও নিকট হইতে কাড়িয়া নিতে পারে না। তাহা কাড়িয়া নেওয়ার বিষয় নয়। অভয় বাবু এমন কি অন্যায় কাজ করিয়াছেন, যে আপনারা তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহিতেছেন? অভয় বাবু নিজকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, কাজেই তিনি পৈতা নিয়াছেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কিনা কোনও শাস্ত্রালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনি কায়স্থকে শূদ্র বলিতেছেন, শাস্ত্রমতে শূদ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের কি সম্পর্ক ছিল তাহা একবার ভাবিয়াছেন কি? কোন্ শাস্ত্রের বিধান মতে আপনি শূদ্রের পৌরোহিত্য করিতেছেন, তাহা একবার বলিতে পারেন কি? শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি ছাড়া পঞ্চম কোনও জাতি ছিল না। কায়স্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত্ত, নমশূদ্র, হাড়ী প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনারা শূদ্র বলেন; অথচ কায়স্থ বৈদ্যের জল খাইয়া, তাহাদের পৌরোহিত্য করিয়া আপনাদের জাতি বজায় রহিল আর সাহা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, হাড়ী প্রভৃতির জল খাইয়া, পৌরোহিত্য করিয়া ঐ ঐ জাতীয় ব্রাহ্মণের জাতি গেল,—আপনারা তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন অথচ সকলেই শূদ্র, ইহারই বা অর্থ কি? মোটের উপর আমার বিশ্বাস কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কাজেই কায়স্থগণের পৌরোহিত্য করিয়া আপনাদের জাতি যায় নাই। মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও নির্য্যাতিত করা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। তিনি শাস্ত্রের বিধান মতে কাজ করিয়াছেন। আপনারাই বরং শাস্ত্র বিধানের বিপরিত আচরণ করিয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছেন।

অভয় বাবু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কাড়িয়া নিবেন ভয় করিতেছেন,

আপনার সে আশঙ্কা অলীক। আপনাদের যদি ব্রাহ্মণত্ব থাকিয়া থাকে, অভয় বাবু কেন, দেবতারাও তাহা কাড়িয়া নিতে পারিবেন না। শুধু গলায় পৈতা দিয়া পৌরোহিত্য করা ও নিমন্ত্রণ খাওয়াই যদি ব্রাহ্মণত্ব মনে করিয়া থাকেন তাহাতেও আপনার আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। অভয় বাবু ক্ষত্রিয়, তিনি কখনও পৌরহিত্য করিবেন না।" এই সময় রমানাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন "বিনোদ, বুঝিলাম অভয় গুহ তোমাকেও বিগড়াইয়াছে। তুমি ছেলে মানুষ, আমাদের সামাজিক ব্যাপারে তোমার থাকা উচিত নহে। পুরোহিত ঠাকুর তোমা হইতে প্রাচীন ও বিজ্ঞ। এমতাবস্থায় তাঁহার প্রতি কর্কশ কথা বলা তোমার সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, তুমি এখন যাও, পরে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা হইবে। অভয় গুহ আমাদের সমাজের কথা না শুনিয়া সমাজের নিকট অপরাধী হইয়াছে; সমাজ তাহাকে শাসন করিবে। তাহাতে তোমার প্রতিবন্ধক হওয়া সঙ্গত নয়। এখন বাড়ীর ভিতর যাও। সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিই এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা বিনা বিচারে কোনও কাজ করিবে না। যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহাই করিবেন। এই সব বিষয়ে তোমার চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই।" বিনোদ ক্ষোভে ও দুঃখে উঠিয়া গেল। তাহার ন্যায়সঙ্গত কথায় কেহই সায় দিল না।

(৫)

বিনোদ—"মা, তোমার কথাও শুনিলাম। কিন্তু এ বিবাহে আমি কখনই মত দিতে পারি না। যাহারা নিজকে শূদ্র বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাদের সঙ্গে আমি কোনও মতেই সম্বন্ধ করিব না। আমরা ক্ষত্রিয়, যজ্ঞোপবীতি কায়স্থের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আমি পাপজনক মনে করি। টাকার লোভে তোমরা আমাকে এই বিবাহে আবদ্ধ করিতে চাও। তোমাদের কি কোনও টাকার অভাব আছে? কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, ঘটনাবসে কিছুকাল তাহারা ক্ষত্রিয়াচার ভ্রষ্ট হইয়াছিল, এমতাবস্থায় শাস্ত্রের বিধান থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা তোমরা পাপজনক মনে করিতেছ। অথচ যে কুৎসীত পণপ্রথা শাস্ত্রের নিষিদ্ধ, যে পাপ পণপ্রথার দরুণ দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার নয়নের জলে বক্ষ ভাসিতেছে, কন্যাদায় হইতে উদ্ধারার্থ কত কন্যার পিতাকে বাস্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হইয়াছে, কত

কন্যা পিতার দুর্গতি দেখিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সেই কুৎসীত প্রথা, সেই অমানুসিক অত্যাচারকে তোমরা প্রশ্রয় দেওয়া পাপ মনে কর না। বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও ১০০০০৲ টাকার লোভে নিজ প্রিয় পুত্রকে বিক্রয় করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেছে না! মা, তোমার পা ধরিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার প্রাণ থাকিতে আমি কখনও তোমাদের মতে মত দিতে পারিব না। রামনগরের বিবাহে আমি কখনই সম্মতি দিব না।"

মা—"বাবা, তোমার পিতা রামনগরের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি কোনও মতেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না। গুরুজনের অবাধ্য হওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে। তোমার পিতা বলেন 'কায়স্থ-গণ ক্ষত্রিয় নহে।' অবশ্য সে বিষয়ে আমার নিজের কোনও ধারণাই নাই। পণ গ্রহণ করা সঙ্গত কি অসঙ্গত আমি বিচার করিতে চাইতেছি না। তবে এই বুঝি রামনগরের জমিদার যে তোমাকে ১০০০০৲ টাকা দিতে চাহিতেছেন, তাহাও তাঁহারা স্বেচ্ছায়ই দিতেছেন। তাঁহাদেরত টাকার অভাব নাই। তাঁহাদেরত কোনও কষ্টই হইবে না। এমতাবস্থায় এই ১০০০০৲ টাকা গ্রহণে কি আপত্তি হইতে পারে? বিশেষতঃ তুমি সারা জীবনেও এই ১০০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।"

বিনোদ—"রামনগরের জমিদারের পক্ষে ১০০০০৲ টাকা দেওয়া কষ্টকর না হইতে পারে কিন্তু এই কুদৃষ্টান্তে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইবে এক বার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া যদি দেশের যত সব পাত্র রহিয়াছে তাহারা সকলেই টাকার লোভ করিতে থাকে, তখন গরীব কন্যাকর্ত্তাদের কি উপায় হইবে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ১০০০৲ টাকা কত দিনে রোজগার করিতে পারিব, সেই কথা বলিতেছ; মা! তোমাদের আদরের পুত্রকে কত অর্থব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইয়াছ, মানুষ করিয়াছ, এখন কি বলিতে চাও—শিক্ষার এই ফল হইল যে অর্থলোভে অন্যের মাথায় বারি দিয়া অর্থ কাড়িয়া আনিব? মা! আমার দ্বারা এই কাজ কখনই হইবে না। আমাকে এই আদেশ কখনও করিও না। তোমার পায়ে পড়ি তুমি বাবাকে বুঝাইয়া বলিবে তিনি যেন রামনগরের সম্বন্ধে সম্মতি না দেন। এই ঘৃণ্যকার্য্যে যেন তিনি আমাকে না টানেন। আমাদের

ত অর্থের কোনও অভাব নাই, এমতাবস্থায় বাবার এই অর্থলোভ কেন?" এই বলিয়াই বিনোদ বাহির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

(৬)

পূজার সময় হইতেই অভয় বাবুর প্রতি সামাজিক শাসন আরম্ভ হইয়াছে, তিনি একঘরে হইয়াছেন। গ্রামের কোনও লোক তাহার বাড়ীতে যায় না। তাহার সঙ্গে কোনও প্রকার সংশ্রব করে না। অভয় বাবু কি তাহার স্ত্রী কন্যাও কাহারও বাড়ীতে যায় না। পূজার বন্ধ শেষ হইতে চলিল। ২।১ দিনের মধ্যেই বিনোদ কলিকাতা যাইবে। যাওয়ার পূর্ব্বে একবার অভয় বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বোধে বিনোদ একদিন বিকালবেলা অভয় বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। অভয় বাবু বিনোদকে দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তাহাকে বসিতে দিয়া বলিলেন. "বিনোদ কাজটি কি ভাল করিয়াছ? তোমার পিতার অবাধ্য হইয়া আমার বাড়ী আসা তোমার সঙ্গত হয় নাই। তোমার আসা বা না আসার দ্বারা আমার বিশেষ কোনও উপকার বা অপকার হইবে না কিন্তু অপর দিকে তোমার এখানে আসা দ্বারা তোমার ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের কায়স্থ আন্দোলনের ক্ষতি হইতে পারে। তোমার পিতা যেরূপ ধরণের লোক, তুমি এখানে আসিয়াছ শুনিলে হয়ত তোমার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তোমার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারেন। তোমার অনিষ্ট দ্বারাই আমাদের কায়স্থ আন্দোলনের ক্ষতি হইবে। সুতরাং আমার উপদেশ—তুমি অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া যাও। আমার এখানে তোমার অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। বোধ হয় শীঘ্র তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে না। যখন যেখানে থাক, যাহা ন্যায় ও সত্য বুঝিবে তাহাতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না এই আমার শেষ উপদেশ। ভগবান সর্ব্বদা তোমাকে কুশলে রাখুন।"

বিনোদ—"আমি আপনার এখানে আসিয়া কোনও অন্যায় করিয়াছি বলিয়া মনে করি না। তবে আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি যখন চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। আমি চলিয়া যাইতেছি। রামনগর হইতে ১০০০০৲ টাকা লইয়া আমাকে বলি দিতে বাবার মত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমি অমত করিয়াছি। আমি স্পষ্টতই বলিয়াছি যে, পণ লইয়া বিবাহ করিব না। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই কলিকাতা চলিয়া যাইব। রামনগরের সম্বন্ধে আমি অমত করাতে, আপনার পরামর্শেই আমি চলিতেছি

ভাবিয়া বাবা বোধ হয় অতঃপর আপনার প্রতি বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিবেন।' আমার অনুরোধ, যখনই আপনি কোন বিপদে পতিত হন, আমাকে চিঠি দিয়া জানাইতে ত্রুটী করিবেন না। অধিক আর কি বলিব, আমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিবেন।"

এই বলিয়াই বিনোদ অভয় বাবু, সুশীলা ও অভয় বাবুর স্ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

(৭)

অদ্য বিনোদ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে। রামনগরের বিবাহ সম্বন্ধে বিনোদের মত অদ্যই বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। বিনোদের মার প্রতি এই বিষয়ের ভার দিয়া রমানাথ বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন, বিনোদ কলিকাতা চলিয়া যাইবে, কাজেই বিনোদের মত করিতে পারিল কিনা জানিবার জন্য রমানাথ বাবু অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই বিনোদের মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গিন্নি, বিনোদের মত করিতে পারিলে ত? অদ্যই শেষ দিন, যদি মত করিতে না পারিয়া থাক আমি বিনোদকে তার অবাধ্যতার প্রতিফল দিব।"

বিনোদের মা—"না, পারি নাই। তবে আপনার এত রাগ করিলে চলিবে কেন? বিনোদ যাহা বলিতেছে তাহা ত নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমাদের বিপুল ধন সম্পত্তি, একা বিনোদ কত খাইবে, এমতাবস্থায় ১০০০০৲ টাকার লোভ না করিলে কি আমাদের চলে না? বিনোদ বলিতেছে যে 'টাকা লইয়া সে বিবাহ করিবে না।' উহা নাকি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ অনুলোমীতি কায়স্থের মেয়ে সে কোনও মতেই বিবাহ করিবে না। অতএব বিনোদের মত অবহেলা করিয়া রামনগরে বিবাহে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না। ভাবিয়া দেখুন আমাদের একটী মাত্র সন্তান, ১০০০০৲ টাকার লোভে সন্তানের মনে কষ্ট দিয়া সংসারে অশান্তি আনয়ন' করা সঙ্গত নয়।"

রমানাথ বাবু—"তোমাকেও দেখা যায় ভূতে ধরিয়াছে। বিনোদ আজীবন পিতার অর্থে ধনী, কাজেই ১০০০০৲ টাকা সে তুচ্ছ করিতে পারে। কিন্তু আমি জানি ১০০০০৲ টাকা জমাইতে কত মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়াছে। ১০০০০৲ টাকার মমতা কতদূর তাহা তুমি কিম্বা বিনোদ বুঝিবে না। রামনগরের বিবাহ বিনোদের মত দিতেই হইবে নতুবা আমি তাহাকে 'ত্যাজ্যপুত্র' করিব। বিনোদ ছেলেমানুষ তাহার হিতাহিত বোধ নাই। ঐ ব্যাটা অভয়

গুহই যত সর্ব্বনাশের মূল, তাহার পরামর্শেই বিনোদ চলিতেছে। ঐ ব্যাটাকে জব্দ করিতে পারিলেই বিনোদের মত ফিরিবে। যাহাহউক, বর্ত্তমানে বিনোদকে অধিক পীড়াপীড়ি করিব না। যাউক সে কলিকাতা। আগে অভয় গুহের একটা কিনারা করিয়া নেই, তারপর বিনোদের মত করা যাইবে।"

(৮)

বিনোদ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। রমানাথ বাবু অভয়বাবুর প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাহার বিশ্বাস অভয় বাবুর পরামর্শেই বিনোদ রামনগরের বিবাহ অমত করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে অভয় বাবু রমানাথ বাবু হইতে ৫০৲ টাকা হাওলাত নিয়াছিলেন কিন্তু কোনও দলীল হয় নাই। একদিন অভয়বাবু তাহার রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্ত্রীর পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় আদালতের পিয়ন আসিয়া ডাকিল—"অভয়বাবু বাড়ী আছেন কি?" অভয় বাবু বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই দেখিতে পাইলেন রমানাথ বাবুর চাকর ও আদালতের পিয়ন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অভয় বাবুকে দেখিয়াই রমানাথ বাবুর চাকর তাহাকে সনাক্ত করিল। পিয়ন অগ্রসর হইয়া দুইখণ্ড কাগজ অভয় বাবুর হাতে দিয়া অপর এক খণ্ডে রসিদ চাহিলে অভয় বাবু তাহাতে রসিদ দিলেন, রমানাথ বাবুর চাকর ও পিয়ন চলিয়া গেল। তৎপর অভয় বাবু পরোয়ানা খানা পাঠ করিয়া দেখিলেন যে রমানাথ বাবু ২০০৲ টাকা দাবীতে তাহার নামে আদালতে এক নালিশ করিয়াছেন, পরোয়ানা গুলি ঐ মোকদ্দমারই সমন ও আরজীর নকল। ২০০৲ টাকা দাবী দেখিয়াই অভয় বাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনিত মাত্র ৫০৲ টাকা হাওলাত আনিয়াছিলেন, ২০০৲ টাকা ত কখনও আনেন নাই অথচ তিনি ২০০৲ টাকা হাওলাত আনিয়াছেন বলিয়া রমানাথ বাবু মিথ্যা আরজী দিয়াছেন, তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যাহাহউক, তিনি পুনঃ স্ত্রীর শুশ্রূষায় বসিয়া গেলেন। বিছানায় বসিতেই স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—"কে আসিয়াছিল?" অভয় বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্তই স্ত্রীর নিকট বলিলেন। স্ত্রী শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সুশীলা নিকটেই ছিল, সে বলিল—"বাবা রমানাথ বাবু এইরূপ মিথ্যা উক্তিতে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিনোদ বাবু বোধ হয় ইহা জানেন না। জানিলে নিশ্চয়ই তিনি বাধা দিতেন, তাহার নিকট এ বিষয়ে পত্র লিখিলে কেমন হয়?" অভয় বাবু বলিলেন—"না মা, এই

সামান্য বিষয়ের জন্য বিনোদকে ত্যক্ত করিতে চাই না। দেখি কতক জমি বিক্রয় করিয়া এই টাকাটা আদায় করিতে পারি কিনা।

সুশীলার মাতা—"সামান্য যে বার বিঘা জমি আছে, তাহা হইতে কতক বিক্রয় করিলে খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া? বর্ত্তমানেই ত অতি কষ্টে চলিতেছে।"

অভয় বাবু—"ভগবান্ যে ভাবে চালান সেই ভাবেই চলিবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে রমানাথ বাবুর টাকাটা শোধ করিতে না পারিলে বাস্তু ভিটায় পর্য্যন্ত থাকা দায় হইবে।"

সুশীলার মাতা—"আমরা না খাইয়া জমি বেচিয়া এতগুলি টাকা দিব, আর রমানাথ বাবু মিথ্যা বলিয়া ৫০৲ টাকার স্থলে ২০০৲ টাকা আদায় করিয়া নিবেন। ধর্ম্ম কি নাই? আদালতে কি সুবিচার পাইব না? আমার মনে হয়, আদালতের হাকিমের নিকটেই বিচার চাওয়া কর্ত্তব্য। নিশ্চয়ই তিনি সুবিচার করিবেন।"

অভয় বাবু—"এ তোমার মস্ত ভুল। আদালতে সুবিচারের আশা নাই। যে দুইটা মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিতে পারিবে আদালতে তাহারই জয়। সেখানে সব সময় সত্যের জয় হয় না। রমানাথ বাবু অর্থশালী লোক, তাহার মিথ্যা সাক্ষীর অভাব হইবে না। বিশেষতঃ সমস্ত সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম বর্ত্তমানে আমার বিপক্ষে, এমতাবস্থায় আদালতে সুবিচারের আশা নাই। তথাপি তোমাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য আমি মোকদ্দমার উত্তর দায়ক হইব। আদালতে কিরূপ সুবিচার হয় তাহা তোমাদিগকে দেখাইব।"

অদ্য অভয় বাবুর মোকদ্দমার বিচারের দিন। রমানাথ বাবুর পক্ষে গ্রামের পুরোহিত আদি করিয়া ১০।১২ জন মান্য গণ্য সাক্ষী উপস্থিত। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া গেল যে অভয় বাবুকে ২০০৲ টাকা হাওলাত আনিতে তাহারা ... দেখিয়াছে। রমানাথ বাবুও হলপানা এজাহারে বলিলেন যে অভয় বাবু তাহার নিকট হইতে ২০০৲ টাকা হাওলাত নিয়াছে। অভয় বাবুর পক্ষের উকীল নানা ভাবে জেরা করিয়াও বাদীর সাক্ষীর কোনও ত্রুটী বাহির করিতে ... ভয় বাবুর পক্ষে শুধু অভয় বাবুর জবানবন্দী। তিনি বলিলেন যে তাঁ... ত্র ৫০৲ টাকা রমানাথ বাবু হইতে আনিয়াছেন। ২০০৲ টাকা কখনও আনেন নাই। উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব হইয়া গেল। যথাসময়ে হাকিমের রায় বাহির হইল। অসত্যেরই জয় হইল। ২০০৲

টাকা সম্পূর্ণ ও তদুপরি মোকদ্দমার খরচ ডিক্রী হইল। অভয় বাবু বিমর্ষ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মোকদ্দমার ফল শুনিয়াই সুশীলা ও সুশীলার মাতা কাঁদিতে লাগিল। অভয় বাবু তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অপর দিকে মোকদ্দমা ডিক্রীর পরই রমানাথ বাবু অভয় বাবুর বসত বাড়ী ও ঘরগুলি ক্রোকবদ্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। যথাসময়ে নীলামের দিন ধার্য্য হইল। দেনা আদায়ের জন্য অভয় বাবু কতক জমি বিক্রয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও রমানাথ বাবু বাধা উপস্থিত করিলেন। তিনি গ্রামের সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন—"অভয়কে জব্দ করাই আমার উদ্দেশ্য। তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই আমার কার্য্য। যদি তোমরা কেহ অভয়ের জমি কিনিয়া তাহাকে টাকা দিয়া সাহায্য কর তাহা হইলে রমানাথ বসু কাহাকেও রেয়াত করিবে না। যে অভয়কে টাকা দিবে তার বাড়ী ঘরও নিলাম না করাইয়া আমি ছাড়িব না।" কাজেই রমানাথ বাবুর ভয়ে কেহই অভয় বাবুর জমি কিনিতে রাজী হইল না। অভয় বাবু কোথায়ও টাকার যোগাড় করিতে পারিলেন না। ক্রমে নীলামের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, অভয় বাবু ভাবিয়া কিছুই কিনারা করিতে পারিতেছেন না। অভয় বাবুর স্ত্রীর অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হইতে বসিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া না তুলিলে এখন আর তিনি উঠিতে পারেন না। স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অভয় বাবু ঘোর চিন্তামগ্ন। দুদিন পর বাড়ী ঘর নিলাম হইয়া যাইবে। রুগ্না স্ত্রীকে নিয়া অভয় বাবু কোথায় মাথা গুজিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। কিছুকাল সকলেই নীরব। সকলেই চিন্তামগ্ন। তখন সুশীলা বলিল—"বাবা, বিনোদ দাদা ত বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমাদের কোনও বিপদ ঘটলে আমরা যেন তাহাকে খবর দেই; আমার যেন মনে হয়, তাহার নিকট সংবাদ দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পিতা... অত্যাচার হইতে তিনি ব্যতীত আর কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অবিলম্বে তাহার নিকট পত্র লিখুন।"

অভয়বাবু— "মা, তুমি যাহা বলিলে বুঝিলাম। আমার মনেও সময় সময় একথা যে না উঠিয়াছে তাহা নয়। তবে বিনোদের পি... বিরুদ্ধে বিনোদের সাহায্য চাওয়া সঙ্গত কিনা তাহাই ভাবিতেছি। ... দর এই বিপদে বিনোদকেও টানিয়া আনি সে ইচ্ছা আমার ছিলনা, ... ই জমি জমা বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু রমানাথ বাবুর প্রতিকূলতায়ই জমি বিক্রয় হইল না। তাহার ঋণ আদায় করিয়া ফেলি

সামান্য বিষয়ের জন্য বিনোদকে ত্যক্ত করিতে চাই না। দেখি কতক জমি বিক্রয় করিয়া এই টাকাটা আদায় করিতে পারি কিনা।

সুশীলার মাতা—"সামান্য যে বার বিঘা জমি আছে, তাহা হইতে কতক বিক্রয় করিলে খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া? বর্ত্তমানই ত অতি কষ্টে চলিতেছে।"

অভয় বাবু—"ভগবান্ যে ভাবে চালান সেই ভাবেই চলিবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে রমানাথ বাবুর টাকাটা শোধ করিতে না পারিলে বাস্ত ভিটায় পর্য্যন্ত থাকা দায় হইবে।"

সুশীলার মাতা—"আমরা না খাইয়া জমি বেচিয়া এতগুলি টাকা দিব, আর রমানাথ বাবু মিথ্যা বলিয়া ৫০৲ টাকার স্থলে ২০০৲ টাকা আদায় করিয়া নিবেন। ধর্ম্ম কি নাই? আদালতে কি সুবিচার পাইব না? আমার মনে হয়, আদালতের হাকিমের নিকটেই বিচার চাওয়া কর্ত্তব্য। নিশ্চয়ই তিনি সুবিচার করিবেন।"

অভয় বাবু—"এ তোমার মস্ত ভুল। আদালতে সুবিচারের আশা নাই। যে দুইটা মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিতে পারিবে আদালতে তাহারই জয়। সেখানে সব সময় সত্যের জয় হয় না। রমানাথ বাবু অর্থশালী লোক, তাহার মিথ্যা সাক্ষীর অভাব হইবে না। বিশেষতঃ সমস্ত সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম বর্ত্তমানে আমার বিপক্ষে, এমতাবস্থায় আদালতে সুবিচারের আশা নাই। তথাপি তোমাদের ভ্রম দুর করিবার জন্য আমি মোকদ্দমার উত্তর দায়ক হইব। আদালতে কিরূপ সুবিচার হয় তাহা তোমাদিগকে দেখাইব।"

অদ্য অভয় বাবুর মোকদ্দমার বিচারের দিন। রমানাথ বাবুর পক্ষে গ্রামের পুরোহিত আদি করিয়া ১০।১২ জন মান্য গণ্য সাক্ষী উপস্থিত। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া গেল যে অভয় বাবুকে ২০০৲ টাকা হাওলাত আনিতে তাহারা ... দেখিয়াছে। রমানাথ বাবুও হলপানা এজাহারে বলিলেন যে অভয় বাবু তাহার নিকট হইতে ২০০৲ টাকা হাওলাত নিয়াছে। অভয় বাবুর পক্ষের উকীল নানা ভাবে জেরা করিয়াও বাদীর সাক্ষীর কোনও ত্রুটী বাহির করিতে ... ভয় বাবুর পক্ষে শুধু অভয় বাবুর জবানবন্দী। তিনি বলিলেন যে তাঁ... ত্র ৫০৲ টাকা রমানাথ বাবু হইতে আনিয়াছেন। ২০০৲ টাকা কখনও আনেন নাই। উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব হইয়া গেল। যথাসময়ে হাকিমের রায় বাহির হইল। অসত্যেরই জয় হইল। ২০০৲

টাকা সম্পূর্ণ ও তদুপরি মোকদ্দমার খরচ ডিক্রী হইল। অভয় বাবু বিমর্ষ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মোকদ্দমার ফল শুনিয়াই সুশীলা ও সুশীলার মাতা কাঁদিতে লাগিল। অভয় বাবু তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অপর দিকে মোকদ্দমা ডিক্রীর পরই রমানাথ বাবু অভয় বাবুর বসত বাড়ী ও ঘরগুলি ক্রোকবদ্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। যথাসময়ে নীলামের দিন ধার্য্য হইল। দেনা আদায়ের জন্য অভয় বাবু কতক জমি বিক্রয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও রমানাথ বাবু বাধা উপস্থিত করিলেন। তিনি গ্রামের সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন—"অভয়কে জব্দ করাই আমার উদ্দেশ্য। তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই আমার কার্য্য। যদি তোমরা কেহ অভয়ের জমি কিনিয়া তাহাকে টাকা দিয়া সাহায্য কর তাহা হইলে রমানাথ বসু কাহাকেও রেয়াত করিবে না। যে অভয়কে টাকা দিবে তার বাড়ী ঘরও নিলাম না করাইয়া আমি ছাড়িব না।" কাজেই রমানাথ বাবুর ভয়ে কেহই অভয় বাবুর জমি কিনিতে রাজী হইল না। অভয় বাবু কোথায়ও টাকার যোগাড় করিতে পারিলেন না। ক্রমে নীলামের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে, অভয় বাবু ভাবিয়া কিছুই কিনারা করিতে পারিতেছেন না। অভয় বাবুর স্ত্রীর অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হইতে বসিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া না তুলিলে এখন আর তিনি উঠিতে পারেন না। স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অভয় বাবু ঘোর চিন্তামগ্ন। দুদিন পর বাড়ী ঘর নিলাম হইয়া যাইবে। রুগ্না স্ত্রীকে নিয়া অভয় বাবু কোথায় মাথা গুজিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। কিছুকাল সকলেই নীরব। সকলেই চিন্তামগ্ন। তখন সুশীলা বলিল—"বাবা, বিনোদ দাদা ত বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমাদের কোনও বিপদ ঘটিলে আমরা যেন তাহাকে খবর দেই; আমার যেন মনে হয়, তাহার নিকট সংবাদ দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পিতা... অত্যাচার হইতে তিনি ব্যতীত আর কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অবিলম্বে তাহার নিকট পত্র লিখুন।"

অভয়বাবু— "মা, তুমি যাহা বলিলে বুঝিলাম। আমার মনেও সময় সময় একথা যে না উঠিয়াছে তাহা নয়। তবে বিনোদের পি... বিরুদ্ধে বিনোদের সাহায্য চাওয়া সঙ্গত কিনা তাহাই ভাবিতেছি। ... দয় এই বিপদে বিনোদকেও টানিয়া আনি সে ইচ্ছা আমার ছিলনা, ... দুই জমি জমা বিক্রয় করিয়া ঋণ আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু রমানাথ বাবুর প্রতিকূলতায়ই জমি বিক্রয় হইল না। তাহার ঋণ আদায় করিয়া ফেলি

ইহা তাহার ইচ্ছা নয়। আমাকে বাড়ী ঘর হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই তাহার ইচ্ছা। তোমার মা পীড়িতা, নতুবা এ বিপদকে আমি তুচ্ছ করিয়াই উড়াইয়া দিতাম। এই মুহূর্ত্তেই কোথাও চলিয়া যাইতাম। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকা অপেক্ষা গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়াই ভাল। আমাদের বিপদের সময় অন্যের সাহায্য চাওয়া আমি লজ্জাজনক মনে করি, কিন্তু কি করিব তোমার রুগ্না মাকে নিয়া আমি মহা সমস্যায় পড়িয়াছি। এখন শত অপমানও ঘাড় পাতিয়া লইতে হবে। ভিক্ষার ঝুলী কাঁধে লইয়াও এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে হইবে। কাজেই ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার প্রস্তাবমতই কাজ করা সঙ্গত। অদ্য ডাকেই বিনোদের নিকট সব অবস্থা জানাইয়া পত্র দিব। দেখি, বিনোদ কোনও প্রতিকার করিতে পারে কিনা।"

ঐ দিন ডাকযোগেই পত্র দিলেন। পত্র লিখিলেন—"বিনোদ, বাবা অনেক দিন যাবত তোমার নিকট কোনও পত্র লিখি নাই। আশা করি তোমার পড়া শুনা ভাল চলিতেছে। আমি বর্ত্তমানে মহাবিপদে পড়িয়াছি। আমার এই বিপদে তোমাকে টানিয়া আনা আমার মাত্রই ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু কি করিব, বিশেষ ঠেকায় পড়িয়াই তোমাকে আমার বিপদ কাহিনী শুনাইতে হইল। তুমি বাড়ী থাকিতেই দেখিয়া গিয়াছিলে যে তোমার পিতা আমাকে একঘরে করিয়াছেন। তুমি রামনগরের বিবাহে অসম্মতি দেওয়ায় তোমার পিতার ধারণা জন্মিয়াছে যে আমার পরামর্শেই তুমি ঐরূপ করিয়াছ। সেই আক্রোশে তিনি আমার বিরুদ্ধে এক মিথ্যা নালিশ করিয়া ২০০৲ টাকার এক ডিক্রী করাইয়াছেন। আদালতে জবাব দিয়াও কোনও ফল পাই নাই। পুরোহিত ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে মিথ্যা জবান-বন্দী দিয়া মোকদ্দমা ডিক্রী করাইয়াছে। মায় খরচ প্রায় ২৫০৲ টাকা দাবীতে তোমার পিতা আমার বাড়ী ঘর সব লাটবন্দী করিয়াছেন। আমার কতক জমি বিক্রয় করিয়া তোমার পিতার দাবী আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু দাবী আদায় হউক তোমার পিতার সে ইচ্ছা নয়। আমার জমি কিনিতে গ্রামের সকলকেই তোমার পিতা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতলব আমি জমি বিক্রয় করিতে না পারিলে বাড়ীঘর রক্ষা করিতে পারিব না এবং তিনি আমার বাড়ীঘর নীলামে কিনিয়া আমাকে বাড়ী হইতে, গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবেন। পূর্ব্বেই আমি গ্রাম হইতে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতাম

কিন্তু কি করিব তোমার খুড়ীমা নিতান্ত কাতর। তাহাকে নিয়া কোথায় যাব লুকাইব ভাবিয়া পাই না, তাই মনে করিয়াছিলাম, তোমার খুড়ীমার ব্যারাম আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতেই থাকিব, ব্যারাম একটু আরোগ্য হইলেই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু সে সময়টুকুও তোমার পিতা দিতে নারাজ। অথচ তোমার খুড়ীমার অবস্থা এরূপ যে তাহাকে বর্ত্তমানে স্থানান্তর করা নিতান্তই আশঙ্কার বিষয়। এই সময়ে স্থানান্তরিত হইতে হইলে, তোমার খুড়ীমার জীবনান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। নীলামের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকি রহিয়াছে। পঞ্চম দিনেই আমার বাড়ী ঘর সব নীলাম বিক্রয় হইয়া যাইবে। ঐ দিবস হইতেই আমার এই বাড়ী ঘরের মালিক তোমার পিতা হইবেন। অদ্য হইতে চারি দিন এখানে আছি, পরের বাড়ীতে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিব না। কাজেই অদ্য হইতে চতুর্থ দিবসের মধ্যেই আমাকে পৈতৃক বাড়ী ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। ভগবান অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না, অদ্য হইতে চতুর্থ দিবস পার হইয়া গেলে আমার পরিচিত কোনও লোকই আমার মুখ দেখিবে না। আরও চারি দিন অপেক্ষা করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিব, আমার কতক জমি নিয়া তোমার পিতা আমার পৈতৃক বশত বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত কিনা। তোমার চেষ্টায় কোন ফল হইবে বলিয়া আশা করি না, তথাপি মরণকালে তৃণগাছিও করিতে হয়, বিশেষতঃ সুশীলারও ইচ্ছা তোমার সাহায্য প্রার্থী হই, তাই তোমার সাহায্য প্রার্থী হইলাম। আগামী কল্য চিঠি পাইবে, তারপরও তিন দিন তোমার হাতে আছে, এই তিন দিনের মধ্যে একবার বাড়ী আসিয়া শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে, ইহা সুশীলার ইচ্ছা। বিশেষ কি লিখিব তোমার আগমন আশায় রহিলাম।"

(৯)

সুশীলা—"বাবা, অনেকক্ষণ হইল গাড়ী আসিয়াছে কিন্তু বিনোদ দাদা ত আসিলেন না। আগামী কল্য বাড়ী ঘর নীলাম হইয়া যাইবে, আমাদের কি উপায় হইবে।" এই বলিয়াই সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। অভয় বাবু বলিলেন—"না মা, কাঁদিও না। ভগবান যা করেন, করিবেন। ভগবানের ইচ্ছা কেহ রহিত করিতে পারে না। বিনোদ বোধ হয় আসিবে না। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহায়তা করা হয়ত তাহার অভিপ্রেত নয়, নতুবা না আসিবার ত কোনও কারণ নাই, যাহা হউক, আমাদের বিপদ, আমাদেরই মাথা পাতিয়া

লইতে হইবে। পরের সাহায্য চাহিলে চলিবে কেন? বিনোদের নিকট চিঠি লেখাই অন্যায় হইয়াছে।"

সুশীলা—"বাবা, বিনোদ দাদার হয় ত কোনও দোষ নাই, তিনি ত চিঠি নাও পাইতে পারেন।"

অভয় বাবু—"না সুশীলা চিঠি না পাওয়ার কোন কারণ নাই। আমি নিজ হাতে ডাকে চিঠি দিয়াছি। যাহা হউক, প্রস্তুত হও, অদ্য শেষ রাত্রিতেই আমাদিগকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আগামী কল্য আমার বাড়ী ও ঘর নীলাম হইয়া যাইবে। তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই, আমার বাড়ী পরের হওয়ার পূর্ব্বেই, এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব। আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এ মুখ আর গ্রামে দেখাইব না। সব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক। অদ্য শেষ রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতাভিমুখে চলিয়া যাইব।"

সুশীলা—"বাবা, বিনোদ দাদা ত কলিকাতা থাকেন, তাহার সঙ্গে ত আমাদের দেখা হইতে পারে।"

অভয় বাবু—"না, সুশীলা, তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না। কলিকাতা প্রকাণ্ড সহর, সেখানে কেউ কাহাকে খুঁজিয়াও বাহির করিতে পারে না। বিশেষতঃ বিনোদ যে বাসায় থাকে তাহা হইতে অনেক দূরে আমরা বাসা করিব।"

সুশীলার মাতা রোগশয্যায় থাকিয়া সবই শুনিতেছিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। রোগে কিছুদিন যাবৎ তাহার জিহ্বা আরষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছিলেন, কাজেই পিতা পুত্রীর কথা শুনিয়া শুনিয়া নিরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। মাতার অবস্থা দেখিয়া সুশীলার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। সুশীলা বলিল—"বাবা, মাকে নিয়া কি করিয়া যাইবে? মা যে চলচ্ছক্তি রহিত, তাহারত নড়বার চড়বার শক্তি নাই।"

অভয়বাবু—"কি করিব মা, তাহাকে কোলে করিয়া নিতে হইবে, ষ্টেশন ত আর অধিক দূরে নয়, কষ্টে সৃষ্টে তাহাকে বহিয়া নিতেই হইবে। বেহারা ডাকিতে পারিব না তাহা হইলে গ্রামে জানা জানি হইবে।"

(১০)

অদ্য অভয় বাবুর বাড়ী ঘর নীলামের দিন। রমানাথ বাবু মহা উল্লাসে আদালতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অভয় গুহের বাড়ী ঘর নীলামে কিনিয়া অভয় গুহকে ঘারে ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবেন, মনে মনে এই আশা, কিন্তু তৎপূর্ব্বে পূর্ব্বরাত্রেই যে অভয় বাবু গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, রাত্রি প্রভাতে কেহই আর অভয় বাবুকে দেখিতে পায় নাই। ক্রমে ঐ সংবাদ রমানাথ বাবুর কানেও পঁহুছিল। তিনি চিন্তায় পড়িলেন' তবে কি অভয় গুহ টাকার যোগাড় করিতে গ্রামান্তরে কোথাও গিয়াছে! না, কোথায় টাকা পাইবে? কে তাহাকে এতগুলি টাকা দিবে? অদ্য নিশ্চয় অভয় গুহের বাড়ী ঘর নীলাম করিয়া আসিব। দেখি ব্যাটার ক্ষত্রিয়ত্বে ব্যাটাকে কিরূপে রক্ষা করে।

যথাসময়ে রমানাথ বাবু নীলাম ডাকিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দিনের সমস্ত ডাক ফর্দ্দ সহ নাজীর আসিয়া নীলাম করাইতে বসিল। রমানাথ বাবু মহোল্লাসে নীলাম ডাকিতে গেলেন। কিন্তু অভয় গুহের সম্পত্তি নিলাম উঠিতেছে না দেখিয়া নাজীর বাবুর নিকট অনুসন্ধানে রমানাথ বাবু দেখিলেন, অভয় গুহ দায়ীক নামীয় নীলামী ডাকফর্দ্দ আসে নাই। তখন আফিসে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল অভয় বাবুর উকীল যথাসময়ে দাবীর টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিয়াছেন, সম্পত্তি নীলাম হইবে না। রমানাথ বাবু নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অভয় গুহের বাড়ী ঘর কিনিতে পারিলেন না, অভয় গুহকে ঘাড়ে ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিতে পারিলেন না, তাহার বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইল, আশা ভঙ্গে দ্বিগুণ আক্রোশে রমানাথ বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এক রাত্রির মধ্যে অভয় গুহ টাকা কোথায় পাইল? ভাবিতে ভাবিতে রমানাথ বাবু বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। এবং অভয় গুহকে জব্দ করিবার নূতন পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভারতচন্দ্র সিংহ

কে ভ্রান্ত পথে চলিতেছে?

সন ১৩৩০ সালে, আমাদের এই সমাজের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সম্পাদক, লোকান্তরিত কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা কবিভূষণের প্রযত্নে

বঙ্গজ কায়স্থের যশোহর সমাজস্থ শ্রীপুর ও মলঘলিয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেকেই ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন লইবার উদ্যোগ করেন। ইহাতে শ্রীপুরের কতিপয় কায়স্থ সন্তান উহার প্রতিরোধার্থ টাকীর জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দের বরানগরের গঙ্গাবাটীতে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এই আহূত সভায় প্রশ্ন হয়—কায়স্থের ধর্ম্মই বা কি এবং তাহার ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন হইতে পারে কিনা? এই প্রশ্নে বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয়, আর এক দিন ঐ বিষয়টির মীমাংসা করা যাইবে। ইত্যবসরে শ্রীপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান, যাঁহারা উপনয়ন লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বসেন।

পুনঃ পরামর্শ সভা করিয়া তাহাতে যে মীমাংসা হইবে তদনুসারে কায়স্থদের উপনয়ন লওয়া কর্ত্তব্য কিনা, তাহা স্থির হইবার পূর্ব্বেই উদ্যোগিগণ উপনয়ন গ্রহণ করিলে প্রতিপক্ষ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন যে "যশোহর সমাজ মধ্যে যে সমস্ত বঙ্গজ কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পতিত হইয়াছে—আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ, উহাদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম।"

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনে নুরনগরের রাজা যতীন্দ্রনাথ রায় বা নায়েব গোষ্ঠীপতি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের নাম না থাকায় উপনয়ন গ্রহণকারীগণ উহা অগ্রাহ্য করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বসিরহাট মহকুমায় কেন্দ্র করিয়া বিস্তৃত-ভাবে উপনয়ন দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে প্রচারক লইয়া দেশ মধ্যে বহু সভা সমিতি করিতে লাগিলেন। তৎফলে তাঁহাদের দল পুষ্ট হইতে থাকায় প্রতিপক্ষের অগ্রণী পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতসিদ্ধ হইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা প্রথমে কতিপয় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধাদি লিখিয়া কায়স্থ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এবং তাহাতেও সুবিধা না হওয়ায় "আদিম-কায়স্থ-সভার" নীতি অনুসরণ করিয়া "কায়স্থ" পত্র নামক মাসিক প্রকাশ করিয়া নানাবিধ ভাবে—অভদ্রোচিত ভাষাতে উপনীত ও তৎপৃষ্ঠপোষক নেতৃবর্গকে সম্ভাষণ করিয়া কায়স্থ বিদ্বেষ প্রচার করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের এই অভদ্র ব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়াই, আমার, তাঁহাদিগকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। এস্থলে প্রশ্ন কয়টী পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। আশা-

করি কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ তাহার সদুত্তর প্রদানে এই বৃদ্ধের সংশয়গুলি নিরাস করত কায়স্থ বিদ্বেষ প্রচারে ক্ষান্ত হইবেন।

১। শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদিত "কায়স্থ" পত্রের ১৩৩০ সালের আষাঢ় সংখ্যার, ১০২ পৃষ্ঠে তিনি বলিয়াছেন—"বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বহ্নিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ও মহাভারতীয় হরিবংশ প্রভৃতিতে সূত, মাগধ, কায়স্থাদি অনেকগুলি মূল জাতির বর্ণসংস্কার ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে মৌলিক উৎপত্তি ও বৃত্তি নির্ণয়ের বিবরণ অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

২। পুনর্ব্বার আশ্বিন কার্ত্তিক সংখ্যার, ২১৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "উচ্চ বংশজাত আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি 'দামুঘোষের পুত্র শিশুপালের অনুরূপভাবে পিতৃপুরুষের পরিচয় ও আত্মপরিচয় অভিনব আকারে প্রচার করিতে কেন না সঙ্কুচিত হইবেন?"

৩। ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন "অপরের অধিক গৌরবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ বা তাহার নাম করিয়া মিথ্যা পিতৃপরিচয় দেওয়া অপেক্ষা, আমি আমার অপেক্ষাকৃত অল্প গৌরবশালী পিতৃপুরুষের নাম, প্রকৃত পরিচয় দেওয়াই আমার জাতীয় কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি।"

কাব্যতীর্থ মহাশয় যে সমস্ত পুরাণের দোহাই দিয়া কায়স্থ উৎপত্তি সম্বন্ধে সূত মাগধ ও সংকীর্ণ জাতির ন্যায় কায়স্থ উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত পুরাণের মধ্যে বা মহাভারতীয় হরিবংশ মধ্যে পৃথক্ ভাবে কায়স্থ উৎপত্তি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, আমরা এরূপ দেখিতে পাই নাই। তবে পদ্মপুরাণে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাও পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ধৃত হওয়ায় কোনটী প্রকৃত বা কোনটী অপ্রকৃত—তৎপক্ষে ঘোর সংশয় থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের মতে পদ্মপুরাণের "কায়স্থ" কথাটি চিত্রগুপ্তের প্রতিশব্দ বলিয়াই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাব্যতীর্থ মহাশয় "কায়স্থের" চৈত্র সংখ্যার ৪৬০ পৃষ্ঠায় ঐ ভাবেরই আভাস দিয়াছেন।

আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ২ নম্বর যে উক্তিটী অধ্যাহার করিয়াছি, তাহাতে বুঝাইতেছে, তাঁহারা বলিতেছেন—কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে। এজাতি চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত, অথচ মিথ্যামিথ্যি দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করা হইতেছে মাত্র। অহ! কি স্বজাতিদ্রোহিতা! তাঁহার এই ব্যঙ্গোক্তির

ভিতর কি ভয়াবহ গ্লানি লুক্কায়িত রহিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা একবার চিন্তা করিয়াছেন কি? তীর্থ-উপাধিক এই লেখক কখনও যে হরিবংশ পাঠ করেন নাই, লোক মুখে শুনিয়াই দামুঘোষ পুত্র শিশুপাল উপমা দিয়া কায়স্থ বিদ্বেষীগণের নিকট বাহাদুরী লইতেছেন, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সত্য বটে অশিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞান বিরহিতের মুখে 'দামুঘোষের পুত্র শিশুপাল' কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত বিবরণ কি তাহা সুধী পাঠকগণের সমীপে দমঘোষ নন্দন শিশুপালের উপাখ্যানটী উপস্থিত করিব। ১২৯৬ সালে বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের ১১৬ অধ্যায়, ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে বর্ণিত আছে ;—

"যিনি পূর্ব্বে মগধ দেশে গিরিব্রজ নির্ম্মাণ করেন, সেই রাজ বৃহদ্রথ চেদিরাজ বসুর পুত্র। তাঁহার বংশেই মহাবল জরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করেন, এবং চেদিরাজ দমঘোষও সেই বসুর বংশে সমুৎপন্ন। দমঘোষের আর একটী নাম রাজা সুনীথ। রাজা সুনীথ বা দমঘোষ মথুরায় যাদব বংশে উদ্ভূত বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার পানিগ্রহণ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভেই রাজা সুনীথের শিশুপালনামক পুত্র জন্মে।" এই দমঘোষের "ঘোষ" এবং শিশুপালের "পাল" দুইটী স্বতন্ত্র বংশ জ্ঞানে পরিচয় বিভ্রাট দেখাইয়া কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দেওয়ায় কায়স্থ জাতির পক্ষে তাদৃশ গোত্র পুরুষ বিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহাই কাব্যতীর্থ মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা পাঠক সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আহা! কি শাস্ত্রজ্ঞান!

বর্ত্তমান বর্ষের 'কায়স্থ' পত্রের ২৮ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, কাব্যতীর্থ বলিতেছেন "ক্ষত্র বংশের রাম যুধিষ্ঠিরাদি অপেক্ষাও আমি আমার বংশের প্রতাপাদিত্য ও আমার জাতির সীতারাম রায়ের নামে পরিচিত হইলে গৌরব অনুভূত করি।"

সত্য বটে স্ববংশের, স্বজাতির বা স্বদেশের কেহ যদি কখনও গৌরবের মুকুটালঙ্কারে ভূষিত হইতে পারেন, তাহাতে কোন্ স্বদেশ প্রেমিক সুধি জনের গৌরব না হয়? পরলোকগত কাব্যবিশারদ তাঁহার সম্পাদিত, "হিতবাদী" পত্রে প্রতিসপ্তাহেই দ্বিজাচারী কায়স্থগণের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনিও মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও রাজা সীতারাম রায়কে বঙ্গের ক্ষত্রিয় গৌরব রক্ষাকারী বলিয়া শিবাজী উৎসবপোলক্ষে সভামধ্যে জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—স্বীয় কাগজে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রতাপাদিত্য বা সীতারাম

রায়কে স্বজাতি বলিয়া গৌরব করাটা—রাম যুধিষ্ঠির হইতে বেশী সম্মান করায় অযৌক্তিক কিছু হয় নাই—বৈচিত্রও কিছু হয় নাই। তবে কথা ঐ "আমার বংশের প্রতাপাদিত্য" বাক্য-উদ্গীরণে—অর্থাৎ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে যেমন সত্য মিথ্যার শরণ না লইলেও চলে, পুরুষের মত পুরুষ উদ্‌গীরণ করিতে সে সামর্থ্য সকলের থাকে না। ঐ যে কাব্যতীর্থ সগর্ব্বে বলিলেন—তাঁহার বংশের প্রতাপাদিত্য—ইহাই বিস্ময়ের কথা। বংশটা তাঁহার পূর্ব্বেই বমিত হইয়াছিল কি পরে বমিত হইয়াছে? বংশ কথাটার অর্থ'ত শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন, যাহার নামে পরিচিত—তাহার নামেই উদ্‌গীরিত। সুতরাং কাব্যতীর্থ যখন বলিতেছেন—তাঁহার বংশে প্রতাপাদিত্য, তখন আমরা বুঝিব, সম্প্রতি গীষ্পতি বাবুর বংশে একজন প্রতাপাদিত্য নামে খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত প্রতাপাদিত্যের প্রখ্যাতি গীষ্পতি বাবুর অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ, তদ্বহির্ভাগের কেহ অদ্যাবধি জানিতে পারে নাই; আর যদি ভ্রমান্ধ জ্ঞানে—যে জ্ঞানের দ্বারা কায়স্থ জাতিকে চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া প্রচার করিতেছেন,—স্বজাতি-দ্রোহিতা করিতেছেন, সেই জ্ঞানবলে, যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যকে আপন বংশের বলিয়া থাকেন তাহা সমীচীন হইবে না; কারণ তিনি 'দ্বিজ-রাজ-বসন্তে'র সান্নভোজী, বিক্রমাদিত্যাত্মজ, তাঁহারই গৌরব লোকে করিয়া থাকে, তাঁহার পঞ্চম পুরুষদূরস্থ যদুনন্দনের খ্যাতি,—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের বিত্তহরণ লইয়াই সুতরাং তাহাতে সাধারণের গৌরব করিবার কিছুই নাই।

প্রায় ৩৫০ শতবর্ষ পূর্ব্বে রাজা বসন্ত রায় যশোহর সমাজ স্থাপন উদ্দেশে যখন ধুমঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎপর তিনি ইষ্টচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যে সমস্ত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কবি গোবিন্দ দাসও তদুত্তরে বহুপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, বঙ্গভাষার লেখক, (প্রথম ভাগ) প্রথম পরিচ্ছেদ ১০৯,১০ পৃষ্ঠায় উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি এইভাবে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

রাজা বসন্ত রায় বলিতেছেন—"রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত, নিন্দিত, গোবিন্দ দাস।" উত্তরে কবি গোবিন্দ দাস বলিতেছেন—"গোবিন্দ দাস, কহয়ে মতিমন্ত, ভুলিল আহে দ্বিজ-রাজ-বসন্ত।" কবি গোবিন্দ দাস জাতিতে বৈদ্য এবং সম্পাদক মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ, অথচ ইহারা উভয়েই রাজা বসন্ত রায়কে "দ্বিজ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গীষ্পতি বাবু যশোহরের যে রাজবংশকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় বংশের গৌরব ঘোষণা করিতেছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই বংশের সহিত তাঁহার সগোত্র সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন বিষয়ে—আচারে অনুষ্ঠানে সৌসাদৃশ্য আছে কি? রাজা বসন্ত রায় যেরূপ ক্ষত্রিয়োচিত শম-দম-তিতিক্ষায় ভূষিত ছিলেন, ভীষ্মের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন, রাজর্ষি জনকের ন্যায় সাবিত্রীবৎ ও দ্বিজোচিত সমস্ত-অনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন, শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় তাহার কোন কিছু ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন কি? যে নূরনগরের রাজা নৃপেন্দ্রনাথ রায় সানুজ ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করায় তিনি দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে সুধী সমাজ তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কি একবার ভাবিবারও অবসর পাইতেছেননা? রাজা নৃপেন্দ্রনাথের নবম উর্দ্ধ পুরুষ মহাত্মা বসন্ত রায় যে দ্বিজাচারে ভূষিত ছিলেন; রাজভ্রাতৃদ্বয়ও তাহারই অনুষ্ঠান করায় পিতৃপিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়া সাধু সমাজে ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখুন—উপবীতি কায়স্থগণই প্রকৃতপক্ষে পিতৃ পরিচয় দিতেছেন—না, যাঁহারা তৎপ্রতিকূলে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া দল পুষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন—তাঁহারাই পিতৃ নাম ভুলিয়া ভ্রান্তপথের পথিক হইতেছেন? (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা

সূক্তিমালা

(৩)

ঈশ্বর কহেন ভাণ্ডার আমার
অতুল ধনের খনি,
অভাব ত নাই গড়াগড়ি যায়
হীরা ও মানিকমণি।
হে ভক্ত আমার চাও যদি মোরে
আন যা আমার নাই;
কাঙ্গাল ভকত দীনতা লইয়া
উপনীত হ'ল তাই। শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষবর্ম্মা।

সমালোচনা

বঙ্গরবি আশুতোষ। শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি-এ প্রণীত, ওরিয়েণ্টাল্ প্রিণ্টার্স্ এণ্ড্ পাব্লিসার্স লিমিটেড্, ২৬।১।১-এ, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। ১৬ পেজি ডিমাই ৬৭ পৃষ্ঠা, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

গ্রন্থকার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী যে প্রকার সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠার্থী-বর্গের প্রীতিকর ও উপকারক হইবে বলিয়াই মনে হয়। পুস্তিকামধ্যে আশু বাবুর দুইখানি এবং তাঁহার পিতৃদেবের একখানি প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার সৌষ্ঠব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে।

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (ব্যারিষ্টার) প্রণীত; টেম্পল্প্রেস্ হইতে এস-বি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুপার রয়াল ১৬ পেজি ফর্ম্মায় ৩২৬ পৃষ্ঠায় এণ্টিক কাগজে ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য কাগাজে বাধাই ২৲ টাকা মাত্র। ১৭নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়;

এই পুস্তক খানিতে হিমালয়োপরি পার্ব্বত্যপথের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে মনে হয়, পাঠক স্বয়ংই যেন গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তি স্থান দর্শনের জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি যেন নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। দ্বিজেন বাবু একাএক দুর্গম পুণ্য স্থানে গমন করেন নাই—সঙ্গে তাঁহার দুই ভ্রাতা ও দুইটী সুহৃদও ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এক-মাত্র গ্রন্থপ্রণেতাই গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই দলের নেতা-রূপে অধিকাংশ পথই পদব্রজে গমন করিয়া তদ্বিবরণ বঙ্গভাষাভাষী পাঠক-বর্গের সমীপে পুস্তকাকারে উপহার দিয়াছেন—আমাদের মনে হয়, তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। পুস্তক মধ্যে মানচিত্র সহ ২১ খানি চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় গঙ্গাযমুনোত্তরী গমনকামীর পক্ষে বিশেষ সহায় হইবে বলিয়া মনে হয়। এই পুস্তক খানি সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

চিত্রগুপ্ত পূজা :—

গত ১২ই কার্ত্তিক, বগুড়া—চান্দাইকোণার ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীবর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে মহাসমারোহে ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের পূজা ষোড়শোপচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কায়স্থ কুমারীর কৃতিত্ব :—

শ্রীমতী নির্ম্মলা বালা বসু এম-এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ বসু; ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু ইহার পিতামহ; আনন্দকৃষ্ণ অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকট সেক্সপিয়ার পড়িতে এবং অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে গমন করিতেন।

ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলন :—

গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই পৌষ ৺গয়াধামে, ফল্গুনদ-তীরে একত্রিংশ বার্ষিক "ভারতীয়-কায়স্থ-সম্মেলন" সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আমাদের "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে"র প্রতিনিধি, কলিকাতা খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ হইতে ১৩ জন এবং "কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডলে"র প্রতিনিধি দুইজন উপস্থিত হন। এতদ্ভিন্ন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত, রাজপুতনা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মোটসংখ্যা পঞ্চশতাধিক হইবে। সভাপতি সপুত্র-কলত্র-দুহিতা-জামাতা-ভ্রাতা প্রভৃতি সহ গয়ার উকিল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ বর্ম্মার ভবনে, মুন্সী ঈশ্বরশরণ গয়ার জমিদার রায় হরিহর প্রসাদের ভবনে, আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্রবর্ম্মা গয়ার প্রসিদ্ধ উকিল ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে, ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা গয়ার সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে, এবং অপর সকলে সহরের মধ্যস্থ ধর্ম্মশালার দ্বিতল ও ত্রিতলে অবস্থান করেন। "অভ্যর্থনা-সমিতি"র পক্ষে পূর্ণবাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়া আমাদের আহারের [যথোচিত ব্যবস্থার

অভাব লক্ষ্য করিয়া, বাসায় গিয়াই, স্বীয় পুত্র পাঠাইয়া "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে"র প্রতিনিধিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তদবধি আমরা তাঁহারই ভবনে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ষোড়শোপচারে আহার করিয়া তাহার সৌহৃদ্য ও সৌজন্য লাভ করিয়াছি।

যে স্থলে সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা খদ্দর দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এমন কি ফরাশ, চন্দ্রাতপ ও বেষ্টনী পর্য্যন্তও খদ্দর। সভাক্ষেত্রে প্রবেশের চারিটী পথ ছিল। উত্তর পথের সম্মুখেই ভগবান চিত্রগুপ্ত দেবের হোমকুণ্ড, এপথটী সভাপতির জন্য, পূর্ব্বপথ প্রতিনিধিবর্গের, দক্ষিণ পথ পুরস্ত্রীবৃন্দের এবং পশ্চিমের পথ দর্শকসমুহের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল।

বৃহস্পতি বার ১টার সময় গয়ার মোক্তার শ্রীযুক্ত বিজয়ানন্দ বর্ম্মা ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের হোম শেষ করিলে সভাপতি, কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত কুমারসেন সিংহ এম-এ (ব্যারিষ্টার) সভায় আগমন করিলে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি গয়ার প্রসিদ্ধ উকিল কেদারনাথ বর্ম্মা তাঁহার প্রত্যুৎগমন করেন।

অতঃপর মঙ্গলাচরণ করিতে কাশ্মীর হইতে আগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলাম্বর শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় আশীর্ব্বচন শেষ করিয়া হিন্দিতে একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি ভাগবতের একটী বচন আবৃত্তি করিয়া 'কায়'রূপ বিরাট হইতে কায়স্থ হইয়াছে, ইহা বলিয়া সমর্থনার্থ পদ্মপুরাণীয় প্রচলিত বচনের সত্যতা গ্রহণ করেন। তৎপর পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের কন্যা তাল লয় যোগে সভার উদ্বোধন সঙ্গীত করেন।

এইবার অভ্যর্থনা-সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বর্ম্মা উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার আমন্ত্রণ বিজ্ঞাপন করেন। তাঁহার এই বক্তৃতা সন্ধ্যার পূর্ব্বে শেষ হয়। তিনি জাতীয় উন্নতি বিষয়ে নানা যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেও সমবেত সভ্যবৃন্দ বেশ ধীরতার সহিত তাহা শুনিয়াছিলেন—ইনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলকে একত্রীভূত হইতে বলেন, আও বলেন—সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্টতা রক্ষা করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি কখনই সম্ভব হইবে না। তাহাতে মিলনের পরিবর্ত্তে বিরোধ জাগ্রত হইবে। ইহা ব্যতীত পণপ্রথা নিবারণ, শিক্ষা, স্বজাতির মধ্যে যৌনসম্বন্ধ স্থাপনের উপকারিতা নির্দ্দেশ করেন। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের ন্যায্যত প্রতিপাদন করেন। তাঁহার বক্তৃতা

শেষ হইলে, মুন্সী ঈশ্বরশরণের প্রস্তাবে, লক্ষ্ণৌ-কায়স্থ-সদর-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের অনুমোদনে এবং আমাদের সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত কুমারসেন সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরপ্রসাদ খলিশ সভাপতিকে মাল্য ভূষিত করেন। টঙ্ক রাজ্য হইতে বক্সী রামনারায়ণপ্রসাদ শকসেন বহুমূল্য একছড়া স্বর্ণহার সভাপতিকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তাহাও এই সময় সভাপতির কণ্ঠে অর্পিত হয়।

অনন্তর সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সুচিন্তিত ইংরাজী অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণে প্রথমে তিনি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তৎপর কাশ্মীরের মহারাজা বাহাদুরের আমাদের জাতীয় কার্য্যের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহার পর ইংরাজী ১৮৮৭ সাল হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত যে সাতটী কায়স্থ সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে কায়স্থ জাতির যে লাভ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং বলেন—পূর্ব্বে সূর্য্যধ্বজ ও বল্মীক কায়স্থগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন, কিন্তু আমাদের এই জাতীয় আন্দোলনের ফলে তাঁহারাও আমাদে সহিত আসিয়া মিশিয়াছেন, এখন তাঁহারা চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন। বোম্বের চন্দ্রবংশীয় প্রভুদিগেরও এই প্রকার ব্রাহ্মণত্বের ভ্রান্ত ধারণা ছিল, ১৯১২ সালে কলিকাতায় যে "নিখিল ভারতীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলন" হয় তাহাতে প্রভুগণ ও বঙ্গীয় কায়স্থগণ আমাদের সহিত মিলিত হায় আমাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহা আমাদের কম লাভের কি নহে। এই হইতেই চিত্রগুপ্তজ, চান্দ্রসেনী ও বঙ্গীয় কায়স্থগণ একযো সমাজ কল্যাণসাধনে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বিভিন্ন শ্রেণীর এই সযোগীতা যে শুধু সমাজের পক্ষেই শুভজনক তাহা নহে, জাতি পক্ষেও অশে ইষ্টসাধক। ইহার পরই শিক্ষা বিষয় উপদেশ করিতে গিয়া লেন—আম গের মধ্যে এমন শিক্ষা হওয়া চাই যাহাতে শুধু কেরাণী ও ব্যবহাজীবী হ না য়া দেশের ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে, দীন দরিদ্রের অভা মোচন করিতে রে এমন শিক্ষাই চাই। এই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতির উপায় বলেন। তৎপ বিবাহ-ব্যয় সংক্ষেপ ও আন্তর্গণিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করেন। পর স্বজাতি-প্রিয়-তার উল্লেখ করিয়া রাজা টীকায়েত রয়ের আদর্শ কায়স্থ জ মধ্যে প্রচার

করিতে বলেন। তিনি যে "কাহত" বৃক্ষকে কায়েত নামের সাদৃশ্য লইয়া কিরূপে তাহাকে শালদ্বারা শীতের সময় মুড়িয়া দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। সভাপতি বলেন—দরিদ্র কায়স্থদিগকে উপেক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সমাজ-সংস্কার হইবেনা—যেমন অর্দ্ধাঙ্গিনী ব্যতীত পুরুষ একাএক যজ্ঞ করিতে সমর্থ নহে; ধনী পদস্থ ব্যক্তিও তদ্রূপ তাহার দরিদ্র ভ্রাতাকে দূরে রাখিয়া সভাসমিতি করিলে, তাহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া চলিলে সে সভার ফল মধুময় হয় না। এই বলিয়া তিনি শিখসম্প্রদায়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে বলেন। তাহারা জাতীয় কার্য্যে স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বালিকা কি ভাবে উচ্চনীচ ভেদ ভুলিয়া একযোগে কার্য্য করে তাহার দৃষ্টান্ত দেন। ইহার পর তিনি বালক বালিকাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করেন। উপসংহারে অহিংসার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া দিয়া তাহা কায়স্থ-মাত্রকেই প্রতিপালনের উপদেশ করত এই স্থলেই অভিভাষণ শেষ করেন। রাত্রি ৯টায় এই দিনকার মত সভা ভঙ্গ করেন।

সভাভঙ্গ হইলেএই সম্মেলনীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে জাতীয় নাট্যোৎসব হয়। পরদিন প্রাতে ৯টায় বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইলে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব উত্থিত হইলে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় প্রতিবাদ সূচক যুক্তি অবতারণা করায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমর্থন করিলে সভাপতি মূল প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করেন।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অবসরে আমি ও ময়মনসিংহ মৈষামূড়ার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসুবর্ম্মা ফল্গু ও গয়াতীর্থে পিতৃকার্য্য শেষ করিয়া শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবুর বাসায় ফিরিয়া আহারান্তে আমরা সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমি আজ রাত্রে যাইব বলিয়া ক্ষেত্র বাবু, তাঁহার পুত্র (সিরাজগঞ্জের উকীল রাজেন্দ্র বাবু) দুর্গানাথ বাবু, খুলনার উকীল সুরেশ বাবু ও সিরাজগঞ্জের যতীশ বাবু প্রভৃতিকে লইয়া আমরা বুদ্ধগয়া দর্শনে গমন করি। গয়ায় দেখিবার যাহা কিছু—সমস্তই বুদ্ধগয়ায়। সন্ধ্যা ৬টায় তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় সভায় গমন করি।

এই দিন সম্মেলনে বদান্যবর জমিদার, এলাহাবাদের চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশান্তে ভারতের সকল প্রদেশের সকল শাখার কায়স্থই ক্ষত্রিয় এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনও বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই অগৌণে তাঁহাদের সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করিয়া এক অখণ্ড

জাতিতে পরিণত হওয়ার জন্য আহ্বান মূলক প্রস্তাব ও পূর্ব্ব অধিবেশনের প্রস্তাব এবং প্রচারের জন্য সাহায্য প্রার্থনামূলক প্রস্তাব আলোচিত হইয়া গৃহীত হয়। তৎপর মুন্সী ঈশ্বরশরণ ঘোষণা করেন—অদ্য রাত্রি ৮ টার পর চকমহল্লার প্রসিদ্ধ জমিদার রায় হরিহর প্রসাদ মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দের এবং ব্যারিষ্টার মিঃ রাজকিশোর লাল ননকিউলার মহোদয়ের ভবনে সমাগত মহিলাবৃন্দের পংক্তির ভোজ হইবে, ইহাদের যোগদান প্রার্থনীয়। ইহার পর সভাভঙ্গ হইলে প্রতিনিধিবৃন্দ বাসায় গিয়া হাতমুখ ধুইয়া নিমন্ত্রণ বাটীতে গমন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র বাবু কাশী যাইবেন বলিয়া তিনি বা তাঁহার সঙ্গের কেহই গেলেন না। আমরা যদিও রাত্রি ৮ টায় কলিকাতায় রওনা হইব বলিয়া শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, কিন্তু এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আর পূর্ব্বসঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষতত্ত্বভূষণ, সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ঘোষ, খুল্নার উকীল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাবিনোদ, ঢাকার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মৌলিক ও কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডলের শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ বর্ম্মা ইঁহাদিগকে লইয়া আমি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গেলাম। যাইয়া দেখিলাম—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কি সম্পাদক তন্মধ্যে নাই; স্থানীয় অন্য কোন বাঙ্গালীও নাই। এলাহাবাদের মুন্সী ঈশ্বর-শরণ, কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্টার আখৌরী গোপীকৃষ্ণ সহায়, লক্ষ্ণৌ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ, সারণের উকীল বাবু শ্যাম-নন্দন, মুঙ্গেরফরপুরের বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ, যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী রায় রাজেশ্বর-প্রসাদ বালি প্রভৃতি শতাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন; এমন সময় সভাপতি মহোদয় আগমন করেন। তৎপরই পংক্তিভোজন;—ভাত, পুরী, ঘৃত এবং আলু ও বেগুন ছেচ্‌কী, অড়হর ডাল, ১টী কাঁচা লঙ্কা, চাট্‌নী এবং পাঁপর ভাজা বেশ ভুরিভোজন ও প্রীতি সম্ভাষণান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন।

তৃতীয়দিন প্রাতে ৯টায় সভা বসিবার কথা ছিল। আমরা যথাকালে গিয়া ১১টা পর্য্যন্ত থাকিয়া, ফিরিয়া আসিয়া শ্রদ্ধেয় উকীল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় মহোদয়ের ভবনে মাধ্যাহ্নিকক্রিয়া শেষ করিয়া পুনরায় সুরেশবাবু ও আমি সভায় গমন করি। দুর্গানাথ বাবু আর সভায় গেলেন না—ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিতে গেলেন। অদ্যকার সভায় আমরা দুই জন ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালীই উপস্থান নাই। এদিন সভায় বিবাহে কুরীতি পরিহার, পণপ্রথা রহিত

করার আলোচনা হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তৎপর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে আগ্রার লালা রাজবাহাদুর মাথুর মহোদয়ের পত্নী সভামঞ্চে উঠিয়া বক্তৃতা করেন। লালা কেদারনাথ এতদর্থে দশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করেন। তৎপর আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাব উঠে, এবং উহা হিন্দুস্থানী চিত্রগুপ্তজ দ্বাদশ শাখার মধ্যে অবশ্য করণীয় বলিয়া গৃহীত হয়। অতঃপর আগামী বর্ষের অধিবেশন জৌনপুরে করার জন্য ঘোষিত হইলে সকলকে ধন্যবাদান্তে অপরাহ্ণ ৪ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

আমরা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের স্বজাতি প্রীতি, আতিথ্য সৎকার ও সৌজন্য ব্যবহারে এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের আতিথ্য সৎকারে প্রীত হইয়া গভীর ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সভায় প্রায় তিন হাজার ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথমদিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিন বেশী, তৃতীয় দিনও সহস্রাধিক সভ্যসমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের এই জাতীয় মহামিলনে সকলেরই উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব শ্রেণীর দাবী পূরণ করা উচিত; অনেকে যাইব বলিয়া ঘোষণা করিয়া না যাওয়ায় তাঁহারা নিন্দার ভাজনই হইয়াছেন।

উপনয়ন :—

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ পাবনা। কাকিনা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার এবং রহিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণকৃষ্ণ রায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১। কায়স্থ-সমাজ-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ, ঢাকা রাউৎভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, ক্ষিতিশচন্দ্র বসু ও ত্রিপুরা-মনিয়ার-পাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২৩শে পৌষ ১৩৩১। সিরাজগঞ্জ। খলতা-কেন্দ্র। বেল্‌তা নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস ও খল্‌তা নিবাসী শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ঘোষ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

হর্ত্তাও [অপহরণের] অনুমোদনকারী তৎ পরিমিত কাল নরকবাস করন।

হে রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণকে যে মহী পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। দানাপেক্ষা পালন শ্রেয়স্কর॥

সগরাদি বহু নৃপতিগণ ভূমি দান করিয়াছেন; কিন্তু যখন যাঁহার [অধিকারে] ভূমি থাকে, তখন [ভূমিদানের] ফল তাঁহারই হইয়া থাকে॥

সান্ধি-বিগ্রহিক প্রশাস্তদের এই শাসন সম্পাদিত করিয়াছিলেন, ভোগী-ভবদাসের দ্রোণ, পাচক বসুর দ্রোণ.....সুধামের দ্রোণ, বিরহের ২ দ্রোণ,.....নরদত্তে ২ দ্রোণ..... ॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

পশুযাগ

হিন্দুদিগের বেদ ও পুরাণে গোমেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি নানাবিধ পশুযাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পশুকে হত্যা করিয়া তাহার বপা দ্বারা হোম করিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্রের বিধান। এইরূপ ধারণা বহুদিন হইতে হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বহুদিন হইতেই হিন্দুগণ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে পশুবধ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু আজকাল অনেকে মনে করেন, বৈদিক গ্রন্থে পশুহিংসার কোনও প্রসঙ্গ নাই। যে সকল বিধানের বলে পৌরাণিক বা তৎপরিবর্ত্তিযুগে পশুহত্যা ও সেই নিহত পশুর দ্বারা যজ্ঞ করিবার প্রচলন হইয়াছিল, সেই সকল বিধানের তাৎপর্য্য পশুহিংসা নহে; উহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারাতেই সমাজে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যেও পশুহিংসার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। বস্তুতঃ পক্ষে, তাঁহাদের মতে বৈদিকগ্রন্থে হিংসার কোন উল্লেখই নাই। এই মতের পরিপোষণের জন্য বর্ত্তমানে কেহ কেহ পশুযজ্ঞের বিধায়করূপে প্রসিদ্ধ বেদবাক্যগুলির ভাষ্যাদিতে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভ্রমপূর্ণ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিগের অর্থান্তর প্রতিপাদন করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন।

এ বিষয়ে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত স্বামী দয়ানন্দ মহোদয়ই অগ্রণী ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের সম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত নানাশাস্ত্র

প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন, বৈদিকগ্রন্থে কোনও স্থানেই হিংসার উল্লেখ নাই।

কিন্তু বিষয়টী লইয়া আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেই যে মতদ্বৈধ ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বেদে পশুহিংসার বিধান লইয়া বহুকাল হইতেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটি বিবাদ বা মতদ্বৈধ চলিয়া আসিতেছে। বিবাদ বা মতদ্বৈধেরই কিছু পরিচয় আজ আমরা এই প্রবন্ধে দিব।

বেদে হিংসার উল্লেখ আছে কিনা সেই বিষয়ে দেবতা ও মুনিদিগের মধ্যে বিবাদের একটি আখ্যান মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৩৮ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের এই আখ্যানের কতকাংশ অনুরূপ অপর একটী আখ্যান খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে বিরচিত জিন সেনাচার্য্যের জৈন-হরিবংশেও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের এই আখ্যান অতি প্রাচীন কাল হইতেই মহাভারতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে কি পরবর্ত্তী কালে ইহা ঐ পুস্তকের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য বা একরূপ দুঃসাধ্য। সুতরাং মহাভারতের এই আখ্যানভাগের প্রাচীনতা বিষয় জোর করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে আখ্যান দুইটী যতদিনেরই প্রাচীন হউক না কেন, আখ্যান দুইটী একত্র আলোচনা করিলে মনে হয় ইহাদের মূল বিষয়টি—বেদে যে অজের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় ঐ বিধানের প্রকৃত অর্থ কি এবং ঐ বিধান হইতে বেদে পশুযাগের বিধান বর্ত্তমান ছিল এই অনুমান করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে একটা মতদ্বৈধ—প্রাচীনকাল হইতেই দেশের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। উহাদের মধ্যে একদল বলিতেন—'বেদে পশুযাগের বিধান রহিয়াছে। যজ্ঞে পশুবধ করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। বৈধহিংসা হিংসানামেই অভিহিত হইবার যোগ্য নহে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একদল বলিতেন—'বেদের মধ্যে যেরূপ উচ্চ আদর্শসমূহের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বেদের মধ্যে জঘন্য হিংসার বিধান থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে যে সকল বাক্যকে পশুযাগের বিধায়ক বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদের অর্থ সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে পশুহিংসার কোনও উল্লেখ নাই। অতএব, ঐ সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যত্ন করা উচিত।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবাহ :—

(ক্ষত্রিয়াচারে)

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১। পাবনা। কাকিনা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকারবর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী বনলতা দেবীর দিলপসার নিবাসী শ্রীমান অন্নদাচরণ বর্ম্মা মজুমদারের শুভ পরিণয় হয়।

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১। পাবনা। জেলা নদীয়ার রাতুলপাড়া নিবাসী ৺সুনীলচন্দ্র সরকার বর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর, রহিমপুরের শ্রীমান্ হারণকৃষ্ণ রায়বর্ম্মার শুভ পরিণয় হয়।

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার হরিসাধন সরকার বর্ম্মার কন্যার শিবপুরের ডাক্তার ৺বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সন্তশরণের শুভ পরিণয়। উভয়ই দক্ষীণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১। শোভাবাজার রাজবাটী। কুমার মন্মথকৃষ্ণ দেবের কন্যার জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্রের শুভ পরিণয়ে বহু বরযাত্রী গিয়াছিলেন কিন্তু শোভাযাত্রার আড়ম্বর দৃষ্ট হয় নাই, অথচ শুনা গেল, সম্প্রদানকাল কন্যার পার্শ্বে ১০০০৲ হাজার টাকার চারিখানি কারেন্সী নোটও একখানি রৌপ্যাধারে সজ্জিত ছিল। বৈচিত্র বটে!

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। কলিকাতা ফুলছিটা নিবাসী ৺ শ্রীশচন্দ্র মিত্রের কন্যার শাঁখারীটোলা নিবাসী ৺ ঈশানচন্দ্র দত্তের পৌত্র শ্রীমান নৃপেন্দ্র নাথ দত্তের শুভ পরিণয়ে বরকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কোনপ্রকার পণ বা উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই। এরূপ আদর্শ বিবাহবিরল দৃষ্ট হয়।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ

পঞ্চমবার্ষিক পরিচালন-সমিতির পঞ্চমাধিবেশন

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবন, কলিকাতা।

উপস্থিতি :—

(৮) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মামজুমদার (সভাপতির আসনে)।
(উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা।
(ব) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (পত্রিকা-সম্পাদক)।
(দ) „ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
(ব) ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা।
(ব) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষবর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।

নিম্নতিতার জমিদার—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী, মানিগ্রামের যুক্ত অক্ষয়কুমার রায়বর্ম্মা, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা এবং সাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মচৌধুরী অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার য় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া লিখেন।

অদ্য সভাপতি, কি সহকারী সভাপতিদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত না য় শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিতে যুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত মাসের কার্য্যবিবরণী পঠিত হয় এবং ভাদ্র, আশ্বিন র্ত্তিক মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়েই সর্ব্বসম্মতি-য় গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।—

াদক মহাশয় বলিলেন, বিজয়ার পরে আজ আমরা পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় সে স্থলে প্রথমেই আমাদের সমাজের হিতৈষীদের াদ উপস্থিত করিতে হইতেছে। এই পরিচালন সমিতির অন্যতম

সদস্য, দিনাজপুর বড়বন্দরের জমিদার বৃন্দাবনচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং আমার পূজনীয় খুল্লতাত, পাটনা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ষোড়শীচরণ মিত্রবর্ম্মার আকস্মিক মৃত্যুতে সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। পরন্তু টেপার প্রসিদ্ধ জমিদার, বদান্যবর রায় অন্নদামোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর যদিও নিজে আমাদের সমাজের সভ্য ছিলেন না, কিন্তু এই সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাহার সুযোগ্য পুত্র লেপ্টন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি-এ মহাশয়ের হাত দিয়া তিনি অনেক প্রকারই সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল মহোদয় ব্যক্তি ইহলোক পরিত্যাগ করায় সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ইঁহাদের মৃত্যুতে তাঁহাদের অতীত জীবনের স্বজাতি-হিতৈষণার উল্লেখ করিয়া শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিলেন এবং এই সমবেদনা জানাইয়া মৃত মহাত্মাগণের পুত্রদিগকে পত্র লিখা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। **পরিচালন সমিতির সদস্যের স্থান পূরণ।** সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন—উত্তর রাঢ়ীয় মৃত সদস্য ৺বৃন্দাবন-চন্দ্র রায়চৌধুরীর স্থলে, বগুড়া মেলাগোপীনাথপুর-নিবাসী ডাক্তার প্রতাপ-চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এবং বঙ্গজ চারুচন্দ্র রায়বর্ম্মা বি-এলের স্থলে টাঙ্গাইলের মোক্তার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মাকে সদস্য করার জন্য মত পাওয়া গিয়াছে। উপস্থিত সদস্যগণ সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। **নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।** প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-ব শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দে, চট্টগ্রাম।
২-(দ) মিঃ সি, এম, চন্দ্র, ঝং।
৩-(দ) „ জি, সি, মিত্র, বোম্বে।
৪-(ব) ডাক্তার যতীশচন্দ্র গুহ, ত্রিপুরা।
৫-(দ) শ্রীযুক্ত কালীসুন্দর বসু, রোহটক্।
৬-(ব) „ রামানন্দ চৌধুরী, সামাগুড়ি।
৭-(দ) „ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, দার্জ্জিলিং।
৮-(দ) „ নীলেন্দ্রনাথ বসু, ডায়মণ্ডহারবার।
৯-(ব) মিঃ আর, কে, ঘোষ, রেঙ্গুন।

১০-(ব) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস, চাঁদপুর।
১১-(ব) „ রমণীমোহন বসু, রেঙ্গুন।
১২-(দ) „ কেদারনাথ মজুমদার, মেদিনীপুর
১৩-(ব) অধ্যাপক আর, কে, ঘোষ, রেঙ্গুন।
১৪-(ব) মিঃ এস, সি, দাস, আহাষ্ট (ব্রহ্ম)।
১৫-(ব) রায় সাহেব গোকুলনাথ দাস, সিচনী।
১৬-(ব) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার দত্ত, ঘাগুটিয়া।
১৭-(ব) „ যোগেন্দ্রকুমার দত্ত, ছকুল্লাকান্দী।
১৮-(ব) ডাঃ কে, কে, চৌধুরী, পেগু।
১৯-(ব) শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু, আগরতলা।
২০-(ব) মিঃ এ, সি, দত্ত, লাসিও।
২১-(ব) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সোম, শিলং।
২২-(দ) „ কুঞ্জবিহারী বসু, রাণাঘাট।
২৩-(ব) „ রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ময়নাগুড়ি।
২৪-(ব) মিঃ এন, এন, দত্ত, আখাউড়া।
২৫-(দ) শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দে, ঢাকুরিয়া।
২৬-(দ) „ প্রমথনাথ ঘোষ, বস্তি।
২৭-(দ) মিঃ বি, সি, দে, তুরা।
২৮-(দ) „ এম, সি, মিত্র, গোরক্ষপুর।
২৯-(দ) ডাঃ অযোধ্যানাথ দাস, পিলভিৎ।
৩০-(ব) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত, শিলচর।
৩১-(ব) মিঃ এ-সি মিত্র, ঝড়িঘাট।
৩২-(ব) „ জে-সি গুহ, কাটরাজগড়।
৩৩-(ব) „ কে-কে দাস, ডিব্রুগড়।
৩৪-(দ) মিঃ পি-সি সরকার, বাগডোগরা।
৩৫-(ব) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকিশোর দত্তরায়, রতাবাড়ী।
৩৬-(ব) „ কামিনীকিশোর দত্তরায়, হাইলাকান্দী।
৩৭-(দ) „ ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, পাটনা।
৩৮-(দ) মিঃ বি-এম মিত্র, হাওড়া।
৩৯-(ব) ডাঃ নিশিকান্ত মজুমদার, রেঙ্গুন।

৪০-(দ) মিঃ এফ-কে দত্ত, চোরা।
৪১-(দ) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, উলা।
৪২-(দ) „ হরিনারায়ণ মজুমদার, দিল্লী।
৪৩-(ব) „ কুমুদকান্ত দত্ত, মধুখালি।
৪৪-(দ) মিঃ এন ঘোষ, মুদখুড়ি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বিশ্বাস, উকিল ;—

৪৫-(দ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, লোহারডগা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা ;—

৪৬-(ব) শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়, রসারোড।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা ঃ—

৪৭-(ব) শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু, বজ্রযোগিনী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা প্রচারক ঃ—

৪৮-(ব) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিশ্বাস, বাঘমারা কাছারী।
৪৯-(ব) „ বিপিনবিহারী বসু, বারইভাগ।
৫০-(ব) „ ঈশানচন্দ্র সোম, ঘোপসেলেন্দা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্রবর্ম্মা :—

৫১-(দ) মিঃ এ-সি মিত্র, বহুবাজার।
৫২-(দ) „ ডি-এন্ সিংহ, বেরিলী।
৫৩-(দ) ডাঃ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, এলাহাবাদ।
৫৪-(দ) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, গ্রে ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, স্বেচ্ছাপ্রচারক—

৫৫-(ব) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, মোক্তার, টাঙ্গাইল।
৫৬-(ব) „ কেদারনাথ সরকার, করটিয়া।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের এই সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। ভারতীয় কায়স্থ মহা সম্মেলন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।—৩১শ বার্ষিক কায়স্থ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, আমাদের সমাজের পক্ষ হইতে গয়াধামে প্রতিনিধি প্রেরণের নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহার মর্ম্ম সভায় প্রকাশ

করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহাশয়গণের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল। অতঃপর যদি কাহারও যাওয়ার অভিপ্রায় থাকে এবং ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে নাম প্রেরণ করেন সমাজ তাঁহাদিগকেও প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবেন।

(ব) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, (দ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, কলিকাতা (দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এ, পানিশেহলা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, উকীল হাইকোর্ট ; (ব) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা রংপুর ; (ব) শ্রীযুক্ত মনোমহন ঘোষবর্ম্মা, কাঞ্চনপুর ; (ব) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, আলগী ; (ব) শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বারইভাগ ; (ব) শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, বুড়িচং (ব) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা, ভেলানগর (উ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা কাশীধাম (উ) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, উকীল, গয়া ; (ক) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, কলিকাতা ; (দ) শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা, খুলনা ; (দ) শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, রাজসাহী ; (দ) শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা বি-এস-সি ; (বা) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, উকীল, গয়া (ধ) শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মা-তত্ত্বভূষণ, ওলপুর ; এবং স্থির হইল ইহাদের নাম ধাম গয়ার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠান হউক ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিকেও তাঁহাদের নির্ব্বাচন জানান হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) অনাদায়ী বিল সম্বন্ধে। বর্ত্তমান বর্ষের ২৩৭ নং বিলের টাকা যে কারণে আর আদায় হওয়া সম্ভব নহে, সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহা প্রকাশ করিলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, উক্ত বিল নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলিলেন।

(খ) উপাধি সংঘ সম্বন্ধে। কি কি বিষয়ে উপাধি দেওয়া যাইবে তাহা লইয়া শাখাসমিতির মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় তদ্বিবরণ সমিতির নিকট প্রকাশ করিলে সমিতিতে উপস্থিত সভ্যগণ তৎসম্বন্ধে কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া, ধর্ম্ম (দর্শন) শাস্ত্র (পুরাণ) ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ের প্রবন্ধ লইয়া, পরীক্ষা পূর্ব্বক উপাধি দেওয়া স্থির হয়। কি কি উপাধি দেওয়া হইবে এবং কোন্ বিষয়ে কত ফি দিতে হইবে, সংঘের পরীক্ষক কে কে হইবেন স্থির করিয়া আগামী মাসের অধিবেশনে উপস্থিত করা স্থির হয়।

(গ) খাতা সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—দৈব-প্রতিকুলতায় উহার মেমরীগ্রাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া উঠা যায় নাই, আগামী মাসে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিব এরূপ আশা করি। অতঃপর তাহাতে সকলে সম্মতি দিলেন।

(ঘ) পুস্তিকা প্রচার বিষয়ে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, প্রচারার্থ সমাজ হইতে বিনামূল্যে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিতরণের কথা হয়, সে জন্য সমিতির অনৈক সভ্য একখানি পুস্তিকা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু উহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াছে, এজন্য উহা ফেরৎ দিয়া আরও ছোট করিয়া লিখিয়া পাঠানর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

(ঙ) পত্রিকা সম্পাদকের পাথের সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—আমাদের পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে যে ভারতীয় কায়স্থ মহা-সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি করা হইল, তাঁহার যাতায়াত পাথের কে দিবেন? উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলেই বলিলেন—তিনি, আমাদের সমাজের জন্যই যাইবেন, সমাজই সে ব্যয় বহন করিবেন।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা	শ্রীকিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা
সম্পাদক	সভাপতি
	২৭।৯।৩১

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ সমাজ

৫ম বর্ষ। { ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩১। } ১১ ও ১২শ সংখ্যা

সেকালের গৃহিণী

আজকাল প্রায় সকলেরই ধারণা যে প্রাচীনকালে আমাদের দেশের রমণীগণ শিক্ষাদির অভাবে ও অধীনতার নিষ্পেষণে বড়ই দুঃখে কাল কাটাইতে বাধ্য হইতেন। হয়ত অতি প্রাচীনকালে গার্গী, আত্রেয়ীর মত কোন কোন রমণী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া জীবনের সফলতালাভ করিতেন; যাঁহারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ শিক্ষার প্রচলন থাকা ত দূরের কথা, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে মনুষ্যত্বের বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে তাহার কোন ব্যবস্থাই সমাজে ছিল না। ফলতঃ, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে দারুণ দুঃখ ও ক্লেশের মধ্যে দুর্ব্বহ জীবনভার মূকভাবে বহন করিতেন। তাঁহাদের না ছিল কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব—না ছিল কোন বিষয়ে স্বাধীনতা।

কিন্তু আমার মনে হয়—এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষার তাদৃশ প্রচলন থাকুক বা নাই থাকুক, সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সকল রমণীর জন্যই ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

নৃত্যগীত এবং চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ত রাজা এবং ধনী ব্যক্তির গৃহে স্ত্রীলোকদিগকে যে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইত সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য ও নাটকাদির

মধ্যে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যে এই সকল ললিত-কলা শিক্ষার বিধান দেখিয়া মনে হয়, সম্ভ্রান্ত-সমাজে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষারও কিছু না কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। তবে সাধারণ গৃহস্থের রমণীগণও একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না—গৃহমধ্যে তাঁহাদিগের কর্তৃত্বও যথেষ্টই ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহাদের সে স্বাধীনতা ছিল না। গৃহিণীগণ বর্ত্তমানেও যেরূপ Qeen of Home গৃহ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী প্রাচীনকালেও তাঁহারা সেইরূপই ছিলেন। প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব' প্রভৃতি হিন্দু বিবাহের মন্ত্রাদিও সেই বিষয়ই সূচিত করে।

যাহা হউক, আমি এ প্রবন্ধে প্রাচীন-ভারতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিচার করিব না। প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। প্রাচীনকালে গৃহিণীদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল—সংসার ধর্ম্ম পরিপালন বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব কতটা ছিল—গৃহমধ্যে তাঁহাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কতটুকু ছিল—গৃহকর্ম্ম বিষয়ে অপরের হুকুম তামিল করিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইত কি, তাঁহাদিগকে বুদ্ধি খরচ করিয়া কার্য্য পরিচালন করিতে হইত প্রভৃতি বিষয়ের কথঞ্চিৎ আভাস দিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানকালের মত পূর্ব্বেও রমণীই গৃহের পূর্ণ কর্ত্রী—গৃহরাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন। গৃহের সকলে যাহাতে সুখে কালাতিপাত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা চিরদিনই রমণীর হস্তে। পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন করিবেন—কিন্তু গৃহিণী সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন। বাৎস্যায়ন-প্রণীত প্রাচীনগ্রন্থ 'কামসূত্রে' এ চারিণীবৃত্ত নামক প্রকরণে গৃহিণীর আচার বর্ণন প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—'বার্ষিক আয় কত তাহা বিবেচনা করিয়া গৃহিণী সেই আয়ের অনুরূপ ব্যয়ের ব্যবস্থা বা বজেট নির্দ্দিষ্ট করিবেন। কি গৃহে কি অন্যস্থানে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ নিতান্ত সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। এইরূপ গুরুতর বিষয়ের ভার গৃহিণীর উপর থাকায় তাঁহাকে অতিশয় ধীর ও সতর্কভাবে সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতে হইত, সন্দেহ নাই। আর এইরূপ গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত শক্তি যাহাতে জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাল্যকাল হইতেই স্ত্রীলোকের যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থাও যে করা হইত তাহা ইহা হইতে

অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রীলোকদিগের উপর সংসারের ব্যয় ভার দিবার কথা যে কেবল কামসূত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে—মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও এ বিষয়েও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিনই আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার ভারও গৃহিণীদিগের উপরই ছিল।

গৃহিণীকে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দে ব্যবস্থা করিতে হইত। তাই কে কোন্ জিনিষটী খাইতে ভালবাসে—কে কোন্‌টী খাইতে ভালবাসে না—কাহার কোন জিনিষটী খাওয়া উচিত—কাহার কোন জিনিষটী খাওয়া উচিত নহে—তাহা স্থির করিবার ভার গৃহিণীর উপরই ছিল। ফলতঃ, গৃহিণী এ ভার না লইলে সংসারে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

স্বামীর যাহাতে সুখ হইবে তাহার ব্যবস্থা করা গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পরিচারিকার উপর তাঁহার পরিচর্য্যার ভার না দিয়া, গৃহিণী নিজেই সে কার্য্য করিবেন, এই ব্যবস্থা ছিল। স্বামী যদি কোন অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে স্ত্রী তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিবেন—তাঁহার কার্য্য যে অনুচিত তাহা তাঁহাকে স্থিরভাবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তবে কঠোরভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে বা লোকের মধ্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন না। কারণ, তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফল লাভের সম্ভাবনাই বেশী।

স্বামী সৎকার্য্যই করুন বা অসৎকার্য্যই করুন পতিব্রতা স্ত্রী তাহাতে কোনও কথা না বলিয়া অম্লানবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন, ইহা আদর্শ প্রাচীন ভারতে আদৃত হইত না। পরবর্ত্তীকালেই পাতিব্রত্যের এই বিকৃত ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে প্রাচীন-ভারতে কি আদর্শ অনুসৃত হইত তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠেই বুঝা যায়। এই আদর্শ বর্ত্তমান যুগেও অতিশয় যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

গৃহিণী যে কেবল সংসারের চিন্তায়ই জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা নহে। তাঁহার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। তিনি সখীদিগের সহিত মিলিত হইয়া দেবতাদর্শনে যাইতেন—এবং নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও খেলা করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ব্বে স্বামীর অনুমতি লওয়া হইত।

ব্যয়ের ভার গৃহিণীর উপরই থাকিত, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু অনর্থক ব্যয় যাহাতে না হয় সেদিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইত। এখনকার মত প্রাচীনকালে সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিল না। যে সকল জিনিষ ক্রয় না করিলেও স্বল্প পরিশ্রমেই সংগ্রহ করা যাইতে পারিত তাহা ক্রয় করিবার জন্য অর্থব্যয়করা আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাই, গৃহিণীকে পূর্ব্ব হইতেই বিবিধ ফল মূলাদির বীজ সংগ্রহ করিয়া যথাসময়ে তাহাদিগকে রোপণ করিতে হইত। দুগ্ধ হইতে ঘৃত নিজ গৃহেই প্রস্তুত করিতে হইত। তাহাতে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইত—অপরদিকে সেইরূপ ব্যয়ও কম হইত। তবে কথা এই যে, তখন ঘরে ঘরে গরু থাকিত, তাই এ কার্য্য অনেক পরিমাণে সহজ সাধ্য ছিল। সূতা কাটা এবং বয়ন করা গৃহিণীদিগের অন্যতম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।*

কামসূত্র নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত ভারতীয় গৃহিণীর কর্ত্তব্যের এই বর্ণনার মধ্যে লেখাপড়ার স্পষ্টও উল্লেখ নাই সত্য—তবে সংসারকে সুখের ও শান্তির আশ্রয়স্থল করিতে হইলে গৃহিণীকে ঐ সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে হইবে, ইহা বর্ত্তমান যুগেও সকলেই স্বীকার করিবেন। এই বিবরণ পাঠ করিলে ইহাও বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে ভারতীয় নারী গৃহ মধ্যে এক উচ্চ স্থান—কর্ত্রীর পদ অধিকার করিয়াই বিরাজ করিতেন। মোট কথা, এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের গৃহিণীগণ প্রাচীন কালের এই আদর্শ অনুকরণ করিলে তাহা সংসারের সুখ শতশঃ বর্দ্ধিতই করিবে সন্দেহ নাই।

মোটের উপর, এই বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে প্রাচীন ভারতে অন্তঃপুরিকাদিগকে দুর্ব্বহ দাসী-জীবন-ভার বহন করিয়া কোনওরূপে সময় কাটাইতে হইত না—তাঁহাদিগের স্বাধীনতা ছিল—সুখ ছিল—সুশিক্ষারও অভাব ছিল না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

---

* সূতা কাটার স্থান আজকাল উপন্যাস পাঠ প্রভৃতিতে অধিকার করিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী ঠাকুরী

সন ১৩২১ সালের সাহিত্য পত্রিকায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরচিত 'রাজন্যকাণ্ড' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "সিদ্ধান্তবারিধি (নগেন্দ্রনাথ বসু) মহাশয়ের নবপ্রকাশিত রাজন্যকাণ্ড নামক গ্রন্থ * * অনেক রচনা-কৌতুকের আধার। সকলগুলির ব্যাখ্যা করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতে হইলেও একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। 'কায়স্থ-সমাজের বিশাল ইতিহাসের মুখবন্ধ' যে এইরূপ রচনাকৌতুকের আধার হইয়াছে, ইহা যথার্থই অনুশোচনীয়। অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনও স্থলে যৎসামান্য ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইলে, শুদ্ধিপত্রে তাহার সংশোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু রাজন্যকাণ্ডের ভ্রমপ্রমাদ মজ্জাগত—সুতরাং শুদ্ধিপত্রে তাহার সংশোধন অসাধ্য-সাধন। গ্রন্থখানি পুনর্লিখিত না হইলে, কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুকের অদ্বিতীয় আধার বলিয়াই চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিবে। ইহা ঐতিহাসিক বিচারনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই, সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই; যাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছে, তাহাকে ইতিহাস বলিবার উপায় নাই;—তাহা ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক।" নগেন্দ্রবাবুর 'রাজন্যকাণ্ড' যে কি উপাদানে গঠিত, আশা করি, পাঠকগণ, অক্ষয়বাবুর পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। 'বটুভট্টের দেববংশকে কৃত্রিম গ্রন্থ বলিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ মন্তব্য প্রকাশ করা স্বত্ত্বেও নগেন্দ্রবাবু ঐ গ্রন্থকে 'রাজন্যকাণ্ডে' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত আদিশূর সম্বন্ধীয় কুলগ্রন্থের বচনগুলির অধিকাংশই কৃত্রিম বলিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রমাণীত করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর 'ব্রাহ্মণকাণ্ড' ও 'বিশ্বকোষে' উদ্ধৃত কুলকারিকা সম্বন্ধীয় বহু কৃত্রিম বচন অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিয়া আমি আমার বগুড়ার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছি। নগেন্দ্রবাবুর ঐ রাজন্যকাণ্ডে কাশীদাসী ঠাকুরের নাম দিয়া কতকগুলি বাঙ্গালা পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সন ১৩২৮ সালের 'কায়স্থ-সমাজ' পত্রে "বারেন্দ্র-কায়স্থ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে নগেন্দ্রবাবুর

উদ্ধৃত উক্ত কাশীদাসী পদ্যগুলিকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অপর পক্ষে বারেন্দ্র সাড়ে সাতঘরী পটিভুক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় রাজন্যকাণ্ডে প্রকাশিত ঐ কাশীদাসী বচনগুলি পাঠ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন এবং ঐ বচনগুলিকে অত্যন্ত খাঁটি জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, (কারণ ঐ বচনগুলিতে ঐ সাড়ে সাতঘরী পটির কয়েকটি ঘরকে খুব বড় করা হইয়াছে)—যদিও তিনি আজ পর্য্যন্ত ঐ কাশীদাসী ঢাকুরখানি স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। এরূপ স্থলে, আমি অনর্থক তর্কের পথ না ধরিয়া, সত্য নির্ণয়ার্থ 'রাজন্যকাণ্ডে কাশীদাসী ঢাকুর' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা প্রকাশ জন্য 'কায়স্থ-পত্রিকার' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। ঐ প্রবন্ধে আমি এই প্রস্তাব করিয়াছি যে নগেন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সংগৃহীত তথাকথিত কাশীদাসী ঢাকুর খানি কিছুদিনের জন্য 'কায়স্থ সভা'র সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করুন এবং তৎপর কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গালার বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও লিপিতত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়গণকে দেখাইয়া ঐ গ্রন্থের মৌলিকতা সম্বন্ধে মন্তব্য সংগ্রহ করত ঐ মন্তব্য 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত করুন। কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমার ঐ প্রবন্ধটি নগেনবাবুর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া স্বত্বেও, নগেন্দ্রবাবু ঐ কাশীদাসী ঢাকুর 'কায়স্থ-সভা'র সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন নাই; পরন্তু, সত্য-নির্ণয়ের এই পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান ১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় 'কাশীদাসী ঢাকুরী' নাম দিয়া একটি পাল্টা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণচরণ বাবুর ন্যায় পুনরায় কতকগুলি বৃথা তর্ক-জালের অবতারণা করিয়াছেন—যে সকল তর্ক আমি পূর্ব্বেই খণ্ডিত করিয়াছি। তিনি তাঁহার সংগৃহীত যদুনন্দনের ঢাকুরী হইতে নিম্নলিখিত পদ্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া তৎসাহায্যে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার রাজন্য-কাণ্ডে উদ্ধৃত কাশীদাসী বচনগুলি কৃত্রিম নহে। পদ্যগুলি এই :—

(১) রাঢ়ে গৌড়ে বঙ্গে যবে মহাযজ্ঞ হৈল।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ কত তবেত আইল॥
তাহা হতে কুলকথা কৈল কাশীশ্বর।
বল্লালের মরজাদা তার বহুপর॥

(২) যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
ময়শ চৌরানব্বই শকে না ছিল একদা।
(৩) চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার (১৩২১) ৮১ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "তিন শত বৎসর পূর্ব্বে" তাঁহার প্রাপ্ত "কাশীদাসী ঢাকুর রচিত হইয়াছে।" অথচ নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত (১) নম্বর পদ্যগুলিতে যদুনন্দন স্পষ্টই বলিতেছেন যে 'কাশীশ্বর কুলকথা বলিবার' বহুপরে বল্লালী মর্য্যাদার সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্য হইতে প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বল্লালী মর্য্যাদা স্থাপনের কাল। এরূপ স্থলে যদুনন্দনের কাশীদাসী ঢাকুর ও নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী ঢাকুর কিরূপে এক গ্রন্থ হইতে পারে?

নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, তাঁহার কাশীদাসী ঢাকুরে 'কায়স্থ-সমাজের শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্বতন সমাজের চিত্র লিখিত আছে—'তাহাতে সাড়ে সাতঘরী পটীভুক্ত বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের কোন উল্লেখ নাই—যে পাঁচ ঘরের আদি পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে কে বড় কে ছোট তাহারও কোন কথাই নাই।' অথচ যদুনন্দন বলেন, তিনি কাশীদাসী আদি কুলজি অবলম্বন করিয়াই বারেন্দ্র সাড়ে সাতঘরী পটীর ইতিহাস লিখিয়াছেন। যদুনন্দনের ঢাকুরী হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে, যথা—

"নাগ মুখে শুনি বাণী করিল বারেন্দ্র শ্রেণী
সন্তুষ্ট হইয়া তিন জন।
সিদ্ধ সাধ্য ভাব দুই, প্রসিদ্ধ করিল এই
কার্য্য করণেতে তারতম॥
তিন জনে ভাবি চিত্তে সিদ্ধ পদ নাগে দিতে
বহুরূপে যতন করিল।
নাগ কৈল সম্মান, তিনকে করিল মান
সিদ্ধপদ তিনের হৈল॥
নাগ হৈল সাধ্য ঘর সবার চলন ঘর
সিদ্ধ তুল্য মর্য্যাদা পাইল।
এ সব প্রস্তাব যত আদি ঢাকুরীর মত
বিশেষিয়া বিস্তারে বর্ণিল॥

ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী ঢাকুর কৃত্রিমগ্রন্থ। উদ্ধৃত (২) চিহ্নিত পয়ারের অর্থ নগেন্দ্রবাবু এইরূপ লিখিয়াছেন - "অর্থাৎ ৯৯৪ শকে অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে বারেন্দ্র নন্দী বংশে কুড়ি পুরুষ হইয়াছিল, তৎকালে বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।" এই পয়ারে "বারেন্দ্র নন্দী বংশের কুড়ি পুরুষের' কথা যে কোথা হইতে নগেন্দ্রবাবু পাইলেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। উক্ত পয়ারের পূর্ব্বে ও পরে কোথায়ও 'বারেন্দ্র নন্দীবংশের' কোন কথাই নাই। যাহা আছে, তাহা এই—

"আর পঞ্চঘর পরে হইলা উপনীত ॥
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান।
প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া প্রধান ॥
যাহার বিংশতি লোক বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা ॥
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর।
দুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষ মাত্র সার ॥"

উক্ত শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থ করিলে উক্ত (২) চিহ্নিত পয়ারের অর্থ এইরূপ সহজ হয়—

"যে বিংশজন ব্যক্তি বল্লালী মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, ৯৯৪ শকে তাহাদের ঐরূপ মর্য্যাদা ছিল না।"

ইহাতে বারেন্দ্র নন্দী বংশের প্রসঙ্গই বা কোথা হইতে আসিল, আর ইহা দ্বারা নগেন্দ্র বাবুর রাজন্যকাণ্ডের কাশীদাসী ঢাকুরের অকৃত্রিমতাই বা কিরূপে প্রমাণিত হয়, তাহা রাজন্যকাণ্ডের কাশীদাসীর পরম ভক্ত একমাত্র কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না :

উদ্ধৃত (৩) চিহ্নিত পয়ারের অর্থ নগেন্দ্র বাবু এইরূপ লিখিয়াছেন—"অর্থাৎ নন্দীবংশে ভৃগুনন্দী পর্য্যন্ত চব্বিশ পুরুষ উত্তম মধ্যম কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এস্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভৃগুনন্দীর ঊর্দ্ধতন ২৪ পুরুষের পরিচয় যদুনন্দন জানিতেন, কিন্তু তিনি সেই সকল পূর্ব্বপুরুষের নাম উদ্ধৃত করেন নাই, কাশীদাসই তাঁহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।" কিন্তু যে কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যদুনন্দনের ঢাকুরের উক্ত (৩) সংখ্যক পয়ারগুলি তাহাদের পূর্ব্বের ও পরের পয়ার গুলির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ 'চতুর্ব্বিংশতিপুরুষ' কথাটি লিপিকর প্রমাদমাত্র।

উহা 'চতুর্দ্দশ পুরুষ' হইবে এবং যুক্ত চতুর্দ্দশ পুরুষ অর্থে ভৃগুনন্দীর অধস্তন পুরুষ বুঝাইতেছে—ঊর্দ্ধতন পুরুষ নহে। আর ভৃগুনন্দীর ঊর্দ্ধতন চতুর্ব্বিংশ পুরুষের নাম নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত কাশীদাসীতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর ঐ দুইপংক্তি পয়ার দ্বারা নগেন্দ্র বাবুর কাশীদাসীর অকৃত্রিমতা যে কিরূপে প্রমাণীত হয়, তাহাও বুঝিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংগৃহীত কাশীদাসী ঢাকুরীর পুঁথিখানি কায়স্থ-সভার হস্তে পরীক্ষার্থ প্রদান না করিয়া, একটি অসার প্রবন্ধ লিখিয়া বৃথা কুতর্কজালের সৃষ্টি করায় নগেন্দ্র বাবুর পুঁথির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধিই হইতেছে। যদি সত্যই গ্রন্থখানি অকৃত্রিম হইত, তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবু ঐ পুঁথিখানি সরলভাবে কায়স্থ-সভার হস্তে অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না—এবং অসার প্রবন্ধ লিখিয়া কুতর্কের সৃষ্টি করিতে না।

কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আমার অনুযোগ এই যে নগেন্দ্র বাবু আমার প্রবন্ধের উত্তরে "কাশীদাসের ঢাকুরী" নাম দিয়া যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় নগেন্দ্র বাবুর ঐ প্রবন্ধটী কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু তৎসঙ্গে আমার মূল প্রবন্ধটী প্রকাশিত করেন নাই। তাঁহার এই ব্যবহার দ্বারা সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় ভদ্রতা কতদূর রক্ষা করিয়াছেন, তাহা উক্ত সম্পাদক মহাশয় নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমি যখন আমার প্রবন্ধটী প্রকাশার্থ উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি তখন ঐ সঙ্গে একখানি চিঠি দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়ায়িাছিলাম যে, আমার প্রবন্ধটী যদি কোন কারণে তিনি কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে তিনি যেন আমার প্রবন্ধটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক ফেরত পাঠাইয়াদেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সম্পাদক মহাশয় আমার ঐ অনুরোধটি পর্য্যন্ত রক্ষা করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। যাহা হউক আমার নিকট আমার প্রবন্ধটীর যে একটি খসড়া [illegible] তাহাই "কায়স্থ-সমাজ" পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি। আশা করি নগেন্দ্র বাবু আমার এই "কার্য্যের দ্বারা অতিমাত্র বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া" প্রবন্ধের উত্তরে পুনরায় প্রবন্ধ না লিখিয়া তাঁহার সংগৃহীত কাশীদাসী ঢাকুরীর পুঁথিখানি আমার প্রস্তাবানুযায়ী বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরীক্ষার্থ কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া সত্য নির্ণয়ের সহায়তা করিবেন এবং আমাদের সন্দেহভঞ্জনের সুযোগ প্রদান করিবেন।

আমার প্রেরিত প্রতিবাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যমহার্ণব মহাশয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড" প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কতদূর তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ঐ গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠা হইতে ২৪৫ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি কাশীদাসের 'বারেন্দ্রকরণবর্ণন' নাম উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে বারেন্দ্র সাড়ে-সাতঘরী পঠিভুক্ত দাস, দেব, নন্দী, চাকী ও নাগ বংশের পরিচয়সূচক কতকগুলি বাঙ্গালা পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৩২৮ সালের আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যার "কায়স্থ-সমাজে" "বারেন্দ্র-কায়স্থ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে নগেন্দ্রবাবুর রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত দাস-দেব-নন্দী-চাকী-নাগ বংশের পরিচয়সূচক উক্ত বাঙ্গালা পদ্যগুলি যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম রচনা তাহা যদুনন্দনী ঢাকুরের সহিত তুলনা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছি। আমাদের নিকট বাণেশ্বরের ও কাশীনাথের কুলপঞ্জিকা ও অন্যান্য যে সকল কুলপঞ্জিকা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলেও নগেন্দ্রবাবুর রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত রচনাগুলি যে কৃত্রিম ও আধুনিক তাহা আরও পরিষ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে ঐ সকল কুল-পঞ্জিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাজন্য কাণ্ডের ঐ সকল পদ্য রচনাগুলি যে কৃত্রিম ও আধুনিক তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণীত হওয়া স্বত্ত্বেও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় ঐ রচনাগুলিকে খাঁটি কাশীদাসী ঢাকুরের রচনা বলিয়া প্রচার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কায়স্থ-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত তাঁহার 'ভৃগুনন্দী ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে সাড়ে সপ্তঘরী পঠির বাহিরে যে অপর পঠিভুক্ত কায়স্থ রহিয়াছেন, সেই পঠিভুক্ত কায়স্থগণকে হীন প্রতিপন্ন করাও তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁহার ঐ প্রবন্ধের উত্তর যথাকালে যথাস্থানে প্রদান করিব। আমরা সম্প্রতি নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী ঢাকুর সম্বন্ধে কিছু বলিব।

যদুনন্দনের ঢাকুরী প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত। তাহার প্রায় ১০০ একশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত বাণেশ্বরের ঢাকুরীতে কাশীদাসী ঢাকুরীর

নাই। যদুনন্দনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ঢাকুরীতে কাশীদাসের নাম উল্লেখ উল্লেখ করিয়াছেন। যদুনন্দন তাঁহার ঢাকুরীতে লিখিয়াছেন যে তিনি কাশীদাসের কুলজিকে আদর্শ করিয়া তাঁহার ঢাকুরী রচনা করিয়াছেন। যদুনন্দন উক্ত কাশীদাসী ঢাকুরের রচনাকাল ও গ্রন্থের আয়তন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"কুরঙ্গ নগরে বাস নাম কাশীদাস।
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ॥
যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজি সৃষ্টি কৈলা দাসবর।
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর॥
সেই আদর্শের মত লিখিনু চলিয়া।
ইথে অপবাদ মম লইবে ক্ষমিয়া॥

* * * *

সাড়ে তিন শত পাত করণবর্ণন।
লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন॥"

(কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় প্রকাশিত যদুনন্দনী ঢাকুর)

অর্থাৎ বল্লাল-মর্য্যাদার পূর্ব্বে কুরঙ্গ নগরবাসী কাশীদাস সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠা ব্যাপী কুলজি রচনা করেন।

নগেন্দ্রবাবু রাজন্যকাণ্ডে যে কাশীদাসী ঢাকুরী হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার রচনা কাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু স্বয়ং বলেন যে 'তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রাপ্ত কাশীদাসী ঢাকুর রচিত হইয়াছে" (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২১ সন, ৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নগেন্দ্রবাবু রাজন্য কাণ্ডের ভূমিকার ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার "কাশীদাসী ঢাকুর (শেষাংশ খণ্ডিত) যশোর জেলাস্থ বিভাগদী গ্রাম নিবাসী ৺জগচ্চন্দ্র ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত।"

এক্ষণে পাঠক দেখিতেছেন যে—

(১) যদুনন্দনের কাশীদাসী, বল্লাল মর্য্যাদা স্থাপনের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত ও ইহা ৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ছিল।

(২) নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী, নগেন্দ্রবাবুর স্বীকারোক্তি মতই ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা যে কত তাহা আমরা জানি না। আবার 'খণ্ডিত' বলায় সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, (৩) যদুনন্দন কাশীদাসীকে আদর্শ করিয়া ঢাকুরী রচনা করিয়াছেন বলিয়া বলেন—যদুনন্দনের সেই ঢাকুরীর সহিত নগেন্দ্রবাবুর রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত কাশীদাসীর মিল নাই—বরং মর্ম্মান্তিক বিরোধ আছে তাহা আমি আমার "বারেন্দ্র কায়স্থ" প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি।

ঐ সমস্ত কারণে, রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত "বটুভট্টের দেব বংশের" ন্যায় নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসীকেও আমরা কৃত্রিম বলিয়াই মনে করি। অপর পক্ষে. কৃষ্ণচরণবাবু বলেন "(১) কাশীদাসী মূল ঢাকুর নগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইবার পরেই ৺কৃষ্ণবল্লভ রায় ও ৺প্রসন্ননাথ রায় মহাশয়দ্বয় গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া কৃষ্ণচরণ বাবুকে বলিয়াছিলেন। (২) কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্বে পাবনার কালাচাঁদ বিগ্রহের সেবাইত কুঞ্জমোহন অধিকারী (বঙ্গজ কায়স্থ) খামরার নন্দী বংশীয় জনৈক বিধবাকে ঐ গ্রন্থ পূজা করিতে দেখিয়া একদিন পাঠ করিয়াছিলেন। (৩) নিমতিতার স্বনামধন্য জমিদার ৺গৌরসুন্দর চৌধুরী মহাশয় ঐ গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন"—অতএব কৃষ্ণচরণ বাবুর মতে নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী ঢাকুর সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হওয়া উচিত নহে।

এক্ষণে উপায় কি ?

নগেন্দ্রবাবু 'ময়মনসিংহের সিংহের পুড্যাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেবরায়ের নিকট 'বটুভট্টের দেববংশ' পাইয়া তাহা রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁহারা ঐ মূল হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উহাকে কৃত্রিম ও আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত কাশীদাসী ঢাকুরের মূল পুঁথি কৃত্রিম কিনা তাহা কি উপায়ে নির্ণিত হইতে পারে? নগেন্দ্রবাবু আমারও একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তিনি এক সময়ে আমার বাটীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক পদধুলি দিয়াছিলেন। ঐ সময় নগেন্দ্রবাবুর নিকট শুনিতে পাই যে, তিনি কাশীদাসী ঢাকুরের একখানি মূল পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি তখন তাঁহাকে ঐ কাশীদাসী ঢাকুর সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তখন তাঁহার নিজ হস্তলিখিত একখানি নোটবুক হইতে তাঁহার রাজন্য কাণ্ডে

প্রকাশিত দাস-দেব-নন্দী-চাকী-নাগ বংশের পদ্য রচনাগুলি কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। তখনও রাজন্যকাণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। পরে আমার মনে তাঁহার নোটবুকের ঐ রচনাগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায়, আমি নগেন্দ্রবাবুর কলিকাতাস্থ ভবনে যাইয়া আসল পুঁথি দেখিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ আসল গ্রন্থ আমি দেখিতে পাই নাই। কৃষ্ণচরণ বাবুও নগেন্দ্রবাবুর সহিত সুপরিচিত—হয়তঃ, আমা অপেক্ষাও নগেন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা অধিক। নগেন্দ্রবাবু এখনও জীবিত। কৃষ্ণচরণবাবু পরের মুখে ঝাল না খাইয়া এবং অনর্থক কুতর্ক জালের সৃষ্টি না করিয়া নগেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে ঐ আসল পুঁথিখানি লইয়া পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলে অধিকতর শোভন হইত। নিমতিতার স্বনামধন্য জমিদার ৺গৌরসুন্দর চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র এবং বারেন্দ্র কায়স্থগণের গৌরব স্থল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় বোধ করি নগেন্দ্রবাবুর সহিত অপরিচিত নহেন। তিনি কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও উক্ত কাশীদাসী ঢাকুর সম্বন্ধীয় কৃষ্ণচরণবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে কায়স্থ-পত্রিকায় কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং নগেন্দ্রবাবুর নিকট কাশীদাসীর আসল পুঁথিখানি চাহিয়া লইয়া নিজে পাঠ করিয়া কৃষ্ণচরণবাবুর প্রবন্ধের পাদটীকায় ঐ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। সত্য নির্ণয় করিবার ইহাই একমাত্র সহজ—সরল পথ ছিল। কিন্তু সে পথে কেহই পদার্পণ করিতেছেন না। যাহা হউক, যাহা সত্য তাহা প্রকাশিত হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা। নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসীকে আমি কৃত্রিম গ্রন্থ বলিতে চাই—তাহার কারণ, আমি আমার "বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ"নামক প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে এই যে—নগেন্দ্র বাবু উক্ত আসল পুঁথিখানি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে কিছু দিনের জন্য অর্পণ করুন। তৎপর উক্ত সম্পাদক মহাশয় দেশের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞ যথা, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়গণের দ্বারা উক্ত পুঁথি পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাদের মতামত কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করুন। তাঁহাদের মন্তব্য অনুসারে আমার মত যদি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়, তাহাহইলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া লইব। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা

দেবী-শর্ম্মা পর্ব্বের সমাধান

'কায়স্থ-সমাজে'র পাঠক মহাশয়গণের অবশ্য স্মরণ আছে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ষড়্‌বিংশ শর্ম্মা সিকারপুরে সমবেত হইয়া যে পাঁতি প্রসব করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই চট্টগ্রাম জিলায় দেবী-শর্ম্মার দল গজাইয়াছিল। প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে যে অনর্থপাত ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত। এই দীর্ঘকাল পরে তাহার সমাধান হইল বলিয়াই মনে হইতেছে। পরভাগ্যোপজীবি জাতির স্বাধীনতা কোথায়? বিশেষতঃ পুরাতন নীতিবাক্য আছে—

"নৃত্যন্তিভোজনেবিপ্রাঃ শিখিনোঘনগর্জ্জনে।
সাধবা পরসম্পৎসু খলাঃ পরবিপত্তিসু॥"

এই পুরাতন নীতি বাক্যের সার্থকতা আমরা সকল কাজে সকল সময়ে প্রত্যক্ষ করি কিন্তু বুঝিবার আলোচনা করিবার শক্তি নাই বলিয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতেছি। বর্ত্তমানে সকল জাতিই বিলাসিতায় অর্থলিপ্সায় সংযমহীন, তাই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য।

পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বরাবরই দেখিতেছি ধর্ম্ম যাহার ভিত্তি তাহা দৃঢ়। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া সংযতভাবে যে কোন আন্দোলন করা যায় তাহার স্বার্থকতা অবশ্যম্ভাবী। আর যাহাতে ধর্ম্ম ভিত্তি নাই, কেবল জিদের বশে হৈ-চৈ তুলিয়া দলপুষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা তাহা কখন স্থায়ী হয় না, কখন টিকে না। কেবল স্বার্থহানী ও স্বজন বিরোধ ঘটিয়া থাকে। যাহারা ত্যাগী সহিষ্ণু নহে তাহাদের কোন আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত নহে। মুখে যাহা বলে কার্য্যে তাহা আচরণ করে এরূপ লোক এই ভোগযুগে হাজার করা একজন মেলা ভার। এই যে দেবী-শর্ম্মা দলের বিরোধি দলের কত আস্ফালন উল্লম্ফন, তর্জ্জন, গর্জ্জন প্রায় পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত চট্টগ্রামকে মুখরিত করিয়াছিল তাহা হটাৎ একদিনেই পতন হইয়া নিবিয়া গেল। ইহাতে আমাদের এই শিক্ষা হইল যে যুগে ধর্ম্মভাব ও হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া কার্য্য করিলে জয়যুক্ত হওয়া যায়। তাহা না থাকিলে পতন নিশ্চিত! বিষয়টী আর একটু খোলসা বলিতেছি পাঠকগণ অবহিত হউন।

চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণগণ রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া রাষ্ট্র করিলেন—'চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ নাই। কায়স্থ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ত্বের, বৈশ্যত্বের ও ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছে।' অর্থাৎ কায়স্থ বৈদ্যগণ অন্য কোন জাতি হইতে সম্প্রতি কায়স্থ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টাবান। কায়স্থ বৈদ্য স্বীকার করিলে তাহারা যে সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্বে বৈশ্যত্বে উন্নীত পারে সেই উন্নতিতে বাধা জন্মাইবার জন্যই কায়স্থ বৈদ্য স্বীকার না করিয়া "কায়স্থ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচিত" শব্দগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের এই উক্তিতে বিশেষ উপকারই সাধিত হইল। কেননা যাঁহারা সংস্কারে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারাও রাগের বশে সংস্কৃত হইলেন। "সত্তরে চতুরকরে" প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা হইল। এই প্রবন্ধে আমরা ক্ষত্রিয়ত্বের বৈশ্যত্বের আলোচনা করিব, ব্রাহ্মণত্বের দাবীর আলোচনা করিব না। তবুও কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের দাবীর উল্লেখ করিতে হইবে। সেই উল্লেখ কেবল প্রবন্ধে অঙ্গহানীর ভয়েই প্রয়োজন হইবে।

ব্রাহ্মণগণের উপরোক্ত উক্তিতে অর্থাৎ 'কায়স্থ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচিত' উক্তিতে যাজনিক ব্রাহ্মণগণের মহা বিপদই ঘটিল। হিন্দু শাস্ত্র মান্য ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন অন্য জাতির যাজনিক কার্য্য করিতে পারেন না; করিলে পতিত হন। এখন ইঁহাদেরর উপায় কি? ইঁহারা পুরুষানুক্রমে কায়স্থ বৈদ্যগণের বৃত্তিভোগী। কায়স্থ বৈদ্যগণ যদি আদৌ কায়স্থ বৈদ্য না হয় কেবল কায়স্থ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতেন, তবেত যাজনিক ব্রাহ্মণগণের জাতি যায়। আর একবার জাতি গেলে উদ্ধার হইবারও উপায় নাই। কেননা শিকারপুরে ষড়্‌বিংশ শর্ম্মা যে পাঁতি প্রসব করিয়াছেন তাহাতে লিখা আছে—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াবৈশ্যা অগর্হিত পুরুষ পরম্পরা"—

ইত্যাদি থাকায় কায়স্থ বৈদ্যগণ যেমন সংস্কারের অনধিকারী ব্রাহ্মণও তেমন সংস্কারের অনধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছিল। কায়স্থ বৈদ্য যখন নাই তখন ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে কায়স্থেতর বৈদ্যতর জাতিরই যাজনিক কার্য্য করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে।

বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক অহিংসক ব্রাহ্মণগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে শিকারপুরের ষড়্‌বিংশ শর্ম্মার পাঁতি অগ্রাহ্য করিয়া কায়স্থ বৈদ্যগণের যাজনিক কার্য্য পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যাহারা ব্রাহ্মণের কার্য্য ছাড়িয়া নানাপ্রকার পরবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং আপন আপন বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতেছেন, তাঁহারাই ঐ যাজনিক ব্রাহ্মণগণের তথা কায়স্থ

বৈদ্যগণের প্রবল শত্রুরূপে খাড়া হইলেন। নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আজ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম জিলা এই অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছিল। ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মণগণের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। অশান্তি কর্ণফুলী-স্রোতে ভাসিয়া নামিয়া গেল। ইহাই হইল দেবীশর্ম্মা পর্ব্বের সমাধান।

আজ পাঁচ বৎসর হইতে অসংস্কৃত কায়স্থ বৈদ্যগণ পত্র ও দলীলাদিতে স্ত্রীলোকের নামের পরে দেবী লিখিতেছেন। ইংরেজি কায়দা অনুসারে সরোজিনী দত্ত, বিধুমুখী সেন, কাদম্বিনী গুহ, নগেন্দ্রবালা ঘোষ, ইন্দুপ্রভামিত্র, ত্রিপুরেশ্বরীবসু প্রভৃতি না লিখিয়া নামের শেষভাগে দেবীই লিখিতেছেন। দাস উপাধি ভূষিত কায়স্থ বৈদ্যগণের স্ত্রীলোকেরাও স্বামীর উপাধি দাস বা দাসী না লিখিয়া দেবী লিখিতেছেন। সংস্কৃত কায়স্থ বৈদ্যগণের স্ত্রীগণ পত্র দলীলাদিতে দেবী'ত লিখেনই, দৈব পৈত্র কার্য্যেও দেবী উচ্চারণে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতেই ব্রাহ্মণগণ দেবীর দল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবীর দলেত যাইবেনই না যে ব্রাহ্মণ যাইবে তাহার বাড়ীও যাইবেন না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

অতঃপর অল্প কয়েকজন বৈদ্য মিলিত হইয়া মনে করিলেন কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইল, আমরা বৈশ্য রহিলাম, ইহাতে আমরা নীচে নামিয়া পড়িলাম, যে কোন প্রকারে হউক কায়স্থের উপরে স্থান করিয়া লইতে হইবে। কায়স্থের উপরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন স্তর নাই সুতরাং ব্রাহ্মণই হইব। তবে কোন্ ব্রাহ্মণ? আমরা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মতন শর্ম্মা উচ্চারণ করিব। প্রথমতঃ সভাসমিতির বিজ্ঞাপনে 'দাশশর্ম্মা' দত্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা প্রভৃতি মুদ্রিত হইল। যেই বৈদ্যগণ দাশশর্ম্মা, দত্ত-শর্ম্মা, সেনশর্ম্মা সৃষ্টি করিলেন, অমনি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পতিত হইলে যেরূপ শিখা উত্থিত হয় তদ্বৎই হইল। ব্রাহ্মণগণ তখন উভয় শব্দ একত্র যোগ করিয়া 'দেবী শর্ম্মা'র দল আখ্যা প্রদান করিলেন। এই যুক্ত দলই সম্প্রতি সমাহিত হইল। কেন হইল কিরূপে হইল তাহা প্রকাশ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে "নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রা" তাহার সার্থকতা এইখানেই। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ভোজনের নিমন্ত্রণ না পাইয়া ভোজনলিপ্সু ব্রাহ্মণগণের যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা উপবাস-ক্লিষ্ট লোক ব্যতীত অন্য

লোকের বুঝিবার সাধ্য নাই। ভোজনের নামান্তর খানা। উভয় শব্দ একার্থ বাচকই বটে। ব্রাহ্মণের কেবল খানা নহে খানার সঙ্গে কিছু খয়রাতও যোগ থাকে। যাহার নাম দক্ষিণা। খয়রাত ও দক্ষিণা উভয় একার্থ বাচক শব্দ। খানা খয়রাত বা ভোজনদক্ষিণার অভাবে ব্রাহ্মণ সংসারে নানাপ্রকার কষ্টেরই সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকার দেবী-শর্ম্মার দলে যোগ দেওয়ায় চেষ্টা করিলেন। কথাটা অচিরাৎ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

কয়েকজন ষট্‌কর্ম্ম ত্যাগী ব্রাহ্মণ ইহাতে বরই ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ব্রাহ্মণগণের একতা স্থাপন করত দেবী-শর্ম্মার দলকে জব্দ রাখেন। তাঁহারা নানান উপায় অবলম্বন করিলেন আর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিলেন—ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টির আদিকাল হইতে ত্যাগী সহিষ্ণু তোমরা সেই ব্রাহ্মণগণের বংশধর অতএব ত্যাগী হও সহিষ্ণু হও। দেবী-শর্ম্মার দলে যোগ দিও না। তোমাদের ধর্ম্ম গেল কর্ম্ম গেল জাতি গেল ইত্যাদি নানান সদুপদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রতিপক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইল—তোমরা কোন্ ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মে অবস্থিত আছ? ত্যাগী সহিষ্ণু হইয়াছ কি? বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়াছ কি? তোমাদের উপায়ের আংশিক অর্থ দিয়া আমাদের সাহায্য করিতেছ কি? আমরা ষট্‌কর্ম্মজীবী। ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছি। আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি যাইবে কেন? তোমরাই বরং ষট্‌কর্ম্ম ত্যাগী হইয়া জাত্যন্তর হইয়াছ। অভোগ্য ভোজন, অগম্যাগমন করিতেছ। তোমাদের উপদেশে অনুরোধে উপবাসে মরিব কি? তোমরা অব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী। আমরা ষট্‌কর্ম্মজীবী, ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী, তোমাদের কথা শুনিব কেন? পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের দ্বারা একবিন্দু উপকারও পাই নাই—উপবাসে মরিতেছি, পরন্তু ভিটা ছাড়া হইয়াছি। আর থাকিতে পারি না। কলিযুগে জাতি যে বাক্‌সের ভিতর তাহা কি জান না? ইত্যাদি বহু বিতণ্ডাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ মাসেই দেবী-শর্ম্মা পর্ব্বের সমাধান হইল। একজন প্রকৃত হিন্দু, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রবিশ্বাসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য দেবী-শর্ম্মা দলে যোগ দিয়া ভোজন ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন—যাহা হিন্দু শাস্ত্রসম্মত তাহাতে যোগ দিলে কোন প্রত্যবায়

নাই। হিন্দু শাস্ত্র এত সংকীর্ণ নহে যে পতিতের উদ্ধার হইবে না। কায়স্থ বৈদ্যগণ ক্রিয়া লোপ হেতু ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল সত্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যতা পরিচ্যুত হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে—

"গায়ত্রী পতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেনশুধ্যতি।
অশক্ত শ্চৈব যজ্ঞস্য চরেদোদ্দালিকং ব্রতং॥"

অতএব আমি দেবীর দলে ভোজনদক্ষিণা গ্রহণ করিয়া কোন প্রকার পাপগ্রস্থ হই নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিলেন—আপনি ভবিষ্যতে যাইবেন না স্বীকার করিলে আমরা আপনার সহযোগী হইব। তিনি তাহা বলিলেন—তোমরাত বেশ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছ? কুকর্ম্ম করিয়া ভবিষ্যতে আর করিব না স্বীকার করিলেই কি পাপ ক্ষালন হইবে? আমি তোমাদের সহযোগীত্ব অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহার স্পষ্ট জবাবে ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহযোগ ত্যাগ করিলেন। তিনি ক্ষমতাশালী বলিয়া তাঁহার কোন দৈব পৈত্র্য কার্য্যের বাধা কেহই জন্মাইতে পারিলেন না। দীর্ঘকাল তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার সহিষ্ণুতার জয় হইল। অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার একটী পৈত্র্য কার্য্য হওয়ার সময় ব্রাহ্মণগণ আর পান ভোজনের দক্ষিণার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। খাওয়ায় উমেদারী করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিলেন। যথাসময়ে দেবী-শর্ম্মার দল আদবী অশর্ম্মার দল সকলে মিলিয়া তাঁহার পৈত্র্য কার্য্যে পান ভোজন করিলেন।

তৎপর গত ১৮ই অগ্রহায়ণ চট্টগ্রামের সর্ব্বজন পরিচিত গবর্ণমেণ্টের পেন্‌শনার ও জমিদার স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দত্তবর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দত্ত-বর্ম্মার ত্রয়োদশাহ মাতৃশ্রাদ্ধে দেবীরদল শর্ম্মার দল, আদবীর দল, অশর্ম্মার দল সকলেই মিলিত হইয়া পান ভোজন করিয়া দেবী শর্ম্মার পর্ব্বের সমাধান সম্পূর্ণ ভাবেই করিয়াছেন। এখন আর চট্টগ্রামে কোন গোলযোগ নাই কিন্তু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের নিকট আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। উত্তর পাইলেই প্রণামান্ত বিদায় গ্রহণ করিব।

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দত্ত রাঢ়দেশ হইতে আগত মৌদ্গল্য গোত্রীয় পঞ্চ প্রবর কায়স্থ। চট্টগ্রামে কুলীন বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে। তিনি যখন সপুত্র সংস্কৃত হইয়া উপনয়ন গ্রহণ করেন, তখন শিকারপুরের ষড়্‌বিংশ শর্ম্মার মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ ও পান ভোজন করিয়াছিলেন। সেই

মহাত্মার পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দত্তবর্ম্মা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করেন। তথায় ত শিকারপুরের ষড়্‌বিংশ শর্ম্মার মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ ও পান ভোজন করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। প্রসন্নকুমার সপুত্র উপবীত গ্রহণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহার দুর-দর্শিতার জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ দেন। অন্য কায়স্থগণ যেন অচিরে সংস্কৃত হইয়া উপবীত গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সেই শ্রাদ্ধ সভাতেই সকলকে উৎসাহ সূচক বাক্যে উদ্‌বুদ্ধ করেন। প্রসন্নকুমার পরলোক গমনের কিছুকাল পরেই কয়েকজন হিন্দু সমাজের স্বয়ম্ভু নেতা গজাইয়া (ইঁহারা কাহারও কর্ত্তৃক নেতৃত্বে বরিত হয় নাই বলিয়াই স্বয়ম্ভু বলা হইল)—একজনকে কর্ণধার পদে বরণ করত অপর সকলে কর্ণধারের দোহারো সাজিলেন। এই কর্ণধারই শিকারপুরে ষড়্‌বিংশ শর্ম্মার চালক হইলেন। তাঁহারা পাঁতি করিলেন—

"কুর্ব্বন্তি কারয়ন্তি প্রায়াশ্চিত্তার্হা।"

ঐ 'কুর্ব্বন্তি কারয়ন্তি প্রায়াশ্চিত্তার্হা এখন কোথায় গেল? ইহাই জিজ্ঞাস্য। দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় আর একটী আছে তাহা এই ;—

যখন বৌদ্ধ বিপ্লবে বহু ব্রাহ্মণ ৫।৭ পুরুষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেড়শ দু'শ বৎসর পর্য্যন্ত পৈতা ত্যাগী বেদাচার ত্যাগী হইয়াছিল, সে সকল ব্রাহ্মণ পুনরায় ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইল কি প্রকারে? বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ঐ পৈতাত্যাগী ব্রাহ্মণগণকে পুনর্ব্বার পৈতা গ্রহণ করাইয়া শিষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিনা? তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া ঘোষণা করত তাহাদের সঙ্গে পান ভোজন করিয়া-ছিলেন কি না? অদ্যাপিও ঐসকল সদ্ ব্রাহ্মণ বৈদিক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্বে অবস্থিত থাকায় ঐ ঘটনা অস্বীকার করার সাধ্য নাই, যেহেতু রেকর্ড আছে। তখন "কুর্ব্বন্তি কারয়ন্তি প্রায়াশ্চিত্তার্হা।" শব্দগুলি উল্লেখ হইয়াছিল না? "কেন" নামি ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে প্রযুজ্য হইবার উপযুক্ত নহে? কেবল কায়স্থ বৈদ্যগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য রিজার্ভ রাখা হইয়াছিল কি? ঐ আদিম ও নব প্রস্তুত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও বিদ্যমান আছে।

ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর কোন জাতিরই ধর্ম্মরক্ষা, হিন্দুত্ব রক্ষা, শাস্ত্রবাক্য রক্ষা, সুনীতি রক্ষা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল আপন আপন প্রাধান্য রক্ষা করেই সকলেই ব্রতী। ইহা প্রত্যেক পর্ব্বেই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলেও অল্প দিনের মধ্যে তিনটী পর্ব্বের সমাধান হইল। প্রথম রাগেবল্লাপর্ব্ব, দ্বিতীয় ব্যারিষ্টারী নির্ব্বাণপর্ব্ব, তৃতীয় দেবীশর্ম্মা পর্ব্ব। কোন

পর্ব্ব কি 'প্রতিকারে স্বধর্ম্ম রক্ষা হিন্দুত্ব রক্ষা শাস্ত্রবাক্য রক্ষা হইয়াছে? তাহা জানাইলেই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর হইবে।

দীর্ঘকাল পরে ব্রাহ্মণগণের অনসন ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন বটে কিন্তু একটী কথা তাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখিবার অনুরোধ করিতেছি। কায়স্থ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের উপসর্গ। সকল সময়ে উপসর্গ মর্য্যাদা ব্যঞ্জক। কায়স্থ ও বৈদ্যগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলে ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা থাকিবেনা। উপসর্গ যেমন শব্দের কোমলতা, চতুরতা, অঙ্গসৌষ্ঠব রক্ষা করে, কায়স্থ বৈদ্যগণও তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণের সকল প্রকার সৌষ্ঠব রক্ষা ও কান্তি বর্দ্ধক। আর ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ বৈদ্যগণের বিসর্গ স্বরূপ। সকলে জানেন বিসর্গ আশ্রয় স্থানভাগী ও স্বয়ং একেবারেই অকর্ম্মন্য, এমন কি দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত বিসর্গের নাই। উপসর্গের ও বিসর্গের এরূপ ঘনিষ্ঠতা থাকায় সকলস্থলেই ইহাদের প্রয়োগ অতি সুন্দর। অতএব উপসর্গের ও বিসর্গের বিচ্ছেদ হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ নীতিবাক্য আছে—

"বিনাশ্রয়ে ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা।"

রামকে আশ্রয় করিয়া বাল্মীকি ঋষি মহা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই মহা কাব্যের নাম "রামায়ণ" হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের মধ্যে পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ থাকায় সকলেই দ্বিজাতি বাচ্য হইয়াছেন। এই দ্বিজাতিদের বিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নহে। ক্ষত্রিয় রাজগণের আশ্রয়ে ঋষিগণ কত শত সহস্র মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সম্পন্ন করিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্র দৃষ্টে জানা যায়। এখন পরম পূজনীয় ঋষি বংশধরগণ আশ্রয় ধ্বংসের উদ্যত হওয়া লজ্জার কথা নহে কি? অদ্যাপিও ঋষিদিগের অধস্তন পুরুষ ব্রাহ্মণগণকে হিন্দুগণ ভূদেব বলিয়া মনে করেন। এখন সর্ব্বজনমান্য ভূদেব ব্রাহ্মণগণ আশ্রয় ধ্বংসে লিপ্ত হওয়ায় নিজেরই অনিষ্টসাধনে উদ্যত ইহা কেনা মনে করিবে? নীতিকার বলিয়াছেন—

"লবণং ঘুনকীটচ্চ তথা কর্কটিকা সুতঃ।
আহুরগ্নি খল শ্চৈব ষড়েতে আশ্রয় ঘাতকা।।"

ব্রাহ্মণগণের কার্য্য দ্বারা তাঁহারা উল্লিখিত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াছেন নিজেরাই বিচার করিয়া দেখুন।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে শূদ্রগণের কোন রাজকার্য্যে অধিকার নাই বলিয়া সকল হিন্দু শাস্ত্রেই বর্ণনা আছে। ভারতে যখন মুসলমান শাসন

প্রবর্ত্তিত হয় তখনও হিন্দুর শাস্ত্রবাক্য অব্যাহত ছিল। মুসলমান রাজগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন কোন শূদ্রকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। বেশী দিনের কথা না বলিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার শাসন সময়ের কথা বলিলেই দেখা যাইবে যে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থগণের প্রভাব কতদূর ছিল। কবি গাহিয়াছেন—

"কিবা সৈন্য রাজকোষ রাজ মন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার?
সমরে শিবিরে হিন্দু প্রধান সহায়।"

এই যে সৈন্য শিক্ষায়, ধন রক্ষায়, মন্ত্রণায়, যুদ্ধে সৈন্য চালনায়, শিবিরে আত্ম রক্ষায় সৈন্য ও সম্পত্তি রক্ষায় হিন্দুগণের প্রচুর ক্ষমতা ছিল ইহারা কোন হিন্দু? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নহে কি? সেনাধ্যক্ষ মহাবীর মোহনলাল ধনাধ্যক্ষ, ঐশ্বর্য্যশালী মহাতাপচান্দ যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছিলেন স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের অধস্তন পুরুষ কায়স্থ বৈদ্যগণ সংস্কৃত হইয়া উন্নত হইলে ব্রাহ্মণেরই লাভ। আপন লাভের অন্তরায় হওয়া আপন পায় আপনি কুঠারাঘাত করা একই কথা।

উত্তম বস্তু হইতে উত্তম তিল তিল পরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করিয়া সত্যযুগে তিলোত্তমা নাম্নী একবিংশতি হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ স্ত্রীলোক সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধারণত লোকে বলে—

"দশের লাঠি একের বোঝা"

ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহাই প্রযুজ্য। যাজনিক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণের দশজন যজমান থাকিলে এক এক টাকাতে দশটাকা হয় ও এক এক পয়সা হইলে দশ পয়সা হয়। পয়সা টাকারই ক্ষুদ্রতম অংশ। ৬৪টী পয়সা না হইলে এক টাকা হয় না। বিবেচক পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যাজনিক ব্রাহ্মণগণের কি কষ্ট হইয়াছিল! কত অর্থহানী ঘটিয়াছিল! ভিন্ন ব্যবসায়ের উপার্জ্জনশীল ব্রাহ্মণগণ যাজনিক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণকে এই বলিয়া উত্তেজনা করিয়াছিলেন যে—তুমি, অমুকের কাছে মাসিক ১৲ টাকা বার্ষিক পাইবে ইহাতে এই দুর্দ্দিনে একজনের এক মাসের আহারের সংস্থান হয় না, অতএব কেন এই ব্যবসায় করিবে? বাজারে মুটেগিরী করিলে সমর্থ ব্যক্তিগণ দৈনিক ১৲ টাকা পায়। তুমি অসমর্থ বিধায় দিনে ।৷৹ আনা পাইলেও ইহাপেক্ষায় লাভ নহে কি? অতএব এই ব্যবসা ত্যাগ করত স্বাধীন ব্যবসা

অবলম্বন কর। ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের সম্মান এখন নাই। এবং তাহাতে অপমান ও অধীনতা।

পূর্ব্বে যে কর্ণধার ও দোহারীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহারাই নানাপ্রকার উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে ব্রাহ্মণগণকে বিপথগামী করিয়া দেশে সামাজিক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হইল। দেবী-শর্ম্মা পর্ব্বের সমাধান যখন হইয়া গেল তখন দ্বিজাতিগণ পরস্পর অহিংসভাবে আনন্দিতচিত্তে পরস্পরের হিতৈষী হইয়া কার্য্য করিলে সকলেরই উন্নতি হইবে। দ্বিজাতির পূর্ব্বগৌরব পুনরাগমন করিবে।

"শান্তির সরসী মাঝে, সুখ সরোরুহ সাজে
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়, বিদ্রোহবারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে॥"

শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস

বড়দিনের কয়েকদিন

বড়দিনের বন্ধ আগতপ্রায়। আমরা চারি বন্ধুতে (সহপাঠী ও হোষ্টেলবাসী) মিলিয়া পরামর্শ করিলাম যে বন্ধে কোথাও ঘুরিয়া আসা যাক্। আর বিশেষতঃ ছুটীও লম্বা রকমের পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ নাকি সত্বরই আমাদের ভারতবর্ষ দেখিতে আসিতেছেন। কলেজের অফিস্ হইতে জানিয়া আসিলাম যে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ এর আসার জন্য ৯।১০ দিন অতিরিক্ত ছুটী পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ সে ছুটী বড়দিনের বন্ধের সাথেই হবে।

যাহা হউক, আমরা যাত্রার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলাম। পরামর্শে ঠিক হইল যে মহেশের সাথে যাওয়া যাবে। মহেশের পিতা অক্ষয়বাবু খুলনা

রোডে Loco office এ কাজ করেন। Loco departmentএর তিনি Head clerk। খুল্‌না রোড্ হইতে পুরী নিকটে। আর সুবিধা এই যে খুল্‌না রোড্ হইতে পুরী পর্য্যন্ত পাশ পাওয়া যাবে। খুল্‌না রোড্‌কে centre করিয়া যে কয়দিন ইচ্ছা পুরী বেড়ান যাবে। জগন্নাথদেবের দর্শন লাভের জন্য না হউক, সমুদ্র স্নান ও পুরী ভ্রমণের নিমিত্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তার ওপর মহেশ খুল্‌না রোড্ হইতে ওয়াল্‌টেয়ার যাইবার পথে চিল্কা হ্রদের যেরূপ বর্ণনা আরম্ভ করিল, তাহাতে আমাদের সকলেরই চিল্কাদর্শন ও চিল্কাতে নৌকা করিয়া বেড়াইবারও আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইল। মহেশকে বলিলাম "তোমারও পোয়াবার। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।" সকলে হাসিয়া উঠিল। আমাদের উৎসাহপর্ব্ব সময়কে ordinate ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলিকে abseissal করিয়া একটা graph অঙ্কনে শেষ হইল।

২৪শে ডিসেম্বর তারিখে আমাদের কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। পরদিন সকালে দু'টী সুটকেসে নিজেদের সামান্য কাপড়চোপড়, কয়েকখানি ইংরাজী বাংলা নভেল ও একটী opera glass পুরিয়া যাত্রার আয়োজনপর্ব্ব শেষ করিলাম। অভাব রহিল একটী হাণ্ড্ ক্যামেরার।

বৈকাল ৩টায় রাজসাহী ঘাট হইতে ষ্টীমার ছাড়ে। আমরা দুর্গানাম স্মরণপূর্ব্বক হোষ্টেল হইতে আড়াইটার সময় রওনা হইলাম। ষ্ট্রীমার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখি তখনও ষ্ট্রীমার আসে নাই। ঘাটে আমাদের অন্যান্য সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা হইল। কেহ কেহ বাড়ী যাইতেছে, কেহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

যথাসময়ে ষ্টিমার আসিলে আমরা উঠিয়া কম্বল পাতিয়া যায়গা করিয়া বসিলাম। বলা বাহুল্য আমরা রয়েল ক্লাসের যাত্রী। ষ্টীমার ক্রমে রাজসাহীর embankment ছাড়াইল। খড়ের ঘর কড়িগুলি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। তটভূমি ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। পদ্মা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। মধ্য পদ্মার বিশাল খরস্রোত তর্‌তর্ করিয়া ছুটিয়াছে। দূরে পারের বৃক্ষশ্রেণীও যেন স্রোতের সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিয়াছে। বেলা ৫টার সময় ষ্টীমার পাতিবোনা আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে ষ্টীমার অল্পক্ষণ থাকে। দু'চার জন যাত্রী উঠানামা করিল। রাত্রি ৮টার সময় ষ্টীমার প্রেমতলী ছাড়াইল। ষ্টীমারে আলোর বিশেষ বন্দোবস্ত

নাই। সেই স্বল্পালোকেই মহেশ বায়োস্কোপী উপন্যাসখানি বাহির করিয়া আমাদের শোনাইয়া পড়িতে লাগিল। আমরা তা'র নীরব শ্রোতা হইয়া গা এলাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় ষ্টীমার আসিয়া লালগোলাঘাটে পৌঁছিল। আসিয়া ষ্টীমার হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটী মিঠাইএর দোকানের খোলা বেঞ্চে বসিলাম। তখনও ট্রেণ ছাড়ার প্রায় ঘণ্টাখানের দেরী ছিল। আমরা ধীরে সুস্থে কিছু জলযোগ করিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম। ১০টা ২৭ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িল। রাত্রি আধ জাগরণ, আধ ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিল। পরদিন সকাল ৭টার সময় আমরা শিয়ালদহে পৌঁছিলাম। ট্রেণ হইতে নামিয়া আমরা রিপন হোষ্টেলে গিয়া উঠিলাম। আমি এই হোষ্টেলের একজন ভূতপূর্ব্ব মেম্বর। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের আলাপ আপ্যায়নে পরিতুষ্ট হইলাম।

দ্বিপ্রহরের আহারের পর খগেন ও যোগেন মহেশের সহিত বাজার করিতে চলিল। আমিও এই সুযোগে একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি মহেশরা হাবড়া যাওয়ার আয়োজন করিতেছে। একখানি ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া হাবড়া ষ্টেশনে আসিলাম। আমাদের ট্রেণ ছাড়িবার তখনও কিছু দেরী ছিল।

যথাসময়ে টিকিট করিতে গেলাম। টিকিট ঘরের সামনে গিয়া ত চক্ষু স্থির। সেই বিশাল জনসংখ্যা ভেদ করিয়া কখনও যে জানালার সামনে উপস্থিত হইতে পারিব এ আশা মন হইতে দূর হইল। আমাদের মধ্যে আমি ছিলাম খর্ব্বাকৃতি ও চশমাধারী। সুতরাং ওই ভিড়ের মধ্যে আমার যাওয়াই অসম্ভব। যোগেন ছিল গোলগাল থলথলে, কাজেই তারও আমার দশা। খগেন ছিলব লিষ্ঠ, কিন্তু বেকুব বলিয়া তাহাকে পাঠান যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। মহেশ ছিল বামন, শীর্ণকায়, কিন্তু শক্ত ও চটপটে। সে বলিল "কুছ্ পরোয়া নেই। হাম যায়েঙ্গে"। বলিয়া অগ্রসর হইয়া একটী খোট্টার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্ত্তে দেখি "ঠেল্‌তা কাহে" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহেশ পপাত ধরণীতলে। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া মহেশের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে না হইতে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অন্য দিকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ায় আর তাহার লাগাল পাইলাম না। একটু পরেই জানালার সামনে ভিড়ের মধ্যে গোলযোগ হওয়াতে বুঝিলাম মহেশ ইপ্সিত

স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তারপর মিনিট দশেক পর মহেশ যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন তার অবস্থা দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। মহেশের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ঘর্ম্মে জামাটি ভিজিয়া গিয়াছে। সাটের বাম হাতাটী স্কন্ধদেশ হইতে প্রায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তখন আমাদের কথা বলিবারও সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি গেটের দিকে চলিলাম। গেটের গণ্ডী যদি কোন রকমে ছাড়াইলাম, ত দেখি, সব গাড়ীই জনাকীর্ণ। একে পুরীএক্সপ্রেসেই রক্ষা নাই, তার উপর বড়দিন। এগাড়ী ওগাড়ী করিতে করিতে ট্রেণের প্রথম ঘণ্টা দিল। সকলকে বলিলাম "আর সময় নাই। যেমন করে হোক একগাড়ীতে উঠে পড়"। যোগেশ "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যঃ" (আমি হোষ্টেলে বৃদ্ধ আখ্যা পাইয়াছিলাম) বলিয়া সম্মুখের এক কামরার দরজার হাতলে হাত দিতেই পাঁচ ছয় জন "যায়গা নেহি, বাবুজি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। খগেন ইত্যবসরে দরজা খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িতে পড়িতে বলিল "যায়গা নেহিত কেয়া হোগা। হাম লোক সব খাড়ি যায়েঙ্গে"। আমরাও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। লোকে বলে মানুষকে বস্‌বার যায়গা দিলে শোবার যায়গা চায়"। আমরা কয়েকজনকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটু একটু সরাইয়া কোন রকমে যায়গা করিয়া বসিলাম। ৮টার সময় ট্রেণ ছাড়িল। রাত্রি পৌণে দশটার এক্সপ্রেস্ একেবারে খড়গপুরে আসিয়া থামিল। সেখানে আমাদের কামরা হইতে কোন লোক নামিল না। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় দুইটী ভদ্রলোক ৩।৪টী স্ত্রীলোক ও ২।৩টি ছেলে মেয়ে লইয়া আমাদের কাম্‌রায় উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাঁরা পুরী যাবেন। দেখিলাম, মহা বিপদ। আমাদের কামরার প্রায় সকলেই পুরীর যাত্রী। আমরা ছাড়া আর একজন বাঙ্গালী আমাদের কামরায় ছিলেন। তিনি উপরের বাঙ্কে অবস্থান করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে দাড় করাইয়া নিজেরা বসিয়া যাইতে মন করিতেছিল না। আমরা উঠিয়া আমাদের স্থানে তাঁদের বসাইয়া দিলাম। উপরের বাঙ্কে জিনিস পত্র সরাইয়া আমি ও যোগেশ বসিলাম। যাদের জিনিস সরাইলাম, তারা হয়ত অন্য সময় আপত্তি করিত। কিন্তু বোধ হয় আমাদের উদারতা দেখিয়া লজ্জায় সে সময় কিছু বলিতে পারিল না। নীচের লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খগেন ও মহেশকে যায়গা দেওয়াতে তাহাদের আর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল না।

গাড়ীর মধ্যে একটী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আলাপের মধ্যে তিনি বলিলেন "দেখুন, আমি পূর্ব্বে উকিল ছিলাম। Non-co-operation এর সময় ওকালতী ছাড়িয়া দিয়াছি"। Non-co-oparation এর কথা উঠাতে বলিলেন "আমি কথা বলতে ভয় পাচ্ছি, কারণ, আমার পাশে যিনি বসে আছেন, তিনি আমার খুড়তোত ভাই, পুলিশ সাব্ ইনেস্পেক্টর"। তারপর হাসিয়া বলিলেন "এর ইনেস্পেক্টারি ছাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফলকাম হই নাই"। আমরাও হাসিয়া অন্য কথা পাড়িলাম।

ভোরের সময় ট্রেণ আসিয়া খুর্দা রোডে পৌঁছিল। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল। আমাদের নামিবার সময় ভদ্রলোকটী বলিলেন "আপনারা একদিন পরেই ত পুরী যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে সম্ভবতঃ দেখা হতে পারে।" আমরা বিনীত সম্ভাষণ জানাইয়া নামিয়া পড়িলাম। মহেশ পূর্ব্বেই আমাদের আগমন সংবাদ তাহার পিতাকে জানাইয়াছিল। দেখিলাম বৃদ্ধ অক্ষয়বাবু আমাদের লইতে আসিয়াছেন। শিষ্টাচার ষ্টেশনেই সারিয়া লইলাম। তাঁহার বাংলা ষ্টেশনের অতি নিকটে। আমরা যাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া বসিতেই অক্ষয়বাবু মহেশকে বলিলেন "তোমার মাকে খাবার দিতে বলগে"। মহেশের মা আসিলে আমরা তাঁকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া গেলাম। পেট ভরিয়া পরেটা, আলুরদম, মোহনভোগ প্রভৃতি খাওয়া গেল। মহেশের আনীত কমলালেবুরও সদ্ব্যবহার হইল।

সকালে খুর্দা রোড সহরটা (পল্লী বলিলেই ঠিক হয়) বেড়িয়ে দেখা গেল। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে সহরটী মন্দ নয়। তা ছাড়া দেখিবার মত আর কিছু নাই। সামান্য একটা বাজার, ছোট একটা পোষ্টাফিস আছে। এখানকার main surrounding এর মধ্যে সবই রেলওয়ে ষ্টাফ্‌দের বাংলা। শুনিলাম এখান হইতে আট মাইল দূরে ভিতরের দিকে আসল সহর। সহরটা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয় নি। এখানে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টাফদের জন্য একটা ক্লাব আছে। ইহাতে গান বাজনার, খেলাধুলার ও সংবাদ পত্রাদি পাঠের বন্দোবস্ত আছে।

দ্বিপ্রহরের ভোজনকার্য্য বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইল। মহেশের পিতা অক্ষয়কুমার বাবু অতি অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁহাদের যত্নে ও ব্যবহারে আমরা যেন নিজ বাড়ীতেই আছি মনে হইতেছিল। গুরুভোজনের পর

একটু বিশ্রামের আবশ্যক। অক্ষয় বাবু তাঁহার নিজের ঘরটী আমাদের ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। আমরা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। কারণ বাংলাটী এত ক্ষুদ্র যে আমরা ঘরটী অধিকার করিলে পরিবারস্থ সকলের অসুবিধা হইত। মহেশ বলিল "তবে চল, তোমাদের First class compartment এ বিশ্রাম করিয়ে আনি।" আমরা সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। কিছুক্ষণ পর গাড়ীখানিকে লইয়া এরূপ টানাটানি আরম্ভ হইল যে অবশেষে আমরা বিরক্ত হইয়া First class এর গদি আঁটা আসন ত্যাগ করিয়া ক্লাবে আশ্রয় লইলাম। সেই হইতে দ্বিপ্রহর বিশ্রামটা ক্লাবেই সারিতাম।

বৈকালে লুচি, মোহনভোগ খাইয়া পুনরায় মহেশকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। রেলওয়ে ষ্টাফ্‌দের মধ্যে কয়েকজনের সহিত আলাপ হইল। সন্ধ্যার পরও ঘণ্টাখানেক তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বাসায় ফিরিলাম। রাত্রেও বেশ আহারাদি হইল। দেখিলাম মহেশ কলিকাতা হইতে কফি, কমলালেবু প্রভৃতি যাহা আনিয়াছিল, সেগুলি আমাদের কল্যাণে ২।১ দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইবে। রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা হইল সেই একঘণ্টা আলাপের বন্ধুদের বাংলাতে। এখানকার শীত কলিকাতা হইতে অনেক কম। তবুও মধ্যে মধ্যে লেপ গায়ে দিতে হইল।

পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া জলযোগান্তে বারুণী পাহাড় দেখিতে যাত্রা করিলাম। পাহাড়টী এই স্থান হইতে ছয় মাইল উত্তর পশ্চিমে। শুনিলাম পাহাড়ের উপর কোন এক সময় (ঠিক মনে নাই) মেলা বসে। উপরে উঠিবার বেশ সহজ পথও আছে। মালকোঁচা মারিয়া কুইকমার্চ্চ আরম্ভ করিয়া দিলাম। মধ্যে মধ্যে অপেরাগ্লাস সাহায্যে পাহাড়টী দেখিতে লাগিলাম। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অক্ষয় বাবু পাহাড়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতির নিমিত্ত সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। আমাদের অবশ্য অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে walking stick ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রায় চারি মাইল যাইবার পর পথিমধ্যে দৃষ্ট লোকগুলিকে বারুণী পাহাড় আর কতদূর জিজ্ঞাসা করিতে সবাই উত্তর দেয় "পায়বট" কিন্তু চার "পায়বট্" ছাড়াইয়াও পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। বরং মনে হইতেছিল পাহাড়টী ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। "পায়বট" শব্দের অর্থ উড়িয়াদের এক নির্দ্দিষ্ট মাইলের পরিমাণ বিশেষ। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে অপেরাগ্লাসে পাহাড়ে উঠিবার একটা পথ দেখা গেল। মহেশকে দেখাইয়া পথের কথা বলিলাম। সে দেখিয়া বলিল

"পথ বলেই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু সে পথ তো এখান হইতে দেখা যায় না।" ওপথটা পিছন্‌দিকে আছে।" আমি বলিলাম "পথ বলেই যখন মনে হচ্ছে, তখন খালি খালি বেশী হাঁটি কেন? আবার পাহাড়ে উঠা'ত আছে। চল, এই মাঠের মধ্য দিয়া Short cut করি।" আমরা রাস্তা হইতে নামিয়া মেটো পথ ধরিলাম। তখন কে জানিত যে "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" না মানিয়া পূর্ব্বপথে চলিলে পাহাড়টী দেখা হইত। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল মেঠো পথে চলিয়া পাহাড়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের ঠিক পাদদেশের পরই এক চতুর্থাংশ মাইল ব্যাপিয়া নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী। আমরা সেই বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ মহেশ থম্‌কে দাঁড়াতে আমরাও দাঁড়াইলাম। তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চাহিয়া দেখিলাম প্রায় ১০।১২টি শাখামৃগ অত্যন্ত আরামের সহিত আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহাদের কাছ দিয়া যাইতে ভয়ই হইতে লাগিল।

অপেরাগ্লাসে যে পথটি দেখা যাইতেছিল, কাছে আসিয়া তার আর সন্ধান পাইলাম না। দু'চার বার এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একটী অস্পষ্ট পথের মত দেখিতে পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অল্প কিছুদূর হইতেই বোঝা গেল যে সেটা পথ নয়। কাঠুরিয়াদের গাছ কাটার দরুণ এইরূপে পথের সৃষ্টি হইয়াছে। আর খানিক উঠিতেই সে রেখাটুকুও ক্ষীণ হইয়া আসায় আমরা সুবিধা বুঝিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু নামিবার সময় পথ হারান একান্ত সম্ভব ভাবিয়া প্রতি turnএ খবরের কাগজের খণ্ড ছোট ছোট গাছে আট্‌কাইতে লাগিলাম। অবশেষে ক্ষীণ রেখাটীও মিলাইয়া গেল। তখন পাহাড়ে ওট্‌বার আর কোন পথ না পাইয়া নামিতে বাধ্য হইলাম। যেখানে এইটুকু উঠিয়াছিলাম, সে পথেও ঠিক নামিতে পারিলাম না। তখন পুনরায় সেই মেঠো পথ ভাঙ্গিয়া রাস্তায় পড়িয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া একান্ত কষ্টসাধ্য। বেলাও প্রায় ১টা হইবে। অবশেষে ফেরাই স্থির হওয়াতে বারুণী অভিলাষ শেষ হইল। কথা রহিল সুযোগ ও সময় ঘটিলে আবার আসা যাবে। কিন্তু সে সময় ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

বৈকালে অক্ষয় বাবু আফিস হইতে আসিয়া বলিলেন "মহেশরা এলে পরে বেড়াতে যাবে বলে আমি ৪জনের ওয়াল্‌টেয়ার যাইবার Inter classএর পাশ লইয়া রাখিয়াছি। কাল্‌কে আর একজনের পাশ করাইয়া রাখিব, তোমরা মহেশের মাকে নিয়ে ওয়াল্‌টেয়ার ঘুরে এস।"

একি কম লোভনীয় প্রস্তাব। বিনা রেল মাশুলে, বিনা খরচায় মান্দ্রাজের মধ্যবর্ত্তী স্থান ওয়াল্‌টেয়ার দেখিব, এতো স্বপ্নেই ভাবিনি। আর উহা যখন সমুদ্রের ধারে এবং এদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেরূপ নমুনা দেখিতেছি, তাহাতে ওয়াল্‌টেয়ার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে সর্ব্বালঙ্কৃত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা "আচ্ছা" বলিয়া আমাদের সম্মতি জানাইলাম। কিন্তু মনে যে কি আনন্দের উৎসব হতেছিল, তা ভগবানই জানেন।

২৮শে ডিসেম্বর, ভোরের এক্সপ্রেসে পুরী যাত্রা করিলাম। একটু পরেই ফর্সা হইয়া আসিল। দূরে, নিকটে ছোট বড় পাহাড়গুলি অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল লাল পাথরের উন্মুক্তভূমি। কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন, কোথাও ঢালু। ক্রমে নবোদিত অরুণের রক্তিমচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। প্রভাতে তপনের স্বর্ণাভা হরিৎ বৃক্ষরাজির উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্যের সূচনা করিল।

আমাদের সহযাত্রীরা মধ্যে মধ্যে আমাদের অপেরা গ্লাসখানি লইয়া বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আমরা পুরী পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই পঙ্গপালের মত পাণ্ডার দল আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর আমাদের মেজাজ গরম ও ইঙ্গবঙ্গ ভাব দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। যাবার সময় সমস্বরে শাসাইয়া গেল "পুন্যি ন হউচ্ছন্তি।"

আমরা সোজা গিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। দোতলায় একটী ঘর আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে একটী মাত্র চৌকি। জিনিসপত্র রাখিয়া ঘরে তালা বন্ধ করিয়া আমরা সমুদ্র স্নানে চলিলাম। পথে সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

তিনি স্নান সমাপন করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন "আপনায়া এখানে কয়দিন থাক্‌বেন-?" আমি উত্তর দিলাম "আজ সন্ধ্যার পরেই আমরা ফিরে যাব।" তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "সেকি! তীর্থস্থানে যে ত্রিরাত্রি থাকার নিয়ম।" আমি বলিলাম "আমরা ত তীর্থ দর্শনে বাহির হই নাই; আমাদের উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ।" তিনি "আচ্ছা, আসি" বলিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। আমরাও সমুদ্রের দিকে চলিলাম।

কি বিশাল মনোরম দৃশ্য! অসীম সাগর পারাবার ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। নীলবর্ণ জলরাশির মধ্যে শুভ্র ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাণ্ডব নৃত্য

করিতে করিতে দ্রুতগতিতে তীরে আসিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সম্মুখে নীলাম্বুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। উদ্দাম, উন্মত্ত বায়ু সাগর-তরঙ্গের সহিত মল্লক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পবনকে আপন সন্তানদের সহিত মল্লযুদ্ধে রত দেখিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে অবিরাম গর্জ্জন করিতেছে।

বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, কতরকম স্ত্রী পুরুষ অবগাহন করিতেছে। ষ্টেশন তীরের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র অবগাহনেরত লোকেরা আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিতেছে। আমরাও কাপড় রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া পড়িলাম। তরঙ্গের সহিত লাফাইতে লাফাইতে মধ্যে মধ্যে লবণাক্ত জল পেটেরমধ্যে ঢুকিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া মনের আনন্দে সাধ মিটাইয়া স্নান করিলাম। তারপর কাপড় ছাড়িয়া, ভিজা কাপড় স্কন্ধে করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। মন্দিরে সে দিন একেবারেই ভিড় ছিল না। একজন পাণ্ডা অযাচিতভাবে আমাদের পথপ্রদর্শক হইল। আমরা বেশ করিয়া জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলাম। পরে মন্দিরের বাহিরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া আনন্দ-বাজারে আসিলাম। এই সময় পাণ্ডা ঠাকুরটী কিছু প্রার্থনা করায় তাকে কিছু দিয়া বিদায় করিলাম।

মহেশ প্রসাদের দরদস্তুর আরম্ভ করিল। এমন সময় একটী লোক দাইলের হাঁড়ি হইতে দাইল লইয়া চাকিয়া অবশিষ্ট দাইল আবার হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দিল। মহেশ সেই হাঁড়িটীর দর করিতেছিল। আমি মহেশকে ঐ হাঁড়িটি লইতে নিষেধ করিলাম। মহেশ হাসিয়া বলিল "এখানে সবই এইরকম। এতে কোন দোষ নাই।" আমি বলিলাম "দোষ না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রসাদ মাথায় থাক; ও খেতে আমার প্রবৃত্তি হবে না।" খগেনও বলিয়া উঠিল "আমারও ভাই, প্রবৃত্তি হচ্ছে না।" মহেশ বলিল "বেশ, তোমরা অন্য যা ইচ্ছা খেও।" মহেশের পিতা আমাদের পুরী আসিবার সময় মহেশকে বলিয়া দিয়াছিলেন "ওঁরা আমাদের অতিথি, পথে খাওয়া দাওয়ার জন্য ওঁদের নিজ হ'তে ব্যয় করিতে দিও না।" আমরা অক্ষয় বাবুর অতিথি বাৎসল্য দেখিয়া তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করি নাই। মহেশ ও যোগেশ প্রসাদ, আমি আর খগেন কিছু চিড়ে, কলা প্রভৃতি লইয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। কিন্তু মহেশ ও যোগেশ খাইতে বসিলে খগেনও তাহাদের সহিত বসিয়া গেল। আমি পড়িলাম মুস্কিলে। কাছেই পরীক্ষার বৎসর, প্রসাদ অমান্য যদি—আমি

উহাদের পাত হইতে প্রসাদ কণিকা মাত্রের সার্থকতা করিলাম। আহার সমাপনান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া সহরটা ঘুরিতে বাহির হইলাম।

মোটামুটি সহরটা দেখিয়া সমুদ্র ধারে চলিলাম। তখন সূর্য্যদেব অস্তপাটে বসিয়াছেন। অস্তগমনোন্মুখ তপনের লোহিতাভ কিরণমালা নীলাম্বুতে প্রতিফলিত হইয়া এক অভিনব মনোরম দৃশ্যের রচনা করিয়াছে। সূর্য্যদেবের বিদায় দৃশ্যে মুয়মাণ হইয়া সমুদ্র তার গর্জ্জন ঈষৎ কমাইয়াছে। স্নিগ্ধ সান্ধ্য মলয়ানীল স্পর্শে মনপ্রাণ জুড়াইয়া গেল। আমরা বালুকারাশির উপরে বসিয়া পড়িলাম। শুনিয়াছিলাম, সাগরের বক্ষে সূর্য্যোদয় এক অভিনব ব্যাপার। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আর দেখা হ'ল না। সূর্য্যাস্ত দেখিয়াই মনকে সান্ত্বনা দিলাম। ক্রমে সূর্যদেব লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইলেন। তখন অপেরাগ্লাসের সাহায্যে আমরা দেখিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইতে না হইতে জ্যোৎস্নাধারায় সাগরবক্ষ বালুকাময় তটভূমি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি প্রাণস্পর্শী দৃশ্য; মন প্রাণ দিয়া অনুভব করা যায়, কিন্তু বাক্যে বা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। হেথাও চন্দ্ররশ্মি বালুকারাশির উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

আমাদের সে স্থান হইতে উঠিতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু ট্রেণ্ ধরিতে হইবে, সুতরাং বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল। ধীরে ধীরে অসীম সমুদ্র রাজ্য ত্যাগ করিয়া সসীমের মধ্যে ফিরিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি ট্রেণ্ প্রস্তুত। গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়। খালি গাড়ী বাছিতে বাছিতে একটি ইণ্টারক্লাস অপেক্ষাকৃত খালি দেখিয়া উঠিতে গিয়া দেখি যে চাবি বন্ধ। ভিতরের লোককে চাবি খুলিতে বলিলাম। তাহারা বলিল "তাহাদের কাছে চাবি নাই। ষ্টেশনের লোকে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।" নরমসুরে কাজ হইবে না দেখিয়া কড়া সুরেই আরম্ভ করিলাম। তারাও উঠিতে দিবে না, আমরাও উঠিব। অবশেষে জোরপূর্ব্বক জানালা দিয়া প্রবেশ করিলাম। পরে আমাদের কাছে পাশ দেখিয়া ভদ্রলোকেরা ঠাণ্ডা হইলেন। খুরদা রোডে পঁহুছিয়া যখন আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম, তখন কেবলই সমুদ্রের দৃশ্যের কথা মনে হইতেছিল।

২৯শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টার সময় আমরা ওয়াল্‌টেয়ার এক্সপ্রেসে যাত্রা করিলাম। ৬টা ১৩ মিনিটের সময় ট্রেণ্ রম্ভায় আসিল। এই ষ্টেশনের পর চিল্কাহ্রদ আরম্ভ হইয়াছে। চিল্কাহ্রদ না আসিতেই অন্ধকার হইয়া পড়িল। জ্যোৎস্না উঠিবার তখনও দেরী ছিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার উপর আমরা চিল্কাহ্রদের

পাশাপাশি চলিলাম। অন্ধকারের মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব হ্রদটা দেখিয়া লইলাম। ফিরিবার দিনে হ্রদটি দেখিবার আশায় হতাশ্বাস হইলাম না।

এই সময়ে মহেশের মা মহেশকে বলিলেন "একেবারে ওয়াল্‌টেয়ারে না গিয়ে সিংহাচলে নেমে সিংহাচল পাহাড় দেখি, পরে ওয়াল্‌টেয়ার গেলে কেমন হয়? সিংহাচল ওয়াটেয়ারের অগ্রবর্ত্তী ষ্টেশন্। মহেশ আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিল "বেশ, তাই চল।" আমাদের কোন আপত্তির কারণ ছিল না। ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছি, যতটা দেখা যায়।

ভোর ৫টার সময় ট্রেণ্ সিংহাচলে পঁহুছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া মাল লইতে গিয়া দেখি বড় ভারী ব্যাগ্‌টি আমার ঘাড়ে পড়িয়াছে। খগেনকে বলিলাম "আমাকে বৃদ্ধের পদে বসিয়ে ভারি জিনিষটি আমাকে দিয়ে টানিয়ে লওয়া তোমাদের অন্যায়।" যোগেশ হাসিয়া আমাকে ছোট ব্যাগ্‌টি দিয়া বড় ব্যাগ্‌টি লইল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিবা মাত্র কুলি ও গাড়োয়ানদের পাল্লায় পড়িলাম। তাহারা যে কি ভাষায় কথা বলিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমি একজনের সহিত বাংলাতে, কোন রকমে হিন্দিতে ও পরে যথাসাধ্য উড়িয়াতে কথা বলিয়া তাহাকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে পারিলাম না। আমার প্রতি কথার উত্তরে সে যে কি মাথামুণ্ডু 'কাঁইমাই' করে বুঝিতে পারি না। শেষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে মহেশকে দেখাইয়া দিয়া অন্যদিকে সরিয়া দাঁড়াইলাম। মহেশ তাহার সহিত দু'চারটি কাঁইমাই শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠিতে বলিল। এক গাড়ীতে আমাদের সকলের স্থান সঙ্কুলন হইল না। মহেশের মা, খগেন ও আমি গাড়ীতে উঠিলাম। মহেশ ও যোগেশ হাটিয়া চলিল।

এখানকার যানের একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। দুইপ্রকার গাড়ী দেখিলাম, যদিও দুটোই গরুর গাড়ী। প্রথমটি আমাদের বঙ্গদেশের গরুর গাড়ীর মত। তফাৎ এই যে আমাদের দেশের গরুর মত এদের গরু মন্থর গতিতে ঘটটং ঘটটং করিতে করিতে ঢিমতেতালায় যায় না। আমাদের দেশের বল্‌দে ঘোড়া বা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার সহিত এরা অনায়াসে টক্কর দিতে পারে। দ্বিতীয়টীর আকৃতি আমাদের দেশের পাল্কীতে দুটী চাকা লাগাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ। বিশেষত্ব এই যে, পাল্কীর সামনে ছই দেওয়া চালকের বসিবার স্থান আছে; আর চালকের পিছন দিক দিয়া adjacent ভাবে দুখানি গদি আঁটা বেঞ্চ। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি জোড়ে চলে।

সিংহাচলম্ ষ্টেশন বোধ হয় সিংহাচল পাহাড়ের নামেই হইছে। ষ্টেশন হইতে পাহাড়টি প্রায় তিনমাইলের উপর। মধ্যে আমি খগেন নামিয়া মহেশ ও যোগেশকে তুলিয়া দিলাম।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া কষ্ট অনুভব করিলাম। পাহাড়ে মালপত্র লইয়া উঠিবার কুলিরা প্রায় সকলেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তাহারা ষ্টেশন হইতে যাত্রীদের মালপত্র দেখিয়া গাড়ীর পিছনে পিছনে একজন কি দুজন এক এক গাড়ী ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু এখানকর গাড়ী প্রায়ই ছুটিয়া চলে। কাজেই তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিতে হয়। তখন এদের অবস্থা দেখিয়া সত্যই মনে দয়ার উদ্রেক হয়। যাত্রিরা পূর্ব্ব হইতে ইহাদের সহিত পয়সাকড়ি সম্বন্ধে ঠিকঠাক কিছু করে না। পাহাড়ের পাদদেশে আসিলে ইহারা যাত্রিদের মালপত্র লইয়া উপরে উঠে। সেখানে যতক্ষণ থাকে তাদের আপত্তি নাই। পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া প্রতিজন হিসাবে পাঁচ আনা ছয় আনা যা দেওয়া গেল, তাতেই খুসী। আমাদের দেশের কুলী হইলে জনপ্রতি কম করিয়া ধরিলেও ৪৲ টাকা লাগিত।

পথের দুইধারে ছোট মাঝারি নানা পাহড়ের সারি। ইহাদের মধ্যে সিংহাচলই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। আমাদের গাড়ীর পিছনে দুজন কুলি ছুটিতেছিল। মহেশকে ওদের ভাষার কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, "ওদের ভাষা তেলেগু। আমি আগে বেশ কথা বার্ত্তা বলিতে পারিতাম। মাদ্রাজী Staffদের নিকট শিখি। এখন অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। তবে কাজ চালাইতে পারি।" ভাবিলাম, মহেশ সঙ্গে না থাকিলে আমরা তখন এদের মধ্যে পড়িলে কি অবস্থা হইত।

পাহাড়ের পাদদেশে যখন আসিলাম, তখন বেলা প্রায় ৮টা। সেখানে একটা ছোট দোকান আছে। দোকানে কলা, নারিকেল প্রভৃতি পাওয়া যায়। যাত্রিরা সিংহাচল পাহাড়ের উপরের মন্দিরস্থ ঠাকুরকে এইগুলি দিয়া থাকে। আমরাও কিছু কলা, নারিকেল প্রভৃতি কিনিয়া, কুলিদের মাথায় মালপত্র চাপাইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ে উঠ্‌বার জন্য পাকা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির প্রথমেই ছোট একটা গেট। যাত্রিদের মধ্যে বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম না। প্রায় সকলেই ওই সব অঞ্চলের অধিবাসী। মধ্যে মধ্যে মহেশের মাতার জন্য আমাদিগকে কিছুক্ষণ বিশ্রামপূর্ব্বক উঠিতে হইতেছিল। আমাদের যে বিশ্রামের প্রয়োজন না হচ্ছিল, তা নয়। পাদদেশ

হইতে মন্দিরের দূরত্ব হিসাবে আধাআধি পথ গেলে ঝরণা পাইলাম। ঝরণার গতিপথে চৌবাচ্চা প্রস্তুত করাইয়া জলকে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নীচের স্নানের জন্য পাকা প্রাচীর দিয়া ঘেরা আবরুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চৌবাচ্চায় দুটী নল আছে। দুজন লোক অনায়াসে স্নান করিতে পারে। নলদুটী এক মানুষ প্রমাণ উঁচু। অনবরত জল পড়িতেছে। সেই জল আবার বাহিরের নল দিয়া পাহাড় বহিয়া ঝরণার গতিপথে মিশিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আরও কিছু উপরে পর পর দুটী এইরূপ স্নানের স্থান আছে। আমরা একেবারে সকলের উপরেরটায় স্নান করিব স্থির করিলাম। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা উপরের ঝরণায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে স্নানাদি সম্পন্ন করিলাম। জল বেশ ঠাণ্ডা। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষাদি থাকায় সূর্য্যদেবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। মন্দিরের নিকট যখন আসিলাম তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। সেখানে কয়েকখানি চাল, ডাল প্রভৃতির দোকান আছে। যাত্রিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী চত্বর আছে। চত্বরের চারি পাশ দিয়া ছোট ছোট কুঠরী আছে। উহাতে যাত্রিদের বিশ্রাম, রন্ধন, আহার প্রভৃতির কাজ হয়। আসল মন্দির এই স্থান হইতে সামান্য একটু উপরে। আমরা আগে মন্দিরের বাহিরে আমি আর খগেন মাল পাহারায় থাকিলাম। মহেশ তার মা ও যোগেশকে লইয়া ঠাকুর দর্শনে চলিল। মিনিট কুড়ি পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলে আমি ও খগেন গেলাম। ঠাকুরের আকৃতি আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে একটীরও অনুরূপ বোধ হইল না। আমাদেরও কি ঠাকুর, নাম কি এসব অনুসন্ধানের আগ্রহ ছিল না। আমরা ঠাকুর দেখিয়া মন্দিরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ওখানেই একটু জলযোগ করা গেল। তারপর আহারাদির ব্যবস্থার জন্য আমাদের চত্বরে নামিয়া আসিলাম। এখানে ঘর ঠিক্‌ঠাক করিয়া দেওয়ার জন্য কোন লোক নাই। দেখিয়া শুনিয়া খালি কুঠরী অধিকার করিলেই হইল। আমরা পাশাপাশি দুইটি ঘর বাছিয়া লইলাম। একটী মহেশের মা অধিকার করিলেন। অপরটী আমরা করিলাম।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে পাহাড়ের উচ্চতার এই শেষ। কিন্তু চত্বরে নামিয়া পাহাড়টা আরও অনেক উচ্চ বোধ হইল। মহেশকে

জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "আমরা মাত্র অর্দ্ধেক আসিয়াছি। এখান থেকে আর সিঁড়ি নাই; তবে পথ আছে, কোন রকমে উঠা যায়। পাহাড়ের উপরে উঠিয়া বিপরীত দিক দিয়া নামিবারও পথ আছে। পাহাড়ের ওই পার্শ্ব হইতে ভিজিয়ানাগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

তারপর মহেশ আমাদিগকে সেইখানে রাখিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদির সন্ধানে চলিল। পাহাড়ের শেষ সীমায় উঠিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। খগেনকে বলাতে সে প্রথমে একটু আপত্তি করিল। কিন্তু আমার উৎসাহে সে পরে স্বীকৃত হইলে যোগেশকে সেখানে রাখিয়া আমরা উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর উঠিলে পথ জনবিরল ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে আমাদের আর উঠিবার সাহস হইল না। কাজেই নামিয়া আসিলাম।

বেশ পরিতোষসহকারে খিচুড়ীভোগ শেষ করিলাম। বেলা একটু পড়িয়া আসিলে নামিবার পালা আরম্ভ হইল। আমরাও তল্পীতল্পা লইয়া সকলের সঙ্গে যোগ দিলাম। উঠিবার সময় যতটা আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, নামিবার সময় তার অর্দ্ধেকও করিতে হইল না। নীচে নামিয়া গেরুর কাছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আমরা যে গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতেই আমাদের জন্য ঠিক করা ছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ভোরে ৪টা ৪১ মিনিটের সময় আমাদের ওয়াল্‌টেয়ার্ এক্সপ্রেস্ ধরিতে হইবে। ষ্টেশনে কোন ওয়েটিংরুম নাই। খোলা যায়গাতেই শয়নের ব্যবস্থা করা গেল। সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমও মন্দ হইল না। তবে মধ্যে মধ্যে গাড়ী কখন আসিবে এই উৎকণ্ঠার জন্য ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। ভোরে এক্সপ্রেস্ ধরিলাম। ৫টার সময় ওয়াল্‌টেয় পৌঁছিলাম।

এখনকার যানাদি সিংহাচলেরই মত। গাড়োয়ানকে লইয়া বেগ পাইতে হয়নি। বাংলা, হিন্দী না বুঝিলেত দু'একটা ইংরাজী বোঝে। আমরা Turner এর ধর্ম্মশালায় আসিলাম। তখনও ঘোর ছিল। ধর্ম্মশালার দরজা বন্ধ দেখিলাম। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর একজন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহাকে তত্ত্বাবধায়কের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "ঘুমিয়ে আছেন"। তাঁহাকে উঠাইতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় উঠিয়া, আমরা কোথা হইতে আসিতেছি, কতদিন থাকিব প্রভৃতি জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া আমাদের জন্য একটী

ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমরা কুঠরীতে প্রবেশপূর্ব্বক বিলম্ব না করিয়া কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

সকাল হইলে বাহিরে যাইবার জন্য দরজার নিকট আসিতেই নজরে পড়িল ভিতর দিককার দক্ষিণ দেওয়ালে মার্ব্বেল পাথরে খোদিত "Beware of Theives" ধর্ম্মশালাটী বেশী বড় নয়। ছোট বড় ১০।১২টী কক্ষ আছে। ধর্ম্মশালাটী rectangle form করিয়াছে। মধ্যে ছোট্ট একটু প্রাঙ্গন। পাকের জন্য ধর্ম্মশালার কক্ষগুলির সংলগ্ন ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট কুঠ্‌রী আছে।

পাইখানার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আমি ও খগেন একটী প্রাচীর ঘেরা স্থানের নিকট আসিলাম। সম্মুখে প্রবেশের পথে দরজা নাই। দুটী খোলা পথের সাম্‌নের দেওয়ালে লেখা আছে—"Men—Women" ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদের ত চক্ষুস্থির! এই এদের পাইখানা! স্থানটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ হাত ও প্রস্থে প্রায় ৫।৬ হাত হইবে। দুই পার্শ্ব দিয়া লম্বালম্বি ভাবে ৪টী করিয়া ৮টী খোলা পাইখানা—অর্থাৎ এক হাত অন্তর প্রায় দেড় হাত উচ্চ পাথর দিয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যে কোন আবরণ নাই। সদা ত্যক্ত মলের দুর্গন্ধের ত কথাই নাই, আশে পাশে, সম্মুখে সেগুলি বিভৎসদৃশ্যরূপে বিরাজ করিতেছে। এ অঞ্চলের লোকেরাও একসঙ্গে সারিসারি বসিয়া যায়। আমরা বাঙ্গালী, লজ্জা ও আরাম প্রিয়তা আমাদের বেশী। আমাদের ধাতে এসব সইবে কেন? পাইখানা যাইবার আশা মন হইতে তিরোহিত হইল। কিন্তু বিশেষ চাপ পড়াতে আর কোন উপায়ান্তর (দিবাভাগ বলিয়া) না দেখিয়া খগেনকে খোলা দরজার সাম্‌মে প্রহররীর কার্য্যে দাঁড় করাইয়া নাক, চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িলাম। একটু পরেই কাসির শব্দে বুঝিলাম খগেন স্ত্রীলোকের কামরাটী খালি পাইয়া অধিকার করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। এর মধ্যে কোন লোক না ঢুকিয়া পড়ায় ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। তবে একজনকে গলায় থাঁকরীতে আটকাইতে হইয়াছিল।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মহেশকে লইয়া মোটামুটী সহরটী দেখিতে ও আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিতে বাহির হইলাম। আমাদের দেশের একটী ছোট সহর হইতে কোন বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব কিছু পরিলক্ষিত হইল না। বরং জিনিষপত্রাদি হিসাবে আমাদের সহরই ভাল বলিতে হয়। তরিতরকারীর বাজারে এক রকম ফল দেখিলাম, যদিও আকৃতিতে ঠিক চীনাবাদামের মত

নয়, কিন্তু খাইতে ঠিক এক রকম। নাম জিজ্ঞাসা করাতে কি বলিল বোঝা গেল না।

Europeon's Quater প্রভৃতি ভিজেগাপট্টমের দিকে বলিয়া সে দিকে তখন আর গেলাম না। কারণ ভিজেগাপট্টমে 'ওল্‌ফিন্‌স্নো' পাহাড়টী দেখিতে যাইবার কালেও সমস্ত পথের ধারে পড়িবে। এধারটাকে ওয়াল-টেয়ার ও সমুদ্রটাকে ভিজেগাপট্টম্ বলে।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া স্নান করিতে গেলাম। ধর্ম্মশালার অঙ্গনের মধ্যেই জলের কল আছে। ভিড় বলিয়া স্নান সুবিধামত ঘটিয়া উঠিল না।

মধ্যাহ্নের আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা গোযানে 'উল্‌ফিন্‌-স্নো' দেখিতে যাত্রা করিলাম। পাহাড়টীর দূরত্ব এ স্থান হইতে প্রায় পাঁচ মাইলের উপর। লালপথ আকিয়া বাঁকিয়া, উচু, নীচু, ঢালুভাবে চলিয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় গাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বের কল্পনার চেয়েও প্রাকৃতিক দৃশ্য অধিক মনোরম বলিয়া মনে হ'ল। কবির কথা মনে পড়িল—'যে দিকে ফিরাই আখি সকলি সুন্দর দেখি।" কিন্তু সুন্দরের পূর্ব্বে অতি বসাইলেও একটুও অতিরিক্ত হয় না। আমার এরূপ ইচ্ছা হচ্ছিল যে লালমাটির বুকে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া নেই। গাড়ী কখনও ধীরে, কখনও ছুটিয়া চলিতেছিল। যদিও দ্রুত যাইবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতেছিল না, কিন্তু উপায় ছিল না। সেই দিনই সন্ধ্যার পর আমাদের ফিরিবার কথা ঠিকছিল। যেতে আসতে দশ মাইল; তার উপর পাহাড়ে উঠা নামাও আছে। সমুদ্রের পার্শ্ব দিয়া প্রায় এক মাইল চলিয়া আমরা পাহাড়টীর নিকট আসিলাম। সমুদ্র এখানে একটু খালের মত হইয়া আসি-য়াছে। সেই খালটী নৌকায় পার হইয়া তবে পাহাড়ে উঠতে হয়। পাহাড়টীর পূর্ব্বধার একেবারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। পয়সা দিয়া পার হইতে হয়। আমরা খাল পার হইয়া পাহাড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে সিংহাচলের মত সিঁড়ি নাই; তবুও উঠ্‌বার বেশ পথ আছে। মহেশের মাতা অর্দ্ধেক উঠিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ায় মহেশকে তাঁহার কাছে রাখিয়া আমরা দ্রুতবেগে উঠিতে লাগিলাম। মহেশের কাছে ওয়াল্‌টেয়ার নূতন নয়। সে একাধিকবার এখানে আসিয়াছে। পাহাড়ের উপরে যখন আসিলাম, তখন রৌদ্রের তেজ কমিয়া গিয়াছে। খানিকটা যায়গা উঁচু করিয়া গোল করিয়া শান বাঁধান। তার উপর উচ্চ নিশান প্রবল পবন-

হিল্লোলে পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে। আমারা সেই শানের উপর উঠিলাম। এখান হইতে নীচে ভিজেগাপট্টম, বেশ দেখা যায়। ঘর, বাড়ী, মানুষ, পশু প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরটী একটী ছবির মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সমুদ্রের মধ্যে একখানি জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। দূরে আছে বলিয়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অপেরা গ্লাসের সাহায্যেও বিশেষ স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই।

আমরা সেইখানে বসিয়া মন প্রাণ দিয়া প্রকৃতির সান্ধ্য শোভা উপভোগ করিতেছিলাম। কিছুপরে দেখি মহেশ একাকী আসিয়া হাজির। মাকে একা ফেলিয়া আশায় তাহাকে ভৎর্সনা করিলাম। সে বলিল "তোমাদের বিলম্ব দেখিয়া মা আমাকে পাঠাইলেন। ধর্ম্মশালায় ফিরে আবার ৯টার সময় ত ট্রেণ ধরিতে হবে।" আমরাও তাহার কথা যুক্তিসঙ্গত ভাবিয়া ক্ষুণ্ণমনে উঠিলাম। ক্যামেরা না থাকার জন্য বড় আপশোষ হইতে লাগিল। এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের ছবি তুলিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিতে পারিলাম না।

পথিমধ্যে এক দোকান হইতে খগেন, যোগেশ ও আমি ভিন্ন রকমের তিন জোড়া স্লাণ্ডেল কিনিলাম। রাত্রি সাড়ে ৭টার সময় আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। তাড়াতাড়ি খিচুড়ী রান্না করা হইল। আহারাদির পর যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ৯টা ১৫ মিনিটের সময় ওয়াল্‌টেয়ার এক্সপ্রেস্ আসিল। গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না। আমরা সুবিধামত কামরা দেখিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এক্সপ্রেস্ প্রকৃতির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিল।

ভোর সাড়ে ৫টার সময় আমরা চিল্কাহ্রদের নিকটে আসিলাম। এস্থান হইতে ২০ মাইলের উপর চিল্কা হ্রদ ও রেল লাইন পাশাপাশি চলিয়াছে। অতি সুন্দর দৃশ্য! লাইনের এক পার্শ্বে হ্রদ; অপর পার্শ্বে ধুসর পাহাড় শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে ট্রেণ পাহাড়ের এত কাছে আসিতে লাগিল যে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ভীষণ দৈত্যের ন্যায় পাহাড়গুলি ট্রেণের গায়ে আসিয়া পড়ে। কোথাও চিল্কা একটু দূরে সরিয়া যাইতেছে; কোথাও আবার একেবারে লাইন ঘেসিয়া দাঁড়াইতেছে। কোথাও বা সরু হইয়া রেল লাইনের নিম্ন দিয়া অপর পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে। হ্রদের অপর তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হয় না। কালোজল প্রভাত-সমীরণ-স্পর্শে টল্‌মল্ থল্‌থল্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটী পাহাড় কালোজল ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক সগর্ব্বে

দণ্ডায়মান। আমাদের হ্রদের মধ্যে নৌকা করিয়া বেড়ান আর হইয়া উঠল না। রম্ভার কাছে আসিতেই চিল্কা দৃষ্টির অন্তরাল হইল। বেলা সাড়ে দশটার সময় এক্সপ্রেস্ খুর্দারোডে পৌছিল। বাসায় আসিয়া স্নান আহারাদি শেষ করিয়া লম্বা ঘুম দিলাম।

১লা জানুয়ারী। আজ আমাদের ভুবনেশ্বর যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ওয়াল্‌টেয়ার হইতে আসিবার সময় যোগেশ বৈকুবের একটু জ্বর হওয়ায় যাওয়া হইল না। খাইয়া, বেড়াইয়া, খোস্ গল্প করিয়া দিনটি বেশ কাটিয়া গেল।

২রা জানুয়ারী। আজ ১১টা ৭মিনিটের সময় পুরী হাবড়া প্যাসেঞ্জারে ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলাম। ভুবনেশ্বর খুর্দা রোডের পরবর্ত্তী ষ্টেশন। ভুবনেশ্বরের পাশ ছিল না। গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হইল। ফিরিবার ট্রেণ্ রাত্রি দেড়টায়। খুর্দাতে ফিরিতে রাত দুটো হবে। আমরা পরামর্শ করিয়া বাসায় চলিয়া গেলাম যে আমরা রাত দশটার মধ্যে ভুবনেশ্বর হইতে হাঁটিয়া আসিব।

১১টা ৩৭ মিনিটের সময় ভুবনেশ্বরে পঁহুছিলাম। আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদি দেখিয়া উদয়গিরি ও অস্তগিরি নামক পাহাড়দ্বয় দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। উদয়গিরি অস্তগিরি ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল উত্তরে। পাহাড়ের নিকট যখন আসিলাম, তখন বেলা ৩।।০ টা। পাহাড়ের পাদদেশে একটি অতি ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা আছে। এই সময় আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা পাওয়াতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটি দোকান (দোকান ঠিক নয়) বাহির করিলাম। দোকান হইতে ৵০ আনার মুড়ি লইয়া সদ্ব্যবহার করিলাম।

উদয়গিরি অস্তগিরি পাহাড়দ্বয় পাশাপাশি অবস্থিত। আগে আমরা উদয়গিরিতে উঠিলাম। পাহাড়টি বড় নয়; কিছুদূর উঠিবার পর খগেন বলিল "আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে আমি এখানে বসি, তোমরা দেখিয়া এস।" খগেনকে সেখানে রাখিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। পাহাড়ে কয়েকটি গুহা দেখিলাম। পাথরের কয়েকটি ঘরও দেখিলাম। তাহাতে প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন বর্ত্তমান। সেই পাথরের ঘরের মধ্যে আসিলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। নির্জ্জনে সাধনা করিবার উপযুক্ত স্থান বটে। গৃহের থাম ও দেওয়াল কারুকার্য্য খোদিত এবং নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তিদ্বারা সজ্জিত। অতীতের সেই প্রাচীনশিল্পের কথা মনে পড়িল। ইহার মধ্যে কত মুনি ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই শান্তি আশ্রম, সামগান

ঝঙ্কৃত নিকেতন আজ কেবল অতীতের সাক্ষীরূপে জঙ্গলাকীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান।

কিছুক্ষণ বেড়াইয়া নামিয়া দেখি খগেন নাই। ভাবিলাম নীচে নামিয়া গিয়াছে। আমরা অবতরণ করিয়া খগেনকে ধর্ম্মশালার বারান্দায় মাদুরের উপর শায়িত দেখিলাম। কাছে আসিয়া শুনিলাম, তাহার বারদুই বমি হইয়াছে। কপালে ও শরীরে হাত দিয়া দেখি জ্বরও বেশ হইয়াছে। ইতোমধ্যে একবার বাহ্যেও গেল। আমাদের ত ভয় হইল। প্রথমতঃ খগেনের অসুখের জন্য। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে এস্থান হইতে কিরূপে লইয়া যাইব! আমরা কোন যান লইয়া আসি নাই। আর যেরকম জনবিরল স্থান, দেখিতেছি তাহাতে এখানে কোথাও যে গাড়ী পাইব এমন সম্ভাবনাও নাই। ধর্ম্মশালার পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এখানে কোন যানাদি পাওয়া যায় না। এক ভরসা যে দুইদল বাঙ্গালী যাত্রী পাহাড় দর্শনে আসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে গাড়ী আছে। আমরা খগেনকে সেখানে সোয়াইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি অস্তগিরিতে আরোহণ করিলাম। এটাও উচ্চতায় উদয়গিরির ন্যায়। তাহার উপরে একটি মন্দির আছে। মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। দৈনিক পূজার নিমিত্ত একটি লোকও নির্দ্দিষ্ট আছে। কিছুক্ষণ পরে ধর্ম্মশালায় নামিয়া আসিলাম। তখনও অন্য যাত্রী-দল নামিয়া আসেন নাই। আমরা তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খুরদাতে হাঁটিয়া যাওয়া স্থগিত হইল। একদল নামিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে আমাদের বিপদের কথা বলিলাম। তাঁহারা আনন্দের সহিত আমাদের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। খগেনকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমরা হাঁটিয়া চলিলাম। সেই গাড়ীতে খগেন ও তাঁহাদের একটী ছেলে ছিল। অন্যান্য সকলে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে গরুদুটী হঠাৎ এক লম্বা দৌড় দিল। আমরাও দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ী ধরিলাম। চালককে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "একটু দূরে বাঘ দেখা গিয়াছিল, তাহাতে গরু ভয় পাইয়াছে।"

ষ্টেশনে আসিয়া খগেনকে ফার্ষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে শোয়াইয়া রাখিয়া আমরা খাবারের দোকানে চলিলাম। ভুবনেশ্বর ষ্টেশনের ধারেই ২।৩টী খাবারের দোকান আছে। আমরা একটীতে বসিয়া গেলাম। কয়েকদিন পরে আমাদের দেশের খাবারের স্বাদ পাইয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম; খাবারের মধ্যে লেডিকিনি ভাল করে দেখিলাম।

ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া খগেনের নিকট বসিলাম। মহেশ বলিল "এর মধ্যে যদি কোন পাইলট্ আসে, তবে তাতেই খুরদায় যাব।" দুর্ভাগ্যক্রমে কোন পাইলট্ আসিল না। দেড়টার সময়ের প্যাসেঞ্জার ছুটোয় আসিল, আমরা উঠিয়া পড়িলাম। খুরদারোডে পৌঁছিয়া বাসায় গিয়া দেখি দরজা বন্ধ। মহেশ তার মাকে ডাকাতে তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। অত রাত্রিতে আমাদের কিছু খাইবার ইচ্ছা ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী বাংলাতে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

খগেনের অসুখের জন্য আরও দুইদিন অপেক্ষা করিতে হইল। অক্ষয়বাবু আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চান না। তাঁর ইচ্ছা আমরা অন্য কোথাও না গেলেও এখানে আরও কিছুদিন থাকিয়া যাই। আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম না।

৬ই জানুয়ারী, প্রাতঃকাল। আজ আমাদের বেলা ১১টা ৭ মিনিটের প্যাসেঞ্জারে যাওয়ার সময় ধার্য্য হইয়াছে। রাত্রিতে এক্সপ্রেসে গেলে পথের দৃশ্য কিছু দেখা যায় না বলে এক্সপ্রেসের মায়া ত্যাগ করে দিনের প্যাসেঞ্জারেই যাওয়া স্থির করিয়াছি। বেলা ৯টার সময় অক্ষয়বাবু তাঁর বড় ছেলের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। তাহাতে তিনি মহেশের সঙ্গে মহেশের বৌদিকে পাঠাইতে লিখিয়াছেন। মহেশের বড়দাদা তখন রাজসাহী কলেজের Chemistryর Demonstrator ও Laboratory Assistant ছিলেন। আমাদের আর ১১টার প্যাসেঞ্জার যাওয়া হইল না। মহেশের বৌদি ও ৬ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র বুড়োকে লইয়া রাত্রের এক্সপ্রেসেই যাওয়া স্থির হইল।

যাইবার সময় অক্ষয়বাবুর মনের অবস্থা বুঝিয়া দুঃখিত হইলাম। একমাত্র বুড়োই তাঁহার সব সময়ের সঙ্গী ছিল। বাসাতে মহেশের মা ও তিনি ছাড়া আর কেহই রহিল না। মহেশরা তিন ভাই। মেজভাই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্ বি ডিপ্লোমা লইয়া কোন এক রেল্‌ওয়ে সার্ভিসে ঢুকিয়াছেন। এখানে মহেশের মাতাপিতা সম্বন্ধে দু'একটী কথা না বলিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। এ কয়দিন তাঁদের নিকট হইতে মাতাপিতার মতই স্নেহভালবাসা পাইয়াছি। এমন উদার, স্নেহশীল ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। আর এরূপ সহৃদয় প্রতিবাসী বাঙ্গালী পরিবার আছেন বলিয়া আমাদের (ভ্রমণকারিদের) আহারের, ভ্রমণের, বাসস্থানের প্রভৃতির বিশেষ সুবিধা হয়।

যথাকালে রাত্রে আমরা এক্সপ্রেস ধরিলাম। অক্ষয়বাবু ও ষ্টেশনের দু'একজন লোক আমাদিগকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। আমরা রাজসাহী পৌঁছিয়াই যেন সংবাদদি এবং ছুটীতে যেন মাঝে মাঝে এখানে আসি এইরূপ স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

আমাদের কামরাতে আমরা ছাড়া আর কেহই ছিল না। এক্সপ্রেস নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া দৈত্যের মতন ছুটিল। কটকে দুইজন ভদ্রলোক উঠিলেন। একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু। পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহারা কটক কলেজের পার্শির ও ইংরাজীর অধ্যাপক। তাঁরাও কলিকাতায় যাইতেছেন। তাঁদের সহিত আলাপে রাত্রিটা বেশ কাটিয়া গেল।

প্রভাতে এক্সপ্রেস হাবড়াতে পৌঁছিলে মহেশ তার বৌদি ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় তালতলাতে চলিয়া গেল। কথা রহিল, আবার সকলে সন্ধ্যার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে একত্র হইয়া লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জারে রাজসাহী রওনা হইবে। আমার কলিকাতাতে কিছু কাজ থাকার ২।১ দিন পরে যাইব স্থির হইল। যোগেশ খগেনকে লইয়া College Square Y. M. C. A. তে চলিয়া গেল। আমিও Ripon Hostel উঠিলাম।

রাজসাহী হইতে ওয়াল্‌টেয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণ ও প্রত্যাগমনে আমাদের জনপ্রতি ২০৲ টাকার অনধিক ব্যয় হইয়াছিল। আমাদের কাছে ২৫৲ টাকা করিয়া ১০০৲ শত টাকার Common Fund ছিল।

রাজসাহীতে সকলে একত্র হইয়া আমাদের কমিটি হইতে বারোয়ারী উপন্যাস অনুযায়ী আমাদের ভ্রমণকাহিনী চার ইয়ারীতে লেখা সাব্যস্ত হইল। আরম্ভের ভার পড়িল আমার উপর। কিন্তু পরীক্ষার চাপে তখন আর ঘটিয়া উঠে নি। এতদিন এক-ইয়ারীতেই কাহিনীটুকু শেষ করিয়া অবসর লইলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী।

সূক্তি-মালা

বিষয়ের মধুরতা করি শত ভাগ,
নানা জনে দিলা নাথ নানা অনুরাগ।
কিছু নাই চাই, শুধু নামেতে তোমার
অনুরাগ দাও নাথ কৃপা পারাবার। শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষবর্ম্মা

চক্ষু দান

(গল্প, পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩৬৪ পৃঃ পর)

(৪)

হরেন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করত গৃহলক্ষ্মী নীরদার নিকট একগাল হাসিয়া অতি আহ্লাদ সহকারে জানাইল;—নীহারবালার অদৃষ্ট-লিপি বিধাতাপুরুষ অতি নিপুণতার সহিত লিখিয়াছিলেন। কিন্তু;—

নীরদা। কিন্তু আবার কি?

হরেন্দ্র। তোমার ও আমার উভয়ের; বুঝলে ঘরে ও বাইরে,—বিপদ।

নীরদা। সে কি কথা? ভেঙ্গে বল না?

হরেন্দ্র। বহুদিনের চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়কে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও।—সব বলছি।

নীরদা। তোমার হাসি দেখে বুঝতে পারছি, হয় মধুসূদন আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন নয় তুমি পাগল হয়েছ; এ দুয়ের মধ্যে একটা।

হরেন্দ্র। পাগল হইনি নীরু! বাস্তবিকই মধুসূদন মুখ তুলে চেয়েছেন। কিন্তু একটা বিষম যৌতুক প্রদানে আবদ্ধ হ'য়ে এসেছি, পা'রব কিনা তাই ভাবনায় পড়েছি।

নীরদা। কি ছাই মাথা মুণ্ডু ভেঙ্গেই বল না?

হরেন্দ্র। শুনবে নীরু! শুনলে তোমারও অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে।

নীরদা। শুকিয়ে যায় এখনও কলে জল আছে না হয় একঘটী খেয়ে নেব। তাতে না কুলয় গঙ্গায় যাব। বলনা শুনি?

হরেন্দ্র। যিনি নূতন বে'ন হবেন তিনি চান তোমার হাতে চরকায় কাটা সুত পাঁচসের; তাও আবার বিয়ের আগেই দিতে হবে।

নীরদা। বেশত—তাতে আর হয়েছে কি?

হরেন্দ্র। বল দেখি,—এখন কোন্ ইস্কুলে তোমায় চরকা কাটা শিখতে পাঠাই?

নীরদা। আহা—তুমি নিজে যেমন, বোধ হয় বিশ্বসংসার তেমনি

দেখ না? তুমি কল্‌কাতায় বাস করে একবারে কল্‌কেতিয়া হয়ে গেছ। কিন্তু আমার জন্ম পাড়াগাঁয়ে। বামুন পাড়ার মধ্যে আমাদের বাস ছিল, আমার খেলার সঙ্গিনী সব বামুনের মেয়ে ছিল। আমি ছোট বেলাতেই বেশ চরকা-কাটা শিখেছিলাম। তোমার হাতে পড়ে এখন অভ্যাস নেই,—এই যা বল। একখানা চরকা ও তুলা এনে দাও, সুত কেটে দিচ্ছি। শুধু তাই নয় হপ্তার মধ্যে নীহারকেও শিখিয়ে দেব।

হরেন্দ্র। বাঁচলাম নীরদা! কিন্তু;—

নীরদা। আবার কিন্তু কি?—

হরেন্দ্র। যিনি বে'ই হবেন, তিনি চান্ আমার গলায় পৈতা। তার উপায় কি করা যায় বল দেখি?

নীরদা। আমি মেয়ে মানুষ, তার কি জানি? তবে তিনি যদি ডাল্, চচ্চড়ী কিছু চাইতেন—সে আমি বুঝতেম। ঘরের কথা হলে আমি তার মধ্যে আছি। এ যে তোমার বাইরের কথা, তুমি জান! বরং বাইরের দু একজনকে নিয়ে বোঝ।

হরেন্দ্র। বোঝা বুঝি আর কি নীরু! গলায় পৈতা না নিলে নীহারের গতি হবে না।

নীরদা। বেশত! এখন ওটা ত সমাজে চল্‌ছে, অনেকে নিচ্ছেও বটে, তা তুমি নিলে কি ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

হরেন্দ্র। তা বটেই ত! তবে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পাঁচজনকে ও পুরোহিত তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার কিনা বল দেখি?

নীরদা। জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? এই ত এতদিন তুমি মেয়ের বিয়ের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কই কেউ কি তোমাকে একটা আশ্বাস-বাণী শুনিয়েছে? সবাইত বলত ধাড়ীমেয়ে ঘরে রেখে ঘুমও কেমন করে।

হরেন্দ্র। ওটা সংসারের ধর্ম্ম নীরদা! মানুষের দোষ নয়। সময় পেলে অতি আপনার ব্যক্তিও দু'কথা বল্‌তে ইতস্তত করেন না, তাতে আর পাড়া পড়সীর দোষ কি? তারপর তুমি মানুষ মন্দ বলে আমাকেও যে মন্দ হতে হবে তার কোন মানে নাই। পাঁচ জন আমায় বিদ্রূপ করছে বলে আমি পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করব না বা তাঁহাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করব, সেটা মনুষ্যত্ব নয়, কিম্বা সময় পেলে তাঁদের বিদ্রূপ করে প্রতিশোধ

নেব, সেটা উচিত হয় না। সুতরাং আমার বিষয় পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে।

নীরদা। বেশ—জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু যদি পাঁচজনে নিষেধ করে, তখন কি করব সেটা পূর্ব্বেই চিন্তা কর। জিজ্ঞাসা না করায় যে অপরাধ, তার জবাব আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার পর যদি সকলে নিষেধ করে আর সেই কাজ কর তবে পাঁচ জনার আরিতে পড়তে হবে তা যেন।

হরেন্দ্র। হুঁ—সেও একটা কথা বটে নিরু! কিন্তু যাদের জিজ্ঞাসা না করলে চলবে না। মনে কর পুরোহিত, পণ্ডিত মহাশয়, হরিদাদা। এঁদের জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করা উচিত কি?

নীরদা। তুমি নেবে পৈতা। যাতে তোমার বৈধ অধিকার, তার আর জিজ্ঞাসা কি?

হরেন্দ্র। পৈতাটা যে বৈধ অধিকার সেটা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

নীরদা। সে তোমার অন্য কথা। যাঁহারা তোমাকে বৈধ, অবৈধ বুঝিয়ে দিতে পারবেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার।

হরেন্দ্র। নূতন বে'ই হবেন যিনি শরৎবাবু, তিনি বলে দিয়েছেন "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে" যেতে। একবার সেখানে গিয়ে দেখি ব্যাপারখানা কি?

নীরদা। বেশত, সেখানে গিয়ে সব জেনে শুনে এস, সব গোল চুকে যাবে।

হরেন্দ্র। তোমার কথাই ঠিক। প্রথমে গোরা হতে জেনে শুনে তবে পাঁচ জনের কাছে যাওয়া উচিত নতুবা তাঁহারা ভুল বুঝিয়ে দিলে সেইটাই বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

এই বলিয়া হরেন্দ্র "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" কার্য্যালয়ে গমন করিল, এবং নীরদা গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

হরেন্দ্র "কায়স্থ-সমাজ" আফিসে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বহুবিধ তর্ক বিতর্কের পর কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া গরাণহাটা স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট গমন করিল।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময় হরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি প্রণামান্তে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল এবং প্রশ্ন করিল—কায়স্থ কোন বর্ণের অন্তর্গত?

স্মৃতিভূষণ মহাশয় হরেন্দ্রকে বসিতে আদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

স্মৃতি। বাপু হে! বামুনের নীচের জাতই কায়স্থ, ছেলে বেলা হতে দেখে আস্‌ছি। শাস্ত্রে বলে বামুনের নীচের জাত ক্ষত্রিয় সুতরাং কায়স্থ সেই বর্ণ। যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাও তবে ২।৪ দিনের কম বোঝান সহজ হইবে না। আমি এ বিষয় খুব আলোচনা করে দেখেছি—কায়স্থই ক্ষত্রিয়।

হরেন্দ্র। তবে কায়স্থ পৈতা নিতে পারে?

স্মৃতি। কেন পারবে না? শূদ্র ব্যতীত সর্ব্ব জাতির পৈতার অধিকার আছে।

হরেন্দ্র। কায়স্থ বৈশ্যওত হতে পারে?

স্মৃতি। সে কথা বলতে পার। আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে শাস্ত্রের কোন আলোচনা করব না। কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারা যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দিব। শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন, বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্র এই ত্রয়োবর্ণের দাসত্ব করবে। কায়স্থ যদি বৈশ্য হত তবে নিশ্চয়ই কৃষি বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা করিত। সৃষ্টির আদি হতে কায়স্থ কৃষিজীবী বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী একথা কেহ কোন দিন শোনে নাই বা কোনও ইতিহাসে পুরাণে নাই সুতরাং বৈশ্য নহে।

হরেন্দ্র। তবে শূদ্রও ত হতে পারে?

স্মৃতি। কখনই না। যেহেতু শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—কাক, কুকুর, আর শূদ্র ইহাদের ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট দেবেন না। শূদ্রের মুখ দর্শনে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা কায়স্থ জাতির সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। তাঁহাদের যজন, যাজন, দান গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছেন, যদি কায়স্থ শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণগণ কখনও এ সকল কার্য্য করিত না।

হরেন্দ্র। অনেকে ব'লে থাকেন, কায়স্থ চিরদিন শূদ্র ছিল, এখন ক্ষত্রিয় হচ্ছে।

স্মৃতি। তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ। এটা ঠিক্ সতীনের পাত্র নষ্ট করার মত। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে আসিবার কালে যাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই নিকৃষ্ট জাতীয় হতে পারেন না। সুদীর্ঘ পথ, সদাচারী ব্রাহ্মণগণ কতিপয় অন্ত্যজ জাতির সমবিভ্যাহারে আসিতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং কায়স্থ যে উচ্চ জাতীয় সে বিষয় কোন সংশয় নাই। যদি আমরা কায়স্থকে শূদ্র বলি, তবে আমরা

দাঁড়াই কোথা? পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ কান্যকুব্জ চলিয়ে আইসেন, তাঁহাদের বংশধর ব্যতীত অপর সকলে গৌড়ীয়, আগত অনাগত উভয়ই একই কায়স্থ, সেই কায়স্থকে সঙ্গে এনে ত্যাগ করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। সুতরাং আমরা কায়স্থকে ত্যাগ করতে পারি না। কায়স্থ ক্ষত্রিয় এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব। তবে আজ কাল ব্রাহ্মণই বল আর ক্ষত্রিয়ই বল, হিন্দু সমাজের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে। সমাজদেহের, ব্রাহ্মণ তার মাথা। ব্রাহ্মণগণই এখন সদাচার বর্জ্জিত সুতরাং সমাজের মস্তিষ্ক বিকৃত; অতএব দেহের সুস্থতার আশা করা অসম্ভব। আমাদের এখন সম্বল মাত্র দাড়িয়েছে পৈতা, কাজেই পৈতার উপর আমাদের নজর বেশী। ব্রাহ্মণ সমাজ হতে শাস্ত্রালোচনা উঠে যেতে বসেছে, তাই এরূপ ঘটেছে। কোনও শাস্ত্রান্বেষী ব্রাহ্মণ কখনই কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিবে না। যাহাদের সহিত ব্রাহ্মণগণ একসূত্রে গ্রথিত আছে, তাঁহাদের নিম্নগামী করিলে ব্রাহ্মণগণও যে সেইরূপ নিম্নগামী হবেন। তবে এক কথা বলতে পারেন, ব্রাহ্মণগণ এখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্যবসায়ী, তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মত্যাগ করিয়া, কেহ বা কেরাণী, কেহ বা চিকিৎসা, কেহ বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী হয়েছেন। সবই ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৃত্তি। কায়স্থ যখন ব্রাহ্মণের নিম্নজাতি তখন তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব থাকে কোথা? সুতরাং শূদ্র ছাড়া কি বলা যাইবে যে নিম্নগ্রামে ব্রাহ্মণ ডুবিয়াছে, কায়স্থও তাহারও নিম্ন গ্রামে নিশ্চয়ই ডুবিয়াছে। বুঝলে? যদি আমার উপর তোমার বিশ্বাস থাকে তবে নিঃসন্দেহে গিয়ে পৈতা গ্রহণ করে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সম্মান রক্ষা কর।

হরেন্দ্র। কায়স্থ পৈতা গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ সমাজের সম্মান রক্ষা হবে কি করে? বুঝতে পারলেম না।

স্মৃতি। ঐখানেইত গোল। আমার ছেলে যদি লাট সাহেব হয় তবে আমি লাট সাহেবের বাবা, একথাত স্বীকার কর। তোমরা যদি পৈতা গ্রহণ কর, আমরা বুক ফুলিয়ে বলব, "আমরা দ্বিজাতিষাজী ব্রাহ্মণ"। কিন্তু এখন আমাদের, এই বিকৃত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজেও অনেক সময় একটু মাথা হেট করতে হয়, সে কেবল কায়স্থদের পৈতা না থাকার দরুন।

হরেন্দ্র। আপনি যেরূপভাবে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করছেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলছেন, কই অন্য কোনও পণ্ডিতকে তেমন স্বীকার করতে দেখি না, এর কারণ কি?

স্মৃতি। কি করে বলব! যখন তোমাদের সমাজের বড় বড় নেতাগণ খুব হৈ চৈ আরম্ভ করে দিলেন, শাস্ত্রাধ্যায়ীর কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি শাস্ত্রানুসন্ধান আরম্ভ করে বেশ জানতে পারলেম যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়। আমার অনেক শিষ্যও যজমান কায়স্থ আছেন। মধ্যে মধ্যে তাহারা এসে তোমার ন্যায় প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে যথাশাস্ত্র বুঝিয়ে দিতে হয়।

হরেন্দ্র। তবে এতদিন কায়স্থদের পৈতা নাই এর কারণ কি?

স্মৃতি। কে বল্‌লে কায়স্থদের পৈতা নাই? বেহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সমগ্র কায়স্থের পৈতা সংস্কার আছে। কেবলমাত্র বাঙ্গালী কায়স্থের পৈতা সংস্কার নাই।

হরেন্দ্র। পশ্চিম দেশীয় কায়স্থগণ ও লালা কায়েত তাহাদের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ?

স্মৃতি। তাই জাননা! তাঁহারাই যে তোমাদের জ্ঞাতি, তোমরা কোথাহতে এলে? শুনবে তবে শোন, বলি, বুড় বয়স তবু দেখছি তুমি না খাটিয়ে ছাড়বে না।

বাঙ্গালায় একজন কায়স্থ রাজা ছিলেন "আদিশূর"। তিনি অপুত্রক ছিলেন, এজন্য তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

যথা :—"অপুত্রোঽচিন্তয়দ্রাজা কথং মে পরমা গতিঃ।
পুন্নাম নরকাদ্‌ঘোরাৎ কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
যজ্ঞং কর্ত্তুং সমিচ্ছামি যেন পুত্রঃ প্রজায়তে॥"
"বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঽস্তি বেদজ্ঞঃ যজ্ঞকারকঃ।
পরাশরালিকা সন্তি কথং যজ্ঞো ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ নাই, কেবল পরাশর ও অলিক ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা যজ্ঞ করিতে অক্ষম।

সংপ্রবর্ত্তে কলৌঘোরে বৌদ্ধধর্ম্ম সুরদ্বিষাম্।
অধিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনাস্থিতাঃ॥

অর্থাৎ ঘোর কলিকালে কান্যকুব্জ ব্যতীত সমস্ত স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্ম অধিকার করিয়াছে। অতঃপর স্থির হইল কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হইবে। এই উপলক্ষে মহারাজ আদিশূরের সহিত কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের যুদ্ধ হয়। পরে দশজন দ্বিজ এতদ্দেশে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধিস্থাপন করেন। সেই দশজন দ্বিজমধ্যে

যথা :—যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলাঞ্চসঙ্গকাৎ॥"

অর্থাৎ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ জন্য আদিশূর রাজা কর্ত্তৃক ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগমন করেন।

এই উপলক্ষে আদিশূর মহারাজ কান্যকুব্জ অধিপতির নিকট এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। যথা :—

"সুকৃত সুকৃত সংঘা সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষাঃ।
লপিতহত বিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যা শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগত বৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজকুল দশজাতা সানুকম্পা প্রয়ান্তঃ॥"

(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ কীর্ত্তিবন্ত, সুকৃত যজ্ঞবিঘ্নকারীগণের নিহন্তা, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বেদজ্ঞ দ্বিজকুলজাত দশজন ব্যক্তিকে আমার রাজ্যে প্রেরণ করুন।

অন্যদিকে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট রাজা আদিশূরের দূত অপর পত্র লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

"যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপ।
নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু।"

(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ হে মহারাজ! আদিশূর রাজা যজ্ঞার্থে আপনার নিকট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় চাহিয়াছেন, যদি না দেন তবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। মহারাজা বীরসিংহ দ্বিজাতি পাঠাইবার এই প্রকার অঙ্গীকার পত্র দূত সহ প্রেরণ করেন। যথা :—

"ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ।
অঙ্গীকারং তদাকৃত্বা লিখনং প্রাদদৌনৃপঃ॥"

(মিশ্রকারিকা)

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজা পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥"

(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ বঙ্গেশ্বর মহারাজের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ জন্য কান্যকুব্জরাজ উপযুক্ত দশজন দ্বিজ প্রেরণ করেন। তাঁহারা কি প্রকারে আগমন করিয়াছিলেন শোন;—

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোজানারোহিণা বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ।"

(ধ্রুবানন্দ মিশ্র)

অর্থাৎ কায়স্থগণ হস্তী, অশ্ব, পাল্কীতে এবং ব্রাহ্মণগণ গো-যানে পত্তিব্যূহ করিয়া আসিয়াছিলেন।

তবেই বুঝ, এরূপ সম্মানিত জাতি কি কখন শূদ্র হতে পারে? আমার কথায় যদি তোমার আস্থা থাকে তবে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে পৈতা গ্রহণ করে বংশের ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল কর।

হরেন্দ্র। যে আজ্ঞে। আপনার কথা আমি শিরোধার্য্য জ্ঞান করলেম। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের সম্পাদক মহাশয় আমাকে যে সকল প্রমাণাদি দিয়েছিলেন, তাহাও আপনার প্রমাণাদির বাহির নয় তবে অনেক বেশী বটে।

স্মৃতি। তবে আমার কাছে বুঝি পরতাল দিতে এসেছিলে কেমন?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে হা!—

স্মৃতি। তা বেশ।—আমিও যথেষ্ট প্রমাণ জানি ও দিতে পারি কিন্তু তা একদিন দুইদিনের কর্ম্ম নয়। পৈতা গ্রহণ করে মধ্যে মধ্যে এস যত জানি এবং পারি, বলে দিব হাঁ!—তোমার মেয়ের বিয়ের কি হল হে?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে সেই জন্যও এত গোলে পড়েছি। একস্থানে খুব সস্তায় ঠিক করেছি, কিন্তু তাহারা উপবীতি কায়স্থ, আমাকেও পৈতা গ্রহণ করে কন্যা সম্প্রদান করতে বলেন।

স্মৃতি। এই কথা? যাও, যাও, শীঘ্র উভয় শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে ফেল।

হরেন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিল। পথে আসিতে আসিতে একবার নিজ পুরোহিত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতামত জানিতে প্রয়াসী হইয়া তাঁহার বাড়ীর অভিমুখে গমন করিল।

(৫)

রাজনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাহুড়বাগানে থাকেন। ব্যবসা কলিকাতায় যজমানী করা। যদিও তিনি কোন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন নাই, তথাপি

সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাকে তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াই জানে। এই তর্কপঞ্চানন মহাশয় আমাদের হরেন্দ্রের পুরোহিত।

হরেন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি প্রণামান্তে কায়স্থ-সুলভ অতি বিনয় সহকারে কহিল—"জেঠা ঠাকুর!" (হরেন্দ্রের পিতা তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে, সেকেলে ডাক "দাদা ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতেন সুতরাং হরেন্দ্র জেঠা ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।) নীহারবালার বিবাহ উপস্থিত। আমি পৈতা গ্রহণান্তে কন্যা সম্প্রদান করিব মনস্থ করিয়াছি, আপনার অনুমতি চাই।

কথা শুনিবামাত্র তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিষৎ প্রমাণ শিখা নাড়িয়া, অতি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন;—

"বেল্লিক! আমায় উপহাস করতে এসেছিস্?"

হরেন্দ্র। না জেঠা ঠাকুর! সত্যই।

তর্ক। কে তোকে এমন পরামর্শ দিলে? ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশাপে নির্ব্বংশ হতে?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে না—কেউ আমাকে পরামর্শ দেয় নাই। আমি নিজে যখন বুঝেছি তখন পৈতা গ্রহণে মনস্থ করেছি।

তর্ক। পৈতা এত সোজা জিনিষ নয় যে তুই শূদ্র হয়ে গলায় দিবি, আর সহ্য করবি। নির্ব্বংশ ত হবিই তারপর নরকে যাবি। ইহকাল পরকাল সব খোয়াবী। উপনয়নের অর্থ কি জানিষ? শোন! উপ+নী+অনট্—উপনয়ন। যে সংস্কার মানবকে বেদার্থী হইয়া আচার্য্য সম্মুখে নীত করে, তাহাকে উপনয়ন বলে। শাস্ত্রে বলে যজ্ঞোপবীত অতি পবিত্র বস্তু। উহা নবগুণ বিশিষ্ট। প্রত্যেক ত্রিগুণে এক একটী গ্রন্থি সমন্বিত। প্রত্যেক গুণে এক একটী দেবতা অধিষ্ঠিত জানিস?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে না।—

তর্ক। তবে শোন?

ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশ্চৈব বাসুকীপবনোঽনলঃ।
শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্য ইত্যর্ধে নবদেবতা॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, বাসুকী, অগ্নি, শুক্রাচার্য্য, সূর্য্য, সুরাচার্য্য ইত্যাদি নবদেবতা।

যজ্ঞোপবীত শব্দের অর্থ কি জানিস?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে না।

তর্ক। তবে শোন্!

যজ্ঞ+উপ+বী+তং=যজ্ঞোপবীতং। যজ্ঞ=বিষ্ণু, উপ=সামীপ্য, বী=গমন, তং=জীবাত্মা। বুঝলি এখন কি জিনিষ? সাপ ধরে খেলা করা বাবা! সোজা কথা নয়।

হরেন্দ্র। বেশত জেঠা ঠাকুর! এমন জিনিষ গ্রহণ না করা কি উচিত হয়?

তর্ক। তুই যে শূদ্র। শূদ্রের কি বেদে অধিকার আছে, না উপবীতে অধিকার আছে?

হরেন্দ্র। জেঠা ঠাকুর! অপরাধ নেবেন না। আপনার ভুল ধারণা, কায়স্থ শূদ্র নয় ক্ষত্রিয়।

বারুদ স্তূপে অগ্নি সংযোগ করিলে যে প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, আমাদের তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঠিক তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জলিয়া উঠিলেন। তোর পিতা গুরুদেবের মত মানত, বলত—কুলপুরোহিত আর কুলগুরু, এক জিনিষ। দাদা বলে ডাকত, তাই তোর রক্ষা নতুবা আজ তোর নিস্তার ছিল না। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া পূর্ব্বস্থলী, ইছাপুর প্রভৃতি স্থানের সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলী একত্র করিলে, আমার সমকক্ষ একটী পণ্ডিত বাহির হবেনা, আর তুই দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে বলিস কিনা আমর ভুল। আমার ভুল না তোর কায়েত গোষ্ঠির চৌদ্দপুরুষের ভুল। আমি বল্‌ছি কায়স্থ শূদ্র। নে আগুণ কর?

হরেন্দ্র। আমাকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন নতুবা বুঝব কি করে।

তর্ক। শাস্ত্রের কি বুঝবি বল দেখি? তোরা সব দু'পাতা ইংরাজী আর তার সঙ্গে রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি দু' একখানা সংস্কৃত বই পড়ে মনে করিস খুব সংস্কৃত শিখেছিস্। সে বিদ্যেতে শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝা যায় না। একদিন এসেছিল তোদের সেই কি যেন কি বটে হাইকোর্টের জজ ছিল।

হরেন্দ্র। স্বর্গীয় মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বোধ হয়?

তর্ক। হা—হা, বটে! বটে!! আমার সঙ্গে তর্ক করে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করতে। যখন শাস্ত্র বের করে দেখিয়ে দিলুম, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, যদি একবর্ণও তার বুঝতে পারে। বেশ করে বুঝিয়ে দিলুম যে তোমরা শূদ্র তখন মাথা হেট করে চলে গেল।

বুঝলি, শাস্ত্রের কথা কস্ নে। তবে যুক্তি তর্ক দ্বারা তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে তোরা শূদ্র।

হরেন্দ্র। বেশ—তাই দেন।

তর্ক। তোরা যদি ক্ষত্রিয় তবে তোদের পৈতা কৈ?

হরেন্দ্র। নিতে চাচ্ছি।

তর্ক। এতদিন কোথায় ছিল? পৈতা ছাড়া দ্বিজাতীয়ের জাতি থাকে? তারা ত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তোরা ক্ষত্রিয় হলেও শূদ্র।

হরেন্দ্র। আজ্ঞে না শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় না, ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

তর্ক। ঐ এক কথা, শূদ্র আর ব্রাত্য একই;—বর্ণান্তর মাত্র।

হরেন্দ্র। সে কি করে হতে পারে?

তর্ক। দেখ্ তোদের মত সুবল মিত্তিরের অভিধান পড়া বিদ্যা আমাদের নয়। বড় বড় সংস্কৃত অভিধান যা আমরা পড়েছি, বে'র কল্লে এখনই তোর মাথা ঘুরে যাবে।

হরেন্দ্র। জেঠা ঠাকুর! আমরা যদি শূদ্র হই, তবে আপনি ত শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ বটেন?

তর্ক। হাঁ—তা—ব—টে—না তা হব কেন! তোরাত আর সে রকম শূদ্র নস্। বহুদিন বংশ পরম্পরায় সাবিত্রী লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিস্। জানিস কি প্রাপ্ত বস্তু আর স্বীয় বস্তুতে অনেক তফাৎ; যেমন তুই মুদ্রা প্রাপ্ত হলি তখন সে মুদ্রাতে তোর অধিকার জন্মিল। সেই প্রকার শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাতে তোর অধিকার জন্মেছে ব'লে শূদ্র।

হরেন্দ্র। আবার সেই মুদ্রা যদি ত্যাগ করি, তবে ত আর আমার অধিকারে থাকবে না, তখন সেই প্রাপ্ত দোষ নষ্ট হতে পারে?

তর্ক। মনে কর তুই জ্বরপ্রাপ্ত হয়েছিস, এখন জ্বর তোর দেহ অধিকার করে বসেছে সুতরাং তুই জ্ব'রো রোগী। তেমনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিস শূদ্র তোকে অধিকার করে বসেছে সুতরাং তুই শূদ্র।

হরেন্দ্র। জ্বর ত ছাড়ে জেঠা ঠাকুর! শূদ্রত্ব কি ছাড়ে না?

তর্ক। জ্বর ছাড়ে বটে কিন্তু বৈদ্য ও ঔষধ প্রয়োজন। শূদ্রত্ব কি করে ছাড়াবি?

হরেন্দ্র। তাতেও বৈদ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করব! বৈদ্য আপনার ন্যায় বিজ্ঞ পণ্ডিত আর, ঔষধ—ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত।

তর্ক। তা হয় না। জাত আর জীবন একবার গেলে আর পাওয়া যায় না।

হরেন্দ্র। জীবন ত পাওয়া যায় জেঠা ঠাকুর! শুনেছি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য তেজে অনেককে জীবন দিয়েছেন। এখন কলিকাল বলে আপনারা কি আমাদের জাতটাও ফিরে দিতে পারবেন না?

তর্ক। আহা—দিতে কি আর পারা যায় না? নইলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য তেজ থাকে কি করে? কিন্তু তোমরা ফিরিয়ে নিতে পার কৈ?

হরেন্দ্র। ঐ কথাই ত বলছি জেঠা ঠাকুর! আমরা যদি না পারি তবুও আপনাদের দেওয়া উচিত।

তর্ক। তোমাদের বহু পুরুষ পরম্পরায় সাবিত্রী লোপ থাকা হেতু তোমরা আর সাবিত্রী অধিকার পাইতে পার না।

হরেন্দ্র। জেঠা ঠাকুর! আমি শুনেছি, বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচলিত হ'লে বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় লোপ পেয়েছিল, সেই সময় কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করত উপনয়ন ত্যাগ করেছিলেন।

তর্ক। মিথ্যা—মিথ্যা—কে বলে এমন কথা? সে মূর্খ।

হরেন্দ্র। গৃহিত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততঃকালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্।
দিব্যজ্ঞানং ততোদদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি যম্প্রোক্তা মুনিভি স্তত্ত্ববেদিভিঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পুতঃ কায়স্থসম্ভবাঃ॥

(মিশ্রকারিকা)

তর্ক। ঐ ত হল, তোমরা দীক্ষা গ্রহণে পবিত্র হলে বটে কিন্তু সাবিত্রী অধিকারে বঞ্চিত থাকিলে।

হরেন্দ্র। তা হলে আমরা ক্ষত্রিয়ত্ব কিরিয়ে পেলেন ত?

তর্ক। তা—এ—ক—র—কম বটেই ত।

হরেন্দ্র। যদি ক্ষত্রিয়ই হলেম তবে উপনয়ন সংস্কারে বঞ্চিত থাকিব কেন?

তর্ক। বুঝলে, সাবিত্রী একবার লোপ পেলে পুনঃ পাওয়া যায় না।

হরেন্দ্র। জেঠা ঠাকুর! অপরাধ নেবেন না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলন হওয়াতে কেবল কায়স্থগণই যে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নয়, ব্রাহ্মণগণ মধ্যেও অনেকে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তর্ক। কে বলে এমন কথা? কোথায় পেলি?

হরেন্দ্র। করকচা ঘটক মহাশয় তাঁহার কারিকাতে লিখেছেন;—

"এক বাপের দুই বেটা, দুই দেশেতে বাস।
বৌদ্ধ পেয়ে জাত খেয়ে কর্‌ল সর্ব্বনাশ।
পৈতা ছাড়ি পৈতা চায় বৈদিক দেয় পাতি।
কর্ম্ম খেয়ে ধর্ম্ম হ'ল বারেন্দ্র অখ্যাতি।"

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাক্‌কালে কান্যকুব্জ ব্যতীত কুত্রাপি সদাচারি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। যথা:—

সংপ্রবিষ্টেকলৌঘোরে বৌদ্ধধর্ম্মসুরদ্বিষাম্।
অধিকৃতা খিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জ বিনাস্থিতঃ॥

অর্থাৎ ঘোর কলিকালে কান্যকুব্জ ব্যতীত সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মে অধিকার করিয়াছে। সেই জন্যই আমার বোধ হয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পরে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে সংস্কৃত করেন।

তর্ক। তা যাই হউক। কায়স্থ ক্ষত্রিয় তাহা আমি অস্বীকার করছি না। তবে তাহারা বরাবর শূদ্রবৎ ব্যবহার ক'রে আস্‌ছে, তাহাই কর্‌বে এই হ'ল আমার কথা।

হরেন্দ্র। না জেঠা ঠাকুর! তা নয় তা নয়। তাঁহাদের পৈতা নাই এই যা, তা ছাড়া কোন ব্যবহারই তাঁহাদের শূদ্রবৎ নয়।

তর্ক। কৈ আমাকে দেখিয়ে দাও ত?

হরেন্দ্র। দেখুন, ব্রাহ্মণগণ আগমমতে আমাকে দীক্ষিত করেন। গুরুপূজা, শিবপূজা, শক্তিপূজা, ব্রাহ্মণগণ যে বীজ মন্ত্র দ্বারা যে প্রণালীতে ধ্যান প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদন করেন, কায়স্থগণও তদনুসারে ঠিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন এবং সে শিক্ষা আপনারাই দিয়া থাকেন। তারপর অতি গোপনীয় বীজ মন্ত্র দ্বারা কায়স্থগণকে দীক্ষিত আপনারাই করিয়া থাকেন। যদি কায়স্থ শূদ্র হইত তবে কি বীজমন্ত্র তাঁহাদের কানে দিতেন? তারপর দেখুন স্মৃতি-শাস্ত্র অনুসারে শ্রাদ্ধ বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া যে যে মন্ত্র দ্বারা ও যে যে প্রণালীতে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সেই সেই প্রণালীতে সেই সেই মন্ত্র

দ্বারা কায়স্থগণও সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এবং তাহা আপনারাই করাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া যদি আপনি বলেন, আমি আরও অনেক প্রমাণ আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতে সম্মত হব।

তর্ক। আরে—বাপু!—আমি আর ও সব জানি না। বল্‌ছিইত কায়স্থ শূদ্র নয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে শূদ্রবৎ ব্যবহার কর্‌ছে।

হরেন্দ্র। না জেঠা ঠাকুর! আপনি একথা বল্‌তে পারেন না। আমরা কখনই শূদ্রবৎ ব্যবহার করি না।

তর্ক। আমি ত বল্‌ছি বাপু! তোমরা ক্ষত্রিয় কিন্তু উপবীত নাই বলে শূদ্রবৎ।

হরেন্দ্র। তা হলে আপনি বল্‌তে চান যে পৈতা না থাকলে ক্ষত্রিয়ত্ব থাকে না?

তর্ক। নিশ্চয়! নিশ্চয়!! ব্রাত্যত্ব—শূদ্রত্ব জন্মে।

হরেন্দ্র। জেঠা ঠাকুর! পুরাকালের দুই একটা প্রধান ক্ষত্রিয় রাজবংশের পরিচয় দিব, যাঁহাদের বংশে উপনয়ন সংস্কার আদৌ ছিল না। যথা:—

অন্ধ্র, ভোজ, এবং বৃষ্ণি বংশ।

তর্ক। কোথায় পেলি?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে—মহাভারতে বর্ণিত আছে।

তর্ক। রাখ্‌ত বাপু! মহাভারত আগে দেখি যদি থাকে তবে স্বীকার করব নতুবা নয়।

এই বলিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার সংবেধন নীলমণি মহাভারত খানি বাহির করত বেশ করিয়া ওলট পালট করিয়া হরেন্দ্রের প্রতি বলিতে লাগিলেন;—"আছে বটে,—কিন্তু মহাভারতের উপর নির্ভর করে শাস্ত্রের মীমাংসা চলেনা বাবা!

হরেন্দ্র। মনুতে আছে, উপবীত ও অনুপবীত উভয়বিধ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন অশৌচ অতএব অনুপবীত ক্ষত্রিয় আছে নিশ্চয়ই।

তর্ক। হাঁ—হাঁ—মনুতে একটা বচন আছে বটে।

হরেন্দ্র। এই দেখুন জেঠা ঠাকুর! আপনি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন. বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতের আসনে বসেছেন, বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় বাস করছেন। বয়সেও আশী পেরিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে বসেছেন।

তর্ক। আশী কি গো? পচানব্বই পেরিয়ে ছ্যানব্বইএর দশ মাস গেল আর কি?

হরেন্দ্র। তা হবে বৈকি? কিন্তু জেঠাঠাকুর! মানুষ কি অভ্রান্ত বলতে পারেন?

তর্ক। তা কি হয় গো! তবে আর কেন বলেছে "মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ।"

হরেন্দ্র। তাই বলছি, আপনি ত আর অভ্রান্ত নন। কতদিন পূর্ব্বে ঐ সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, এখন কি আর স্মরণ আছে? তাই বলছি একটু ধরিয়ে দিলে বেশ মনে পড়ে।

তর্ক। তা বটেই ত।

হরেন্দ্র। তবে এখন বলুন আপনি কুলপুরোহিত, কুলগুরুর সমতুল্য। আমি এখন কি করব?

তর্ক। তোমরা ক্ষত্রিয় ঠিক, তবে পৈতা গ্রহণের কি দরকার, অনুপনীত ক্ষত্রিয়ও আছেত? পৈতা গ্রহণ করলেই বড় হাঙ্গাম, বাপু! ত্রিসন্ধ্যা করা চাই, নতুবা মন্দ বই ভাল ফল হবে না।

মন্ত্র নিয়ে জপ নাহি করে যেইজন।
সেই মন্ত্র হয় তার সংহার কারণ॥

বুঝলে বাবা!

হরেন্দ্র। সেত বুঝি কিন্তু নীহারের বিয়ে বন্ধ হয় যে; এক ভদ্রলোক বিনাপণে পুত্র দিতে চেয়েছেন কিন্তু আমাকে পৈতা নিতে হবে নতুবা হবে না।

তর্ক। তা দেখ, হরিবাবু প্রভৃতি আছেন, যাঁহারা তোমার মুরব্বী তাঁদের জিজ্ঞাসা কর। সবাই যদি মত দেয় নিতে পার।

হরেন্দ্র। আপনি?

তর্ক। দুধ চেয়ে সর মিষ্টি অধিক। নীহারের বিয়ে যখন আবদ্ধ তখন মত না দিয়ে আর কি করি বল? কায়েত বামুনের কন্যাদায় বড় সোজা কথা নয়।

হরেন্দ্র। শুধু মত দিলে চলছে না। আপনি আমায় ত্যাগ করবেন না স্বীকার করুন।

তর্ক। বিষম সমস্যা—কি করি? তবে এ কথা বলতে পারি না যে

তোমাকে ত্যাগ করব। তবে পৌরোহিত্য করতে আপাততঃ পারছি না। আমি অনুমতি দিলাম অন্য পুরোহিতের বন্দোবস্ত কর, আমি উপস্থিত থাকব।

হরেন্দ্র। বেশ—তাই হবে, আপনি উপস্থিত থাকবেন, দেখবেন যেন অক্রিয়া না হয়। আমি উপযুক্ত প্রণামী আপনাকেও দিব।

তর্ক। রাম! রাম! সেকি কথা গো!—আচ্ছা সেই হবে।

হরেন্দ্র পুরোহিত মহাশয়ের আদেশ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী আসিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া কন্যাদানে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

(৬)

আজ হরেন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে খুব ধুম্। কুটম্ব কুটম্বিনীতে বাড়ী ভরপুর। বালক বালিকাগণের হাস্য রোদন ধ্বনিতে ক্ষুদ্র বাড়ীখানি মুখরিত হইতেছে। আজ নীহারবালার বিবাহ। পাশের বাড়ীতে শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় বরযাত্রগণসহ মহানন্দে নিমগ্ন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় যদিও পৌরোহিত্য করিতে সাহসী হন নাই বটে কিন্তু অধ্যক্ষতা পদে বরিত হয়েছেন। তিনি, অর্দ্ধহস্ত পরিমিত নল সম্বলিত একটী নারিকেল ডাবা হাতে লইয়া, তালতলার চটী পায়ে দিয়া, ফুট পরিমাণ দীর্ঘ শিখাতে রক্তজবা ফুল বাঁধিয়া, গায়ে দশমহাবিদ্যা নামাঙ্কিত সিল্কের নামাবলী দিয়া একবার এ বাড়ীতে একবার পাশের বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছেন। এমন সময় হরিবাবু এসে বল্লেন, "তর্কপঞ্চানন মহাশয় যে,—এযে পৈতাধারী কায়েতের বাড়ী?"

তর্ক। পৌরোহিত্য করছি না ত?

হরি। তবে কি পাণ্ডিত্য করছেন?

তর্ক। না হে।—অধ্যক্ষতা করছি।

হরি। বেশ ভাল—ভাল! বলি হরেন্দ্র ঘোষ অত বড় একটা অপবিত্র জিনিষ গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে,—যাকে স্পর্শ করলে দেহ মন এমন কি বাড়ীখানা পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়! যে গ্রহণ করে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। আর আপনি চণ্ডালের অপবিত্র বাড়ীতে অধ্যক্ষতা করে ধর্ম্ম রক্ষা করছেন?

তর্ক। এমন কথা আমি কোন দিনই বলি নাই। তবে তোমরা ডাকনাই বলে আসি নাই। হরেন্দ্র ডেকেছে এসেছি।

হরি। তবে আর পৌরোহিত্য করছেন না কেন? হাতের চৌষট্টি মুদ্রা বেহাত হচ্ছে?

তর্ক। করব না যে তার কোন মানে নাই, তবে যে ব্যক্তি হরেন্দ্রের পৈতা দিয়েছে সেই ব্যক্তিই কন্যা সম্প্রদানের পৌরোহিত্য করবার ন্যায্য অধিকারী।

হরি। তা হোক—আমি যদি কুলপুরোহিতকে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করাই তাতে আচার্য্য গুরুর কি? তিনিও পুরোহিত নন, গুরু বটেন। তারপর শরৎবাবু বলেছেন, যিনি কন্যা সম্প্রদান করাইবেন, তিনি যদি বিচক্ষণ পণ্ডিত হন তবে তাঁহাকে চারি মোহর অর্থাৎ চৌষট্টি মুদ্রা দক্ষিণা দেবেন। আপনার ন্যায় বিজ্ঞ পণ্ডিত বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই এবং আপনিই বহু পুরাতন পণ্ডিত এমন কি আপনি যে যে স্থানে অধ্যয়ন করিয়াছেন, বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ সে সকল চতুষ্পাঠীর নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত নন, সুতরাং আপনি কন্যা সম্প্রদান করাইলে আমাদের বড়ই তৃপ্তি হইত।

তর্ক। তা—একজন ব্রাহ্মণের জীবিকায় আঘাত—সেটা উচিত হয় না হে!

হরি। তাঁহাকে ত শরৎবাবু চারি মোহর দক্ষিণা দিবেন না। তিনি এক মোহর পাবেন। আপনি সম্প্রদান করাইলেও তিনি এক মোহর পাবেনই।

তর্ক। তাহলে কোন আপত্তির কারণ নাই। বেশ—তোমরা বলছ,—হরেন্দ্রকেও ছোট ভাইয়ের ছেলের মত দেখি। সম্বন্ধে নীহার আমার নাতিনী, শরৎবাবু অতি সজ্জন ব্যক্তি, আমার দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হলে যদি তাঁহার এবং তোমাদের সবিশেষ তৃপ্তি সম্পাদিত হয়, করাব। কিন্তু হে! দেখ তোমাদের "কায়স্থ-সমাজ" পত্রিকায় ছাপিয়ে দিও আমি পৈতার দলে সম্মতি দিয়েছি। অতঃপর যেন সভা সমিতিতে ও উপনয়ন কেন্দ্রে আমাকে বরণ করে।

হরি। এর চেয়ে কায়স্থ জাতির গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে। আপনার ন্যায় দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সম্মতি দিয়েছেন এবং পৌরোহিত্য করছেন, একথা ছাপিয়ে দেওয়া কেমন? আপনি দেখতে পাবেন বিয়ের পর দিনই, পত্রিকায় আপনার নাম উঠবে।

তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত হরিবাবুর কথোপকথন হইতেছে। এমন

সময় হরিবাবুর ইঙ্গিত মত শরৎবাবু আসিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে যথাবিধি প্রণামান্তে বিবাহ সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত করজোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয়, সাধু! সাধু!! বলিয়া অতি আহ্লাদ সহকারে আলাপ আরম্ভ করিলেন।

তর্ক। আপনার নিবাসত মেদিনীপুর। সে অঞ্চলে সমস্ত কায়স্থের কি পৈতা হয়ে গিয়েছে?

শরৎ। প্রায় সকলেরই।

তর্ক। অশৌচের কি রকম ব্যবস্থা, আপনাদের মধ্যে হচ্ছে?

শরৎ। দ্বাদশ দিন অশৌচ সকলেই প্রতিপালন করছেন।

তর্ক। ঐটা না করলে ব্রাহ্মণ সমাজের কোনও আপত্তি হ'ত না।

শরৎ। অশৌচ ধরিয়া কোন আপত্য করা না করা উভয়ই সমান।

তর্ক। না গো! তা বলছিনা। অশৌচটা যেমন ১ মাস করতেন, পৈতা গ্রহণ করে সেই মত করলেই ভাল ছিল।

শরৎ। এ কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেম না।

তর্ক। কথা আর কি? চির দিন ৩০ দিনে অশৌচান্ত করেছেন, এখন ১২ দিন অশৌচান্ত গ্রহণ করলে, অশৌচের ১৮ দিন থেকেই যাচ্ছে। এর মধ্যে ক্রিয়া করাইতে ব্রাহ্মণগণের আপত্য, জলগ্রহণও নিষিদ্ধ।

শরৎ। ৩০ দিন অশৌচ কোন বর্ণের বিধেয়?

তর্ক। শূদ্রের।

শরৎ। শূদ্রের ক্রিয়া সম্পাদন করা এবং তাঁহাদের বাড়ীতে জলগ্রহণ করা কি ব্রাহ্মণের বিধেয়?

তর্ক। না হে! ওটা দেশাচারের কথা বলছি। তোমরা আর শূদ্র নও।

শরৎ। তবে আসুন। অশৌচ কার কত দিন এ বিষয়ের মীমাংসা করতে গেলে খুব সহজে মীমাংসিত হয় না। আমি পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল ভ্রাতৃগণের সহিত আলাপ করেছি, তাতে জেনেছি কায়স্থ জাতির অশৌচ ঐ দেশে ১২ দিন হ'তে ৪৫ দিন পর্য্যন্ত আছে। অথচ সকলেই পৈতাধারী। বলুন কি মীমাংসা করা যেতে পারে? আমি দেখতে পাচ্ছি, আজ কাল আমাদের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বিদ্যা যতই থাকুক কিন্তু তাঁহাদের দূরদর্শনটা খুবই অল্প সীমায় আবদ্ধ। অনেক ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি, পশ্চিম দেশে যে কায়স্থ জাতি

আছেন, সেইটাই তাঁহারা জানেন না। অথচ কায়স্থ জাতির বর্ণ বিচারে বাকবিতণ্ডা করেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পশ্চিমে কায়স্থ বলে কোন জাতি নাই। লালা নামক এক প্রকার পৈতাধারী জাতি আছে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের এক শাখা মাত্র। তাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? তোমাদের স্পর্শ জলও তাহারা গ্রহণ করিবে না।

তর্ক। হাঁ—হাঁ—বটে! বটে!! আমি যখন ৺গয়া ধামে গিয়াছিলাম, সেই সময় আমাদের গয়ালীর এক ম্যানেজার ছিলেন, আমি তাঁহাকে জাতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "লালা আমি বুঝতে পারলেম না। তখন তিনি লাল রংএর পৈতা দেখিয়ে বললেন—আমি ক্ষত্রিয়, এই লাল পৈতা দেখছেন, আমার যত স্বজাতীয় এই লাল পৈতা ধারণ করেন।

শরৎ। আপনি ভুল শুনেছেন, সঙ্গে আরও একটু বলেছিলেন "লালা কায়েত।" ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও লিপি-ব্যবসায়ী। এই মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ পশ্চিমে 'লালা কায়স্থ' এবং বাঙ্গালায় কায়স্থ নামে অভিহিত হন।

তর্ক। আপনি তবে পশ্চিম দেশে খুব বেড়িয়েছেন?

শরৎ। প্রত্যেক বৎসর পূজার বন্ধে পশ্চিম অঞ্চলে যেয়ে থাকি। সে দেশে বহু কায়স্থের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মেছে। সে দেশে গিয়ে তাঁহাদের বাড়ীতে বিশেষ সমাদরে অবস্থান করে থাকি।

তর্ক। তাঁহাদের হাতে খেয়ে থাকেন কি?

শরৎ। নিশ্চয়ই খেয়ে থাকি।

তর্ক। তাঁহারাও আপনাদের ছোঁয়া জলও খাবেন না?

শরৎ। কে বলেছে? যতদিন আমাদের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ছিল, ততদিন ছিল বটে। সমাজ-হিতৈষী-স্বজাতি-প্রাণ মহাত্মা স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের কল্যাণে এখন সে বাধা খণ্ডিত হয়েছে। ১৯১২ সনের সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনে পশ্চিম দেশীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, আমাদের সহিত একপংক্তিতে বাঙ্গালী কায়স্থদের পরিবেশনে অন্ন গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ এবং বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। সেই হ'তে আর কোনও বাধা নাই।

তর্ক। বটে! আপনারা তবে লালা কায়স্থদের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছেন?

শরৎ। এইত যা দেখলেন, এখন বলুন দেখি, তাঁহাদের যদি পৈতা থাকে

তবে আমরা পৈতা গ্রহণ করলে দোষ কি? মনে করুন আপনি প্রকাশ্য ভাবে একজনের হাতে অন্ন গ্রহণ করছেন, অথচ সমাজেও চলছেন তখন তাকে কি বলা হবে? হয় আপনার স্বজাতীয়, নয় আপনার হ'তে উচ্চ জাতীয়। আপনারা লালা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করবেন, তাঁহাদের পৈতা অধিকার মানবেন, আর তাঁহারা আমাদের হাতে অন্নগ্রহণ করবেন, আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিবেন, অথচ আমাদিগকে শূদ্র বলবেন, পৈতার অধিকারী স্বীকার করবেন না, এটা কি ঠিক বিচারমত কথা বলছেন না গাত্রদাহের পরিচয় দিচ্ছেন?

তর্ক। না বাবা! আমিত মত দিয়েছি। আমি বহু পূর্ব্ব হতেই জানতেম যে কায়স্থ উচ্চ জাতি, শূদ্র নয়, তবে আমার কাছে কেউ সে বিষয় নিয়ে এসেছিল না বলে কোন কথা বলি নাই।" আজ কালের পণ্ডিতদের মত আমার "কন্‌বচর" (ক্যান্‌ভাচার) নাই বা গায়ে পড়ে কথা বলা অভ্যাস নাই।

শরৎ। আপনি বাঙ্গালার বিখ্যাত পণ্ডিত তা আমি মেদিনীপুর হতেই জানি। আপনার চতুষ্পাঠী কোথায়? এই কলকাতায় কি?

তর্ক। না বাবা! আমি ও সব খেজালদ পছন্দ করি না।

শরৎ। আজ্ঞে—আপনাদের অধ্যাপনা কার্য্যটা হচ্ছে চর্চ্চা রাখবার জন্য পাছে ভুলে যান।

তর্ক। সে গোড়াতে ছিল। বহু ছাত্র আমার নিকট অধ্যয়ন করত। সে আমাদের দেশে, কলকাতায় এসে ও সব ঝঞ্ঝাট করি নাই।

শরৎ। তা বটেইত। আর এখন বয়স হয়েছে। যাই হউক আপনার ন্যায় একজন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ দেশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের চরণ দর্শন করে ধন্য হলেম।

তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য যে কি ছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ অবগত নন, আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ভীষণ তার্কিক জানি, বোধ হয় সেইজন্য তাঁহার তর্কপঞ্চানন উপাধি হইয়া থাকিবে আর একটী বিদ্যা তাঁহার ছিল, তিনি ধর্ম্মঘট পাকাইতে খুব ওস্তাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকের ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড করায় তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর কাহাকেও আমরা জানি না। সেই জন্য তিনি পণ্ডিত সমাজেও বিশেষ সম্মানিত হইতেন। মানুষ মন্দ পরামর্শটা যত সত্বর গ্রহণ করে ভালটা তত শীঘ্র লয় না।

এই সকল কারণেই হরেন্দ্র, হরিবাবু, এবং শরৎ বাবু তাহাকে এবম্বিধ তোয়াজ করিতেছেন।

শরৎবাবু মেদিনীপুর হইতে আসিবার কালে তত্রত্য পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা বিবাহের লগ্ন নিরূপণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তবুও সেটা, তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের মনস্তুষ্টির জন্য একবার তাঁহাকে দেখাইলেন। এবং শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার প্রার্থনা করিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় অনেক ক্ষণ পঞ্জিকার পাতা ওলট পালট করিয়া বলিলেন,—"যে ব্যক্তি লগ্ন করেছেন, তিনি জ্যোতিষে কিছু কাঁচা বটেন, ১১টা ১০ মিনিটের পর হইতে ২টা ১০ মিনিটের পর্য্যন্ত করেছেন কিন্তু তা হবে না, রাত্রি ১১টা ৩০ মিনিটের পর ২টা ৫ মিনিটের মধ্যে সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদন করতে হবে।

যে আজ্ঞা তাহা হবে বলিয়া শরৎবাবু প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয়, কিয়ৎকাল পরে চৌষট্টি মুদ্রার আগমন আকাঙ্ক্ষায় ভাদ্রকুটের শ্রাদ্ধে নিমগ্ন হইলেন।

রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের পর ২টা ৫ মিনিটের মধ্যে সুতহিবুকযোগে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীমান্ শিশিরকুমারের করে শ্রীমতী নীহারবালার শুভ সম্প্রদান কার্য্য আরম্ভ হইল। এমন সময় শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেন—সম্প্রদানের কালে বর ও কন্যায় পরিধেয় বস্ত্র আমি দিব।

তর্ক। তা হতে পারে না। আপনার প্রদত্ত কোনও দ্রব্য বর ও কন্যার গাত্রে থাকিতে হরেন্দ্র কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে না। ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

শরৎ। আমি যে বস্ত্র দিতেছি উহা আমার নহে, বে'ন ঠাকুরুণের হাতে কাটা চরকায় সুতা যাহা বে'ই মহাশয় আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তাহার দ্বারা আমার তৃতীয় পুত্র নিজ হাতে, নিজ তাঁতে এই কাপড় তৈরী করেছে, সেই কাপড় সুতরাং উহাতে আমার কোনও স্বত্ব নাই।

তর্ক। বটে! আপনার ভিতর এত রগড় আছে?

হরি। আদর্শ মহাপুরুষ, ত্যাগের দ্বিতীয় অবতার, আদর্শ সমাজের জীবন্ত ছবি। আজকাল এরূপ মহাপুরুষ কয়জন দেখা যায় বলুন দেখি তর্কপঞ্চানন মহাশয়?

তর্ক। তা বটেই ত।

হরি। এখন বলুন বস্ত্রে হরেন্দ্রের অধিকার আছে কিনা?

তর্ক। হরেন্দ্র, এ বস্ত্রের ঠিক অধিকারী নয় বটে তবে একটা কথা আছে, "দ্রব মূল্যেন শুদ্ধতি" শরৎবাবু কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করিলে আর কোনও দোষ থাকে না।

শরৎ। আমি মূল্য পাইতে পারি না। স্থত, বে'ই মহাশয়ের। আমার ছেলে কিছু মজুরী পাইতে পারে।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে বস্ত্র নির্ম্মাণের কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক প্রদানান্তে শরৎবাবুর প্রদত্ত কাপড় পরিধান গ্রাহ্য হইল।

হরেন্দ্র যথাবিধি বস্ত্রাদি ও গ্রন্থিযুক্ত পৈতা দ্বারা শ্রীমান্ শিশিরকুমারকে বরণ করিল।

পরামানিক শ্রীমান্ শিশিরকুমারের কাপড় বদলাইয়া দিতেছে, কটিদেশে অসিবদ্ধ দেখিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কোমরে ওটা ঝুলছে কি ?"

শরৎ। অসি।

তর্ক। অসি কেন ?

শরৎ। ক্ষত্রাচার।

তর্ক। পৈতা গ্রহণ পরে বুঝি এ প্রথা বাহির করেছেন ?

হরি। আজ্ঞে-না উহা আমাদের কায়স্থ সমাজে চিরদিন প্রচলিত আছে। তবে তাহা অতি ক্ষুদ্র আকারে ব্যবহৃত হইত যাহাকে লোক ছুরী বলিয়া থাকে। শরৎবাবু একটু বড় রকমের প্রস্তুত করে নিয়েছেন।

শরৎ। দেখুন তর্কপঞ্চানন মহাশয়! এটাও আমাদের একটা ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ বিশেষ। আপনি বোধ হয় জানেন, কায়স্থ জাতির বিবাহযাত্রা সময়ে বর "মুচী কাটারী" সঙ্গে লইয়া যায়। মুচী ঢালের পরিবর্ত্তে ও কাটারী (ছুরী) অসির পরিবর্ত্তে ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রকার আমাদের বিবাহের প্রতি অঙ্গ ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকে।

অতঃপর যথাশাস্ত্র কন্যা সম্প্রদান ইত্যাদি শুভ কর্ম্ম যথাবিধি সুনির্ব্বাহ হইলে, শরৎবাবু তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ৪টী মোহর এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথাসাধ্য ও সম্ভব প্রণামী দিয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন।

উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ তাহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন।

(৭)

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর বসু

মহাশয়ের একখানি পত্র পাইয়া ব্যথিত, দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। কৃষ্ণসুন্দরবাবু পত্রে লিখিয়াছেন,—

"প্রিয় মিত্র মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন—শ্রীমান নরেন্দ্রর শুভ বিবাহ সর্ব্বপ্রকার দাবি দাওয়া রহিতে সুনির্ব্বাহ করিবেন, এবং কুলীনের কন্যা ঘরে আনিবেন। আপনি নিজে কুলীন, আমিও কুলীন সুতরাং শ্রীমান কুলীনের পুত্র এবং দৌহিত্র, উভয়ই বি-এ পাঠী, এমত অবস্থায় ঐ প্রকার কার্য্যে, একাধারে কুল ও বিদ্যার মর্য্যাদা নষ্ট হইতেছে, সুতরাং আমি মত দিতে পারিলাম না জন্য দুঃখিত, আশা করি ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি।

"আপনার শ্রীকৃষ্ণসুন্দর।"

দুর্গাবাবু সহধর্ম্মিনী প্রভাবতীকে ডাকিয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া বলিলেন, কৃষ্ণবাবুর আক্কেল দেখত ?

প্রভা। কোনও দিন তোমার আক্কেল, তার চেয়ে কম ছিল না।

দুর্গা। সে তখন আমি অন্ধ ছিলাম: এখন চোখ ফুটেছে।

প্রভাবতী। কৃষ্ণবাবু এখনও অন্ধ আছেন বলেই ঐ রকম লিখেছেন।

দুর্গা। পাত্রের কি জবাব দেব বল দেখি ?

প্রভা। তোমরা কুলীন জাতি, যা তোমার খুসী লিখে দাও। তবে একটা কথা তাঁকে জানিয়ে দিতে পার;—যদি তাঁহার একটী মেয়ে থাকত তবে কি রকম করতেন ? একমাত্র ছেলে, শৈশব হতে তার যাবতীয় ভার আমার উপর চাপিয়ে আছেন। অবস্থাত এই।

দুর্গা। না না তা লেখা যায় না—মনে কষ্ট পাবে।

প্রভা। কষাইদের কি কখন মনঃকষ্ট আছে ? সুখ দুঃখ অনুভব যাঁদের থাকে তাঁরা মানুষ; মানুষের পরদুঃখ কাতরতা, জীবে দয়া, সমাজে নারা থাকে; কষাইদের কিছুই থাকে না, সুতরাং মনঃকষ্ট পাবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

সমালোচনা

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি। হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী—১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কাপড়ে বান্ধাই মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

গ্রন্থখানিকে যে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে হইয়াছে, তাহাতেই ইহার গুণ ও জনসমাজের নিকট আদরের আভাস প্রকটিত হইতেছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় যে বলিয়াছেন 'জগতে এক মহান্ উন্নতির স্রোত অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিতেছে।......কত জাতি উন্নতির পথে উঠিতেছে। কোন জাতি নিজেদের দোষে অনবত হইয়া পড়িল। তাই বলিয়া উন্নতির স্রোত বন্ধ হইতে পারেনা। সেই জাতির ভগ্নাবশেষ লইয়া আর দশ জাতিকে আরও অধিকতর উন্নতিতে আরোহণ করিতে দেখা যায়।' জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই কথাটীকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জগতের সৃষ্টির সময় হইতেই যে এই উন্নতির স্রোত বহিয়া আসিতেছে তাহা তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে বেশ ভালরূপেই বুঝা যায়। গ্রন্থমধ্যে বহুস্থলে বহু উন্নত-ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে।

প্রভাতী। হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী—২৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কাপড়ে বান্ধাই মূল্য ৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—৫নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াশাকো, কলিকাতা।

এই পুস্তকে "প্রভাতের আহ্বান" প্রভৃতি ছত্রিশটী সন্দর্ভের দ্বারা ভগবানে আন্তরিক অনুরাগ অর্পিত হইয়াছে। চিরপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকথাগুলিকে গ্রন্থকার তাঁহার সরল সুন্দর ভাষায় সুনিপুণ কৌশলের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হৃদয়ে একটা ধর্ম্মভাব স্বতই জাগিয়া উঠে।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা। ১৩৩২ সালের বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ।৴৹ আনা। এবার আমাদের সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আইনায় এবং মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্মৃতির ব্যবস্থা সংশোধক হওয়ায় পঞ্জিকাখানি সুন্দর হইয়াছে।

বিরাট বংশাবলী (প্রথম প্রবাহ)—৺শিবনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সঙ্কলিত। মুদ্রণ ব্যয় ৶১০ আনা। কোচবিহার হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকে বাজু-সমাজের উৎপত্তি ও কুলবিধি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও, ইহা পাঠে প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তকখানিতে সমাজ-তত্ত্ব সম্পর্কীয় বৃত্তান্ত আলোচিত হওয়াতে সমাজতত্ত্ববিদ্গণের নিকট আদরণীয় হইবে, এই প্রকার আশা করা যায়। বর্ণিত বৃত্তান্ত মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বাজু সমাজের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। বাজু সমাজ কখনও সমাজপতির অধীনতা স্বীকার করে নাই ও এই সমাজের শাসন তন্ত্র একটী জমিদার সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজা পরমানন্দ প্রবর্ত্তিত কুলজ্ঞ শ্রেণীভুক্ত কায়স্থ এ সমাজে তৎকালে ছিল না।

রবি। মহারাজকুমার শ্রীনরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা ও শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ সম্পাদক, আগড়তলা "কিশোর সাহিত্য সমাজ" হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২।৶৹, প্রতি সংখ্যা ৷৴৹, ত্রৈমাসিক পত্র।

আমরা প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পাইয়াছি, ইহাতে গদ্য পদ্য যে ২২টী লেখ পড়িলাম, তাহার মধ্যে সম্পাদক মহারাজ কুমার লিখিত 'রবিকরে উঠল প্রথম' গানটী ও স্বর্গীয়া আনন্দমোহিনী দেবীর 'কোথা তুমি' পদ্যটী ভাল লাগিল। অন্যতম সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বাবুর লিখিত 'রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর', অধ্যাপক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত 'যযাতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয়' পড়িয়া অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া গেল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লিখিত 'কবি গোবিন্দ দাসের গীতি কবিতার এক অধ্যায়' পড়িয়া লেখকের সমালোচনা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, অধ্যাপক হেমন্তকুমার বসু এম-এর 'অনন্তমূল' দার্শনিক প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। 'ময়মনসিংহের গীতাবলি' লেখক রায় বাহাদুর ডি-লিটের রিপুকর্ম্ম কৃত প্রবন্ধ সৌন্দর্য্যহীন হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধ ভালই বোধ হইল। এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বার্ষিক অধিবেশন :—

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন, মফঃস্বলে করার জন্য ৺শারদীয়া পূজার পর দুই তিন স্থানের আহ্বান আসিয়াছে—কিন্তু অধিবেশনের সময় সন্নিকট, অথচ এখনও কেহকে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে না। শুনা

যায় অপরেরা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। কোথাও কোথাও দুই একজন রাজনৈতিক নেতার মুখে একথাও শুনা গিয়াছে যে, তাঁহারা বিচ্ছিন্ন বিরাটের একতা না করিয়া—সম্প্রদায়বিশেষের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন না—তাহাতে নাকি তাঁহাদের সাধ্য স্বরাটলাভে বিভ্রাট ঘটিবে। সমাজ-চিন্তাশীল সুধীবৃন্দ বুঝিয়া দেখুন। বার্ষিক অধিবেশন এবার কলিকাতায়ই করিবার আয়োজন করা যাইতেছে, যাহা স্থির হয় সভ্যবৃন্দ শীঘ্রই পত্রে জানিতে পারিবেন।

সভাসমিতি :—

জৌনপুর হইতে দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক ভারতীয়-কায়স্থ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোকুলাণ শ্রীবাস্তব বি-এ, এল্-এল্-বি লিখিয়াছেন—'আগামী বড়দিনের বন্ধে কানপুরে Congress হইবে, ঠিক ঐ সময়ই আমাদের কায়স্থ মহাসম্মেলনের দিন; এজন্য আমরা ঐ বন্ধের মধ্যে কংগ্রেসের তিন দিন বাদ দিয়া কায়স্থ-সম্মেলন করিতে চাহি, তাহাতে আমাদের সমাজ হিতৈষী কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দের কি মত এই সময় জানাইলে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।' অতএব আমাদের সভ্যবৃন্দ আপনাপন মতামত এই সময় জৌনপুরে কিম্বা আমাদিগকে লিখিয়া জানাইবেন।

ইতোমধ্যে মুঙ্গের-কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, পাটনায় একটী স্থায়ী কায়স্থ সভার আয়োজন হইতেছে। গয়ার কায়স্থ-সভা স্বজাতির কল্যাণে একটী বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন। তথায় একটী কায়স্থ ব্যবহারিক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বদান্যবর ভূম্যধিকারী আথোরী শ্রীযুক্ত প্রেমনারায়ণ বর্ম্মা বিদ্যালয় স্থাপন ও ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদ্যালয়টীকে শুধু কায়স্থছাত্রের তথা বিনাবেতনে দরিদ্র কায়স্থ বালকের শিক্ষা এবং সে শিক্ষায় ইংরাজী থাকিবে শুধু ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন। উৎযোগীগণ এই আশ্বাস পাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রেমনারায়ণ বাবুর সৎপ্রস্তাবের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি।

আমাদের বৃদ্ধ স্বেচ্ছাপ্রচারক ও লেখক চট্টগ্রাম কেলিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস ৪৲ টাকা ব্যয় করিয়া ২৬ মাইল দূরে মুজাপুরে গিয়া সমাজের উদ্দেশ্যাবলীর প্রচার করায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

প্রতিজ্ঞাপত্র :—

এবার গয়ার কায়স্থ মহাসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব মধ্যে বিবাহে পণপ্রথার

সঙ্কোচ ও যৌতুক (তিলক) প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহাতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বহু গণ্যমান্য দেশ-প্রসিদ্ধ নেতাই স্বাক্ষর করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় কার্য্যবিবরণীর (৫-গ) প্রস্তাবে আমাদের সমাজ হইতে যে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র আমাদের সভ্যবর্গের সমীপে উপস্থিত করা হইতেছে, আশা করি, স্বজাতির কল্যাণকামী মহোদয়গণ অনুরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া এখানে পাঠাইবেন ও আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে আদান প্রদানকালে প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া স্বজাতির হিতসাধন করিয়া বাধিত করিবেন।

দেবতার জাতিপাত :—

আমাদের সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন—'পাবনার জয়কালীর বাড়ী ও পাষাণময়ী মূর্ত্তি হিন্দুসাধারণের অর্থে নির্ম্মিত ও স্থাপিত। পূর্ব্বে পূজার সময় ব্রাহ্মণ কায়স্থের নামে সংকল্প হইত, কিন্তু কায়স্থগণ যখন বৈদিকসংস্কারে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করিলেন, বেদহীন কতিপয় ব্রাহ্মণবংশধর যোটবদ্ধ হইয়া ঘোষণা করিলেন—কায়স্থের নামে সংকল্প হইয়া মায়ের পূজা হইলে তাঁহার জাতিপাত হইবে। ফলতঃ কায়স্থগণ সরিয়া পড়িলেন, মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিলেন। ইহার পরিণাম রেষারেষী দ্বেষাদ্বেষী চলিল—অতঃপর অবনত হিন্দুদিগকে উন্নত হিন্দুসমাজের সম্মিলন সাধনের প্রস্তাব উঠিল, কালীমাতার জাতিপাতের আশঙ্কা তিরোহিত হইল; ব্রাহ্মণবর্গ সভা করিয়া রায় দিয়াছেন 'জলাচরণীয় হিন্দুমাত্রই মায়ের পূজায় স্বনামে সংকল্প করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।' এই পরম কারুণিকদিগের উদারতায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু.........

উপনয়ন :—

১৩ই মাঘ, ১৩৩১। টাঙ্গাইল—লাউজানা নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ নেউগী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ নেউগী, যোগেশচন্দ্র গুহনেউগী, কুলেন্দ্র গুহনেউগী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র গুহনেউগী, পুলিনচন্দ্র গুহনেউগী, শ্রীশচন্দ্র গুহনেউগী, নৃপেন্দ্রদয়াল গুহনেউগী, প্রতাপচন্দ্র গুহনেউগী, শচীদয়াল গুহনেউগী, সুরেন্দ্রকান্ত গুহনেউগী, জিতেন্দ্রকান্ত গুহ-নেউগী; বাঘিল নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুহমজুমদার, মনোমোহন মিত্র, রমেশচরণ মিত্র, হেমচন্দ্র মিত্র, ফণীন্দ্রনাথ গুহ, ভূদেবচন্দ্র মিত্র, দুর্গানাথ দে সরকার, উমেশচন্দ্র দে সরকার, ইন্দ্রমোহন দত্ত, জানকীনাথ কর, যোগেন্দ্রনাথ কর, রজনীকান্ত পাল, মহেশচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানদামোহন দে সরকার, গদাধর দে

সরকার; পাথরাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার দে, যোগেশচন্দ্র দে; দাপ্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, রাজগোবিন্দ ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ; বিন্নাফৈর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গুহনকৃসী; বাঘুয়াজানি নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষরায়, সুধীরকুমার ঘোষরায়; সন্তোষ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ; নিকলা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস এই ৩৬জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, আশুতোষ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি আরও ৫জন উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করাইছেন।

১৭ই মাঘ, ১৩৩১। পাবনা—সাজাদপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বেতিল নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নকুমার দত্ত, পরশুরাম দত্ত, জামিরতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তী সহযোগীতা করেন। আমাদের স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা এই কার্য্যের উদ্যোগী।

১৯শে মাঘ, ১৩৩১। পাবনা—স্বরূপনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমাধবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ চন্দ্রচৌধুরী বংশের শ্রীযুক্ত নীলমাধব, ডাক্তার বেণীমাধব, হরেন্দ্রনাথ, দুর্গানাথ, বনমালী, ভবানীচরণ, বি-এল, সুধীরেন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, হরচন্দ্র, বাণেশ্বরচন্দ্র, তরণীকান্ত দত্ত, হেমন্তকুমার দেব, বসন্তকুমার দেব, বিশ্বেশ্বর ভৌমিক, সতীশচন্দ্র ভৌমিক, নীলমাধব দত্ত, নিবারণচন্দ্র দাস, জলধর নন্দী; যোগীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ চন্দ্র, ক্ষোকনচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র চন্দ্র, অখিলচন্দ্র রক্ষিত, নিখিলচন্দ্র রক্ষিত, গিরিশচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু সরকার, মণীন্দ্রনাথ সরকার, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, বিনোদবিহারী দত্ত, এই ২৮টী কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাপ্রচার দিগিন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—গোপালপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রসন্নকুমার গুণ অনুজসহ সমস্তদিন উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করায় তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

২৬শে মাঘ, ১৩৩১। পাবনা—রূপনাই নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। স্বেচ্ছাপ্রচারক দিগিন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—এই কেন্দ্রে রূপনাই দেববংশীয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন, ভবেশচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ, অমূল্যচরণ, প্রাণেন্দ্রনাথ, প্রাণেশচন্দ্র, উমাচরণ মিত্র, হরিহর মিত্র, নন্দলাল দত্ত, দেবেশচন্দ্র দেব, হরিপদ দেব; চৌপাসী নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দেব, যতীন্দ্রনাথ দেব; সুরেন্দ্রনাথ দেব, বসন্তকুমার রায়, বীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশচন্দ্র রায়, বসন্তকুমার চাকী, কেদারনাথ চাকী, ভবানীচরণ চাকী, রমেশচন্দ্র চাকী, কৃষ্ণচন্দ্র চাকী, হেরম্বনাথ চাকী; যোগীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত ভৌমিক শ্রীযুক্ত নবকিশোর শূর সাং দাউদপুর, এই ২৫টী বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন। দাউদপুরের শ্রীযুক্ত মধুসূদন শূর, যোগীবাড়ীর বসন্তকুমার চাকী, রমেশচন্দ্র চাকী ইঁহাদের সহায়তায় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

২৬শে মাঘ, ১৩৩১। কাওয়াকোলা-কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র। সিরাজগঞ্জ হাটবয়রা নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস, ব্রজনাথ দাস, রাসবিহারী দাস, গজেন্দ্র-নাথ দাস, গোপালচন্দ্র দাস, জ্যোতিষচন্দ্র দাস, জগদীশচন্দ্র দত্ত, কালীচন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র সরকার, কেদারনাথ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র ভৌমিক, কৃষ্ণচন্দ্র গুণ, মহিমচন্দ্র গুণ, পূর্ণচন্দ্র গুণ, ভোলানাথ সেন, শম্ভুনাথ সেন, গদাধর সেন, নলুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন সেন এই ১৮জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

২৬শে মাঘ, ১৩৩১। কাওয়াকোলা-কায়স্থ-সমিতির চেষ্টায় মহাদেবপুরের শ্রীযুক্ত মধুসূদন ধর মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বঙ্গজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন ধর, যজ্ঞেশ্বর ধর, হৃদয়নাথ ধর, গুরুগোবিন্দ ধর, দীনেশচন্দ্র ধর, ধরণীকান্ত ভৌমিক, দ্বারকানাথ ভৌমিক, কালীচরণ ভৌমিক, যদুনাথ ধর, নবকুমার ধর, কৃষ্ণচন্দ্র ধর, মাখনলাল ধর, ঈশ্বরচন্দ্র নেউগী, জ্ঞানদাচরণ নেউগী, দুর্গানাথ দেব, যদু-নাথ দেব, হরেন্দ্রকুমার বসু, জয়লাল দাঁ, হরিনাথ দত্ত, হরেকৃষ্ণ দত্ত, প্রতাপ চন্দ্র দত্ত, মহিমচন্দ্র দত্ত, দীনবন্ধু দেব, কেশবচন্দ্র দাঁ, রাধাকান্ত দাঁ, দেবেন্দ্র-নাথ ভৌমিক, শ্রীশচন্দ্র ভৌমিক; তেঘরি নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত, বলরাম দেব, সত্যেন্দ্রনাথ রাহা; শাচালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস এই ৩১টী কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

৩০শে মাঘ, ১৩৩১। পাবনা—বেতিল নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুকমল বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত যদুকমল বসু, বিধুভূষণ বসু, শশাঙ্কশেখর বসু, হারাণচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,

গৌরপদ দেব, প্রাণবন্ধু দাস, শশিভূষণ দাস, মণীন্দ্রনাথ দাস, গণেশচন্দ্র সরকার, উমেশচন্দ্র সরকার, প্রিয়নাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অন্নদাচরণ অধিকারী, গোবিন্দনাথ কর, এই ১৬টী কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। আমাদের স্বেচ্ছাপ্রচারক দিগিন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—এজন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ অধিকারী বিশেষ সহায়তা এবং যদুকমল বাবু সস্ত্রীক সকলকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া উপনীতগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

৮ই ফাল্গুন, ১৩৩১। পাবনা—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। বারেন্দ্র চন্দ্রায়ণ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র সরকার সাগতা নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ পাল যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

২২শে ফাল্গুন, ১৩৩১। পাবনা—বারইভাগ, বঙ্গীয়-হিন্দু-সমাজ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ বারইভাগ নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, পূর্ণচন্দ্র দেব, বসন্তকুমার সেন, হরেন্দ্রনাথ অধিকারী; গাড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভৌমিক; ব্রাহ্মণগাঁতি নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দেব; কুশাহাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দেব, জ্যোতিষচন্দ্র দাস, প্রফুল্লকুমার দাস; সারুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস, তেঘরী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল দেব এই ১১টী কায়স্থ সন্তান আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্নের যত্নে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন, এজন্য কৃতীদিগকে ও উদ্যোগী প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩১। কায়স্থ-সমাজ কেন্দ্র। দীল্লি নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

বিবাহ :—

২৭শে মাঘ, ১৩৩১। মুর্শিদাবাদ—পাঁচথুপী নিবাসী, (শ্রীরামপুরের মুন্সেফ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা হাজার কন্যা শ্রীমতী অজিতাদেবীর সদরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহবর্ম্মার পুত্র শ্রীমান মেঘেন্দ্রনারায়ণ সিংহবর্ম্মার শুভ-পরিণয়ে কিছুমাত্র দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায় নাই। পাত্র পাত্রী উভয় পক্ষই উত্তররাঢ়ীয়।

২৭শে মাঘ ১৩৩১। পাটনা। ৺নরেন্দ্রনাথ সরকারের কন্যার এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদাস মজুমদার এম-এ, বি-এলের সহিত শুভ-পরিণয়ে কোনপ্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই। এটি আন্তর্গণ্ডিক বিবাহ। পাত্র বারেন্দ্র সমাজের একশ্রেষ্ঠ বংশের সন্তান। পাবনা রহিমপুর নিবাসী ৺বিনোদবিহারী মজুমদার মহাশয়ের পুত্র, কন্যা দক্ষিণরাঢ়ীয় যশোর জিলার অধিবাসী, মৌলিক।

২৭শে মাঘ, ১৩৩১। যশোহর জিলার স্বরূপগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সিংহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতার আমাদের সমাজের পরম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষবর্ম্মার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান মনুজনাথের সহিত শুভ-পরিণয় ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হয়। এই কার্য্য ইঁহাদের কুলপুরোহিত রাণাঘাট নালড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন, তিনিই উদ্যোগী হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কুশণ্ডিকাদি হোম করান।

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩১। রাঞ্চি। পাণ্ডে শ্রীযুক্ত বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান জগেশ্বরীপ্রসাদ ও পরমেশ্বরী প্রসাদের সহিত রাঞ্চি নিবাসী মুন্সী মঙ্গলপ্রসাদ বর্ম্মার সুশীলা কন্যাদ্বয়ের শুভ পরিণয়ে কোন প্রকার দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই। বিন্ধেশ্বরী বাবু অন্যত্র প্রলোভন পাইয়াও তাহা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া এই কার্য্য করেন। এই বিবাহে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১। কলিকাতা। বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণির, মুর্শিদাবাদ কাঞ্চনতলার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসুরায়ের পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথের শুভ-পরিণয় হয়। পাত্র বঙ্গজ বাজু সমাজের অন্তর্গত মালুচীর বসু রায় বংশের অন্যতম শাখার, পাত্রী দক্ষিণরাঢ়ীয়।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩১। বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ রায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযুবালার, বালুচর নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বর্ম্মমজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত শুভ-পরিণয় হয়।

আজকাল বিবাহে দাবী দাওয়া অনেকে করেন না বটে, তবে "ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারার ন্যায়" সম্বন্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। দাবী দাওয়া করিব না—তবে বড়লোকের ঘর না হইলেও করিব না—অর্থাৎ যেস্থান হইতে যৌতুকে দ্রব্যসম্ভার যূথের পৃষ্ঠে আইসে। গত শ্রাবণ সংখ্যার সমাজে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মার কৃতি পুত্রের বিবাহের যে সংবাদ দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার

বৈবাহিক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সিংহবর্ম্মাকে তিনি শঙ্খবস্ত্রে সম্প্রদানের কথা জ্ঞাপন করিলে পাত্রী শ্রীমতী কমলাদেবীর জ্যেষ্ঠতাত পাটনার উকিল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা বিবাহ সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহা সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং গঙ্গাপ্রসন্ন বাবুকে শ্রীমান গিরিজাপ্রসন্নের সহিত ভয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ করিয়া নবদম্পতীর আশীর্ব্বাদক করিয়াছিলেন। আমরা সমগ্র কায়স্থ সমাজে এই আদর্শেরই বিকাশই দেখিতে চাই।

মৃত্যু :—

পুনা-কায়স্থসভার সভাপতি, ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি ভাণ্ডারের Superintendent, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামচন্দ্র বি-এ গুপ্তে রায় বাহাদুর ৭২ বৎসর বয়সে সেদিন তাঁহার কলিকাতার বাসায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত মহাত্মার সহিত বহুদিন হইতে আমাদের সৌহৃদ্য ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পারলৌকিক আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রাদ্ধ :—

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩১। ঢাকা—ঝিকটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সী মহাশয়ের পত্নীবিয়োগে তদাদ্যকৃত্য ১৩দিনে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে এই স্থলে উপবীতি কায়স্থের মাত্র তিনটী পুরোহিত ছিল, এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদি নিবাসী পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র ব্রহ্মচারী, ঝিকটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর ভাদুড়ি প্রভৃতি ২৫ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করান।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩১। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গুহ সরকারের তৃতীয় পুত্র বিজয়গোপালের মৃত্যুতে ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩১। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গুহ সরকারের মাতৃদেবীর গঙ্গাপ্রাপ্তিতে তদাদ্যকৃত্য ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন করেন। তিনি যশোহর সমাজভুক্ত,—স্বসমাজের ২।৪ জন প্রতিবন্ধকতা করিলেও স্থানীয় জ্ঞাতিবর্গকে তাহারা রোধ করিতে পারেন নাই, এবং বারেন্দ্র, রাঢ়ী প্রভৃতি অন্য শ্রেণীর অনেক কায়স্থও এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন।

ভ্রম সংশোধন :—

মাঘ সংখ্যায় শ্রাদ্ধ সংবাদে বসন্তকুমারের পত্নীর শ্রাদ্ধ ১৩ই তারিখের পরিবর্ত্তে ১৬ই হইবে এবং লক্ষ্মীকান্তের পিতৃশ্রাদ্ধের স্থলে মাতৃশ্রাদ্ধ হইবে।

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ

পঞ্চম বার্ষিক পরিচালন সমিতির ষষ্ঠাধিবেশন

২৭শে পৌষ, ১৩৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

কলিকাতা, ৮৫, নং ভবনে।

উপস্থিত :—

(ম) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (সভাপতি)
(ক) „ রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা।
(ব) „ রমণীমোহন গুহ রায়।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (পত্রিকা-সম্পাদক)
(দ) „ ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
(দ) „ মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার।
(বা) „ নরেশচন্দ্র সেনবর্ম্মা।
(উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

উত্তর রাঢ়ীয় সহঃসভাপতি মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, নিমতিতার জমিদার বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মাচৌধুরী মতিহারীর উত্তররাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে নাপারিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখেন।

সভারম্ভে গত মাসের **কার্য্যবিবরণী** পঠিত অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয়ের **সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

সম্পাদক মহাশয় নিম্নের লিখিত সভ্যবৃন্দের মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত করেন। যথা—(১) গোপালচন্দ্র দে, সাং যুগলকিশোর দাস লেন (২) হরিমোহন ঘোষ সাং সিমলা, বগুড়া; (৩) ডাঃ হীরালাল বসু, যামেদন, ব্রহ্ম; (৪) যুগলকিশোর দত্ত, সাং কুণ্ডলা, বীরভূম; (৫) উমেশচন্দ্র রায়, সাং বিকনা, বরিশাল। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ মৃত সভ্যগণের অতীত জীবনের স্বজাতি হিতৈষণার উল্লেখ

করিয়া তাঁহাদের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়— মৃত মহাত্মাগণের পুত্রাদি আত্মীয়গণের নিকট সমাজের এই সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের রাজসম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "এবার ইংরাজী নববর্ষে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আমাদের সমাজের হিতৈষী সভ্য কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসের ট্রেজারীর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বসু "রায়বাহাদুর" বারাসাতের অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, আলিপুর জেলারেল হস্পিটেলের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র দত্ত, পাটনা গুলজার বাগের ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র রায় এবং দিল্লী সেণ্ট্রাল একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল আফিসের এসিষ্টাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ইঁহারা "রায় সাহেব" উপাধি পাইয়াছেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া মাননীয় সভ্য-বৃন্দকে ধন্যবাদ করেন। এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, সমাজের এই শ্রদ্ধাভিনন্দন উপাধি প্রাপ্ত মহাশয়গণকে লিখিয়া পাঠান হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-দ শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, কৃষ্ণপুর।
২-ব ,, ফণীন্দ্রনাথ রায়, চাপার।
৩-দ ,, বিমলাচরণ দাস, কালীপাহাড়ী।
৪-ব মিঃ জে, এন্, ঘোষ, ফুলপুর।
৫-দ ডাঃ শরৎকুমার দেব, কোন্নগর।
৬-দ মিঃ এম্, সি, মিত্র, মেদিনীপুর।
৭-ব শ্রীযুক্ত সীতাকান্ত নন্দী, নিতাইকাছারী।
৮-দ ডাঃ এ, বি, বসু, দিল্লী।
৯-দ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ, দারভাঙ্গা।
১০-ব ,, সুরেন্দ্রনাথ বসু, ভাগলপুর।
১১-ব ডাঃ নেপালচন্দ্র ঘোষ, কাড়াপাড়া।
১২-ব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শিবসাগর।
১৩-ব ,, যতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সিরাজগঞ্জ।
১৪-দ ,, রমানাথ বসু, মীরাট।

১৫-দ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দেব, শিলং।
১৬-ব ,, তারিণীচরণ চৌধুরী, কামরূপ।
১৭-ব ,, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, হালেম।
১৮-ব ডাঃ রজনীনাথ সোম, গোপালপুর।
১৯-দ রায় বিপিনচন্দ্র বসু বাহাদুর, নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক—শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা :—

২০-দ ডাঃ পাঁচুগোপাল ঘোষ, এলাহাবাদ।
২১-দ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেব, ঐ
২২-বা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, গয়া।
২৩-দ ,, হরিকেশব ঘোষ, এলাহাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, স্বেচ্ছাপ্রচারক :—

২৪-ব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়, টাঙ্গাইল।
২৫-ব ,, উমেশচন্দ্র নেউগী, ঐ
২৬-ব ,, আনন্দনাথ চৌধুরী, পাটুলী।
২৭-ব ,, সারদাপ্রসাদ বসু, ফতেপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন, প্রচারক :—

২৮-ব শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ দেব, গাড়ুদহ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ :—

২৯-ব শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দত্ত, রেঙ্গুন।
৩০-দ ,, নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, জামালপুর।
৩১-ব ,, দেবেন্দ্রনাথ মহুরী, রেঙ্গুন।
৩২-ব ,, সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র, ঐ
৩৩-ব ,, উমেশচন্দ্র বসু, ঐ
৩৪-ব ,, শশিকুমার সেন, ঐ

প্রস্তাবক—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা :—

৩৫-ব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র করবর্ম্মা, জলপাইগুড়ি।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের এই সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। মিলন সম্বন্ধে কায়স্থ-সভার

পত্র। সম্পাদক মহাশয় এই পত্রখানি সভায় পাঠ করার পর কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া, অধিক সংখ্যক সদস্যের মতে স্থির হইল—মিলনার্থ আলোচনার নিমিত্ত যে সমিতি গঠিত হইবে, তাহাতে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার পত্রে যেরূপভাবে সমিতি গঠিত হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করা হউক এবং আমাদের সমাজ হইতে ছয়জন এমন সদস্য নির্ব্বাচন করা হউক, এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া সমিতি গঠন করিলেন :—

১। সভাপতি—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস্
২। সম্পাদক— „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্
৩। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ
৪। শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
৫। „ দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল্
৬। „ আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল্
৭। „ রমণীরঞ্জন গুহবর্ম্মরায়, বি-এ
৮। „ ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল্

আরও স্থির হইল যে,এই সমিতি উভয় সভার একত্রীকরণসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও যাবতীয় বিষয় সমূহের মীমাংসা করিবেন :—

(ক) যুক্ত সভার নামকরণ, (খ) যুক্ত সভার মুখপত্রের নামকরণ, (গ) যুক্তসভার নিয়মাবলী প্রণয়ন ও চাঁদা নির্দ্ধারণ, (ঘ) এই সমিতি আপন সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিবেন। সমিতির কার্য্য শেষ করিয়া তদ্বিবরণ ফাল্গুন মাসের পরিচালক সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রদান করিতে হইবে। যুক্তসমিতির প্রথমাধিবেশন ৺রাজকৃষ্ণ দত্ত অথবা আমাদের মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের ভবনে করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনবর্ম্মা বলেন—উভয় সভার মিলনার্থ এই সমিতির কার্য্যই কি শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? উত্তরে সভাপতি মহোদয় বলিলেন—শাখা সমিতি যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা আমাদের পরিচালন সমিতির সমীপে উপস্থিত করিলে সমিতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দও সমবেতভাবে ঐরূপ বলিলে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) উপাধি সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত। সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে—"দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষার্থীগণের প্রবন্ধ দাখিলকালে ১০৲ ফি, এবং উপাধি গ্রহণার্থ ২৫৲ টাকা

এই সঙ্ঘে প্রদান করিতে হইবে এবং যে যে বিষয়ে যে যে উপাধি দেওয়া হইবে, তাহা সঙ্ঘই যথাকালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন করিবেন।" অতঃপর এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—প্রবন্ধ প্রেরণকালে ১০৲ ফি এবং উপাধি গ্রহণার্থ ৫০৲ টাকা ফি দিতে হইবে।

(খ) কায়স্থ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর খস্‌ড়া প্রস্তুত হইয়াছে, দুই এক স্থলে কেবল ইংরাজী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাংলায় অনুবাদ করিতে হইবে। কিন্তু দুই সভার যদি মিলন হয় এখন এই গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন লাভ নাই; বৎসরও প্রায় শেষ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মিলন সম্বন্ধে কি হয় দেখিয়া এ বিষয় আলোচনা হইবে।

(গ) বৈবাহিক পণ প্রতিরোধক প্রতিজ্ঞা-পত্র। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বর্ষের পরিচালন সমিতির প্রথমাধিবেশনের ২-ঘ প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা মহাশয়কে যাহার পাণ্ডুলিপি করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সম্পাদক মহাশয় অদ্য তাহা পড়িয়া শুনাইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থিত করা হইল :—

"বরপণ-প্রথা সমাজের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে। ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ অথবা বিশেষভাবে সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায়, প্রতিবাদার্থ আমি নিম্নলিখিত রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বাক্ষর করিতেছি :—

১। আমার কর্ত্তৃত্বে বিবাহে আমি বরপণ গ্রহণ করিব না এবং কন্যাকর্ত্তাকেও এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইব।

২। আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, যে কেহ বিবাহে বরপণ গ্রহণ করিবেন, সেই বিবাহে আমি কোনও সহানুভূতি দেখাইব না; পরন্তু ঐরূপ বিবাহে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিব।"

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—আমাদের সমাজের মুখপত্রে এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সভ্যবৃন্দ হইতে প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে এবং কোন সভ্যের যদি এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকে জানাইতে অনুরোধ করা হউক।

(ঘ) প্রচারক সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—আমাদের পরিচালন সমিতির উত্তর রাঢ়ীয় সদস্য শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মিত্র, বি-এ এবং সিরাজগঞ্জ কাওয়াকোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস দেববর্ম্মা সমাজের প্রচারক হইবার জন্য

আবেদন করিয়াছেন, ইঁহাদের কাহাকে সমাজ প্রচারক নিয়োগ করিবেন? এই প্রশ্নে উপস্থিত সদস্যগণ বলিলেন—অন্নদা বাবু ত উপবীতীই নহেন পরন্তু হরিদাস বাবু উপবীতী হইলেও ইহার মধ্যে কাহার কিরূপ সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞতা আছে, এবং জাতীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা সমাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ না জানায় ইহাদের উভয়ের কাহাকেই প্রচারক নিযুক্ত করা ঠিক নহে। ইহা তাঁহাদিগকে জানান হউক।

(ঙ) অনাদায়ী বিল সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমান বর্ষের ২০৬ নং বিলের টাকা আদায় করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই, এখন তিনি বলিয়াছেন—আর টাকা দিতে পারিবেন না—এমতাবস্থায় ঐ বিল কি করা যায়? সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—বিলের টাকা যখন আর আদায়ের উপায় নাই, তখন ঐ বিল নষ্ট করিয়া ফেলা হউক।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেববর্ম্মা
সভাপতি
১০।১১।৩১

DOUBLE COLOUR
BLANK PAGE(S)

আবেদন করিয়াছেন, ইঁহাদের কাহাকে সমাজ প্রচারক নিয়োগ করিবেন? এই প্রশ্নে উপস্থিত সদস্যগণ বলিলেন—অন্নদা বাবু ত উপবীতীই নহেন পরন্তু হরিদাস বাবু উপবীতী হইলেও ইহার মধ্যে কাহার কিরূপ সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞতা আছে, এবং জাতীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা সমাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ না জানায় ইঁহাদের উভয়ের কাহাকেই প্রচারক নিযুক্ত করা ঠিক নহে। ইহা তাঁহাদিগকে জানান হউক।

(ঙ) অনাদায়ী বিল সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমান বর্ষের ২০৬ নং বিলের টাকা আদায় করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই, এখন তিনি বলিয়াছেন—আর টাকা দিতে পারিবেন না—এমতাবস্থায় ঐ বিল কি করা যায়? সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—বিলের টাকা যখন আর আদায়ের উপায় নাই, তখন ঐ বিল নষ্ট করিয়া ফেলা হউক।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেববর্ম্মা
সভাপতি
১০।১১।৩১

DOUBLE COLOUR
BLANK PAGE(S)